ড্যান ব্রাউন
দ্য লস্ট সিম্বল
অনুবাদ ■ ওমর ফারুক ■ মনোজিৎকুমার দাস

পৃথিবীর অসংখ্য রহস্য আর বৈচিত্রের অর্থ না জেনে নির্লিপ্তভাবে বেঁচে থাকা আর বিশাল কোন লাইব্রেরিতে ঢুকে কোন বই স্পর্শ না করে সেখানে অনর্থক ঘোরাঘুরি করা একই কথা।

—দি সিক্রেট টিচিংস অব অল এজেস

# অনুবাদ প্রসঙ্গে

হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের সিম্বোলজিস্ট বা চিহ্নতাত্ত্বিক প্রফেসর রবার্ট ল্যাংডনকে কেন্দ্রীয় চরিত্র করে লেখা ড্যান ব্রাউনের বই **দ্য লস্ট সিম্বল**। ২০০০ সালে **অ্যাঞ্জেলস এন্ড ডেমোনস্** এবং ২০০৩ সালে **দ্য ডা ভিঞ্চি কোড** -এ বই দুটি প্রকাশের পরই বিশ্বব্যাপী সাড়া পড়ে যায়। বইগুলোর কেন্দ্রীয় চরিত্র রবার্ট ল্যাংডন একজন জীবন্ত চরিত্র হয়ে ওঠেন। **দ্য ডা ভিঞ্চি কোডে** যীশুর বিবাহ ও বংশধর রেখে যাওয়া সংক্রান্ত তথ্য দিয়ে ব্রাউন ব্যাপক বিতর্কিত হন।

**দ্য লস্ট সিম্বল** উপন্যাসেও এসেছে নানা রহস্য, শ্বাসরুদ্ধকর নানা ঘটনাপ্রবাহের ধারা বর্ণনা। ওয়াশিংটন ডিসিতে ১২ ঘন্টার নানা লোমহর্ষক ঘটনা নিয়ে এর কাহিনী গড়ে উঠেছে। গুপ্ত ফ্রি ম্যাসোনারিকে ঘিরেই ঘটনাপ্রবাহ এগিয়েছে। কাহিনীর শুরুতেই দেখা যায় স্মিথসোনিয়ান ইন্সটিটিউশনের প্রধান পিটার সলোমনের আমন্ত্রণে ল্যাংডন ইউএস ক্যাপিটলের ন্যাশনাল স্ট্যাচুয়ারি হলে বক্তব্য দেওয়ার জন্য আসেন। কিন্তু এখানে এসেই জড়িয়ে পড়েন চিহ্নতত্ত্বের গোলক ধাঁধায়। কাহিনীর এক পর্যায়ে দেখা যায় ওয়াশিংটন ডিসির উর্ধতন কর্মকর্তা থেকে শুরু করে হোয়াইট হাউসের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিবর্গ প্রেতসাধনার মতো চিহ্নতত্ত্ব বিষয়ক ফ্রিম্যাসোনে যুক্ত।

ক্রমান্বয়ে ল্যাংডন মুখোমুখি হন মাল'আখ নামের একটি খল চরিত্রের সাথে। গোপন সংকেতের অর্থ উদ্ধারের জন্য মাল'আখ ল্যাংডনের সহায়তা নিয়ে তাকেই হত্যা করতে উদ্যত হয়। এক পর্যায়ে সিআইএ অফিসারদের সহায়তায় প্রাণে বেঁচে যান তিনি।

এ গল্পে এসেছে ধর্মতত্ত্ব, চিহ্নতত্ত্ব, বিজ্ঞান, ধর্মভিত্তিক পৌরাণিক ইতিহাস ও প্রযুক্তিনির্ভর ফ্যান্টাসি। ২০০৬ সালে উপন্যাসটি প্রকাশিত হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সেটি মুক্তি পায় ২০০৯ সালের ১৫ সেপ্টেম্বর। ওই দিনই উপন্যাস বিক্রির নতুন ইতিহাস তৈরি হয়। প্রথম দিন শুধু আমেরিকা, কানাডা ও যুক্তরাজ্যে ১০ লাখ কপি বিক্রি হয়। প্রকাশনা সংস্থা ডাবলডে এমনটাই আশা করেছিল। তাই তারা প্রথম সংস্করণে এ বই ছেপেছে ৬৫ লাখ কপি যা মাত্র তিন সপ্তাহের মধ্যেই শেষ হয়ে যায়।

বাংলাদেশেও ড্যান ব্রাউন তুমুল জনপ্রিয়তা পেয়েছেন। তার অন্য সবকটি উপন্যাস বাংলাদেশি পাঠকরা লুফে নিয়েছেন। **দ্য লস্ট সিম্বল**ও তার ব্যতিক্রম হবেনা বলেই বিশ্বাস করি।

বাংলা ভাষায় অনুবাদের স্বত্বদানের ক্ষেত্রে প্রকাশনা সংস্থা র‍্যান্ডম বুক হাউসের শাখা প্রতিষ্ঠান ডাবল ডে'র কর্মকর্তারা ত্বড়িত সহযোগিতা না দিলে এত দ্রুত বইটি বাজারে আনা সম্ভব হতো না। বিশেষ করে বইটির প্রধান সম্পাদক জেসন ক্যাফম্যান ও লেখক ড্যান ব্রাউনের এজেন্ট হেইড ল্যাঙ এক্ষেত্রে সর্বাত্মক সহযোগিতা দেওয়ায় প্রকাশকের তরফ থেকে তাদের বিশেষ ধন্যবাদ।

দুঃখজনক হলেও সত্যি বাংলাদেশে এক শ্রেনীর প্রকাশক ও অনুবাদক যথাযথ অনুমোদন ছাড়াই ব্রাউনের প্রকাশিত উপন্যাসগুলোর বিকৃত অনুবাদের বই বাজারজাত করেছে। এর ফলে পাঠক প্রতারিত হয়েছে। বাংলাদেশের প্রকাশনা ব্যবস্থার সুনামও ক্ষুন্ন হয়েছে। এ কারণে এ বইটি যাতে পাইরেটেড না হয় সে ক্ষেত্রে দেশের স্বনামধন্য প্রকাশনা ব্যবসায়ী ও প্রশাসনের প্রতি বিনীত আহ্বান জানাচ্ছি।

ধন্যবাদসহ-

ওমর ফারুক

মনোজিৎকুমার দাস

## উপজীব্য

১৯৯১ সালে সিআইএর পরিচালকের সিন্দুকে একটা অতি গোপনীয় ডুকমেন্ট তালাবদ্ধ করে রাখা হয়। সেটা আজও সেখানে সেভাবেই রয়েছে। প্রাচীন যুগের বিভিন্ন আঁকিবুকি ওয়ালা সংকেত এবং অজানা জায়গার দিক নির্দেশনা রয়েছে এই ডকুমেন্টের বিষয়বস্তুর মধ্যে। ফ্রি ম্যাসোন, দি ইনভিজিবল কলেজ, দি অফিস অব সিকিউরিটি, দি এসএমএসসি এবং ইন্সটিটিউট অব নোয়েটিক সায়েন্সসহ যতগুলো সংগঠনের কথা এ উপন্যাসে উল্লেখ করা হয়েছে সেগুলো বাস্তবেও রয়েছে। এ উপন্যাসে যেসব সাংস্কৃতিক চিনহ, শিল্পকর্ম, বিজ্ঞান, ধর্মীয় ও সামাজিক রীতিনীতির কথা উল্লেখ করা হয়েছে তার সবই বাস্তবভিত্তিক ও জীবন্ত।

# উপক্রমনিকা

হাউস অব দি টেম্পল

৮:৩৩ মিনিট

মৃত্যু কীভাবে কখন হবে তা এক অপার রহস্য।

সৃষ্টির শুরু থেকেই কখন কার কীভাবে মৃত্যু হবে তা রহস্যঘেরাই থেকে গেছে। দু'হাতের তালুতে মানুষের মাথার খুলিটা একবার দুলিয়ে সেটার দিকে একনজর তাকালো ৩৪ বছর বয়সী লোকটা। খুলিটা বেশ পুরনো। বাটির মতো খুলিতে রক্তের মতো লাল রংয়ের মদ। টলটল করছে। সেদিকে চেয়ে সে নিজেই নিজেকে বললো, 'খাও! খেয়ে যাও, তোমার ভয়ের তো কিছু নেই!'

দীর্ঘদিন ধরে প্রচলিত সনাতন প্রথা অনুসারে মধ্যযুগের ভিন্নমতালম্বী অপরাধীকে ফাঁসিমঞ্চের দিকে হিঁচড়ে নিয়ে যাবার রীতি পালনের মধ্যে দিয়ে তার আজকের যাত্রা শুরু হয়েছে,তার গায়ের ঢোলা শার্টের সামনের খোলা অংশ দিয়ে বেচারার নির্লোম ফ্যাকাশে বুক দেখা যাচ্ছিল,তার প্যান্টের বা পাটা হাটু পর্যন্ত গোটান আর শার্টের ডান হাতাটা গুটিয়ে কনুইয়ের কাছে তোলা হয়েছে।তার গলার চারপাশে দড়ির একটা ভারী ফাঁস ঝুলছে সঙ্ঘের ভাইয়েরা আদর করে যাকে বলে –"কেবল-টো"। অবশ্য আজরাতে উপস্থিত ভক্ত ভাইদের মত, তার পরনেও মাস্টারের ন্যায় পোশাক।

তাকে ঘিরে দাঁড়িয়ে থাকা ভাইদের প্রতেকের পরনে আজ তাদের সম্পূর্ণ রিগেলিয়া। একে সঙ্গের প্রতীক বলা হয়। সাথে সাদা দস্তানা আর কোমরে ঝোলান রয়েছে পরিকর। তাদের প্রত্যেকের গলায় ঝোলান আনুষ্ঠানিক রত্ন, মৃদু আলোতে অশরীরী চোখের মত জ্বল জ্বল করছে। উপস্থিত লোকদের ভেতরে অনেকেই ব্যক্তিগত জীবনে প্রতিষ্ঠিত আর অমিত ক্ষমতাধর কিন্তু নব্য দিক্ষিত ব্যক্তি জানে চারপাশের এই দেয়ালের অভ্যন্তরে তাদের পার্থিব মর্যাদার কোন মূল্য নেই। এখানে সবাই সমান এক রহস্যময় বাধনে আবদ্ধ ভাই।

চারপাশে সমবেত অদম্য শঙ্কাহীন লোকগুলোকে সে পর্যবেক্ষণ করে , নব্য দিক্ষিত ভাবে বাইরের জগতের কে বিশ্বাস করবে এমন ভিন্ন ধারার লোকদের একটা সমাবেশ এমন এক স্থানে হয়েছে.......এত জায়গায় থাকতে *এখানেই*। ঘরটাকে প্রাচীন পৃথিবীর কোন এক মন্দিরের মত দেখায়। অবশ্য, সত্যটা তার চেয়ে বিস্ময়কর। *হোয়াইট হাউস থেকে আমি সামান্য দূরে রয়েছি।*

১৭৩৩ সিক্সটিন স্ট্রীট এনডাব্লিউ, ওয়াশিংটন, ডি,সির এই প্রকাণ্ড প্রাসাদ বা স্বপ্ন সৌধ যে নামেই অভিহিত করি আসলে খ্রিষ্টপূর্ব যুগের মন্দিরের রেপল্লিকা দি টেম্পল অব কিং মোউসেলেস, আসল মোসেলিয়াম..... একটা স্থান যেখানে মৃত্যুর পর নিয়ে যাওয়া যায়। বাইরে প্রধান ফটকের সামনে ,দুটো

সতের টন ওজনের পিতলের স্ফিংস মূর্তি পাহারা দিচ্ছে। ভবনের ভিতরটা প্রার্থনা কক্ষ, হলরুম, বন্ধ প্রকোষ্ঠ, পাঠাগার, এমনকি ফাঁপা দেয়াল যেখানে দুটো কঙ্কালের অবশিষ্ঠাংশ আছে। সব মিলিয়ে একটা গোলক ধাঁধা। নবদিক্ষিতকে বলা হয়েছে এই ভবনের প্রতিটি কক্ষের একটা গোপন রহস্য আছে কিন্তু তারপরেও সে বুঝতে পারে এই মুর্হূতে হাটু মুড়ে খুলি হাতে যে বিশালকার চেম্বার রয়েছে সেটার গূঢ় রহস্যের সাথে অন্য কক্ষগুলোর তুলনা হয়না।

*দি টেম্পল রুম।*

ঘরটা একদম চার কোণা বিশিষ্ট। অনেকটা গুহার মত। মাথার একশ ফিট উপরে ছাদ। মনোলিথিক গ্রানাইট পাথরের স্তম্ভের উপরে স্থাপিত। রাশিয়ান ওয়ালনাটের সারিবদ্ধ গ্যালারি ঘরটাকে বৃত্তাকারে ঘিরে রেখেছে আর আসনের কুশনগুলো শুকরের চামরা দিয়ে হাতে বাঁধান। পশ্চিমের দেয়ালের অংশ জুড়ে চৌত্রিশ-ফুট-উঁচু সিংহাসন। বিপরীত দিকের দেয়ালে একটা পাইপ লুকান রয়েছে। পুরা দেয়াল জুড়ে প্রাচীন সব সংকেত। মিশরীয়, হেবারিক, মহাকাশ সম্বন্ধীয়, আলকেমী এবং অন্যান্য সব অজানা চিহ্নের সমাহার।

আজরাতে টেম্পলার রুম নিখুত ভাবে বসানো মোমবাতির সারি দ্বারা আলোকিত। ছাদের প্রশস্ত গবাক্ষ দিয়ে নেমে আসা চাঁদের আলোর একটা মৃদু ধারার সাথে মোমবাতির আলো যুক্ত হয়ে পুরা ঘরটাকে আধো আলোকিত আর ঘরের সবচেয়ে চমকপ্রদ বৈশিষ্ট্যকে উজ্জ্বল করে তুলেছে। বেলজিয়াম কালো মার্বেলের একটা আস্ত খন্ড খোদাই করে তৈরী করা বিশাল বেদী চারকোনা ঘরের ঠিক মধ্যেখানে স্থাপিত ।

*গোপন কথাটা হল কিভাবে মারা যাবে,* নবদিক্ষিত পুনরায় নিজেকে স্মরণ করিয়ে দেয়।

'সময় হয়েছে ' একটা কণ্ঠ ফিসফিস করে বলে ওঠে।

নবদিক্ষিত চোখ তুলে তার সামনে দাঁড়িয়ে থাকা সাদা আলখাল্লা পরিহিত বিশিষ্ট অবয়বের দিকে তাকায়। *প্রধান যাজক।* লোকটার বয়স আনুমানিক পঞ্চাশ। আমেরিকার একটা আইকন, লোকপ্রিয়, শক্ত সমর্থ এবং অমিত সম্পদের অধিকারী। তার মাথার একসময়ের কালো চুলে বয়সের ছাপ পড়েছে।

"শপথ নাও" প্রধান যাজক বলেন, তাঁর কণ্ঠস্বর তুষারপাতের মত কোমল। "তোমার দীক্ষা পূর্ণ কর।"

নবদিক্ষিতের যাত্রা, একদম প্রাথমিক পর্যায় শুরু হয়েছিল। সেদিন রাতে আজকের মতই একটা কৃত্যানুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল, সর্বোচ্চ পূজারী প্রভূ তার মাথা একটা ভেলভেটের মস্তকাবরণী দ্বারা ঢেকে দিয়েছিল এবং তার খোলা বুকে আনুষ্ঠানিক ড্যাগার স্পর্শ করে জানতে চেয়েছিলেন: "কোন ধরনের

আর্থিক মোহ বা কোন ধরনের পুরস্কারের অভিপ্রায় দ্বারা প্রভাবিত না হয়ে, তুমি নিজের সম্মান বজায় রেখে ঘোষনা করছো যে স্বেচ্ছায় এবং মুক্তচিত্তে তুমি আমাদের এই ভ্রাতৃসঙ্ঘের রহস্য আর বিশেষ অধিকার ভোগের একজন প্রার্থী হিসাবে নিজেকে উৎসর্গ করবে ?"

"আমি রাজি," সদ্য দিক্ষিত মিথ্যা বলে।

"তাহলে তোমার চেতনায় এটা প্রথিত হোক," মাস্টার তাকে সর্তক করে বলেন, "তোমার কাছে অবারিত করা গোপনীয়তা যদি তুমি কখনও বিশ্বাসঘাকতা করে ভঙ্গ কর তাহলে তার পরিণতি হবে তাৎক্ষনিক মৃত্যু।"

সেই সময়ে, নবদিক্ষিত বিন্দু মাত্র ভয় অনুভব করেনা। *আমার আসল উদ্দেশ্য তারা কখনও আঁচ করতে পারবেনা।*

আজরাতে, অবশ্য টেম্পল রুমে সে কেমন একটা গাম্ভীর্যের আলামত লক্ষ্য করে এবং তার দীক্ষা দানের বিভিন্ন পর্যায়ে উচ্চারিত সর্তক বাণী পুণরাবৃত্তি শুরু হয়, যে প্রাচীন জ্ঞান সে লাভ করতে চলছে সেটা কখনও করলে তার ভয়ঙ্কর পরিণতির কথা: *কানের একপ্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্ত পর্যন্ত জবাই করা হবে।......টেনে বের করা হবে জীহ্বা.....নাড়িভুড়ি পুড়িয়ে দেয়া। সেগুলোর ছাই ছড়িয়ে দেয়া হবে বাতাসে.....বক্ষপিঞ্জর থেকে হৃৎপিণ্ড বের করে সেটা বন্য পশু কে খাওয়ান হবে*

"ব্রাদার " ধুসর চোখের মাস্টার বলেন, নবদিক্ষিতের হাতে তার বাম হাত রাখা । "চুড়ান্ত শপথ গ্রহণ কর।"

নিজেকে পরিক্রমার শেষ অংশের জন্য প্রস্তুত করার ফাঁকে, নব্যদিক্ষিত নিজের পেশল কাঠাম নড়ায় এবং তালু দিয়ে আঁকড়ে ধরে রাখা করোটির প্রতি মনোযোগ দেয়। মোমবাতির মৃদু আলোতে ক্রিমসন ওয়াইন প্রায় কাল দেখায়। পুরা কক্ষে মৃত্যুর নিরবতা নেমে আসে এবং সে অনুভব করে উপস্থিত সবার দৃষ্টি তার প্রতি নিবদ্ধ, চুড়ান্ত শপথ গ্রহণের শেষে অভিজাতদের তালিকায় তার অভিষেক অপেক্ষা করছে।

*আজরাতে,* সে মনে মনে ভাবে, *ভ্রাতৃসঙ্ঘের ইতিহাসে কখনও ঘটেনি এমন একটা ঘটনা এই চার দেয়ালের ভিতরে ঘটতে চলেছে। বিগত কয়েক শতাব্দিতে এমনটা ঘটেনি।*

সে জানে এর ফলে একটা স্ফুলিঙ্গের সৃষ্টি হবে......আর এটা তাকে প্রবল ক্ষমতার অধিকারী করবে। উদ্দীপ্ত ভঙ্গিতে, সে শ্বাস নেয় এবং সারা পৃথিবীতে অসংখ্য দেশে তার আগে অগণিত মানুষ যে শব্দ উচ্চারণ করেছে সেটাই উদাত্ত কণ্ঠে বলে উঠে।

*আমি যে মদ এখন পান করছি তা যেন আমার ভিতরে বিষে রূপান্তরিত হয়।.....ইচ্ছাকৃত বা অনিচ্ছাকৃত ভাবে আমি যদি কখনও শপথ ভঙ্গ করি* তাহলেই এমনটি হবে।

কক্ষের শূণ্যস্থানে তার কথা প্রতিধ্বনিত হল। তারপর নেমে আসে শুনশান নিরবতা।

হাত স্থির করে, নবদিক্ষিত করোটি নিজের মুখের কাছে উঠিয়ে আনে এবং টের পায় তার ওষ্ঠের প্রান্ত শুষ্ক হাড় স্পর্শ করেছে। সে চোখ বন্ধ করে এবং করোটি তার মুখের দিকে দিয়ে, লম্বা চুমুকে মদ পান করতে থাকে। ওয়াইন এর শেষ বিন্দু পান করে সে করোটি মুখ থেকে নামায়।

এক মুহূর্তের জন্য, তার মনে হয় তার ফুসফুস ভারী হয়ে উঠছে এবং হৃৎপিণ্ড উন্মাত্তের মত আঁচরণ করছে। *ঈশ্বর, তা জানে!* তারপর দ্রুত অস্বস্তিকর অনুভূতিটা কেটে যায়।

এক প্রীতিকর উষ্ণতা তার দেহে ছড়িয়ে পড়ে। দিক্ষিত ব্যক্তি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে, ভ্রাতৃসঙ্গের সবচেয়ে গোপনতম পংক্তিতে বোঁকার মত তাকে অর্ন্তভূক্ত যে লোকটা করেছে তার অসন্দিগ্ধ ধূসর চোখের দিকে তাকিয়ে সে মনে মনে হাসে।

*অজানা আশঙ্কায় মন কেপে ওঠে। মনে হতে থাকে অচিরেই তারা কাঙ্খিত সব কিছু হারাবে।*

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

# दृ
# लस्ट
# सिम्बल

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

# ১
## অধ্যায়

বিশ্বজুড়ে সমাদৃত আইফেল টাওয়ারের দক্ষিণ পিলারের লিফট ওপরে যাচ্ছে। লিফটের ভেতরে পর্যটকের গাদাগাদিতে নাভিশ্বাস অবস্থা। ওদের মধ্যে স্যুট পরা এক ব্যবসায়ী পর্যটক তার পাশে দাঁড়ানো তার ছোট ছেলের দিকে তাকিয়ে ছিলেন। ছেলেটাকে কেমন যেন মন মরা লাগছিল। তিনি তাকে বললেন, তোমাকে খুব বিমর্ষ লাগছে বাবা, তোমার ওপরে না ওটাই ভালো ছিল।

না, না ঠিক আছে। .......নিজের চাপা উদ্বেগ দমন করে ছেলেটা বলে।" আমি পরের লেভেলেই নেমে যাব। *"আমার শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে।*

ভদ্রলোক তার দিকে ঝুকে আসে। "আমি ভেবেছিলাম এতদিনে তুমি ব্যাপারটা কাটিয়ে উঠেছ।" সে পরম স্নেহে ছেলেটার গালে হাত বুলিয়ে দেয়।

নিজের বাবাকে আশাহত করার জন্য ছেলেটা লজ্জায় মরে যায়, কিন্তু কানের ভো ভো শব্দের জন্য সে কিছুই শুনতে পায় না। *আমি শ্বাস নিতে পারছিনা এই ঘোড়ার ডিম বাক্স থেকে আমাকে বের হতে হবে।*

*প্রায়এসে পড়েছি,* ছেলেটা নিজেকে বলে, গলাটা বাড়িয়ে দিয়ে উপরের অবরোহনের পাটাতনের দিকে তাকায়। *একটু সবর কর।*

চারপাশের দৃশ্যবলী অবলোকনের জন্য নির্মিত উপরের ডেকের দিকে তির্যকভাবে লিফটা উঠতে শুরু করলে, চারপাশটা কেমন যেন হয়ে আসে, এটি অতিকায় সংকীর্ণ সুড়ঙ্গে প্রবেশ করে।

"বাবা, আমার মনে হয় না–"

সহসা মাথার উপর থেকে প্রচণ্ড শব্দের প্রতিধ্বনি ভেসে আসে। খাঁচাটা হঠাৎ থেমে গিয়ে, বেকায়দাভাবে একপাশে হেলে যায়। সাপের মত ছিড়ে যওয়া ইস্পাতের দড়ি লিফটের খাঁচা কে চাবুকের মত প্রহার করে। বাচ্চা ছেলেটা তার বাবা কে আঁকড়ে ধরে।

"বাবা"

আতঙ্কিত চোখে এক সেকেণ্ডের জন্য তারা পরস্পরের দিকে তাকিয়ে থাকে।

তখনই মেঝেটা খসে পড়ে।

রবার্ট ল্যাংডন চমকে ওঠেন তার নরম চামড়ার গদিমোড়া চেয়ারে খাড়া হয়ে বসেন। দিবাস্বপ্নের ঘোর কেটে গিয়েছে।

ফ্যালকন ২০০০ ইএক্স কর্পোরেট জেটপ্লেনের এক বিশাল কেবিনে এই মুহূর্তে একা বসে রয়েছে ঝঞ্ঝাবাতের কারণে বিমান টা ঝাকি খেয়েছে। বাইরে থেকে দুটো প্র্যাট এণ্ড উইটনি ইঞ্জিনের সাবলীল গুঞ্জন ভেসে আসছে।

ইন্টারকম জীবন্ত হয়ে উঠে। "মি. ল্যাংডন ?" "আমরা আমাদের যাত্রার শেষ পর্যায় রয়েছি।"

ল্যাংডন সোজা হয়ে বসে নিজের লেকচার শীট পুনরায় তর চামড়ার ফোল্ডারে ঢুকিয়ে রাখে।*ম্যাসনিক সিমবোলজির প্রায় অর্ধেক সে চোখ বুলিয়েছিল।* নিজের মৃত পিতার সম্পর্কে আসা কল্পনা, ল্যাংডনের ধারণা, তার গুরু পিটার সলোমনের কাছ থেকে অপ্রত্যাশিত আমন্ত্রণ। সবকিছুই মনে পড়ছিল।

*আরেকজন মানুষ যাকে আমি কখনও নিরাশ করতে চাই না* । প্রায় ত্রিশ বছর পূর্বে আটান্ন বছর বয়সী মানব প্রেমিক, ইতিহাসবিদ আর বিজ্ঞানী ল্যাংডনকে নিজের ছত্রছায়ায় নিয়ে এসেছিল, তার অকাল প্রয়াত বাবার রেখে যাওয়া শূণ্যস্থান তিনি অনেকাংশ পূর্ণ করেছিলেন। পারিবারিক প্রতিপত্তি আর অমিত সম্পদসত্ত্বেও ল্যাংডন সলোমনের কোমল ধুসর চোখে সবসময় বিনয়ই দেখেছেন।

জানলার বাইরে সূর্য অস্ত গিয়েছে। কিন্তু ল্যাংডন তবুও পৃথিবীর দীর্ঘতম ওবেলিস্কের সরু ছায়ামূর্তি ঠিকই দেখতে পান যেন, পাতালপুরীর রাক্ষসের হাতের বর্শার মত দিগন্ত ফুড়ে দাঁড়িয়ে আছে ৫৫৫- ফিট লম্বা মার্বেলের ওবেলিস্কটা। যে এই জাতির হৃদয়ের প্রতীক। মোচাকৃতির চূড়ার চারপাশে, সড়ক আর সমাধিসৌধের নিখুঁত জ্যামিতিক বিস্তৃতি বাইরের দিকে ছড়িয়ে পড়েছে।

ওয়াশিংটন ডি.সি. এমনকি আঁকাশ থেকেও রহস্যময় শক্তি বিকিরণ করছে।

এই শহরটাকে ল্যাংডন ভালবাসেন। তাকে বহনকারী জেট বিমানটি ভূমিতে অবতরণ করতে অপেক্ষা করে আছে কল্পনা করে। এতে তিনি নিজের ভিতরে উত্তেজনার মাত্রা অনুভব করেন। ডালাস আর্ন্তজাতিক বিমান বন্দরের কোথাও অবস্থিত এক ব্যক্তিগত টার্মিন্যালে প্লেনটা ট্যাক্সি করে এগিয়ে যায় এবং গন্তবে পৌচ্ছে থামে।

ল্যাংডন নিজের জিনিস পত্র গুছিয়ে নেয়, পাইলট কে ধন্যবাদ জানায় এবং বিমানের বিলাস বহুল অভ্যন্তরভাগ ত্যাগ করে ভাঁজ করে সিঁড়ির দিকে এগিয়ে যায়। জানুয়ারী মাসের শীতল বাতাসে মুক্তির আমেজ।

BanglaBook.org

*রবার্ট নিঃশ্বাস নাও,* প্রশস্ত খোলা স্থানের প্রংশসা করে সে নিজের মনে ভাবে।

রানওয়ের উপর দিয়ে সাদা কুয়াশার একটা মিছিল ভেসে যায় এবং কুয়াশাবৃত্ত টারমাকে নেমে আসলে ল্যাংডনের মনে হয় সে বুঝি কোন জলাশয়ে ভুল করে উপস্থিত হয়েছে ।

" হ্যাঁলো ! হ্যাঁলো ! টারমাকে অন্যপ্রান্ত থেকে স্পষ্ট বৃটিশ টানের চিৎকার শোনা যায়।" অধ্যাপক ল্যাংডন ?

ল্যাংডন চোখ তুলে তাকালে ব্যাজ পরিহিত মাঝ বয়সী এক মহিলাকে ক্লিপবোর্ড হাতে তার দিকে ব্যাস্তসমস্ত ভঙ্গিতে এগিয়ে আসতে দেখে, তাকে এগোতে দেখে উল্লসিত ভঙ্গিতে হাত নাড়ছে। উলের স্টাইলিশ বুননের একটা টুপির নীচে দিয়ে তার কোকড়ান সোনালী চুল বেরিয়ে আছে।

"স্যার ওয়াশিংটনে আপনাকে স্বাগতম!"

ল্যাংডন হাসে। "ধন্যবাদ ।"

"আমি যাত্রী সেবা বিভাগের কর্মচারী, প্যাম ।"

মেয়েটা অস্থিরতার পর্যায় পড়ে এমন প্রানোচ্ছলতায় কথাগুলো বলে। "স্যার আপনি যদি এখন আমার সাথে আসেন , আপনার জন্য গাড়ি অপেক্ষা করছে।"

চকচক করা সব ব্যক্তিগত জেট প্লেনে বোঝাই একটা প্রাচুর্যের স্মারক খচিত টার্মিনালের দিকে রানওয়ে অতিক্রম করে ল্যাংডন মেয়েটাকে অনুসরণ করে। *বিখ্যাত আর ধনী দের ট্যাক্সি স্টাও।*

"প্রফেসার আপনাকে বিব্রত করতে আমার খারাপ লাগছে। মেয়েটা বলে , তার কণ্ঠ স্বরে একটা অপ্রত্যিভ্ব, " কিন্তু ধর্ম আর প্রতীক নিয়ে পাণ্ডিত্যপূর্ণ গ্রন্থ প্রণয়নকারী রবার্ট ল্যাংডন আর আপনি কি একই ব্যক্তি নন?"

ল্যাংডন প্রথমে ইতঃস্তত শেষ পর্যন্ত সম্মতির ভঙ্গিতে মাথা নাড়ে।

"আমি সেটাই ভাবছি!" সে খুশীতে উজ্জ্বল হয়ে বলে।" আমাদের পাঠচক্র আপনার চার্চ আর স্ত্রীলিঙ্গ সর্ম্পকিত পুস্তকটি আগ্রহের সাথে পাঠ করেছে! আপনার কারণে একটা উপভোগ্য কেলেঙ্কারি আমরা জানতে পেরেছি! আপনি শেয়ালের কাছে মুরগী বর্গা দিতে পছন্দই করেন । "ল্যাংডন কোন কথা না বলে হাসে।" কলঙ্করটান কিন্তু আমার উদ্দেশ্য ছিল না।"

মেয়েটা বুঝতে পারে ল্যাংডন এই মুহূর্তে নিজের কাজ সম্পর্কে আলোচনা করতে খুব একটা আগ্রহী না। "আমি দুঃখিত। বক বক করার জন্য আমি দুঃখিত। আমি জানি আপনি সম্ভবত প্রায়শই এমন পরিস্থিতির মুখোমুখি হন..... কিন্তু সেটার জন্য আপনার খ্যাতি দায়ী।" মেয়েটা পুলকিত ভঙ্গিতে তার পরনের কাপড়ের দিকে নির্দেশ করে। "আপনার পোশাকই আপনাকে চিনিয়ে দেয়।"*আমার পোশাক ?"* ল্যাংডন আড়চোখে নিজের পড়নের কাপড়ের দিকে তাকায়। বরাবরের মত আজও তার পরনে চারকোল রঙের টার্টলনেক হ্যাঁরিস টুইড জ্যাকেট, খাকি আর কলেজিয়েট করডোভান লোকার পায়ে.......সামাজিক অনুষ্ঠান, লেখক চিত্র বক্তৃতা দেয়া আর ক্লাশের জন্য তার পছন্দের পোষাক।

BanglaBook.org

মেয়েটা এবার তার অপ্রতিভতা লক্ষ্য করে হেসে উঠে । "আপনার পরনের টার্টলনেক অনেক পুরানো হয়েছে। টাই পরলে আপনাকে আরও অনেক চৌকষ দেখাবে।"

*অসম্ভব*, ল্যাংডন ভাবে । *ফাঁসির দড়ি গলায় দেই আরকি।*

ফিলিপস এক্সটার একাডেমিতে যোগ দেবার সময় ল্যাংডনকে সপ্তাহে ছয়দিন নেকটাই পড়তে হয়েছে, এবং প্রধান শিক্ষকের রোমান্টিক দাবী সত্ত্বেও যে রোমান বাগ্মীরা নিজেদের গলায় স্বরযন্ত্র উষ্ণ রাখতে যে রেশমের *ফ্যাসকালিয়া* পরিধান করতেন সেখানে থেকেই গলাবন্ধ হিসাবে ব্যাবহৃত ক্রাভেটের উৎপত্তি। ল্যাংডন ঠিকই জানেন , বুৎপত্তিগতভাবে *ক্রাভেট* শব্দটা এসেছে নির্মম "ক্রোট" মার্সেনারীদের যুদ্ধে ঝাপিয়ে পড়ার আগে গলায় গিঁটবাঁধা উত্তরীয় থেকে। আজ পর্যন্ত, যুদ্ধের প্রাচীন সাজ অফিসগামী চাকুরে যোদ্ধার দল পরিধান করে চলছে প্রতিদিনের বোর্ডরুম লড়াইয়ে তাদের সম্ভাব্য প্রতিপক্ষকে ভয় দেখাবার উদ্দেশ্যে।

"পরামর্শের জন্য ধন্যবাদ।" ল্যাংডন মৃদুহেসে বলে । "ভবিষ্যতে আমি টাইয়ের কথা বিবেচনা করে দেখব।"

টার্মিনালের কাছে পার্ক করা একটা ঝকঝকে লিংকন টাউন গাড়ীর ভিতর থেকে গাঢ় রঙের স্যুট পরিহৃত পেশাদার দেখতে একটা লোক সাবলীল ভঙ্গিতে বের হয়ে আসে এবং আঙ্গুল উঁচু করে। "মি.ল্যাংডন ? আমি বেল্টওয়ে সার্ভিসের পক্ষ থেকে চার্লস।" সে কথা শেষ করে যাত্রী আসনের দরজা খুলে ধরে। শুভ সন্ধ্যা , স্যার। ওয়াশিংটনে আপনাকে স্বাগতম।"

প্যামকে তার অপূর্ব আতিথেয়তার জন্য টিপস দিয়ে ল্যাংডন টাউন কারের মোলায়েম কোমল অভ্যন্তরে উঠে বসে। ড্রাইভার তাকে তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রনের কন্ট্রোল, পানির বোতল আর ঝুরি ভর্তি গরম গরম আস্তা মাফিন দেখিয়ে দেয়।মুর্হূত পরে ল্যাংডনের গাড়ি ব্যক্তিগত এক্সেস রাস্তা দিয়ে ছুটতে থাকে। *এভাবেই তাহলে বাকী অর্ধেক লোক বেঁচে আছে ।*

ড্রাইভার গাড়িটা উইণ্ডসক ড্রাইভে দ্রুত গতিতে আনার ফাঁকে তার যাত্রীর কর্মসূচী দেখে নিয়ে দ্রুত একটা ফোন করে। বেল্টওয়ে লিমোজিন থেকে বলছি, পেশাগত দক্ষতায় ড্রাইভার কথা বলে। "আমার মেহমান গাড়িতে উঠবার পরে আমাকে বিষয়টা নিশ্চিত করতে বলা হয়েছিল।" কথা বলে সে চুপ করে থাকে। "স্যার আপনার অতিথি যথাসময়ে এসেছেন এবং সন্ধ্যা সাতটা নাগাদ আমি তাকে ক্যাপিটল ভবনের সামনে নামিয়ে দেব।" সে লাইন কেটে দেয়।

ল্যাংডন মনে মনে হাসে। *কোন কিছুই নজর এড়ায় না।* খুটিনাটি বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি পিটার সলোমনের সবচেয়ে জোরাল বৈশিষ্ট , যার সাহায্যে সে নিজের অমিত ক্ষমতা সরলতায় নিয়ন্তণ করে। *ব্যাংকে কয়েকশ কোটি ডলার জমা থাকলে ব্যাপারটা অন্যরকম হতে বাধ্য।* ল্যাংডন চামড়ার গদি মোড়া সীটে আয়েশ করে জাকিয়ে বসে এবং এয়ারপোর্টের শব্দ মিলিয়ে যেতে চোখ বন্দ

BanglaBook.org

করে। ইউ .এস  ক্যাপিটল আধঘন্টার দূরত্ব এবং এই সময় টুকুর মধ্যে সে নিজের ভাবনা গুলো একটু গুছিয়ে নিতে চায়। আহ্ সব কিছু এত দ্রুত ঘটেছে যে ল্যাংডন এতক্ষণ পর আসন্ন সন্ধ্যার যাত্রা চিন্তা করার ফুসরত পায়।

*নিরবতার বাতাবরণে আগমন,* বিষয়টা সম্ভাবনা কল্পনা করে সে মুচকি হাসে।

ক্যাপিটল ভবন থেকে দশ মাইল দূরে একটা লম্বা অবয়ব রবটি ল্যাংডনের আগমনের জন্য অধীর চিত্তে প্রস্তুতি নেয়।

# ২
# অধ্যায়

মাল'আখ নামে নিজেকে যে পরিচয় দেয় সে নিজের পরিষ্কার করে কামান মাথায় সুইয়ের অগ্রভাগ চাপ দিয়ে প্রবেশ করায়, তীক্ষ্ণ ইস্পাত তার মাংসের ভেতরে প্রবেশ আর বের হয়ে আসবার সময়ে সে আনন্দে দ্রুত শ্বাস নেয়। বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতির এই মৃদু গুঞ্জন মাদকতাময়.  . ঠিক যেমন তার ত্বক ভেদ করে গভীরে সুইটা পিছলে যাবার সময়ে আর পেট ভর্তি রঞ্জক পদার্থ উগরে দেবার অনুভূতি।

*আমি একটা শিল্পকর্মের নমুনা বটে।*

উল্কি আঁকবার মূল লক্ষ্য কিন্তু কখনওই সৌন্দর্য্য ছিল না। লক্ষ্য ছিল *পরিবর্তন*। খ্রিস্টপূর্ব ২০০০ বছর পূর্বের নুবিয়ান প্রিস্টের আত্মোৎসর্গ থেকে প্রাচীন রোমের সিবেলে কাল্টের উল্কি সজ্জিত পুরোহিতের সহচর, বর্তমান সময়ের মাউরি সম্প্রদায়ের *মোকো* ক্ষতচিহ্ন, সবকিছুর পেছনেই রয়েছে উল্কির মাধ্যমে নিজেদের দেহকে আংশিক উৎসর্গ করার বাসনা, অলঙ্করনের সময়ে অনুভূত দৈহিক কষ্ট ভোগ করে পরিবর্তিত মানুষে পরিণত হওয়া।

১৯:২৮ এ লেভিটিকাসের অলুক্ষণে বলে সতর্ক করে দেয়া সত্ত্বেও, যেখানে কারও মাংসপেশীতে চিহ্ন দিতে বারণ করা হলেও আধুনিক কালে লক্ষ লক্ষ মানুষের কাছে উল্কি পরিবর্তনের স্মারক হিসাবে পরিচিত- এদের ভিতরে সহজ সরল কিশোর কিশোরী থেকে পাড় নেশারু এমন কি শহুরে বধূরাও এর মোহে মুগ্ধ।

নিজের ত্বকে উল্কি আঁকবার অর্থ হল ক্ষমতার রূপান্তরের ঘোষণা দেয়া, বিশ্বের কাছে একটা হুশিয়ারী: *আমার নিজের ত্বকের নিয়ন্ত্রক আমি নিজে।* নিয়ন্ত্রণের এই মাদকতাময় অনুভূতি আবার এসেছে শারীরিক রূপান্তরের ব্যাখ্যা থেকে যা অগণিত মানুষকে খোদার উপরে খোদকারী করার নেশায় বুদ করে রেখেছে. . . কসমেটিক সার্জারী, বডি পিয়ার্সিং, শরীরচর্চা, এবং স্টেরয়েড. . .এমনকি উভলিঙ্গ আর সর্বগ্রাসী ক্ষুধাও এর অর্ন্তভূক্ত। *মানব সত্ত্বা তার দৈহিক খোলসের উপরে ওস্তাদী দেখাতে ব্যস্ত।*

BanglaBook.org

মাল'আখের গ্রাণ্ডফাদার ক্লকে একটা ঘন্টার শব্দ শোনা যেতে সে চোখ তুলে তাকায়। বিকেল ছয়টা তিরিশ মিনিট। যন্ত্রপাতি সরিয়ে রেখে সে তার ছয় ফুট তিন ইঞ্চির নগ্ন দেহে একটা কিরইউ সিল্কের তৈরী আলখাল্লা জড়ায় এবং হল ঘরের ভিতর দিয়ে হেঁটে যায়। বিশাল প্রাসাদের ভিতরের বাতাস তার ত্বক রঞ্জনের তীক্ষ্ণ গন্ধ আর সুঁই জীবাণুমুক্ত করতে ব্যবহার করা মৌমাছির মোম থেকে তৈরী করা মোমবাতির ধোয়ায় ভারী হয়ে আছে। অমূল্য ইতালিয়ান পুরাকীর্তি সজ্জিত করিডোর দিয়ে ঢ্যাঙা লোকটা হেঁটে যায়– পীরানেসী খোদাইকর্ম, সাভোনারোলার ব্যবহৃত চেয়ার, রূপার তৈরী বুগারিনি প্রদীপ।

হেঁটে যাবার সময়ে সে মেঝে থেকে ছাদ পর্যন্ত বিস্তৃত জানালা দিয়ে তাকায়, দূরের ধ্রুপদী দিগন্তরেখার দিকে মুগ্ধ দৃষ্টিতে একবার তাকায়। ইউ.এস ক্যাপিটলের আলোকিত গম্বুজটা থেকে শীতের অন্ধকার আঁকাশের প্রেক্ষাপটে শক্তির দম্ভ বিকিরিত হচ্ছে।

*জিনিসটা ঐখানে লুকান রয়েছে,* সে ভাবে। *ওখানে কোথাও সেটা পুতে রাখা আছে।*

খুব কম মানুষই এর অস্তিত্বের কথা জানে. . . আর তারচেয়েও কম লোক এর অমিত শক্তির কথা বা কি সুচতুর ভাবে সেটা লুকিয়ে রাখা হয়েছে সেটা জানে। আজ পর্যন্ত, বিষয়টা এদেশের সবচেয়ে অবর্ণনীয় সিক্রেট। অল্প সংখ্যক যে কয়েকজন আসল বিষয়টা সম্বন্ধে জানেন তারা বিষয়টা সংকেত, লিজেণ্ড আর রূপকের আড়ালে লুকিয়ে রেখেছেন।

*তারা এখন সে দ্বার আমার সামনে অবারিত করেছে,* মাল'আখ ভাবে।

তিন সপ্তাহ আগে, আমেরিকার সবচেয়ে প্রভাবশালী লোকদের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত এক গোপন কৃত্যানুষ্ঠানের মাধ্যমে মাল'আখ এখন পর্যন্ত টিকে থাকা বিশ্বের সবচেয়ে প্রাচীন ভ্রাতৃসঙ্ঘের, তেত্রিশতম মাত্রায় অভিষিক্ত হয়েছে, সঙ্ঘের সর্বোচ্চ স্তর। মাল'আখের নতুন অর্জিত প্রতিপত্তি সত্ত্বেও ভক্ত ভাইয়েরা তাকে কিছুই বলেনি। সে জানে, *তারা সেটা বলবেও না*। পুরো বিষয়টা এভাবে কাজ করে না। এখানে চক্রের ভিতরে চক্র রয়েছে. . .ভ্রাতৃসঙ্ঘের ভিতরে আরেক ভ্রাতৃসঙ্ঘ। মাল'আখ যদি আরও বহুবছর ধৈর্য্য ধরে অপেক্ষা করে তারপরেও সে হয়ত তাদের বিশ্বাস অর্জন করতে ব্যর্থ হবে।

সৌভাগ্যবশত, তাদের চরমতম রহস্যের কথা জানবার জন্য তাদের বিশ্বাস অর্জনের কোন প্রয়োজন তার নেই।

*আমার উদ্যোগই আমাকে পথ দেখাবে।*

এখন, আসন্ন পরিস্থিতির কথা মনে করে উদ্দীপিত হয়ে সে নিজের শোবার ঘরের দিকে হেঁটে যায়। তার পুরো প্রাসাদে, অডিও স্পীকার লাগান রয়েছে, এখন সেখানে গুইসেপ্পি ভার্দির শোকগাঁথা "লাক্স এ্যাটারনা" একটা দুর্লভ রেকর্ডিং, যার গায়ককে গলার স্বর যাতে পরিবর্তিত না হয় সেজন্য বয়:সন্ধিক্ষণের পূর্বে তাকে খোজা করে দেয়া হয়েছে, রহস্যময় সুরে বাজছে–

BanglaBook.org

আগের জীবনের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। মাল'আখ রিমোট কন্ট্রোল ব্যবহার করে "ডাইজ আইরে"র আওয়াজ গমগমে করে তোলে। টিম্পানি ড্রামের বিধ্বংসী আওয়াজ আর সমান্তরাল পঞ্চকের জটিল ছন্দে মাতোয়ারা হয়ে সে মার্বেলের সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠতে থাকলে তার পেশল পায়ের বরাভয়ে গায়ের আলখাল্লা পতপত করে উড়তে থাকে।

সে দৌড়াতে থাকলে, তার খালি পেট বিদ্রোহ ঘোষণা করে। আজ দু'দিন হল, মাল'আখ কিছুই খায়নি, কেবল পানি পান করেছে, প্রাচীন রীতিতে সে নিজের শরীরকে প্রস্তুত করছে। *ভোর নাগাদ তোমার ক্ষুধা নিবৃত্ত হবে,* সে নিজেকে স্মরণ করিয়ে দেয়। *তোমার কষ্টেরও অবসান ঘটবে।*

সশ্রদ্ধ চিত্তে মাল'আখ তার শোবার ঘরের শরণস্থলে প্রবেশ করে, পেছনের দরজাটা বন্ধ করে দেয়। কাপড় বদলাবার স্থানের দিকে এগিয়ে যাবার সময়ে, সে থেমে যায়, টের পায় বিশাল গিল্টি করা আয়নাটা তাকে টানছে। নিজেকে বিরত করতে না পেরে, শেষ পর্যন্ত সে ঘুরে দাঁড়িয়ে নিজের প্রতিবিম্বের দিকে তাকায়। মূল্যবান উপহার সামগ্রীর আবরণ খোলার মত ধীরে ধীরে মাল'আখ নিজের আলখাল্লা খুলে নিজের নগ্ন অবয়ব উন্মোচিত করে। সামনের দৃশ্য দেখে সে শিহরিত হয়।

*আমি আসলেই একটা শিল্পকর্মের নমুনা।*

তার বিশাল দেহ নির্লোম এবং মসৃণ। সে প্রথমে নিজের পায়ের দিকে তাকায় যেখানে বাজপাখির আঁশ আর বাঁকান নখরের উল্কি আঁকা রয়েছে। এর উপরে, তার পেষল পায়ে স্তম্ভের উল্কি আঁকা– বাম পায়ে প্যাঁচানো আর ডান পায়েরটা উল্লম্বভাবে দাঁড়িয়ে আছে। *বোয়াজ আর জ্যাকিন।* তার কুঁচকি আর উদরকে একটা খিলানের রূপ দেয়া হয়েছে, যার উপরে তার শক্তিশালী বুকে আঁকা হয়েছে দুই মাথাঅলা ফিনিক্স. মাল'আখের স্তনবৃন্ত দুই মাথার প্রোফাইলের চোখের কাজ করছে। তার পুরো ঘাড়, গলা, কাঁধ, মুখ আর কামান মাথায় প্রাচীন সিম্বল আর আঁকৃতির জটিল নক্সাই ঢাকা।

*আমি একটা শিল্পকর্ম. . .উদীয়মান আইকন।*

আঠার ঘন্টা আগে মাল'আখকে নগ্ন দেখার সৌভাগ্য হয়েছিল এক মরণশীল মানবসন্তানের। বেচারা ভয়ে চেঁচিয়ে উঠেছিল। "ঈশ্বর, তুমি দেখছি সাক্ষাৎ শয়তান!"

"যদি তুমি আমাকে সেভাবে দেখতে চাও," মাল'আখ উত্তর দিয়েছিল, সনাতন ধারণা অনুযায়ী শয়তান আর ভগবান একই– সতত পরিবর্তনশীল সত্তা– পুরোটাই বিপরীতধর্মিতা: যুদ্ধক্ষেত্রে যে দেবদূত তোমাকে শত্রু নিধনে সাহায্য করে প্রতিপক্ষের চোখে কিন্তু সেই অসুরের দোসর।

মাল'আখ এবার মুখটা নীচু করে, এবং তার মাথার একটা তির্যক প্রতিচ্ছবি আয়নায় ফুটে উঠে। সেখানে মুকুটের মত বলয়ের মাঝে, ফ্যাকাশে উল্কিবর্জিত ত্বকের একটা বৃত্তাকার ক্ষুদ্র অংশ ফুটে উঠে। যত্নের সাথে রক্ষা করা মস্তিষ্কের

BanglaBook.org

এই অংশটুকুই মাল'আখের একমাত্র কুমারী ত্বক। পবিত্র স্থানটা ধৈর্য্যের সাথে অপেক্ষা করে আছে. .আর আজ রাতে এটাও পূর্ণ হয়ে যাবে। নিজের মাস্টারপিস শেষ করতে প্রয়োজনীয় উপাচার যদিও এখনও তার হস্তগত হয়নি, কিন্তু সে জানে সময় দ্রুত এগিয়ে আসছে।

নিজের প্রতিবিম্ব দেখে উত্তেজিত হয়ে, সে নিজের ভিতরে ক্ষমতার রাশ অনুভব করে। আলখাল্লাটা আবার গায়ে চাপিয়ে সে জানালার কাছে হেঁটে যায় এবং তার সামনে বিছিয়ে থাকা রহস্যময় নগরীর দিকে তাকিয়ে থাকে। *ওখানে কোথাও জিনিসটা পুতে রাখা আছে।*

বর্তমান সময়ের চাহিদা সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠে মাল'আখ ড্রেসিং টেবিলের সামনে এগিয়ে আসে এবং যত্নের সাথে মুখ, খুলি আর গলার উল্কির উপরে বেস মেকআপের একটা পরত বুলাতে থাকে যতক্ষণ না সবকিছু এর নিচে ঢাকা পড়ে যায়। তারপরে সে বিশেষ উপলক্ষ্যের জন্য বাছাই করা পোষাক আর আজ সন্ধ্যার জন্য বেছে বেছে নির্দিষ্ট করা অন্যান্য অনুষঙ্গে নিজেকে ভূষিত করে। পোষাক পরা শেষ হলে সে আবার আয়নার দিকে তাকায়। সন্তুষ্ট হয়ে, সে নিজের মসৃণ মাথায় নিজেরই নরম তালু আলতো করে একবার বুলিয়ে নেয়।

*ঐখানে কোথাও জিনিসটা আছে* সে ভাবে। *আর আজরাতে, একজন মানুষ আমাকে সাহায্য করবে সেটা খুঁজে বের করতে।*

মাল'আখ প্রস্তুতি নিয়ে নিজের প্রাসাদ থেকে যে ঘটনার জন্য বের হয় শীঘ্রই সেটার আমেজে ইউ.এস ক্যাপিটল ভবন নড়েচড়ে উঠবে। আজ রাতের সব কিছু আয়োজন করার জন্য সে তার সাধ্যের অতিরিক্ত প্রয়াস নিয়েছে।

আর এখন, তার শেষ ঘুটিটাও উপস্থিত হয়েছে খেলায় যোগ দেবার জন্য।

# ৩
# অধ্যায়

রবার্ট ল্যাংডন যখন তার নোটকার্ডে চোখ বুলাতে ব্যস্ত তখন তাকে বহনকারী টাউন কারের চাকা নীচের রাস্তার উপরে দিক পরিবর্তন করে। ল্যাংডন চোখ তুলে তাকাতেই বিস্মিত হয়।

*এর ভেতরেই মেমোরিয়াল সেতুর কাছে পৌছে গিয়েছি?*

সে তার হাতের নোট নামিয়ে রাখে এবং তাদের নীচ দিয়ে বয়ে যাওয়া পোটোম্যাক নদীর শান্ত জলরাশির দিকে নিবিষ্ট মনে তাকিয়ে থাকে। নদীর বুকে ঘন কুয়াশার আনাগোনা। ফগি বটম, যথার্থই বলা হয় জায়গাটাকে জাতির রাজধানী স্থাপনের স্থান হিসাবে এমন উদ্ভট স্থানকে কেন বেছে নেয়া হয়েছিল সেটা দুর্বোধ্য। নিউ ওয়ার্ল্ডের এত জায়গা থাকতে পূর্বপুরুষেরা কেন তাদের ইউটোপিয়ান সোসাইটির ভিত্তিপ্রস্থর নদীর তীরবর্তী এমন জলাবদ্ধ স্থানে করেছিলেন।

BanglaBook.org

ল্যাংডন বামে, টিডাল বেসিনের ওপারে জেফারসন মেমোরিয়ালের গাম্ভীর্যপূর্ণ বৃত্তাকার অবয়বের দিকে তাকায়– আমেরিকার প্যান্থেয়ন, এই নামেই সবাই একে চেনে। তাদের গাড়ির ঠিক সামনে লিংকন মেমোরিয়াল ঋজু নিরাভরণ ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে রয়েছে, এর অর্থোগোনাল সমকোণী রেখার সাথে এথেন্সের প্রাচীন প্যান্থেয়নের মিল রয়েছে। কিন্তু ল্যাংডন আরও দূরে শহরের মধ্যমণির দিকে তাকায়– এই একই চূড়াটা সে আঁকাশ থেকে দেখছিল। রোমান বা গ্রীকদের থেকেও অনেক অনেক প্রাচীন এর স্থাপত্যশৈলীর অনুপ্রেরণা।

*আমেরিকার মিশরীয় ওবেলিস্ক।*

ওয়াশিংটন স্মৃতিসৌধের মনোলিথিক চূড়া এখন ঠিক তার সামনে অবস্থিত, সমুদ্রগামী জাহাজের রাজসিক মাস্তুলের মত রাতের আঁকাশ আলোকিত করে রেখেছে। ল্যাংডনের তির্যক দৃষ্টিপথ থেকে, আজ রাতে ওবেলিস্কটাকে মনে হয় যেন আঁকাশে ভাসছে. অশান্ত সমুদ্রের বুকে নিরানন্দ আঁকাশের প্রেক্ষাপটে অজানার উদ্দেশ্যে ভেসে চলেছে। ল্যাংডনের নিজেকেও কেমন ভাসমান মনে হয়। ওয়াশিংটনে তার এবারের আগমন একেবারেই অপ্রত্যাশিত। *আজ সকালে ঘুম থেকে উঠে কোথায় ভেবেছিলাম রবিবারের সকালটা বেশ আয়েশ করে কাটাব. .তা না আমি এখন কিনা ইউ.এস ক্যাপিটল হিল থেকে কয়েক মিনিটের দূরত্বে অবস্থান করছি।*

আজ সকালে ঠিক পৌনে পাঁচটার সময়ে, হার্ভাডের নি:সঙ্গ সুইমিং পুলের নিথর পানিতে ল্যাংডন প্রতিদিনের মত আজও সকালটা শুরু করেছিল, পঞ্চাশ ল্যাপের সাঁতার দিয়ে। কলেজে পড়বার সময়ে অল-আমেরিকান ওয়াটার-পোলো দলে সদস্য থাকার সময়ে তার যে স্বাস্থ্য ছিল সেটা এখন অনেকটাই ভেঙেছে, কিন্তু চল্লিশ বছর বয়স্কের তুলনায় তার দেহ আজও ঈর্ষণীয় রকমের সুঠাম আর সাবলীল। পার্থক্য একটাই আজকাল এটা বজায় রাখতে গিয়ে তাকে যথেষ্ট পরিশ্রম করতে হয়।

ছয়টার সময়ে ল্যাংডন যখন বাসায় পৌছায়, সে হাতে-পেষা সুমাত্রা কফির গুড়ো দিয়ে কফি তৈরী করে আর রান্নাঘরে ম ম করতে থাকা অদ্ভুত সুগন্ধটা উপভোগের ফাঁকে তার দিনের প্রাত্যহিক কাজকর্ম শুরুর প্রস্তুতি নেয়। আজ সকালে অবশ্য বাসায় পৌছে সে তার ভয়েস-মেলের জ্বলতে থাকা লাল-বাতিটার দিকে অবাক চোখে তাকায়। *রবিবার সকাল ছয়টার সময়ে আবার কে ফোন করলো?* সে বাটন টিপে মেসেজটা শোনে।

"সুপ্রভাত, প্রফেসর ল্যাংডন। এত সকালে ফোন করার জন্য আমি ক্ষমাপ্রার্থী।" স্পষ্টতই বোঝা যায় ভদ্র কণ্ঠস্বরটা বাস্তবিকই বিব্রত, কণ্ঠস্বরে দক্ষিণের বাচনভঙ্গি মৃদু আঁচ করা যায়। "আমার নাম অ্যান্থনী জেলবার্ট আর আমি পিটার সলোমনের কার্যনির্বাহী সহকারী। মি.সলোমন আমাকে বলেছেন আপনি খুব সকাল সকাল ঘুম থেকে উঠেন. সহসা প্রয়োজন হওয়ায় তিনি আজ সকাল থেকেই আপনার সাথে যোগাযোগের চেষ্টা করছেন। আপনি

BanglaBook.org

মেসেজটা পাওয়া মাত্রই যদি সরাসরি পিটারের সাথে যোগাযোগ করেন তবে উপকৃত হব। আপনার কাছে সম্ভবত তার নতুন ফোন নাম্বারটা রয়েছে, তবুও আপনার কাজে লাগতে পারে মনে করে আবারও আমি সেটার পুনরাবৃত্তি করছে, নম্বরটা ২০২-৩২৯-৫৭৪৬।"

ল্যাংডন সহসা তার বৃদ্ধ বন্ধুর কথা ভেবে উদ্বিগ্ন হয়ে উঠে। পিটার সলোমনের মত সুশিক্ষিত আর সৌজন্যতা বোঁধের মানুষ খুব বিপদে না পড়লে রবিবার সকালে কাউকে বিরক্ত করবে না, কি হল মানুষটার।

ল্যাংডন কফির পানি চড়িয়ে দিয়ে দ্রুত তার স্টাডিতে আসে ফিরতি ফোনকল করতে।

*আমি আশা করি তার কোন বিপদ হয়নি।*

ল্যাংডনের চেয়ে মাত্র বারো বছরের বড় হওয়া সত্ত্বেও, পিটার সলোমন ছিল তার বন্ধু আর বিজ্ঞ পরামর্শদাতা আর প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয়ে দেখা হবার পরে থেকে সে অনেকটাই তার বাবার স্থান দখল করে নিয়েছিল। দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র থাকা অবস্থায়, ল্যাংডনকে একবার সুপরিচিত তরুণ মানবপ্রেমিক আর ইতিহাসবিদদের অতিথি ভাষণে অংশ নিতে হয়েছিল। সলোমন সংক্রামক আবেগ নিয়ে, সেমিওটিকস আর মৌলিক ইতিহাস সম্বন্ধে এমন প্রাণবন্ত রূপকল্প অঙ্কন করেছিল যা ল্যাংডনের মাঝে সিম্বলের প্রতি তার আজীবনের এক প্রেমময় সম্বন্ধের সৃষ্টি করেছে। পিটার সলোমনের চৌকষতা না বরং তার ধুসর চোখের বিনয় ল্যাংডনকে সাহস দিয়েছিল ধন্যবাদ জানিয়ে তাকে চিঠি লিখতে। দ্বিতীয় বর্ষে অধ্যয়নরত সেই ছাত্র কখনও কল্পনাও করেনি যে আমেরিকার অন্যতম ধর্নাঢ্য আর তরুণ বুদ্ধিজীবিদের মধ্যে সবচেয়ে প্রতিভাবান পিটার সলোমন তার চিঠির উত্তর পাঠাবে। কিন্তু সলোমন উত্তর দেয়। আর সেটা ছিল এক সত্যিকারের তুষ্টিকর বন্ধুত্বের সূচনা।

প্রথিতযশা শিক্ষাবিদ যার শান্ত মেজাজের আড়ালে লুকিয়ে থাকা ক্ষমতাশালী ঐতিহ্যের বিন্দুমাত্র টের পাওয়া যায় না, পিটার সলোমন ধনকুবের সলোমন পরিবারের সন্তান, সারা দেশের বিশ্ববিদ্যালয় আর ভবনগুলোর সাথে যে পরিবারের নাম ওতোপ্রতোভাবে জড়িয়ে রয়েছে। ইউরোপের রথচাইল্ডের মত, আমেরিকায় সলোমন পদবীটার সাথে রহস্যময় রাজকীয়তা আর সাফল্যের গাঁথা একসাথে জড়িয়ে আছে। খুব অল্প বয়সে তার বাবার মৃত্যু হবার হবার কারণে পিটার তরুণ বয়সেই উত্তরাধিকার সূত্রে মনোযোগের কেন্দ্রস্থলে চলে আসে আর এখন আটান্ন বছর বয়সে সে ক্ষমতার নানান অন্ধিসন্ধি দেখে ফেলেছে। বর্তমানে সে স্মিথসোনিয়ান অনুষদের প্রধানের দায়িত্ব পালন করছে। ল্যাংডন প্রায়শই পিটারকে উত্যক্ত করার জন্য বলতো যে তার ঝা চকচকে ঠিকুজিতে একমাত্র কলঙ্কের দাগ ইয়েলের মত একটা দ্বিতীয় শ্রেণীর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাওয়া ডিপ্লোমা।

এখন, ল্যাংডন, তার স্টাডিতে প্রবেশ করে পিটারের কাছ থেকে ইতিমধ্যেই একটা ফ্যাক্স চলে এসেছে দেখে বেশ অবাক হয়।

BanglaBook.org

পিটার সলোমন
সেক্রেটারীর অফিস
স্মিথসোনিয়ান অনুষদ
সুপ্রভাত, রবার্ট।

---

এই মুহূর্তে তোমার সাথে আমার কথা হওয়াটা জরুরী।
অনুগ্রহ করে আজ সকালে যত শীঘ্র সম্ভব
এই ২০২-৩২৯-৫৭৪৬ নাম্বারে একটা ফোন করতে পারবে।

*পিটার*

ল্যাংডন সাথে সাথে ফোন ঘুরিয়ে, তার হাতে তৈরী ওক কাঠের পড়ার টেবিলে বসে অন্য প্রান্তে কেউ ফোন উঠাবার জন্য প্রতিক্ষা করে।

"পিটার সলোমনের অফিস," সহকারীর পরিচিত কণ্ঠ ভেসে আসে। "অ্যান্থনী বলছি। আপনাকে কি সাহায্য করতে পারি?"

"হ্যাঁলো, আমি ল্যাংডন কথা বলছি। তুমি আমাকে কিছুক্ষণ আগে একটা মেসেজ পাঠিয়েছিলে–"

"হ্যাঁ, প্রফেসর ল্যাংডন!" তরুণ সহকারীর কণ্ঠে একটা ভার মুক্তির রেশ স্পষ্ট টের পাওয়া যায়। "দ্রুত যোগাযোগ করার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ। মি.সলোমন আপনার সাথে কথা বলার জন্য উদগ্রীব হয়ে আছেন। দাড়ান, আমি তাকে বলছি যে আপনি ফোন করেছেন। আমি কি আপনাকে হোল্ড করাতে পারি?"

"অবশ্যই।"

ল্যাংডন সলোমনের ফোন ধরার জন্য অপেক্ষা করার অবসরে, স্মিথসোনিয়ানের লেটারহেডের উপরে ছাপা পিটারের নামটার দিকে তাকায় এবং হেসে ফেলে। *সলোমন পরিবারে তার জুড়ি খুঁজে পাওয়া মুশকিল হবে।* পিটারের বংশলতিকায় ধর্নাঢ্য ব্যবসায়ী, প্রভাবশালী রাজনীতিবিদ, খ্যাতনামা বিজ্ঞানী ভুরি ভুরি খুঁজে পাওয়া যাবে যাদের কেউ কেউ আবার লণ্ডনের রয়েল সোসাইটির সদস্য। সলোমনের একমাত্র জীবিত পারিবারিক সদস্য, তার ছোট বোন, ক্যাথরিন, আপাত দৃষ্টিতে যে উত্তরাধিকার সূত্রে বৈজ্ঞানিকের ধারা পেয়েছে, কারণ আজকাল সে বিজ্ঞানের একেবারে নতুন কাটিং-এজ ধারা নিওটিক সাইন্সের একজন কেষ্টুবিষ্টু।

*আমার কাছে পুরোটাই হিব্রু*, ল্যাংডন ভাবে, গত বছর তার ভাইয়ের বাসায় একটা দাওয়াতের সময় তাকে নিওটিক সাইন্স কি সেটা বোঝাবার জন্য বেচারীর ব্যর্থ চেষ্টার কথা মনে পড়তে সে হেসে উঠে। ল্যাংডন তার কথা মনোযোগ দিয়ে

BanglaBook.org

শুনেছিল, এবং তার পরে আপাত সারল্য মিশ্রিত কণ্ঠে উত্তর দিয়েছিল, "বিজ্ঞানের চেয়ে তন্ত্রমন্ত্রের সাথেই বুঝি বেশি মিল।"

ক্যাথরিন অপ্রস্তুতভাব কাটাতে গিয়ে চোখ পিটপিট করে। "রবার্ট, তুমি যতটা কাছাকাছি মনে করছো এই দুটোর ভিতরে তারচেয়েও বেশি মিল রয়েছে।"

সলোমনের সহকারীর কণ্ঠ আবার ভেসে আসে। "আমি দু:খিত, মি.সলোমন এই মুহূর্তে একটা কনফারেন্স কল নিয়ে মহাব্যস্ত। আজ সকালে সবকিছুই কেমন যেন গোলমেলে।"

"কোন সমস্যা নেই। আমি পরে আবার ফোন করবো।"

"আসলে, তিনি আমাকে বলেছেন আমি যেন আপনাকে তার যোগাযোগের কারণটা খুলে বলি, আপনি যদি ব্যাপারটা অন্যভাবে না নেন?"

"না, একেবারেই না।"

সহকারী ছেলেটা একটা গভীর শ্বাস নেয়। "প্রফেসর, আপনি সম্ভবত জানেন যে প্রতিবছর স্মিথসোনিয়ান বোর্ড আমাদের সবচেয়ে উদার পৃষ্ঠপোষকদের ধন্যবাদ জানাতে ওয়াশিংটনে একটা ঘরোয়া গালার আয়োজন করে থাকে। দেশের অনেক সংস্কৃতমনা অভিজাতরা এতে অংশ নেন।"

ল্যাংডন খুব ভাল করেই জানে তার ব্যাংক একাউন্টে এখনও আরও কয়েকটা শূন্য বাড়াতে হবে নিজেকে সংস্কৃতমনা অভিজাতদের কাতারে সামিল করতে, কিন্তু সে ভাবে পিটার কি তবে আমাকে অংশগ্রহণের জন্য বক্তিগত আমন্ত্রণ পাঠাতে চাইছে।

"এই বছর, প্রথা অনুসারে," সহকারী কথা চালিয়ে যায়, "ডিনারের আগে একটা স্বাগত ভাষণের বন্দোবস্ত করা হয়েছে। আমাদের কপাল ভাল বলতে হবে বক্তৃতাটার আয়োজন ন্যাশনাল স্ট্যাচুয়ারী হলে করা হয়েছে।"

*পুরো ওয়াশিংটনে এর চেয়ে আর ভাল হল নেই,* ল্যাংডন ভাবে, নাটকীয় অর্ধ-বৃত্তাকার এই হলে সে একবার একটা রাজনৈতিক সেমিনারে অংশগ্রহণ করেছিল। স্মৃতিটা ভুলে যাওয়া খুব কঠিন, পাঁচশ ভাজ করা যায় এমন চেয়ার নিখুঁত বৃত্তচাপে বিন্যস্ত, তাদের চারপাশে প্রমাণ আঁকৃতির আটত্রিশটা মূর্তি দাঁড়িয়ে আছে, হলরুমটা একসময়ে জাতির জনপ্রতিনিধিদের চেম্বার হিসাবে ব্যবহৃত হত।

"এখন সমস্যা হয়েছে এই যে," লোকটা বলে, "আমাদের আগে থেকে নির্ধারিত বক্তা হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েছেন, আর আজ সকালেই ভদ্রমহিলা আমাদের জানিয়েছেন যে তিনি ভাষনটা দিতে পারবেন না।" লোকটা অপ্রস্তুত ভঙ্গিতে থেমে যায়। "তারমানে আমরা এই মুহূর্তে একজন বিকল্প বক্তা হন্যে হয়ে খুঁজছি। আর মি.সলোমন আশা করছেন আপনি আমাদের চাহিদা পূরণ করবেন।"

BanglaBoi.org

ল্যাংডন চমকে উঠে। "আমি?" আর যাই হোক এটা তার কল্পনাতেও ছিল না। "আমি নিশ্চিত পিটার আমার চেয়ে অনেক ভাল বিকল্প বক্তা খুঁজে পাবে।"

"মি.সলোমনের প্রথম পছন্দ আপনি, এবং আমি বলতে বাধ্য হচ্ছি আপনি অতিশয় বিনয়ী। অনুষদের শ্রোতারা আপনার ভাষণ শুনতে পুলকিত বোধ করবে, আর মি.সলোমনের ইচ্ছা কয়েকবছর আগে বুকস্প্যান টিভিতে যে ভাষণটা দিয়েছিলেন সেটারই পুনরাবৃত্তি আপনি করবেন। আর সেটা হলে, আপনাকে প্রস্তুতিতে কোন সময় ব্যয় করতে হবে না। তিনি আমাকে বলেছেন, আপনার সেই ভাষনে আমাদের রাজধানীর স্থাপত্যের সিমবোলিজমও অর্ন্তভূক্ত ছিল- সেটা হলে বিষয়টা একেবারে আদর্শ বক্তৃতা হবে।"

ল্যাংডন তবুও সিদ্ধান্ত নিতে পারে না। "আমার যতদূর মনে পড়ছে আমার সেই বক্তৃতায় ভবনগুলোর ম্যাসনিক ইতিহাসের উপরে বেশি জোর দেয়া হয়েছিল আর-"

"ঠিক তাই! আপনি তো জানেনই, মি.সলোমন নিজে একজন ম্যাসন, আর সমাবেশে আগত সুধীমণ্ডলীর ভিতরে অনেকেই তার মনোভাব ধারণ করে। আমি নিশ্চিত এই বিষয়টা নিয়ে তারা আপনার মুখ থেকে কিছু শুনতে পছন্দই করবে।"

*মানছি কাজটা এমন কঠিন হবে না।* ল্যাংডন অভ্যাসবশত তার সব বক্তৃতার নোট জমিয়ে রাখে। "আমি ব্যাপারটা ভেবে দেখছি। আপনাদের অনুষ্ঠানটা কবে?"

সহকারী একবার কেশে গলা পরিষ্কার করে, সহসা তাকে কেমন আমতা আমতা করতে শোনা যায়। "মানে, স্যার, সত্যি বলতে আজ রাতে।"

ল্যাংডন অট্টহাসিতে ফেটে পড়ে। "আজরাতে?"

"এই কারণেই আজ সকালে সবাই এত ব্যাতিব্যস্ত হয়ে রয়েছে। স্মিথসোনিয়ান এমন গ্যাড়াকলে এর আগে কোন দিন পড়েনি. " সহকারী হড়বড় করে কথা বলতে থাকে। "মি.সলোমন বস্টন থেকে আপনাকে নিয়ে আসতে একটা ব্যক্তিগত জেটবিমান পাঠাবার জন্য প্রস্তুত রেখেছেন। আঁকাশপথে এক ঘন্টা লাগবে এখানে আসতে আর আজ মাঝরাতের আগেই আপনি আবার বাসায় ফিরে যেতে পারবেন। বস্টনের লোগান এয়ারপোর্টের ব্যক্তিগত টার্মিনালটা তো আপনি চেনেন?"

"তা চিনি," হাল ছেড়ে দেয়া ভঙ্গিতে ল্যাংডন বলে। *পিটার সবসময়ে তার প্রয়োজন আদায় করেই ছাড়ে।*

"চমৎকার! আপনি কি তাহলে পাঁচটার সময়ে সেখান থেকে জেটে আরোহন করতে পারবেন?"

"তুমি আমার জন্য আর কোন পথ খোলা রাখনি, তাই না?" ল্যাংডন মুচকি হেসে বলে।

"আমি কেবল মি.সলোমনকে সন্তুষ্ট রাখতে চাই, স্যার।"

BanglaBook.org

*মানুষের উপরে পিটারের প্রভাব এতটাই প্রবল।* ল্যাংডন অনেকক্ষন সময় নিয়ে চিন্তা করে, দেখে পাশ কাটিয়ে যাবার কোন উপায় নেই। "ঠিক আছে। বুড়োটাকে বলো, আমি কাজটা করবো।"

"অসাধারণ!" সহকারী তার খুশি চাপা রাখতে পারেনা, স্পষ্টতই বোঝা যায় একটা ভার তার উপর থেকে নেমে গেছে। সে ল্যাংডনকে জেটবিমানের নম্বর আর অন্যান্য দরকারী তথ্য সরবরাহ করে।

ল্যাংডন অবশেষে যখন ফোনটা নামিয়ে রাখে তখন সে মনে মনে ভাবে আচ্ছা পিটার সলোমনকে কি কেউ কখনও না বলে।

কফি তৈরীর জায়গায় ফিরে এসে, ল্যাংডন আরও কিছু বিন গ্রাইণ্ডারে দেয়। *আজ সকালে একটু বেশি ক্যাফিইন, সে ভাবে। আজকের দিনটা লম্বা হবে।*

# ৪
# অধ্যায়

প্রাকৃতিক মালভূমির ওপরে আর ন্যাশনাল মলের ঠিক পূর্ব পাশের শেষ প্রান্তে ইউএস ক্যাপিটল বিল্ডিং। সিটি ডিজাইনার পিয়েরে লয়েনফ্যান্ট এই মালভূমিটাকে বলতেন 'মূর্তির জন্য অপেক্ষমান বেদী'। ক্যাপিটল হিলের এই বিশাল পদছাপের আয়তন লম্বায় সাড়ে ৭শ' ফুট আর গভীরতায় সাড়ে ৩শ' ফুট। ১৬ একর জমির ওপর হাউজিং গড়ে উঠেছে। এতে রয়েছে ৫ শ '৪১ কক্ষের বিশাল আবাসন ব্যবস্থা। নিওক্ল্যাসিক্যাল প্রকৌশলীরা প্রাচীন রোমের স্থাপত্য-শৈলীর অনুকরণে ক্যাপিটল হিলের ডিজাইন করেছিলেন।

নতুন আমেরিকান প্রজাতন্ত্রে যে আইন ও সংস্কৃতি যুক্ত হয়েছিল সেগুলো ছিল রোমান সংস্কৃতি থেকে নেওয়া। রোমানদের স্থাপত্য-কলা ও শিল্প সংস্কৃতি আমেরিকানদের দারুনভাবে আকর্ষণ করেছিল।

ক্যাপিটল বিল্ডিংয়ে পর্যটকদের ঢোকার জন্য নতুন যে ভিজিটর সেন্টার বানানো হয়েছে তার ঠিক নিচে একটি সিকিউরিটি চেকপয়েন্ট। এই চেকপয়েন্টে একজন নতুন সিকিউরিটি গার্ডকে কয়েকদিন হল নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। লোকটার নাম অ্যালফোনসো ন্যুনেজ্। নুনেজ্ বেশ কিছুক্ষণ ধরে সামনের দিক থেকে এগিয়ে আসা লোকটাকে লক্ষ্য করছিল। লোকটা চেকপয়েন্টের দিকে এগিয়ে আসছে। ভদ্রলোকের মাথা কামানো। টাকটা চকচক করছে। গেটের কাছে আসার সময় সে মোবাইল ফোনে কারও সংগে কথা বলছিল। কথা শেষ হতেই আবার এগিয়ে এল। লোকটার ডান হাতে ব্যান্ডেজ। একটু খুড়িয়ে খুড়িয়ে হাঁটছিল সে। তার গায়ে আর্মি-নেভিদের মতো খাকি কাপড়ের কোট। নুনেজ্ লোকটাকে প্রথম দর্শনেই সামরিক বাহিনীর কর্মকর্তা অথবা কর্মচারি বলে ধরে নিল। আমেরিকান সেনাসদস্যদের ক্যাপিটল হিল পরিদর্শন অবশ্য খুবই সাধারণ বিষয়।

BanglaBook.org

'গুড ইভনিং স্যার!' ন্যুনেজ তার পেশাদারি ভঙ্গিমায় হাত বাড়িয়ে দিল। 'হ্যালো!'– দর্শনার্থীও হাস্যোজ্জ্বল জবাব দিল। তারপর চারপাশটাতে নজর বুলিয়ে বলল, 'ভালোই, বেশ শুনশান রাত এখানটায়।'

'সামনের ডিশটাতে আপনার কাছে থাকা ধাতব কিছু থাকলে সেগুলো রাখুন।'– আগন্তুককে বললো ন্যুনেজ্।

ভদ্রলোক এবার এক হাতে তার কোটের পকেট হাতড়াতে লাগলেন। এখানে ঢোকার আগে দেহ তল্লাশির অংশ হিসেবে এসব করতে হচ্ছে তাকে। লোকটা যখন পকেট হাতড়াচ্ছিল তখন ন্যুনেজ্ তাকে ভালো করে একবার দেখে নিল। লোকটার একটা হাতে ভারি প্লাস্টার ব্যান্ডেজ। হাতটা হয়তো ভেঙে গিয়েছে।

যে হাতটা ভালো সেই হাতে ভদ্রলোক তার পকেটে থাকা ভাংতি পয়সা, চাবি এবং এক জোড়া সেল ফোন সেট বের করে সেগুলো মেটাল ডিটেকটরের পাশে রাখা ট্রেতে রাখলেন।

ব্যান্ডেজে বাধা হাতটার দিকে চেয়ে ন্যুনেজ্ বললো, 'ভেঙ্গে গেছে?'

মাথা মোড়ানো ভদ্রলোক মিষ্টি করে হাসলেন। বললেন, 'বরফের রাস্তায় আছাড় খেয়ে এই অবস্থা। এক সপ্তাহ আগের ঘটনা কিন্তু ব্যথা এখনও একটুও কমেছে বলে মনে হচ্ছে না।'

'খুবই দুঃখজনক' ন্যুনেজ বললো, 'আপনি এবার ডিটেকটর মেশিনের মধ্যে দিয়ে হেটে আসুন।'

ভদ্রলোক কথা না বাড়িয়ে মেশিনের গেটে ঢুকতেই সেটা ক্যাক ক্যাক করে উঠলো।

ভদ্রলোক কিছুটা অপ্রস্তুত হয়ে বললেন, 'যা ভেবেছিলাম, তাই। আমার হাতের ব্যান্ডেজের নিচে একটা রিং পরানো আছে। হাতটা অনেক ফুলে যাওয়ায় ডাক্তাররা রিংটা পরিয়ে তার ওপরে ব্যান্ডেজ পেঁচিয়েছে। সেটার জন্যই মেশিনে সতর্ক সংকেত বাজছে।'

ন্যুনেজ্ বললো, 'কোন সমস্যা নেই। আমি ওয়ান্ড ব্যবহার করব।' বলেই সে তার হাতলযুক্ত লাঠির মতো লম্বা মেটাল ডিটেক্টর দিয়ে ভদ্রলোকের সর্ব শরীর সার্চ করা শুরু করল।

ওয়ান্ডটা ব্যান্ডেজের ওপর ধরতেই সংকেত বাজলো। ভদ্রলোক জানালেন, আঙুলগুলোকে ঘিরে রিংটা পরানো হয়েছে।

ন্যুনেজ ভাবছিল, সিকিউরিটি সুপারভাইজার ক্লোজ সার্কিট ক্যামেরার সাহায্যে তার কাজ লক্ষ্য করছে। সবেমাত্র এক মাস হয়েছে এখানে চাকরি নিয়েছে সে। সে হিসেবে একটু বাড়তি সতর্কতা তারা আশা করতেই পারে।

ওয়ান্ডের ঘষায় ব্যথা পেয়ে লোকটা উহ্ বলে কুকিয়ে উঠলেন।

'সরি'– ন্যুনেজ সৌজন্যতার সুরে বললো।

BanglaBook.org

'না, ইটস্ ওকে!' ভদ্রলোক উল্টো সৌজন্য দেখালেন। মেটাল ডিটেকটরের কাজ শেষ। এবার চোখের তল্লাশি শুরু করলো ন্যানেজ্। লোকটার দিকে আবার আপাদমস্তক দেখলো। তেমন কোন অস্বাভাবিকতা চোখে পড়লো না। 'সব ঠিক আছে! আপনি ভেতরে যেতে পারেন'– ন্যানেজ তার ওয়ান্ড সরিয়ে বললো।

'ধন্যবাদ!' বলেই ভদ্রলোক ট্রেতে রাখা তার মোবাইল ফোনসেট, ভাংতি পয়সা, আর চাবি গুছাতে লাগলো।

ভদ্রলোক যখন সেগুলো তুলছিলেন তখন আবার তার হাতের ব্যান্ডেজের দিকে চাইল ন্যানেজ। ব্যান্ডেজের শেষ মাথায় আঙুলগুলো বেরিয়ে রয়েছে। পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে তার আঙুলে আঁকা ট্যাটু। বুড়ো আঙুলের মাথায় একটা তারা আঁকা। তর্জনিতে একটা মুকুটের ছবি।

ন্যানেজ বললো, 'চোট লেগে কি আপনার ট্যাটুও নষ্ট হয়ে গেছে।'

ভদ্রলোক মুচকি হেসে বললেন, 'খুব সামান্য। আপনি যতটা ভাবছেন ততটা নয়।'

ন্যানেজ বললো, 'যাক বেঁচে গেছেন। আপনার ভাগ্য ভালো। আমার পিঠেও ট্যাটু আছে। জলপরীর ছবি।'

'জলপরী!' টেকো লোকটা কেমন যেন চমকে উঠলো।

'হ্যাঁ, যৌবনে যতগুলো ভুল করেছিলাম এটাও হয়তো তার একটা' বললো ন্যানেজ।

'আমিও যৌবনের ভুলেই পিঠে জলপরীর ছবি বয়ে বেড়াচ্ছি। রোজ তার সংগেই আমাকে ঘুম থেকে উঠতে হয়।' লোকটার কথা শেষ না হতেই দুজনই হাসিতে ফেটে পড়ল। হাসতে হাসতেই ভদ্রলোক সামনের দিকে পা বাড়ালেন।

এই ভদ্রলোকই হলেন মাল'আখ। ন্যানেজকে অতিক্রম করে ক্যাপিটল বিল্ডিংয়ের দিকে যে এস্কেলেটরটা উঠে গেছে সেদিকে তিনি রওনা হলেন। এখানে এত সহজে ঢোকা যাবে তা তিনি ভাবতে পারেন নি।

সারা দেহে পাতলা প্যাড আর হাতে ব্যান্ডেজ জড়িয়ে রাখায় ট্যাটু কারও চোখে পড়েনি। এদিক ওদিক চেয়ে সন্তর্পনে এগিয়ে চললো মাল'আখ।

## ৫
## অধ্যায়

BanglaBook.org

যেটি দুনিয়ার সবচেয়ে বড় আর অত্যাধুনিক জাদুঘর সেটিতে যখের ধনের মতো গুপ্ত ধন বা গোপন তথ্য থাকবে সেটাই স্বাভাবিক। ভ্যাটিকান মিউজিয়াম এবং নিউইয়র্ক মেট্রোপলিটন মিউজিয়ামের যত প্রত্ন সামগ্রী আছে এখানে তার চেয়ে অনেক বেশী রয়েছে। এত দর্শনীয় প্রত্ন সামগ্রী থাকতেও সাধারণ লোকজন এখানে ঢুকতে পারেনা। আম জনতার খুব ছোট একটা অংশই সুরক্ষিত এ মিউজিয়ামে ঢোকার অনুমতি পায়।

ওয়াশিংটন ডিসির বাইরেই ৪২১০ সিলভার হিল রোডে আকাবাকা আকৃতির এই বিশাল জাদুঘর ভবন। পরস্পর যুক্ত পাঁচটা গম্বজাকৃতির বিশাল বিশাল হল রুমে এই জাদুঘর একেকটা হল একেকটা ফুটবল মাঠের চেয়েও বড়। ৬ লাখ স্কয়ার ফুটের এই মিউজিয়ামের একটা বড় অংশে রয়েছে অসংখ্য প্রাচীনতম লিপি চিহ্ন।

আজ রাতে এখানে এসে বিজ্ঞানী ক্যাথরিন সোলোমন কেমন যেন অস্থিরতা বোধ করছিলেন। বিল্ডিংয়ের মেইন সিকিউরিটি গেইটের কাছাকাছি এসে তার সাদা ভলভো থামলো।

গার্ড তাকে স্বাগত জানালো।

ক্যাথরিন বললেন, 'সেকি আছে এখনও?'

গার্ড তার সামনের খাতায় একবার নজর বুলিয়ে বললো, লগ বুকে তো তার নাম দেখছি না।'

'ও আচ্ছা, তাহলে আমিই আগে এসে পড়েছি।' বলেই ক্যাথরিন গাড়িটাকে পার্কিং প্লেসে নিয়ে দাড় করালেন। এখানকার সব গার্ড তাকে ভালো করে চেনে।

পঞ্চাশ বছর বয়স হয়েছে। তারপরও ক্যাথরিনের যৌবনে ভাটা পড়েনি। সব সময় মেকআপে থাকেন। চুলে পাক ধরেনি। বড় ভাই পিটারের মতো ক্যাথরিনেরও ধূষর চোখ।

ক্যাথরিনের যখন ৭ বছর বয়স তখন তার বাবা ক্যান্সারে মারা যান। বাবার স্মৃতি খুব কমই মনে আছে। তার ভাই তার আট বছরের বড়। বাবা যখন মারা যান তখন পিটারের বয়স ১৫ বছর।

সেই সময় থেকেই পিটার তাকে কোলে পিঠে করে বড় করেছিল। এমন কি এখনও ক্যাথরিনকে তিনি বাচ্চা খুকির মতো আদর করেন।

ক্যাথরিন ভাইয়ের অকৃত্রিম স্নেহে বড় হয়েছেন। বন্ধু বান্ধব পেয়েছেন। কিন্তু জীবন সংগী তার বেছে নেওয়া হয়ে ওঠেনি। অনেক পানিপ্রার্থী থাকা সত্ত্বেও বিয়েটা করা হয়নি। অবশ্য এ নিয়ে তার মধ্যে খুব একটা যে হা পিত্যেশ আছে তা ও নয়।

নোয়েটিক সায়েন্স তার মূল গবেষণার বিষয়। মানুষের মানষিক ক্ষমতা ও মনোজাগতিক শক্তির ওপর তার লেখা দুটি বই বিশ্বব্যাপী আলোড়ন তুলেছে। আজ রাতে এখানে এক ভদ্রলোকের সংগে জরুরি মিটিং রয়েছে।

গাড়িটা পার্ক করে ব্যাগ হাতে হেটে মূল গেটের দিকে এগুতেই সেল ফোন বেজে উঠলো।

ফোনের মনিটরে ভেসে ওঠা কলার আইডির দিকে তাকালেন ক্যাথরিন। তারপর ইয়েস বাটনে চাপ দিয়ে কানে ফোন ধরলেন।ঃ

BanglaBook.org

মাইল ছয়েক দুরে ইউ এস ক্যাপিটলের করিডোর দিয়ে কানে মোবাইল ফোন চেপে ধরে হাটছিলেন মাল'আখ। বেশ কিছুক্ষণ ধরে রিং হচ্ছে কিন্তু ওপাশ থেকে ধরছে না। অবশেষে একটা মহিলা কণ্ঠ রিসিভ করলো, 'ইয়েস?'

মাল'আখ বললেন, 'আমাদের আবার দেখা করা দরকার।' বেশ কিছুক্ষণ বিরতির পর নারীকণ্ঠটি বললো, 'সব ঠিক আছে তো?'

'আমার হাতে কিছু নতুন তথ্য এসেছে।'

–'বলো'

মাল'আখ একটা গভীর নিঃশ্বাস নিলেন। তারপর বললেন, 'ওয়াশিংটন ডিসিতে যে গোপন জিনিস আছে বলে তোমার ভাইয়ের দৃঢ় বিশ্বাস, সে ব্যাপারেই কথা আছে।'

–'কী বল তো'

–'তিনি যে ধারণা করেছেন তা সত্য। জিনিসগুলো পাওয়া যেতে পারে'

ক্যাথরিন সলোমন একমুহূর্ত চুপ মেরে রইলেন। তারপর বললেন, 'তার মানে তুমি বলছো জিনিসগুলো সত্যিই আছে?'

মাল'আখ আপন মনে একবার হাসলেন। মনে মনে বললেন, 'কোন কোন কিংবদন্তি শত শত বছর ধরে বেঁচে থাকে। সেগুলো এমনি এমনি বাঁচেনা। এর পেছনে কারণ থাকে।'

## ৬
## অধ্যায়

দরজা কি বন্ধ থাকবে? যাওয়ার পথে ল্যাংডন ভাবতে লাগলেন। বিষয়টি রীতিমত তাকে উদ্বিগ্ন করে তুলল। গাড়ি নিয়ে ড্রাইভার ফার্স্ট স্ট্রিটে চলে এলেন। জায়গাটা ক্যাপিটল বিল্ডিং থেকে মাত্র সিকি মাইল দূরে।

ড্রাইভার বললেন, খুব ভয় হচ্ছে। হোমল্যান্ড সিকিউরিটির লোকজন চারদিকে। ওই ভবনের কাছে কোন গাড়ি ভীড়তে দিচ্ছে না। আমি দুঃখিত স্যার। আমি ওখানে যেতে পারব না।

ল্যাংডন ঘড়ির দিকে তাকালেন। তখন ৬টা ৫০ মিনিট বেজে গেছে। ন্যাশনাল মলের চারদিকে নির্মাণ কাজ প্রায় বন্ধ হয়ে গেছে। তার লেকচার শুরু হতে আর মাত্র ১০ মিনিট বাকি।

ড্রাইভার বললেন, আবহাওয়া খারাপ হয়ে যাচ্ছে। অথচ আপনি দ্রুত যেতে বলছেন। কি করব বুঝতে পারছি না। ল্যাংডন বললেন, তুমি এতক্ষণ বেশ ভাল কাজ করেছ। এজন্য তোমার টাকাটা একটু বাড়িয়ে দেয়া উচিত। গাড়ি গন্তব্যে এসে পৌছল। ল্যাংডন ড্রাইভারকে ধন্যবাদ জানিয়ে গাড়ি থেকে নামলেন।

BanglaBook.org

ল্যাংডন গাড়ি থেকে নামার সঙ্গে সঙ্গে ফোটা ফোটা বৃষ্টি শুরু হয়ে গেল। তিনি দ্রুত ক্যাপিটল হিলের আন্ডারগ্রাউন্ডে অবস্থিত পরিদর্শক রুমে ঢুকে গেলেন।

ক্যাপিটল ভিজিটর সেন্টারটি নির্মাণে খুব পয়সা খরচ করা হয়েছে। এটা আকার আকৃতিতে এত বড় যে মনে হবে একটা ছোটখাটো শহর। ডিজনি ওয়ার্ল্ডের সঙ্গেও একে তুলনা করা চলে।

গোটা এলাকাটার আয়তন ৫ লাখ বর্গ ফুটেরও বেশি। এখানে প্রদর্শনী কক্ষ, রেস্টুরেন্ট, কনফারেন্স কক্ষসহ শত সহস্র কক্ষ রয়েছে।

ল্যাংডন সব কিছু লক্ষ্য করতে লাগল। চারদিক দেখে শুনে সামনে এগুতে লাগলেন, ওখানে সবকিছু দেখা গেলেও অফিস দেখা ছিল দুরূহ ব্যাপার। ল্যাংডন লেকচারের পোশাক পড়ে ছিলেন।

ল্যাংডন নিচে পৌঁছে রীতিমত হাঁফাতে লাগলেন। তার দম বন্ধ হয়ে যাওয়ার উপক্রম হল। তিনি দ্রুত সেন্টারের উন্মুক্ত প্রান্তরে চলে এলেন। এবার তিনি নিশ্বাস নিতে পারছেন। ল্যাংডন নবনির্মিত এই বিশাল ফ্লোরের চারদিকে কিছুটা চোখ বুলিয়ে নিলেন।

ল্যাংডন যা ভেবেছিলেন ক্যাপিটল ভিজিটর সেন্টারটি আসলে সেরকম ছিল না। সেখানকার সিংহভাগ জায়গায় ছিল আন্ডারগ্রাউন্ড। এটা অতিক্রম করা নিয়ে ল্যাংডন রীতিমত উদ্বিগ্ন হয়ে পড়লেন। ছোটবেলায় ল্যাংডন একবার কুয়োর মধ্যে পড়ে গিয়েছিলেন। সারারাত তাকে সেখানে কাটাতে হয়েছিল। সেই দুর্বিসহ স্মৃতি তাকে তাড়িয়ে বেড়াতে শুরু করল।

তবে তখনকার পরিস্থিতি আর আজকের পরিস্থিতির মধ্যে তফাৎ আছে। কুয়োর মধ্যে তেমন আলোকপাত ছিল না। জায়গা ছিল অত্যন্ত সংকীর্ণ। কিন্তু এখানে পর্যাপ্ত আলো বাতাস আছে। জায়গাও বিশাল, কিন্তু এরপরও এই আন্ডারগ্রাউন্ড সেন্টারটি তার কাছে অস্বস্তিকর মনে হল।

এই সেন্টারের সিলিং ডেকোরেশন করা হয়েছে দামী গ্লাস দিয়ে। এই অত্যন্ত আশ্চর্য রকম মুক্তার রঙের গ্লাসগুলো সবসময় জ্বল জ্বল করে।

ল্যাংডন এক ঘণ্টা সময় ব্যয় করলেন এই বিশাল সেন্টারের নির্মাণ শৈলী নিয়ে চিন্তা ভাবনা করতে। অনুষ্ঠান শুরু হতে ৫ মিনিট বাকী। ল্যাংডন মাথা নোয়ালেন। কি যেন ভাবলেন, এরপর দ্রুত বেগে মূল হল রুমের দিকে ছুটলেন। হলরুমে চলন্ত সিড়ি দিয়ে যেতে হয়।

চলন্ত সিড়িতে যাওয়ার আগে নিরাপত্তা চেক পয়েন্ট পার হতে হয়। ওখানে যাওয়ার আগে পিছন থেকে একজন বললেন, থামো। আস্তে যাও। পিটার জানে তুমি এখন সেদিকে যাচ্ছ। আর তোমাকে ছাড়া ওই অনুষ্ঠান শুরু হবে না।

নিরাপত্তা চৌকিতে একজন যুবক হিসপ্যানিক নিরাপত্তাকর্মী ওই লোকের সঙ্গে আলাপ শুরু করলেন। এই ল্যাংডন তার পকেট পরিষ্কার করে ফেললেন। বিশেষ করে দুস্প্রাপ্য ঘড়িটি পকেট থেকে বের করে হাতে লুকালেন। আপনি



BanglaBook.org

কি মিটিং হাউজ– নিরাপত্তা কর্মী বিনয়ের সঙ্গে জিজ্ঞেস করলে ল্যাংডন মাথা নাড়লেন। কোন মন্তব্য করলেন না। নিরাপত্তাকর্মী স্মিথ হেসে বললেন, আপনাকে খুব ব্যস্ত মনে হচ্ছে।

ল্যাংডন মুচকি হাসলেন, তার ব্যাগটি এক্সরে মেশিনে ঠেলে দিলেন।

স্টাচুয়ার্ক হলে যাওয়ার রাস্তা জানতে চাইলেন। নিরাপত্তা কর্মী চলন্ত সিড়ি দেখিয়ে বললেন, ওখানে গেলেই আপনি পথ নির্দেশ পাবেন। ল্যাংডন ব্যাগটি হাতে নিলেন। নিরাপত্তাকর্মীকে ধন্যবাদ জানিয়ে দ্রুত ওই স্থান ত্যাগ করলেন।

চলন্ত সিড়ি নিচে নামতে লাগল, গভীর চিন্তায় মগ্ন হলেন ল্যাংডন। নানা বিষয় নিয়ে ভাবতে লাগলেন। ক্যাপিটল ডোমের সিলিংয়ের সজ্জিত বিশেষ ধরনের গ্লাসের কথা বার বার ভাবতে লাগলেন। এটা ছিল অনেকটা অবাক করা ভবন। এর ছাদ ফ্লোর থেকে কমপক্ষে ৩শ ফুট উচুতে অবস্থিত।

বাইরের স্টাচু অব ফ্রিডমটি সেখান থেকে খুব রহস্যময় মনে হচ্ছিল। মনে হচ্ছে রহস্যময় অন্ধকারে দাঁড়ানো একটি মূর্তি। ওখানে আরও মূর্তি ছিল। ল্যাংডনের মনে হচ্ছিল, ওখানকার সাড়ে ১৯ ফুট উচু একেকটি ব্রঞ্জের মূর্তি তৈরি ও স্থাপনে যারা কাজ করেছে তারা সবাই ছিল দাস।

এ পুরো ভবনটাই রহস্যময় গুপ্ত ধনের ভান্ডার হিসেবে অনেকের কাছে পরিচিত। এখানে অনেক খুন খারাবি হয়েছে। এজন্য এই ভবনকে কিলারদের বাথটাবও বলা হত। এখানে অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তি আততায়ির হাতে নিহত হয়েছেন। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন– ভাইস প্রেসিডেন্ট হেনরি উইলসন, ১৯৩০ সালে ভবনে আততায়ির গুলিতে প্রাণ হারান তিনি। ভূত-প্রেতের গল্পও আছে এই রহস্যময় বিশাল ভবনকে জড়িয়ে। শোনা যায় ১৩টি প্রেতাত্মা এই ভবন দাবিয়ে বেড়ায়। এই প্রাসাদতূল্য বিশাল ভবনের মূল গম্বুজটি বানাতে গিয়ে যারা দুর্ঘটনার শিকার হয়ে প্রাণ হারিয়েছেন সেগুলো তাদেরই প্রেতাত্মা। এ ভবনের ভূগর্ভস্থ অসংখ্য কক্ষে মাঝে মধ্যে অল্প সময়ের জন্য একটি কালো বেড়ালকেও অনেকে ঘোরাফেরা করতে দেখেছেন।

ল্যাংডন এসকেলেটর বা চলন্ত সিড়ি দিয়ে নিচে নামছিলেন আর এসব কথা তার মনে উকি ঝুকি দিচ্ছিল। বার বার তিনি ঘড়ির দিকে তাকাচ্ছিলেন, আর মাত্র তিন মিনিট বাকি। দিক নির্দেশনা দেখে দেখে তিনি দ্রুত স্টাচুর্ট হলের দিকে যেতে লাগলেন। ল্যাংডন মনে মনে লেকচারের রিহার্সেল দিতে শুরু করলেন। লেকচারের বিষয় নির্ধারণে পিটার যে কোন ভুল করেনি এটা ল্যাংডন স্বীকার করে নিলেন।

ওয়াশিংটন ডিসিতে একজন বিখ্যাত পাথর কর্তনকারী মিস্ত্রি যে অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছেন তার সঙ্গে এর যথেষ্ট মিল আছে।

চুন সুরকির ঘরবাড়ি পাথর কাটা, পাথর সংক্রান্ত স্থাপনার সুপ্রাচীন ইতিহাস আছে ওয়াশিংটন ডিসির। এটা গোপন কোন কথা নয়, এই ভবনের মূল ভিত্তিপ্রস্তর করেছিলেন জর্জ ওয়াশিংটন নিজে। এ শহরের নকশাও করেছিলেন তিনি। এসব ছিল পাথর নির্ভর।

BanglaBook.org

পরবর্তীতে বেন ফ্রাঙ্কলিন, পিয়ের এল এনকন্টিসহ আরো অনেকে এ শহরের সৌন্দর্য বর্ধনে কাজ করেন তারা পাথরের ব্যাবহারই বেশি করেছেন, এজন্য ওয়াশিংটন ডিসিতে পাথর কর্তনকারীসহ পাথর শ্রমিকের জন্য আগে থেকেই বিখ্যাত ছিল।

অবশ্য লোকজন এখন আগেকার সেসব পাথর সর্বস্ব অবকাঠামো ও প্রতীককে রীতিমত পাগলামি হিসেবেই গণ্য করে।

পাথর কর্তনকারী ও চুন সুরকীর এসব মিস্ত্রীর পুর্ব পুরুষরা এক সময় খুব প্রভাবশালী ছিল বলে বিভিন্ন তথ্যে জানা যায়। রাস্তাঘাট ও বিভিন্ন অবকাঠামোতে তাদের অনেকসাধারণ ও গোপন বার্তা এখনও বহাল আছে। ল্যাংডন অবশ্য এসবের দিকে কখনো ভ্রূক্ষেপ করেননি। এসব পাথরকর্তনকারী কারিগরদের সম্পর্কে সমাজে অনেক ভ্রান্ত ধারণা প্রচলিত আছে। এমনকি হাভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা পর্যন্ত তাদের সম্পর্কে সঠিক তথ্য জানে না।

প্রথম বর্ষের এক ছাত্র উর্ধ্বশ্বাসে ল্যাংডনের ক্লাস রুমে ঢুকে পড়েন। তার হাতে ছিল ওয়েবসাইট থেকে প্রিন্ট করা একটা কপি। ওটা ছিল আসলে ওয়াশিংটনের রাস্তার একটি মানচিত্র। এতে কয়েকটি রাস্তার আকার আকৃতি গঠন প্রনালীর বিস্তারিত বিবরণ ছিল। ওই নকশা থেকে একটি জিনিস পরিষ্কার হয়ে ওঠে যে ওয়াশিংটন ডিসির নকশা প্রণয়নে পাথরকর্তনকারী ও চুন-সুরকির কারিগররা বড় ধরণের ভূমিকা রাখেন। ছাত্র ল্যাংডনকে মানচিত্রের দিকে ইঙ্গিত করে বলেন, এটা সাধারণ কোন সংযোগকারী সড়কের নকশা নয়। ল্যাংডন রাস্তার নকশাটিকে অন্য ছাত্রদের দেখিয়ে বলেন, এটার আদলে ডেট্রয়টের রাস্তার নকশা করা যাবে।

ল্যাংডন আরো বললেন, তোমরা নিরাশ হয়োনা। মানচিত্রে যে রকম অবিশ্বাস্য ধাচের রাস্তা দেখানো হয়েছে– ওয়াশিংটনে আসলে সে ধরনের রাস্তা নেই। এই মানচিত্রের মত কোন রাস্তা নেই।

তরুন ছাত্র চঞ্চল হয়ে উঠলেন। বললেন, কি বলছেন এসব। গোপন রাস্তা। নকশায় গোপন রাস্তা আছে? সেটা আবার কি?

ল্যাংডন বললেন, প্রতি বসন্তে আমি একটি কোর্স শিক্ষা দিই। এটাকে বলা হয় অকুলেন্ট সিম্বলস। এখানে ওয়াশিংটন ডিসি নিয়ে আলোচনা করা হয়। তুমি ইচ্ছা করলে কোর্সটা করতে পার।

ঐন্দ্রজালিক বা রহস্যময় প্রতীক! ছাত্রটা কিছুটা উত্তেজিত হয়ে জিজ্ঞেস করলেন। বললেন, তাহলে ওয়াশিংটন ডিসিতেও অনেক অশুভ প্রতীক আছে।

ল্যাংডন হাসলেন। বললেন, অকুলেন্ট শব্দটা দ্বারা শয়তানের প্রার্থনা বোঝানো হলেও তিনি অন্য অর্থে একে ব্যবহার করেন। ওই শব্দের অর্থ গুপ্ত বা রহস্যময় কিছু একটা।

ধর্মীয় নির্যাতনের যুগে ওই শব্দের ব্যবহার ছিল বেশি। ডাইনি, প্রেতাত্মা ইত্যাদি অশুভ শক্তির কথা বলে তখন ধর্মীয় নেতারা অনেকের ওপর অত্যাচার করত। গীর্জার কর্তারা তখন এ ধারণা লালন করত।

BanglaBook.org

এসব কথা শুনে ছাত্র ধপ করে বসে পড়ল। ল্যাংডন হাভার্ডের ৫ 'শ ছাত্রের সামনে ওই নতুন ছাত্রকে বসিয়ে লেকচার দেয়া শুরু করলেন।

ল্যাংডন লেকচার দিতে শুরু করলেন। সুপ্রভাত বলে সবাইকে অভিবাদন জানালেন। অত্যন্ত দামী মঞ্চে দাঁড়িয়ে তিনি এ বক্তৃতা দিতে লাগলেন। তার পেছনে পেছনে ছিল প্রজেক্টরের সাহায্যে পর্দায় ফেলা বিশাল এক ছবি। ল্যাংডন ছবিটিকে লক্ষ্য করে ছাত্রদের জিজ্ঞেস করলেন, বলতো এটা কিসের ছবি। কয়েক ডজন ছাত্র সমস্বরে বলে উঠল, ক্যাপিটল হিলের। যেটা ওয়াশিংটন ডিসিতে অবস্থিত।

বললেন হ্যাঁ, তোমরা ঠিক বলেছ। এ ভবনের বিশাল গম্বুজটি তৈরি করতেই লেগেছে ৯০ লাখ পাউন্ড লোহার রড ও পাত। এটা ১৮৫০ সালের এক অসাধারণ ও অপ্রতিদ্বন্দ্বী স্থাপত্য।

একথা শুনে কি আশ্চর্য বলে অনেকে চিৎকার করে উঠলেন, ল্যাংডন জিজ্ঞেস করলেন, ওয়াশিংটন গিয়েছ এখানে এমন কতজন আছ?

খুব অল্পসংখ্যক হাত উঠল, ল্যাংডন বিস্মিত হলেন।

রোম, প্যারিস, মাদ্রিদ অথবা লন্ডন গিয়েছ কারা? এবার অনেক হাত উঠল। বলতে গেলে কনফারেন্স রুমের সবাই হাত উঠালেন।

ল্যাংডন বললেন, তোমরা বলতে গেলে সবাই ইউরোপ গিয়েছ। অথচ তোমাদের সিংহভাগই নিজ দেশের রাজধানীতে যাওনি। কেন এমনটা হল? কেন তোমরা নিজ দেশের রাজধানী না দেখেই অন্য দেশ সফরের জন্য মরিয়া হয়ে ওঠ?

পেছন থেকে অনেকে বলল, ইউরোপে ড্রিংক করার নির্দিষ্ট কোন বয়স বেধে দেয়া হয়নি। ল্যাংডন হাসলেন। বললেন, এখানে যদি ড্রিংক করার বয়সের বাধ্যবাধকতা তুলে নেয়া হয় তাহলে কি করবে?

সবাই অট্টহাসিতে ফেটে পড়ল।

ল্যাংডন তার সম্মোহনী কথা বার্তা দ্বারা শিক্ষার্থীদের প্রবলভাবে আকৃষ্ট করতে পারতেন। ছাত্রদের হাসাতে তাদেরকে ক্লাসে ধরে রাখতে তার কোন জুড়ি ছিল না। তিনি যতক্ষণ ক্লাসে থাকতেন ততক্ষণ সবাই পিনপতন নিরবতার মধ্যে তার কথা শুনত।

ল্যাংডন বললেন, কথাটা হাল্কা ভাবে নিওনা। ওয়াশিংটন ডিসিতে বিশ্বের সবচেয়ে কিছু সুন্দর স্থাপত্য, শিল্প ও প্রতীক আছে। তাহলে কেন তোমরা নিজ দেশের রাজধানী দেখার আগে অন্য দেশে যাবে?

একজন বলল, এখানে প্রাচীন কালের নিদর্শন নেই।

ল্যাংডন বললেন, প্রাচীন কালের নিদর্শন বলতে তুমি কি বোঝাতে চাও? দুর্গ, গীর্জা, মন্দির, গুপ্তধন, না কি পিরামিড। সবাই চুপ রইলো।

ল্যাংডন বললেন, তুমি যদি প্রাচীন নিদর্শন বলতে ওসব কিছুকে বোঝাতে চাও তাহলে ধরে নাও ওয়াশিংটন ডিসিতে তার সবকিছুই আছে। এমনকি পিরামিড পর্যন্ত আছে।

BanglaBook.org

ল্যাংডন গলার স্বর নিচু করলেন, স্টেজের কিছুটা সামনে এলেন এরপর বললেন, বন্ধুগন, পরবর্তী এক ঘন্টায় তোমরা দেখতে পাবে আমাদের দেশে কত প্রাচীন স্থাপত্য কত গুপ্ত ও রহস্যময় স্থান আছে। যেগুলোর সঙ্গে জড়িয়ে আছে কত না ইতিহাস, কত না অজানা কথা, বলতে পার গোটা ইউরোপে যত না প্রাচীন নিদর্শন আছে তার চেয়ে বেশি আছে আমেরিকায়। এগুলোর কোন কোনটি তুলনাহীন। এসময় পুরো হল জুড়ে ছিল নীরবতা।

ল্যাংডন গোটা আলো কমিয়ে দিলেন, দ্বিতীয় স্লাইডটি দেখিয়ে বললেন, কে বলতে পারবে এখানে জর্জ ওয়াশিংটন কি করছেন। ছবিটা ছিল জর্জ ওয়াশিংটনের একটি বিশাল মূর্তি। এখানে তিনি একটি উকি দিয়ে একটি যন্ত্র দেখছিলেন। সুদৃশ্য পোশাক পড়া আরো কিছু লোক পাশে দাঁড়ানো ছিল। কয়েকজন জবাব দিলেন, জর্জ ওয়াশিংটন বড় কেটি পাথর সরাচ্ছেন। ল্যাংডন বললেন হয়নি। আরেকজন ছাত্র বললেন, উনি পাথরটি নিচের দিকে নামাচ্ছেন। তার পরনে পাথর কর্তনকারীদের পোশাক। মনে হচ্ছে ওয়াশিংটন কোন স্থাপনার ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করছেন।

ল্যাংডন বললেন, অসাধারণ। তোমার জবাব একেবারে ঠিক। এটা আমাদের জাতির পিতার ছবি। এখানে উনি ক্যাপিটল বিল্ডিংয়ের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করছেন। ১৭৯৩ সালের ১৮ সেপ্টেম্বরের দৃশ্য এটি। ল্যাংডন আবার জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের কেউ কি ওই তারিখের তাৎপর্যটা বলতে পারবে। সবাই নীরব। এ তারিখের সঙ্গে, এ দিনটির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট আছেন ওয়াশিংটন, বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন ও পিয়েরে এল এলফ্রান্টের নাম।

এখনো সবাই নীরব। ওই দিনটিতে ক্যাপুট ড্রাকনিস ভিরগ্যোতে ছিলেন। একজন ছাত্র বললেন, আপনি জ্যোতির্বিজ্ঞানী ড্রাগনিসের কথা বলছেন?

ল্যাংডন বললেন, ঠিক তাই। উনি ছিলেন, একজন ভিন্ন প্রকৃতির জ্যোতির্বিজ্ঞানী। আজকের জ্যোতির্বিদদের মত নয়। একজন ছাত্র হাত উচু করলেন। জিজ্ঞেস করলেন, তাহলে আপনি বোঝাতে চাচ্ছেন আমাদের জাতির পিতা জ্যোতির্বিদ্যা বা ভবিষ্যত জানায় বিশ্বাস করতেন। ঠিক তাই।

ল্যাংডন বলতে লাগলেন এ কারণে ওয়াশিংটন ডিসিতে নানা স্থাপনা ও অবকাঠামোতে জ্যোতির্বিজ্ঞানের নানা নিদর্শন ছড়িয়ে আছে। বিশ্বের যে কোন শহরের তুলনায় ওয়াশিংটন ডিসিতে এ সংক্রান্ত বেশি নিদর্শন আছে।

সে সময় ওয়াশিংটনের অর্ধেকেরও বেশি লোক গ্রহ নক্ষত্রের বিচরণ, চন্দ্র সূর্যের পরিভ্রমন, ভবিষ্যত গননা ইত্যাদীতে বিশ্বাস করত। এজন্য ক্যাপুট ড্রাকনিসের ভির্গোতে অবস্থানকালে ক্যাপিটল বিল্ডিংয়ের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয়। এজন্য বিশ্বের যে কোন শহরের তুলনায় ওয়াশিংটন ডিসিতে জ্যোতির্বিদ্যার নিদর্শন বেশি আছে।

ল্যাংডন বক্তৃতা দিয়ে যাচ্ছেন। সবাই পিন পতন নীরবতার মধ্যে শুনছেন। ছাত্ররা বক্তৃতা থেকে নোট নিচ্ছে। ল্যাংডন বলতে লাগলেন, তোমাদের অনেকে প্রথম বর্ষের ছাত্র। এসব কথা শুনে তোমাদের মাথা ঘুরে যেতে পারে।

BanglaBook.org

সবাই বলতে লাগল, না আমরা ঠিক আছি। আমাদের আরও বলুন।

ল্যাংডন বললেন, তোমরা এসব বিষয়ে আরো জানতে চাইলে তোমরা ইস্টার্ন স্টারের পাথর কর্তনকারীদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পার। কিন্তু একজন যুবক বললেন, তাদেরকে তো আমরা পাবনা। তারা সমাজের সবচেয়ে গোপন লোক। ধরা ছোয়ার বাইরে।

ল্যাংডন বললেন. আসলে কি তাই। মোটেও না। তারা নিজেদের লুকিয়ে রাখে না। বরং সমাজ তাদের লুকিয়ে রাখে।

কয়েকজন বললেন, বিষয়টা আসলে একই রকম।

ল্যাংডন চ্যালেঞ্জ করে বললেন, আসলে কি তাই? কোকা কোলাকে কি তোমরা গোপন সমাজের অন্তর্ভুক্ত করবে? ছাত্ররা বললো, অবশ্যই না।

ভালো কথা। তাহলে তোমাদের কেউ যদি কোকাকোলার হেড অফিসে গিয়ে এক গ্লাস কোক কিনতে চাও তাহলে কি কিনতে পারবে? তারা কখনোই তোমার কাছে তা বিক্রি করবে না। অথবা কোকাকোলার হেড কোয়ার্টারে কোক সম্পর্কে কিছু জানতে চাইলেও পারবে না।

কোকাকোলার গোপন বিষয়াবলী সম্পর্কে গভীরভাবে জানতে হলে তোমাকে ওই কোম্পানীতে চাকরি নিতে হবে। বছরের পর বছর কাজ করতে হবে, চোখকান খোলা রাখতে হবে। যারা তথ্য জানে তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে। আর এটা করতে পারলেই তুমি সফল হবে। তোমার ওপর কোম্পানীর নির্ভরতা বাড়বে। অনেক গোপন তথ্য কোম্পানী তোমাকে জানাবে। তবে তোমাকে এ অঙ্গীকার করতে হবে যে কখনও গোপনীয়তা ভঙ্গ করবে না।

কাজেই তোমরাও যদি সমাজের গোপন কোন সম্প্রদায়ের কাউকে বের করতে চাও তাহলে একই পন্থা অবলম্বন করতে হবে। খাটাখাটি করতে হবে একই সঙ্গে বিশ্বাসযোগ্যতা অর্জন করতে হবে। সব ক্ষেত্রে গোপনীয়তা অবলম্বন করতে হবে। এমন সময় একজন যুবক দাঁড়িয়ে বলল, আমার চাচা একজন পাথর কর্তনকারী। তবে আমার চাচী এ পেশাকে ঘৃণা করেন। তিনি এটাকে পেশা হিসেবে মানতেও নারাজ। তার মতে এটা ধর্ম। অদ্ভূত এক ধর্ম।

এটা একটা সাধারণ ধারণা। অনেকেই এটা মনে করেন। ছাত্র বলল, তাহলে এটা কি ধর্ম নয়। ল্যাংডন বললে, তাহলে বিষয়টি নিয়ে একটু আলোচনা করা যাক। এখানে উপস্থিত সিপাহীদের মধ্যে কে প্রফেসর উইথপারসনের তুলনামূলক ধর্ম তত্ত্ব কোর্সটি সম্পন্ন করেন?

কয়েকজন হাত উঠালেন।

ভাল। তাহলে আমাকে বল ধর্মের মূল বিষয়গুলো কি? অর্থাত কোন কোন জিনিস থাকলে একটা বিষয়কে ধর্ম হিসেবে গণ্য করা যাবে।

একজন মহিলা বললেন, এ বিসি, অর্থাত এসিউর, বিলিভ, কনভার্ট অর্থাত বিশ্বাস, আস্থা এবং পরিবর্তন। কোন মতাদর্শে এই বৈশিষ্ট্যগুলো থাকলে সেটাকে ধর্ম হিসেবে গণ্য করা যায়।

BanglaBook.org

ল্যাংডন বললেন, ঠিক বলেছেন ধর্মের প্রতি মানুষের প্রগাঢ় আস্থা ও বিশ্বাস থাকতে হবে। এর বশবর্তী হয়ে অবিশ্বাসীরা যখন এটাকে গ্রহণ করবে বা এমতবাদে নিজেদের রূপান্তরিত করবে তখনই এটাকে ধর্ম বলা যাবে। কিন্তু পাথর কর্তনকারী সম্প্রদায়ের মধ্যে এ তিনটি বিষয়ই অনুপস্থিত। এ সম্প্রদায়ের মধ্যে পাপ সম্পর্কে কোন অনুশোচনা নেই। তারা নির্দিষ্ট কোন মতাদর্শে বিশ্বাসী নয়। তারা কোন মতাদর্শে রূপান্তরিত পর্যন্ত হয় না, এবং ধর্মের নিষিদ্ধ বিষয়গুলোর প্রতি তাদের ঝোক বেশি।

কাজেই এ সম্প্রদায়কে ধর্ম বিদ্বেষী বলা যায়। আরেকটি ব্যাপার হল ম্যাসন বা পাথর কর্তনকারী সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত হতে গেলে প্রবল ক্ষমতার ওপর বিশ্বাস করতে হবে। প্রচলিত ধর্মে বিশ্বাসী আর পাথর কর্তনকারী সম্প্রদায়ের মধ্যের মূল পার্থক্যটা বিশ্বাসে। আমরা প্রবল পরাক্রমশালী, আল্লাহ, যিশু, ঈশ্বর বা ভগবান হিসেবে সম্বোধন করি। কিন্তু পাথর কর্তনকারী সম্প্রদায়ের লোকজন সেটা করে না। তারা বিশ্বের অধিকর্তা হচ্ছে সবচেয়ে বড় স্থপতি বা প্রকৌশলী। এ বিশ্বের সব জায়গায় ছড়িয়ে আছে তার নির্মাণশৈলী। এগুলোর মাধ্যমেই খুঁজে পাওয়া যাবে ঈশ্বরকে।

দূরে থেকে শব্দ ভেসে এল। একজন জিজ্ঞেস করলেন, মনে হচ্ছে তারা খুব খোলা মনের মানুষ। ল্যাংডন বললেন, আজকের যুগে চলছে সাংস্কৃতিক আগ্রাসন। এক সংস্কৃতি আরেক সংস্কৃতিকে গ্রাস করছে। যে সংস্কৃতি টিকতে পারছে সেটি নিজের মত করে ঈশ্বরকে সজ্ঞায়িত করছে। এদিক বিবেচনা করলে পাথর কর্তনকারী সম্প্রদায়কে খোলামনের ও সহিষ্ণু বলেই মনে হয়, তাদের কাছে ধর্ম বর্ণ জাতি ভাষা কোন বিষয় নয়। সবাই সমান। তারা কোন বৈষম্য করে না।

এমন সময় পিছন থেকে এক মহিলা দাঁড়িয়ে গেলেন। বললেন, তাহলে কতজন মহিলাকে ওই সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত হবার সুযোগ দেয়া হয়েছে প্রফেসর ল্যাংডন?

ল্যাংডন বললেন, কয়েকশবছর আগের কথা। ১৭০৩ সালে ওই সম্প্রদায়ের একটা মহিলা শাখা আত্মপ্রকাশ করেছিল। সেটির নাম ছিল ইস্টার্ন স্টার। তাদের সদস্য সংখ্যা ছিল প্রায় ১০ লাখ।

আরেক মহিলা বলে উঠলেন, তাহলে ওই সম্প্রদায়কে অত্যন্ত শক্তিশালী বলতে হবে। তবে খানে নারীরা বঞ্চিত।

আসলে ল্যাংডন নিজেও জানেন না ওই সম্প্রদায় বর্তমানে কতটা শক্তিশালী। এরপর ল্যাংডন পেছনের সাড়ীতে বসা সুন্দরী এক তরুণীকে জিজ্ঞেস করলেন, পাথর কর্তনকারী সম্প্রদায় যদি সমাজের গোপন কোন অংশ না হয়, এটা যদি কোন ব্যবসায়ী সংগঠন না হয় অথবা এটা যদি কোন ধর্ম না হয় তাহলে এটা আসলে কি?

BanglaBook.org

তরুণী বলল, আপনি যদি ওই সম্প্রদায়ের কাউকে এ প্রশ্ন করতেন তাহলে হয়তো তারা বলতো, এটা নৈতিকতা, ও প্রতীকের সমন্বয়ে তৈরি মতাদর্শ। ল্যাংডন বললেন তোমার নাম কি? মেয়েটি বলল– ফ্রিকি। ল্যাংডন সমবেত সবাইকে জিজ্ঞেস করলেন, আপনারা কি ওর সজ্ঞার সঙ্গে একমত? সবাই সমস্বরে হ্যাঁ জবাব দিল।

# ৭
# অধ্যায়

ক্যাথরিন সলোমন জিনস এবং ক্যাশমির সোয়েটারের চেয়ে ভারী কিছু পরে বের না হবার জন্য নিজেকে মনে মনে অভিশাপ দিতে দিতে হাড় কাপান বৃষ্টির মধ্যে পার্কিং লটের উপর দিয়ে ঝেড়ে দৌড় দেয়। ভবনের প্রধান ফটকের নিকটবর্তী হলে, অতিকায় বায়ু পরিশোধক যন্ত্রের গর্জন আরও স্পষ্ট শোনা যায়। এইমাত্র পাওয়া ফোন কলের গুঞ্জন তার কানে অনুরনিত হবার কারণে পরিশোধকের গর্জন সে ভাল করে খেয়ালই করে না।

*তোমার ভাই ডি.সিতে যা লুকিয়ে রাখা হয়েছে বলে বিশ্বাস করে. . সেটা খুঁজে বের করা সম্ভব।*

ক্যাথরিনের কাছে কথাটা বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে হয় না। রহস্যময় ফোন কল কারীর সাথে তার এখনও অনেক কিছু আলাপ করা বাকী আছে আর আজ বিকালে তার সাথে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলাপ করতে সে রাজিও হয়েছে।

অতিকায় এই ভবনটার প্রধান ফটকের কাছে পৌছে ভিতরে প্রবেশের সময় সে বরাবরের মত আজও একই উত্তেজনা অনুভব করে। *এখানে এই স্থানটার কথা কেউ জানে না।*

দরজার উপরে বিশাল করে লেখা রয়েছে:

---

স্মিথসোনিয়ান মিউজিয়াম সাপোর্ট সেন্টার
(এসএমএসসি)

---

স্মিথসোনিয়ান অনুষদ, ন্যাশনাল মলে ডজনখানেক বিপুলায়তন জাদুঘরের মালিক হওয়া সত্ত্বেও, তার বিশাল সংগ্রহের মাত্র দুই শতাংশ কোন এক নির্দিষ্ট সময়ে সেসব জাদুঘরে প্রদর্শন করা সম্ভব। বাকী ৯৮% সংগ্রহ অন্য কোথায় সুরক্ষিত রাখা হয়। আর সেই অন্য কোন স্থানটা. . এখানে।

এই ভবনটার বিচিত্র বিপুল শিল্পকর্মের সংগ্রহে তাই অবাক হবার কিছু নেই– বিশালাকৃতি বুদ্ধমূর্তি, হাতেলেখা পাণ্ডুলিপি, নিউ গিনি থেকে সংগৃহীত বিষাক্ত তীর, মণিমুক্তাখচিত ছোরা, তিমি মাছের কঙ্কাল থেকে তৈরী কায়াক।

BanglaBook.org

ভবনটার *প্রাকৃতিক* সংগ্রহও সমান মাত্রার বিস্ময় উদ্রেককারী– প্লেসিওসরের কঙ্কাল, অমূল্য উল্কাখণ্ডের সমষ্টি, দানবীয় স্কুইড, এমনকি আফ্রিকা সাফারিতে গিয়ে টেডী রুজভেল্টের নিয়ে আসা হাতির করোটির একটা বিশাল সংগ্রহ।

স্মিথসোনিয়ান অনুষদের সেক্রেটারী পিটার সলোমন, তিন বছর আগে নিজের বোনকে এসএমএসসি'র সাথে পরিচয় করিয়ে দেয়নি। সে তার বোনকে বৈজ্ঞানিক বিস্ময় তদারকির জন্য না, বরং বিস্ময় সৃষ্টির জন্যই তার অভিষেক ঘটেছে। আর ক্যাথরিন ঠিক সেটাই করে আসছে।

এই ভবনের গভীর অলিন্দে, অন্ধকারাচ্ছন্ন নিভৃত প্রকোষ্ঠে একটা ছোট বৈজ্ঞানিক গবেষণাগার রয়েছে যার তুলনা পৃথিবীর আর কোথাও পাওয়া যাবে না। নিওটিক বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ক্যাথরিনের সাম্প্রতিক আবিষ্কারসমূহের বিজ্ঞানের প্রতিটা শাখায় অবদান রয়েছে– পদার্থবিজ্ঞান থেকে ইতিহাস এবং দর্শন থেকে ধর্মতত্ত্ব। *শীঘ্রই সবকিছু বদলে যাবে,* সে ভাবে।

ক্যাথরিন লবিতে প্রবেশ করা মাত্র, ফ্রন্ট ডেস্কের প্রহরী দ্রুত রেডিও বন্ধ করে এবং কান থেকে এয়ারপ্লাগ খুলে উঠে দাঁড়ায়। "মিস. সলোমন!" তার মুখে একটা চওড়া হাসি ফুটে উঠে।

"রেডস্কিনস?"

বেচারার চোখমুখ লাল হয়ে মুখে একটা অপরাধবোধ ফুটে উঠে। "প্রিগেম।"

সে হাসে। "ভয় পেয়োনা, আমি কাউকে বলবো না। সে পকেট খালি করতে করতে মেটাল ডিটেক্টরের দিকে হাঁটা দেয়। বরাবরের মত কব্জি থেকে সোনার কার্টিয়ের হাতঘড়িটা খোলার সময়ে একটা বিষণ্নতা তাকে আচ্ছন্ন করে ফেলে। ক্যাথরিনের অষ্টাদশ জন্মবার্ষিকীতে ঘড়িটা তার মায়ের দেয়া উপহার। প্রায় দশ বছর হতে চলল মায়ের নির্মম মৃত্যুর. .তার হাতে বেচারী শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছিল।

"তো মিস.সলোমন?" আমুদে কণ্ঠে প্রহরী ফিসফিস করে বলে। "আপনি পেছনের ঐ ঘরে কি করেন তা কি কখনও বলবেন আমাদের?"

সে চমকে তাকায়। "বলবো একদিন, কাইল। তবে আজ রাতে না।"

"বলেন না," সে জোরাজোরি করার ভান করে। "একটা গোপন বৈজ্ঞানিক গবেষণাগার. একটা গোপন জাদুঘরে? নিশ্চয়ই সাংঘাতিক কিছু একটা করছেন আপনি।"

*সাংঘাতিককেও মামুলি বলে মনে হবে,* নিজের জিনিস সংগ্রহ করার ফাঁকে ক্যাথরিন ভাবে। সত্যি কথাটা হল ক্যাথরিন এত উচ্চতর বিজ্ঞান নিয়ে কাজ করছে যে বিষয়টার সাথে এখন আর বিজ্ঞানের কোন মিল খুঁজে পাওয়া অসম্ভব।

BanglaBook.org

# ৮
# অধ্যায়

ন্যাশনাল স্ট্যাচুয়ারী হলের দোরগোড়ায় রবার্ট ল্যাংডন মূর্তিরমত স্থাণু হয়ে দাঁড়িয়ে যায় এবং তার চোখের দৃষ্টি অবাক বিস্ময়ে সামনের প্রেক্ষাপটে গিয়ে আছড়ে পড়ে। তার যেমন মনে আছে ঘরটা ঠিক তেমনই রয়েছে– গ্রীক অ্যাম্ফিথিয়েটারের আদলে গঠিত একটা সুষম অর্ধবৃত্ত। সম্ভ্রমউদ্রেককারী বেলেপাথরের খিলানাকৃতি দেয়াল ইতালিয়ান প্লাস্টারের মাঝে বিভিন্ন ধরণের পাথরের সমন্বয়ে গঠিত বর্ণিল কলামে দাঁড়িয়ে আছে জাতির ভাস্কর্য সংগ্রহ–অর্ধবৃত্তের পুরোটা বিস্তারে সাদা-কালো মার্বেল টাইলের উপরে আটত্রিশজন মহান আমেরিকানের প্রমাণ আঁকৃতির মূর্তি রয়েছে।

শেষবার সেমিনারে যোগ দেবার সময়ে যেমন দেখেছিল ল্যাংডন হুবহু তাই দেখতে পায়।

কেবল একটা পরিবর্তন হয়েছে।

আজরাতে, কামরাটা একদম খালি।

কোন চেয়ার পাতা নেই। নেই শ্রোতাদের ভীড়। পিটার সলোমনের টিকিও কোথাও দেখা যায় না। ল্যাংডনের এত কষ্ট করে সৃষ্ট নাটকীয় আর্বিভাবের প্রতি একেবারে উদাসীন কয়েকজন পর্যটক এদিকওদিক ঘুরে বেড়াচ্ছে। *পিটার কি তাহলে রোটানডার কথা বলেছিল?* রোটানডার দিকে এগিয়ে যাওয়া দক্ষিণের করিডোরের দিকে সে একবার উঁকি দেয় এবং সেখানেও পর্যটকদের এলোমেলো ঘুরে বেড়াতে দেখে।

ঘড়ির ঘন্টার প্রতিধ্বনি মিলিয়ে যায়। ল্যাংডন এবার সত্যি সত্যিই দেরী করে ফেলেছে।

সে তাড়াতাড়ি করে হলওয়েতে ফিরে আসে এবং একজন গাইডকে দেখতে পায়। "মাফ করবেন, আজরাতে স্মিথসোনিয়ান গালার বক্তৃতার বিষয়ে আমি জানতে চাইছি? সেটা কোথায় অনুষ্ঠিত হচ্ছে?"

গাইড একটু ইতস্তত করে। "স্যার, আমি ঠিক বলতে পারছি না। কখন শুরু হবার কথা?"

"এখন!"

লোকটা মাথা নাড়ে। "আজ সন্ধ্যাবেলায় অনুষ্ঠিত কোন স্মিথসোনিয়ান গালার কথা আমি জানি না– অন্তত এখানে না।"

BanglaBook.org

বিভ্রান্ত ল্যাংডন আবার ঘরের কেন্দ্রে ফিরে আসে, পুরো এলাকাটা তন্নতন্ন করে খুঁজে দেখে। *সলোমন কি তাহলে আমার সাথে মশকরা করছে।* ল্যাংডন সেটা কল্পনাও করতে পারে না। সে তার পকেট থেকে সেলফোন আর আজ সকালে পাওয়া ফ্যাক্সটা বের করে এবং পিটারের নাম্বারে রিং করে।

তার ফোন এক মুহূর্ত সময় নেয় এই বিশাল ভবনের অভ্যন্তরে সিগন্যাল সনাক্ত করতে। অবশেষে অন্যপ্রান্তে রিং বাজতে শুরু করে।

পরিচিত দক্ষিণী বাচনভঙ্গির কণ্ঠস্বর উত্তর দেয়। "পিটার সলোমনের অফিস থেকে বলছি? বলুন কি ভাবে আপনাকে সাহায্য করতে পারি?"

"অ্যান্থনী!" ল্যাংডন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বলে। "বাচলাম তুমি এখনও অফিসে আছ। আমি রবার্ট ল্যাংডন। বক্তৃতাটা সম্বন্ধে বোধহয় একটা ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি হয়েছে। আমি এই মুহূর্তে স্ট্যাচুয়ারী হলে দাঁড়িয়ে আছি কিন্তু এখানে কাউকে দেখছি না। বক্তৃতাটা কি অন্য কোন ভেন্যুতে সরিয়ে নেয়া হয়েছে।"

"স্যার, আমার সেটা মনে হয় না। আমি দেখছি।" তার সহকারী কিছুক্ষণ বিরতি নেয়। "আপনি কি সরাসরি মি.সলোমনের সাথে কথা বলে নিশ্চিত হয়েছিলেন?"

ল্যাংডনের এবার দিশেহারা অবস্থা। "না, অ্যান্থনী আমি তোমার সাথে কথা বলে নিশ্চিত করেছি। আজ সকালে!"

"হ্যা, সেটা আমার মনে আছে।" লাইনে একটা নিরবতা নেমে আসে। "প্রফেসর, আপনার কি মনে হয় না, আজ আপনি একটু অসতর্ক ছিলেন?"

ল্যাংডন নিমেষে সজাগ হয়ে উঠে। "মাফ করবেন?"

"ব্যাপারটা এভাবে দেখেন. " লোকটা বলে। "নির্দিষ্ট একটা নাম্বারে ফোন করার কথা বলে আপনাকে ফ্যাক্স পাঠান হলে, আপনি তাই করেন। আপনি পিটার সলোমনের সহকারী মনে করে সম্পূর্ণ অচেনা একজন লোকের সাথে কথা বলেন। তারপরে ওয়াশিংটনগামী একটা ব্যক্তিগত বিমানে স্বেচ্ছায় উড়ে এসে অপেক্ষমান একটা গাড়িতে আরোহন করেন। কি ঠিক বললাম?"

ল্যাংডন অনুভব করে তার শিরদাড়া দিয়ে একটা শীতল স্রোত নেমে যায়। "জাহান্নামে যাও তুমি কে? পিটার কোথায়?"

"আমি দুঃখিত কিন্তু পিটার জানেই না যে তুমি আজ ওয়াশিংটন এসেছো।" লোকটা দক্ষিণী বাচন ভঙ্গি উধাও হয়ে যায় এবং তার কণ্ঠস্বর ভারী মাদকতাময় সুললিত গুঞ্জনে পরিণত হয়। "মি.ল্যাংডন, তুমি এখানে এসেছো, কারণ আমি তোমাকে এখানে চাই।"

BengaliBook.org

# ৯
# অধ্যায়

*স্ট্যাচুয়ারী হলে দাঁড়িয়ে থাকা অবস্থায়* ল্যাংডন তার সেলফোনটা কানের কাছে আঁকড়ে ধরে পায়চারি করতে থাকে। "তুমি কোথাকার কে কথা বলছো?"

লোকটা রেশমের মত মোলায়েম একটা ফিসফিসে কণ্ঠে উত্তর দেয়। "প্রফেসর, আতঙ্কিত হবার কিছু নেই। আপনাকে কারণ আছে বলেই ডেকে আনা হয়েছে।"

"ডেকে আনা?" ল্যাংডনের নিজেকে খাঁচায় আবদ্ধ পশু মনে হয়। "বলো অপহরণ!"

"মোটেই না।" লোকটা কণ্ঠস্বর বাড়াবাড়ি রকমের শান্ত। "আমি যদি আপনার ক্ষতি করতে চাইতাম তাহলে টাউন কারে এতক্ষণে আপনার লাশ পড়ে থাকতো।" সে কথাগুলোর গুরুত্ব বোঝানর জন্য কিছুক্ষণ চুপ করে থাকে। "আমি আপনাকে নিশ্চিত করছি, আমার উদ্দেশ্য একেবারেই মহৎ। আমি কেবল আপনাকে একটা আমন্ত্রণ পৌঁছে দিতে চাই।"

*না ধন্যবাদ।* গত কয়েকবছরে ইউরোপের অভিজ্ঞতার কারণে, ল্যাংডনের অযাচিত তারকা খ্যাতি চুম্বকের মত যতসব উদ্ভট ঘটনার সাথে তাকে জড়িয়ে ফেলেছে, আর এবার সেটা সব মাত্রা ভঙ্গ করেছে। "দেখো আমি জানি না এখানে কি ঘটতে চলেছে, কিন্তু আমি ফোনটা এখন রাখছি–"

"অবিবেচকের মত কাজ হবে," লোকটা বলে। "পিটার সলোমনের প্রাণ বাঁচাতে চাইলে আপনার সামনে খুব ক্ষীণ একটা সুযোগ আছে।"

ল্যাংডন একটা গভীর শ্বাস নেয়। "কি বললে তুমি এইমাত্র?"

"আমি নিশ্চিত নামটা আপনি শুনেছেন।"

পিটারের নাম লোকটা যেভাবে উচ্চারণ করে ল্যাংডন তাতেই ঘাবড়ে যায়। "পিটার সম্বন্ধে তুমি কি জান?"

"এই মুহূর্তে, আমি তার সবচেয়ে গূঢ় রহস্যটা জানি। মি সলোমন আমার অতিথি আর আমি খুব প্ররোচক গৃহকর্তা হতে পারি?"

*এটা হতে পারে না।* "পিটার তোমার কাছে নেই।"

"আমি তার ব্যক্তিগত সেলফোন থেকে কথা বলছি। মাথাটা খাটাও একটু।"

"আমি পুলিশকে খবর দিচ্ছি।"

"তার প্রয়োজন নেই," লোকটা বলে। "কর্তৃপক্ষ আর কিছুক্ষণের ভিতরেই তোমার সাথে যোগ দেবে।"

BanglaBook.org

*পাগলটা এসব কি উলোটপালোট বলছে?* ল্যাংডনের কণ্ঠস্বর কঠিন হয়। "পিটার যদি তোমার কাছেই আছে তবে এই মুহূর্তে ফোনটা তাকে দাও।"

"সেটা অসম্ভব। মি.সলোমন একটা ভাগ্যবিড়ম্বিত স্থানে আটকে আছেন।" লোকটা কিছুক্ষণ চুপ করে থাকে। "তিনি আরাফে রয়েছেন।"

*"কোথায়?" ল্যাংডন টের পায় প্রচণ্ড জোরে ফোনটা আঁকড়ে ধরার কারণে* তার আঙ্গুলগুলো অবশ হয়ে যেতে থাকে।

"দি আরাফ? হামিস্তাগান? তার কিংবদন্তির *ইনফার্নো* শেষ করার অব্যবহিত পরে দান্তে স্তুতিগান যে স্থানের উদ্দেশ্যে নিবেদন করেছিলেন?"

লোকটার ধর্মীয় আর সাহিত্যের জ্ঞানের বহর দেখে ল্যাংডনের ধারণা আরও পোক্ত হয় যে এবার তিনি এক পাগলের পাল্লায় পড়েছেন। *দ্বিতীয় স্তুতিগান।* ল্যাংডন খুব ভাল করেই জানেন: দান্তে না পড়ে কেউ ফিলিপ এক্সেটার একাডেমী থেকে কেউ ছাড়া পায় না। "তুমি বলছো তুমি মনে কর পিটার সলোমন. . .*আত্মা বিশোধন স্থানে* আছেন?"

"খ্রিস্টানদের জন্য শব্দটা বড্ড নিষ্ঠুর তবে হ্যাঁ, সলোমন এখন *শুদ্ধিস্থানে* আছেন।"

লোকটার কথা ল্যাংডনের কানে বাজতে থাকে। "তুমি বলতে চাইছো পিটার. . .*মৃত?*"

"ঠিক তা নয়, না।"

"*ঠিক তা নয়?!*" ল্যাংডন চিৎকার করে উঠলে, তার কণ্ঠস্বর হলঘরে জোরালভাবে প্রতিধ্বনিত হতে থাকে। একটা পর্যটক পরিবার চমকে উঠে তার দিকে তাকায়। সে ঘুরে দাঁড়িয়ে গলার স্বর নীচু করে। "*মৃত্যু* সাধারণত হয় অথবা নয় একটা ব্যাপার!"

"প্রফেসর, তুমি আমাকে অবাক করলে। আমি ভেবেছিলাম জীবন মৃত্যুর রহস্য সম্বন্ধে তোমার ভালই জানা আছে। দুটোর মাঝে একটা জগৎ রয়েছে– এই মুহূর্তে পিটার সলোমন সেখানেই ভেসে বেড়াচ্ছেন। হয় সে তোমার জগতে ফিরে আসবে বা সে অন্য জগতের উদ্দেশ্যে যাত্রা করবে. . .নির্ভর করছে তোমার এই মুহূর্তের প্রতিক্রিয়ার উপরে।"

ল্যাংডন ব্যাপারটা বিশ্লেষণ করতে চেষ্টা করে। "তুমি আমার কাছে কি চাও?"

"ব্যাপারটা সহজ। খুবই প্রাচীন কিছু একটায় তোমাকে প্রবেশ করতে দেয়া হয়েছে। আর আজরাতে তুমি সেটা আমার সাথে শেয়ার করবে।"

"তুমি কিসের কথা বলছো আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।"

"না? প্রাচীন সব রহস্য যা তোমার কাছে গচ্ছিত রাখা হয়েছে তুমি ভান করছো সেগুলো তুমি বোঝ না?"

ল্যাংডনের সহসা কেমন ডুবন্ত একটা অনুভূতি হয়, সম্ভবত এখন সে ধারণা করতে *পারছে গ্যাড়াকলটা কোথায়। প্রাচীন রহস্য।* কয়েক বছর আগের

BanglaBook.org

প্যারিসের অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে সে কারো কাছে একটাও শব্দ উচ্চারন করেনি কিন্তু গেইলের অন্ধ সমর্থকেরা সংবাদ মাধ্যম খুটিয়ে পড়ে এবং মাঝের শূন্যস্থান পূরণ করে কারো কারো ধারণা হয়েছে ল্যাংডন বর্তমানে হলি গ্রেইল সম্পর্কিত গোপন তথ্যের প্রিভি– সম্ভবত অবস্থান সম্পর্কেও অবগত।

"দেখো," ল্যাংডন বলে, "এটা যদি হলি গ্রেইল সম্পর্কে হয়, তাহলে আমি তোমাকে নিশ্চিত করতে পারি আমি বেশি কিছু জানি না কেবল–"

"মি.ল্যাংডন অনুগ্রহ করে আমার বুদ্ধিমত্তাকে অপমান না করলে খুশী হব," লোকটা তীব্র কণ্ঠে ধমকে উঠে। "হলি গ্রেইলের মত অকিঞ্চিৎকর কিছুতে বা ইতিহাসের ভাষ্য কাদের সঠিক সে বিষয়ে মানবজাতির নিদারুন বিতর্কে আমার কোন আগ্রহ নেই। বিশ্বাসের সিমেনটিকস নিয়ে কূটতর্কেও আমার কোন আগ্রহ নেই। এসব প্রশ্নের উত্তর কেবল মৃত্যুর মাধ্যমে পাওয়া সম্ভব।"

কঠোর শব্দবাণ ল্যাংডনকে বিভ্রান্ত করে তোলে। "তাহলে তুমি আমার কাছে কি চাও?"

উত্তর দেবার আগে লোকটা কিছুক্ষণ চুপ করে থাকে। "তুমি হয়ত জান, এই শহরের ভিতরে কোথাও একটা প্রাচীন সিংহদ্বার রয়েছে।"

*একটা প্রাচীন সিংহদ্বার?*

"এবং আজ রাতে প্রফেসর তুমি সেই সিংহদ্বার আমার জন্য খুলে দেবে। আমি তোমার সাথে যোগাযোগ করেছি বলে তোমার গর্বিত হওয়া উচিত– জীবনে এমন আমন্ত্রণ একজন একবারই পায়। কেবল তোমাকেই মনোনীত করা হয়েছে।"

*আর তুমি বেহেড পাগল হয়ে গেছো।* "আমি দু:খিত, কিন্তু বলতেই হচ্ছে তোমার পছন্দ একদম পানিতে পড়েছে," ল্যাংডন বলে। "প্রাচীন সিংহদ্বারের বিন্দুবিসর্গ আমি জানি না।"

"প্রফেসর, তুমি বুঝতে পারনি। *আমি* তোমাকে পছন্দ করিনি. . . তোমাকে নির্বাচন করেছে *পিটার সলোমন।*"

"কি?" ফিসফিস কণ্ঠে ল্যাংডন উত্তর দেয়।

"মি.সলোমন সিংহদ্বার খুঁজে পাবার উপায় আমাকে বলেছেন এবং তিনি আমাকে বলেছেন পৃথিবীতে কেবল একজনই সেটা খুলতে পারিবে। এবং তিনি বলেছেন সেই লোকটা তুমি।"

"পিটার যদি এটা বলে থাকে তবে সে ভুল বলেছে. . .বা মিথ্যা বলেছে।"

"আমার সেটা মনে হয় না। কথাটা কবুল করার সময়ে তার শারীরিক অবস্থা মিথ্যা বলার মত পরিস্থিতিতে ছিল না এবং আমি তার কথা বিশ্বাস করেছি।"

ক্রোধের একটা ঢেউ হঠাৎ ল্যাংডনকে আচ্ছন্ন করে ফেলে। "আমি তোমাকে সতর্ক করে দিচ্ছি, তুমি যদি পিটারকে আঘাত করে থাক–"

BanglaBook.org

"সে জন্য এখন একটু দেরী হয়ে গেছে," লোকটা আমুদে কণ্ঠে বলে। "পিটার সলোমনের কাছ থেকে আমি আমার প্রয়োজনীয় তথ্য জেনে নিয়েছি। কিন্তু তুমি যদি তার মঙ্গল চাও, তবে আমি পরামর্শ দেবো আমি তোমার কাছে যা চাই সেটা দেবার জন্য। সময় বড় মূল্যবান. .তোমাদের দু'জনের জন্যেই। আমার পরামর্শ হল সেই সিংহদ্বারটা খুঁজে বের করে সেটা উন্মুক্ত করা। পিটার তোমাকে পথ দেখাবে।"

*পিটার?* "আমি ভেবেছিলাম তুমি বলেছো পিটার "জীবন মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে' রয়েছে।"

"যতটা উপরে, ঠিক ততটাই নীচে," লোকটা বলে।

ল্যাংডন টের পায় শীতল অনুভূতিটা গাঢ় হচ্ছে। এই অদ্ভুত উত্তরটা একটা প্রাচীন হার্মেটিক প্রবচন যা স্বর্গ আর পৃথিবীর ভিতরে বিদ্যমান প্রত্যক্ষ বা ভৌত সম্পর্কে বিশ্বাসের কথা ঘোষণা করে। *যতটা উপরে ঠিক ততটাই নীচে।* ল্যাংডন বিশাল কামরাটায় চোখ বুলায় এবং ভাবতে চেষ্টা করে কিভাবে আজ রাতে সহসা সবকিছু নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেছে। "দেখো, আমি জানি না প্রাচীন কোন সিংহদ্বার কিভাবে খুঁজে পেতে হয়। আমি পুলিশে খবর দিচ্ছি।"

"ব্যাপারটার গুরুত্ব এখনও তোমার বোধগম্য হয়নি, তাই না? কেন তোমাকে বাছাই করা হয়েছে?"

"না," ল্যাংডন সত্যি কথাই বলে।

"শীঘ্রই *হবে,"* লোকটা গা-জ্বালান হাসি হেসে বলে। "এখন থেকে যে-কোন মুহূর্তে।"

তারপরে ফোনের লাইনটা সহসা নিরব হয়ে যায়।

ল্যাংডন কয়েকটা আতঙ্কিত মুহূর্ত স্থাণূর মত দাঁড়িয়ে থাকে, এই মাত্র যা ঘটল সেটা হৃদয়ঙ্গম করতে চেষ্টা করে।

সহসা, দূর থেকে সে একটা অপ্রত্যাশিত শব্দ শুনতে পায়।

শব্দটা রোটানডা থেকে ভেসে আসছে।

কেউ একজন গলা ফাটিয়ে চিৎকার করছে।

## ১০
## অধ্যায়

রবার্ট ল্যাংডন জীবনে বহুবার ক্যাপিটল রোটানডায় প্রবেশ করেছে, কিন্তু কখনও দৌড়ে না। উত্তর দিকের প্রবেশদ্বারের নীচ দিয়ে দৌড়ে যাবার সময়ে সে ঘরের মধ্যেখানে একদল পর্যটককে জটলা করে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে। একটা বাচ্চা ছেলে গলা ফাটিয়ে চিৎকার করছে এবং তার বাবা-মা চেষ্টা করছে বেচারাকে শান্ত করতে। বাকিরা তাদের ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে এবং কয়েকজন নিরাপত্তা কর্মী তাদের সাধ্যমত চেষ্টা করছে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে।

BanglaBook.org

"সে তার স্লিভের হাতে বাঁধা পটির ভিতর থেকে জিনিসটা টেনে বের করেছে," একজন উত্তেজিত কণ্ঠে কথা বলছে, "এবং নির্বিকার চিত্তে ওখানে সেটা ছুড়ে ফেলেছে।"

ল্যাংডন আরও কিছুদূর এগিয়ে আসার পরে হট্টগোল সৃষ্টিকারী বস্তুটা প্রথমবারের মত এক ঝলক দেখতে পায়। স্বীকার করতে হবে, ক্যাপিটলের মেঝেতে জিনিসটা খাপছাড়া কিন্তু কেবল সেটার উপস্থিতির কারণে এত হট্টগোলের সৃষ্টি হতে পারে না।

মেঝেতে পড়ে থাকা জিনিসটা ল্যাংডন আগে বহুবার দেখেছে। হার্ভাড শিল্পকলা অনুষদে ডজনখানেক আছে- মানবদেহের সবচেয়ে জটিল বৈশিষ্ট্যের ধারণা পেতে ভাস্কর আর চিত্রকরদের দ্বারা ব্যবহৃত প্রমাণ আঁকৃতির প্লাস্টিকের মডেল, বিস্ময়করভাবে মানুষের মুখের বদলে সেটা মানুষের হাত। *কেউ একজন ম্যানিকুইনের একটা হাত রোটানডায় ফেলে গিয়েছে।*

ম্যানিকুইনের হাত, বা অনেকে যাকে *হ্যাণ্ডিকুইন* বলে থাকে, এতে খোলাও বন্ধ করা যায় আঙ্গুল সংযোজিত থাকার কারণে চিত্রকরেরা তাদের পছন্দসই ভঙ্গিতে এতে বিন্যস্ত করতে পারেন, কলেজে সদ্যআগত ছাত্ররা প্রায়ই মধ্যমা উর্ধ্বমুখী করে রেখে দেয়। এই হ্যাণ্ডিকুইনের অবশ্য, তর্জনী আর বৃদ্ধাঙ্গুলি ছাদের দিকে নির্দেশ করছে।

ল্যাংডন আরেকটু নিকটবর্তী হলে, সে বুঝতে পারে এই হ্যাণ্ডিকুইনে কোন গোলমাল আছে। এর প্লাস্টিকের উপরিভাগ অন্যান্যগুলোর মত মসৃণ না। উপরিতল বরং সামান্য কুঞ্চিত এবং কয়েকটা বর্ণে চিত্রিত, মনে হয় একদম. . .

*একেবারে ত্বকের মত।*

ল্যাংডন বেমাক্কাভাবে থেমে দাঁড়িয়ে যায়।

এবার সে রক্ত দেখতে পায়। *হা ঈশ্বর!*

কাটা কব্জিটাকে একটা কাঠের বেদীর উপরে কাঁটা দিয়ে আটকানো হয়েছে যাতে সেটা দাঁড়িয়ে থাকতে পারে। গলায় টকটক অনুভূতি সে পরিষ্কার টের পায়। ল্যাংডন সামান্য সামনে যায়, নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হয়, এবার সে তর্জনী আর বৃদ্ধাঙ্গুলির ডগায় খুদে খুদে উল্কি আঁকা দেখতে পায়। উল্কিগুলো অবশ্য ল্যাংডনের মনোযোগ আঁকর্ষণ করে না। চতুর্থ আঙুলের পরিচিত সোনার আংটিটার দিকে সাথে সাথে তার মনোযোগ আঁকৃষ্ট হয়।

*না।*

ল্যাংডন মনে মনে সিটিয়ে যায়। পিটার সলোমনের ডান হাতের কাটা কব্জির দিকে তাকিয়ে থাকার সময়ে সে টের পায় তার চারপাশে পৃথিবীটা বনবন করে ঘুরতে শুরু করেছে।

BanglaBook.org

# ১১
# অধ্যায়

*পিটার ফোন ধরছে না কেন?* ক্যাথরিন সলোমন সেলফোন বন্ধ করার ফাঁকে নিজের মনে ভাবে। *কোথায় যেতে পারে?*

গত তিনবছর ধরে, তাদের রবিবার সন্ধ্যা সাতটার সাপ্তাহিক মিটিংএ পিটার সলোমন সবসময়ে আগে এসেছে। এটা তাদের পারিবারিক একটা কৃত্যানুষ্ঠান, নতুন সপ্তাহ শুরু হবার আগে পরস্পরের নৈকট্য লাভের একটা প্রয়াস এবং পিটারও ক্যাথেরিনের ল্যাবের কাজ সম্পর্কে সম্পূর্ণ ওয়াকিবহাল থাকে।

*তার কখনও দেরী হয়নি,* সে মনে মনে ভাবে, *আর ফোনও সে সবসময়ে ধরে।* তারচেয়েও চিন্তার বিষয়, পিটার যখন সত্যি সত্যি আসবে তখন ক্যাথরিন তাকে কি বলবে। *আমি আজ যা জানতে পেরেছি, কিভাবেই বা সেটা আমি তাকে জিজ্ঞেস করবো?*

সিমেন্টের মেঝেতে তার পদক্ষেপ একটা ছন্দোবদ্ধ শব্দের জন্ম দেয় যা এসএমএসসি'র ভিতর দিয়ে কাঁটার মত ছড়িয়ে যায়। "দি স্ট্রীট" নামে পরিচিত এই করিডোরটা ভবনের পাঁচটা প্রকাণ্ড সংরক্ষণশালাকে সংযুক্ত করেছে। মাথার চল্লিশ ফিট উপরে কমলা রঙের একটা বায়ু নিষ্কাষণ ব্যবস্থা ভবনটার শ্বাসপ্রশ্বাসে দপদপ করছে- হাজার কিউবিক ফিটের পরিশুদ্ধ বাতাস সঞ্চালনের ছন্দোবদ্ধ শব্দ।

সাধারণত, সিকি মাইল দূরে নিজের ল্যাবের উদ্দেশ্যে হাঁটার সময়ে, ক্যাথরিন ভবনটার শ্বাসপ্রশ্বাসের শব্দে সুস্থির বোধ করে। আজরাতে, অবশ্য, সেই একই ছন্দোবদ্ধ শব্দ তাকে অস্থির করে তোলে। আজ নিজের ভাই সম্পর্কে সে যা জানতে পেরেছে তা যে কাউকে বিব্রত করে তুলবে, আর পিটার যেহেতু পৃথিবীতে তার একমাত্র পারিবারিক সদস্য, ভাই তার কাছ থেকে কিছু গোপন করে থাকতে পারে সেই সম্ভাবনার উদ্রেক ক্যাথরিনকে আরও অস্থির করে তুলেছে।

যতদূর সে জানতো, আজ পর্যন্ত পিটার কেবল একবার তার কাছ থেকে কিছু লুকিয়েছিল. .একটা চমৎকার রহস্য যা এই নির্দিষ্ট হলওয়ের শেষে লুকান রয়েছে। তিন বছর আগে, এই করিডোর দিয়ে ভাই তাকে নিয়ে গিয়ে, ভবনের অদ্ভুত কিছু বস্তু দেখিয়ে এসএমএসসি'র সাথে তার পরিচয় করিয়ে দিয়েছিল- মঙ্গলের উল্কাপিণ্ড এএলএইচ-৮৪০০১, সিটিং বুলের নিজের হাতে লেখা পিকটোগ্রাফিক ডায়েরী, চার্লস ডারউইনের নিজ হাতে সংগৃহীত নমুনা বল জারে মোম দিয়ে সিল করা।

BanglaBook.org

এই সময়ে তারা ছোট জানালা সংযুক্ত ভারী একটা দরজা অতিক্রম করে। ক্যাথরিন এক ঝলকের জন্য ভিতরে কি আছে সেটা দেখতে পায় এবং ঢোক গিলে। "ঈশ্বরের দিব্যি ভিতরে ওটা কি?"

তার ভাই কথা না বলে মুচকি হেসে হাটা অব্যাহত রাখে। "তিন নম্বর পড। আমরা একে সিক্ত পড বলি। খুব অস্বাভাবিক একটা দৃশ্য, তাই না?"

"আমি তোমাকে আসলে যেটা দেখাতে চাই সেটা পাঁচ নম্বর পডে রয়েছে," শেষ না হওয়া একটা করিডোর দিয়ে তাকে নিয়ে যেতে যেতে তার ভাই তাকে বলে। "এটা আমাদের নতুন সংযোজন। ন্যাচারাল হিস্ট্রির ন্যাশনাল মিউজিয়ামের বেসমেন্টে সংরক্ষিত আর্টিফ্যাক্ট রাখার জন্য এটা নির্মিত হয়েছে। আগামী পাঁচ বছরে পুরো সংগ্রহটাকে এখানে স্থানান্তর করার কথা রয়েছে, যার মানে ঠিক এই মুহূর্তে পাঁচ নম্বর পড খালি পড়ে আছে।"

ক্যাথরিন আড়চোখে তাকায়। "খালি। আমরা তাহলে এটা কেন দেখতে এসেছি?"

তার ভাইয়ের ধূসর চোখে পরিচিত দুষ্টুমির ছায়া খেলে যায়। "আমার কাছে মনে হয়েছে জায়গাটা যখন কেউ ব্যবহার করছে না, তখন তুমি সেটা কাজে লাগাতে পার।"

"আমি?"

"অবশ্যই। আমি ভেবেছিলাম তুমি বোধহয় একটা গবেষণাগারের ডেডিকেটেড স্থান ব্যবহার করতে পার– একটা স্থাপণা যেখানে এতদিন ধরে তুমি যে তাত্ত্বিক গবেষণার জন্ম দিয়েছো সেটা হাতেকলমে পরীক্ষা করে দেখতে পারবে।"

বিস্মিত চোখে ক্যাথরিন তার ভাইয়ের দিকে তাকিয়ে থাকে। "কিন্তু পিটার ঐসব পরীক্ষাই তাত্ত্বিক! তাদের হাতেকলমে পরীক্ষা করাটা বস্তুত পক্ষে অসম্ভব একটা ব্যাপার।"

"ক্যাথরিন, অসম্ভব বলে কিছু নেই, আর এই ভবনটা তোমার জন্য একেবারে যথার্থ। এসএমএসসি কেবল গুপ্তধনের সংগ্রহশালা নয়, বিশ্বের সর্বাধুনিক বৈজ্ঞানিক গবেষণাগার এখানে অবস্থিত। আমাদের সংগ্রহ থেকে আমরা নিয়মিত নমুনা নিয়ে সেটা টাকা দিয়ে কেনা যায় এমন শ্রেষ্ঠ পরিমাণগত প্রযুক্তি দ্বারা পরীক্ষা করে দেখি। তোমার যা যা সরঞ্জাম প্রয়োজন হবে তার সবই তুমি সম্ভবত এখানে দেখতে পাবে।"

"পিটার, এইসব পরীক্ষা করতে যেসব প্রযুক্তির প্রয়োজন–"

"সবই তৈরী আছে।" দেতো হাসি হেসে সে বলে। "গবেষণাগার প্রস্তুত।"

ক্যাথরিন থমকে দাঁড়িয়ে যায়।

তার ভাই লম্বা করিডোরের শেষপ্রান্ত ইঙ্গিত করে। "আমরা এখন সেটাই দেখতে যাচ্ছি।"

BanglaBook.org

ক্যাথরিন তোতলাতে শুরু করে। "তুমি. .ভাইয়া তুমি আমার জন্য একটা গবেষণাগার তৈরী করেছো?"

"সেটাই আমার কাজ। স্মিথসোনিয়ানের জন্মই হয়েছে বৈজ্ঞানিক জ্ঞান আহরণের উদ্দেশ্যে। সেক্রেটারী হিসাবে, সেই দায়িত্বটা আমাকে গুরুত্বের সাথে পালন করতে হয়। আমি বিশ্বাস করি, তোমার প্রস্তাবিত গবেষণাগুলো বিজ্ঞানের সীমানাকে অজানা সীমান্তে পৌছে দেবে।" পিটার দাঁড়িয়ে পড়ে সরাসরি এবার বোনের চোখের দিকে তাকায়। "তুমি যদি আমার বোন নাও হতে, আমি তবুও তোমার এই গবেষণা কাজে খুশী মনে সাহায্য করতাম। তোমার ধারণাগুলো অসাধারন। সেগুলো আমাদের কোথায় পৌছে দেয় সেটা জানার অধিকার পৃথিবীর আছে।"

"পিটার, আমি সম্ভবত–"

"ঠিক আছে, শান্ত হও. .এটা আমার নিজের টাকা. .আর এই মুহূর্তে পাঁচ নম্বর পড কেউ ব্যবহার করছে না। তোমার গবেষণা কাজ শেষ হলে তুমি এটা ছেড়ে দেবে। আর তাছাড়া পাঁচ নম্বর পডের কিছু ইউনিক গুণাবলী রয়েছে যা তোমার কাজের সাথে যথাযথভাবে মানানসই।"

ক্যাথরিনের কোন ধারণা ছিল না একটা বিশাল, খালি পড কিভাবে তার গবেষণার কাজে সহায়তা করতে পারে, কিন্তু সে অনুভব করে যে সেটা শীঘ্রই দেখতে পাবে। বড় করে কিছু খোদাই করা রয়েছে এমন একটা ইস্পাতের দরজার সামনে এসে তারা দাঁড়ায়:

**পড পাঁচ**

তার ভাই স্লটে কার্ড কি প্রবেশ করালে একটা কী-বোর্ড জীবন্ত হয়ে উঠে। সে হাত তুলে অ্যাকসেস কোড লিখার জন্য কিন্তু থেমে যায়, ছেলেবেলায় দুষ্টুমি করার সময়ে যেমন করতো অবিকল সেভাবে চোখের ভ্রু কুচকে তাকায়। "তুমি নিশ্চিত তুমি তৈরী?"

সে অধৈর্য্য ভঙ্গিতে মাথা নাড়ে। *আমার ভাই, সবসময়ে নাটুকেপনা।*

"পিছিয়ে দাড়াও।" পিটার কি চাপে।

ইস্পাতের দরজা বিকট হিসহিস শব্দে খুলে যায়।

চৌকাঠের পেছনে কেবল গাঢ় অন্ধকার. .মুখব্যাদান করা শূন্যতা। একটা ফাপা আর্তনাদ যেন ভেতরের গভীরতা থেকে প্রতিধ্বনি তুলে ছুটে আসে। ভেতর থেকে বের হয়ে আসা শীতল বাতাসের ঝাপটা ক্যাথরিন নিজের মুখে অনুভব করে। রাতের বেলা গ্রাণ্ড ক্যানিয়নের দিকে তাকিয়ে থাকার মত একটা অনুভূতি।

BanglaBook.org

"একটা শূন্য বিমান ঘাটি এয়ারবাসের একটা ফ্লীটের জন্য প্রতিক্ষা করছে এমনটা মনে মনে ভাব," তার ভাই বলে, "তাহলেই প্রাথমিক একটা ধারণা পেয়ে যাবে।"

ক্যাথরিন টের পায় সে এক পা পেছনে সরে আসছে।

"পডটার অতিকায় আয়তন কৃত্রিমভাবে উষ্ণ রাখার জন্য অনুকূল না, কিন্তু তোমার গবেষণাগারটা থারমালি ইনসুলেটেড সিণ্ডার-ব্লক কামরা, মোটামুটি একটা ঘনকের ন্যায়, সর্বোচ্চ পৃথকীকরণের জন্য একেবারে পডের শেষপ্রান্তে অবস্থিত।

ক্যাথরিন পুরো ব্যাপারটা মনে মনে ভাবার চেষ্টা করে। *বাক্সের ভিতরে আরেকটা বাক্স।* সে অন্ধকারের ভিতরে দেখার জন্য চোখ কুচকে তাকায় কিন্তু তাদের কেবল অন্ধকারই আরও গাঢ় হয়। "কত ভিতরে অবস্থিত?"

"বেশ অনেকটা. . .একটা ফুটবল খেলার মাঠ অনায়াসে এখানে এটে যাবে। আমার উচিত ছিল তোমাকে আগেই সতর্ক করে দেয়া এই অন্ধকারে হাঁটা একটু অস্বস্তিকর। অসম্ভব অন্ধকার এই জায়গাটা।"

ক্যাথরিন উৎসুক চোখে ইতিউতি তাকায়। "লাইটের স্যুইচ নেই?"

"পড পাঁচে এখন বিদ্যুৎ সংযোগ দেয়া হয়নি।"

"কিন্তু. . .গবেষণাগারে তাহলে কিভাবে কাজ করবো?"

ভাই চোখ মটকে তাকায়। "হাইড্রোজেন ফুয়েল সেল।"

ক্যাথরিনের চোয়াল ঝুলে যায়। "তুমি ঠাট্টা করছো, তাই না?"

"একটা ছোট শহরের প্রয়োজন মেটাবার জন্য যথেষ্ট সবুজ শক্তি। তোমার গবেষণাগার ভবনের বাকি অংশ থেকে পূর্ণ রেডিও-তরঙ্গ পৃথকীকরণ উপভোগ করে। এতেও যদি সন্তুষ্ট না হও, সবগুলো পডের বহিরাবরণ ফটো-রেসিস্ট্যান্স মেমব্রেন দ্বারা সিল করা যাতে ভেতরে আর্টিফ্যাক্টের সূর্যের বিকিরন থেকে কোন ক্ষতি না হয়। স্বভাবতই, এই পডটায় নিশ্চিদ্র, শক্তি নিরপেক্ষ বাতাবরন বিদ্যমান।"

ক্যাথরিন পাঁচ নম্বর পডের গুরুত্ব ধীরে ধীরে বুঝতে পারে। যেহেতু তার বেশিরভাগ কাজ এতদিন অজানা শক্তি ক্ষেত্রের পরিমানগত মাত্রার উপরে কেন্দ্রীভূত, তার গবেষণাগুলো তাই একটা বিচ্ছিন্ন স্থানে বাইরের বিকিরন বা "শ্বেতশব্দ"র ছোয়া বাচিয়ে করতে হবে। "মস্তিষ্কের বিকিরন" বা আশেপাশে মানুষ থাকার কারণে "চিন্তার বিকিরন" এসব সূক্ষ্ম বিঘ্নও হিসাবের মধ্যে রাখতে হবে। এই কারণে, বিশ্ববিদ্যালয় চত্বর বা হাসপাতালের গবেষণাগার ধোপে টিকে না, কিন্তু এসএমএসসি'র একটা খালি পডের চেয়ে যুৎসই স্থান আর হতে পারে না।

"চল যাই গিয়ে একবার দেখি।" গাঢ় অন্ধকারে পা বাড়াতে গিয়ে মুচকি হেসে তার ভাই বলে। "আমাকে কেবল অনুসরণ কর।"

BanglaBook.org

ক্যাথরিন চৌকাঠে স্থাণুর মত দাঁড়িয়ে থাকে। *নিশ্ছিদ্র অন্ধকারে প্রায় একশ গজ?* সে একটা ফ্লাশলাইট নেবার কথা ভাবে, কিন্তু ততক্ষণে তার ভাই সামনে অন্ধকারে হারিয়ে গেছে।

"পিটার?" সে ডাকে।

"বিশ্বাসে ভর করে এগোও," সে পাল্টা উত্তর দেয়, গলার স্বর ইতিমধ্যে হাল্কা শোনায়। "তুমি তোমার পথ খুঁজে পাবে। আমার কথা বিশ্বাস করতে পার।"

*ভাইয়া মজা করছ, তাই না?* চৌকাঠ ছেড়ে কয়েক পা ভেতরে আসতেই ক্যাথরিনের হৃৎপিণ্ডের গতি দ্রুত হয়ে উঠে, সে অন্ধকারের ভিতরে তাকিয়ে দেখতে চেষ্টা করে। *আমি কিস্যু দেখতে পাচ্ছি না!* সহসা তার পেছনের ইস্পাতের দরজা একটা শীতল হিসস শব্দ তুলে বন্ধ হয়ে গেলে সে একেবারে গাঢ় অন্ধকারে নিজেকে আবিষ্কার করে। চারপাশে আলোর কোন কণাও দেখা যায় না। "পিটার?!"

নিরবতা।

*তুমি তোমার পথ খুঁজে পাবে। আমার কথা বিশ্বাস করতে পার।*

সংশয়ের দ্বিধাদ্বন্দ্বে দুলতে দুলতে সম্পূর্ণ অন্ধের মত সে একটু একটু করে সামনে এগোয়। *বিশ্বাসে ভর করে এগিয়ে যাওয়া?* ক্যাথরিন মুখের সামনে নিজের হাত নিয়ে এসেও কিছু দেখতে পায় না। সে সামনে এগোতে থাকে, কিন্তু পরমুহূর্তেই সে পুরোপুরি দিকভ্রান্ত হয়ে পড়ে। *আমি কোথায় চলেছি?*

এটা তিনবছর আগের কথা।

এখন, ক্যাথরিন ইস্পাতের সেই একই ভারী দরজার সামনে এসে পৌঁছালে, সে টের পায় প্রথম রাতের পর সে কতটা পথ পাড়ি দিয়েছে। তার গবেষণাগার–যার ডাকনাম দি কিউব– পড পাঁচের বিশালতার ভিতরে তার অভয়ারণ্য, তার বাসায় পরিণত হয়েছে। তার ভাই ঠিক যেমনটা ঘটবে বলে মনে করেছিল, সেদিন অন্ধকারের ভিতরে সে পথ খুঁজে পেয়েছিল এবং তারপর থেকে প্রতিদিন– ধন্যবাদ দিতে হয় একটা সাধারণ কিন্তু বিচক্ষণ পথনির্দেশক ব্যবস্থা যা তার ভাই তাকে নিজের জন্য আবিষ্কার করতে সাহায্য করেছে।

তারচেয়েও গুরুত্বপূর্ণ, তার ভাইয়ের অন্য ভবিষ্যতবাণীও যথার্থ বলে প্রমাণিত হয়েছিল: ক্যাথরিনের গবেষণা ফলাফল সত্যিই বিস্ময়কর, বিশেষ করে গত ছয়মাসের, সাফল্য চিন্তার পুরো পদ্ধতিই বদলে দেবার ক্ষমতা রাখে। ক্যাথরিন আর তার ভাই ঠিক করেছে গবেষণার ফলাফল আরও বিশদভাবে বোঝার আগে তারা পুরো বিষয়টা সম্পূর্ণ গোপন রাখবে। খুব শীঘ্রই একদিন, ক্যাথরিন জানে সে মানব ইতিহাসের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈজ্ঞানিক রূপান্তরের বার্তা প্রকাশ করবে।

*একটা গোপন জাদুঘরে একটা গোপন গবেষণাগার,* পড পাঁচের দরজায় নিজের কি-কার্ড প্রবিষ্ট করে সে ভাবে। কি-বোর্ডের আলো জ্বলে উঠলে সে নিজের পিন টাইপ করে।

BanglaBook.org

ইস্পাতের দরজা হিসস শব্দে খুলে যায়।

সেই একই শূন্যতা ঠাণ্ডা বাতাসের একটা ঝলকের সাথে স্বাগত জানায়। ক্যাথরিন টের পায় তার নাড়ীর গতি বৃদ্ধি পেতে শুরু করেছে।

*পৃথিবীর বুকে সবচেয়ে অদ্ভুত যান।*

নিজেকে যাত্রার জন্য প্রস্তুত করার ফাঁকে শূন্যতায় পা রাখার আগে ক্যাথরিন সলোমন তার কব্জিতে বাঁধা ঘড়ির দিকে তাকায়। আজ রাতে অবশ্য একটা বিব্রতকর চিন্তা তাকে ভেতরেও অনুসরণ করতে থাকে। *পিটার কোথায়?*

# ১২
# অধ্যায়

ক্যাপিটল পুলিশের প্রধান ট্রেন্ট এনডারসন গত এক দশক ধরে ইউ.এস ক্যাপিটল কমপ্লেক্সের নিরাপত্তার বিষয়টা তদারক করে আসছে। মোটাসোটা, চওড়া-ছাতির একটা লোক যার মুখটা কাটা কাটা এবং মাথার লাল চুল সে ছোট ছোট করে ছেটে রাখে, সামরিক বাহিনীর ভাব সৃষ্টির জন্য। চোখে পড়ে এমন স্থানে সে পিস্তলটা রাখে যারা তার কর্তৃত্ব নিয়ে প্রশ্ন করার ধৃষ্টতা দেখাতে পারে সেইসব আহাম্মকদের জন্য এটা হুশিয়ারী।

ক্যাপিটলের বেসমেন্টের হাই-টেক সার্ভেলেন্স সেন্টার থেকে তার খুদে পুলিশ বাহিনীর অফিসারদের সমন্বয়ের কাজ করেই এনডারসন তার বেশিরভাগ সময় অতিবাহিত করেছে। এখানে সে একদল কলাকুশলীবিদের উপর নজরদারি রাখে যারা মনিটর পর্যবেক্ষন, কম্পিউটারের পাঠগ্রহণ করে এবং টেলিফোনের সুইচবোর্ডের সাহায্যে তার নের্তৃত্বাধীন অসংখ্য নিরাপত্তা কর্মীর সাথে সার্বক্ষনিক যোগাযোগ বজায় রাখে।

আজকের সন্ধ্যাটা অন্যান্য দিনের চেয়ে বাড়াবাড়ি রকমের শান্তভাবে কেটেছে, এবং এনডারসন সে জন্য বেজায় খুশী। সে মনে মনে আশা করছে তার অফিসে রাখা ফ্ল্যাট স্ক্রীন টিভির পর্দায় রেডস্কীনের খেলার কিছুটা অংশ হলেও সে দেখতে পাবে। খেলাটা যেই মাত্র শুরু হয়েছে ব্রোঞ্চকেলের মত তার ইন্টারকম জীবন্ত হয়ে উঠে।

"চীফ?"

এনডারসন গুঙিয়ে উঠে এবং চোখ টেলিভিশনের পর্দার দিকে স্থির রেখে সে ইন্টারকমের বাটন চাপ দেয়। "বলছি।"

"রোটানডায় আমরা সামান্য ঝামেলায় পড়েছি। অফিসাররা আমাকে সাহায্য করার জন্য হাজির হতে শুরু করেছে কিন্তু তবুও আমার মনে হয় আপনার একবার এসে ব্যাপারটা দেখা উচিত।"

BanglaBook.org

"ঠিক আছে।" এনডারসন সিকিউরিটি নার্ভ-সেন্টার উদ্দেশ্যে রওয়ানা দেয়– একটা কমপ্যাক্ট নিউমডার্ন স্থাপণা যেখানে কম্পিউটারের মনিটর গিজগিজ করছে। "সমস্যাটা আসলে কি নিয়ে?"

টেকনিশিয়ান তার মনিটরে একটা ডিজিটাল ভিডিও ক্লিপ দেখছিল। "রোটানডার পূর্ব ব্যালকনির ক্যামেরা। বিশ সেকেণ্ড আগের ঘটনা।" সে ক্লিপটা চালায়।

এনডারসন টেকনিশিয়ানের কাঁধের উপর দিয়ে তাকিয়ে থাকে।

আজ রোটানডা প্রায় খালিই দেখা যায়, মাঝে মাঝে কেবল কয়েকজন পর্যটক হেঁটে যাচ্ছে। এণ্ডারসনের অভিজ্ঞ চোখ নিমেষে একলা হেঁটে বেড়ান একটা লোকের উপর স্থির হয়, লোকটা অন্যদের চেয়ে দ্রুত গতিতে হেঁটে যাচ্ছে। মাথাটা পরিষ্কার করে কামান। পরনে আর্মির সবুজ সারপ্লাস জ্যাকেট। আহত হাত একটা স্লিংএ ঝুলছে। সামান্য খোড়াচ্ছে। শ্রান্ত অলস ভঙ্গি। সেলফোনে অজানা কারও সাথে কথা বলছে।

ন্যাড়া লোকটার পায়ের শব্দের প্রতিধ্বনি জোরালভাবে স্পীকারে ভেসে আসে যতক্ষণ না সে রোটানডার কেন্দ্রে পৌছে সহসা থমকে দাঁড়িয়ে না যায়, সেলফোনে কথা শেষ করে এবং তারপরে হাটু ভেঙে বসে পড়ে ভাবটা এমন যেন জুতার ফিতে বাঁধবে। কিন্তু জুতার ফিতার পরিবর্তে, সে তার স্লিঙের ভিতর থেকে কিছু একটা টেনে বের করে এবং সেটা মেঝেতে নামিয়ে রাখে। তারপরে সে উঠে দাঁড়ায় এবং পূর্ব দিকের এক্সিট লক্ষ্য করে খোড়াতে খোড়াতে দ্রুত এগিয়ে যায়।

এনডারসন ভ্রু কুচকে লোকটা মেঝেতে কি রেখে গেল সেটা বোঝার চেষ্টা করে। *খোদার দুনিয়ায় এসব কিসের আলামত?* জিনিসটা প্রায় আট ইঞ্চি লম্বা এবং সেটা সটান দাঁড়িয়ে রয়েছে। এনডারসন স্ক্রীনের দিকে হুমড়ি খেয়ে এগিয়ে যায় এবং চোখ কুচকে তাকিয়ে থাকে। *জিনিসটা দেখে যা মনে হয় সেটা হওয়া সম্ভব না!*

ন্যাড়া লোকটা দ্রুত হেঁটে, পূর্ব দিকের পোর্টিকো দিয়ে দৃষ্টির অন্তরালে চলে যায়, কাছে দাঁড়িয়ে থাকা একটা বাচ্চা ছেলের কথা স্পষ্ট শোনা যায়, "মা, লোকটা কিছু একটা ফেলে গিয়েছে।" ছেলেটা জিনিসটার দিকে এগিয়ে যায় কিন্তু সহসা থমকে থেমে দাঁড়িয়ে পড়ে। লম্বা একটা সময় নিশ্চল দাঁড়িয়ে থেকে সে আঙ্গুল দিয়ে দেখায় এবং গগনবিদারী কণ্ঠে চিৎকার করে উঠে।

পুলিশ প্রধান সাথে সাথে ঝটকা দিয়ে উঠে দাঁড়ায় এবং দরজার দিকে দৌড়ে যায়, একই সাথে ঝড়ের বেগে আদেশ দিতে থাকে। "সব পয়েন্টে রেডিও এলার্ট ঘোষণা কর! ন্যাড়া মাথার স্লিং পরা লোকটাকে খুঁজে বের করে তাকে আটকাও! *এখনই এই মুহূর্তে!*

সিকিউরিটি সেন্টার থেকে দৌড়ে বের হয়ে, বহু ব্যবহারে মসৃণ সিঁড়ির তিনটা ধাপ সে একেকবারে টপকে যেতে থাকে। সিকিউরিটি ক্যামেরায় দেখা

BanglaBook.org

গিয়েছে ন্যাড়া মাথার স্লিং পরা লোকটা পূর্ব দিকের পোর্টিকো দিয়ে রোটানডা ত্যাগ করেছে। ভবন থেকে বের হবার সংক্ষিপ্ততম পথটা তাকে পূর্ব-পশ্চিম করিডোরের দিকে নিয়ে যাবে, আর সেটা ঠিক সামনেই।

*আমি তাকে সামনে থেকে আটকাতে পারি।*

সিঁড়ির শীর্ষে পৌঁছে এবং বাঁকটা ঘুরে এনডারসন তার সামনের নিরব হলওয়েটা তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণ করে। এক জোড়া বয়স্ক দম্পতি হলওয়ের অপরপ্রান্ত দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে, হাতে হাত ধরে। কাছেই বসে থাকা এক সোনালী চুলের পর্যটক পরনে নীল ব্লেজার বেঞ্চে বসে গাইডবই পড়ছে এবং হাউস চেম্বারের বাইরের মোজাইক ছাদ গভীর মনোযোগ দিয়ে পর্যবেক্ষন করছে।

"স্যার, কিছু মনে করবেন না!" এনডারসন হুঙ্কার দিয়ে তার দিকে দৌড়ে যায়। "আপনি কি একটা ন্যাড়া মাথার লোক হাতে স্লিং বাঁধা দেখেছেন?"

বিভ্রান্ত দৃষ্টিতে লোকটা বই থেকে মুখ তুলে তাকায়।

"ন্যাড়া মাথা হাতে স্লিং!" এনডারসন কথাগুলো পুনরাবৃত্তি করে। "আপনি কি তাকে দেখেছেন?"

পর্যটককে ইতস্তত করতে দেখা যায় এবং ভীত চোখে হলওয়ের পূর্বদিকের দূরবর্তী প্রান্তের দিকে তাকায়। "আহ. . .হ্যাঁ," সে বলে। "আমার মনে হয় সে আমার পাশ দিয়ে দৌড়ে গেছে. .ঐ দিকের সিঁড়ির দিকে।" সে হলের শেষ প্রান্তের দিকে ইঙ্গিত করে।

এনডারসন তার রেডিও বের করে তীক্ষ্ণ কণ্ঠে নির্দেশ দিতে থাকে। "সব পয়েন্টকে বলছি! সন্দেহভাজন দক্ষিণপূর্ব দিকের বর্হিগমন দরজার দিকে গিয়েছে। ঘিরে ফেল!" সে রেডিওটা নামিয়ে রাখে এবং হোলস্টার থেকে পিস্তলটা বের করে এক্সিট লক্ষ্য করে দৌড়ে যায়।

ত্রিশ সেকেণ্ড পরে, ক্যাপিটলের পূর্ব প্রান্তের একটা নিরব এক্সিট দিয়ে, শক্তিশালী গড়নের সোনালী চুলের নীল ব্লেজার পরিহিত একটা লোক রাতের শীতল বাতাসে বের হয়ে আসে। লোকটা হাসিমুখে সন্ধ্যার শীতলতা উপভোগ করে।

*রূপান্তর।*

ব্যাপারটা কি সহজ।

এক মিনিট আগে, সে আর্মি সারপ্লাস জ্যাকেট পরে রোটানডা থেকে খোড়াতে খোড়াতে দ্রুত বেরিয়ে এসেছে। এক নিভৃত অন্ধকারাচ্ছন্ন কোণে, সে কোটটা খুলে ফেলেছে, এখন তার পরণে নীল ব্লেজার কোটের নীচে পরে এসেছিল। সারপ্লাস কোটটা ছুড়ে ফেলার আগে সেটার পকেট থেকে একটা সোনালী পরচুলা বের করে নিয়েছে এবং সেটা মাথায় সুন্দর করে আটকে নিয়েছে। তারপরে সে সটান দাঁড়িয়ে ব্লেজারের পকেট থেকে একটা গাইডবই বের করে এবং শান্ত সমাহিত ভঙ্গিতে অন্ধকার আড়াল থেকে বের হয়ে আসে।

BanglaBook.org

*রূপান্তর। আমার অনেক গুণের একটা।*

মাল'আখ তার পেশল পায়ে হেঁটে অপেক্ষমান লিমুজিনের দিকে হেঁটে যাবার সময়ে, সে পিঠ বাঁকা করে, তার দাঁড়িয়ে থাকা,দেহটা ছয় ফিট তিন ইঞ্চির, কাঁধ দুটো পেছনে ছুড়ে দেয়। একটা গভীর শ্বাস নিয়ে ফুসফুসটা ভর্তি করে। সে অনুভব করে তার বুকে উল্কি আঁকা ফিনিক্সের ডানা দুটো পাখা মেলছে।

*তারা যদি আমার ক্ষমতার কথা জানত,* শহরের দিকে তাকিয়ে সে ভাবে। *আজ রাতে আমার রূপান্তর সম্পূর্ণ হতে চলেছে।*

ক্যাপিটল ভবনে মাল'আখ তার দান যথেষ্ট কুশলতার সাথে দিয়েছে, প্রাচীন সব রীতিনীতির প্রতি যথাযথ শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে। *প্রাচীন আমন্ত্রণ রীতি সম্পন্ন হয়েছে।* ল্যাংডন আজরাতে তার ভূমিকা যদি এখনও বুঝতে না পেরে থাকে তবে শীঘ্রই সে সেটা বুঝে যাবে।

# ১৩
# অধ্যায়

রবার্ট ল্যাংডনের কাছে, ক্যাপিটল রোটানডা- সেন্ট. পিটারস ব্যাসিলিকার মতই- বরাবরই তাকে কোন কোন না কোন ভাবে বিস্মিত করে। বৌদ্ধিকভাবে, সে জানে কক্ষটা এত বিশাল যে ভিতরে স্ট্যাচু অব লিবার্টি অনায়াসে দাঁড়িয়ে থাকতে পারবে কিন্তু কিভাবে যেন রোটানডাকে সবসময়ে তার ধারণার চেয়ে বিশাল আর ফাপা বলে প্রতিয়মান হয়, যেন বাতাসে অশরীরি আত্মারা ঘুরে বেড়াচ্ছে। আজ রাতে অবশ্য এখানে কেবলই হট্টগোল।

ক্যাপিটল পুলিস অফিসাররা হাতের কাছ থেকে বিহ্বল পর্যটকদের সরিয়ে দেয়ার ফাঁকে রোটানডা থেকে বের হবার সমস্ত পথগুলো আটকে দেবার চেষ্টা চালিয়ে যায়। ছোট ছেলেটা এখনও এক নাগাড়ে কেঁদে চলেছে। একটা উজ্জ্বল আলো ঝলসে উঠে- এক পর্যটক কাটা হাতের ছবি তুলেছে- এবং সাথে সাথে কয়েকজন নিরাপত্তা কর্মী লোকটাকে আটকে তার ক্যামেরা নিয়ে নেয় আর তাকে এসকর্ট করে বাইরে নিয়ে যায়। বিভ্রান্তির ভিতরে, ল্যাংডনের মনে হয় সে একটা ঘোরের ভিতর হেঁটে চলেছে, ভিড়ের ভিতর দিয়ে পিছলে গিয়ে হাতটার কাছে চলে আসছে।

পিটার সলোমনের কাটা ডান হাতটা সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে, বিচ্ছিন্ন কব্জির সমতল প্রান্ত একটা ছোট কাঠের স্ট্যাণ্ডের উপরে আটকানো কাটাতে গেঁথে দেয়া হয়েছে। তিনটা আঙ্গুল মুষ্ঠিবদ্ধ, বৃদ্ধাঙ্গুলি আর তর্জনী পুরোপুরি প্রসারিত, উপরের গম্বুজের দিকে নির্দেশ করছে।

"সবাই পিছিয়ে যাও!" একজন অফিসার হুঙ্কার দিয়ে বলে।

BanglaBook.org

**ল্যাংডন এখন** এতটাই কাছে যে সে শুকিয়ে যাওয়া রক্তের দাগ দেখতে পায়, যা কব্জির কাটা স্থান থেকে গড়িয়ে নেমে কাঠের পাঠাতনে জমে রয়েছে। *মৃত্যুর পরে কাটা ক্ষতস্থান থেকে রক্তপাত হয় না. . .যার মানে একটাই পিটার বেঁচে আছে।* ল্যাংডন বুঝতে পারে না তার স্বস্তি পাওয়া না বমি করা উচিত। *পিটারের হাত কব্জি থেকে কাটা হয়েছে যখন সে বেঁচে ছিল?* তার গলার কাছে পিত্ত উঠে আসে। তার প্রিয় বন্ধু এই একই হাতটা করমর্দনের জন্য বা উষ্ণ আলিঙ্গনের জন্য এগিয়ে দিত পুরোটা সময় এই কথাটাই তার মাথায় ঘুরতে থাকে।

ল্যাংডন টের পায় কয়েক সেকেণ্ডের জন্য তার মাথার ভিতরটা টিউন না করা টেলিভিশনের মত ঝিরঝির করছে সেখানে কোন চিন্তা খেলছে না। প্রথম সে পরিষ্কার ভাবনাটা সেখানে আবার ফুটে উঠে সেটা যদিও একেবারেই অপ্রত্যাশিত।

*একটা মুকুট. . .এবং একটা তারকা।*

ল্যাংডন নীচু হয়, পিটারের বৃদ্ধাঙ্গুলি আর তর্জনী ভাল করে লক্ষ্য করতে। *উল্কি?* অবিশ্বাস্য, যে দানব কাজটা করেছে সে দেখা যাচ্ছে পিটারের বৃদ্ধাঙ্গুলি আর তর্জনীতে খুদে প্রতীকের উল্কি এঁকেছে।

বৃদ্ধাঙ্গুলিতে–একটা মুকুট। তর্জনীর ডগায়– একটা তারা।

*এটা হতে পারে না।* ল্যাংডনের মনে সাথে সাথে চিহ্ন দুটোর ছাপ বসে যায়, প্রায় অপার্থিব একটা প্রেক্ষাপটের জন্ম দেয় ইতিমধ্যেই বিভৎস হয়ে উঠা দৃশ্যপট। এই দুটো চিহ্ন ইতিহাসে বহুবার একসাথে আর্বিভূত হয়েছে– এবং প্রতিবারই একই স্থানে– হাতের আঙ্গুলের ডগায়। প্রাচীন পৃথিবীর সবচেয়ে গোপন আর পরম কামনীয় আইকন।

*রহস্যময়তার হাত।*

আজকাল আর এই আইকন দেখা যায় না, কিন্তু অতীত ইতিহাসের পাতায় পাতায় কর্ম উদ্যোগের শক্তিশালী আহ্বানের প্রতীক হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে। ল্যাংডন তার সামনের এই অদ্ভুত শিল্পকর্মের পরম্পরা অনুধাবন করে মনে মনে কুকড়ে যায়। *পিটারের হাত দিয়ে কেউ রহস্যময়তার হাত তৈরী করেছে?* অচিন্ত নীয় একটা ব্যাপার। প্রথাগতভাবে এই হাতটা সাধারণত কাঠ বা পাথরের উপরে বা কাগজে একে প্রচার করা হয়ে থাকে। ল্যাংডন কখনও সত্যিকারের হাত থেকে রহস্যময়তার হাত তৈরী করা হয়েছে বলে শোনেনি। পুরো ধারণাটাই জঘন্য।

"স্যার?" ল্যাংডনের পেছন থেকে নিরাপত্তা কর্মী বলে উঠে। "অনুগ্রহ করে পিছনে সরে আসেন।"

BanglaBook.org

ল্যাংডন তার কথা শুনেছে বলে মনে হয় না। *আরও উল্কি থাকার কথা। সে* যদিও মুষ্টিবদ্ধ বাকী তিন আঙ্গুলের ডগা দেখতে পাচ্ছে না, ল্যাংডন নিশ্চিতভাবেই জানে তাদের ডগাতেও নির্দিষ্ট উল্কি আঁকা রয়েছে। সেটাই রীতি। সর্বমোট পাঁচটা প্রতীক। শতশত বছর ধরে রহস্যময়তার হাতের আঙ্গুলের ডগার চিহ্ন কখনও বদলায়নি. . .বা হাতটার প্রতীকি উদ্দেশ্য।

*হাতটা. . .একটা আমন্ত্রণ ঘোষণা করে।*

ল্যাংডন সহসা যে লোকটার কারণে সে এখানে এসেছে তার কথা স্মরণ করে আতঙ্কে শিউরে উঠে। *প্রফেসর জীবনে একবার আসে এমন একটা আমন্ত্রণ আপনি আজ রাতে পেতে চলেছেন।* প্রাচীন কালে, পৃথিবীর সবচেয়ে কাঙ্খিত আমন্ত্রণ জানাতে রহস্যময়তার হাত ব্যবহৃত হত। এই প্রতীকটা পাবার অর্থই ছিল একটা অভিজাত সম্প্রদায়ে যোগ দেবার পবিত্র সম্মানিত আহ্বান– এমন একটা সম্প্রদায় বলা হয়ে থাকে যারা পরম্পরা ধরে রহস্যময় জ্ঞানর প্রহরী হিসাবে কাজ করে আসছে। আমন্ত্রণটা কেবল বিশাল সম্মানের একটা বিষয় ছিল তাই না, এর মানে একজন মাস্টার বিশ্বাস করে তুমি গোপন জ্ঞানর অধিকারী হবার উপযুক্ত। *মাস্টারের হাত হবু দিক্ষিতের উদ্দেশ্যে প্রসারিত হয়েছে।*

"স্যার," ল্যাংডনের কাঁধ শক্ত করে ধরে নিরাপত্তা কর্মী বলে। "আমি চাই আপনি এই মুহূর্তে পিছনে সরে আসেন।"

"আমি জানি এর মানে কি," ল্যাংডন ব্যাপারটা সামলাতে বলে। "আমি তোমাকে সাহায্য করতে পারি।"

"এখনই!" নিরাপত্তা কর্মী বলে।

"আমার বন্ধু বিপদে পড়েছে। আমাদের দ্রুত–"

ল্যাংডন টের পায় একজোড়া শক্তিশালী হাত তাকে তুলে নিয়ে কাটা হাতটার কাছ থেকে দূরে সরিয়ে আনে। সে কেমন ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে যায়. . .প্রতিবাদ করার কথা তার মনেই আসে না। একটা আনুষ্ঠানিক আমন্ত্রণ একমাত্র সরবরাহ করা হয়েছে। কেউ একজন ল্যাংডনকে ডাকছে রহস্যময় সিংহদ্বার অবারিত করতে যার ফলে গোপন জ্ঞান আর প্রাচীন রহস্যের একটা জগৎ উন্মোচিত হবে।

কিন্তু পুরো ব্যাপারটাই একটা পাগলামি।

*এক বদ্ধ উন্মাদের মতিভ্রম।*

BanglaBook.org

# ১৪
# অধ্যায়

মাল'আখের স্ট্রেচ লিমোজিন ইউ.এস ক্যাপিটল থেকে বিনা বাঁধায় বের হয়ে এসে, ইনডিপেনডেন্স এ্যাভিনিউ ধরে পূর্ব দিকে এগিয়ে যায়। ফুটপাথ দিয়ে হেঁটে যাওয়া অল্প বয়সী এক প্রেমিক-প্রেমিকা যুগল ভ্রু কুচকে গাড়ির টিনটেড কাঁচের ভিতর দেখতে চেষ্টা করে, আশা হয়ত কোন ভিআইপিকে দেখতে পাবে।

*আমি সামনে বসে আছি*, আপন মনে হেসে, মাল'আখ ভাবে।

বিশাল এই গাড়িটা একাকী চালাবার সময়ে অনুভূত শক্তির দমক মাল'আখ পছন্দ করে। তার বাকী পাঁচটা গাড়ির কোনটাই আজ রাতে তার যা প্রয়োজন সেটা দিতে অপারগ– একান্ততার *নিশ্চয়তা*। পরিপূর্ণ একান্ততা। এই শহরে লিমোজিন এক ধরণের অব্যক্ত সুযোগ-সুবিধা ভোগ করে। *চলমান দূতাবাস।* ক্যাপিটল হিলের আশেপাশে কর্মরত পুলিশ কর্মচারীরা সব সময়ে অনিশ্চয়তায় ভোগে কখনও ভুল করে কোন লিমোজিন থামিয়ে না জানি কোন পাওয়ার ব্রোকারের সামনে পড়ে আর তাদের বেশিরভাগই তাই ব্যাপারটা এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করে।

মাল'আখ এ্যানাকোশিয়া নদী অতিক্রম করে মেরীল্যাণ্ড পৌঁছালে, সে নিজেকে ক্যাথরিনের নিকটবর্তী বলে অনুভব করে, নিয়তির টানে সামনে এগিয়ে চলেছে। *আজ রাতে আমাকে আরেকটা কাজের দায়িত্ব দেয়া হয়েছে. .এমন একটা কাজ যা আমি কল্পনাও করিনি।* গতকাল রাতে, পিটার সলোমন যখন তার শেষ রহস্যটা বলছে, মাল'আখ তখন একটা গোপন গবেষনাগারের অস্তিত্বের কথা জানতে পারে যেখানে বসে ক্যাথরিন মিরাকলকে সম্ভব করেছে– হতবুদ্ধি করে দেবার মত সাফল্য মাল'আখ বুঝতে পারে যা প্রকাশিত হলে পুরো পৃথিবীকে বদলে দেবে।

*তার কাজ সব বস্তুর সত্যিকারের প্রকৃতি প্রকাশ করবে।*

বহু শতাব্দি ধরে পৃথিবীর "চৌকষতম মস্তিষ্কসমূহ" প্রাচীন বিজ্ঞানকে অবজ্ঞা করে এসেছে, অজ্ঞ কুসংস্কার বলে উপহাস করেছে, চোখ ধাঁধানো নতুন প্রযুক্তি আর আত্মতৃপ্ত সন্দিগ্ধচিত্ততার সাথে জোট বেধেছে– অনুষঙ্গ যা তাদের কেবল সত্যের কাছ থেকে দূরে সরিয়ে নিয়েছে। *এক প্রজন্মের সাফল্য পরবর্তী প্রজন্মের প্রযুক্তি ভ্রান্ত প্রমাণ করেছে।* আর এভাবেই পরম্পরার পরে পরম্পরা চলে আসছে। মানুষ যত জানছে, সে ততই অনুধাবন করছে সে কিছুই জানে না।

বহু শতাব্দি ধরে মানুষ অন্ধকারে পথের সন্ধান করেছে. .কিন্তু এখন, ঠিক যেমন ভবিষ্যৎবাণী করা হয়েছিল, একটা পরিবর্তন আসন্ন হয়ে পড়েছে। ইতিহাসের প্রতি পদে পদে হোচট খাবার পরে, মানুষ আজ একটা সন্ধিক্ষণে এসে উপস্থিত হয়েছে। বহুকাল পূর্বেই এমন ভবিষ্যতদ্বাণী করা হয়েছিল, প্রাচীণ

BanglaBook.org

পাণ্ডুলিপি, আদ্যকালীন দিনপঞ্জি, এমনকি আঁকাশের তারকামণ্ডলীতেও এই বিষয়ের উল্লেখ রয়েছে। পরিবর্তনের সময় সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে, যার আগমন আসন্ন। আগমনের পূর্বে জ্ঞানের একটা বিপুল বিস্ফোরন ঘটবে. . .অন্ধকার দূর করতে বোঁধের আলো এবং মানবজাতিকে শেষ একটা সুযোগ দেবে রসাতল থেকে দূরে সরে জ্ঞানর পথে অগ্রসর হবার।

*আমি এসেছি আলোকে আড়াল করতে,* মাল'আখ ভাবে। *এটাই আমার ভূমিকা।*

নিয়তি তাকে পিটার আর ক্যাথরিন সলোমনের সাথে সংশ্লিষ্ট করেছে। এসএমএসসির অভ্যন্তরে ক্যাথরিন সলোমনের সাফল্য, নতুন চিন্তাধারার উৎসমুখ খুলে দিয়ে, নতুন রেঁনেসার সূচনা করতে পারে। ক্যাথরিনের গুপ্ততথ্য যদি প্রকাশ পায়, তবে তা প্রভাবকে পরিণত হয়ে মানবজাতিকে উদ্বুদ্ধ করবে যে জ্ঞান সে হারিয়ে ফেলেছে তা পুনরাবিষ্কার করতে, সকল কল্পনাকে পরাস্ত করে তাকে ক্ষমতাশালী করে তুলবে।

*ক্যাথরিনের নিয়তি জ্ঞানের মশালে অগ্নিসংযোগ করা।*

*আমার নিয়তি তাকে নির্বাপিত করা।*

# ১৫
# অধ্যায়

গাঢ় অন্ধকারে, ক্যাথরিন সলোমন তার গবেষণাগারের বাইরের দরজা হাতড়ে বেড়ায়। দরজা খুঁজে পেলে, সীসার পাত দিয়ে মোড়ান দরজা বেশ জোর দিয়ে টেনে খুলে এবং দ্রুত ক্ষুদ্র এন্ট্রি রুমে প্রবেশ করে। শূন্য স্থানের মাঝ দিয়ে হেঁটে আসতে কেবল নব্বই সেকেণ্ড সময় লেগেছে এবং এখনও উন্মত্তের মত তার হৃৎপিণ্ড স্পন্দিত হচ্ছে। *তিন বছর পরে, সবাই ভাবছে আমি অন্ধকারে অভ্যস্থ হয়ে গেছি।* সবসময়ে পড পাঁচের অন্ধকার থেকে পরিষ্কার আলোকিত পরিবেশে আসতে পারলেই ক্যাথরিন স্বস্তি পায়।

কিউবটা আদতে একটা বিশাল জানালাবিহীন কামরা। কক্ষের ভেতরের দেয়াল আর ছাদের প্রতি ইঞ্চি টাইটেনিয়ামের আস্তরন দেয়া লিড ফাইবারের শক্ত পলেস্তারা দিয়ে আবৃত, যা সিমেন্টের এনক্লোজারের অভ্যন্তরে নির্মিত একটা বিশাল খাঁচার আঙ্গিক দিয়েছে। ফ্রস্টেড প্লেক্সিগ্লাসের ডিভাইডার ভিতরের শূন্য স্থান নানা প্রকোষ্ঠে বিভক্ত করেছে– গবেষণাগার, কন্ট্রোল রুম, যান্ত্রিক প্রকৌশলী কক্ষ, প্রাক্ষালন কক্ষ আর একটা খুদে রিসার্চ লাইব্রেরী।

ক্যাথরিন সামান্য সময়ের জন্য প্রধান ল্যাবে দাঁড়ায়। উজ্জ্বল আর জীবাণুমুক্ত স্থানে অত্যাধুনিক পরিমাণগত যন্ত্রপাতি ঝকঝক করছে: জোড়া

BanglaBook.org

ইলেকট্রো এনসেফালোগ্রাফস, একটা ফেমটুসেকেণ্ড কম্ব, ম্যাগনেটো অপটিক্যাল ট্র্যাপ, এবং কোয়ান্টাম-ইনডিটারমিনেট ইলেকট্রন নয়েজ আরইজি'স যাকে সাধারণত র‍্যানডম ইভেন্ট জেনারেটর বলে অভিহিত করা হয়ে থাকে।

নিওটিক সাইন্স অতি অত্যাধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করা সত্ত্বেও, আবিষ্কারগুলো নিজেরাই যেসমস্ত শীতল, হাই-টেক যন্ত্রপাতি তাদের জন্ম দিয়েছে তাদের চেয়ে অনেক বেশি রহস্যময়। ম্যাজিক আর মিথের উপাদানসমূহ বিহ্বলকারী নতুন উপাত্ত লাভের ফলে দ্রুত বাস্তবতার অনুষঙ্গ হয়ে উঠছে, যা নিওটিক বিজ্ঞানের মূল মতবাদ সমর্থন করে– মানব মনের গহীন অন্ধকারাচ্ছন্ন অঞ্চল।

মূল উপপাদ্যটা আপাত দৃষ্টিতে বেশ সরল: *আমরা আমাদের মানসিক আর আধ্যাত্মিক সামর্থ্যের খুব সামান্য অংশই ব্যবহার করেছি।*

ক্যালিফোর্নিয়ায় অবস্থিত নিওটিক বিজ্ঞান অনুষদ, এবং প্রিন্সটন ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যানামোলিস রিসার্চ ল্যাব (পিইএআর)এর মত স্থাপণায় পরিচালিত পরীক্ষাসমূহ নীতিগতভাবে সমর্থন করেছে যে মানুষের চিন্তাধারা যদি ঠিকমত পরিচালিত করা যায় তবে তা *ভৌত* ভরকে আক্রান্ত আর পরিবর্তন করতে সক্ষম। তাদের পরীক্ষাসমূহ রাস্তায় দেখান "চামচ বাঁকান কৌশল"এ সীমাবদ্ধ না, বরং অতিমাত্রায় নিয়ন্ত্রিত অনুসন্ধান যার সবই একই অসাধারণ ফলাফলের জন্ম দিয়েছে: আমাদের চিন্তার তরঙ্গ বাস্তবিক পক্ষে পার্থিব পৃথিবীর সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে, সেটা আমরা বুঝতে পারি বা না পারি, আর আন্তআণবিক জগতে পরিবর্তন সাধনে সক্ষম।

*পদার্থের উপরে মনের পরাক্রম।*

২০০১ সালে, সেপ্টেম্বর ১১-এর ভয়ঙ্কর অভিজ্ঞতার অব্যবহিত পরের মুহূর্তগুলোয়, নিওটিক বিজ্ঞানের ক্ষেত্র সামনের দিকে প্রার্থিত পরিমাণগত অগ্রগতি লাভ করেছে। চারজন বিজ্ঞানী আবিষ্কার করেন যে এই একক দুর্ভাগ্যজনক ঘটনায় ভয় জর্জরিত সমগ্র পৃথিবী একত্রিত হয়ে এবং পারস্পরিক বিষাদের প্রতি মনোনিবেশ করায়, সারা বিশ্বব্যাপী বিস্তৃত সাতত্রিশটা ভিন্ন র‍্যানডম ইভেন্ট জেনারেটরের আউটপুট সহসা লক্ষ্যনীয় মাত্রায় অপেক্ষাকৃত কম র‍্যানডম বলে প্রতিয়মান হয়। কোন না কোনভাবে, ভাগ করে নেয়া এই অভিজ্ঞতার একাত্মবোধ, লক্ষাধিক মানব মনের একাঙ্গীভূত হওয়া, এই সব মেশিনের র‍্যানডমাইজিং কার্যকারিতায় প্রভাব ফেলেছে, তাদের ফলাফলে একটা পরিমিতমাত্রা এনে বিশৃঙ্খলার মাঝে শৃঙ্খলা আনয়ন করেছে।

এই বিহ্বলকারী আবিষ্কার, প্রাচীন আধ্যাত্মিক বিশ্বাস "মহাজাগতিক সজ্ঞানতা"র সমান্তরাল একটা বোধ বলে প্রতিয়মান হয়–মানব প্রবৃত্তির একাঙ্গীভূত হওয়ার প্রবণতা যা প্রকৃতপক্ষে ভৌত পদার্থের সাথে মিথস্ক্রিয়ায় সক্ষম। সম্প্রতি এক সমীক্ষায় দেখা গেছে র‍্যানডম ইভেন্ট জেনারেটরে গণ প্রার্থনাসভা আর ধ্যান একই ধরণের ফলাফলের জন্ম দিয়েছে, যা নিওটিক

লেখক লিন্ ম্যাকট্যাগার্টের বর্ণনা করা *মানবিক সজ্ঞানতার* দাবীকে উস্কে দিয়েছে, যা তার মতে মানব দেহের *বাইরে* অবস্থিত একটা অনুষঙ্গ. .পার্থিব জগতকে বদলে দিতে সক্ষম এমন একটা উচ্চকোটির নিয়মতান্ত্রিক শক্তি। ম্যাকটেগার্টের বই *দি এনটেনশন এক্সপেরিমেন্ট* ক্যাথরিনকে অভিভূত করে এবং তার গ্লোবাল ওয়েববেসড পাঠচক্র- দিইনটেনশনএক্সপেরিমেন্ট.কম- এর উদ্দেশ্যই হল কিভাবে মানব প্রবৃত্তি পৃথিবীকে প্রভাবিত করে সেটা খুঁজে বের করা। আরও কিছু প্রগতিশীল পুস্তক ক্যাথরিনের আগ্রহ উস্কে দেয়।

এই ভিত্তির উপরে ভর দিয়ে ক্যাথরিনের গবেষণা সামনে এগিয়ে যায়, প্রমাণ করে যে "ভাবনার মনোনিবেশ" আক্ষরিক অর্থে *সবকিছুকে* প্রভাবিত করতে সক্ষম- উদ্ভিদের বৃদ্ধিহার, এ্যাকুরিয়ামে সাঁতার কাটতে থাকা মাছের গতিপথ, পেটট্রি ডিসে কোষের বিভাজন রীতি, পৃথক পৃথক অটোমেটেড সিস্টেমের ভিতরে সিনক্রোনাইজেশন, এবং একজনের নিজের শরীরে সংঘটিত রাসায়নিক বিষক্রিয়া। এমনকি একজনের মনের শক্তি সদ্য দানা বাঁধা স্ফটিকের কাঠামোতে পরিবর্তন আনতে পারে; ক্যাথরিন গ্লাসের পানি জমাট বাঁধার সময়ে কেবল প্রেমময় চিন্তার বিচ্ছুরন ঘটিয়ে সুন্দর প্রতিসম বরফের স্ফটিক তৈরী করেছে। অবিশ্বাস্যভাবে, বিপরীত উপপাদ্যও সত্যি, সে যখন বিরূপ দূষিত ভাবনা পানিতে সংক্রামিত করে তখন বরফের স্ফটিক বিশৃঙ্খল, এবড়োখেবড়োরূপে জমাট বাঁধে।

*মানুষের ভাবনা আক্ষরিক অর্থেই পার্থিব পৃথিবীকে বদলে দেবার ক্ষমতা রাখে।*

ক্যাথরিনের পরীক্ষা যখন ক্রমশ সাহসী হয়ে উঠতে শুরু করে, তার ফলাফলও ততোধিক বিস্ময়াভিভূত প্রতিপন্ন হতে থাকে। এই গবেষণাগারে তার কাজ সন্দেহের লেশমাত্র না রেখে প্রমাণ করতে সমর্থ হয়েছে যে "বস্তুকে ছাপিয়ে মন"এর এই ধারণা কেবল নিউ-এজ সেল্ফ হেল্প মন্ত্র না। বস্তুর প্রকৃতি বদলে দেবার ক্ষমতা মনের রয়েছে এবং তারচেয়েও গুরুত্বপূর্ণ পার্থিব জগতকে কোন নির্দিষ্ট দিকে ধাবিত হতে উৎসাহিত করার ক্ষমতা মানব মনের আছে।

*আমরা আমাদের এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের প্রতিভূ।*

সাবএটমিক লেভেলে, ক্যাথরিন দেখেছে যে পার্টিকেলসমূহ তার *ইচ্ছার* অনুকূলে সায় দিয়েই অস্তিত্ব লাভ করে এবং লয় পায়। বলতে গেলে, কোন নির্দিষ্ট পার্টিকেল দেখতে তার ইচ্ছা. .সেই পার্টিকেলে উপস্থাপিত হয়। হেইসেনবার্গ বহু দশক আগে এই বাস্তবতার প্রতি ইঙ্গিত করেছিলেন আর এখন এটা নিওটিক বিজ্ঞানের প্রাথমিক সূত্রগুলোর একটায় পরিণত হয়েছে। লিন ম্যাকটেগার্টের ভাষায়: "জীবন্ত সজ্ঞানতা কোন একটা উপায়ে কোন কিছুর *সম্ভাবনাকে* কোন একটা *বাস্তব* অবস্থায় পরিণত হতে প্রভাবিত করে। আমাদের বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টিতে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গ চেতনা বা সজ্ঞানতা যা এটা পোষন করে।"

BanglaBook.org

ক্যাথরিনের কাজের সবচেয়ে বিস্ময়কর দিক হল পার্থিব জগতকে বদলে দিতে পারার এই মানসিক শক্তি যে অনুশীলনের মাধ্যমে *জোরাল* করা যায় সেটা অনুধাবন করা। অভিপ্রায় *চেষ্টাকৃত প্রয়াসে* অর্জিত দক্ষতা। মেডিটেশনের মত "ভাবনা"র সত্যিকারের ক্ষমতা সক্রিয় জোরাল করে তুলতে অধ্যাবসায় অনুশীলনের প্রয়োজন। আরও গুরুত্বপূর্ণ. .কিছু কিছু লোক জন্মসূত্রেই এ বিষয়ে অন্য অনেকের চেয়ে বেশী পারদর্শিতা নিয়ে জন্ম গ্রহণ করে। ইতিহাসের প্রতিটা বাঁকে, কিছু কিছু লোকের আবির্ভাব ঘটেছিল যারা সত্যিকারের মাস্টারে নিজেদের পরিণত করতে পেরেছিল।

*আধুনিক বিজ্ঞান আর প্রাচীন মরমিবাদের এটাই হারিয়ে যাওয়া যোগসূত্র।*

ক্যাথরিন বিষয়টা তার ভাইয়ের কাছ থেকে জেনেছে এবং এখন আবার ভাইয়ের কথা মনে পড়তে তার মনটা আশঙ্কায় ভারী হয়ে উঠে। সে হেঁটে ল্যাবের রিসার্চ লাইব্রেরীর ভিতরে উঁকি দিয়ে দেখে। কেউ নেই।

লাইব্রেরীটা আসলে একটা ক্ষুদ্র পরিসরে পড়ার স্থান– দুটো মরিস চেয়ার, একটা কাঠের টেবিল, দুটো ফ্লোর ল্যাম্প, আর একদিকের দেয়াল জুড়ে মেহগনির বইয়ের তাকে প্রায় শ পাঁচেক বই সাজান। ক্যাথরিন আর পিটার এখানে তাদের পছন্দের বইগুলো এনে জড়ো করেছে, পার্টিক্যাল ফিজিক্স থেকে শুরু করে প্রাচীন মরমীবাদ সববিষয়ের বই পাওয়া যাবে। নতুন আর পুরানোর সারগ্রাহী ফিউশনে. .ঐতিহাসিক থেকে কাটিং-এজ প্রযুক্তির একটা সংগ্রহে পরিণত হয়েছে। ক্যাথরিনের বেশিরভাগ বইয়ের শিরোনাম অনেকটা এরকম, *কোয়ান্টাম কনশাসনেস, দি নিউ ফিজিক্স,* এবং *দি প্রিন্সিপ্যাল অব নিউরাল সাইন্স।* তার ভাইয়ের সংগৃহীত বইগুলোর শিরোনাম একেবারে দুর্বোধ্যতায় পুরানো যেমন দি *কিবালিয়ন,* দি *জোহর, দি ডানসিং উ লি মাস্টার্স* এবং বৃটিশ মিউজিয়াম থেকে সংগৃহীত সুমেরীয়ান ট্যাবলেটের অনুবাদ।

"আমাদের বৈজ্ঞানিক ভবিষ্যতের চাবি," তার ভাই প্রায়ই বলতো, "আমাদের অতীতে লুকান রয়েছে।" আজীবন ইতিহাস, বিজ্ঞান আর মরমীবাদের বিদ্যার্থী, পিটারই প্রথম ক্যাথরিনকে তার বিশ্ববিদ্যালয়ে পঠিত বিজ্ঞানকে প্রাচীন হার্মেটিক দর্শনের সাথে মিলিয়ে দেখতে উৎসাহিত করে। পিটার আধুনিক বিজ্ঞান আর প্রাচীন মরমীবাদের ভিতরে সম্পর্কের বিষয়ে ক্যাথরিনকে আগ্রহী করে তুলেছিল যখন তার মাত্র উনিশ বছর বয়স।

"তো ক্যাথ আমাকে বলো," ইয়েলে ভর্তির দ্বিতীয় বছরে ছুটিতে বাড়ি আসলে ভাই তাকে জিজ্ঞেস করেছিল। "তাত্ত্বিক পদার্থবিদ্যা বিষয়ে এলিস আজকাল কি পড়ছে?"

ক্যাথরিন তখন তাদের বই ঠাসা পারিবারিক গ্রন্থাগারে দাঁড়িয়ে এবং সে জোরে জোরে তার চোখ বড় বড় করে দেবার মত পাঠ্যসূচী আবৃত্তি করে।

"চিত্তাকর্ষক," তার ভাই উত্তর দেয়। "আইনস্টাইন, বোর, আর হকিং আধুনিক জিনিয়াস। কিন্তু প্রাচীনদের কারো লেখা কি পড়ছো?"

BanglaBook.org

ক্যাথরিন মাথা চুলকায়। "তুমি বলতে চাইছো মানে. . .নিউটন?"

সে হাসে। "চালিয়ে যাও।" সাতাশ বছর বয়সী পিটার ততদিনে বিদ্বৎসমাজে নিজের স্থান করে নিয়েছে এবং সে আর পিটার খেলাচ্ছলে এধরণের বুদ্ধিবৃত্তিক মহড়ার ভিতরেই বেড়ে উঠেছে।

*নিউটন ছাড়া অন্যকেউ?* ক্যাথরিনের মাথায় এখন আবছা হয়ে আসা নামসমূহ যেমন টলেমী, পিথাগোরাস, হার্মেস ট্রিসমেজিসটাস ভেসে উঠে। *আজকাল তাদের লেখা আর কেউ পড়ে না।*

তার ভাই ফেটে যাওয়া চামড়ার বাঁধাই করা পুরাতন এবং ধূলিমলিন বড় বইয়ে ঠাসা একটা তাকের উপর দিয়ে আঙ্গুল টেনে নিয়ে যায়। "প্রাচীনকালের বৈজ্ঞানিক জ্ঞান মাথা ঘুরিয়ে দেবার মত. . .আধুনিক পদার্থবিদ্যা *সবেমাত্র* পুরোটা অনুধাবন করতে শুরু করেছে।"

"পিটার," ক্যাথরিন বলে, "তুমি আমাকে ইতিমধ্যে বলেছো নিউটনের অনেক আগেই মিশরীয়রা পুলি আর লিভারের ব্যবহার জানত এবং প্রথম দিকের অ্যালকেমিস্টদের দক্ষতা আজকে রসায়নবিদদের চেয়ে কোন অংশে কম ছিল না, কিন্তু তাতে কি হয়েছে? *বর্তমানের* পদার্থবিদ্যা এমন সব ধারণা নিয়ে কাজ করছে যা প্রাচীন কালে অচিন্তনীয় একটা ব্যাপার ছিল।"

"যেমন?"

"বেশ. . .যেমন *এনট্যাঙ্গলমেন্ট থিওরীর* কথাই ধরা যাক!" সাবঅ্যাটমিক রিসার্চ এখন তাত্ত্বিকভাবে প্রমাণ করতে পেরেছে যে সব পদার্থই পরস্পরসংযুক্ত. . .পরস্পরসংবদ্ধ একীভূত অবস্থায় জটপাকিয়ে ছিল. . .এক ধরণের বিশ্বজনীন ওয়াননেস। "তুমি কি বলতে চাইছ যে প্রাচীনকালের পণ্ডিতরা একত্রে বসে এনট্যাঙ্গলমেন্ট থিওরী নিয়ে আলোচনা করেছে?"

"অনিবার্যভাবে!" পিটার তার চোখের সামনে থেকে লম্বা কালো চুলের গোছা সরিয়ে বলে। "এনট্যাঙ্গলমেন্ট ছিল আদ্যকালীন বিশ্বাসের মর্মবস্তু। ইতিহাসের সমান বয়সী এর নামগুলো. . .ধর্মকায়া, তাও, ব্রাহ্মণ। বস্তুতপক্ষে মানুষের প্রাচীনতম আধ্যাত্মিক অনুসন্ধানই ছিল নিজের এনট্যাঙ্গলমেন্টের স্বরূপ বোঝা, পারিপার্শ্বের সাথে সে নিজে কিভাবে জড়িয়ে রয়েছে সেটা উপলব্ধি করা। সে সব সময়ে চেয়েছে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সাথে "লীন" হতে. . .'এট-ওয়ান-মেন্ট' রূপ অর্জন করতে।" তার ভাই ভ্রু তুলে তাকায়। "আজ পর্যন্ত ইহুদি আর খ্রিস্টানরা 'এটনমেন্ট' বা প্রায়শ্চিত্তের জন্য চেষ্টা করে চলেছে. . .যদিও আমরা আজ ভুলে গেছি সেটা আদতে 'এট-ওয়ান-মেন্ট' যা আমরা খুঁজছি।"

ক্যাথরিন একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে, সে ভুলেই গিয়েছিল ইতিহাসে পাণ্ডিত্য রয়েছে এমন একজনের সাথে তর্ক করা মানে সময় নষ্ট করা। "ঠিক আছে, মানছি, কিন্তু তুমি বড্ড অস্পষ্ট মন্তব্য করছো। আমি কথা বলছি *নির্দিষ্ট* পদার্থবিদ্যার বিষয় নিয়ে।"



BanglaBook.org

"বেশ তাহলে নির্দিষ্ট করে বলা হোক।" তার আগ্রহী চোখ এখন ক্যাথরিনকে দ্বৈরথে আহ্বান জানায়।

"ঠিক আছে, *পোলারিটির* মত সাধারন বিষয় নিয়ে কথা বলা যাক- সাবঅ্যাটমিক পর্যায়ের ধনাত্মক/ ঋণাত্মক ভারসাম্য। এটা নিশ্চিতরূপেই বলা যায় প্রাচীন কালে তারা এটা বুঝত-"

"রোসো, রোসো!" তার ভাই একটা ধূলিমলিন ঢাউস বই টেনে নামায়, আর সেটাকে সশব্দে লাইব্রেরীর টেবিলের উপরে নামিয়ে রাখে। "আধুনিক মেরুধর্মিতা বা পোলারিটি দু'হাজার বছর আগে কৃষ্ণ ভগবত গীতায় যে 'দ্বৈত পৃথিবী'র কথা বলেছেন সেটার আধুনিক ব্যাখ্যা। এখানে আরও ডজনখানেক বই আছে, যার ভিতরে *কিবালিয়ন*ও পড়ে, যেখানে বাইনারী পদ্ধতি আর প্রকৃতির বিপরীতধর্মী শক্তির কথা আলোচিত হয়েছে।"

ক্যাথরিনকে সন্দিগ্ধ দেখায়। "ঠিক আছে আমরা যদি *সাবঅ্যাটমিকসের* আধুনিক আবিষ্কারের কথা আলোচনা করি- উদাহরণ স্বরূপ হেইসেনবার্গের অনিশ্চয়তার সূত্রের কথাই ধর-"

"তাহলে আমাদের *এখানে* দৃষ্টি দিতে হবে," তার লম্বা বুকশেলফের দৈর্ঘ্য বরাবর হেঁটে গিয়ে পিটার আরেকটা বই নামিয়ে বলে। "হিন্দু বেদান্তের পবিত্র ভাষ্য যাকে উপনিষদ বলা হয়।" প্রথম বইটার উপরে সে বিশাল ভারী বইটা নামিয়ে রাখে। "হেইসেনবার্গ আর শ্রয়ডিঙগার এই পাণ্ডুলিপি *অধ্যয়ন* করেছে এবং তাদের সূত্র লিপিবদ্ধ করার সময়ে এখান থেকে সাহায্য নেয়ার কথা অকপটে স্বীকার করেছেন।"

আরও কয়েকমিনিট এই শোডাউন চলে এবং টেবিলের উপরে ধূলিমলিন বইয়ের স্তম্ভ লম্বা থেকে আরও লম্বা হতে থাকে। শেষপর্যন্ত ক্যাথরিন হতাশ হয়ে দু'হাত উপরে তুলে হার স্বীকার করে। "ঠিক আছে! আমি তোমার কথা বুঝতে পেরেছি, কিন্তু আমি কাটিং-এজ *তাত্ত্বিক* পদার্থবিদ্যাই অধ্যয়ন করতে চাই। বিজ্ঞানের ভবিষ্যত! আমার সত্যিই সন্দেহ আছে কৃষ্ণ আর ব্যাস মাল্টিডায়মেনশনাল কসমোলজিক্যাল মডেল আর সুপারস্ট্রিঙ থিওরী নিয়ে আলোচনা করেছে কিনা।"

"তোমার কথাই ঠিক। তারা আলোচনা করেনি।" তার ভাই চুপ করে থেকে কেবল মুখে একটা হাসি ঝুলিয়ে রাখে। "তুমি যদি সুপারস্ট্রিঙ থিওরীর কথা বল. ." সে আবার বইয়ের শেলফের দিকে তাকিয়ে কি যেন খুঁজে। "তাহলে তুমি এই বইটার কথা বলছো।" সে চামড়া দিয়ে বাধাই করা একটা ঢাউস আঁকৃতির বই বের করে এবং সশব্দে সেটা টেবিলের উপরে নামিয়ে রাখে। "মূল মধ্যযুগীয় আর‍্যামায়িকের তের শতকে করা অনুবাদ।"

"সুপারস্ট্রিঙ থিওরী আর তাও আবার তের শতকে?!" ক্যাথরিন মোটেই পাত্তা দেয় না। "গুলতানি থামাও ভাইয়া।"

BanglaBook.org

সুপারস্ট্রিঙ থিওরী একেবারেই নতুন কসমোলজিক্যাল মডেল। একেবারে সাম্প্রতিক বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষনের উপরে নির্ভর করে, বলা হয়েছে মাল্টিডায়মেনশনাল ইউনিভার্স *তিনটা* না. .বরং দশটা ডায়মেনশন বা মাত্রা দিয়ে, যার প্রত্যেকটাই স্পন্দনশীল স্ট্রিঙের মত মিথস্ক্রিয়া করে অনেকটা বেহালার তারের অনুরণনের ন্যায়।

ভাই বইটা টেনে খুলে, সূচীপত্রের অলঙ্কৃত সরণীতে আঙ্গুল চালিয়ে তারপরে বইয়ের শুরুর দিকের একটা অংশ খোলা পর্যন্ত ক্যাথরিন অপেক্ষা করে। "এই অংশটা পড়।" পিটার ঝাপসা হয়ে আসা একটা পাতার ভাষ্য আর ডায়াগ্রাম দেখিয়ে বলে।

বাধ্য মেয়ের ন্যায়, ক্যাথরিন পুরো পাতাটা পড়ে। অনুবাদ প্রাচীন ধাঁচের আর তাই বেশ কষ্টকর পড়া, কিন্তু সে অবাক বিস্ময়ে দেখে আধুনিক সুপারস্ট্রিঙ থিওর যে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কথা ঘোষণা করছে প্রাচীন বইটার ভাষ্য আর ডায়াগ্রাম পরিষ্কার ভাষায় *হুবহু* একই কথা বলেছে– অনুরণনশীল স্ট্রিঙের দশ মাত্রার বিশ্বব্রহ্মাণ্ড। সে পাঠ অব্যাহত রাখলে সহসা আতঙ্কে উঠে গুটিয়ে যায়। "হা ঈশ্বর, এখানে দেখছি কিভাবে মাত্রাগুলোর ছয়টা একত্রে জট পাকিয়ে একটা মাত্রার ন্যায় আঁচরণ করে সে কথাও লেখা রয়েছে?!" সে আতঙ্কিত চিত্তে এক পা পেছনে সরে আসে। "এই বইটার *নাম* কি?"

তার ভাই একটা দেতো হাসি হাসে। "এমন একটা বই আমি আশা করি যা একদিন তুমি পড়বে।" সে পৃষ্ঠা উল্টে শিরোনামে ফিরে আসে সেখানে একটা অলঙ্কৃত প্লেটে তিনটা শব্দ মুদ্রিত রয়েছে।

*দি কমপ্লিট জোহর।*

ক্যাথরিন যদিও *জোহর* কখনও পড়ে দেখেনি, সে এটা জানে যে ইহুদি মরমিবাদের মূলগ্রন্থ এটা, একটা সময়ে একে এতটাই প্রভৃবিষ্ণু বলে গন্য করা হত যে রাবিদের মধ্যে কেবল প্রথমসারির পণ্ডিতদের পড়ার জন্য এটা সংরক্ষিত থাকত।

ক্যাথরিন বইটার দিকে তাকায়। "তুমি বলতে চাইছো প্রাচীনকালের মরমীবাদীরা জানত যে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের দশটা মাত্রা রয়েছে?"

"অবশ্যই।" সে পৃষ্ঠাটায় অঙ্কিত পরস্পরসংবদ্ধ দশটা বৃত্ত তাকে দেখায় যাদের বলা হত সেপিরথ। "অবশ্য পরিভাষা দুর্বোধ্য হলেও কিন্তু পদার্থবিদ্যা অনেক উচ্চকোটির।"

ক্যাথরিন বুঝতে পারে না কিভাবে উত্তর দেবে। "কিন্তু. . .অধিকাংশ লোক তাহলে এটা পাঠ করে না কেন?"

তার ভাই হাসে। "তারা *করবে।*"

"আমি বুঝতে পারলাম না।"

"ক্যাথরিন আমরা একটা সুন্দর সময়ে জন্মেছি। পরিবর্তন সমাসন্ন। মানবজাতি একটা নতুন যুগের সন্ধিক্ষণে পৌছেছে যখন তারা প্রকৃতির দিকে

BanglaBook.org

এবং পুরাতন পদ্ধতির দিকে তাদের চোখ ফিরাতে শুরু করবে. *জোহরের মত এই সব প্রাচীন বইয়ে লিপিবদ্ধ ধারণা এবং সারা পৃথিবীর অন্যান্য প্রাচীন পাণ্ডুলিপির কাছে ফিরে আসবে। শক্তিশালী সত্যের নিজস্ব অভিকর্ষ রয়েছে এবং শেষ পর্যন্ত যা মানুষকে নিজের কাছে টেনে আনবেই। এমন একটা দিন আসবে যখন আধুনিক বিজ্ঞান স্থিরসংকল্প হয়ে প্রাচীন জ্ঞানর অধ্যয়ন শুরু করবে. .আর সেদিনই মানুষ এতদিন পর্যন্ত তার কাছে অধরা থেকে যাওয়া প্রশ্নের উত্তর পেতে শুরু করবে।"

সেই রাতে, ক্যাথরিন বুভুক্ষের মত তার ভাইয়ের সংগ্রহের প্রাচীন পাণ্ডুলিপি পাঠ করতে শুরু করে এবং দ্রুত বুঝতে পারে যে তার ভাইয়ের কথাই যথার্থ। *প্রাচীনকালে তারা প্রগাঢ় বৈজ্ঞানিক জ্ঞানর অধিকারী ছিল।* বর্তমান বিজ্ঞান "আবিষ্কার"এর চাইতে বোধকরি "পুনরাবিষ্কার" বেশি করছে। মানবসম্প্রদায়, মনে হয়, একটা সময়ে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সত্যিকার প্রকৃতি আয়ত্ব করেছিল. . .কিন্তু পরে সে সেটা খুইয়ে বসে. . .এবং ভুলে যায়।

*সেটা স্মরণ করতে আধুনিক পদার্থবিদ্যার সাহায্য আমরা নিতে পারি!* আর এই অনুসন্ধানই ক্যাথরিনের জীবনের ব্রতে পরিণত হয়– প্রাচীনকালের হারিয়ে যাওয়া জ্ঞান পুনরাবিষ্কারে উচ্চকোটির বিজ্ঞান ব্যবহার করে। কেতাবি রোমাঞ্চের চেয়েও অন্যকিছু একটা তার প্রেষণা বজায় রাখে। অন্যসব কারণের পরেও ছিল তার প্রত্যয় যে আজকের পৃথিবীর এই জ্ঞানের *প্রয়োজন* রয়েছে. পূর্বের চেয়ে এখন আরও বেশি।

ল্যাবের পেছনে, ক্যাথরিন তার ভাইয়ের সাদা ল্যাব কোটটা তার নিজেরটার পাশে ঝুলতে দেখে। অভ্যেসের বশে সে সেলফোনটা বের করে দেখে কোন ম্যাসেজ এসেছে কিনা। কিছু নেই। তার স্মৃতিতে একটা কণ্ঠস্বর প্রতিধ্বনিত হতে থাকে। *সেটা যা তোমার ভাই বিশ্বাস করে ডি.সিতে লুকান রয়েছে. . .এটা খুঁজে বের করা সম্ভব। কোন কোন সময় যখন কোন কিংবদন্তি শতাব্দির পর শতাব্দি ধরে টিকে থাকে. . .কারণ আছে বলেই টিকে থাকে।*

"না," ক্যাথরিন উচ্চ কণ্ঠে বলে উঠে। "এটা সত্যি হতে পারে না।"

কোন কোন সময় একটা কিংবদন্তি– কেবলই একটা কিংবদন্তি।

## ১৬
## অধ্যায়

নিরাপত্তা প্রধান ট্রেন্ট এনডারসন ঝড়ের বেগে ক্যাপিটল রোটানডায় ফিরে আসেন, নিজের নিরাপত্তা কর্মীদের ব্যর্থতায় রাগে ফুসতে থাকে সে। তার অকর্মা কর্মীদের একজন এইমাত্র একটা স্লিং আর আর্মি-সারপ্লাস জ্যাকেট পূর্ব দিকের পোর্টিকোর কাছে এক নিভৃতস্থানে খুঁজে পেয়েছে।

BanglaBook.org

*উদ্ধতলোকটা স্রেফ হেঁটে এখান থেকে বেড়িয়ে গেছে!*

এনডারসন বাইরের ভিডিও স্ক্যান করতে তার লোকদের লাগিয়ে দিয়েছে, তারা যতক্ষণে কিছু খুঁজে পাবে, ততক্ষণে লোকটা স্রেফ উবে যাবে।

এনডারসন এখন রোটানডায় প্রবেশ করে ক্ষতির পরিমান জরিপ করতে, সে দেখে তার প্রত্যাশা মতই পরিস্থিতি সামাল দেয়া হয়েছে। রোটানডার চারটা প্রবেশদ্বারই বন্ধ করে দেয়া হয়েছে, সিকিউরিটির এক্তিয়ারে ভীড় নিয়ন্ত্রণের যতগুলো অপ্রত্যক্ষ পদ্ধতি আছে সবগুলোর সাহায্য নিয়ে- কোথাও ভেলভেটের ব্যানার ঝুলছে, কোথাও নিরাপত্তাকর্মী ক্ষমাপ্রার্থনার ভঙ্গিতে হাসি হাসি মুখ করে দাঁড়িয়ে আছে আবার কোথাও একটা সাইনবোর্ড টাঙানো যেখানে লেখা আছে *এই কামরাটা পরিষ্কার করার জন্য সাময়িকভাবে বন্ধ আছে।* গুটিকয়েক যে প্রত্যক্ষদর্শী ছিল তাদের সবাইকে খেদিয়ে ঘরের পূর্বদিকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে, সেখানে নিরাপত্তা প্রহরীরা তাদের সেলফোন আর ক্যামেরা বাজেয়াপ্ত করছে; এনডারসন চায়না তাদের ভিতরে কেউ সেলফোন থেকে সিএনএনকে একটা স্ন্যাপশট পাঠিয়ে দিক।

নিরুদ্ধ করা প্রত্যক্ষদর্শীদের একজন, লম্বা, মাথা-ভর্তি কালো চুল পরনে টুইডের স্পোর্টস কোট, ভীড়ের ভিতর থেকে বের হয়ে এসে প্রধান অফিসারের সাথে কথা বলার চেষ্টা করছে। লোকটা এই মুহূর্তে নিরাপত্তা কর্মীদের সাথে উত্তপ্ত বাকবিতণ্ডায় লিপ্ত।

"আমি কিছুক্ষণের ভিতরেই তার সাথে কথা বলবো," এনডারসন দূর থেকে প্রহরীর উদ্দেশ্যে কথাটা বলেন। "তার আগে, সবাইকে অনুগ্রহ করে মেইন লবিতে থাকতে বলো, যতক্ষন আমরা ব্যাপারটা সুরাহা না করি।"

এনডারসন এবার ঘরের মধ্যেখানে মনোযোগের কেন্দ্রবিন্দুতে এ্যাটেনশনের ভঙ্গিতে দাড়িয়ে থাকা হাতটার দিকে তাকায়। *ঈশ্বরের মহিমা অপার।* ক্যাপিটল ভবনে পনের বছর নিরাপত্তার দায়িত্ব সে পালন করে আসছে, অনেক উদ্ভট বস্তু সে দেখেছে। কিন্তু তার কোনটাই এর ধারে পাশে আসে না।

*ফরেনসিকের শকুনগুলো দ্রুত এসে জিনিসটা আমার ভবন থেকে নিয়ে গেলে বাঁচি।*

এনডারসন আরেকটু কাছে যায়, দেখে যে কাটা কব্জিটা একটা কাঠের পাটাতনে গোজ দিয়ে গেথে রাখা হয়েছে যাতে সেটা দাঁড়িয়ে থাকে। *কাঠ আর মাংসপেশী,* সে ভাবে। *মেটাল ডিটেক্টরের বাবার সাধ্য নেই ধরে।* একমাত্র ধাতু বলতে একটা বিশাল সোনার আংটি, যা এনডারসন ভাবে দায়সারাভাবে ডিটেক্টরের নীচ দিয়ে অতিক্রম করেছে বা সন্দেহভাজন নিজের আঙ্গুল বলে কাটা আঙ্গুলটাকে চালিয়ে দিয়েছে।

এনডারসন উবু হয়ে বসে হাতটা ভাল করে দেখার জন্য। হাতটা দেখে তার মনে হয় ষাট বছর বয়স্ক কোন লোকের হাত হতে পারে সেটা। আংটিটাতে দুই

মাথা-বিশিষ্ট পাখির কারুকাজ করা সিল আর ৩৩ সংখ্যাটা খোদাই করা আছে। এনডারসন আংটিটা সনাক্ত করতে পারে না। বৃদ্ধাঙ্গুলি আর তর্জনীর ডগায় আঁকা উদ্ধিগুলো তার মনোযোগ আঁকর্ষণ করে।

*খোদা না খাস্তা উদ্ভট কাজ।*

"চীফ?" প্রহরীদের একজন টেলিফোন নিয়ে হন্তদন্ত হয়ে এসে বলে। "আপনার জন্য ব্যক্তিগত কল। সিকিউরিটি সুইচবোর্ড থেকে এইমাত্র পাঠান হয়েছে।"

কোন পাগলের দিকে দেখছে এমন দৃষ্টিতে এনডারসন তার দিকে তাকায়। "আমি একটা কিছুর ভিতরে রয়েছি এই মুহূর্তে," সে ধমকে উঠে।

নিরাপত্তা কর্মীর মুখ ফ্যাকাশে হয়ে যায়। সে মাউতপিস হাত দিয়ে চেপে ফিসফিস করে বলে, "সিআইএ।"

এণ্ডারসনের এবার অবাক হবার পালা। *সিআইএ এরই ভিতরে খবর পেয়ে গেছে?!*

"তাদের সিকিউরিটি অফিস থেকে।"

এনডারসন কাঠ হয়ে যায়। *হয়ে গেল।* নিরাপত্তাকর্মীর হাতে থাকা ফোনটার দিকে সে এবার অস্বস্তির সাথে তাকায়।

ওয়াশিংটনে গিজগিজ করতে থাকা ইনটিলিজেন্স এজেন্সির ভিতরে সিআইএ'র অফিস অব সিকিউরিটিকে বারমুডা ট্রায়াঙ্গল এর সাথে তুলনা করা চলে–রহস্যময় আর অনির্ভরযোগ্য না হল না, বিশ্বাসঘাতকে পূর্ণ একটা এলাকা যারা একে চেনে সবসময়ে চেষ্টা করে তার স্পর্শ বাঁচিয়ে চলতে। আপাত দৃষ্টিতে আত্ম-বিধ্বংসী নির্দেশে চালিত, সিআইএ একটা আজব কারণে ও এস নিজেই সৃষ্টি করেছে– সিআইএ'র উপরে গোয়েন্দাগিরি করতে। শক্তিশালী ইন্টারনাল-অ্যাফেয়ার্স দপ্তরের ন্যায়, ওএস সিআইএ'র সব কর্মচারীদের উপরে নজর রাখে অবৈধ আঁচরণ খুঁজে বার করতে: তহবিল তছরূপ, গোপন তথ্য পাচার, গোপন প্রযুক্তি এবং বেআইনী নির্যাতন পদ্ধতি প্রয়োগ এমন অনেক কিছু।

*ব্যাটারা আমেরিকার গোয়েন্দাদের উপরে গোয়েন্দাগিরি করে।*

জাতীয় নিরাপত্তার সব ব্যাপারে অনুসন্ধানের পূর্ণ অধিকার আর স্বাধীনতা থাকায়, ওএস'র জোরাল আর বহুদূর বিস্তৃত। এনডারসন ভেবে পায়না ক্যাপিটলের এই ঘটনায় কেন তারা আগ্রহ দেখাচ্ছে বা এত দ্রুত তারা জানলই বা কিভাবে। তারপরে আবার, ওএস'র নাকি সব জায়গায় চোখ রয়েছে। এনডারসন যতটুকু জানে, ইউ.এস ক্যাপিটলের নিরাপত্তা ক্যামেরার একটা সরাসরি লাইন তাদের ওখানেও আছে। এই ঘটনা অবশ্য ওএস'র এক্তিয়ারে পড়ে না, কিন্তু ফোনকলের সময়টা এত বেশি কাকতালীয় যে এনডারসন কাটা কব্জির কথা ছাড়া আর কিছুই ভাবতে পারে না।

"চীফ?"নিরাপত্তা কর্মীটা এবার টেলিফোনটা যেন একটা গরম আলু এমনভাবে ধরে রয়েছে। "আপনার এই মুহূর্তে এই কলটার উত্তর দেয়া উচিত। কলটা. . ." সে থেমে যায় এবং নিরবে দুটো অক্ষর উচ্চারন করে। "সা-টো।"

BanglaBook.org

এনডারসন পারলে লোকটাকে দৃষ্টি দিয়ে ভস্ম করে দেয়। *ফাজলামোর জায়গা পাওনা।* সে টের পায় তার হাতের তালু ঘামতে শুরু করেছে। *সাটো এই ব্যাপারটা নিজে নজরদারি করছে?*

অফিস অব সিকিউরিটির অধিরাজ– ডিরেকটর ইনউ সাটো– ইনটিলিজেন্স ঘরানায় একটা কিংবদন্তি। ক্যালিফোর্নিয়ার, মানজানার, জাপানী অন্তরায়ন ক্যাম্পে, পার্ল হারবারের বিভীষিকার পরে জন্মগ্রহণকারী, সাটো একজন কঠোর উত্তরজীবি, যে নিজে কখনও যুদ্ধের বিভীষিকা ভুলে যায়নি বা অপ্রতুল সামরিক ইনটিলিজেন্সের কারণে বিপদের হুমকী। এখন, ইউ.এস ইনটিলিজেন্সের সবচেয়ে গোপন আর শক্তিশালী পদে অধিষ্ঠিত হয়ে সাটো নিজেকে একজন আপোষহীন দেশপ্রেমিক আর একই সাথে তার বিপক্ষে কেউ অবস্থান নিলে তার জন্য ভীতিকর শত্রু হিসাবে প্রমাণ করেছে। কদাচিত দর্শনধারী আর সবার মনে ভীতির উদ্রেককারী, ওএস ডিরেকটর সিআইএ'র গভীর আড়ালে চলাফেরা করেন অনেকটা লেভিয়াথানের মত যে পানির উপরে কেবল শিকার গেলার জন্য উঠে আসে।

এনডারসন জীবনে একবারই সাটোকে সামনা সামনি দেখেছে এবং শীতল কালো চোখে তাকাবার স্মৃতি এতটাই ভয়াবহ যে কথোপকথনটা টেলিফোনে হওয়াটাকে সে আশীর্বাদ বলে মনে করে।

এনডারসন ফোনটা নিয়ে সেটা ঠোঁটের কাছে নিয়ে আসে। "ডিরেকটর সাটো," যতটা সম্ভব বন্ধুত্বপূর্ণ গলায় সে বলতে চেষ্টা করে। "চীফ এনডারসন বলছি। আমি কি ভাবে–"

"তোমার ভবনে একটা লোক আছে যার সাথে আমি এই মুহূর্তে কথা বলতে চাই।" ওএস ডিরেকটরের কণ্ঠস্বর ভোলবার নয়– অনেকটা যাতা পেষার মত। গলার ক্যানসারের সার্জারী সাটোর কণ্ঠস্বরের স্বরভেদকে বিষমভাবে ভীতিকর করে তুলেছে আর তার সাথে তাল মিলিয়ে আছে গলার বিভৎস কাটাদাগ। "আমি চাই তুমি তাকে এই মুহূর্তে আমার জন্য খুঁজে বের করবে।"

*"ব্যস হয়ে গেল? তুমি চাও কোন একজনকে আমি পেজ করি?"* এনডারসন সহসা আশাবাদী হয়ে উঠে যে হয়ত ফোনকলটার টাইমিং আসলেই কাকতালীয়। "আপনি কাকে খুঁজছেন?"

"তার নাম রবার্ট ল্যাংডন। আমার বিশ্বাস এই মুহূর্তে সে তোমার ভবনেই অবস্থান করছে।"

*ল্যাংডন?* নামটা আবছাভাবে পরিচিত মনে হয় তার, কিন্তু এনডারসন ঠিক মেলাতে পারে না। সে এখন ভাবে সাটো কি হাতটার কথা জানে। "আমি এই মুহূর্তে রোটানডায় রয়েছি," এনডারসন সামান্য ভারিক্কী নিয়ে বলে, "কিন্তু আমাদের এখানে কেবল কয়েকজন পর্যটক রয়েছে. . .একটু অপেক্ষা করুন।" সে ফোনটা নামিয়ে দলটার উদ্দেশ্যে চিৎকার করে। "বন্ধুরা, তোমাদের ভিতরে ল্যাংডন নামে কেউ আছে কি?"

BanglaBook.org

সামান্য বিরতির পরে একটা মন্দ্র কণ্ঠস্বর পর্যটকদের ভিতর থেকে উত্তর দেয়। "হ্যাঁ। আমিই রবার্ট ল্যাংডন।"

*সাটো সবই জানে।* এনডারসন ঘাড়টা বকের মত করে দেখতে চেষ্টা করে কে কথাটা বলেছে।

সেই একই লোক যে কিছুক্ষণ আগে তার সাথে কথা বলার জন্য চেষ্টা করছিলো, ভীড়ের ভিতর থেকে বের হয়ে আসে। তাকে কেমন যেন বিহ্বল দেখায়. . .কিন্তু তারপরেও কেন যেন পরিচিত মনে হয়।

এনডারসন আবার ফোনটা ঠোঁটের কাছে তুলে আনে। "হ্যাঁ। মি.ল্যাংডন এখানে আছেন।"

"ফোনটা তাকে দাও," সাটো কর্কশ কণ্ঠে বলে।

এনডারসন হাফ ছেড়ে বাঁচে। *যা ব্যাটা তুই বোঝ।* "একটু অপেক্ষা করেন।" সে ইশারায় ল্যাংডনকে ডাকে।

ল্যাংডন এগিয়ে আসবার সময়ে, এনডারসন সহসা বুঝতে পারে কেন নামটা তার কাছে পরিচিত মনে হচ্ছিল। *আমি এই লোককে নিয়ে লেখা একটা আর্টিকেল এই মাত্র পড়লাম। ঈশ্বরের দুনিয়ায় এত জায়গা থাকতে সে এখানে কি করছে?*

ল্যাংডনের ছয় ফুট লম্বা লাশ, আর খেলোয়াড়সুলভ শরীর সত্ত্বেও এনডারেসন তার প্রত্যাশিত শীতল আর ধারাল কোন অভিব্যক্তি খুঁজে পায়না লোকটার কাছে যে ভ্যাটিকানে একটা বিস্ফোরন আর প্যারিসে মানুষ শিকারীদের হাত থেকে বেঁচে যাবার কারণে বিখ্যাত হয়ে গেছে। *এই লোকটা ফরাসী পুলিশ বাহিনীকে ঘোল খাইয়েছে. .লোফার পায়ে দিয়ে?* এনডারসন কোন আইভি লীগ লাইব্রেরীতে আগুনের পাশে বসে দস্তয়ভস্কি পড়ছে এমন কারো সাথে তার চেহারার বেশি মিল খুঁজে পায়।

"মি.ল্যাংডন?" অর্ধেক পথ এগিয়ে এসে এনডারসন জিজ্ঞেস করে। "আমি চীফ এনডারসন। এখানকার নিরাপত্তার ব্যাপারটা আমিই দেখি। আপনার জন্য একটা ফোনকল রয়েছে।"

"আমার জন্য?" ল্যাংডনের নীল চোখে অনিশ্চয়তা আর উদ্বেগ ফুটে উঠে।

এনডারসন ফোনটা বাড়িয়ে দেয়। "সিআইএ'র অফিস অব সিকিউরিটি থেকে।"

"বাপের জন্মেও এমন নাম শুনিনি।"

এনডারসন অশুভ ভঙ্গিতে হাসে। "বেশ কথা। কিন্তু স্যার সে আপনার সম্বন্ধে জানে?

ল্যাংডন ফোনটা নিয়ে কানে ঠেকায়। "বলছি?"

"রবার্ট ল্যাংডন?" ডাইরেকটর সাটোর কর্কশ কণ্ঠ খুদে স্পীকারে গমগম করে উঠে, এতটাই জোরে যে এনডারসনও শুনতে পায়।

"হ্যাঁ?" ল্যাংডন উত্তর দেয়।

BanglaBook.org

এনডারসন কাছে এগিয়ে আসে সাটো কি বলে সেটা শোনার জন্য।

"আমি ডাইরেক্টর ইনউ সাটো বলছি, মি.ল্যাংডন। আমি এই মুহূর্তে একটা বিপর্যয় সামলাতে ব্যস্ত এবং আমার বিশ্বাস আমার কাজে আসবে এমন তথ্য আপনার কাছে রয়েছে।"

ল্যাংডনকে আশাবাদী দেখায়। "এটা কি পিটার সলোমন সংক্রান্ত? আপনি কি জানেন সে কোথায় আছে?!"

*পিটার সলোমন?* এনডারসন একেবারে অকূল পাথাড়ে পড়ে।

"প্রফেসর," সাটো উত্তর দেয়। "এই মুহূর্তে প্রশ্নটা আমি করছি।"

"পিটার সলোমন ভয়ঙ্কর বিপদে পড়েছে," ল্যাংডন হড়বড় করে বলতে থাকে। "কোন পাগল এই মাত্র–"

"মাফ করবেন," সাটো তাকে থামিয়ে দিয়ে বলে।

এনডারসন নুইয়ে যায়। *ভুল চাল।* সিআইএ'র উচ্চপর্যায়ের কর্মকর্তার প্রশ্নের ভিতরে বাগড়া দেবার মত ভুল একজন সিভিলিয়ানের পক্ষেই করা সম্ভব। *আমি ভেবেছিলাম ল্যাংডন এর চেয়ে একটু চৌকষ হবে।*

"ভাল করে শোনেন," সাটো বলে। "আমরা যখন কথা বলছি সেই মুহূর্তে আমাদের জাতি একটা ক্রান্তিকাল অতিক্রম করছে। আমাকে পরামর্শ দেয়া হয়েছে যে আপনার কাছে তথ্য আছে যা এই বিপদ কাটাতে আমাকে সাহায্য করবে। এখন আমি আবার আপনাকে জিজ্ঞেস করছি। আপনার কাছে কি তথ্য আছে?"

ল্যাংডনকে বিভ্রান্ত দেখায়। "ডিরেকটর, আমি বুঝতে পারছি না আপনি কিসের কথা বলছেন। আমি কেবল পিটারকে খুঁজে পাওয়ার ব্যাপারেই আগ্রহী এবং–"

"কোন ধারণা নেই?" সাটো আবার বলে।

এনডারসন দেখে ল্যাংডন রেগে উঠছে। প্রফেসর এবার আগের চেয়ে আগ্রাসী কণ্ঠে কথা বলে। "না, স্যার। বিন্দু বিসর্গ কোন ধারণা নেই।"

এনডারসন খাবি খায়। *ভুল। ভুল। ভুল।* রবার্ট ল্যাংডন এইমাত্র ডিরেকটর সাটোর সাথে আলোচনা করতে গিয়ে একটা মারাত্মক ভুল করে বসেছে।

অবিশ্বাস্যভাবে, এনডারসন উপলব্ধি করে যে অনেক দেরী হয়ে গেছে। তাকে বিস্মিত করে ডিরেকটর সাটো রোটানডার অন্যপাশের দরজায় এসে দাঁড়িয়েছেন এবং ল্যাংডনের পেছন থেকে দ্রুত তার দিকে এগিয়ে আসছে। *সাটো নিজে এখানে এই ভবনে এসেছে!* এনডারসন শ্বাস বন্ধ করে কি হয় সেটা দেখার জন্য অপেক্ষা করে। *ল্যাংডন এবার বুঝবে ঠ্যালা।*

ল্যাংডন পুলিশ চীফের ফোনটা আঁকড়ে ধরে রয়েছে এবং ওএস ডিরেকটর যখন তাকে জোর করে তখন সে নিজের ভিতরে একটা হতাশার বুদবুদ উঠছে

BanglaBook.org

টের পায়। "আমি দু:খিত স্যার," ল্যাংডন সংক্ষিপ্তভাবে বলে, "কিন্তু আমার পক্ষে আপনার মনের কথা বোঝা সম্ভব না। আপনি আমার কাছে কি সাহায্য চান?"

"আমি কি চাই আপনার কাছে?" ওএস ডিরেকটরের খরখর কণ্ঠস্বর ল্যাংডনের ফোনের ভিতরে খটখট শোনা যায়, ফাঁপা এবং ঝগড়াটে, অনেকটা যক্ষা আক্রান্ত মৃত্যু পথযাত্রী কোন রোগীর মত।

লোকটার কথার মাঝেই, ল্যাংডন নিজের কাঁধে কারও হাতের চাপ অনুভব করে। সে ঘুরে দাঁড়ায় এবং তার চোখের গতি নিম্নমুখী হয়ে. .সরাসরি একটা খুদে জাপানী মহিলার মুখে স্থাপিত হয়। তার চোখমুখে ক্রুদ্ধ অভিব্যক্তি, গায়ের রঙ কেমন খাপছাড়া, মাথার চুল পাতলা হয়ে এসেছে, দাঁতে নিকোটিনের ছোপ এবং গলায় অস্থির করে তোলা একটা আনুভূমিক কাটা দাগ। ভদ্রমহিলা তার গ্রন্থিযুক্ত হাতে একটা সেলফোন কানের কাছে ধরে আছে এবং যখন তার ঠোঁট নড়ে ল্যাংডন তখন তার পরিচিত ফ্যাসফেসে কণ্ঠস্বর নিজের সেলফোনে শুনতে পায়।

"আমি আপনার কাছে কি চাই, প্রফেসর?" শান্ত ভঙ্গিতে ফোনটা বন্ধ করে সে গনগনে চোখে তার দিকে তাকায়। "শুরুটা এভাবে হতে পারে আপনি আমাকে 'স্যার' ডাকা বন্ধ করবেন।"

ল্যাংডন অনুতপ্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে। "ম্যা'ম আমি. .ক্ষমা প্রার্থনা করছি। আমাদের সংযোগটা এত ক্ষীণ ছিল আর তাছাড়া–"

"আমাদের সংযোগ ভালই আছে, প্রফেসর," সে বলে। "আর আলতুফালতু ব্যাপারে সময় নষ্ট করার প্রতি আমি অতি মাত্রায় সংবেদনশীল।"

## ১৭
## অধ্যায়

ডিরেকটর ইনউ সাটো একটা ভয়ঙ্কর নমুনা– চার ফুট দশ ইঞ্চি উচ্চতার একটা ক্রুদ্ধ ঘূর্ণিঝড়ের মহিলা সংস্করণ। অস্থিসার হাড়কাঠামো সাথে গ্রন্থিযুক্ত অবয়ব এবং তার মত ত্বকের অবস্থাকে বলা হয় ভিটিলিগো যা তার গায়ের রঙকে খসখসে গ্রানাইটের বুকে জন্ম নেয়া ছত্রাকের মত চিত্রবিচিত্র করে তুলেছে। তার পরনের নীল কোচকানো প্যান্টস্যুট তার দূর্বল শরীরে ঢোলা বস্তার মত ঝুলে আছে, গলা-খোলা ব্লাউজটা গলার ক্ষতচিহ্ন ঢাকার কোন প্রয়াসই নেয়নি। তার সহকর্মীরা লক্ষ্য করেছে যে সাটোর একমাত্র শারীরিক অভ্যেস হল নিজের বেশ মোটা গোফ একটা একটা করে টেনে তোলা।

এক দশকেরও বেশি সময় ধরে সাটো সিআইএ'র অফিস অব সিকিউরিটির প্রধান হিসাবে দায়িত্ব পালন করে আসছে। তার আই-কিউ অফ দা চার্ট এবং

BanglaBook.org

প্রবৃত্তি ভীতিকর রকমের নিখুঁত আর এই দুটো গুণের সমন্বয় তার আত্মবিশ্বাসকে এমন একটা পর্যায়ে তুলে এনেছে যা বাকী সবার জন্য ভীতিকর যারা অসম্ভব সম্ভব করতে পারবে না। গলার ক্যানসারের আগ্রাসী মৃত্যুদায়ী আক্রমনও তাকে তার পদ থেকে সরাতে পারেনি। অসুখটার কারণে সে একমাস অফিসে আসতে পারেনি, তার স্বরতন্ত্রীর অর্ধেকটা কাটা পড়েছে, এবং ওজন এক তৃতীয়াংশ কমেছে, কিন্তু তারপরেও সে অফিসে আসে যেন কিছুই হয়নি। সাটোকে দেখে মনে হবে অবিনাশী একটা সত্ত্বা।

রবার্ট ল্যাংডন ভাবে সে বোধহয় প্রথম লোক না যে সাটোর সাথে ফোনে কথা বলে তাকে পুরুষ বলে মনে করেছে, কিন্তু ডিরেকটর তখনও গনগনে কালো চোখে তার দিকে তাকিয়ে থাকে।

"আবার বলছি, ম্যা'ম আমার ভুল হয়েছিল," ল্যাংডন বলে। "আমি এখনও এখানকার পরিস্থিতি নিয়েই হিমশিম খাচ্ছি– যে লোকটা দাবী করছে যে পিটার সলোমন তার কাছে রয়েছে সেই একই লোক চালাকি করে আমাকে আজ সন্ধ্যাবেলা ডি.সিতে উড়িয়ে এনেছে।" সে জ্যাকেটের পকেট থেকে ফ্যাক্সটা বের করে। "এটাই সে আজ সকালে আমাকে পাঠিয়েছে। আমি প্লেনের টেইল নাম্বার লিখে রেখেছি, তো আপনি যদি কাউকে পাঠিয়ে এফএএকে ফোন করেন এবং সনাক্ত–"

সাটোর শীর্ণ হাত ছো মেরে কাগজটা নেয়। সে কাগজটা না দেখেই পকেটে গুঁজে রাখে। "প্রফেসর, এই তদন্ত আমি পরিচালনা করছি, আমি যা শুনতে চাই সেটা বলা শুরু না করা পর্যন্ত আমার পরামর্শ শোনেন মুখটা বন্ধ রাখেন।

সাটো এবার মনোযোগ পুলিশ প্রধানের প্রতি নিবদ্ধ করে।

"চীফ এনডারসন," সে তার বাড়াবাড়ি রকমের কাছে গিয়ে খুদে কালো চোখ তুলে তাকে বিদ্ধ করে বলে, "আপনি কি দয়া করে আমাকে বলবেন এখানে কি হচ্ছে? পূর্ব দরজার প্রহরী আমাকে বললো আপনার এখানে মানুষের একটা কাটা কব্জি খুঁজে পেয়েছেন। কথাটা কি সত্যি?"

এনডারসন একপাশে সরে গিয়ে মেঝেতে পড়ে থাকা জিনিসটা উন্মোচিত করে। "হ্যাঁ, ম্যা'ম, মাত্র কয়েক মিনিট আগে।"

সে হাতটার দিকে নির্বিকার চোখে তাকিয়ে থাকে যেন কোন ময়লা ন্যাকড়ার টুকরো। "আর তারপরেও তুমি এই কথাটা আমাকে বলোনি আমি যখন ফোন করেছিলাম।"

"আমি. . .মানে আমি মনে করেছি আপনি জানেন।"

"আমাকে কখনও মিথ্যা কথা বলবে না।"

তার চাহনির সামনে এনডারসন মিইয়ে যায়, কিন্তু তার কণ্ঠস্বর আত্মবিশ্বাসী থাকে। "ম্যা'ম পরিস্থিতি এখন নিয়ন্ত্রণে রয়েছে।"

BanglaBook.org

"আমার সে বিষয়ে সন্দেহ আছে," ততোধিক আত্মবিশ্বাসে সাটো জবাব দেয়।

"ফরেনসিক টিম যেকোন মুহূর্তে এসে পৌছাবে। কাজটা যেই করে থাকুক তার আঙ্গুলের ছাপ হয়ত রয়ে গেছে।

সাটোকে সন্দিহান দেখায়। "আমার মনে হয় যে লোকটা তোমাদের নিরাপত্তা বেষ্টনীর ভিতর দিয়ে হেঁটে আসবার মত বুদ্ধি রাখে সে বোধহয় হাতের ছাপ মুছে ফেলার কথাও মাথায় রাখবে।"

"সেটা সত্যি হতে পারে কিন্তু অনুসন্ধান করে দেখাটা আমার কর্তব্য।"

"আমি আসলে, এই মুহূর্তে তোমাকে সেই দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দিচ্ছি আর আমি এখন থেকে এখানের দায়িত্ব সামলাব।"

এনডারসন শক্ত হয়ে যায়। "এটা ঠিক ওএস'র এক্তিয়ারে পড়ে না, তাই না?"

"অবশ্যই পড়ে। এটা রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তার একটা বিষয়।"

*পিটারের হাত?* তন্দ্রালু চোখে তাদের কথোপকথন শোনার ফাঁকে ল্যাংডন ভাবে। *জাতীয় নিরাপত্তা?* ল্যাংডন বুঝতে পারে সাটোর লক্ষ্য আর পিটারকে খুঁজে বের করতে তার প্রতিজ্ঞা ঠিক এক বিন্দুতে সমাপতিত হচ্ছে না। ওএস ডিরেকটর মনে হচ্ছে সম্পূর্ণ অন্য বিষয়ে কথা বলছে।

এনডারসনকেও বিভ্রান্ত দেখায়। "জাতীয় নিরাপত্তা? ম্যা'ম যথেষ্ট সম্মান পূর্বক –"

"আমি শেষবার যখন দেখেছি," সাটো তাকে থামিয়ে দেয়, "আমি তখন তোমার চেয়ে উচ্চতর পর্যায়ে ছিলাম। আমি তোমাকে পরামর্শ দেব ঠিক আমার কথামত কাজ করতে আর কোন প্রশ্ন না করে।"

এনডারসন মাথা নাড়ে আর কষ্ট করে ঢোক গিলে। "কিন্তু আমাদের কি হাতের ছাপটা অন্তত নিয়ে নিশ্চিত হওয়া উচিত না যে ওটা আদতেই পিটার সলোমনের কব্জি?"

"আমি নিশ্চিত করছি," গা গুলিয়ে উঠা নিশ্চয়তায় ল্যাংডন বলে। "আমি তার আংটি, এবং তার হাত চিনি।" সে একটুক্ষন চুপ করে থাকে। "যদিও উল্কিগুলো নতুন করা হয়েছে। কেউ একজন সম্প্রতি কাজটা করেছে।"

"আমি দু:খিত?" আজকের সন্ধ্যায় এই প্রথমবারের মত সাটোকে বিচলিত দেখায়। "হাতে উল্কি করা?"

ল্যাংডন সম্মতি জানায়। "বৃদ্ধাঙ্গুলির ডগায় একটা মুকুট। তর্জনীর ডগায় একটা তারকা।" সাটো একটা চশমা বের করে হাতটার দিকে এগিয়ে যায়, হাঙরের মত হেলতেদুলতে।

"এছাড়া," ল্যাংডন বলে, "যদিও অন্য তিনটা আঙ্গুল দেখা যাচ্ছে না, আমি নিশ্চিত তাদের মাথাতেও উল্কি আঁকা রয়েছে।"

BanglaBook.org

সাটোকে মন্তব্যটা কৌতূহলী করে তুলে এবং সে মাথা নাড়িয়ে এনডারসনকে আদেশ দেয়। "চীফ আপনি কি আমাদের পক্ষে বাকী আঙ্গুল তিনটা দেখতে পারেন?"

এনডারসন কব্জির পাশে উবু হয়ে বসে, সর্তক থাকে যেন স্পর্শ না করে। সে তার একপাশের গাল মেঝেতে ঠেকিয়ে মুষ্ঠিবদ্ধ আঙ্গুলের দিকে তাকায়। "ম্যা'ম তার কথাই ঠিক। সবগুলো আঙ্গুলের ডগায় উল্কি আঁকা রয়েছে অবশ্য আমি ঠিক বুঝতে পারছি না কিসের-"

"একটা সূর্য, একটা লণ্ঠন আর একটা চাবি," ল্যাংডন নিরুদ্বিগ্ন কণ্ঠে বলে।

সাটো এবার পুরোপুরি ল্যাংডনের দিকে তাকায়, তার খুদে চোখে প্রশংসার আভা। "এবং আপনি এটা কিভাবে জানেন?"

ল্যাংডন পাল্টা তাকায়। "মানুষের হাতের এমন প্রতিকৃতি, যার আঙ্গুলের ডগায় এমন প্রতিকৃতি খোদিত রয়েছে, খুব প্রাচীন একটা আইকন। এটাকে 'রহস্যময়তার হাত' বলে অভিহিত করা হয়।"

এনডারসন আঁচমকা উঠে দাঁড়ায়। "এই জিনিষের একটা *নাম* আছে?"

ল্যাংডন মাথা নাড়ে। "প্রাচীন পৃথিবীর অন্যতম গোপন আইকনের একটা।"

সাটো ঘাড় কাত করে তাকায়। "ইউ.এস ক্যাপিটলের ঠিক মধ্যেখানে এটা কি করছে আমি কি সেটা জানতে পারি?"

ল্যাংডন কামনা করে সে ঘুম ভেঙে দেখবে পুরোটাই একটা দুঃস্বপ্ন। "প্রথাগতভাবে ম্যা'ম এটা আমন্ত্রণ জানাতে ব্যবহৃত হয়।"

"আমন্ত্রণ. . .কিসের?" সে জানতে চায়।

ল্যাংডন ঘাড় নামিয়ে বন্ধুর কাটা হাতের চিহ্নগুলোর দিকে তাকায়। "শত শত বছর ধরে রহস্যময়তার হাত একটা রহস্যময় আমন্ত্রণ জানিয়ে আসছে। মূলত- গোপন জ্ঞান গ্রহণের আমন্ত্রণ- সুরক্ষিত জ্ঞান যা কেবল কিছু অভিজাতই জানে।"

সাটো তার হাত দুটো ভাঁজ করে এবং কৃষ্ণ কালো চোখ তুলে তার দিকে তাকায়। "বেশ, প্রফেসর, সে কেন এখানে এসেছে সে বিষয়ে কিছুই জানে না এমন দাবী করা একজনের পক্ষে. . .তুমি বেশ ভালই কাজ দেখিয়েছো।

BanglaBook.org

## ১৮
## অধ্যায়

ক্যাথরিন সলোমন তার সাদা ল্যাব কোট গায়ে চাপায় এবং এখানে আগমনের পরে সে সচরাচর যা করে থাকে তাই করতে শুরু করে- তার "রাউণ্ডস" ভাই যেভাবে তাদের অভিহিত করতো।

উদ্বিগ্ন অভিভাবক যেভাবে ঘুমন্ত শিশু ঠিক আছে কিনা দেখে, ঠিক একইভাবে ক্যাথরিন মেকানিক্যাল রুমে মাথা বের করে উঁকি দেয়। হাইড্রোজেন ফুয়েল সেল নির্বিঘ্নে চলছে, অতিরিক্ত ট্যাঙ্কও তাদের র‍্যাকে বহাল তবিয়তে আছে।

ক্যাথরিন এবার হল ধরে হেঁটে তথ্য-সংরক্ষণ কক্ষের দিকে এগিয়ে যায়। বরাবরের মতই, বাড়তি দুটো হলোগ্রাফিক ব্যাকআপ ইউনিট তাদের তাপমাত্রা-নিয়ন্ত্রিত ভল্টে নিরাপদে গুঞ্জন করে চলেছে। *আমার সমস্ত গবেষণা,* তিন ইঞ্চি পুরু ভঙ্গুর নিরোধী কাঁচের ভিতর দিয়ে তাকিয়ে থেকে সে ভাবে। হলোগ্রাফিক তথ্য সংরক্ষণ অনুষঙ্গ, রেফ্রিজারেটরের মত দেখতে তাদের উত্তরসুরীদের মত না, বরং সুঠামদেহী স্টেরিও কমপনেন্টের মত দেখতে, প্রতিটা একটা কলাম আঁকৃতির ধারকের উপরে স্থাপিত।

তার গবেষণাগারের দুটো হলোগ্রাফিক অনুষঙ্গই একই রকম দেখতে আর তাদের ভিতরে সমন্বয় সামঞ্জস্য করা রয়েছে- বাড়তি ব্যাকআপ হিসাবে তারা ব্যবহৃত হয় তার কাজের হুবহু কপির নিরাপত্তা কবচ হিসাবে। বেশিরভাগ ব্যাকআপ প্রটোকলে জোর দেয়া হয় ভূমিকম্প, আগুন বা চুরির হাত থেকে গুরুত্বপূর্ণ কাজ রক্ষা করতে অন্য স্থানে দ্বিতীয় একটা ব্যাকআপ সিস্টেম রাখতে, কিন্তু ক্যাথরিন আর তার ভাই দুজনেই একমত যে গোপনীয়তার গুরুত্ব অপরিসীম: এই ভবন থেকে তথ্য একবার বাইরের কোন সার্ভারে পৌছালে, তারা কোন মতেই নিশ্চয়তা দিতে পারবে না যে সেটা গোপন থাকবে।

এখানে সবকিছু ঠিকঠাক মত চলছে সে বিষয়ে সন্তুষ্ট হয়ে, হলওয়ে ধরে সে ফিরতি পথে যাত্রা শুরু করে। বাঁক ঘুরতেই সে ল্যাবের ভিতরে অপ্রত্যাশিত কিছু একটা লক্ষ্য করে। *এর মানে কি?* সমস্ত উপকরণ থেকে একটা মৃদু আভা বিকিরিত হচ্ছে। সে দ্রুত এগিয়ে আসে ব্যাপারটা ভাল করে দেখার জন্য, সে কাছে এসে বিস্মিত হয়ে দেখে কন্ট্রোল রুমের প্লেক্সিগ্লাসের পেছন থেকে আলো বিকিরিত হচ্ছে।

*সে এখানে।* ক্যাথরিন ল্যাবটা যেন উড়ে অতিক্রম করে, কন্ট্রোলরুমে কাছে পৌছে এক ঝটকায় দরজাটা খুলে। "পিটার!" দৌড়ে ভিতরে ঢুকতে ঢুকতে সে বলে।

কন্ট্রোলরুমের টার্মিনালে বসে থাকা নাদুসনুদুস মহিলা চমকে দাঁড়িয়ে যায়। "হা ঈশ্বর ক্যাথরিন! তুমি আমাকে চমকে দিয়েছো!"

ত্রিস ডান-পৃথিবীতে একমাত্র ব্যক্তি যার এখানে প্রবেশের অনুমতি আছে-ক্যাথরিনের মেটাসিস্টেম এ্যানালিস্ট এবং মাঝে মাঝে ছুটির দিনেও কাজ করে। ছাব্বিশ বছর বয়স্ক লাল চুলের মেয়েটা একজন জিনিয়াস ডাটা মডেলার এবং কেজিবিও বর্তে যাবে এমন একটা ননডিসক্লোজার ডকুমেন্ট স্বাক্ষর করেছে। আজ রাতে সে আপাত দৃষ্টিতে কন্ট্রোল রুমের প্লাজমা দেয়ালে তথ্য বিশ্লেষণে ব্যস্ত- একটা বিশাল ফ্ল্যাট স্ক্রীন ডিসপ্লে যা দেখলে মনে হবে নাসার মিশন কন্ট্রোল রুম কানা করে নিয়ে আসা হয়েছে।

BanglaBook.org

"দু:খিত," ত্রিস বলে। "আমি জানতাম না যে তুমি ইতিমধ্যে এসেছো। আমি তুমি আর তোমার ভাই হাজির হবার আগেই সব কিছু শেষ করার চেষ্টা করছিলাম।"

"তার সাথে কি তোমার কথা হয়েছে? সে আজ বেশ দেরী করছে এবং আমার ফোনও ধরছে না।"

ত্রিস মাথা ঝাকায়। "আমি বাজি ধরে বলতে পারি তুমি তাকে নতুন যে আইফোনটা দিয়েছো সেটা নিয়েই সে মগ্ন হয়ে রয়েছে।"

ক্যাথরিন ত্রিশের রসিকতাবোধ উপভোগই করে এবং ত্রিসকে এখানে দেখে তার মনে একটা আইডিয়া আসে। "আমি কৃতজ্ঞ তুমি আজ রাতে এখানে আছ বলে। তুমি যদি কিছু মনে না কর, তাহলে আমাকে কি একটা বিষয়ে সাহায্য করবে?"

"সে যাই হোক, আমি নিশ্চিত বিষয়টা ফুটবলের চেয়ে উত্তেজনাকর।"

ক্যাথরিন গভীর একটা শ্বাস নেয়, মনকে প্রশমিত করতে। "আমি জানি না বিষয়টা কিভাবে ব্যাখ্যা করবো, কিন্তু আজ সকালের দিকে, আমি একটা আজব গল্প শুনেছি. . ."

ত্রিস ডান জানেনা ক্যাথরিন কি গল্প শুনেছে, কিন্তু স্পষ্টতই গল্পটা তাকে বিভ্রান্ত করে তুলেছে। তার বসের সচরাচর শান্ত ধূসর চোখে আজ উদ্বিগ্নতা এবং ঘরে প্রবেশের পরে সে তিনবার চুল কানের পেছনে গুঁজেছে– সন্ত্রস্ততার "স্মারক" বলে ত্রিস যাকে অভিহিত করে। *চৌকষ বিজ্ঞানী। বেকুব জুয়াড়ী।*

"আমার কাছে," ক্যাথরিন বলে, "গল্পটাকে কল্পকাহিনীর মত মনে হয়েছে. . .প্রাচীন একটা কিংবদন্তি সম্বন্ধে। এবং তারপরেও. " সে কথা থামিয়ে, আরো একবার কানের পেছনে চুল গুঁজে রাখে।

"এবং তারপরেও?"

ক্যাথরিন দীর্ঘশ্বাস ফেলে। "এবং তারপরেও আজ আমাকে একটা বিশ্বস্ত সূত্র থেকে জানান হয়েছে কিংবদন্তিটা সত্যি।"

"ঠিক আছে।" *সে আসলে কি বলতে চাইছে?*

"আমি আমার ভাইয়ের সাথে বিষয়টা নিয়ে কথা বলতে চাই কিন্তু আমার কাছে মনে হচ্ছে সেটা করার আগে তুমি আমাকে এ বিষয়ে কিছু জ্ঞান দিতে পার। আমি জানতে চাই এই কিংবদন্তিটা ইতিহাসের অন্য কোন অধ্যায়ে কখনও সত্য বলে সমর্থিত হয়েছে কি না।"

"পুরো ইতিহাসে?"

ক্যাথরিন মাথা নাড়ে। "পৃথিবীর যে কোন স্থানে, যে কোন ভাষায়, ইতিহাসের যে কোন সময়ে।"

*আজব অনুরোধ,* ত্রিস ভাবে, *কিন্তু নিশ্চিতভাবেই সম্ভব।* দশ বছর আগে কাজটা অসম্ভব ছিল। আজ, অবশ্য, ইন্টারনেটের সহায়তায়, দি ওয়ার্ল্ড ওয়াইড

BanglaBook.org

ওয়েব, এবং মহান সব পাঠাগারকে ডিজিটাইজ করার প্রক্রিয়া চলমান থাকায়, ক্যাথরিনের অনুরোধ, যে কোন সাধারণ সার্চ ইঞ্জিনকে অনুবাদক্ষম মডিউল আর ভাল করে বাছাই করা কি-ওয়ার্ডে সমৃদ্ধ করে কাজে লাগিয়ে দিলেই, রাখা সম্ভব।

"কোন সমস্যা নেই," ত্রিস বলে। গবেষণাগারের রিসার্চে ব্যবহৃত অনেক বইয়ে প্রাচীন ভাষায় লিখিত অনুচ্ছেদ আছে, এবং ত্রিসকে প্রায়ই বিশেষায়িত অপটিক্যাল ক্যারেকটার রিকগনিশন ট্রান্সলেশন মডিউল লিখতে যা দিয়ে দুর্বোধ্য ভাষায় লিখিত ভাষ্য ইংরেজীতে রূপান্তরিত হবে। পৃথিবীর বুকে সেই সম্ভবত একমাত্র মেটাসিস্টেম বিশেষজ্ঞ যে প্রাচীন ফ্রিসিয়ান, মায়েক আর আক্কাডিয়ান এর জন্য ওসিআর ট্রান্সলেশন মডিউল তৈরী করেছে।

মডিউলগুলো কাজে আসবে, কিন্তু একটা কার্যকরী অনুসন্ধানী মাকড়সা তৈরী করার মূল রহস্য লুকিয়ে আছে সঠিক কি-ওয়ার্ড নির্বাচনে। *অনন্য কিন্তু বেশি মাত্রায় রক্ষনশীল নয়।*

ক্যাথরিন দেখা যায় ত্রিশের চেয়ে একধাপ এগিয়ে রয়েছে এবং সে ইতিমধ্যে সম্ভাব্য কি-ওয়ার্ড একটা কাগজে লিপিবদ্ধ করে ফেলেছে। ক্যাথরিন কয়েকটা শব্দ লিখে থেমে কিছু একটা ভাবে তারপরে আবার কয়েকটা শব্দ লিখে। "ঠিক আছে," অবশেষে সে লেখা শেষ করে ত্রিসকে কাগজটা দেয়।

সার্চ স্ট্রিঙ লেখা কাগজটা ত্রিস মনোযোগ দিয়ে পড়ে দেখে এবং তার চোখ বড়বড় হয়ে উঠে। *এটা আবার কেমন উদ্ভট কিংবদন্তির অনুসন্ধান করতে চাইছে ক্যাথরিন?* "তুমি চাও আমি এসব বাক্যাংশ ব্যবহার করে সার্চ দেই?" শব্দগুলোর একটাকে ত্রিস চিনতেই পারে না। *এটা কি ইংলিশ?* "তোমার কি মনে হয় আমরা এসব কিছু একটা স্থানে খুঁজে পাব? ভার্বাটিম?""আমি চেষ্টা করে দেখতে চাই।"

ত্রিস আর একটু হলেই *অসম্ভব* বলে বসত কিন্তু অ-যুক্ত শব্দ এখানে ব্যবহার করা নিষেধ। ক্যাথরিন মনে করে যে যেখানে পূর্বধারণা অনুযায়ী মিথ্যা নিমেষে নিশ্চিত সত্যে পরিণত হয় সেখানে এধরণের মানসিক-স্থিতি বিপজ্জনক। ত্রিস ডান সত্যিই সন্দেহ হয় এই কি-ওয়ার্ড সার্চ আদতেই সেই কাতারে পড়ে।

"ফলাফল পেতে কত সময় লাগবে?" ক্যাথরিন জানতে চায়।

"মাকড়সা লিখে ওয়েবে ছাড়তে কয়েক মিনিট সময় লাগবে। তারপরে, হয়ত মিনিট পনের লাগবে মাকড়সা ক্লান্ত হতে।"

"এত দ্রুত?" ক্যাথরিনকে আশাবাদী দেখায়।

ত্রিস নড করে। প্রচলিত সার্চ ইঞ্জিন পুরো দিন লাগিয়ে দেবে গোটা অনলাইন বিশ্ব পরিক্রমায়, নতুন ডকুমেন্ট খুঁজে বের করবে, উপাত্ত হজম করবে এবং সেটা তাদের সার্চেবল ডাটাবেসে শেষে যোগ করবে। কিন্তু ত্রিস এধরণের অনুসন্ধানী মাকড়সা লিখবে না।

BanglaBook.org

"আমি যে প্রোগ্রাম লিখব তার নাম *ডেলিগেটর,*" ত্রিস ব্যাখ্যা করে। "এটা পুরোপুরি বিধিসম্মত না, কিন্তু এটা দ্রুত কাজ করে। আসলে এটা এমন একটা প্রোগ্রাম যে অন্যদের সার্চ ইঞ্জিনকে আমাদের কাজ করার আদেশ দেয়। অধিকাংশ ডাটাবেসেই বিল্ট-ইন সার্চ ফাংশন থাকে– গ্রন্থাগার, জাদুঘর, বিশ্ববিদ্যালয়, সরকারী। আর কি, আমি এমন একটা মাকড়সা লিখেছি যা তাদের এসব সার্চ ইঞ্জিন খুঁজে বের করে, তোমার কি-ওয়ার্ড সরবরাহ করে তাদের সার্চ করতে বলবে। আর এভাবে, আমরা হাজার ইঞ্জিনের শক্তিতে বলীয়ান হয়ে, একসাথে কাজ করব।"

ক্যাথরিনকে মুগ্ধ দেখায়। "প্যারালাল-প্রসেসিং।"

*এক ধরণের মেটাসিস্টেম।* "আমি কিছু খুঁজে পেলে তোমাকে ডাকব।"

"ত্রিস, আমি তোমার কাজের প্রশংসা করি।" ক্যাথরিন তার কাঁধে চাপড় দিয়ে দরজার উদ্দেশ্যে হাঁটা দেয়। "আমি লাইব্রেরীতে আছি।"

ত্রিস জুত করে বসে, প্রোগ্রামটা লিখতে। তার মত এমন দক্ষতার কারো কাছে সার্চের জন্য মাকড়সা কোডিং করা অনেকটা কেরানীর পর্যায়ে পড়ে কিন্তু ত্রিস ডান অন্য ধাতুতে গড়া সে এসবের পরোয়া করে না। ক্যাথরিন সলোমনের জন্য সে সব কিছু করতে পারে। কখনও কখনও ত্রিস নিজের সৌভাগ্যকেই বিশ্বাস করতে পারে না যে সে এখানে এসে পৌঁছেছে।

*বাছা, তুমি অনেকদূর এসে পড়েছো।*

মাত্র এক বছর আগে, ত্রিস হাই-টেক ইণ্ডাস্ট্রির অনেক কক্ষযুক্ত ফার্মে মেটাএনালিস্টের চাকরী ছেড়ে দেয়। বেকার থাকাকালীন সময়টা সে ফ্রীলান্স প্রোগ্রামিং আর একটা ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ব্লগ শুরু করে–"ফিউচার এপ্লিকেশন ইন কম্পিউটেশনাল মেটাসিস্টেম এনালাইসিস"– যদিও তার ব্যক্তিগত ধারণা ছিল সেটা কেউ পড়ে দেখে না। তারপরে একদিন সন্ধ্যাবেলা তার ফোন বাজে।

"ত্রিস ডান?" মার্জিত কণ্ঠে এক মহিলা প্রশ্ন করেন।

"বলছি, অনুগ্রহ করে বলবেন কে কথা বলছিলেন?"

"আমার নাম ক্যাথরিন সলোমন।"

ত্রিস আরেকটু হলে মাথা ঘুরে পড়ে যেত। *ক্যাথরিন সলোমন?* "আমি মাত্র আপনার বই –*নিওটিক সাইন্স:মডার্ণ গেটওয়ে টু অ্যানশিয়েন্ট উইসডম*–পড়েছি আর আমার ব্লগে এটার বিষয়ে মন্তব্য করেছি!"

"হ্যাঁ, আমি জানি," ভদ্রমহিলা মার্জিতভঙ্গিতে জবাব দেয়। "আমি সেজন্যই ফোন করেছি।"

*অবশ্যই সে জন্য।* ক্যাথরিন বুঝতে পেরে, বেকুব বনে যায়। *এমনকি চৌকষতম বিজ্ঞানীও গুগল ব্যবহার করে।*

"তোমার ব্লগ আমাকে কৌতূহলী করে তুলেছে," ক্যাথরিন তাকে বলে। "আমি জানতাম না মেটাসিস্টেম মডেলিং এতদূর এগিয়েছে।"

"হ্যাঁ, ম্যা'ম," ত্রিস চন্দ্রাহত কণ্ঠে উত্তর দেয়। "ডাটা মডেল বিকাশমান প্রযুক্তি যার সম্ভাবনা অপার।"

BanglaBook.org

পরবর্তী কয়েক মিনিট, দুই মহিলা ত্রিশের মেটাসিস্টেম নিয়ে কাজ, অগনিত ডাটা ফিডের প্রবাহ বিশ্লেষণ, মডেলিং আর ভবিষ্যৎবাণী করার অভিজ্ঞতা নিয়ে আলোচনা করে।

"অবশ্য, আপনার বইয়ের বিষয়বস্তু আমার মাথার অনেক উপর দিয়ে হারিয়ে গেছে," ত্রিস বলে, "কিন্তু আমি একটা বিষয় বুঝতে পেরেছি আমার মেটাসিস্টেমের এর সাথে কোথাও একটা যোগসূত্র রয়েছে।"

"তোমার ব্লগে তুমি লিখেছো নিওটিক চর্চাকে *বদলে* দিতে পারে মেটাসিস্টেম মডেলিং?"

"অবশ্যই। আমার বিশ্বাস মেটাসিস্টেম নিওটিককে সত্যিকারের বিজ্ঞানে পরিণত করতে পারবে।"

"*বাস্তব* বিজ্ঞান?" ক্যাথরিনের কণ্ঠস্বরে সামান্য উষ্মার আভাস। "প্রচলিত ধারণার বিপক্ষে. . .?"

*এইরে মুখ ফসকে বলে ফেলেছি।* "উম, আমি আসলে বলতে চেয়েছি নিওটিক অনেক. .দুর্বোধ্য।"

ক্যাথরিন হেসে উঠে। "শান্ত হও, আমি ঠাট্টা করছিলাম। আমি সবসময়ে এমনই করি।"

*আমি মোটেই অবাক হইনি,* ত্রিস ভাবে। ক্যালিফোর্নিয়ার নিওটিক সাইন্স অনুষদ এর কাজের ক্ষেত্রকে গূঢ় আর রহস্যময় ভাষায় বর্ণনা করে, একে মানবজাতির "স্বাভাবিক বোধ আর যুক্তিগ্রাহ্যতার মাধ্যমে অর্জিত জ্ঞানের বাইরের জ্ঞানের সাথে প্রত্যক্ষ আর তাৎক্ষণিক সংযোগ"এর অন্বেষণ বলে অভিহিত করেছে।"

*নিওটিক* শব্দটা, ত্রিস জেনেছে প্রাচীন গ্রীক শব্দ *নিওস* থেকে গৃহীত– ভাষান্তরিত করলে যার একটা চলনসই মানে দাঁড়ায় "অর্ন্তজ্ঞান" বা "সহজাত চেতনা"।

"আমি তোমার মেটাসিস্টেম এর ব্যাপারে জানতে আগ্রহী," ক্যাথরিন বলে, "আর এটা কিভাবে আমার বর্তমান একটা প্রজেক্টে অন্তর্ভূক্ত করা যায়? আমরা কি দেখা করতে পারি? আমি তোমার মস্তিষ্ক কাজে লাগাতে চাই।"

*ক্যাথরিন সলোমন আমাকে কাজে লাগাতে চায়?* ব্যাপারটা অনেকটা মারিয়া শারাপোভার তার কাছে টেনিস টিপস চাওয়ার মত।

পরেরদিন একটা সাদা ভলভো ত্রিশের বাড়ির সামনে এসে থামে এবং তার ভেতর থেকে নীল জিনস পরিহিত আঁকর্ষণীয় আর নমনীয় চেহারার একজন ভদ্রমহিলা বের হন। ত্রিস সাথে সাথে টের পায় সে দুই ফুট লম্বা হয়ে গেছে। *দারুণ,* সে গুঙিয়ে উঠে বলে। *স্মার্ট, ধনী আর তন্বী– আর আমারও বিশ্বাস করা উচিত ঈশ্বর মহিমাময়।* কিন্তু ক্যাথরিনের অমায়িত ব্যবহার অচিরেই ত্রিসকে সহজ স্বাভাবিক করে তোলে।

BanglaBook.org

তারা দু'জন ত্রিশের বাসার পেছনের বারান্দা যেখান থেকে অনেকটা খোলা জায়গা চোখে পড়ে সেখানে বসে আলাপ করে।

"তোমার বাসাটা অসাধারণ," ক্যাথরিন বলে।

"ধন্যবাদ। কলেজে পড়ার সময়ে সৌভাগ্যক্রমে আমি আমার লিখিত কয়েকটা সফটওয়্যারের লাইসেন্স পেয়ে যাই।"

"মেটাসিস্টেম বিষয়ক।"

"মেটাসিস্টেমের পূর্বসূরী। ৯/১১ এর পরে সরকার অকল্পনীয় পরিমাণ ডাটা ফিল্ড ইন্টারসেপ্ট আর তথ্য খতিয়ে দেখে– ব্যক্তিগত ই-মেইল, সেলফোন, ফ্যাক্স, টেক্সট, ওয়েবসাইট– সন্ত্রাসবাদীদের পারস্পরিক যোগাযোগের ব্যবহৃত কি-ওয়ার্ডের সন্ধানে। আমি একটা প্রোগ্রাম লিখি যা তাদের বিকল্প উপায়ে ডাটা প্রসেসে সাহায্য করে. .একটা বাড়তি ইনটিলিজেন্স ভাণ্ডার কাজে লাগিয়ে।" কথা শেষ করে সে হাসে। "বস্তুতপক্ষে আমার সফটওয়্যারই তাদের আমেরিকার উত্তাপ কমিয়ে আনতে সাহায্য করে।"

"আমি দু:খিত।"

ত্রিস হাসে। "হ্যাঁহ, পাগলের প্রলাপের মত শোনাচ্ছে, আমি জানি। আসলে আমি বলতে চাইছি সফটওয়্যারটা আমেরিকার আবেগকে পরিমাপ করতে সাহায্য করেছে। তুমি চাইলে একে এক ধরণের কসমিক সচেতনতার ব্যারোমিটারও বলতে পার।" ত্রিস ব্যাখ্যা করে, কিভাবে জাতির পারস্পরিক যোগাযোগের ডাটা ক্ষেত্র ব্যবহার করে, নির্দিষ্ট কি-ওয়ার্ড "আবির্ভাবের ঘনত্ব" এবং ডাটা ফিল্ডের আবেগ সূচক এর উপর ভিত্তি করে জাতির মানসিক স্থিতি বিবেচনা করা সম্ভব। সহজ সময়ে ভাষাও সহজ থাকে, আর সঙ্কটকালে তার উল্টো। সন্ত্রাসবাদী আক্রমণের ক্ষেত্র, উদাহরণ হিসাবে দেখলে, সরকারের লোকজন ডাটা ফিল্ড ব্যবহার করে আমেরিকার মানসিকতার তারতম্য যাচাই করতে পারবে এবং এই ঘটনার মানসিক প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে প্রেসিডেন্টকে পরামর্শ দিতে পারবে।

"চিত্তগ্রাহী," ক্যাথরিন চিবুক চুলকিয়ে বলে। "তো তুমি ব্যক্তিমানুষের সংখ্যা পর্যালোচনা. . . যেন পুরোটাই *একক* অর্গানিজম।"

"ঠিক তাই। *মেটাসিস্টেম।* একটা একক অস্তিত্বকে তার অনুষঙ্গের যোগফল দ্বারা প্রকাশ করা। মানবদেহ, যেমন, অগণিত আলাদা আলাদা কোষের সমন্বয়ে গঠিত, প্রত্যেকটার ভিন্ন ভিন্ন বৈশিষ্ট্য আর উদ্দেশ্য রয়েছে, কিন্তু একটা একক অস্তিত্ব হিসাবে কাজ করে।"

উৎসাহী ভঙ্গিতে ক্যাথরিন মাথা নাড়ে। "অনেকটা পাখির ঝাক বা মাছের দলের একসাথে বিচরণের মত। আমরা একে কনভারজেন্স বা এনট্যাঙ্গলমেন্ট বলি।"

ত্রিস বুঝতে পারে তার বিখ্যাত অতিথি নিজের নিওটিক ক্ষেত্রে মেটাসিস্টেম প্রোগ্রামিংএর সম্ভাবনা দেখতে শুরু করেছে। "আমার সফটওয়্যার," ত্রিস ব্যাখ্যা

BanglaBook.org

করে, "সরকারী সংস্থাগুলোকে বিশাল-মাত্রার বিপর্যয়ের সময়ে দক্ষতার সাথে মূল্যায়ন আর প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতে সাহায্য করে– মহামারী মাত্রার সংক্রামন, জাতীয় ট্র্যাজেডি, সন্ত্রাসী তৎপরতা, এইসব আরকি।" সে দম নেবার জন্য থামে। "অবশ্য, অন্য ক্ষেত্রে একে ব্যবহার করার সম্ভাবনাও আছে. . . যেমন জাতির মানসিক স্থিতি বিশ্লেষণ করে ভোটের ফলাফল আগাম আঁচ করা বা দিনের শুরুতে শেয়ার মার্কেটের গতিপথ সম্পর্কে ধারণা।"

"বেশ শক্তিশালী বলেই মনে হচ্ছে।"

ত্রিস তার বিশাল বাসাটার প্রতি ইঙ্গিত করে। "*সরকারও* তাই মনে করে।"

ক্যাথরিনের ধূসর চোখ এবার তার উপরে নিবদ্ধ হয়। "ত্রিস আমি কি তোমার কাজের নৈতিক বিড়ম্বনার কথা জিজ্ঞেস করতে পারি?"

"আপনি কি বলতে চাইছেন?"

"আমি বলতে চাইছি তুমি এমন একটা সফটওয়্যার তৈরী করেছো যা সহজেই অন্য কাজে ব্যবহৃত হতে পারে। যাদের কাছে এটা রয়েছে তারা এমন সব তথ্য জানে যা সাধারণ মানুষের নাগালের বাইরে। তুমি এটা তৈরী করে কখনও বিব্রতবোধ করনি?"

ত্রিস চোখের পলক ফেলতে ভুলে যায়। "একেবারেই না। আমার সফটওয়্যার বলতে গেলে অন্যদের থেকে আলাদা কিছু. . . যেমন ফ্লাইট সিমুলেটর, কিছু না। অনুন্নত দেশের কেউ কেউ প্রাথমিক চিকিৎসা দেবার জন্য বিমান চালনা শিখতে এটা ব্যবহার করে থাকে। আবার কেউ কেউ যাত্রীবাহী বিমান আকাশচুম্বী দালানে উড়িয়ে এনে আছড়ে ফেলার জন্য ব্যবহার করে। জ্ঞান একটা হাতিয়ার, আর অন্য সব হাতিয়ারের মতই, এর ফলাফল ব্যবহারকারীর মতির উপরে নির্ভরশীল।"

ক্যাথরিন মুগ্ধচিত্তে চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে। "আচ্ছা তোমাকে একটা হাইপোথেটিক্যাল প্রশ্ন করি।"

ত্রিস হঠাৎ বুঝতে পারে তাদের সাক্ষাৎকার এই মাত্র চাকরীর ইন্টারভিউ এ পর্যবসিত হয়েছে।

ক্যাথরিন নীচু হয়ে মেঝে থেকে বালির একটা কণা তুলে নেয়, যাতে ক্যাথরিন সেটা দেখতে পায়। "আমার কাছে," সে বলে, "মনে হয়েছে, তোমার মেটাসিস্টেম বালুর একটা কণা একবার ওজন করে. . .পুরো সমুদ্রতটের ওজন নির্ণয় করতে সক্ষম।"

"হ্যাঁ, তাত্ত্বিকভাবে।"

"তুমি জানই যে এই ক্ষুদ্র বালুর কণার ভর আছে। খুবই নগন্য যার পরিমাণ কিন্তু তারপরেও সেটা একটা ভর।"

ত্রিস মাথা নাড়ে।

"আর বালুর এই কণার যেহেতু ভর আছে, তারমানে মাধ্যাকর্ষণ এর উপরে ক্রিয়াশীল। আবার বলছি নগণ্য পরিমাণে কিন্তু ক্রিয়াশীল।"

BanglaBook.org

"ঠিক।"

"এখন," ক্যাথরিন বলে, "আমরা যদি এমন ট্রিলিয়ন বালুর কণা নিয়ে তাদের পরস্পরকে আঁকৃষ্ট করতে দেই ধর. .চাঁদ গঠন করতে, তখন তাদের সমন্বিত মাধ্যাকর্ষণ পুরো সমুদ্রকে আন্দোলিত করতে, তার স্রোতকে আমাদের গ্রহের উপরে পরিচালিত করতে পারবে।"

ত্রিস বুঝতে পারে না আলোচনাটা কোথায় যাচ্ছে কিন্তু তার শুনতে বেশ ভালই লাগছে।

"আচ্ছা আরেকটা হাইপোথেটিক্যাল পরিস্থিতি বিবেচনা করি," বালির কণাটা ঝেড়ে ফেলে ক্যাথরিন বলে। "আচ্ছা ধর আমি তোমাকে বললাম যে *চিন্তা.* . তোমার মস্তিষ্কে জন্ম নেয়া যেকোন ক্ষুদ্র ধারণার. . .ভর আছে? খুবই নগণ্য পরিমাণ কিন্তু ভর নি:সন্দেহে। তখন এর সংশ্লিষ্ট সম্ভাবনা কতখানি?"

"হাইপোথেটিক্যালি বলব? বেশ, নিশ্চিত সম্ভাবনা হল. . .যদি ভাবনার ভর থেকেই থাকে, তাহলে তার উপরে মাধ্যাকর্ষণ ক্রিয়াশীল হবে এবং তা অন্য বস্তুকে নিজের দিকে আঁকর্ষণ করবে।"

ক্যাথরিন হাসে। "তুমি দুর্দান্ত। এখন আরেকটু সামনে দেখো। একসাথে অনেক মানুষ যদি *একই* ভাবনা নিয়ে ভাবতে শুরু করে? ঐ একই ভাবনার প্রতিক্রিয়া পরস্পরের সাথে সন্নিবেশিত হতে শুরু করবে আর সংযোগের ফলে এই ভাবনার ভর বাড়তে শুরু করবে। আর এরফলে মাধ্যাকর্ষণও বাড়বে।"

"ঠিক আছে।"

"মানেটা হল. .অনেক মানুষ যদি একই জিনিস ভাবতে শুরু করে তখন সেই ভাবনার মাধ্যাকর্ষণ শক্তি উপেক্ষা করা সম্ভব না. .এবং সেটা তখন বাস্তব শক্তি প্রয়োগ করতে পারে।" ক্যাথরিন চোখ মটকায়। "আর এটা তখন আমাদের পার্থিব পৃথিবীর উপরে নিরুপনযোগ্য প্রতিক্রিয়ার জন্ম দেবে।"

# ১৯
# অধ্যায়

ডিরেকটর ইনউ সাটো, হাত ভাঁজ করে দাঁড়িয়ে চোখে সন্দিহান দৃষ্টি এঁটে ল্যাংডনের দিকে তাকিয়ে এই মাত্র সে যা বলল সেসব খতিয়ে ভাবে। "সে বলেছে যে সে একটা প্রাচীন সিংহদ্বার অবারিত করতে চায়? প্রফেসর, *এটা* জেনে আমার কি উদ্ধার হবে?"

ল্যাংডন দূর্বল ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাকায়। তার অস্থির বমি বমি পাচ্ছে এবং চেষ্টা করছে যাতে মেঝেতে পড়ে থাকা বন্ধুর কাটা কব্জির দিকে যত কম তাকান যায়। "আমাকে সে ঠিক এই কথাই বলেছে। একটা প্রাচীন সিংহদ্বার. .এই ভবনের কোথাও লুকান রয়েছে। আমি তাকে বলেছি আমি এমন কোন সিংহদ্বারের কথা জানি না।"

BanglaBook.org

"তাহলে তার কেন মনে হয়েছে *তুমি* এটা খুঁজে বের করতে পারবে।?"

"বোঝাই যাচ্ছে, ব্যাটা হদ্দ পাগল।" *সে বলেছে পিটার পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে।* ল্যাংডন পুনরায় পিটারের উর্ধ্বমুখী আঙ্গুলের দিকে তাকায়, আবারও তার অপহরণকারীর শব্দ নিয়ে নির্মম খেলার কথা মনে পড়তে বিরক্তিতে মনটা বিষিয়ে উঠে। *পিটার পথ দেখাবে।* ল্যাংডন ইতিমধ্যে উর্ধ্বমুখী আঙ্গুলের দিক অনুসরন করে মাথার উপরের গম্বুজটা দেখে নিয়েছে। *একটা সিংহদ্বার? উপরে ওখানে? উন্মাদ।*

"আমাকে যে লোকটা ফোন করেছিল," ল্যাংডন সাটোকে বলে, "সে আমাকে বলেছিল যে আজরাতে আমার ক্যাপিটলে আসবার কথা কেবল মাত্র সেই জানে, তাই যে তোমাকে বলেছে আমি আজ রাতে এখানে আছি তোমার তাকেই খুঁজে বের করা উচিত আগে। আমি বলবো-"

"তথ্য আমি কোথা থেকে পেয়েছি সেটা তোমার না জানলেও চলবে," সাটো তীক্ষ্ণ কণ্ঠে তাকে থামিয়ে দিয়ে বলে, "এই মুহূর্তে তাকে সহযোগিতা করা আমার কাছে প্রধান বিবেচ্য বিষয় এবং আমার কাছে আরও তথ্য আছে যার আলোকে বলা যায় যে সে যা চায় কেবলমাত্র তুমিই তাকে সেটা খুঁজে দিতে পার।"

"এবং *আমার* প্রধান বিবেচ্য বিষয় আমার বন্ধুকে খুঁজে বের করা," ল্যাংডন হতাশ কণ্ঠে উত্তর দেয়।

সাটো খুব জোরে একটা শ্বাস নেয়, বোঝাই যায় সে তার ধৈর্য্যের শেষ প্রান্তে এসে দাঁড়িয়েছে। "তুমি যদি সলোমনকে খুঁজে বের করতে চাও, আমাদের একটাই করনীয় আছে, প্রফেসর- সে কোথায় আছে যে লোকটা জানে তার সাথে সহযোগিতা করা।" সাটো তার ঘড়ি দেখে। "আমাদের হাতে সময় বেশি নেই। আমি তোমাকে নিশ্চিত করতে পারি এই লোকটার দাবী দ্রুত মিটিয়ে দেয়াটা আমাদের জন্য জরুরী।"

"কিভাবে?" ল্যাংডন কণ্ঠে অবিশ্বাস নিয়ে জানতে চায়। "একটা প্রাচীন সিংহদ্বার সনাক্ত করে সেটা খুলে দিয়ে। সিংহদ্বার বলে কিছু নেই, ডিরেকটর সাটো। ঐ ব্যাটা একটা হা-মুখ পাগল।"

সাটো, ল্যাংডনের থেকে এক ফিট দূরে এসে দাঁড়ায়। "আমি যদি ব্যাপারটা এভাবে বলি. .তোমার ঐ *পাগল* আজ সকালে দু'জন বুদ্ধিমান লোককে বেকুব বানিয়েছে।" সে সোজা ল্যাংডনের চোখের দিকে তাকায় তারপরে এণ্ডারসনের দিকে। "আমি যাদের নিয়ে কাজ করি তাদের ভিতরে পাগল আর প্রতিভাবানের ভিতরে পার্থক্যের মাত্রা খুবই নগণ্য। এই লোকটাকে আরেকটু শ্রদ্ধার সাথে আমাদের অভিহিত করা উচিত।"

"সে একজন লোকের কব্জি কেটে নিয়েছে!"

"আমিও সেটাই বলছি। এমন কাজ কোন নিষ্প্রতিজ্ঞ বা অনিশ্চিত লোকের পক্ষে করা সম্ভব না। তারচেয়েও গুরুত্বপূর্ণ, প্রফেসর, এই লোকটা আত্ত

BanglaBook.org

রিকভাবেই বিশ্বাস করে তুমি তাকে সাহায্য করতে সক্ষম। সে তোমাকে কতদূর থেকে ওয়াশিংটনে নিয়ে এসেছে– আর এত ঝামেলা করার পেছনে তার নিশ্চয়ই কোন কারণ আছে।"

"সে আমাকে বলেছে আমি এই 'সিংহদ্বার' খুলতে পারবো বলে সে মনে করার একমাত্র কারণ পিটার তাকে বলেছে আমিই খুলতে পারবো।"

"আর পিটার সলোমন এটা কেন বলবে যদি সেটা সত্যি না হয়?"

"আমি নিশ্চিত পিটার এধরণের কিছুই বলেনি। আর যদি বলেই থাকে তবে চাপে পড়ে বলেছে। সে বিভ্রান্ত হয়ে আছে. . .অথবা ভীত।"

"হ্যাঁ, একে বলে জেরাকালীন নির্যাতন আর বড্ড কার্যকরী। মি.সলোমনের সত্য কথা বলার আরও কারণ আমরা পেয়ে গেলাম।" সাটো এমনভাবে কথাটা বলে যেন এ বিষয়ে তার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা আছে। "সেকি তোমাকে বলেছে পিটার *কেন* মনে করে যে কেবল তুমিই সিংহদ্বার খুলতে সক্ষম?"

ল্যাংডন মাথা নাড়ে।

"প্রফেসর, তোমার খ্যাতি যদি সত্যি হয়ে থাকে তবে তুমি আর পিটার সলোমন তোমাদের দু'জনের এসব বিষয়ে সমান আগ্রহ রয়েছে–গোপন রহস্য, ঐতিহাসিক দুর্বোধ্যতা, মরমীবাদ এবং আরও সবকিছু। পিটারের সাথে তোমার আগে যখন কথা হয়েছে তখন সে তোমাকে ওয়াশিংটন ডি.সিতে কোন গোপন সিংহদ্বারের কথা কখনও কি বলেছিল?"

ল্যাংডনের বিশ্বাস হতে চায় না যে সিআইএ'র একজন উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তা এমন প্রশ্ন তাকে করেছে। "আমি এ বিষয়ে নিশ্চিত। পিটার আর আমি অনেক গোপন বিষয় নিয়ে কথা বলেছি, কিন্তু আমি দিব্য দিয়ে বলতে পারি, সে যদি কখনও আমাকে বলতো যে একটা প্রাচীন সিংহদ্বার এখানে কোথাও লুকান রয়েছে, আমি তাহলে তাকে পাগলের ডাক্তারের কাছে যেতে বলতাম। বিশেষ করে, সেটা যদি আবার প্রাচীন রহস্যের সাথে জড়িত হয়।"

সে মুখ তুলে তাকায়। "আমি দু:খিত? লোকটা তোমাকে *সুনির্দিষ্ট* করে বলেছে এই সিংহদ্বারটা কোন রহস্যের দিকে ইঙ্গিত করে?"

"হ্যাঁ, কিন্তু তার সেটা করার কোন কারণ নেই," ল্যাংডন হস্তটার দিকে দেখিয়ে বলে। "রহস্যময়তার হাত রহস্যময় তোরণ অতিক্রম করে প্রাচীন গুপ্ত জ্ঞান অর্জনের একটা নিয়মতান্ত্রিক আমন্ত্রণ– শক্তিশালী জ্ঞান যাকে প্রাচীন রহস্য. . .বা সবযুগের হারিয়ে যাওয়া জ্ঞান।"

"তো তুমি *শুনেছ* এখানে কোন গোপনীয়তা লুকানো রয়েছে বলে সে মনে করে।"

"ভুরি ভুরি ঐতিহাসিক এসব জানে।"

"তাহলে তুমি কিভাবে সিংহদ্বারের অস্তিত্ব অস্বীকার করছো?"

"ম্যা'ম মাফ করবেন, কিন্তু আমরা সবাই অমরত্বের কুয়ো এবং শাঙরি-লা'র কথা শুনেছি, কিন্তু তারমানে কি এই যে সে সব কিছুরই অস্তিত্ব আছে।"

BanglaBook.org

এণ্ডারসনের রেডিওর জান্তব আঁকুতিতে তাদের কথোপকথনে ছেদ পড়ে।

"চীফ?" রেডিও থেকে ভেসে আসা কণ্ঠস্বর বলে।

এনডারসন তার রেডিও এক ঝটকায় বেল্ট থেকে তুলে নিয়ে আসে। "এনডারসন বলছি।"

"স্যার, আমরা পুরো এলাকা তল্লাশি শেষ করেছি। এমন কাউকে পাইনি যার সাথে বর্ণনা মিলে। আর কোন নির্দেশ আছে কি, স্যার?"

এনডারসন সাটোর দিকে এক ঝলক তাকায়, বোঝাই যায় সে একটা ভৎসনা আশা করছে, কিন্তু সাটো নির্বিকার দাঁড়িয়ে থাকে। এনডারসন সাটো আর ল্যাংডনের কাছ থেকে দূরে সরে এসে, মৃদু স্বরে তার রেডিওতে কথা বলে।

সাটো এক দৃষ্টিতে ল্যাংডনের দিকে তাকিয়ে থাকে। "তুমি বলতে চাইছো ওয়াশিংটনে লুকিয়ে রাখা যে গোপনীয়তায় সে বিশ্বাস করে. সেটা পুরোটাই *কাল্পনিক ?"*

ল্যাংডন মাথা নাড়ে। "খুব প্রাচীন একটা কিংবদন্তি। প্রাচীন রহস্যের গোপনীয়তা আসলে খ্রিস্টান ধর্মের পূর্বের বিষয়। হাজার বছরের পুরানো।"

"আর তারপরেও এটা বেঁচেবর্তে আছে?"

"আরও অনেক অসম্ভব বিশ্বাসের সাথে।" ল্যাংডন প্রায়ই তার ছাত্রদের সর্তক করে বলে যে আধুনিক ধর্মে যেসব গল্প সন্নিবেশিত রয়েছে সেগুলো বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় উতরে যেতে পারবে না: সবকিছু মুসা লোহিত সাগর দ্বিখণ্ডিত করা থেকে শুরু করে জোসেফ স্মিথের জাদুর চশমা যা দিয়ে সে অনেকগুলো সোনার পাতে লেখা বুক অব মরমন তরতরিয়ে অনুবাদ করেছে যা সে নিউইয়র্কের উপকণ্ঠে মাটি খুড়ে বের করেছে। *কোন ধারণার গ্রহণযোগ্যতা তার বৈধতার প্রমাণ হতে পারে না।*

"আচ্ছা। তাহলে এসব প্রাচীন রহস্য. .এগুলো কি?"

ল্যাংডন হাল ছেড়ে দেয়। *তোমার কয়েক সপ্তাহ সময় হবে?* "সংক্ষেপে, প্রাচীন রহস্য একটা পূর্ণাঙ্গ গোপন জ্ঞানের কথা বলে যা অনেক আগে অর্জিত। এর একটা কৌতূহলকর দিক হল, অনুশীলনকারী, মানব মনে লুক্কায়িত প্রচণ্ড ক্ষমতা ব্যবহারের অধিকারী হয় বলে দাবী করাটা। আলোকপ্রাপ্ত দীক্ষিত যারা এই জ্ঞান অর্জন করেছে তারা শপথ নেয় সাধারনের কাছ থেকে এটা আড়াল করে রাখবে কারণ অদিক্ষিত কারও জন্য এই একই জ্ঞান বিপজ্জনক আর প্রাণনাশক বলে প্রতিয়মান হতে পারে।"

"কিভাবে বিপজ্জনক?"

"আমরা যে কারণে বাচ্চাদের কাছ থেকে দিয়াশলাই লুকিয়ে রাখি ঠিক একই কারণে। যোগ্য লোকের হাতে পড়লে আগুন আলো দেয়. . .কিন্তু অযোগ্য বা খল কারো হাতে পড়লে একই আগুন বিধ্বংসী হয়ে উঠে।"

BanglaBook.org

সাটো চোখের চশমা খুলে মনোযোগ দিয়ে দেখে। "প্রফেসর, তোমার কি মনে হয় এমন শক্তিশালী তথ্যের আদতেই কোন অস্তিত্ব আছে?"

ল্যাংডন বুঝতে প্যারে না সে কিভাবে উত্তর দেবে। তার একাডেমিক পেশায় প্রাচীন রহস্য সবচেয়ে স্ববিরোধী একটা বিষয় বলে বিবেচিত হয়ে এসেছে। পৃথিবীর বুকে যত মরমীবাদী দল রয়েছে একটা ধারণাকে কেন্দ্র করে বিকশিত হয়েছে সেটা হল একটা রহস্যময় গোপন জ্ঞান রয়েছে যা মানুষের ভিতরে ঈশ্বরের মত ক্ষমতার বিকাশ ঘটাতে পারে: ট্যারট আর *আই চিঙ* মানুষকে ভবিষ্যত দেখার ক্ষমতা দেয়; এ্যালকেমী পরশপাথরের সাহায্যে মানুষকে অমরত্ব দান করে; উইকা ভবিষ্যতদ্রষ্টাদের শক্তিশালী সম্মোহনী ক্ষমতা প্রয়োগের অধিকার দেয়। তালিকার কোন শেষ নেই।"

পেশাজীবি পণ্ডিত হিসাবে, ল্যাংডন এইসব প্রথার ঐতিহাসিক নথী অস্বীকার করতে অপারগ- অসংখ্য পাণ্ডুলিপি, নৃতাত্ত্বিক অনুষঙ্গ, শিল্পকর্ম বস্তুতপক্ষে পরিষ্কারভাবে বুঝিয়ে দেয় প্রাচীনকালে শক্তিশালী জ্ঞান আসলেই ছিল যা তারা রূপক, পুরাণ, আর চিহ্নের ভিতর দিয়ে আমাদের জন্য রেখে গেছে, নিশ্চিত করেছে যে কেবল সঠিকভাবে উদ্যোগ নিলেই কেবল এই ক্ষমতার অধিকারী হওয়া যাবে। একই সাথে বাস্তববাদী আর সংশয়বাদী হবার কারণে ল্যাংডন আজও নিশ্চিত হতে পারেনি।

"আমি যদি সংশয়বাদী হই," সে সাটোকে বলে। "আমি বাস্তব পৃথিবীতে কখনও এমন কিছু দেখিনি যা থেকে মনে হতে পারে প্রাচীন রহস্য কিংবদন্তি ছাড়া অন্যকিছু- পুনরাবৃত্ত হওয়া পৌরাণিক আদিরূপ। আমার কাছে মনে হয়েছে মানুষের পক্ষে যদি অতিন্দ্রিয় ক্ষমতার অধিকারী হওয়া সম্ভব হত, তবে তার নজির থাকতে বাধ্য। আর এখন পর্যন্ত, আমরা ইতিহাসে এমন কোন লোক খুঁজে পাইনি যার অতিমানবীয় ক্ষমতা ছিল।"

সাটো ভ্রু তির্যক আঁকৃতি ধারণ করে। "পুরোটা কিন্তু সত্যি না।"

ল্যাংডন ইতস্তত করে, বুঝতে পারে অনেক ধার্মিক লোকের কাছে মানুষ ঈশ্বরের নজির আছে, যাদের ভিতরে যীশুখ্রিস্ট অন্যতম। "সর্বজনস্বীকৃতভাবে," সে বলে, "অনেক শিক্ষিত লোক আছে যারা এই ক্ষমতাদারী জ্ঞানের অস্তিত্বে বিশ্বাস করে, কিন্তু তাদের দলে আমি পড়ি না।"

"পিটার সলোমন কি তাদের একজন?" মাটিতে পড়ে থাকা কাটা হাতের দিকে তাকিয়ে সাটো জানতে চায়।

ল্যাংডন কাটা হাতের দিকে না তাকিয়ে পারে না। "পিটার এমন একটা পরিবার থেকে এসেছে যাদের প্রাচীন আর রহস্যময় সব কিছুর প্রতি একটা আবেগ ছিল।"

"আমি কি প্রকারান্তে হ্যাঁ বলতে শুনলাম?" সাটো জানতে চায়।

"আমি আপনাকে নিশ্চিত করতে পারি পিটার প্রাচীন রহস্য সত্যি বলে যদি বিশ্বাসও করত তারপরেও সে এটা বিশ্বাস করতো না ওয়াশিংটন ডি.সিতে

BanglaBook.org

একটা লুকান সিংহদ্বার দিয়ে সেখানে পৌছান সম্ভব। সে মেটাফোরিক্যাল সিম্বলিজম ভালই বোঝে; মুশকিল হয়েছে তার বন্দিকর্তা একেবারেই বোঝে না।"

সাটো মাথা নাড়ে। "তার মানে তুমি বলছো এই সিংহদ্বার আদতে একটা *রূপক।*"

"অবশ্যই," ল্যাংডন বলে। "যাই হোক, তাত্ত্বিকভাবে। এটা খুবই প্রচলিত রূপক– একটা আধ্যাত্মিক দ্বার দিক্ষিত হতে হলে একজনকে সেটার ভিতর দিয়ে অতিক্রম করতে হবে। সিংহদ্বার বা দেওড়ি বহুল ব্যবহৃত প্রতীকি নির্মাণ যা রূপান্তরের কৃত্যানুষ্ঠানের উপস্থাপক। এখন *আক্ষরিক* অর্থে সিংহদ্বার খোঁজার অর্থ হল সত্যিসত্যি স্বর্গের দরজা খোঁজার সামিল।"

এক মুহূর্তের জন্য মনে হয় সাটো বোধহয় ব্যাপারটা মেনে নেবে। "কিন্তু আমার মনে হয়েছে মি.সলোমনের বন্দিকর্তা বিশ্বাস করে তুমি *সত্যিকারের* সিংহদ্বার খুলতে সক্ষম।"

ল্যাংডন হেদিয়ে পড়ে। "গোঁড়া মৌলবাদীরা যে ভুল করেছে সেও ঠিক একই ভুল করেছে–রূপককে আক্ষরিক অর্থে সত্যি মনে করার বিভ্রান্তি।" একইভাবে, গোড়ার দিকের এ্যালকেমিস্টরা সীসাকে সোনায় পরিণত করার চেষ্টা করেছে, কখনও বুঝতে চেষ্টা করেনি সীসা থেকে সোনা মানুষের আসল সম্ভাবনার উন্মেষের একটা রূপক ছাড়া আর কিছুই না– মানে একটা ভোতা অজ্ঞ মস্তিষ্ককে আলোকিত, চৌকষ করে তোলা।

সাটো হাতটার দিকে দেখায়। "লোকটা যদি শুধু চায় যে তুমি তার জন্য কোন একটা সিংহদ্বার সনাক্ত কর তাহলে সে তোমাকে সরাসরি কেন জিজ্ঞেস করতে আসল না সেটা খুঁজে দেবার প্রস্তাব নিয়ে? এত নাটক কেন? উল্কি আঁকা হাত তোমার কাছে পাঠাল কেন?"

ল্যাংডন এই একই প্রশ্ন আগেই নিজেকে করেছে আর উত্তরটাও সুবিধার না। "বেশ, মনে হচ্ছে আমরা যে লোকটার কথা আলোচনা করছি মানসিকভাবে ভারসাম্যহীন হবার সাথে সাথে তার জ্ঞানের পরিধিও বিশাল। হাতটা প্রমাণ করে যে সে রহস্যের সাথে বেশ ভালভাবেই পরিচিত আর সেই সাথে গোপনীয়তার রীতিও জানে। এই ঘরটার ইতিহাসের কথা না হয় বাদই দিলাম।"

"আমি বুঝতে পারলাম না।"

"আজ রাতে সে যা যা করেছে সবই প্রাচীন প্রথার সাথে পুরোপুরি সামঞ্জস্য রেখে করা হয়েছে। প্রথাগতভাবে, রহস্যময়তার হাত একটা পবিত্র আমন্ত্রণ আর সেজন্য সেটাকে একটা পবিত্র স্থানেই উপস্থাপিত করতে হবে।"

সাটো চোখ সরু করে তাকায়। "ইউ.এস ক্যাপিটল ভবনের রোটানডা এটা, প্রফেসর, কোন প্রাচীন রহস্যের পবিত্র মন্দির না।"

BanglaBook.org

"আসলে তাই, ম্যা'ম," ল্যাংডন বলে। "আমি অনেক ঐতিহাসিককে চিনি যারা আপনার কথার বিরোধিতা করবে।"

সেই সময়ে, শহরের অন্যপ্রান্তে, ত্রিস ডান কিউবের ভিতরে প্লাজমা ওয়ালের আভার সামনে বসে রয়েছে। তার অনুসন্ধানী মাকড়সা তৈরী করা শেষ এবং সে ক্যাথরিনের দেয়া পাঁচটা শব্দ সমষ্টি টাইপ করে।

*কোন নড়াচড়া নেই।*

খানিকটা আশাবাদী হয়ে, ওয়ার্ল্ডওয়াইড সমুদ্রে মাছ ধরতে সে তার মাকড়সা ছেড়ে দেয়। অকল্পনীয় গতিতে, শব্দ সমষ্টিগুলোর সারা পৃথিবীর ভাষ্যের সাথে তুলনা শুরু হয়. .হুবহু মিল খুঁজছে।

ত্রিস ভাবতে চেষ্টা করে এসবের মানে কি, কিন্তু সলোমনদের সাথে কাজ করতে এসে সে একটা জিনিস মেনে নিয়েছে পুরো গল্পটা তুমি কখনও জানতে পারবে না।

# ২০
# অধ্যায়

রবার্ট ল্যাংডন উদ্বিগ্ন দৃষ্টিতে তার হাতঘড়ির দিকে তাকায়: সন্ধ্যা ৭:৫৮। মিকি মাউসের হাসি মুখ তাকে খুব একটা আপ্লুত করে না। *পিটারকে আমার খুঁজে বের করতেই হবে। আমরা সময় নষ্ট করছি।*

সাটো এক মুহূর্তের জন্য একটা পাশে সরে গিয়েছিল ফোনে কথা বলতে, কিন্তু এখন সে আবার ল্যাংডনের কাছে ফিরে এসেছে। "প্রফেসর, আমার কারণে কি আপনার কোথাও বিলম্ব হচ্ছে?"

"না, ম্যা'ম," শার্টের হাতা ঘড়ির উপর টানতে টানতে ল্যাংডন বলে। "আমি আসলে পিটারের কথা ভাবছি।"

"আমি বুঝি সেটা, কিন্তু আমি আপনাকে নিশ্চিত করতে পারি তার বন্দিকর্তার মানসিক স্থিতি বুঝতে আমাকে সাহায্য করে আপনি আসলে পিটারকেই সাহায্য করবেন।"

ল্যাংডন পুরোপুরি নিশ্চিত না, কিন্তু সে একটা বিষয় বুঝতে পারে ওএস ডিরেকটর তার কাঙ্খিত তথ্য না পাওয়া পর্যন্ত সে কোথাও নড়তে পারছে না।"

"কিছুক্ষণ আগে," সাটো বলে, "আপনি বলছিলেন প্রাচীন রহস্যের ধারণায় এই রোটানডা কোনভাবে পবিত্র?"

"হ্যাঁ, ম্যা'ম।"

"ব্যাখ্যা করেন।"

BanglaBook.org

ল্যাংডন বুঝতে পারে তাকে খুব বুঝেশুনে শব্দ চয়ন করতে হবে। ওয়াশিংটন ডি.সির অতীন্দ্রিয় প্রতিকতার উপরে পুরো একটা সেমিস্টার পড়িয়েছে, আর এই ভবনটারই খালি অসংখ্য মরমিয়া শরণের প্রায় শেষ না হওয়া একটা তালিকা আছে।

*আমেরিকার একটা গোপন অতীত রয়েছে।*

আমেরিকার সিম্বলজি সম্বন্ধে ল্যাংডন যখনই কথা বলে, তার ছাত্ররা এটা জানতে পেরে বেকুব বনে যায় যে এখন রাজনীতিবিদরা যা দাবী করে তার কোন কিছুর সাথে আমাদের জাতির পিতৃপুরুষদের *সত্যি* অভিপ্রায়ের কোন মিলই নেই।

*আমেরিকার অভিষ্ট গন্তব্য ইতিহাসের বাঁকে হারিয়ে গেছে।*

এই রাজধানী শহর আমাদের পূর্বপুরুষ যারা ভিত্তি স্থাপন করেছিল প্রথমে নাম রেখেছিল "রোম।" তারা পাশ দিয়ে প্রবাহিত নদীর নাম রেখেছিল টিবের আর মন্দির এবং সমাধিসৌধ, যেখানে ইতিহাসের সব মহান দেবদেবীর প্রতিমা সজ্জিত একটা ধ্রুপদী রাজধানী গড়ে তুলেছিল- এ্যাপোলো, মিনার্ভা, ভেনাস, হেলিওস, ভলকান, জুপিটার। অন্যসব মহান ধ্রুপদী শহরের ন্যায় এই শহরের কেন্দ্রস্থলেও প্রাচীনদের উৎসর্গ করে একটা মজবুত নিদর্শন স্থাপন করেছিল- মিশরীয় ওবেলিস্ক। কায়রো বা আলেকজান্দ্রিয়ার চেয়ে উঁচু এই ওবেলিস্ক, আঁকাশের বুকে ৫৫৫ ফিট উঠে গেছে, ত্রিশতলা ভবনের চেয়েও উঁচু, দেবতুল্য পূর্বপুরুষ যার জন্য এই শহর নতুন নাম পেয়েছে তাকে ধন্যবাদ আর শ্রদ্ধা জানাচ্ছে।

*ওয়াশিংটন।*

এখন, কয়েক শতাব্দি পরে, আমেরিকা যদিও চার্চ আর রাষ্ট্র আলাদা করে দিয়েছে, রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় এই রোটানডা তখনও প্রাচীন ধর্মীয় প্রতিকতায় উদ্ভাসিত। রোটানডায় ডজনেরও বেশি দেবতা রয়েছেন- রোমের আদি সর্বদেবতার মন্দিরের চেয়েও বেশি। অবশ্য, রোমান মন্দির ৬০৯ এ খ্রিস্টত্ব বরণ করেছিল. .কিন্তু এই মন্দিরকে কখনও গোত্রান্তিরিত করা হয়নি; এর আসল ইতিহাসের চিহ্ন চোখের সামনে এখনও বর্তমান।

"আপনি হয়ত জানেন," ল্যাংডন বলে, "এই রোটানডাকে রোমের অন্যতম পূজিত মন্দিরের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন পূর্বক নক্সা করা হয়েছিল। দি টেম্পল অব ভেসতা।"

"ভেসতাল ভার্জিনের মত?" সাটোকে সন্দিহান দেখায় সে রোমের অগ্নিশিখার কুমারী অভিভাবকদের সাথে ইউ.এস. ক্যাপিটলের যোগসূত্র ধরতে পারে না।

"রোমে অবস্থিত টেম্পল অব ভেসতা," ল্যাংডন বলে, "বৃত্তাকার, যার মেঝেতে একটা মুখ ব্যাদান করে থাকা গর্ত রয়েছে, যার ভিতর দিয়ে দীক্ষার আলোর পরিচর্যা করত কুমারী মেয়ের দল, যাদের দায়িত্ব ছিল আগুনের শিখা প্রজ্জ্বলিত রাখা।"

BanglaBook.org

সাটো কাঁধ ঝাকায়। "এই রোটানডাও বৃত্তাকার কিন্তু আমি মেঝেতে কোন গর্ত দেখতে পাচ্ছি না।"

"না এখন আর নেই, কিন্তু বহুবছর ঠিক পিটারের হাতটা যেখানে রয়েছে সেখানে একটা বিশাল শূন্যস্থান ছিল।" ল্যাংডন মেঝের দিকে ইঙ্গিত করে বলে। "বস্তুত পক্ষে, আপনি এখনও মেঝেতে বেষ্টনীর চিহ্ন দেখতে পাবেন লোকজন যাতে পড়ে না যায় সেজন্য দেয়া হয়েছিল।"

"কি?" মেঝে দেখতে দেখতে সাটো জানতে চায়। "আমি কখনও শুনিনি।"

"মনে হচ্ছে তার কথাই ঠিক।" এনডারসন একদা বেষ্টনী ছিল এমন বৃত্তাকার লোহার ঢেলার দিকে ইঙ্গিত করে। "আমি আগেও এটা লক্ষ্য করেছি, কিন্তু কখনও বুঝতে পারিনি এখানে কেন দেয়া হয়েছিল।"

*তুমি একলাই নও,* ল্যাংডন ভাবে, প্রতিদিন আসা হাজার হাজার মানুষের কথা চিন্তা করে, যাদের ভিতরে খ্যাতনামা আইন প্রণয়নকারীরাও আছে, রোটানডার কেন্দ্রের উপর দিয়ে হেঁটে যায় কোন ধারণা ছাড়াই যে এমনও দিন ছিল যখন এখান দিয়ে হাঁটতে গেলে তারা একেবারে ক্যাপিটল ক্রিপ্ট ভূগর্ভস্থ কক্ষে আছড়ে পড়ত—রোটানডার মেঝের নীচে অবস্থিত স্তর।

"মেঝের গর্ত," ল্যাংডন বলে, "শেষ পর্যন্ত ঢেকে দেয়া হয় কিন্তু বহুদিন রোটানডায় আগত দর্শনার্থী নীচে প্রজ্জ্বলিত আগুন সরাসরি দেখতে পেত।"

সাটো ঘুরে দাঁড়ায়। "আগুন? ইউ.এস ক্যাপিটলে?"

"অনেকটা মশালের মত আসলে— একটা অনন্ত শিখা আমাদের ঠিক নীচে অবস্থিত ভূগর্ভস্থ কক্ষে জ্বলত। মেঝের গর্ত দিয়ে সেটা দেখা যাবার কথা ছিল, যা এই ঘরটাকে আধুনিক টেম্পল অব ভেসতার মহিমা দান করবে। এই ভবনের নিজস্ব ভেসতাল ভার্জিন কুমারীও ছিল— রাষ্ট্রীয় কর্মচারী যাদের বলা হত কিপার অব দি ক্রিপ্ট— যারা সাফল্যের সাথে পঞ্চাশ বছর আগুন জ্বালিয়ে রেখেছিল, যতক্ষণ না রাজনীতি, ধর্ম আর ধোয়ায় দম বন্ধ হয়ে ধারণাটা নিভে না যায়।"

এনডারসন আর সাটোকে দেখে মনে হবে ভূত দেখেছে।

আজকাল, কোন এক সময়ে অগ্নি শিখা জ্বলত তার একমাত্র অবশিষ্টাংশ হল তাদের একতলা নীচে ক্রিপ্টের মেঝেতে স্থাপিত চার-দিক নির্দেশিত স্টার কম্পাস— আমেরিকার অনন্ত শিখার প্রতীক, যা একদা নতুন পৃথিবীর চারপ্রান্ত আলোকিত করত।

"তো প্রফেসর," সাটো বলে, "তোমার যোগসূত্রটা বলে যে পিটারের হাতটা রেখে গেছে সেও এসব জানে?"

"পরিষ্কার। এবং আরো বেশি জানে। প্রাচীন রহস্যের প্রতি বিশ্বাস প্রতিফলিত হয় এমন অনেক প্রতীক এক ঘরে ছড়িয়ে আছে।"

"গোপন জ্ঞান," সাটোর কণ্ঠে শ্লেষ ছাড়াও অন্যকিছুর আভাস পাওয়া যায়। "জ্ঞান যা মানুষকে ঈশ্বরের মত ক্ষমতাবান করবে?"

"হ্যাঁ, ম্যা'ম।"

BanglaBook.org

"এই দেশে খ্রিস্টানদের বাড়বাড়ন্তের সাথে ব্যাপারটা ঠিক খাপ খায়না।"

"তাই মনে হবে, কিন্তু কথাটা সত্যি। মানুষের এই ঈশ্বরে রূপান্তরিত হওয়া একে বলা হয় *এ্যাপোথেসিস, দেবত্ব অর্জন।* আমি জানি না আপনি জানেন কিনা, এই ধারণাটা– মানুষের ঈশ্বরে রূপান্তর–রোটানডার প্রতীকতার মর্মবস্তু।"

"এ্যাপোথেসিস?" এণ্ডারসনের চোখের দৃষ্টিতে প্রত্যাভিজ্ঞা।

"হ্যাঁ।" *এনডারসন এখানেই কাজ করে। সে জানে।* "*এ্যাপোথেসিস* শব্দটার আক্ষরিক অর্থ 'দিব্য রূপান্তর'– মানে মানুষ দেবতায় পরিণত হয়। প্রাচীন গ্রীক থেকে এসেছে: *এ্যপো*– 'পরিণত হওয়া', *থিওস*– 'দেবতা'।"

এনডারসনকে বিমোহিত দেখায়। "*এ্যাপোথেসিস* মানে 'দেবত্ব অর্জন করা'? আমার কোন ধারণাই ছিল না।"

"আমার মাথার উপর দিয়ে কি যায়?" সাটো জানতে চায়।

"ম্যা'ম," ল্যাংডন বলে, "এই ভবনটায় সবচেয়ে বড় চিত্রকর্মটার নাম *দি এ্যাপোথেসিস অব ওয়াশিংটন।* আর সেটাতে পরিষ্কারভাবে জর্জ ওয়াশিংটনের দেবতায় *রূপান্তর* ফুটিয়ে তোলা হয়েছে।"

সাটোর সন্দেহ যেতে চায় না। "আমি কখনও এধরণের কিছু দেখিনি।"

"আমি নিশ্চিত, আপনি দেখেছেন।" ল্যাংডন তার তর্জনী দিয়ে সোজা উপরের দিকে দেখায়। "ঠিক আপনার মাথার উপরে অবস্থিত।"

# ২১
# অধ্যায়

*দি এ্যাপোথেসিস অব ওয়াশিংটন*– একটা ৪,৬৬৪ বর্গফুট এলাকায় বিস্তৃত একটা ফ্রেসকো যা ক্যাপিটল রোটানডার পুরো চাঁদোয়া জুড়ে রয়েছে– ১৮৬৫ সালে কন্সস্ট্যানটিনো ব্রুমিডি কাজটা শেষ করেন।

"ক্যাপিটলের মাইকেলেঞ্জেলো" নামে পরিচিত ব্রুমিডির সাথে ক্যাপিটল রোটানডার সম্পর্ককে মাইকেলেঞ্জেলোর সিসটিন চ্যাপেলের সাথে তুলনা করা চলে, দু'জনেই ঘরের সবচেয়ে বিশাল ক্যানভাসে ফ্রেসকো এঁকেছিলেন– ছাদে। মাইকেলেঞ্জেলোর মতই, ব্রুমিডি ভ্যাটিক্যানের অভ্যন্তরে তার কিছু নিখুঁত কাজ রেখে গেছেন। ব্রুমিডি অবশ্য ১৮৫২ সালে আমেরিকায় অভিবাসন করেন, ঈশ্বরের সবচেয়ে বড় মন্দির পরিত্যাগ করেন নতুন মন্দিরের জন্য, ইউ.এস ক্যাপিটল, যা আজ তার প্রতিভার ঝলকে উদ্ভাসিত– ব্রুমিডি করিডোরের ট্রোম্পে ই'ওলি থেকে শুরু করে ভাইস-প্রেসিডেন্টের কামরার ছাদের অলঙ্করণ। এবং এরপরেও ক্যাপিটল রোটানডার উপরে ভেসে থাকা অতিকায় চিত্রকল্পটিকেই অধিকাংশ ঐতিহাসিক ব্রুমিডির শ্রেষ্ঠ কাজ বলে অভিহিত করেন।

BanglaBook.org

রবার্ট ল্যাংডন মাথার উপরে পুরো ছাদ জুড়ে বিস্তৃত অতিকায় ফ্রেসকোটার দিকে তাকায়। এই ফ্রেসকোর অদ্ভুত চিত্রকল্প দেখে বিস্ময়ে তার ছাত্রদের চোয়াল ঝুলে পড়াটা সে উপভোগই করে কিন্তু এই মুহূর্তে নিজেকে একটা দু:স্বপ্নের ভিতরে বন্দি বলে মনে হয় যার মানে সে এখনও বুঝে উঠতে পারেনি।

ডিরেকটর সাটো কোমড়ে হাত দিয়ে তার পাশেই দাঁড়িয়ে আছে অনেক উপরের ছাদের দিকে তাকিয়ে ভ্রূকুটি করে রয়েছে। ল্যাংডন বুঝতে পারে তাদের জাতির কেন্দ্রস্থলে এই ছবিটা প্রথমবার দেখে অনেকের যে প্রতিক্রিয়া হয়েছে তারটাও ব্যত্যয় না।

ষোল আনা বিভ্রান্তি।

*তুমি একা নও,* ল্যাংডন ভাবে। অধিকাংশ মানুষের কাছেই, দি এ্যাপোথেসিস অব জর্জ ওয়াশিংটন, অদ্ভুত থেকে অদ্ভুততর হয়ে উঠে তারা যত বেশি সময় এর দিকে তাকিয়ে থাকে। "মাঝের প্যানেলে ওটা জর্জ ওয়াশিংটন," ল্যাংডন, গম্বুজের মাঝে ১৮০ ফিট উপরে দেখিয়ে বলে। "আপনি দেখতেই পাচ্ছেন তার পরণে সাদা আলখাল্লা, চারপাশে তেরজন কুমারী এবং মেঘে করে মরণশীল মানুষের উপরে ভেসে উঠছে। তার রূপান্তরের মাহেন্দ্রক্ষণ. তার দেবত্ব অর্জন।"

সাটো আর এনডারসন নির্বাক তাকিয়ে থাকে।

"কাছেই," ল্যাংডন বলতে থাকে, "আপনি অদ্ভুত, কালের বিচারে বেমানান অবয়বের একটা ধারা দেখতে পাবেন: প্রাচীন দেবতারা আমাদের পিতৃপুরুষকে উচ্চকোটির জ্ঞান উপহার দিচ্ছে। সেখানে চিত্রিত মিনার্ভা প্রযুক্তির প্রণোদনা দিচ্ছে আমাদের জাতির মহান উদ্ভাবন কুশলীদের–বেন ফ্রাঙ্কলিন, রবার্ট ফুলটন, স্যামুয়েল মোর্স।" ল্যাংডন একে একে তাদের চিহ্নিত করে দেখায়। "আর তাদের মাথার উপরে ভালকান আমাদের বাষ্পীয় ইঞ্জিন বানাতে সহায়তা করছে। তাদের পাশেই নেপচুন ট্রান্সঅতলান্তিক কেবল কিভাবে বিছাতে হবে হাতেকলমে দেখাচ্ছে। তার পাশে সেরেস, অন্নের দেবী আমাদের *সিরিয়াল* শব্দ তার থেকেই এসেছে; সে চাষী ম্যাক করমিকের সাথে বসে আছে, কৃষি ক্ষেত্রে সাফল্য এই দেশকে শস্য উৎপাদনে দেশকে শীর্ষস্থানে নিয়ে গিয়েছে। চিত্রকর্মটাতে খোলাখুলিভাবেই আমাদের পিতৃপুরুষদের দেবতাদের কাছ থেকে মহান জ্ঞান গ্রহণ করার বিষয়টা দেখান হয়েছে।" সে এবার মাথা নীচু করে সাটোর দিকে তাকায়। "জ্ঞানই শক্তি, আর *সঠিক* জ্ঞান মানুষকে অলৌকিক, প্রায় দেবতাদের মত কাজ সম্পাদনে সহায়তা করে।"

সাটো মাথা নামিয়ে ল্যাংডনের দিকে তাকিয়ে ঘাড়ের পেছনটা চুলকায়। "ফোনের লাইন বিছান থেকে দেবতায় রূপান্তর অবান্তর একটা কল্পনা।"

"*আধুনিক* মানুষের কাছে সম্ভবত," ল্যাংডন উত্তর দেয়। "কিন্তু জর্জ ওয়াশিংটন যদি জানত যে আমরা এমন একটা জাতিতে পরিণত হয়েছি যারা সমুদ্রের অপর পাড়ে কথা বলার ক্ষমতা রাখে, শব্দের গতিতে আঁকাশ দাপিয়ে

BanglaBook.org

বেড়ায় এবং চাঁদে গমন করেছে, তিনি ধরেই নিতেন আমরা দেবতায় পরিণত হয়েছি, অলৌকিক কাজ করতে সক্ষম।" সে একটু চুপ করে। "ভবিষ্যৎবাদী আর্থার সি.ক্লার্কের ভাষায়, 'যথেষ্ঠ মাত্রার উচ্চকোটির প্রযুক্তিকে ইন্দ্রজাল থেকে আলাদা করা অসম্ভব।'"

সাটো ঠোঁটে ঠোঁট চেপে ধরে, গভীর চিন্তায় মগ্ন হয়ে যায়। সে হাতটার দিকে তাকায়, তারপরে প্রসারিত তর্জনীর দিক অনুসরণ করে গম্বুজের ভিতরে তাকায়। "প্রফেসর, তোমাকে বলা হয়েছিল, 'পিটার তোমাকে পথ দেখাবে।' সেটা কি সত্যি।"

"হ্যাঁ, ম্যা'ম, কিন্তু–"

"চীফ," ল্যাংডনের দিক থেকে ঘুরতে থাকার ফাঁকে সে বলে, "উপরের ছবিটা কি আমরা আরেকটু কাছ থেকে দেখতে পারি?"

এনডারসন মাথা নাড়ে। "গম্বুজের ভিতরে চারপাশ দিয়ে একটা সংকীর্ণ পথ রয়েছে।"

শিল্পকর্মের ঠিক নীচে দৃশ্যমান খুদে রেলিংটা উপরের দিকে তাকিয়ে ল্যাংডন দেখতে পায় এবং অনুভব করে তার শরীরটা শক্ত হয়ে গেছে। "ওপরে যাবার কোন দরকার নেই।" কদাচিত মানুষের পায়ের ছাপ পরা ঐ ক্যাটওয়াকে এর আগেও তার একবার হাঁটার অভিজ্ঞতা হয়েছিল এক ইউ.এস সিনেটর আর তার স্ত্রীর মেহমান হিসাবে এসে আর সেবার সে প্রায় জ্ঞান হারাতে বসেছিল জায়গাটার উচ্চতা আর বিপদসঙ্কুল পরিস্থিতির কারণে।

"কোন দরকার নেই?" সাটো প্রতিবাদ করে জানতে চায়। "প্রফেসর, আমরা এমন একজন মানুষের পাল্লায় পড়েছি যে বিশ্বাস করে এই ঘরে একটা সিংহদ্বারের অস্তিত্ব রয়েছে যা তাকে দেবত্ব অর্জনে সহায়তা করবে; আমাদের মাথার উপরে একটা ফ্রেসকো আছে যেখানে একজন মরণশীল মানুষের রূপান্তর প্রতিকীভাবে উপস্থাপিত হয়েছে; আর আমাদের সামনে পড়ে আছে একটা হাত যেটা সোজা উপরের দিকে ঐ চিত্রকর্মের দিকে ইঙ্গিত করছে। মনে হয় সব কিছুই চাইছে আমরা যেন উপরে যাই।"

"আসলে," এনডারসন উপরের দিকে তাকিয়ে প্রতিবাদ করে বলে, "অনেক মানুষ এটার কথা জানে না কিন্তু গম্বুজটায় একটা ষড়ভুজাকৃতি আড়া বা পেটিকো রয়েছে যা সিংহদ্বারের মতই অবারিত হয় এবং সেখান থেকে আপনি নীচে উঁকি দিয়ে দেখতে পারেন আর–"

"এক সেকেণ্ড অপেক্ষা কর," ল্যাংডন বলে, "তুমি আসল কারণটাই ভুলে যাচ্ছো। আমাদের এই উজবুকটা যা খুঁজছে সেটা অলঙ্কারিক অর্থে না আক্ষরিক অর্থে সিংহদ্বার– একটা প্রবেশ পথ যার কোন অস্তিত্ব নেই। সে যখন বলেছে, 'পিটার পথ প্রদর্শন করবে,' রূপক অর্থে কথাটা সে বলেছে। এই নির্দেশিত হাতের ভঙ্গি–বৃদ্ধাঙ্গুলি আর তর্জনী উপরের দিকে নির্দেশিত– প্রাচীন রহস্যের একটা বহুল আলোচিত প্রতীক, পৃথিবী জুড়ে বিদ্যমান প্রাচীন চিত্রকলায় বহুবার

BanglaBook.org

অঙ্কিত হয়েছে। এই একই ভঙ্গি লিওনার্ডো দা ভিঞ্চির সবচেয়ে বিখ্যাত তিনটা সংকেতাবদ্ধ চিত্রকর্মে রয়েছে– *দি লাস্ট সাপার, এ্যাডোরেশন অব দি মেজাই,* এবং *সেন্ট জন দি ব্যাপ্টিস্ট*। ঈশ্বরের সাথে মানুষের মরমী সংশ্লিষ্টতার প্রতীক এটা।" *যতটা উপরে ততটাই নীচে।* উন্মাদটার বিচিত্র শব্দ চয়ন এখন অনেকটাই প্রাসঙ্গিক মনে হয়।

"আমি এটা কখনও দেখিনি," সাটো বলে।

*তাহলে ইএসপিএন দেখো,* ল্যাংডন ভাবে, পেশাদার খেলোয়াড়দের প্রতিবার টাচডাউন বা হোমরান করার পরে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানিয়ে আঁকাশের দিকে নির্দেশ করা দেখে সে সবসময়েই আমোদিত হয়। সে চিন্তা করে তাদের ভিতরে কতজন লোক জানে তারা খ্রিস্ট-পূর্ব জামানার একটা মরমী প্রথা বজায় রেখে চলেছে উপরের মরমী শক্তিকে স্বীকৃতি জানাবার মাধ্যমে, যা মুহূর্তের জন্য তাদের ঈশ্বরের অলৌকিক কর্ম সাধনের প্রতিভূতে রূপান্তরিত করে।

"যদি কোন কাজে আসে," ল্যাংডন বলে, "তো বলি, পিটারের হাতটাই রোটানডায় এমন ভঙ্গি করা প্রথম হাত না।"

সাটো এমন দৃষ্টিতে তার দিকে তাকায় যেন কোন পাগলকে দেখছে। "আমাকে মাফ করবেন?"

ল্যাংডন তার ব্ল্যাকবেরীটা দেখায়। "গুগল 'জর্জ ওয়াশিংটন জিউস'।"

অনিশ্চিত ভঙ্গিতে সাটো টাইপ শুরু করে। এনডারসন তার দিকে সামান্য এগিয়ে যায়, কৌতূহলী চোখে তার কাঁধের উপর দিয়ে তাকিয়ে রয়েছে।

ল্যাংডন বলতে থাকে, "এই রোটানডায় এক সময়ে জর্জ ওয়াশিংটনের বুক খোলা একটা বিশাল ভাস্কর্য ছিল. . .তাকে দেবতা হিসাবে উপস্থাপন করে। সর্বদেবতার মন্দিরে জিউস যেমন ভঙ্গিতে বসে ছিল ঠিক সেই একই ভঙ্গিতে, খোলা বুক বের হয়ে আছে, বাম হাতে আঁকড়ে আছে একটা তরবারি আর ডান হাত তর্জনী আর বৃদ্ধাঙ্গুলি প্রসারিত করে বাড়িয়ে রাখা।"

সাটো অনলাইনে আপাতভাবে মনে হয় একটা ছবি খুঁজে পেয়েছে, কারণ এনডারসন বিহ্বল ভঙ্গিতে তার ব্ল্যাকবেরীর দিকে তাকিয়ে রয়েছে। "দাড়াও, *ওটাই* জর্জ ওয়াশিংটন?"

"হ্যাঁ," ল্যাংডন বলে, "জিউসের ভঙ্গিতে উপবিষ্ট।"

"তার হাতের দিকে তাকাও,"সাটোর কাঁধের উপর দিয়ে তাকিয়ে থেকে এনডারসন বলে। "ঠিক মি.সলোমনের হাতের মত করেই তার ডান হাত রয়েছে।"

*আমি আগেই বলেছি,* ল্যাংডন ভাবে, *পিটারের হাতই প্রথম এমন অঙ্গভঙ্গি করে এই ঘরে আবির্ভূত হয়নি।* রোটানডায় হোরাশিও গ্রীনোঘের তৈরী জর্জ ওয়াশিংটনের নগ্ন ভাস্কর্য প্রথম উন্মোচিত হয়, তখন অনেকেই টিপ্পনী কেটে বলেছিল জর্জ আঁকাশের দিকে থাবা বাড়িয়ে বেপরোয়া ভাবে তার হারিয়ে যাওয়া কাপড় খুঁজছে। আমেরিকানদের ধর্মীয় আদর্শ বদলে গেলে, অবশ্য ঠাট্টাই

BanglaBook.org

বিতর্কে রূপান্তরিত হয় আর ভাস্কর্যটাকে সরিয়ে নিয়ে পূর্বদিকের বাগানের ভিতরে একটা আচ্ছাদনের নীচে রেখে দেয়া হয়। বর্তমানে ভাস্কর্যটা আমেরিকান ইতিহাসের স্মিথসোনিয়ান জাদুঘরে রয়েছে, সেখানে আজ যারা ভাস্কর্যটা দেখে তারা ভাবতেও পারবে না তারা এমন একটা সময়ের শেষ বেঁচে থাকা স্মারকটা দেখছে যখন এই দেশের জনক ইউ.এস ক্যাপিটলের উপরে দেবতা হিসাবে তাকিয়ে থাকত. . .ঠিক জিউস যেভাবে সর্বদেবতার মন্দিরে তাকিয়ে থাকত।

সাটো তার ব্ল্যাকবেরীতে কাউকে ফোন করে, বোঝাই যায় সে তার সহকর্মীদের সাথে যোগাযোগের মোক্ষম সময় হিসাবে একে বিবেচনা করছে। "তোমারা কি জানতে পারলে?" সে মনোযোগ দিয়ে কথা শোনে। "আচ্ছা. " সে এবার সরাসরি ল্যাংডনের দিকে তাকায়, তারপরে পিটারের হাতের দিকে। "তুমি নিশ্চিত?" সে আরো কিছুক্ষণ কথা শোনে। "ঠিক আছে, ধন্যবাদ।" সে ফোনকলটা কেটে, ল্যাংডনের দিকে তাকায়। "আমার সহকারী কিছু অনুসন্ধান চালিয়ে তোমার তথাকথিত রহস্যময়তার হাতের অস্তিত্ব সম্বন্ধে নিশ্চিত হয়েছে, সেই সাথে তুমি যা যা বলেছো: পাঁচ আঙ্গুলের পাঁচটা চিহ্ন- তারা, সূর্য, চাবি, মুকুট আর লণ্ঠন- সেই সাথে সে এটাও বলেছে গোপন জ্ঞান জানতে প্রাচীন আমন্ত্রণ এভাবেই এই হাতের মাধ্যমে দেয়া হত।"

"আমি বর্তে গেলাম," ল্যাংডন শাদামাটা কণ্ঠে বলে।

"কোন কারণ নেই," সে তীক্ষ্ণ কণ্ঠে তাকে থামিয়ে দিয়ে বলে। "এর মানে দাড়াচ্ছে আমরা একটা কানা গলির শেষ প্রান্তে এসে পৌঁছেছি যতক্ষণ না তুমি যা এখনও আমাদের বলনি সেটা বলছো।"

"ম্যা'ম?"

সাটো তার দিকে এগিয়ে আসে। "প্রফেসর, আমরা বৃত্তের আবার শুরুতে এসে দাঁড়িয়েছি। তুমি এমন কিছুই বলনি যা আমার সহকর্মীরা আমাকে বলতে পারত না। আর তাই আমি তোমাকে আরেকবার জিজ্ঞেস করছি। আজরাতে তোমাকে কেন এখানে নিয়ে আসা হয়েছে? কেন তোমাকে এত খাতির করছে? এমন কি আছে যেটা কেবল তুমি *একাই* জানো?"

"আমরা এসব প্যাচাল একবার শেষ করেছি,"ল্যাংডনের ধৈর্য্যের বাধ ভেঙে যায়। "আমি জানিনা আহাম্মকটা কেন মনে করছে আমি কিছু জানি।"

ল্যাংডন আরেকটু হলেই জিজ্ঞেস করতে যাচ্ছিল সে যে আজ রাতে ক্যাপিটলে এসেছে এটা সাটো কার কাছে শুনেছে, কিন্তু সেটাও তাদের ভিতরে আলোচিত হয়েছে। *সাটো মুখ খুলবে না।* "আমি যদি পরবর্তী পদক্ষেপের কথা জানতাম," সে সাটোকে বলে, "আমি তোমাকে বলতাম। কিন্তু আমি জানি না। প্রথাগতভাবে রহস্যময়তার হাত একজন শিক্ষক তার ছাত্রকে পাঠান। আর



BanglaBook.org

তারপরে, সামান্য সময় অতিবাহিত হলে হাতের সাথে কি করণীয় তার একটা তালিকা পাঠান হয়. .মন্দিরে প্রবেশে পথ নির্দেশনা, দীক্ষাগুরুর নাম যে তোমাকে- *কিছু একটা* শেখাবে! কিন্তু এই লোকটা আমাদের কেবল পাঁচটা উদ্ধি পাঠিয়েছে! বড়জোর-" ল্যাংডন মাঝপথে থেমে যায়।

সাটো তার দিকে তাকা। "কি মনে পড়েছে?"

ল্যাংডন চকিতে হাতটার দিকে তাকায়। *পাঁচটা উদ্ধি।* সে এখন বুঝতে পারে যে সে যা বলছে সেটা বোধহয় পুরোপুরি সত্য না।

"প্রফেসর?" সাটো তাগাদা দেয়।

ল্যাংডন বীভৎস বস্তুটার দিকে আস্তে আস্তে এগিয়ে যায়। *পিটার পথ দেখাবে।* "আগে আমার মনে হয়েছিল এই লোকটা পিটারের কব্জিতে কিছু একটা গুঁজে দিয়ে গেছে- কোন ম্যাপ, চিঠি বা নির্দেশাবলী।"

"সে দেয়নি," এনডারসন বলে। "তুমি দেখতেই পাচ্ছো বাকী তিনটা আঙ্গুল খুব শক্ত করে কিছু আঁকড়ে নেই।"

"তুমি ঠিক বলেছো," ল্যাংডন বলে। "কিন্তু আমার মনে হয়েছে. ." সে ঝুকে নীচু হয় পিটারের তিন আঙ্গুলের নীচে ঢেকে থাকা পিটারের তালু দেখতে চেষ্টা করে। "হয়ত কাগজে কিছু লেখা না।"

"উদ্ধি করা?" এনডারসন জানতে চায়।

ল্যাংডন মাথা নাড়ে।

"তালুতে তুমি কি কিছু দেখতে পাচ্ছ?" সাটো জানতে চায়।

ল্যাংডন আর নীচু হয়, আলগা করে বাঁকান আঙ্গুলের নীচে দেখতে চেষ্টা করে। "আমি দেখছি না, কোণটা বড্ড বেকায়দা-"

"ওহ, ঈশ্বরের দোহাই," সাটো তার দিকে এগিয়ে এসে বলে। "আঙ্গুলগুলো খুলেই দেখ না!"

এনডারসন তার সামনে এসে পথ আটকে দাঁড়ায়। "ম্যা'ম! ফরেনসিকের জন্য আমাদের অপেক্ষা করাটাই সঙ্গত হবে-"

"আমি উত্তর চাই," তাকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে সাটো বলে। সে নীচু হয়ে ল্যাংডনকে ছাড়িয়ে হাতটার দিকে এগিয়ে যায়।

ল্যাংডন দাঁড়িয়ে পড়ে চোখে অবিশ্বাস নিয়ে দেখে সাটো পকেট থেকে একটা কলম বের করে সাবধানে সেটা বাঁকান আঙ্গুলের নীচে ঢুকিয়ে দেয় তারপরে এক এক করে সে তিনটা আঙ্গুলই সোজা করে যতক্ষণ না হাতটা পুরোটা খুলে সম্পূর্ণ তালু দৃশ্যমান হয়।

সে নীচু থেকেই ল্যাংডনের দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসে। "প্রফেসর, আরো একবার দেখছি তোমার কথাই ঠিক।"

BanglaBook.org

# ২২
# অধ্যায়

লাইব্রেরীতে পায়চারি করার ফাঁকে ক্যাথরিন সলোমন তার ল্যাব কোটের হাতা গুটিয়ে ঘড়ি দেখে। অপেক্ষা করতে অভ্যস্থ এমন ভদ্রমহিলাদের দলে সে পড়ে না কিন্তু এই মুহূর্তে তার মনে হয় পুরো পৃথিবীটাই যেন থমকে আছে। সে ত্রিশের অনুসন্ধানী মাকড়সার শিকারের ফলাফলের প্রতিক্ষা করছে, সে তার ভাইয়ের জন্য অপেক্ষা করছে, আর তারচেয়েও বিশ্রী ব্যাপার যে লোকটার কারণে এই পরিস্থিতির জন্ম হয়েছে তার ফোনের জন্য দেখা যাচ্ছে সে অপেক্ষা করছে।

*লোকটা যদি কথাগুলো না বলত,* সে ভাবে। ক্যাথরিন সাধারনত নতুন সম্পর্ক গড়ার ক্ষেত্রে খুবই সাবধানী এবং এই লোকটার সাথে যদিও আজ দুপুরেই তার প্রথম দেখা হয়েছে, মুহূর্তের ভিতরেই সে তার বিশ্বাস অর্জন করেছে। *পুরোপুরি।*

রবিবার দুপুরের পরে সাপ্তাহিক বৈজ্ঞানিক জার্নালগুলোতে চোখ বোলানর চিরাচরিত অভ্যেসমত যে যখন সময় কাটাতে ব্যস্ত ঠিক তখনই দুপুরবেলা লোকটার প্রথম ফোন আসে।

"মিস.সলোমন," অদ্ভুত একটা ভাসাভাসা কণ্ঠস্বর জানতে চায়। "আমি ড.ক্রিস্টোফার অ্যাবাড্ডন। আপনার ভাইয়ের সম্বন্ধে আমি আপনাকে কিছু কথা বলতে চাই?"

"আমাকে মাফ করবেন, কে বলছিলেন?" সে জানতে চায়। *আর আমার ব্যক্তিগত সেলফোনের নাম্বারই বা খোকা তুমি কোথাথেকে পেলে?*

"ড.ক্রিস্টোফার অ্যাবাড্ডন।"

ক্যাথরিন নাম শুনে চিনতে পারে না।

লোকটা গলা পরিষ্কার করে ভাবটা এমন যেন একটা বিব্রতকর পরিস্থিতির জন্ম হয়েছে। "আমায় মাফ করবেন, মি.সলোমন। আমি ভেবেছিলাম আপনার ভাই আমার কথা আপনাকে বলেছে। আমি তার চিকিৎসক। আপনার নাম্বার তার আপদকালীন যোগাযোগের তালিকায় আছে।"

ক্যাথরিনের হৃৎপিণ্ড চমকে উঠে। *আপদকালীন যোগাযোগ।* "কোন অসুবিধা হয়েছে?"

"না. .আমার মনে হয় না," লোকটা অপ্রস্তুত করে বলে। "আজ সকালে আপনার ভাইয়ের আসবার কথা ছিল আর আমি আমার কাছে তার যে নাম্বার আছে সেগুলোতে তার সাথে যোগাযোগ করতে পারছি না। আগে থেকে না

BanglaBook.org

জানিয়ে সে কখনও সাক্ষাৎকার বাতিল করেনি , আমি তাই সামান্য উদ্বিগ্নবোধ করছিলাম আরকি। আমি আপনাকে ফোন করতে চাইনি কিন্তু ভাবলাম-"

"না, না ঠিক আছে, আপনার সৌজন্যতায় আমি খুশীই হয়েছি।" ক্যাথরিন তখনও ডাক্তারের নামটা মিলাতে আপ্রাণ চেষ্টা করে যাচ্ছে। "গতকাল সকালের পরে আর আমার ভাইয়ার সাথে কথা হয়নি, কিন্তু সে সম্ভবত তার সেল চালু করতেই ভুলে গেছে।" ক্যাথরিন সম্প্রতি তাকে একটা নতুন আইফোন দিয়েছে আর সে ফোনটা কিভাবে কাজ করে সেটার জানার জন্য এখনও সময় করে উঠতে পারেনি।

"আপনি একজন ডাক্তার বললেন? সে জিজ্ঞেস করে। *পিটার কি কোন অসুখের কথা আমার কাছ থেকে লুকিয়ে রেখেছে।*

অপরপ্রান্ত কথাটা বিবেচনা করছে এমন সময় নেয়। "আমি আন্তরিকভাবে দু:খিত কিন্তু বুঝতে পারছি আপনাকে ফোন করে আমি আমার জীবনের সবচেয়ে বড় পেশাগত ভুলটা করে ফেলেছি। আপনার ভাই আমাকে বলেছিল আপনি জানেন যে তিনি আমার সাথে দেখা করেন কিন্তু এখন আমি বুঝতে পারছি ব্যাপারটা মোটেই সেরকম নয়।"

*ভাইয়া তার ডাক্তারের কাছে মিথ্যে বলেছে?* ক্যাথরিনের উদ্বিগ্নতার পারা চড়তে শুরু করে। "সে কি অসুস্থ?"

"মি.সলোমন আমি দু:খিত কিন্তু ডাক্তার-রোগীর গোপনীয়তার সনদ আমাকে আপনার ভাইয়ের অবস্থা আলোচনা করতে বিরত করছে আর সে আমার রোগী এটা স্বীকার করেই আমি আপনাকে অনেক কিছু বলে বসেছি। আমি এখন রাখছি কিন্তু আপনার সাথে যদি তার কথা হয় তবে তাকে বলবেন আমাকে ফোন করতে তাহলে আমি নিশ্চিন্ত হতে পারব।"

"দাড়ান!" ক্যাথরিন চেঁচিয়ে উঠে। "আমাকে কেবল বলেন পিটারের কি হয়েছে?"

ড.অ্যাবাড্ডনকে সশব্দে নি:শ্বাস ফেলতে শোনা যায়, বোঝাই যায় নিজের ভুলের কারণে নিজের উপরেই সে রেগে উঠেছে। "মি.সলোমন আমি আপনার কণ্ঠস্বর থেকে বুঝতে পারছি আপনি উদ্বিগ্ন আর আমিও আপনার কোন দোষ দেখিনা। আমি নিশ্চিত আপনার ভাই ভাল আছেন। সে গতকালই আমার চেম্বারে এসেছিল।"

"গতকাল? এবং *আজ* তার আবার যাবার কথা ছিল? ব্যাপারটা জরুরী মনে হচ্ছে।"

লোকটা শ্বাস ফেলার ভারী শব্দ শোনা যায়। "আমি পরামর্শ দেবো তার বিষয়ে আলোচনার আগে তাকে আরো একটু সময় দেয়া উচিত আমাদের-"

"আমি এখুনি আপনার চেম্বারে আসছি," দরজার দিকে হাটা শুরু করে ক্যাথরিন বলে। "আপনার চেম্বারটা কোথায়?"

নিরবতা।

BanglaBook.org

"ড.ক্রিস্টোফার অ্যাবাড্ডন?" ক্যাথরিন ঝাঝিয়ে উঠে। "আমি নিজে খুঁজে বের করবো না আপনি আমাকে সে কষ্ট থেকে বাঁচিয়ে দেবেন। যেটাই হোক আমি আসছি আপনার চেম্বারে।"

ডাক্তার চুপ করে থাকে। "আমি যদি আপনার সাথে দেখা করি তাহলে কি, আমি আপনার ভাইকে আমার ভুলের কথাটা ব্যাখ্যা করা পর্যন্ত আপনি চুপ করে থাকবেন?"

"ঠিক আছে।"

"ধন্যবাদ। আমার চেম্বার ক্যালোরামা হাইটসে।" সে তাকে একটা ঠিকানা দেয়।

বিশ মিনিট পরে ক্যাথরিনকে ক্যালোরামা হাইটসের চওড়া সড়কে গাড়ি নিয়ে প্রবেশ করতে দেখা যায়। সে ইতিমধ্যে তার ভাইয়ের সবগুলো নাম্বারে ফোন করে দেখেছে সে একটাও ধরছে না। সে তার ভাইয়ের গতিবিধি নিয়ে খুব একটা উদ্বিগ্ন না কিন্তু সে গোপনে ডাক্তারের সাথে যোগাযোগ করছে এটা জানার পরে. . .ব্যাপারটা স্বাভাবিক থাকে না।

ক্যাথরিন শেষ পর্যন্ত যখন ঠিকানাটা খুঁজে পায়, সে সামান্য বিভ্রান্ত হয়ে ভবনটার দিকে তাকিয়ে থাকে। *এখানে ডাক্তারের চেম্বার?*

তার সামনে অবস্থিত বিশাল অট্টালিকার চারপাশ ঢালাই লোহার বেষ্টনী, ইলেকট্রিক ক্যামেরা আর সবুজ উদ্যান শোভিত। সে দ্বিতীয়বারের মত ঠিকানা মিলিয়ে দেখার জন্য গাড়ির গতি কমালে, সিকিউরিটি ক্যামেরাগুলোর একটা তার দিকে ঘুরে এবং গেটটা আপনি থেকে খুলে যায়। দ্বিধান্বিতচিত্তে ক্যাথরিন গাড়ি ভিতরে প্রবেশ করায় এবং ছয়টা গাড়ি রাখার মত একটা গ্যারেজ আর একটা স্ট্রেচ লিমোর পাশে নিজের গাড়িটা এনে থামায়।

*এই লোক কেমনতর ডাক্তার?*

সে গাড়ি থেকে নামলে, ম্যানসনের সামনের দরজা খুলে যায় এবং অভিজাত দেখতে এক লোক সেখানে এসে দাঁড়ায়। সে সুদর্শন, চোখে পড়ার মত লম্বা, এবং সে যতটা মনে করেছিল তার চেয়ে অল্প বয়সী। যদিও তার আঁচরণ আর অভিব্যক্তিতে বয়স্ক লোকের জ্ঞান বিকিরিত হয়। নিখুঁতছাটের একটা স্যুট আর টাই লোকটার পরণে আর তার মাথা ভর্তি সোনালী চুল নিখুঁত করে আঁচড়ানো।

"মিস.সলোমন আমি ড.ক্রিস্টোফার অ্যাবাড্ডন।" সে বলে, কেমন নাকি সুরের চাপা তার কণ্ঠস্বর। তারা করমর্দন করলে সে টের পায় ডাক্তারের ত্বক মসৃণ আর যথেষ্ট যত্ন নেয়া হয়।

"ক্যাথরিন সলোমন," তার ত্বকের দিক থেকে অনেক কষ্টে চোখ সরিয়ে নিয়ে সে বলে, যা অস্বাভাবিক ধরণের মসৃণ আর তামাটে বর্ণের। *সে কি মেকআপ নিয়েছে?*

BanglaBook.org

বাসার সুন্দর করে সাজান ফয়ারে প্রবেশ করলে ক্যাথরিন টের পায় তার ভিতরে অস্থিরতা বাড়ছে। ভিতরে কোথাও থেকে ধ্রুপদী সঙ্গীতের মূর্চ্ছনা ভেসে আসে আর কেমন যেন ধূপ পোড়াবার গন্ধ। "সুন্দর পরিবেশ," সে বলে, "যদিও আমি আশা করেছিলাম. . .একটা অফিসের পরিবেশ।"

"আমি ভাগ্যবান আমাকে বাড়ির বাইরেই কাজ করতে হয়।" লোকটা তাকে বসার ঘরে নিয়ে আসে দেখা যায় সেখানে আগুন জ্বলছে। "আরাম করে বসেন। আমি মাত্র চায়ের পানি চড়িয়েছি। আমি সেটা নামিয়ে আসছি তারপরে আমরা কথা বলব।" সে রান্নাঘরের দিকে এগিয়ে যায় এবং ভিতরে প্রবেশ করে।

ক্যাথরিন সলোমন বসে না। মেয়েদের অর্ন্তজ্ঞান একটা জোরাল প্রবৃত্তি যার উপরে সে ভরসা করতে শিখেছে এবং এই স্থানের কিছু একটা তার গায়ে শিরশির অনুভূতির সৃষ্টি করছে। তার দেখা কোন ডাক্তারের অফিসের সাথে এই জায়গাটার একেবারেই কোন মিল নেই। এ্যান্টিক দিয়ে সাজান বসার জায়গার দেয়ালে ধ্রুপদী চিত্রকর্ম ঝুলছে, বিচিত্র পৌরাণিক থিমে আঁকা ছবিগুলো। সুখ সৌন্দর্য্যদায়িনী তিন দেবী-বোনের ছবি আঁকা একটা বিশাল ক্যানভাসের সামনে সে এসে দাঁড়ায় যাদের নগ্ন দেহ দর্শনীয়ভাবে বিচিত্র রঙে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে।

"মাইকেল পার্কসের আসল তৈলচিত্র ওটা।" তাকে আগাম জানান না দিয়ে ড.অ্যাবাড্ডন আবার হাজির হয়েছে তার হাতের ট্রেতে রাখা চায়ের কাপ থেকে ধোয়া উঠছে। "আমি মনে করেছিলাম আমরা আগুনের পাশে বসব?" সে তাকে বসার ঘরের ভিতরে পথ দেখিয়ে নিয়ে আসে এবং এক স্থানে বসতে দেয়। "বিচলিতবোধ করার কোন কারণ নেই।"

"আমি নার্ভাস নই," ক্যাথরিন একটু দ্রুতই উত্তরটা দেয়।

সে তার দিকে তাকিয়ে আশ্বস্ত করা একটা হাসি হাসে। "আসলে আমার কাজই হল মানুষ কখন নার্ভাস বোধ করে সেটা জানা।"

"আপনার কথা ঠিক বুঝতে পারলাম না?"

"আমি একজন চর্চাকারী সাইক্রিয়াটিস্ট, মিস.সলোমন। সেটাই আমার পেশা। আমি প্রায় এক বছর আপনার ভাইয়ের চিকিৎসা করছি। আমি তার থেরাপিস্ট।"

ক্যাথরিন কথা না বলে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে। *আমার ভাই থেরাপি নিচ্ছে?*

"রোগীরা অনেক সময়েই তাদের থেরাপির কথা নিজের ভিতরেই রাখতে চায়," লোকটা বলে। "আপনাকে ফোন করে আমি ভুল করেছি, নিজেকে রক্ষা করার জন্য আমি কেবল এটুকুই বলতে পারি আপনার ভাই আমাকে ভুল তথ্য দিয়েছিল।"

"আমি. .আমার কোন ধারণাই নেই।"

BanglaBook.org

"আমি ক্ষমা চাইছি যদি আপনাকে সন্ত্রস্ত করে থাকি," সে অপ্রস্তুত কণ্ঠে বলে। "আমি লক্ষ্য করেছি আমাদের দেখা হওয়ার পর থেকেই আপনি আমার মুখের দিকে তাকিয়ে আছেন, এবং হ্যাঁ আমি মেকআপ নেই।" সে নিজের ত্বক স্পর্শ করে তাকে লাজুক দেখায়। "আমার ত্বকের সমস্যা আছে, যা আমি ঢেকে রাখতে পছন্দ করি। আমার স্ত্রী সাধারনত আমার মেকআপের বিষয়টা দেখে কিন্তু সে যখন বাসায় থাকে না তখন আমাকেই আনাড়ি হাতে কাজ চালাতে হয়।"

ক্যাথরিন কোন মতে মাথা নাড়ে, কথা বলার মত অবস্থায় সে নেই।

"আর এই সুন্দর চুল. " সে নিজের সোনালী চুলের গোছা স্পর্শ করে বলে। "পরচুলা। আমার ত্বকের সংক্রমন মাথার খুলিতেও ছড়িয়েছে আর ডুবন্ত জাহাজ থেকে পালাবার মত করে মাথার সব চুল পালিয়েছে।" সে কাঁধ ঝাকায়। "আমি দু:খিত সুন্দর থাকার অহমিকা আমার ভিতরে বিদ্যমান।"

"আপাত দৃষ্টিতে আমারটা হল *রুক্ষতা,*" ক্যাথরিন এবার বলে।

"একেবারেই না।" ড.অ্যাবাড্ডনের হাসিটায় জড়তা কেটে যাবার সন্ধি প্রস্তাব। "আমরা শুরু করতে পারি? সাথে চা হলে মন্দ হয়না।"

তারা আগুনের সামনে বসে থাকে আর অ্যাবাড্ডন পাত্রে চা ঢেলে দেয়। "আপনার ভাই আমাকে এই চক্রে ফাসিয়েছে আমাদের সেশনের সময় আমরা বারবার চা পান করি। তার ভাষ্যমতে সলোমনরা চা-খোর।"

"পারিবারিক ঐতিহ্য," ক্যাথরিন বলে। "কালো, একদম।"

তারা নিজ নিজ চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে পরবর্তী কয়েক মিনিট এটাসেটা নিয়ে আলাপ করে, কিন্তু ক্যাথরিন তার ভাইয়ের কথা জানতে উদগ্রীব হয়ে আছে। "আমার ভাই আপনার কাছে কেন এসেছে?" সে জানতে চায়। *আর আমাকে কেন সে কথা বলেনি।* বলতে দ্বিধা নেই, পিটার তার জীবনে স্বাভাবিকের চেয়ে বেশিই মানসিক চাপ আর বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়েছে- অল্প বয়সে বাবা হারিয়েছে এবং তারপরে পাঁচ বছরের ব্যবধানে মা আর নিজের একমাত্র ছেলেকে কবর দিয়েছে। তারপরেও পিটার সবসময়েই পরিস্থিতির সাথে মানিয়ে নিয়েছে।

ড.অ্যাবাড্ডন তার কাপে একটা চুমুক দেয়। "আপনার ভাই আমার কাছে এসেছে কারণ সে আমাকে বিশ্বাস করে। সাধারণ ডাক্তার-রোগীর বাইরে একটা বন্ধনে আমরা আবদ্ধ।" ফায়ারপ্লেসের পাশে রাখা একটা বাঁধান ডকুমেন্টের দিকে সে ইঙ্গিত করে। জিনিসটা দেখতে ডিপ্লোমার মত যতক্ষন না ক্যাথরিন দু-মাথা বিশিষ্ট ফিনিক্স খুঁজে পায়।

"আপনি একজন ম্যাসন?" *একেবারে সর্বোচ্চ ডিগ্রীধারী।*

"আমি আর পিটার ভাইই বলতে পারেন আমাদের।"

"আপনি নিশ্চয়ই গুরুত্বপূর্ণ কিছু যে কারণে আপনাকে তেত্রিশতম ডিগ্রীতে আমন্ত্রণ জানান হয়েছে।"

BanglaBook.org

"ঠিক তা নয়," সে বলে। "আমি উত্তরাধিকার সূত্রে বিপুল অর্থে বৈভবের মালিক হয়েছি আর ম্যাসন দাতব্য সংস্থায় বিপুল অর্থ দান করেছি।"

ক্যাথরিন এবার বুঝতে পারে পিটার কেন এই তরুণ ডাক্তারকে বিশ্বাস করে। *একজন ম্যাসন যে উত্তরাধিকার সূত্রে সম্পদের অধিকারী, মানবতা আর প্রাচীন রহস্যের প্রতি আগ্রহী?*

প্রথমে যা মনে হয়েছিল ড.অ্যাবাড্ডন আর তার ভাইয়ের ভিতরে তারচেয়েও বেশি মিল রয়েছে।

"আমি যখন জানতে চেয়েছিলাম কেন আমার ভাই আপনার স্মরণাপন্ন হয়েছে," সে বলে, "সে *কেন* আপনাকে বেছে নিয়েছে সেটা বোঝাতে চাইনি। আমি বলতে চেয়েছি সাইক্রিয়াটিস্টের কাছে তাকে কেন আসতে হয়েছে?"

ড.অ্যাবাড্ডন হাসে। "হ্যাঁ, আমি জানি। আমি আসলে ভদ্রভাবে প্রশ্ন এড়িয়ে যেতে চাইছিলাম। আলোচনা করার মত কোন বিষয় না।" সে একটু চুপ করে থাকে। "অবশ্য আমি কিঞ্চিত বিভ্রান্ত হয়েছি যে পিটার আমাদের আলোচনার কথা আপনাকে বলেনি দেখে, বিশেষ করে সেটা যখন আপনার গবেষণার সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত।"

"আমার গবেষণা?" ক্যাথরিনের মাথা টলে উঠে। *ভাইয়া আমার গবেষণার কথা বাইরের লোকের সাথে আলাপ করেছে?*

"সম্প্রতি আপনার ভাই আমার কাছে এসেছিল গবেষণাগারে আপনার সাফল্যের প্রতিক্রিয়া সম্বন্ধে একজন পেশাদারের মতামত নিতে আমার কাছে এসেছিলেন।"

চা আরেকটু হলে ক্যাথরিনের গলায় আটকে যেত। "সত্যি? আমি. . .তাজ্জব হলাম," সে কোনমতে ব্যাপারটা সামলায়। *পিটার কি ভাবছে? আমার কাজের বিষয়ে সে মানসিক চিকিৎসকের সাথে আলোচনা করেছে?* তাদের নিরাপত্তা প্রটোকল অনুযায়ী ক্যাথরিনের কাজের বিষয়ে *কারো* সাথে আলোচনা করা যাবে না। তারচেয়েও বড় কথা গোপনীয়তার বিষয়ে তার ভাই বেশি সচেতন।

"আপনি দেখছি জানেন না মিস.সলোমন যে আপনার ভাই আপনার গবেষণার ফলাফল প্রকাশিত হলে তার প্রতিক্রিয়া নিয়ে ভীষণভাবে চিন্তিত ছিলেন। পৃথিবী জুড়ে একটা ব্যাপক ধরনের দার্শনিক দোলাচাল তিনি দেখেছেন. . . *মানসিক* দৃষ্টিকোণ থেকে।"

"বুঝেছি," ক্যাথরিন বলে, তার চায়ের কাপ এবার সামান্য কাঁপতে শুরু করেছে।

আমরা যেসব প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করেছি তার সবগুলোই গুরুত্বের দাবীদার: জীবনের মহান রহস্য শেষপর্যন্ত প্রকাশিত হলে মানুষের অবস্থার কি হবে? আমরা যেসব *বিশ্বাসের* উপরে গ্রহণ করেছি কি হবে যখন. . .প্রত্যক্ষভাবে তাকে *ঘটনা* বলে প্রমাণিত করা যাবে? বা *মিথ* হিসাবে নাকচ হবে? একজন তর্কের খাতিরে বলতেই পারে কিছু কিছু প্রশ্নের উত্তর না দেয়াই ভাল।"

BanglaBook.org

ক্যাথরিন নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারে না, কিন্তু তারপরেও সে নিজের আবেগ নিয়ন্ত্রণে রাখে। "আমি আশা করি আপনি কিছু মনে করবেন না ড.অ্যাবাড্ডন কিন্তু আমি আমার কাজের বিষয়ে বিশদ আলোচনা করতে চাই না। খুব শীঘ্রই কিছু প্রকাশ করার ইচ্ছা আমার নেই। আরো কিছুদিন আমার আবিষ্কার গবেষণাগারের সেফে নিরাপদে আটকান থাকবে।"

"কৌতূহলকর," ড.অ্যাবাড্ডন চেয়ারে হেলান দিয়ে চিন্তার রাজ্যে হারিয়ে যায়। "সে যাই হোক, আমি আপনার ভাইকে আজ আবার আসতে বলেছিলাম কারণ গতকাল সে সামান্য ভেঙে পড়েছিল। এমন যখন হয় তখন আমি চাই আমার রোগীরা–"

"ভেঙে পড়েছিল?" ক্যাথরিনের বুক ধকধক করতে শুরু করে। "ভেঙে পড়া বলতে যা বোঝায় সেই রকম?" সে কল্পনা করতে পারে না তার ভাই কোন বিষয়ে ভেঙে পড়েছে।

অ্যাবাড্ডন কোমল হাত বাড়িয়ে সান্ত্বনা দেয়। "প্লিজ, আমি বুঝতে পারছি আমি আপনাকে বিপর্যস্ত করে তুলেছি। আমি দু:খিত। এই অদ্ভুত পরিস্থিতি বিবেচনা করে, আমি বুঝতে পারছি আমার প্রশ্নের উত্তর দিতে আপনার কেমন লাগছে।"

"আমি জানি না আমি কি বা কিসের অধিকারী," ক্যাথরিন বলে, "আমার ভাইই আমার একমাত্র পরিবার। আমার চেয়ে ভাল তাকে কেউ জানে না, তো আপনি যদি আমাকে বলেন ঠিক কি হয়েছে আমি হয়ত আপনাকে সাহায্য করতে পারব। আমরা সবাই একটা জিনিস চাই– পিটারের মঙ্গল।"

ড.অ্যাবাড্ডন অনেকক্ষণ চুপ করে থাকে তারপরে ধীরে ধীরে মাথা নাড়তে আরম্ভ করে যেন ক্যাথরিনের কথায় যুক্তি আছে। অবশেষে সে কথা বলে। "মিস.সলোমন, রেকর্ডের খাতিরে বলে রাখছি, আমি যদি এই তথ্য আপনার সাথে ভাগাভাগি করতে চাই আমি সেটা করবো কেবল এই জন্য যে আমি মনে করি আপনার অর্ন্তজ্ঞান আমাকে সহায়তা করবে আপনার ভাইয়ের চিকিৎসার ক্ষেত্রে।"

"অবশ্যই।"

অ্যাবাড্ডন সামনে ঝুঁকে আসে, কুনুই হাটুর উপরে রাখে। "আমি যতদিন আপনার ভাইয়ের সাথে কথা বলছি আমি তাকে একটা অপরাধবোধের সাথে লড়তে দেখেছি। আমি তাকে কখনও চাপ দেইনি কারণ সেজন্য সে আমার কাছে আসেনি। আর তারপরে গতকাল অনেকগুলো কারণে আমি তাকে শেষপর্যন্ত এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করি।" অ্যাবাড্ডন তার চোখে চোখ রেখে তাকিয়ে থাকে। "আপনার ভাই, অপ্রত্যাশিত আর নাটকীয়ভঙ্গিতে নিজের ভেতরের কথা বলতে শুরু করে। সে আমাকে এমন সব কথা বলে যা আমি শুনব বলে আশা করিনি. .আপনার মা মারা যাবার রাতের কথাও সে আমাকে বলেছে।"

BanglaBook.org

*বড়দিনের আগে– প্রায় দশবছর হয়ে এল। সে আমার হাতে মারা যায়।*

"সে আমাকে বলেছে বাসায় একটা ডাকাতির সময়ে আপনাদের মা হত্যাকাণ্ডের শিকার হন? এক লোক কিছু একটার খোঁজে বাসার ভিতরে প্রবেশ করেছিল যে বিশ্বাস করতো আপনার ভাই সেটা লুকিয়ে রেখেছে?"

"ঠিক আছে।"

অ্যাবাড্ডনের চোখ তাকে যাচাই করতে চেষ্টা করে। "আপনার ভাই বলেছে সে লোকটাকে গুলি করে মেরেছিল?"

"হ্যাঁ।"

অ্যাবাড্ডন তার চিবুক নাড়ে। "আপনার কি মনে আছে সেই অনাহূত প্রবেশকারী ঠিক কিসের খোঁজে আপনাদের বাসায় প্রবেশ করেছিল?"

ক্যাথরিন গত দশ বছর ধরে সেই স্মৃতি ভুলে থাকার ব্যর্থ চেষ্টা করে এসেছে। "হ্যাঁ, তার দাবী খুবই নির্দিষ্ট ছিল। দুর্ভাগ্যবশত আমরা কেউই তার কথার বিন্দুবিসর্গ বুঝতে পারিনি। তার দাবী কখনও আমাদের কাছে যৌক্তিক বলে মনে হয়নি।"

"বেশ, আপনার ভাই ঠিকই বুঝতে পেরেছিলেন।"

"কি?" ক্যাথরিন সোজা হয়ে বসে।

"অন্তত তার গতকাল বলা গল্প অনুসারে, পিটার খুব ভাল করেই জানত অনুপ্রবেশকারী কি খুঁজছে। এবং আপনার ভাই সেটা হস্তান্তর করতে চায়নি বলেই না বোঝার ভান করেছিল।"

"সেটা অসম্ভব। পিটারের পক্ষে কোন মতেই জানা সম্ভব না সেই লোকটা যা চেয়েছিল। তার দাবীর কোন অর্থ হয় না।"

"কৌতূহলোদ্দীপক।" ড.অ্যাবাড্ডন থেমে কিছু নোট লেখে। "আমি যা বলেছি, পিটার আমাকে বলেছে সে জানত। আপনার ভাই বিশ্বাস করে সে যদি অনুপ্রবেশকারীর সাথে সহযোগিতা করত তাহলে আপনার মা হয়ত আজও বেঁচে থাকতেন। আর এই সিদ্ধান্তটাই তার সব অপরাধবোধের মূলে।"

ক্যাথরিন মাথা নাড়ে। "সেটা অসম্ভব ব্যাপার. ."

অ্যাবাড্ডন হাল ছেড়ে দেয়, তাকে বিব্রত দেখায়। "মিস.সলোমন আপনার সাথে কথা বলে উপকার হয়েছে। আমি যা ভয় করেছিলাম, বাস্তবতার সাথে আপাত দৃষ্টিতে আপনার ভাইয়ের একটা দূরত্ব তৈরী হয়েছে। আমাকে স্বীকার করতেই হবে, আমি এই ভয়টাই করছিলাম। আর সেজন্যই আমি তাকে আজ আবার আসতে বলেছিলাম। বিপর্যস্ত স্মৃতির সাথে সম্পর্কিত এসব অলীক ধারণার পর্ব সাধারন একটা ঘটনা।"

ক্যাথরিন আবার মাথা নাড়ে। "ড.অ্যাবাড্ডন পিটার মতিভ্রমের অনেক উর্ধ্বে।"

"আমি মানছি, কেবল.

"কেবল কি?"

BanglaBook.org

"কেবল তার সেই আক্রমনের ঘটনাটা কেবল সূচনা ছিল. . .একটা বিশাল আর সুন্দর বিস্তারী গল্পের খুবই ক্ষুদ্র একটা অংশ।"

ক্যাথরিন তার চেয়ারে বসা অবস্থায় সামনে ঝুঁকে আসে। "পিটার আর কি বলেছে?"

অ্যাবাড্ডনের মুখে একটা বিষণ্ন হাসি ফুটে উঠে। "মিস.সলোমন আগে আমি একটা প্রশ্ন করি। আপনার ভাই কি কখনও আপনার সাথে আলোচনা করেছে ওয়াশিংটন ডি.সিতে কি লুকান আছে বলে সে বিশ্বাস করে. . .বা একটা বিশাল গুপ্তধন রক্ষা করার ব্যাপারে সে কি ভূমিকা পালন করছে বলে বিশ্বাস করে. . .হারিয়ে যাওয়া প্রাচীন জ্ঞান।"

ক্যাথরিনের চোয়াল ঝুলে পড়ে। "তুমি কিসের কথা বলছো?"

ড.অ্যাবাড্ডন একটা বিশাল নি:শ্বাস ত্যাগ করে চেয়ারে দেহের ভর ছেড়ে দেয়। "ক্যাথরিন আমি তোমাকে যা বলতে যাচ্ছি সেটা একটু বিহ্বলকর।" সে চুপ করে আবার তার চোখে চোখ রাখে। "কিন্তু আমার অনেক উপকার হবে যদি বিষয়টা সম্পর্কে তুমি সামান্য কিছুও যদি জান তবে আমাকে বলো।" সে তার চায়ের কাপটা নেয়। "আরেক কাপ চা?"

# ২৩
# অধ্যায়

*আরেকটা উক্তি।*

ল্যাংডন পিটারের খোলা তালুর পাশে উদ্বিগ্নচিত্তে উবু হয়ে বসে এবং নিষ্প্রাণ বাঁকান আঙ্গুলের নীচে লুকিয়ে থাকা সাতটা খুদে প্রতীক মনোযোগ দিয়ে দেখে।

IIIX885

"সংখ্যা বলে মনে হচ্ছে," ল্যাংডন বিস্মিত কণ্ঠে বলে। "অবশ্য আমি চিনতে পারিনি।"

"প্রথমটা একটা রোমান সংখ্যাবাচক চিহ্ন," এনডারসন বলে।

"আসলে, আমার কিন্তু তা মনে হয় না," ল্যাংডন তাকে শুধরে দেয়। "রোমান I-I-I-X সংখ্যা বলে কিছু নেই। এটা রোমান হলে লেখা হত V-I-I।"

"বাকীটা কি বলে মনে হয়?" সাটো জানতে চায়।

"আমি ঠিক নিশ্চিত বলতে পারছি না। তবে মনে হয় আরবী হরফে আট-আট-পাঁচ লেখা।"

BanglaBook.org

"আরবী?" এনডারসন জিজ্ঞেস করে। "স্বাভাবিক সংখ্যা বলেই তো মনে হচ্ছে।"

"আমাদের স্বাভাবিক সংখ্যাগুলো আসলে আরবী থেকে নেয়া।" এই বিষয়টা ছাত্রদের এতবার পরিষ্কার করে বোঝাতে হয় যে ল্যাংডন একটা লেকচার শীটই প্রস্তুত করেছে গোড়ার দিকের মধ্যপ্রাচ্য সংস্কৃতির বৈজ্ঞানিক অগ্রগতির উপরে, যার ভিতরে একটা আমাদের আধুনিক গণনা ব্যবস্থা, রোমান পদ্ধতির চেয়ে তাদের গণনা পদ্ধতির সুবিধার ভিতরে অন্যতম "একক-দশকের স্থান নির্দেশনা" আর শূণ্যের আবিষ্কার। অবশ্য ল্যাংডন এই লেকচারটা সবসময়েই একটা বিষয় মনে করিয়ে দিয়ে শেষ করে যে আরব সংস্কৃতি মানব সভ্যতাকে আরেকটা শব্দ দিয়েছে *আল-কূহল*– হার্ভাডের নবাগতদের সবচেয়ে পছন্দের পানীয়– যাকে আজ সবাই *এ্যালকোহল* হিসাবে চেনে।

ল্যাংডন উল্কিগুলো ভাল করে দেখে, বিভ্রান্ত বোধ করে। "আমি আট-আট-পাঁচ সম্পর্কে একেবারেই কোন ধারণা করতে পারছি না। রেকটিলাইনার লিখন পদ্ধতি একেবারেই অচেনা। ওগুলো কোনমতেই সংখ্যা হতে পারে না।"

"তাহলে ঘোড়ার ডিমগুলো কি?" সাটো ক্ষেপে উঠে।

"আমি বলতে পারছি না। পুরো উল্কিটাই দেখতে প্রায়. . .রুনিক।"

"মানে কি?" সাটো জিজ্ঞেস করে।

"রুনিক বর্ণমালা কেবল কেবল সরলরেখা দ্বারা লেখা হয়। তাদের অক্ষরগুলোকে বলে রানস আর প্রায়শই পাথরে লেখার জন্য ব্যবহৃত হয় কারণ বাঁক খোদাই করা বেশ কঠিন কাজ।"

"এগুলো যদি রানসই হয়," সাটো বলে, "তাহলে তাদের মানে বল?"

ল্যাংডন অপারগতার ভঙ্গিতে মাথা নাড়ে। তার জ্ঞান একেবারেই মামুলি রুনিক অক্ষর পর্যন্ত সীমাবদ্ধ– ফুটহার্ক– তৃতীয় খ্রিস্টাব্দের টিউটোনিক ব্যবস্থা, কিন্তু এটা ফুটহার্ক-এ লেখা হয়নি। "সত্যি কথা বলতে আমি নিশ্চিতও না যে এগুলো আসলেই রানস। একজন বিশেষজ্ঞকে জিজ্ঞেস করতে হবে। কয়েক ডজন বিভিন্ন ধরণ আছে– হালসিঙ, ম্যানক্স, দি 'ডটেড' স্টানগনার–"

"পিটার সলোমন একজন ম্যাসন, তাই নয় কি সে?"

ল্যাংডন জোরে মাথা নাড়ে। "হ্যাঁ, কিন্তু এর সাথে সেটার কি সম্পর্ক?" সে এখন উঠে দাঁড়িয়েছে এবং ক্ষুদে মহিলার মাথার কাছে স্তম্ভের মত দাঁড়িয়ে আছে।

"*তুমিই* বল আমাকে। তুমি বললে রুনিক অক্ষর পাথরে খোদাই করার সময় ব্যবহৃত হয় আর আমি যা জানি সত্যিকারের ফ্রিম্যাসনরা ছিল পাথরের কারিগর। আমি এটা বলছি কারণ আমার অফিসকে আমি যখন পিটার সলোমন আর রহস্যময়তার হাতের ভিতরে সম্পর্ক বের করতে নেট সার্চ দিতে বলেছিলাম তখন এই একটা লিঙ্ক বিশেষভাবে বারবার উপস্থাপিত হয়েছে।" সে চুপ করে যেন তার অনুসন্ধানের গুরুত্ব বোঝাতে চাইছে। "দি ম্যাসনস।"

BanglaBook.org

ল্যাংডন সশব্দে শ্বাস ছাড়ে, ছাত্রদের যে কথাটা সে প্রায়ই বলে সেটা সাটোকে বলা থেকে বহুকষ্টে নিজেকে বিরত রাখে: *"গুগল" "অনুসন্ধান" এর কোন প্রতিশব্দ না।"* আজকাল পৃথিবীব্যাপী, বিশাল কিওয়ার্ড সার্চের জামানায় মনে হবে সবকিছুই বাকী সবকিছুর সাথে সংশ্লিষ্ট। পৃথিবী জটপাকান তথ্যের একটা বিশাল মাকড়সার জালে পরিণত হচ্ছে আর দিন দিন তার ঘনত্ব বেড়েই চলেছে।

ল্যাংডন গলার স্বর সংযত রাখে। "তোমার স্টাফের সার্চে ম্যাসন আসতেই পারে এতে বিস্মিত হবার কিছু নেই। পিটার সলোমন আর যে কোন দুর্বোধ্য বিষয়ের ভিতরে ম্যাসনরা হল নিশ্চিত লিঙ্ক।"

"হ্যাঁ," সাটো বলে, "আজ সন্ধ্যাবেলা আমার বিস্মিত হবার সেটা আরেকটা কারণ যে তুমি এখনও ম্যাসনদের কথা উল্লেখই করনি। বিশেষ করে তুমি যখন দিক্ষিত কয়েকজনের দ্বারা সংরক্ষিত গোপন জ্ঞান নিয়ে কথা বলছো। কেমন একটা ম্যাসনিক ব্যাপার, তাই না?"

"ঠিক তাই. .এবং একই সাথে রোজিক্রুসিয়ান, ক্যাবালিস্টিক, অ্যালামব্র্যাডিয়ান আর অন্যসব গোপন সংস্থার সাথেও মিলে।"

"কিন্তু পিটার সলোমন একজন ম্যাসন- খুবই শক্তিশালী ম্যাসন, নি:সন্দেহে। ব্যাপার দেখে মনে হচ্ছে ম্যাসনরা রেগে যেতে পারে যদি আমরা তাদের গোপন ব্যাপার নিয়ে এভাবে আলোচনা করি। ঈশ্বরের দিব্যি তারা তাদের গোপনীয়তা দারুণ ভালবাসে

ল্যাংডন তার কণ্ঠে অবিশ্বাস ঠিকই ধরতে পারে এবং সে আর তাতে ঘৃতাহুতি দিতে চায় না। "ম্যাসনদের সম্পর্কে কিছু জানতে হলে আপনি একজন ম্যাসনকে সে বিষয়ে সরাসরি জিজ্ঞেস করলে ভাল করবেন।"

"আসলেই," সাটো বলে, "আমি বিশ্বাস করতে পারি এমন কাউকেই জিজ্ঞেস করতে চাইছি।"

ল্যাংডনের কাছে তার মন্তব্য একাঁধারে আক্রমণাত্মক আর মূর্খের মত শোনায়। "কেবল জানানর জন্য বলছি ম্যা'ম, ম্যাসনদের পুরো দর্শনটাই সততা আর একতার উপরে ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত। আপনি একজন ম্যাসনের চেয়ে বিশ্বস্ত লোক খুব কমই খুঁজে পাবেন।"

"আমি ঠিক বিপরীতটা বিশ্বাস করার মত প্রমাণ চারপাশে দেখতে পাচ্ছি।"

সাটোর প্রতি ল্যাংডনের ভক্তি শ্রদ্ধা প্রতি মুহূর্তে আশঙ্কাজনক হারে কমতে থাকে। সে ম্যাসনদের রূপকাশ্রয়ী আইকোনগ্রাফি আর সিম্বলিজমের সমৃদ্ধ ইতিহাস সম্পর্কে বহুবছর ধরে লিখে আসছে আর সে কারণেই ভাল করেই জানে পৃথিবীতে খুব কম সংস্থাই তাদের মত ভুল বোঝার আর হিংসার শিকার হয়েছে। শয়তানের আরাধনা থেকে শুরু করে পৃথিবীব্যাপী একক সরকার স্থাপনের ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকার অভিযোগে নিয়মিত অভিযুক্ত ম্যাসনদের একটা নীতি হল সমালোচকদের সমালোচনার কোন জবাব না দেয়া, আর যা সহজবোধ্য কারণেই তাদের সহজ লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করেছে।

BanglaBook.org

"যাই হোক," সাটোর কণ্ঠে ব্যাঙ্গ স্পষ্ট ফুটে উঠে, "মি.ল্যাংডন আমরা আবার সেই গ্যাড়াকলেই এসে পড়লাম। আমার কাছে মনে হচ্ছে যে হয় কিছু আপনার চোখ এড়িয়ে যাচ্ছে বা. . .কিছু আপনি আমাকে এখনও বলছেন না। আমরা যে গাড়লটার পাল্লায় পড়েছি সে নিজে বলেছে পিটার সলোমন নির্দিষ্ট করে আপনাকেই মনোনীত করেছে।" কথা শেষ করে সে শীতল দৃষ্টিতে ল্যাংডনের দিকে তাকিয়ে থাকে। "আমার মনে হয় আলোচনার স্থান সিআইএ সদরদপ্তরে নিয়ে যাবার সময় হয়েছে। ভাগ্য হয়ত আমাদের প্রতি সেখানে আরেকটু সদয় হবে।"

ল্যাংডন হয় সাটোর হুমকি বুঝতেই পারে না বা পাত্তা দেয় না। সে এইমাত্র এমন একটা কথা বলেছে যা শুনে ল্যাংডনের অন্য কিছু একটা মনে পড়েছে। *পিটার সলোমন তোমাকে নির্বাচিত করেছে।* মন্তব্যটা আর ম্যাসনদের উল্লেখ একসাথে ল্যাংডনের মনে অদ্ভুত একটা প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। সে পিটারের আঙ্গুলের ম্যাসনিক আংটিটার দিকে তাকায়। আংটিটা পিটারের খুব পছন্দের একটা বস্তু- সলোমন পরিবারের পুরুষানুক্রমে প্রাপ্ত সম্পত্তি যাতে দুই মাথাবিশিষ্ট ফিনিক্স খোদিত রয়েছে-ম্যাসনিক জ্ঞানর সর্বোচ্চ মরমীবাদী প্রতিক। আলো পড়ে সোনা চিকচিক করছে, একটা অপ্রত্যাশিত স্মৃতি তার মনে পড়ে যায়।

ল্যাংডন চমকে উঠে পিটারের বন্দিকর্তার আতঙ্কজনক ফ্যাসফ্যাসে কণ্ঠস্বর তার মনে পড়ে: *এখনও তুমি কিছু বুঝতে পারনি, তাই না? কেন তোমাকে নির্বাচিত করা হয়েছে?*

এখন, আতঙ্কিত এক মুহূর্তে, ল্যাংডনের চিন্তাধারা লক্ষ্যবস্তু খুঁজে পায় আর দুর্বোধ্যতার কুয়াশা নিমেষে অপসারিত হয়।

মুহূর্তের ভিতরে ল্যাংডনের কাছে নিজের ভূমিকা পরিষ্কার হয়ে যায়।

দশ মাইল দূরে, স্যুইটল্যাণ্ড পার্কওয়ে ধরে দক্ষিণে অগ্রসরমান মাল'আখ গাড়ির পাশের সীট থেকে একটা বিশেষ গুঞ্জন শুনতে পায়। পিটার সলোমনের আইফোন, আজ যা একটা শক্তিশালী অনুষঙ্গ হিসাবে নিজের যোগ্যতা প্রমাণ করেছে। ভিজ্যুয়াল কলার আইডিতে কালো চুলের মধ্য বয়সী এক আঁকর্ষণীয় মহিলার ছবি ভেসে উঠে।

ইনকামিং কল-ক্যাথরিন সলোমন

মাল'আখ হাসে, কলটা উপেক্ষা করে সে। *নিয়তি আমাকে নিকটে টেনে নিচ্ছে।*

BanglaBook.org

ক্যাথরিন সলোমনকে সে তার বাড়ি আজ কেবল একটা উদ্দেশ্যেই নিয়ে এসেছিল– জানতে যে তার কাছে এমন কোন তথ্য আছে কিনা যা তার কাজে আসতে পারে. . .সম্ভবত কোন পারিবারিক রহস্য যা যা মাল'আখকে তার কাঙ্খিত বস্তু সনাক্ত করতে সহায়তা করতে পারে। স্পষ্টতই, ক্যাথরিনের ভাই সে এত বছর ধরে যা আগলে আসছে সে সম্বন্ধে কিছুই বলেনি।

অবশ্য মাল'আখ ক্যাথরিনের কাছ থেকে অন্য একটা বিষয় জানতে পেরেছে। *এমন একটা কিছু যা আজ বেচারীর জীবন কয়েক ঘন্টা বাড়িয়ে দিয়েছে।* ক্যাথরিন স্বীকার করেছে তার যাবতীয় গবেষণার ফলাফল ল্যাবের লকারে রাখা আছে।

*আমাকে ওটা ধ্বংস করতে হবে।*

ক্যাথরিনের গবেষণা এবারে একটা নতুন মাত্রার উন্মেষ ঘটাতে চলেছে এবং সেটা উন্মুক্ত হলে বা তাতে সামান্য ফাটলের সৃষ্টি হলেও বাকিগুলো আপনা থেকে ঘটতে আরম্ভ করবে। সবকিছু বদলে যাওয়া তখন কেবল সময়ের ব্যাপার। *আমি সেটা ঘটতে দিতে পারি না। পৃথিবী যেমন আছে তেমনই থাকতে হবে. . .অজ্ঞতার অন্ধকারে ভেসে চলা।*

আইফোন বিপ করতে বোঝা যায় ক্যাথরিন একটা ভয়েস মেসেজ পাঠিয়েছে। মাল'আখ সেটা শোনে।

"পিটার আমি আবার ফোন করলাম।" ক্যাথরিনের কণ্ঠে উদ্বেগ পরিষ্কার বোঝা যায়। "তুমি কোথায়? আমি এখনও ড.অ্যাবাড্ডনের সাথে আমার আলোচনার ব্যাপারটা ভুলতে পারছি না. . .আর আমি উদ্বিগ্ন। সবকিছু ঠিক আছেতো? দয়া করে ফোনের উত্তর দিও। আমি ল্যাবেই আছি।"

ভয়েসমেল শেষ।

মাল'আখ আবার হাসে। *ক্যাথরিনের উচিত ভাইয়ের বদলে নিজের সম্পর্কে বেশি চিন্তা করা।* সুইটল্যাণ্ড পার্কওয়ে থেকে সে সিলভার হিল রোডে উঠে আসে। মাইলখানেক পরেই, অন্ধকারের মাঝে সে এসএমএসসি'র আবছা অবয়ব তার ডানদিকে রাস্তার পাশে গাছের আড়ালে ফুটে থাকতে দেখে। পুরো কমাউণ্ড ক্ষুরের মত ধারাল রেজর-ওয়্যার ফেন্স দিয়ে ঘেরা।

*একটা নিরাপদ ভবন।* মাল'আখ আপন মনেই ফিচেল হাসি হাসে। *আমি ভিতরের এমন একজনকে চিনি যে আমাকে গেট খুলে দেবে।*

BanglaBook.org

# ২৪
# অধ্যায়

পুরো বিষয়টা একটা বিশাল ঢেউয়ের মত ল্যাংডনকে আপ্লুত করে প্রকাশিত হয়।

*আমি জানি আমি কেন এখানে এসেছি।*

রোটানডার কেন্দ্রে দাঁড়িয়ে, ল্যাংডনের মনে হয় সে উল্টোদিকে ঘুরে ঝেড়ে একটা দৌড় দিয়ে পালিয়ে যায়. . .পিটারের হাত, চকচক করতে থাকা সোনার আংটি, সাটো আর এণ্ডারসনের সন্দিহান চোখের সামনে থেকে। এসব কিছুই না করে, সে মৃতবৎ দাঁড়িয়ে থাকে, তার কাঁধে ঝুলে থাকা চামড়ার ডেব্যাগটা আঁকড়ে। *আমাকে এখান থেকে বের হতেই হবে।*

কয়েক বছর আগে কেমব্রিজের, এক শীতের সকালের স্মৃতি মনে পড়তে তার চোয়াল শক্ত হয়ে উঠে। সকাল ছয়টার সময়ে কথা, হার্ভাড পুলে তার প্রাত্যহিক কৃত্য সেরে বরাবরের মতই সে ক্লাশে প্রবেশ করছিল। চৌকাঠ অতিক্রম করতে চকের গুড়ো আর স্টিমহিটের পরিচিত গন্ধ তাকে স্বাগত জানায়। দুটো ধাপ অতিক্রম করে নিজের ডেস্কের দিকে এগিয়ে যেতে গিয়ে সে থমকে থেমে দাঁড়ায়।

একটা অবয়ব সেখানে তার জন্য অপেক্ষা করছে– ঈগলের মত তীক্ষ্ণ মুখাবয়বে রাজকীয় ধূসর চোখের সম্ভ্রান্ত চেহারার এক ভদ্রলোক তার জন্য সেখানে অপেক্ষা করছে।

"পিটার?" ল্যাংডন চমকে উঠে তাকিয়ে বলে।

মৃদু আলোকিত ক্লাশরুম পিটারের হাসিতে যেন উদ্ভাসিত হয়ে উঠে। "সুপ্রভাত, রবার্ট। আমাকে দেখে অবাক হয়েছো?" মৃদু কোমল কণ্ঠস্বরে শক্তির ঝলক ঠিকই টের পাওয়া যায়।

ল্যাংডন দ্রুত এগিয়ে এসে বন্ধুকে আন্তরিক আলিঙ্গনে জড়িয়ে ধরে। "ইয়েলের নীল অভিজাত রক্ত ক্রিমসন ক্যাম্পাসে ভোরের আগে কি মনে করে?"

"শত্রু ব্যূহের অভ্যন্তরে গোপন অভিযান," সলোমন হেসে বলে। সে ল্যাংডনের সুগঠিত কোমড়ের দিকে ইঙ্গিতে দেখায়। "সাতারে কাজ হচ্ছে দেখা যায়। তোমার স্বাস্থ্য অনেক ভাল হয়েছে।"

"সবকিছুই কেবল তোমাকে মনে করিয়ে দিতে যে তোমার বয়স হচ্ছে," ল্যাংডন পাল্টা খোচা দিয়ে বলে। "পিটার তোমাকে দেখে সত্যিই খুশী হয়েছি। কি খবর বল?"

"ব্যবসার কাজে এদিকে এসেছিলাম," ফাঁকা ক্লাশের দিকে তাকিয়ে সে উত্তর দেয়। "রবার্ট এভাবে জানান না দিয়ে আসবার জন্য আমি সত্যিই দু:খিত, কিন্তু আমার হাতে সময় বেশি নেই। আমি তোমার কাছে একটা জিনিস চাইতে এসেছি. .ব্যক্তিগতভাবে। একটা কথা দিতে হবে।"

BanglaBook.org

*সেটাই প্রথম।* ল্যাংডন অবাক হয়েছিল তার মত মামুলি কলেজের শিক্ষক যে লোকটার সবকিছু আছে তার জন্য কি করতে পারে? "তুমি যা বলবে," যে লোকটা তাকে এতকিছু দিয়েছে তার জন্য কিছু করতে পারার সুযোগ পেয়ে সে কৃতজ্ঞ বোধ করে বিশেষ করে পিটারের সৌভাগ্যের সাথে যখন এত বিষাদময় ঘটনা জড়িয়ে রয়েছে, সে বলে।

সলোমন তার কণ্ঠস্বর নীচু করে। "আমি আশা করছিলাম তুমি আমার হয়ে একটা জিনিষের প্রতি লক্ষ্য রাখবে।"

ল্যাংডন চোখ পাকায়। "আশা করি তুমি হারকিউলিসকে আমার কাছে গছাতে চাইছো না।" ল্যাংডন একবার পিটার কাজের জন্য বাইরে গেলে তার দেড়শ পাউণ্ডের ভীম ম্যাস্টিফের দেখভাল করতে রাজি হয়েছিল। ল্যাংডনের কাছে থাকার সময়ে বেচারার বাড়িতে তার রেখে আসা চামড়ার চিবানর খেলনার কথা মনে করে মন খারাপ হলে সে ল্যাংডনের স্টাডিতে একটা বিকল্প খুঁজে বের করেছিল– ষোল শতকের হস্তলিখিত আর অলঙ্কৃত চামড়া দিয়ে বাঁধান বাইবেল। "ব্যাটা নচ্ছাড়" তাতেও সন্তুষ্ট বলে মনে হয়নি।

"আমি জানি। আমি এখনও ওটার আরেকটা কপি খুঁজছি," অপ্রতিভ হেসে পিটার বলে।

"বাদ দাও। আমি খুশীই হয়েছি প্রভুর মহিমা হারকিউলিস পর্যন্ত বুঝেছে দেখে।"

সলোমনও হাসে কিন্তু তাকে অন্যমনস্ক দেখায়। "রবার্ট আমি যে জন্য এত সকালে তোমার সাথে দেখা করতে এসেছি সেটা হল আমি চাই আমার কাছে অসম্ভব মূল্যবান এমন কিছু একটার উপরে তুমি খেয়াল রাখবে। আমি বহুদিন আগে উত্তরাধিকারসূত্রে সেটা পেয়েছি, কিন্তু আজকাল আমার অফিসে বা বাসায় কোথাও সেটা রেখে শান্তি পাচ্ছি না।"

ল্যাংডন সাথে সাথে অস্বস্তিতে পড়ে যায়। পিটার সলোমনের কাছে "দারুণ মূল্যবান" কোন কিছু মানে রাজার খাজনা খালি হয়ে যাবার মত বিষয়। "সেফ-ডিপোজিট বক্সে রাখলেই ল্যাঠা চুকে যায়?" *আমেরিকার অর্ধেক ব্যাংকেই তোমার পরিবারের শেয়ার রয়েছে, না?*

"ব্যাংকের কর্মচারী আর লিখিত থাকবে তাহলে বিষয়টা। আমি একজন বিশ্বস্ত বন্ধু খুঁজছি। আর আমি জানি তুমি গোপনীয়তা রক্ষা করতে জান।" সে পকেট থেকে একটা ছোট বাক্স বের করে সেটা ল্যাংডনের দিকে এগিয়ে দেয়।

ঘটনার নাটকীয় দেখে ল্যাংডন আরো কিছু চিত্তাকর্ষক বিষয় আশা করেছিল। প্যাকেটটা একটা ছোট বর্গাকার বাক্স, ধুসর হয়ে আসা বাদামী কাগজে মোড়ান, প্রায় তিন ইঞ্চি হবে, আর সুতলি দিয়ে শক্ত করে বাঁধা। প্যাকেটটার আকৃতি আর ওজন দেখে মনে হয় ভেতরে ধাতব কিছু অথবা পাথর রয়েছে। *এটা কি?* ল্যাংডন বাক্সটা হাতে নিয়ে ঘুরাতে দেখে সুতার বাঁধনটা

BanglaBook.org

মোম দিয়ে সিল করা, অনেকটা প্রাচীন অধ্যাদেশের মত। সিলটা একটা দুই মাথা বিশিষ্ট ফিনিক্সের যার বুকে ৩৩ সংখ্যাটা খোদাই করা- ফ্রিম্যাসনারীর সর্বোচ্চ ডিগ্রীর সনাতন প্রতীক।

"সত্যি, পিটার," ল্যাংডন বলে, ধীরে ধীরে কান পর্যন্ত প্রসারিত একটা হাসি তার মুখে ফুটে উঠে। "তুমি ম্যাসনিক লজের যজ্ঞের দায়িত্বপ্রাপ্ত মাস্টার, পোপ নও। হাতের আংটি দিয়ে প্যাকেট সীল করা শুরু করেছো?"

সলোমন তার হাতের আংটির দিকে তাকিয়ে মুখ টিপে হাসে। "রবার্ট, প্যাকেটটা আমি সীল করিনি। আমার গ্রেট-গ্রাণ্ডফাদার করেছে তাও প্রায় শতবর্ষ পূর্বে।"

ল্যাংডন দ্রুত মাথা তুলে তাকায়। "কি?!"

সলোমন তার আংটিটা দেখায়। "এই ম্যাসনিক আংটিটা তার। এরপরে এটা পেয়েছিল আমার ঠাকুরদা, তারপরে আমার বাবা, .শেষ পর্যন্ত এটা আমার হাতে এসেছে।"

ল্যাংডন প্যাকেটটা তুলে ধরে। "তোমার গ্রেট-গ্রাণ্ডফাদার প্রায় *শতবর্ষ* পূর্বে এটা সীল করেছে এবং তারপরে আর কেউ এটা খুলেনি?"

"ঠিক বলেছো।"

"কিন্তু. .কেন?"

সলোমন হাসে। "কারণ সময় হয়নি।"

ল্যাংডন তাকিয়ে থাকে। "*কিসের* জন্য সময়?"

"রবার্ট আমি জানি আমার কথা তোমার কাছে অদ্ভুত মনে হবে, কিন্তু যতকম জানবে ততই তোমার জন্য মঙ্গল। প্যাকেটটা কেবল নিরাপদ স্থানে রেখে দাও আর কাউকে বলোনা যে আমি এটা তোমাকে দিয়েছি।"

ল্যাংডন তার গুরুর চোখে কৌতুকের আভাস খুঁজতে চেষ্টা করে। নাটকীয়তার প্রতি একটা দূর্বলতা আছে সলোমনের এবং ল্যাংডন ভাবে সে কি কোন নাটক করছে। "পিটার তুমি নিশ্চিত যে এটা কোন চালাকি না যাতে আমি মনে করি যে কোন ধরনের প্রাচীন ম্যাসনিক রহস্যের রক্ষক আমাকে করা হয়েছে যাতে আমি কৌতূহলী হয়ে যোগদানের সিদ্ধান্ত নেই?"

"ম্যাসনরা কখনও কাউকে ভর্তি করেনা, তুমি ভাল করেই জান। আর তাছাড়া তুমি আমাকে আগেই বলেছো যে তুমি যোগদিতে ইচ্ছুক না।"

কথাটা সত্যি। ম্যাসনিক দর্শন আর সিম্বলিজমের প্রতি তার যথেষ্ট শ্রদ্ধা রয়েছে কিন্তু তারপরেও সে দীক্ষা না নেবার সিদ্ধান্ত নিয়েছে; সঙ্ঘের গোপনীয়তা রক্ষার শপথ তাকে ছাত্রদের সাথে ফ্রিম্যাসনারী নিয়ে আলাপ করতে বাঁধা দেবে। ঠিক একই কারণে সক্রেটিস ইলুসিনিয়ান মিস্ট্রিরীতে আনুষ্ঠানিকভাবে অংশ নিতে অস্বীকার করেছিলেন।

BanglaBook.org

ল্যাংডনের এখন যখন সেই রহস্যময় ছোট বাক্সটা আর তার খুদে ম্যাসনিক সীলের কথা মনে পড়ে, তখন তার এটাও মনে পড়ে সে মোক্ষম প্রশ্নটা জিজ্ঞেস না করে পারেনি। "তোমার কোন ম্যাসনিক ভাইয়ের কাছে গচ্ছিত রাখলে ভাল হত না?"

"আমার কেবল এটাই বলার আছে যে আমার কেন জানি মনে হয়েছে ব্রাদারহুডের *বাইরে* এটা বেশি সুরক্ষিত থাকবে। আর একটা কথা বাক্সটার আকার যেন তোমাকে কখনও বোকা না বানায়। আমার বাবা আমাকে যা বলেছে তা যদি ঠিক হয়ে থাকে তবে অসম্ভব শক্তিশালী ক্ষমতা এটা ধারন করছে।" সে চুপ করে থাকে কিছুক্ষণ। "কোন রকমের তালিসমান হবে।"

*সে কি তালিসমানের কথা বললো?* সংজ্ঞা অনুযায়ী তালিসমান এক ধরণের বস্তু যার যাদুকরী ক্ষমতা রয়েছে। সনাতন ধারণা অনুসারে তালিসমান ব্যবহৃত হয় ভাগ্য ফেরাতে, অশুভ আত্মার প্রভাব নষ্ট করতে বা প্রাচীন কৃত্যানুষ্ঠানের উপাচার হিসাবে। *"পিটার তুমি জান মধ্য যুগে তালিসমানের চল উঠে গিয়েছে, ঠিক?"*

পিটার ল্যাংডনের কাঁধে হাত রেখে তাকে আশ্বস্ত করে। "আমি জানি ব্যাপারটা অদ্ভুত শোনাচ্ছে। আমি তোমাকে অনেকদিন ধরে চিনি এবং একাডেমিক হিসাবে তোমার সংশয়ী মনোভাব তোমার সবচেয়ে বড় শক্তি। আর একই সাথে সেটা তোমার সবচেয়ে বড় দূর্বলতাও বটে। আমি তোমাকে এতটা অন্তত চিনি যাতে আমি জানি তুমি সেই কাতারের লোকদের ভিতরে পড় না যাদের আমি *বিশ্বাস* . . .কেবল *আস্থা* রাখতে পারি। আমি তাই তোমাকে বলছি আস্থা রাখতে যখন আমি বলেছি এটা শক্তিশালী তালিসমান। আমাকে বলা হয়েছে এটা যার কাছে থাকবে সে বিশৃঙ্খলতার মাঝে শৃঙ্খলা আনয়নের ক্ষমতা লাভ করবে।"

ল্যাংডন কেবল ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে। "বিশৃঙ্খলা থেকে শৃঙ্খলা"র ধারণা ম্যাসনদের অন্যতম মহান স্বত:সিদ্ধ। *ordo ab chao.* যাই হোক, তারপরেও একটা তালিসমান কোন শক্তির বিকিরন ঘটাবে ধারণাটাই অবাস্তব দাবী, বিশৃঙ্খলার মাঝে শৃঙ্খলার ধারণা না হয় বাদই দিলাম।

"এই তালিসমান," সলোমন বলতে থাকে, "ভুল হাতে পরলে বিপজ্জনক হতে পারে আর দুর্ভাগ্যবশত আমার বিশ্বাস করার সঙ্গত কারণ আছে শক্তিশালী লোকেরা এটা আমার কাছ থেকে চুরি করতে চায়।" তার চোখের দৃষ্টিতে এমন একাগ্রতা ল্যাংডন আগে কখনও দেখেনি। "আমি চাই তুমি আমার জন্য আপাতত এটা নিরাপদে রাখবে। তুমি করতে পারবে এটা?"

*সেই রাতে,* ল্যাংডন তার কিচেনের *টেবিলে প্যাকেজটা রেখে একাকী বসে* ছিল এবং কল্পনা করতে আপ্রাণ চেষ্টা করছিল ভিতরে কি থাকতে পারে। শেষে, সে ব্যাপারটাকে পিটারের আরেকটা খামখেয়ালীপনা বলে ধরে নিয়ে তার লাইব্রেরীর দেয়াল সেফে সেটা তুলে রাখে, একটা সময়ে সে বাক্সটার কথা ভুলেই যায়।"

BanglaBook.org

এসবই. .আজ সকালের আগ পর্যন্ত।

*দক্ষিণী বাচনভঙ্গির সেই লোকটার ফোন কল।*

"ওহ্ প্রফেসর আমি প্রায় ভুলে বসেছিলাম!" ডি.সিতে তার ভ্রমণের বিষয়ে খুটিনাটি তথ্য জানাবার পরে সহকারী বলেছিল। "আরেকটা বিষয়ে, মি.সলোমন অনুরোধ জানিয়েছেন।"

"হ্যাঁ?" ল্যাংডন বলে, তার মনে ততক্ষণে আশু লেকচারের খসড়া তৈরী শুরু হয়ে গেছে।

"মি.সলোমন আপনার জন্য একটা নোট রেখেছেন।" লোকটা অপ্রস্তুত ভঙ্গিতে নোটটা পড়তে শুরু করে যেন পিটারের লেখনভঙ্গি সে তাকে পৌছে দিতে চায়। "'অনুগ্রহ করে রবার্টকে বহু বছর আগে আমি তাকে যে ছোট বাক্সটা রাখতে দিয়েছিলাম. .সেটা আনতে বলবে।'" লোকটা থামে। "আপনি কি এর মাথামুণ্ড কিছু বুঝতে পেরেছেন?"

ল্যাংডন এতগুলো বছর তার সেফে পড়ে থাকা ছোট বাক্সটার কথা মনে করে চমকে উঠে। "আসলে, বুঝেছি। আমি বুঝেছি পিটার কি বলতে চেয়েছে।"

"আর আপনি সেটা নিয়ে আসবেন?"

"অবশ্যই। পিটারকে বলো আমি নিয়ে আসব।"

"চমৎকার।" সহকারীকে ভারমুক্ত মনে হয়। "আজ রাতের বক্তৃতা যেন আপনি উপভোগ করেন। খোদা ভরসা।"

বাড়ি থেকে বের হবার আগে ল্যাংডন মনে করে সেফ থেকে বাক্সটা বের করে তার কাঁধের ব্যাগে ঢুকিয়ে রেখেছিল।

আর এখন সে ইউ.এস ক্যাপিটলে দাঁড়িয়ে রয়েছে, কেবল একটা বিষয়ে সে নিশ্চিত বোধ করছে। ল্যাংডন তাকে কিভাবে হতাশ করেছে সেটা জানতে পারলে পিটার সলোমন আতঙ্কিত হয়ে উঠবে।

## ২৫
## অধ্যায়

*হায় ঈশ্বর, ক্যাথরিনই ঠিক। বরাবরের মত।*

ত্রিস ডান তার সামনের প্লাজমা দেয়ালের দিকে অনুসন্ধানী-মাকড়সার ফলাফল ভেসে উঠতে দেখলে সেদিকে বিস্মিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে। তার মনে সন্দেহ ছিল সার্চে আদৌ কোন ফলাফল পাওয়া যাবে কিনা সে নিয়ে, কিন্তু বস্তুত পক্ষে তার সামনে এখন সে এখন ডজনখানেক হিট দেখতে পায়। আরও আসছে।

একটা এন্ট্রি বেশ কার্যকরী বলে প্রতিয়মান হয়।

BanglaBook.org

ত্রিস ঘুরে লাইব্রেরীর দিকে তাকিয়ে চিৎকার করে। "ক্যাথরিন? তোমার এসে এটা একবার দেখা উচিত?"

কয়েক বছর হল ত্রিস এধরণের সার্চ-স্পাইডার পরিচালনা করছে এবং আজরাতের ফলাফল তাকে চমকে দেয়। *কয়েক বছর আগে, এই সার্চ নিষ্ফলা প্রতিপন্ন হত।* এখন, অবশ্য, সার্চযোগ্য ডিজিটাল মেটেরিয়াল এতটাই বৃদ্ধি পেয়েছে যে সেখানে যে কেউ আক্ষরিক অর্থেই যেকোন কিছু খুঁজে পেতে পারে। অবিশ্বাস্য হল আজকের কি-ওয়ার্ডের একটা সে আগে কখনও শোনেনি. . .এবং সার্চে *সেটাও* পাওয়া গেছে।

ক্যাথরিন কন্ট্রোল-রুমের দরজা দিয়ে ঝড়ের বেগে ভিতরে প্রবেশ করে। "তুমি কি খুঁজে পেয়েছো?"

"প্রার্থীদের একটা *দল।*" ত্রিস তার সামনের প্লাজমা দেয়ালের দিকে ইঙ্গিত করে। "এইসব ডকুমেন্টে তোমার কি-ওয়ার্ড রয়েছে ভার্বাটিম।"

ক্যাথরিন কানের পেছনে চুল গুঁজে রাখে এবং তালিকা দেখতে শুরু করে।

"তুমি বেশি উত্তেজিত হবার আগে," ত্রিস যোগ করে, "আমি বলে দেই তুমি যা খুঁজছো এসব ডকুমেন্ট সেই কাতারে পড়ে না। আমরা কৃষ্ণ গহ্বর যাকে বলি এগুলো অনেকটা সেই জিনিস। ফাইলের সাইজ দেখলেই বুঝবে। অবিশ্বাস্য ধরণের বিশাল। এগুলো অনেকটা কোটি কোটি ই-মেইল, অসংক্ষেপিত বিশ্বকোষ সমগ্র, বছরের পর বছর ধরে চলতে থাকা গ্লোবাল ম্যাসেজ বোর্ড আর এমন অনেক কিছুর কমপ্রেসড আর্কাইভ। তাদের আকৃতি আর বিষয় বৈচিত্রের কারণে, এসব ফাইলে এত বেশি সম্ভাব্য কি-ওয়ার্ড রয়েছে যে কোন সার্চ ইঞ্জিনের সংস্পর্শে আসলেই তারা ঢুকে পড়ে।"

ক্যাথরিন তালিকার প্রথম দিকে থাকা একটা এন্ট্রি নির্দেশ করে। "এটা কেমন মনে হয়?"

ত্রিস হাসে। ক্যাথরিন তার চেয়ে একধাপ এগিয়ে, তালিকায় থাকা ছোট ফাইল সাইজের একমাত্র ফাইলটা সে সনাক্ত করেছে। "চোখও বাবা। আসলে এটাই এখন পর্যন্ত একমাত্র বাবাজি। বস্তুত পক্ষে *ঐ* ফাইলটা এত ছোট যে এক পাতা কি সামান্য বেশি হবে।"

"খোলো ওটা।" ক্যাথরিনের কণ্ঠে ব্যগ্রতা ফুটে উঠে।

ত্রিস কল্পনাও করতে পারে না এক পাতার একটা ডকুমেন্টে ক্যাথরিনের *সব* অদ্ভুত সার্চ স্ট্রিঙ রয়েছে। তাছাড়া, সে ক্লিক করার পরে ডকুমেন্ট খুলতে, মূল শব্দাংশগুলো. . . স্ফটিকের মত ঝকঝকে এবং সহজেই চোখে পড়ে।

প্লাজমা দেয়ালের দিকে তাকিয়ে ক্যাথরিন পায়চারি করে। "এই ডকুমেন্টা . . .সম্পাদনা করা হয়েছে।"

ত্রিস সম্মতি জানিয়ে মাথা নাড়ে। "ডিজিটাইজড টেক্সটের দুনিয়ায় স্বাগতম।"

BanglaBook.org

ডিজিটাইজড ডকুমেন্ট অফার করার সময়ে স্বয়ংক্রিয় সম্পাদনা একটা স্ট্যাণ্ডার্ড প্র্যাকটিসে পরিণত হয়েছে। সার্ভারের ভিতরে সম্পাদনা একটা পদ্ধতি যেখানে ইউজারকে সার্ভার পুরো টেক্সট সার্চ করতে দেয় কিন্তু তারপরে কেবল সামান্য অংশ উন্মোচিত করে– অনেকটা উসকে দেবার মত– ঐ টেক্সটে কেবল অনুরোধকৃত কি-ওয়ার্ডগুলো দেখা যায়। টেক্সটের বেশিরভাগ অংশ এড়িয়ে গিয়ে সার্ভার কপিরাইটের বাঁধা এড়িয়ে যায় এবং ইউজারকে একটা কৌতূহলকর সংবাদ পাঠায়: *তুমি যা খুঁজছ সেই তথ্য আমার কাছে আছে, কিন্তু তুমি যদি বাকীটা চাও তবে সেটা তোমাকে আমার কাছ থেকে কিনে নিতে হবে।*

"দেখতেই পাচ্ছ," কেটে ছাড়খার করে দেয়া টেক্সটের মাঝে স্ক্রল করার ফাঁকে, ত্রিস বলে, "ডকুমেন্টটায় তোমার সব কি-ওয়ার্ড রয়েছে।"

সম্পাদনার দিকে ক্যাথরিন নির্বাক হয়ে তাকিয়ে থাকে।

ত্রিস এক মিনিট অপেক্ষা করে তারপরে পাতার শুরুতে স্ক্রল করে আসে। ক্যাথরিনের প্রতিটা মূল শব্দাংশ বড় হরফে নীচে দাগ দেয়া এবং সাথে সামান্য আগ্রহ জাগানিয়া বাক্যাংশ– অনুরোধকৃত শব্দাংশের দুপাশের শব্দ দুটো কেবল দেখা যায়।

[redacted] ভূগর্ভস্থ গোপন স্থান যেখানে
[redacted] ওয়াশিংটন ডি.সির কোথাও, যার সমন্বয়কারী
[redacted] একটা প্রাচীন সিংহদ্বার খুঁজে পাওয়া যা
[redacted] সতর্ক করে দেয় পিরামিডে বিপজ্জনক [redacted]
এই খোদাই করা সিম্বলিয়নের পাঠোদ্ধার [redacted]

ত্রিস বুঝতে পারে না এই ডেকুমেন্টটা কি বোঝাতে চাইছে। *আর ঘোড়ার ডিমের "সিম্বলন" মানে কি?*

ক্যাথরিন আগ্রহের সাথে স্ক্রিনের কাছে এগিয়ে আসে। "এই ডকুমেন্টটা কোথা থেকে এসেছে? কে লিখেছে এটা?"

ত্রিস ততক্ষণে সেটা বের করার কাজ শুরু করে দিয়েছে। "আমাকে একটু সময় দাও। আমি দাবড়ে সোর্স বের করা যায় কিনা দেখছি?"

"আমি জানতে চাই কে লিখেছে এটা," ক্যাথরিন নিজের কথা পুনরাবৃত্তি করে, তার কণ্ঠস্বরে আবেগ স্পষ্ট বোঝা যায়। "আমি *বাকীটা* দেখতে চাই।"

"আমি চেষ্টা করছি," ত্রিস বলে, যদিও ক্যাথরিনের কণ্ঠের তীক্ষ্ণতায় সে রীতিমত চমকে উঠেছে।

অবাক করার মত ব্যাপার হল, ফাইলটার লোকেশন চিরাচরিত ওয়েব ঠিকানা প্রকাশ না করে কেবল সংখ্যাবাচক ইন্টারনেট প্রটোকল ঠিকানা দেখায়। "আমি আইপি আনমাস্ক করতে পারব না," ত্রিস বলে। "ডোমেইন নাম আসছে না। দাড়াও।" সে তার টার্মিনাল উইনডো বড় করে। "আমি দেখি ট্রেসরুট রান করে দেখি।"

ত্রিস পরপর কমাণ্ড টাইপ করে যায় তার কন্ট্রোল রুমের মেশিন আর এই ডকুমেন্টটা যে মেশিনে স্টোর করা আছে তার ভিতরে বিদ্যমান সবগুলো "হপস" পিঙ করতে।

"ট্রেসিং হচ্ছে," কমাণ্ড এক্সিকিউটের কি চাপ দিয়ে সে বলে।

ট্রেসাররুটস অসম্ভব দ্রুতগতি সম্পন্ন এবং প্রায় সাথে সাথে প্লাজমা ওয়ালে নেটওয়ার্ক ডিভাইসের একটা লম্বা তালিকা ভেসে উঠে। ত্রিস স্ক্যান ডাইন করে. .আরও নীচে. . .রাউটার আর সুইচের পাথের ভিতর দিয়ে এগিয়ে যায় যা তার মেশিনকে সংযোগ করেছে. . .

*কি হল ব্যাপারটা?* ডকুমেন্টের সার্ভারে পৌছাবার আগেই তার ট্রেসার থেমে যায়। কোন অজানা কারণে, তার পিঙ, কোন একটা নেটওয়ার্কে হিট করে বাউন্স ব্যাক করার বদলে সেটা তাকে বেমালুম হজম করে ফেলে। "মনে হচ্ছে আমার ট্রেসরুট আটকে দেয়া হয়েছে," ত্রিস বলে। *এটা কি আদৌ সম্ভব?*

"আবার রান করে দেখো?"

ত্রিস আরেকটা ট্রেসাররুট শুরু করে এবং এবারও একই ফলাফল আসে। "নোউপ। কানা গলি। মনে হচ্ছে ডকুমেন্টটা এমন একটা সার্ভারে রয়েছে যেটাকে ট্রেস করা সম্ভব না।" কানা গলির আগের শেষ কয়েকটা হপসের দিকে তাকিয়ে থাকে। "আমি, অবশ্য তোমাকে বলতে পারি, যে এটা ডি.সি'র আশেপাশে কোথাও অবস্থিত।"

"তুমি ঠাট্টা করছো।"

"অবাক হবার কিছু নেই," ত্রিস বলে। "এইসব স্পাইডার ভৌগলিক অবস্থান অনুসারে বৃত্তাকারে ছড়ায়, যার মানে প্রথম ফলগুলো সবসময়েই স্থানীয় হবে। তাছাড়া, তোমার একটা সার্চ স্ট্রিঙ ছিল 'ওয়াশিংটন ডি.সি'।"

BanglaBook.org

"এবার একটা 'কে হতে পারে' সার্চ দিলে কেমন হয়?"ক্যাথরিন সাথে সাথে বলে উঠে। "তাহলে কি আমরা এই ডোমেইনটা কার সেটা জানতে পারব না?"

*একটু নিঃসঙ্গ, তবে আইডিয়া খারাপ না।* ত্রিস নেভিগেট করে "হু ইজ" ডাটাবেসে আসে এবং আইপি'র জন্য সার্চ রান করায়, আশা করে আসল ডোমেইন নামের সাথে দুর্বোধ্য সংখ্যা মিলে যাবে। তার হতাশা ছাপিয়ে এবার কৌতূহল বাড়তে শুরু করে। *এই ডকুমেন্টটা কার কাছে আছে?* "হু ইজ"এর ফলাফল দ্রুত ভেসে উঠে, কোন ম্যাচ দেখায় না এবং ত্রিস হাত উপরে তুলে পরাজয় মেনে নেয়। "ব্যাপার দেখে মনে হচ্ছে এই আইপি ঠিকানার কোন অস্তিত্বই নেই। আমি এর সম্পর্কে কোন তথ্য বের করতে পারলাম না।"

"আইপি'টার অস্তিত্ব নিশ্চয়ই আছে। সেখানে অবস্থিত একটা ডকুমেন্ট আমরা এখনই সার্চ করেছি!"

*সত্যি।* আপাত দৃষ্টিতে দেখা যাচ্ছে যার কাছে এই ডকুমেন্টটা আছে সে নিজের পরিচয় কাউকে জানাতে রাজি নয়। "আমি বুঝতে পারছি না তোমাকে কি বলা উচিত। সিস্টেম ট্রেস করাতে আমি খুব একটা পারদর্শী না এবং তুমি যদি হ্যাকিং-এ দক্ষ কাউকে ডেকে না আন, আমার দৌড় এ পর্যন্তই।"

"তুমি এমন কাউকে চেনো?"

ত্রিস ঘাড় ঘুড়িয়ে তার বসের দিকে তাকায়। "ক্যাথরিন আমি ঠাট্টা করছিলাম। কাজটা খুব একটা ভাল হবে না।"

"কিন্তু কাজটা করা সম্ভব?" সে তার ঘড়ি দেখে।

"উম, হ্যাঁ. .সবসময়ে। টেকনিক্যালি কাজটা খুব সোজা।"

"তুমি কাকে চেনো?"

"হ্যাঁকারস?" ত্রিস নার্ভাসভাবে হাসে। "ধর আমার পুরানো কাজের অর্ধেক লোক।"

"বিশ্বস্ত কেউ আছে?"

*সে কি সিরিয়াস?* ত্রিস দেখতে পায় ক্যাথরিন ডেড সিরিয়াস। "হ্যাঁ, হ্যাঁ," সে দ্রুত বলে। "আমি একজনকে চিনি যাকে আমরা ডাকতে পারি। সে আমাদের সিস্টেম সিকিউরিটি বিশেষজ্ঞ ছিল– ভয়াবহ কম্পিউটার গিক। সে আমার সাথে ডেট করতে আগ্রহী ছিল, ব্যাপারটা বিরক্তিকর ছিল, কিন্তু ভাল লোক আর আমি তাকে বিশ্বাস করি। সে ফ্রিলান্স কাজও করে।"

"সে কি ব্যাপারটা গোপন রাখতে পারবে?"

"সে একজন হ্যাঁকার। অবশ্যই সে গোপনীয়তা বজায় রাখবে। সেটাই তার কাজ। কিন্তু একটা কথা হাজার ডলারের নীচে সে তার একটা আঙ্গুলও নাড়াবে না–"

"ডাক তাকে। টাকা দ্বিগুন করে বল দ্রুত কাজটা করতে হবে।"

BanglaBook.org

ত্রিস বুঝতে পারে না কোন বিষয়টা তাকে অস্বস্তিতে ফেলেছে-ক্যাথরিন সলোমনকে হ্যাকারের সাথে পরিচয় করিয়ে দেয়া. . .নাকি লোকটা ডাকতে যে আজও বিশ্বাস করতে পারে না লালচুলের বেঁটে, মোটা মেটাসিস্টেম এ্যানালিস্ট তার রোমান্টিক অভিপ্রায় নাকচ করতে পারে। "তুমি নিশ্চিত এ বিষয়ে?"

"লাইব্রেরীর ফোনটা ব্যবহার কর," ক্যাথরিন বলে। "ওটার নাম্বার ব্লকড। আর অবশ্যই আমার নাম ব্যবহার করবে না।"

"ঠিক আছে।" সে দরজা লক্ষ্য করে হাঁটা দেয় কিন্তু ক্যাথরিনের আইফোন গুঞ্জন করে উঠতে দাঁড়িয়ে পড়ে। ভাগ্য সহায় হলে, ইনকামিং টেক্সট ম্যাসেজের তথ্য হয়ত ত্রিসকে বিরক্তিকর কাজ করা থেকে রেহাই দেবে। ক্যাথরিন তার ল্যাব কোটের পকেট হাতড়ে আইফোন বের করে স্ক্রিনে চোখ রাখা পর্যন্ত সে অপেক্ষা করে।

আইফোনের স্ক্রিনের নামটা দেখে ক্যাথরিন হাফ ছেড়ে বাঁচে।

*অবশেষে।*

**পিটার সলোমন**

"আমার ভাইয়ের কাছ থেকে একটা টেক্সট ম্যাসেজ," ত্রিশের দিকে তাকিয়ে সে বলে।

ত্রিসকে আশাবাদী দেখায়। "হ্যাকারকে ডাকবার আগে. . .আমরা হয়ত তাকে এসব বিষয়ে জিজ্ঞেস করতে পারব?"

ক্যাথরিন প্লাজমা দেয়ালে ভেসে থাকা সম্পাদিত ডকুমেন্টটার দিকে তাকায় এবং ড.অ্যাবাড্ডনের কণ্ঠস্বর শুনতে পায়। *ডি.সিতে যেটা লুকান রয়েছে বলে তোমার ভাই বিশ্বাস করে. . .সেটা খুঁজে বের করা সম্ভব।* কি বিশ্বাস করা উচিত ক্যাথরিনের সে বোধটাই গুলিয়ে গেছে এবং এই ডকুমেন্টটায় সেই সুদূর প্রসারী ধারণা সম্পর্কে তথ্য উপস্থাপন করেছে যার বিষয়ে তার ভাই আসক্তি দৃষ্টিতে আচ্ছন্ন হয়ে আছে।

ক্যাথরিন তার মাথা নাড়ে। "আমি জানতে চাই কে এটা লিখেছে এবং সেটা কোথায় অবস্থিত। ফোন কর।"

ভ্রু কুচকে ত্রিস দরজার দিকে হাঁটা দেয়।

তার ভাই ড.অ্যাবাড্ডনকে যা বলেছে তার রহস্য এই ডকুমেন্টটা ব্যাখ্যা করতে পারে বা না পারে, আজ অন্তত *একটা* রহস্যের সমাধান হয়েছে। তার ভাই অবশেষে ক্যাথরিনের দেয়া আইফোনের টেক্সট-ম্যাসেজিং ফিচার ব্যবহার করতে শিখেছে।

"আর মিডিয়াকে খবর দাও," ত্রিসকে পেছন থেকে ক্যাথরিন বলে। "মহান পিটার সলোমন এইমাত্র তার প্রথম টেক্সট ম্যাসেজ পাঠিয়েছে।"

BanglaBook.org

---

এসএমএসসি'র উল্টোদিকে একটা স্ট্রিপ-মল পার্কিং লটে, মাল'আখ তার লিমোর পাশে দাঁড়িয়ে, হাতপায়ের জড়তা কাটায় আর ফোন কলটার জন্য অপেক্ষা করে যা সে জানে আসবেই। বৃষ্টি পড়া বন্ধ হয়েছে এবং মেঘের আড়াল থেকে শীতের চাঁদ উঁকি দেয়। এই একই চাঁদ তিন মাস আগে তার দীক্ষার সময়ে দি হাউজ অব দি টেম্পলের কাঁচের শার্সির ভিতর দিয়ে মাল'আখকে আলোকিত করেছিল।

*আজ রাতে পৃথিবী অন্যরকম দেখাচ্ছে।*

সে যখন অপেক্ষা করছে তখন তার পাকস্থলী আবার প্রতিবাদ জানায়। তার দুই-দিনব্যাপী উপোস, যদিও অস্বস্তিকর, তার প্রস্তুতির জন্য এটা গুরুত্বপূর্ণ। প্রাচীন রীতিই এমন। সময় হয়ে এসেছে সব ধরণের শারীরিক অস্বস্তি গুরুত্ব হারাবে।

রাতের শীতল বাতাসে দাঁড়িয়ে থাকার সময়ে মাল'আখ দেখে অনেকটা বক্রাঘাতপূর্বক *ভাগ্য* তাকে সরাসরি একটা ক্ষুদ্র চার্চের সামনে এনে দাঁড় করিয়েছে, সে মুচকি হাসে। এখানে স্টার্লিং ডেন্টাল আর একটা মিনিমার্টের মাঝে একটা গির্জা অবস্থিত।

*লর্ডস হাউস অব গ্লোরী।*

মাল'আখ জানালার দিকে তাকায়, যেখানে চার্চের মতবাদগত বক্তব্য খানিকটা চোখে পড়ে: **আমরা বিশ্বাস করি যে পবিত্র সত্তা জেসাস ক্রাইস্টে জন্ম দিয়েছিলেন এবং কুমারী মেরীর গর্ভে তিনি জাত এবং সত্যিকারের মানুষ আর ঈশ্বর উভয়ই ছিলেন।**

মাল'আখ হাসে। *হ্যাঁ, জেসাস আসলেই দুটোই-মানুষ এবং ঈশ্বর- কিন্তু কুমারী মাতার গর্ভে জন্ম দেবত্ব লাভের পূর্বশর্ত নয়। ব্যাপারটা এভাবে ঘটে না।*

রাতের বাতাসের স্তব্ধতা একটা সেলফোনের বেজে উঠার শব্দে খানখান হয়ে, তার নাড়ীর গতি বাড়িয়ে দেয়। যে ফোনটা এখন বাজছে সেটা মাল'আখের *নিজের*- গতকাল কেনা একটা সস্তা ব্যবহারের পরে ফেলে দেয়ার মত একটা সেলফোন। কলার আইডি দেখে বোঝা যায় এই ফোনটার জন্যই সে অপেক্ষা করছিল।

*একটা স্থানীয় কল*, সিলভার হিল রোডের উল্টোদিকে গাছের মাথার উপরে চাঁদের মৃদু আলোয় উঁচুনীচু ছাদের রেখার দিকে তাকিয়ে, মাল'আখ ভাবে। বুড়ো আঙুল আর তর্জনীর সাহায্যে টুসকি দিয়ে মাল'আখ ফোনটা খুলে।

"ড.অ্যাবাড্ডন বলছি," গলার কণ্ঠ গাঢ় করে সে বলে।

"ক্যাথরিন বলছি," ওপাশ থেকে মহিলা কণ্ঠ ভেসে আসে। "অবশেষে ভাইয়ের কাছ থেকে ম্যাসেজ পেয়েছি।"

"ওহ, যাক চিন্তা মুক্ত হলাম। কেমন আছে সে?"

BanglaBook.org

"এই মুহূর্তে সে আমার ল্যাবের উদ্দেশ্যে রওয়ানা দিয়েছে," ক্যাথরিন জানায়। "বস্তুত পক্ষে সে আপনাকেও আসবার পরামর্শ দিয়েছে।"

"আমি দু:খিত," মাল'আখ ইতস্তত করার ভান করে। "আপনার. .ল্যাবে?"

"সে নিশ্চয়ই আপনাকে ভীষণ বিশ্বাস করে। সে আগে কখনও কাউকে এখানে আসবার আমন্ত্রণ জানায়নি।"

"আমার মনে হয় সে ভেবেছে একবার আসলে আমাদের আলোচনায় বোধহয় সাহায্য হবে, কিন্তু আমার কাছে ব্যাপারটা অনাহূত প্রবেশের মত মনে হচ্ছে।"

"আমার ভাই যদি বলে তোমাকে স্বাগতম, তাইলে তোমাকে স্বাগতম। আর তাছাড়া সে বলেছে তোমাদের বলার মত অনেক কথা জমা হয়েছে আর কি হচ্ছে সেটার মূল পর্যন্ত জানতে আমার ভালই লাগবে।"

"বেশ তাহলে কি আর করা যাবে। আপনাদের এই ল্যাবটা *ঠিক কোথায়* অবস্থিত?"

"স্মিথসোনিয়ান মিউজিয়াম সাপোর্ট সেন্টারে। আপনি জানেন সেটা কোথায়?"

"না," কমপ্লেক্সটার পার্কিং লটের দিকে তাকিয়ে থেকে, মাল'আখ অবলীলাক্রমে বলে। "আমি আসলে এই মুহূর্তে গাড়িতে আছি আর এটাতে একটা গাইডেন্স সিস্টেম রয়েছে। ঠিকানাটা কি?"

"বিয়াল্লিশ-দুই- দশ সিলভার হিল রোড।"

"ঠিক আছে, একটু অপেক্ষা করেন। আমি টাইপ করে নেই।" মাল'আখ দশ সেকেণ্ড অপেক্ষা করে তারপরে বলে, "আহ্ সুসংবাদ, মনে হচ্ছে আমি যতটা মনে করেছিলাম তারচেয়ে কাছেই আছি। জিপিএস বলছে আমি দশ মিনিটের দূরত্বে অবস্থান করছি।"

"দারুণ। আমি সিকিউরিটিকে বলছি যে আপনি আসছেন।"

"ধন্যবাদ।"

"শীঘ্রই আপনার সাথে দেখা হচ্ছে বলে আশা করছি।"

সস্তা ফোনটা পকেটস্থ করে মাল'আখ এসএমএসসি'র দিকে তাকায়। *আমি কি হ্যাংলার মত আমন্ত্রণ নিলাম?* হেসে উঠে, সে পিটার সলোমনের আইফোনটা বের করে এবং কয়েক মিনিট আগে ক্যাথরিনকে পাঠানো মেসেজটা আবার দেখে।

*তোমার মেসেজ পেয়েছি। সব ঠিক আছে। সারাদিন ব্যস্ত ছিলাম। ড.অ্যাবাডনের সাথে দেখা করার কথা ভুলে গিয়েছিলাম। তাকে আগে থেকে জানাতে ভুলে গিয়েছিলাম বলে দু:খিত। লম্বা ঘটনা। আমি ল্যাবে আসছি। যদি সম্ভব হয় তো ড.অ্যাবাডনকে আমাদের সাথে যোগ দিতে অনুরোধ কর। আমি তাকে পুরোপুরি বিশ্বাস করি এবং, তোমাদের দু'জনের সাথে অনেক কথা আছে।– পিটার*

BanglaBook.org

বিস্মিত হবার কিছু নেই, ক্যাথরিনের কাছ থেকে একটা ইনকামিং মেসেজ পিটারের আইফোনে নিজের অস্তিত্ব জানান দেয়।

*পিটার মেসেজ করতে শিখেছো বলে শুভেচ্ছা রইল! তুমি ভাল আছ শুনে স্বস্তি পেলাম। ড.অ্যাবা'র সাথে কথা হয়েছে আর সে ল্যাবে আসছে। শীঘ্রই তোমার সাথে দেখা হবে বলে আশা করছি!– ক্যাথরিন*

সলোমনের আইফোনটা মুঠোয় নিয়ে মাল'আখ তার লিমোজিনের পাশে উবু হয়ে বসে পেভমেন্ট আর সামনের চাকার মাঝে সেটাকে নিখুঁত করে স্থাপন করে। ফোনটা মাল'আখকের ভালই কাজে এসেছে. কিন্তু এখন সময় হয়েছে বেমালুম গায়েব হবার। সে চালকের আসনে বসে, গাড়িটা সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যায় যতক্ষণ না আইফোনটা গুড়িয়ে যাবার একটা তীক্ষ্ণ শব্দ নীচ থেকে ভেসে আসে।

মাল'আখ গাড়িটা পুনরায় পার্ক করে এবং দূরের এসএমএসসি'র আবছা অবয়বের দিকে তাকিয়ে থাকে। *দশ মিনিট।* প্রায় ত্রিস মিলিয়ন গুপ্তধনে সমৃদ্ধ পিটার সলোমনের বিশাল ওয়্যারহাউজ, কিন্তু মাল'আখ আজ এখানে এসেছে তার ভিতরে কেবল দুটোকে ধ্বংস করতে।

ক্যাথরিন সলোমনের পুরো গবেষণা।

এবং খোদ ক্যাথরিন সলোমনকে।

# ২৬
# অধ্যায়

"প্রফেসর ল্যাংডন," সাটো বলে। "আপনাকে দেখে মনে হচ্ছে ভূত দেখেছেন। আপনি সুস্থ আছেনতো?"

ল্যাংডন তার ডেব্যাগটা কাঁধের উপরে উঁচু করে ধরে এবং তার উপরের ফ্ল্যাপটা খুলে ভেতরে হাত দেয়, যেন এভাবেই সে তার বহন করে আনা বর্গাকার প্যাকেটটা ভালমত লুকিয়ে রাখতে পারবে। সে বুঝতে পারে তার মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেছে। "আমি. .আমি আসলে পিটারকে নিয়ে উদ্বিগ্ন বোধ করছি।"

সাটো মাথা কাত করে আড় চোখে তার দিকে তাকায়।

সলোমন বিশ্বাস করে তাকে যে প্যাকেজটা রাখতে দিয়েছিল আজ রাতে সাটোর সংশ্লিষ্টতার সাথে এটা জড়িত থাকতে পারে মনে করেই ল্যাংডনের ভিতরে একটা সতর্কতাবোধ কাজ করতে শুরু করে। পিটার ল্যাংডনকে সতর্ক

BanglaBook.org

করে দিয়েছিল: *শক্তিশালী লোকেরা এটা চুরি করতে চায়। ভুল লোকের হাতে পড়লে এটা মারাত্মক দুর্যোগ ডেকে আনবে।* ল্যাংডন বুঝতে পারে না একটা তালিসমান রয়েছে এমন একটা ছোট বাক্স সিআইএ কেন কুক্ষিগত করতে চাইবে. . .বা সেই তালিসমানটাই কি হতে পারে। *Ordo ab chao?*

সাটো সামনে এগিয়ে আসে, তার কালো চোখে প্রশ্ন ফুটে উঠেছে। "আমার মনে হচ্ছে তুমি কিছু একটা এইমাত্র বুঝতে পেরেছো?"

ল্যাংডন টের পায় সে ভেতরে ভেতরে ঘামতে শুরু করেছে। "না, ঠিক তা নয়।"

"তোমার মনে কি ঘুরছে?"

"আমি কেবল. . ." ল্যাংডন ইতস্তত করে, বুঝতে পারে না তার কি বলা উচিত। তার ব্যাগের ভিতরে থাকা ছোট প্যাকেটটার কথা স্বীকার করার কোন ইচ্ছা তার নেই, এবং সাটো যদি তাকে সিআইএ সদর দপ্তরে নিয়ে যায় তবে পথে নিশ্চিতভাবেই তার ব্যাগে তল্লাশি চালান হবে। "আসলে. . ." সে কথা প্রসঙ্গে বলছে এমন কণ্ঠে বলে, "পিটারের হাতের উল্কি সম্বন্ধে আমার মাথায় আরেকটা ধারণা এসেছে।"

সাটোর অভিব্যক্তি থেকে কিছুই বোঝা যায় না। "হ্যাঁ?" সে এবার এণ্ডারসনের দিকে তাকিয়ে রয়েছে, যে এই মাত্র সদ্য এসে পৌঁছান ফরেনসিক দলকে নিয়ে এগিয়ে আসছে।

ল্যাংডন ঢোক গিলে কাটা হাতটার পাশে উবু হয়ে বসে, মনে মনে চিন্তার ঝড় তুলে দিয়ে ভাবতে চেষ্টা করে এবার নতুন কি গল্প তাদের বলবে। *রবার্ট তুমি একজন শিক্ষক– প্রত্যুৎপন্নতা কাজে লাগাও!* সে সাতটা খুদে প্রতিকের দিকে শেষ বারের মত তাকায়, কোন ধরণের প্রেরণার আশায়।

# IIIX885

*কিছু না। একেবারে সাদা পাতা।*

তার মনে রক্ষিত প্রতীকের বিশ্বকোষের স্মৃতির মাঝে ল্যাংডন হাতড়াতে থাকে, সে কেবল একটা উপায়ই খুঁজে পায় বলার মত। বিষয়টা তার প্রথমে একবার মনে হয়েছিল, কিন্তু মনে হয়েছিল কাজ হবে না। কিন্তু এই মুহূর্তে যে করেই হোক তার সময় কেনা নিয়ে কথা।

"বেশ," সে শুরু করে, "একজন সিম্বলোজিস্টের কাছে সে সিম্বল বা কোডের পাঠোদ্ধারে ভুল পথে চালিত হচ্ছে সেটা বোঝার প্রথম সংকেত যখন সে কয়েকটা সিম্বলিক ভাষা ব্যবহার করে প্রতীকের মর্মোদ্ধার করতে প্রয়াস নেয়। উদাহরণ স্বরূপ, আমি যখন বলেছিলাম এটা রোমান আর আরবী, সেটা ছিল অনেকটা নবীসের মত বিশ্লেষণ কারণ আমি একের অধিক সিম্বলিক পদ্ধতি ব্যবহার করেছিলাম। রোমান আর রুনিকের ক্ষেত্রেই একই কথা খাটে।"

BanglaBook.org

সাটো হাত ভাঁজ করে ভ্রু কুচকে তাকিয়ে থাকে যেন বলে, "চালিয়ে যাও।"

"সাধারণত, যোগাযোগ একটা ভাষা ব্যবহার করে করা হয়, একাধিক ভাষা ব্যবহৃত হয় না, আর তাই একজন সিম্বলজিস্টের প্রথম কাজই হল *একটা* সুষম সিম্বলিক সিস্টেম খুঁজে বের করা যা পুরো ভাষ্যে আরোপ করা যাবে।"

"আর তুমি এখন এখানে একটা ভাষা খুঁজে পেয়েছো?"

"বেশ, হ্যাঁ. . এবং না।" অ্যাম্বিগ্রামের ঘূর্ণায়মান সমতা সম্পর্কে ল্যাংডনের পূর্ব অভিজ্ঞতা তাকে শিখিয়েছে যে কখনও কখনও একাধিক কোণ থেকে সিম্বল তার অর্থ পরিগ্রহ করতে পারে। আর এই ক্ষেত্রে তার মনে হয়েছে সাতটা খুদে প্রতীককে একই ভাষায় আপতিত করার আসলেই একটা উপায় রয়েছে। "আমরা যদি কব্জিটা সামান্য নাড়াই তবে ভাষাটা সঙ্গতিপূর্ন হতে পারে।" আতঙ্কিত করার মত বিষয় হল, ল্যাংডন এখন যে কাজটা করতে চলেছে পিটারের বন্দিকর্তা ইতিমধ্যেই প্রাচীন হার্মেটিক পরিভাষায় তার সাথে কথা বলার সময়ে পরামর্শ দিয়েছিল। *যতটা উপরে ততটাই নীচে।*

পিটারের হাত কাঠের যে ভিত্তিটার উপরে স্থাপিত সেটা স্পর্শ করার সময়ে ল্যাংডন তার ঘাড়ে একটা শিরশিরে অনুভূতি টের পায়। ধীরে ধীরে, সে ভিত্তিটা উল্টো করে ফলে পিটারের খুলে থাকা আঙ্গুলগুলো এখন নীচের দিক নির্দেশ করছে।

তালুর প্রতীকগুলো নিমেষে নিজেদের বদলে ফেলে।

# 588XIII

"এই কোণ থেকে," ল্যাংডন বলে, "X-I-I-I একটা অর্থবিশিষ্ট রোমান সংখ্যায় পরিণত হয়েছে– তের। তারচেয়েও বড় কথা, বাকী প্রতীকগুলোকে রোমান বর্ণমালা ব্যবহার করে পাঠোদ্ধার করা যায়– SBB." ল্যাংডন ভেবেছিল তার পাঠোদ্ধার ভাবলেশহীন কাঁধ ঝাকানির জন্ম দেবে, কিন্তু এণ্ডারসনের অভিব্যক্তি সাথে সাথে বদলে যায়।

"এসবিবি?" চীফ তীক্ষ্ণ কণ্ঠে জানতে চায়।

সাটো এবার এণ্ডারসনের দিকে তাকায়। "আমার যদি ভুল না হয়ে থাকে তবে ক্যাপিটল ভবনে এটা একটা পরিচিত সংখ্যাবাচক সিস্টেম।"

এনডারসনকে ফ্যাকাশে দেখায়। "ঠিক তাই।"

সাটো ক্রুর হাসি হেসে এণ্ডারসনের উদ্দেশ্যে মাথা নাড়ে। "চীফ, আমার সাথে একটু চলেন, আপনার সাথে একান্তে কিছু কথা আছে।"

ডিরেকটর সাটো এনডারসনকে শ্রবণসীমার বাইরে নিয়ে গেলে, ল্যাংডন ভূতগ্রস্থ লোকের মত একলা দাঁড়িয়ে থাকে। *এ কোন মুসিবতের ভিতরে এসে পড়লাম, হচ্ছেটা কি? আর এসবিবি ১৩ এর মানেটাই বা কি?*

BanglaBook.org

চীফ এনডারসন ভাবে আজ রাতটা আর কি কি খেল দেখাতে পারে। *হাতটা বলছে এসবিবি ১৩?* সে বেকুব হয়ে যায় যে বাইরের কেউ এসবিবি'র কথা জানে. এসবিবি ১৩এর কথা না বাদই দেয়া গেল। পিটার সলোমনের তর্জনী, তাদের প্রথমে যেমন মনে হয়েছিল উপরের দিকে, সেদিকে না. বরং ঠিক তার উল্টো দিকে নির্দেশ করছে।

টমাস জেফারসনের ব্রোঞ্জের মূর্তির কাছে একটা নিভৃত কোণে সাটো এনডারসনকে নিয়ে আসে। "চীফ," সে বলে, "আমার বিশ্বাস এসবিবি ১৩ ঠিক কোথায় অবস্থিত সেটা তুমি জানো?"

"অবশ্যই।"

"তুমি কি জান ভেতরে কি আছে?"

"না, না দেখে বলা সম্ভব না। বহু দশক ধরে এলাকাটা ব্যবহৃত হয় না।"

"বেশ, তুমি সেটা তাহলে খুলছো আজরাতে।"

নিজের ভবনে তাকে কি করতে হবে সেটা অন্য কেউ বলে দেয়াতে এনডারসনকে স্পষ্টতই অসন্তুষ্ট দেখায়। "ম্যা'ম, সেটা সমস্যাসঙ্কুল হতে পারে। আমাকে প্রথমে অ্যাসাইনমেন্ট রোস্টার দেখতে হবে। আপনি হয়ত জানেন, নীচের লেভেলের বেশিরভাগই প্রাইভেট অফিস বা গুদামঘর, আর সিকিউরিটি প্রটোকল প্রাইভেট স্থাপণার-"

"এসবিবি ১৩ তুমি আমার জন্য খুলে দিবে," সাটো বলে। "বা আমি ওএসকে খবর দেব তারা একটা দল পাঠাবে হাতুড়ি শাবল দিয়ে।"

এনডারসন অনেকক্ষণ তার দিকে তাকিয়ে থাকে এবং তারপরে রেডিও বের করে ঠোঁটের কাছে নিয়ে আসে। "এনডারসন বলছি। এসবিবি ১৩ খোলার জন্য আমার সাহায্য প্রয়োজন। পাঁচ মিনিটের ভিতরে সেখানে কেউ আমার সাথে দেখা কর।"

রেডিওতে যে কণ্ঠটা ভেসে আসে সেটা স্পষ্টতই বিভ্রান্ত। "চীফ, আরেকবার নিশ্চিত করবেন, আপনি এসবিবি বলেছেন?"

"ঠিক তাই। এসবিবি। দ্রুত সেখানে কাউকে পাঠাও। এবং আমাদের ফ্লাশলাইট লাগবে।"

সে তার রেডিও বন্ধ করে বেল্টে গুঁজে রাখে। সাটো তার কাছে এসে আর নীচু কণ্ঠে কথা বললে এণ্ডারসনের হৃৎপিণ্ড পাগলা ঘোড়ার মত দৌড়াতে শুরু করে।

"চীফ, সময় বড় কম," সে ফিসফিস করে বলে, "আর আমি চাই আপনি আমাদের নীচে এসবিবি ১৩ তে যতদ্রুত সম্ভব নিয়ে চলেন।"

"হ্যাঁ, ম্যা'ম।"

"আমি আপনার কাছে আরেকটা জিনিস চাই।"

BanglaBook.org

*তালা ভাঙা আর অনধিকার প্রবেশ ছাড়া আরও কিছু?* এণ্ডারসনের প্রতিবাদ করার মত শক্তি আর অবশিষ্ট নেই, এবং তারপরেও সে এটা ঠিকই খেয়াল করেছে পিটারের হাত রোটানডায় খুঁজে পাবার কয়েক মিনিটের ভিতরে ডিরেকটর সাটো এসে হাজির হয়েছে এবং এখন সে উদ্ভূত পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে ইউ.এস ক্যাপিটলের প্রাইভেট সেকশনে প্রবেশ করতে চাইছে। আজরাতের সব ঘটনার চেয়ে সে এগিয়ে আছে আসলে ঠিক এগিয়ে না মনে হচ্ছে সেই সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করছে।

সে ঘরের অন্যপ্রান্তে দাঁড়িয়ে থাকা প্রফেসরকে দেখায়। "ল্যাংডনের কাঁধের ঐ ডাফল ব্যাগটা?"

এনডারসন সেদিকে তাকায়। "ওটা আবার কি করলো?"

"আমি ধরে নিচ্ছি তোমার স্টাফরা ল্যাংডন ভিতরে ঢোকার সময়ে ঐ ব্যাগটা এক্স-রে করেছিল?"

"অবশ্যই। সব ব্যাগই এক্স-রে করা হয়।"

"আমি সেই এক্স-রেটা দেখতে চাই। আমি জানতে চাই ঐ ব্যাগটায় কি আছে।"

সারা সন্ধ্যা ল্যাংডনের কাঁধে থাকা ব্যাগটার দিকে এনডারসন তাকায়। "কিন্তু. . .তাকে জিজ্ঞেস করলেই ব্যাপারটা অনেক সহজ হয় না?"

"আমার অনুরোধের কোন অংশটা বুঝতে অসুবিধা হয়েছে?"

এনডারসন আবার তার রেডিও বের করে সাটোর অনুরোধটা পুনরাবৃত্তি করে। সাটো তাকে নিজের ব্ল্যাকবেরীর ঠিকানা দেয় এবং অনুরোধ করে যে তার দল এক্স-রেটা সনাক্ত করা মাত্র সেটা তাকে ই-মেইল করে দেবে। অনিচ্ছা সত্ত্বেও এনডারসন তার কথামত কাজ করে।

ফরেনসিক দল এবার কাটা হাতটা ক্যাপিটল পুলিশের জন্য সংরক্ষণ করতে শুরু করেছে কিন্তু সাটো ল্যাঙ্গলিতে তার সহকর্মীদের কাছে সেটা সরাসরি পৌছে দিতে বলে। এবার আর এণ্ডারসনের প্রতিবাদ করতেও ইচ্ছা করে না। একটা ক্ষুদে জাপানীজ স্টিমরোলার তাকে ছিবড়ে দিয়েছে।

"এবং আমি ঐ আংটিটা চাই," সাটো ফরেনসিক দলকে বলে।

দল প্রধানকে দেখে মনে হয় সে প্রশ্ন করবে কিন্তু কি মনে হতে সে চুপ করে থাকাই শ্রেয় মনে করে। পিটারের আঙ্গুল থেকে সে আংটিটা খুলে এবং সেটা একটা পরিষ্কার নমুনা সংগ্রহের প্যাকেটে রেখে, সাটোকে দেয়। প্যাকেটটা নিজের জ্যাকেট পকেটে রেখে সে ল্যাংডনের দিকে তাকায়।

"প্রফেসর, আমরা যাচ্ছি। নিজের জিনিসপত্র নিয়ে এসো।"

"আমরা কোথায় যাচ্ছি?" ল্যাংডন জানতে চায়।

"মি.এনডারসনকে কেবল অনুসরণ কর।"

*হ্যাঁ,* এনডারসন ভাবে, *এবং আমাকে খুব কাছ থেকে অনুসরণ কর।* ক্যাপিটলের এসবিবি অংশটা খুব কমই ব্যবহৃত হয়। এখানে আসতে হলে,

BanglaBook.org

ভূগর্ভস্থ ক্রিপ্টের নীচে প্রোথিত আঁটসাঁট গলিপথ আর ক্ষুদে কামরার একটা গোলকধাঁধা অতিক্রম করতে হয়। অব্রাহাম লিঙ্কনের ছোট ছেলে, ট্যাড একবার এখানে পথ হারিয়ে প্রায় মরতে বসেছিল। এগুারসনের মনে হতে শুরু করে সাটো যদি পারে তবে রবার্ট ল্যাংডনেরও একই হাল হবে।

# ২৭ অধ্যায়

সিস্টেম সিকিউরিটি এনালিস্ট মার্ক জ্যুবিয়ানিস সবসময়ে নিজের একসাথে একাধিক কাজ করার ক্ষমতা নিয়ে গর্ব বোধ করে। এই মুহূর্তে সে তার ফুটনের সামনে বসে রয়েছে, সামনে রাখা একটা টিভি রিমোট, একটা কর্ডলেস ফোন, একটা ল্যাপটপ, একটা পিডিএ, একটা বিশাল পাত্র ভর্তি পাইরেটস বুটি। মিউট করা রেডস্কীনের খেলার দিকে এক চোখ অন্য চোখ নিজের ল্যাপটপে রেখে জ্যুবিয়ানিস তার ব্লুটুথে এমন এক মহিলার সাথে কথা বলছে যার সাথে গত এক বছর তার আলাপ হয়নি।

*প্লে-অফ খেলার রাতে ত্রিস ডান ছাড়া আর কে ফোন করার কথা চিন্তা করবে।*

আরো একবার নিজের সামাজিকতা পরোয়া না করার মনোবৃত্তির পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে তার প্রাক্তন সহকর্মী রেডস্কীনের খেলার সময়েই তার সাথে আলাপ করতে আর একটা সাহায্যের জন্য সে ফোন করেছে। পুরানো দিনের স্মৃতির রোমন্থন করে এবং তার রসিকতা সে কেমন মিস করে বলে ত্রিস সরাসরি কাজের কথায় আসেঃ সে একটা হিডেন আইপি এ্যাড্রেস আনমাস্ক করতে চাইছে, ডি.সির কোন সুরক্ষিত সার্ভারে যা সম্ভবত আছে। সার্ভারে একটা ছোট টেক্সট ডকুমেন্ট আছে আর সে সেটা দেখতে চায়. বা নিদেন পক্ষে ডকুমেন্টটা কার হতে পারে সে বিষয়ে কোন তথ্য।

*ঠিক লোক, কিন্তু সময়টা বেয়াড়া* সে তাকে বলে। ত্রিস তখন তার উদ্দেশ্যে নিজের শ্রেষ্ঠ ছেলেভুলান উক্তি বর্ষণ শুরু করে যার অধিকাংশই সত্যি, এবং জ্যুবিয়ানিস কিছু বুঝে উঠার আগে দেখে সে নিজের ল্যাপটপে একটা অদ্ভুত-দর্শন আইপি-অ্যাড্রেড টাইপ করছে।

জ্যুবিয়ানিস নাম্বারটার দিকে একবার তাকায় এবং সাথে সাথে অস্বস্তিতে ভুগতে শুরু করে। "ত্রিস, এই আইপির ফরম্যাটটা ফাঙ্কি। এটা এমন একটা প্রটোকলে লেখা হয়েছে যা এখনও সাধারণের মাঝে প্রচলিত করা হয়নি। এটা সম্ভবত সামরিক বা সরকারী প্রতিরক্ষার কাজে ব্যবহৃত হয়।"

"সামরিক?" ত্রিস হেসে ফেলে। ""বিশ্বাস কর, আমি এই মাত্র একটা সম্পাদিত ডকুমেন্ট এখান থেকে নামিয়েছি আর সেটা মোটেই সামরিক না।"

BanglaBook.org

জ্যুবিয়ানিস তার টার্মিনাল উইনডো টেনে বড় করে নিয়ে এইটা ট্রেসারুট চেষ্টা করে। "তুমি বললে তোমার ট্রেসাররুট শহীদ হয়েছে?"

"হ্যাঁ। দুবার। একই হপে।"

"আমারটাও।" সে এবার একটা ডায়াগনস্টিক প্রোব বের করে সেটা লঞ্চ করে। "আর এই আইপি'র প্রতি এত আগ্রহ কেন?"

"আমি একটা ডেলিগেটর রান করিয়েছিলাম যা এই আইপিতে একটা সার্চ ইঞ্জিন ট্র্যাপ করে এবং একটা সম্পাদিত ডকুমেন্ট নামায়। আমি বাকী ডকুমেন্টটা দেখতে আগ্রহী। আমি তাদের সেজন্য টাকা দিতেও রাজি ছিলাম কিন্তু বুঝতেই পারছি না আইপিটা কার বা কিভাবে এ্যাকসেস করতে হবে।"

জ্যুবিয়ানিস ভ্রু কুচকে স্ক্রিনের দিকে তাকায়। "তুমি এ বিষয়ে নিশ্চিত? আমি এই মুহূর্তে একটা ডায়াগনিস্টিক রান করছি আর এর ফায়ারওয়ালের কোডিং দেখে মনে হচ্ছে. ব্যাপারটা সাধারণ না।"

"আরে সেজন্যই তোমাকে এত মোটা টাকা দেবো বলেছি।"

জ্যুবিয়ানিস এক মুহূর্ত ভাবে। তারা তাকে এত সহজ একটা কাজের তুলনায় বেশ মোটা টাকা দেবার কথা বলেছে। "ত্রিস, একটা প্রশ্ন। তুমি এটার পেছনে এমন খেপে উঠেছো কেন?"

ত্রিস চুপ করে থাকে। "আমি আমার এক বন্ধুর জন্য কাজটা করছি।"

"বেশ ভাল বন্ধু স্বীকার করতেই হবে।"

"হ্যাঁ, মেয়েটা খুব ভাল।"

জ্যুবিয়ানিস হেসে উঠে কিন্তু চুপ করে থাকে কিছু বলে না। *আমি জানতাম।*

"দেখো," ত্রিশের কণ্ঠস্বর অধৈর্য্য হয়ে উঠে। "তুমি কি এই আইপি কে আনমাস্ক করতে পারবে বলে মনে কর? হ্যাঁ বা না?"

"হ্যাঁ, আমি একে নাঙা করতে পারব। এবং হ্যাঁ, আমি এটাও জানি তুমি আমাকে ঢাকের বায়ার মত ব্যবহার করছো।"

"কতক্ষণ সময় লাগবে?"

"বেশিক্ষণ না," টাইপ করার ফাঁকে সে কথা বলে। "দশ মিনিটের ভিতরে আমি তাদের নেটওয়ার্কের কোন মেশিনে ঢুকতে পারব। আমি তোমাকে পরে জানাচ্ছি।"

"আমি খুব খুশী হব তাহলে। যাইহোক কেমন চলছে তোমার দিনকাল?"

*এতক্ষণে বেটীর সময় হল?* "ঈশ্বরের দিব্যি ত্রিস তুমি আমাকে প্লে-অফের দিনে একটা কাজের জন্য ফোন করে এখন আবার গাল্পাতে চাইছো? তুমি কি চাও এই আইপিটা আমি হ্যাক করি নাকি চাও না?"

"ধন্যবাদ মার্ক, আমি এটাই শুনতে চাইছিলাম। আমি তোমার ফোনের অপেক্ষায় থাকব।"

"পনের মিনিট।" জ্যুবিয়ানিস ফোনটা রেখে, তার পাইরেটস বুটি ভর্তি পাত্রটায় একটা খাবলা দেয় আর খেলার মিউট অফ করে।

*মেয়েরা পারেও।*

BanglaBook.org

# ২৮
# অধ্যায়

*তারা আমাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে?*

ক্যাপিটলের ভূগর্ভে ল্যাংডন, সাটো আর এণ্ডারসনের সাথে হন্তদন্ত হয়ে হেঁটে যেতে যেতে ভাবে, সে টের পায় প্রতিটা নিম্নমুখী পদক্ষেপ তার হৃৎপিণ্ডের গতি বাড়িয়ে দিচ্ছে। রোটানডার পশ্চিমের পোর্টিকো দিয়ে তারা তাদের যাত্রা শুরু করে, একটা মার্বেলের সিঁড়ি দিয়ে নীচে নামে, তারপরে উল্টো দিকে হেঁটে রোটানডার মেঝের ঠিক নীচে অবস্থিত বিখ্যাত চেম্বারে একটা প্রশস্ত দরজার ভিতর দিয়ে প্রবেশ করে।

*দি ক্যাপিটল ক্রিপট।*

জায়গাটার বাতাস কেমন ভারী হয়ে আছে, এবং ক্লাসট্রোফোবিয়ার প্রকোপ ল্যাংডন ইতিমধ্যে টের পেতে শুরু করেছে। ক্রিপটের নীচু ছাদ এবং মেঝেতে স্থাপিত মৃদু আলোয় মাথার উপরের ভারী পাথরের মেঝে সাপোর্ট দেবার জন্য প্রয়োজনীয় চল্লিশটা ডরিক কলামের মোটাসোটা ঘের হয়ে রয়েছে। *শান্ত হও, রবার্ট।*

"এই দিকে," কথাটা বলেই এনডারসন প্রশস্ত বৃত্তাকার জায়গাটায় বাম দিকে কোণাকোণি হাটতে শুরু করে।

একটাই যা বাচোয়া, এই ক্রিপটে কোন মৃতদেহ নেই। তার বদলে এখানে রয়েছে কয়েকটা মূর্তি, ক্যাপিটলের একটা মডেল, একটা নীচু গুদামঘর যেখানে রাষ্ট্রীয় অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় শবাধার রাখতে ব্যবহৃত কাঠের অস্থায়ী মঞ্চ রাখা আছে। পুরো দলটা দ্রুত এগিয়ে যায়, মেঝের কেন্দ্রে স্থাপিত চারদিক নির্দেশক মার্বেলের কম্পাসের দিকে একবারও কেউ তাকায় না, এখানেই এক সময়ে অণির্বান শিখা জ্বলত।

এনডারসনকে দেখে মনে হয় তার তাড়া আছে এবং সাটো আবারও কানে ব্ল্যাকবেরী নিয়ে হাটছে। ল্যাংডন শুনেছে, সেলুলার সার্ভিস জোরাল করে ভবনের চারকোণে ছড়িয়ে দেয়া হয়েছে ক্যাপিটল ভবনে প্রতিদিন যে শত শত সরকারী ফোন করা হয় তাদের সাপোর্ট দিতে।

আড়াআড়িভাবে ক্রিপট অতিক্রম করে, দলটা একটা মৃদু আলোকিত ফয়ারে প্রবেশ করে, এবং তারপরে পরপর জট পাকিয়ে থাকা হলওয়ের আর কানাগলির একটা জটিল বিন্যাসের ভিতর দিয়ে এঁকেবেঁকে এগিয়ে চলে। প্রতিটা প্যাসেজের মুখে নম্বর দেয়া দরজা লাগানো আছে, প্রতিটায় একটা করে সনাক্তকারী নম্বর রয়েছে। সাপের মত এঁকেবেঁকে যাবার সময়ে ল্যাংডন দরজার নম্বরগুলো পড়ে।

এস১৫৪. .এস১৫৩. . .এস১৫২.

BanglaBook.org

দরজাগুলোর পিছনে কি আছে সে সম্বন্ধে তার কোন ধারণাই নেই, কিন্তু একটা বিষয় এখন অন্তত পরিষ্কার– পিটার সলোমনের তালুতে অঙ্কিত উল্কির মানে।

ইউ.এস ক্যাপিটল ভবনের গর্ভে কোথাও এসবিবি১৩ বলে একটা নম্বরযুক্ত দরজা রয়েছে।

"এইসব কিসের দরজা?" ডেব্যাগটা পাজরের কাছে শক্ত করে আঁকড়ে ধরে ল্যাংডন জানতে চায় এবং মনে মনে ভাবে সলোমনের ক্ষুদে প্যাকেটটার সাথে এসবিবি১৩ খচিত দরজার কি এমন সম্পর্ক থাকতে পারে।

"অফিস আর গুদামঘর," এনডারসন বলে। "*প্রাইভেট* অফিস এবং গুদাম," সাটোর দিকে তাকিয়ে সে যোগ করে।

সাটো তার ব্ল্যাকবেরী থেকে এদিকে তাকায়ও না।

"তাদের দেখতে কেমন ছোট লাগছে," ল্যাংডন বলে।

"বেশীরভাগই মহিমান্বিত ক্লজেট, কিন্তু এগুলো এখনও ডি.সি'র সবচেয়ে কাঙ্খিত রিয়েল এস্টেট। আসল ক্যাপিটলের এটাই মূল জায়গা এবং পুরাতন সিনেট চেম্বার আমাদের ঠিক দুই তলা উপরে।"

"এবং এসবিবি১৩?" ল্যাংডন জানতে চায়। "সেটা কার অফিস?"

"কারও না। এসবিবি একটা ব্যক্তিগত গুদামঘর, এবং বলতেই হবে আমি বিভ্রান্তবোধ করছি কিভাবে–"

"চীফ এনডারসন," ব্ল্যাকবেরী থেকে চোখ না তুলেই সাটো কথা থামিয়ে দেয়। "দয়া করে আমাদের কেবল সেখানে নিয়ে চলুন।"

এনডারসন তার চোয়াল শক্ত করে এবং তাদের নিরবে বিশাল গোলকধাঁধাঁ এবং হাইব্রিড স্টোরেজ ফ্যাসিলিটির মত দেখতে জায়গাটার মাঝ দিয়ে এগিয়ে নিয়ে যায়। প্রায় প্রতিটা দেয়ালেই সামনে পেছনে দিক নির্দেশিত চিহ্ন রয়েছে, আপাতভাবে এই হলওয়ের বিন্যাসে নির্দিষ্ট অফিস ব্লক সনাক্ত করার জন্য।

*এস১৪২ থেকে এস১৫২. . .*

*এসটি১ থেকে এসটি৭০.*

*এইচ১ থেকে এইচ১৬৬ এবং এইচটি ১ থেকে এইচটি৬৭. . .*

ল্যাংডনের যথেষ্ট সন্দেহ আছে সে এখান থেকে একা বের হতে পারবে কিনা সে বিষয়ে। *এই জায়গাটা একটা ভুলভুলাইয়া।* এতক্ষণে সে কেবল একটা বিষয় বুঝতে পেরেছে অফিসের নাম্বার হয় এস অথবা এইচ দিয়ে শুরু হয় নির্ভর করে সেটা সিনেটের দিকে না হাউজের দিকে অবস্থিত। এসটি আর এইচটি দিয়ে শুরু হওয়া এলাকাগুলো আপাতভাবে এক লেভেলে যা এনডারসন টেরেস লেভেল বলে অভিহিত করে।

*এসবিবি'র এখনও কোন চিহ্ন দেখা যাচ্ছে না।*

BanglaBook.org

অবশেষে তারা কি-কার্ড এন্ট্রিবক্স সম্বলিত স্টিলের ভারী সিকিউরিটি দরজার সামনে এসে হাজির হয়।

### এসবি লেভেল

ল্যাংডন টের পায় তারা কাছাকাছি এসে পড়েছে।

এনডারসন তার কি কার্ড বের করতে গিয়ে ইতস্তত করে, সাটোর দাবী পূরণ করতে গিয়ে স্পষ্টতই অস্বস্তিতে পড়েছে।

"চীফ," সাটো ধমক লাগায়। "সারা রাত এখানে বসে থাকার মত সময় আমাদের হাতে নেই।"

অনিচ্ছা সত্ত্বেও এনডারসন কি কার্ড প্রবেশ করায়। স্টিলের দরজাটার লক খুলে যায়। সে ধাক্কা দিয়ে সেটা খুলে এবং পেছনের ফয়ারে প্রবেশ করে। ভারী দরজাটা তাদের পেছনে ক্লিক শব্দ করে বন্ধ হয়ে যায়।

ল্যাংডন বলতে পারবে না সে ফয়ারে কি দেখবে বলে আশা করেছিল কিন্তু সে সামনে যা দেখে আর যাই হোক সেটা দেখবে বলে আশা করেনি। নীচের দিকে নেমে যাওয়া একটা সিঁড়ির দিকে সে তাকিয়ে রয়েছে। "আরো নীচে?" থমকে দাঁড়িয়ে সে বলে। "ক্রিপটের নীচে আরেকটা লেভেল আছে?"

"হ্যাঁ," এনডারসন বলে। "এসবি মানে 'সিনেট বেসমেন্ট'।"

ল্যাংডন গুঙিয়ে উঠে। *চমৎকার।*

## ২৯
## অধ্যায়

এসএমএসসি'র গাছপালায় ঢাকা পথ দিয়ে এগিয়ে আসা হেডলাইটের আলো গত এক ঘন্টায় গার্ডের দেখা প্রথম গাড়ি। দায়িত্বসহকারে, সে তার পোর্টেবল টিভির শব্দ কমিয়ে দেয় এবং কাউন্টারের নীচে তার স্ন্যাকস ঢুকিয়ে রাখে। *আর সময় পেল না।* রেডস্কীন মাত্র তাদের ওপেনিং ড্রাইভ শেষ করেছে আর সে চায়না সেটা মিস করতে।

গাড়িটা আরও কাছে আসলে সে তার সামনে রাখা নোটপ্যাডে লেখা নামটা দেখে নেয়।

*ড.ক্রিস্টোফার অ্যাবাডডন।*

ক্যাথরিন সলোমন মাত্র ফোন করে এই আগন্তুক অতিথির আগমনের খবর সিকিউরিটিকে দিয়েছে। গার্ডের কোন ধারণা নেই এই ডক্টর কে হতে পারে সে বিষয়ে, কিন্তু নি:সন্দেহে বেশ সফল ডাক্তার; একটা কালো স্ট্রেচ লিমোজিনে করে সে এসেছে। গার্ডহাউজের পাশে লম্বা, ঝকঝকে বাহনটা গড়িয়ে এসে থামে, এবং চালকের আসনের কালো কাচ নি:শব্দে নেমে যায়।

BanglaBook.org

"শুভ সন্ধ্যা," শোফার তার টুপি নামিয়ে বলে। চালক একজন শক্তিশালী গড়নের মানুষ যার মাথা কামান। সে তার রেডিওতে ফুটবল খেলা শুনছিল। "আমি মিস.ক্যাথরিন সলোমনের কাছে ড.ক্রিস্টোফার অ্যাবাড্ডনকে নিয়ে এসেছি?"

গার্ড মাথা নাড়ে। "অনুগ্রহ করে সনাক্তকারী কাগজ দেখান।"

শোফারকে বিস্মিত দেখায়। "আমি দু:খিত, মিস.সলোমন কি আগে থেকে খবর দেননি?"

গার্ড মাথা নাড়ে, চোরাচোখে একবার টিভির দিকে তাকায়। "আমাকে তারপরেও দর্শনার্থীর পরিচয়পত্র স্ক্যান করে লগবুকে তুলে রাখতে হবে। দু:খিত, বাধ্যবাধকতা। আমাকে ডক্টরের পরিচয়পত্র দেখতে হবে।"

"কোন সমস্যা নেই।" শোফার পিছনে ঘুরে এবং ফ্যাসফেসে কণ্ঠে প্রাইভেসী স্ক্রিনের ভিতর দিয়ে কথা বলে। সে যখন কথা বলছে, গার্ড তখন আরেকবার টিভির দিকে তাকায়। রেডস্কীন এখন আবার হাডল থেকে বেরিয়ে আসছে এবং সে আশা করে পরবর্তী খেলা শুরু হবার আগেই এই লিমোর ভিতরে প্রবেশের বাধ্যবাধকতা শেষ হবে।

শোফার আবার সামনে তাকায় এবং পরিচয়পত্রটা বাড়িয়ে ধরে যা সে আপাতদৃষ্টিতে প্রাইভেসী স্ক্রিনের ভিতর দিয়ে মাত্র গ্রহণ করেছে।

গার্ড কার্ডটা নিয়ে দ্রুত সেটা তার সিস্টেমে স্ক্যান করে নেয়। দেখা যায় সেটা ক্যালোরামা হাইটসের জনৈক ক্রিস্টোফার অ্যাবাড্ডনের ডি.সি'র ড্রাইভিং লাইসেন্স। ছবিতে নীল ব্লেজার, নেকটাই আর স্যাটিনের পকেট রুমাল রয়েছে এমন সোনালী চুলের এক সুদর্শন ভদ্রলোককে দেখা যায়। *ডিএমভিতে পকেট রুমাল পড়ে কে ছবি তোলে?*

একটা অস্পষ্ট উল্লাস টিভিসেট থেকে ভেসে আসে, এবং গার্ড ঘাড় ঘুরিয়ে কেবল দেখতে পায় রেডস্কীনের একজন খেলোয়াড় এণ্ড জোনে নাচছে, তার আঙুল আঁকাশের দিকে মুখ করা। "আমি মিস করলাম," গার্ড আক্ষেপ করে বলে আবার জানালার কাছে ফিরে আসে।

"ঠিক আছে," শোফারকে লাইসেন্সটা ফিরিয়ে দিয়ে সে বলে। "তুমি এখন ভিতরে যেতে পার।"

লিমো সামনে এগিয়ে গেলে গার্ড আবার টিভিসেটের কাছে ফিরে আসে, মনে মনে প্রার্থনা করে যেন রিপ্লে দেখায়।

বাঁকান ড্রাইভ ওয়ে দিয়ে মাল'আখ তার লিমো চালিয়ে নিয়ে আসবার সময়ে সে না হেসে থাকতে পারে না। পিটার সলোমনের গোপন জাদুঘরে অনায়াসে প্রবেশ করা গিয়েছে। আরও মজার বিষয়, আজরাতে দ্বিতীয়বার সে গত চব্বিশ ঘন্টার ভিতরে সলোমনদের ব্যক্তিগত স্থানে অনধিকার প্রবেশ করেছে। গতরাতে সে সলোমনের বাসায় অনুরূপ একটা দর্শন দিয়েছিল।

BanglaBook.org

পোটোম্যাকে যদিও পিটার সলোমনের একটা অসাধারণ বাগানবাড়ি রয়েছে, সে বেশিরভাগ সময় শহরের ডরচেস্টার আর্মসে অবস্থিত এক্সক্লুসিভ পেন্টহাউজ এপার্টমেন্টেই কাটায়। তার বাসা, অধিকাংশ অতি-ধনবানদের মতই, একটা যথার্থ দূর্গ। উঁচু দেয়াল, গেটে প্রহরী। দর্শনার্থীদের তালিকা। নিরাপদ ভূগর্ভস্থ পার্কিং ব্যবস্থা।

মাল'আখ এই একই লিমোজিন ভবনটার গার্ডহাউজের কাছে নিয়ে গিয়ে কামান মাথা থেকে শোফারের টুপি খুলে এবং ঘোষণা করে, "আমি ড.ক্রিস্টোফার অ্যাবাড্ডনকে নিয়ে এসেছি। মি.পিটার সলোমনের তিনি একজন আমন্ত্রিত অতিথি।" মাল'আখ এমন করে কথাটা বলে যেন সে ডিউক অব ইয়র্ককের আগমন ঘোষণা করছে।

গার্ড লগবই দেখে এবং তারপরে অ্যাবাড্ডনের পরিচয়পত্র। "হ্যাঁ, আমি দেখেছি মি.সলোমন ড.অ্যাবাড্ডনের জন্য প্রতিক্ষা করছেন।" সে একটা বোতামে চাপ দিলে দরজা খুলে যায়। "মি.সলোমন পেন্টহাউজে থাকেন। ডানদিকের শেষ লিফটটা আপনার অতিথিকে ব্যবহার করতে বলবেন। ওটাই কেবল উপরে যায়।"

"ধন্যবাদ।" মাল'আখ আবার তার টুপিটা মাথায় দেয় এবং ভিতরে প্রবেশ করে।

সে গ্যারেজের ভিতরে ঢোকার সময়ে সিকিউরিটি ক্যামেরা খুঁজতে থাকে। কিছুনেই। আপাতদৃষ্টিতে, এখানে যারা থাকে তারা সে ধরণের লোক না যারা অন্যের গাড়িতে জোর করে প্রবেশ করবে বা সেই ধরণের লোকও না যারা নজরদারি পছন্দ করে।

লিফটের কাছে একটা অন্ধকার জায়গায় মাল'আখ পার্ক করে, ড্রাইভার আর যাত্রী বসার স্থানের মধ্যবর্তী ডিভাইডার নীচু করে এবং খোলা জায়গাটা দিয়ে পিছলে লিমোর পেছনের অংশে চলে আসে। পিছনে আসবার পরে সে শোফারের টুপিটা ফেলে সোনালী চুলের পরচুলাটা পরে নেয়। জ্যাকেট আর টাই ঠিক করে আয়নাতে শেষবারের মত দেখে নেয় যে মেকআপ ঠিক আছে কিনা। মাল'আখ কোন সুযোগ দিতে চায় না। আজ রাতে না।

*আমি অনেক দিন এর জন্য অপেক্ষা করেছি।*

মুহূর্ত পরে, মাল'আখ ব্যক্তিগত লিফটে প্রবেশ করে। ঊর্ধ্বমুখী যাত্রা নিরব আর সাবলীল। দরজা খুলতে সে নিজেকে একটা মার্জিত, ব্যক্তিগত ফয়ারে দেখতে পায়। তার হোস্ট তার জন্য অপেক্ষা করছে।

"স্বাগতম, ড.অ্যাবাড্ডন।"

মাল'আখ লোকটার বিখ্যাত ধূসর চোখের দিকে তাকায় এবং অনুভব করে তার হৃৎপিণ্ডের গতি বেড়ে গেছে। "মি.সলোমন, আমার সাথে দেখা করতে রাজি হওয়ার জন্য আমি খুশী হয়েছি।"

BanglaBook.org

"আমাকে পিটার বললেই খুশী হব।" দুজনে করমর্দন করে। মাল'আখ বুড়ো লোকটার করতল আঁকড়ে ধরতে, সলোমনের হাতে সে সোনার ম্যাসনিক আংটি দেখতে পায়. .এই একই হাত একসময়ে মাল'আখের দিকে পিস্তল তাক করেছিল। মাল'আখের অতীত থেকে একটা গুঞ্জন ভেসে আসে। *তুমি যদি ট্রিগার চাপো, আমি তোমাকে আজীবন তাড়া করে বেড়াব।*

"অনুগ্রহ করে ভিতরে আসেন," সলোমন বলেন, মাল'আখকে একটা মার্জিতভাবে সাজান বসার ঘরে পথ দেখিয়ে নিয়ে আসেন যার বিস্তৃত জানালা থেকে ওয়াশিংটনের বিহ্বল করা আঁকাশরেখা দেখা যায়।

"আমি কি চা ফোটার গন্ধ পাচ্ছি?" মাল'আখ ভিতরে ঢুকতে ঢুকতে বলে।

সলোমনকে বিস্মিত দেখায়। "আমার বাবা-মা সবসময়ে অতিথিকে চা দিয়ে আপ্যায়ন করতো। আমি তাদের রীতি বজায় রেখেছি।" সে মাল'আখকে বসার ঘরে নিয়ে আসে যেখানে আগুনের সামনে পুরো চায়ের সরঞ্জাম সাজান রয়েছে। "ক্রিম আর সুগার?"

"না কালো, ধন্যবাদ।"

সলোমনকে আবারও বিস্মিত দেখায়। "একজন বিশুদ্ধবাদী।" সে দুজনের জন্য এককাপ করে কালো চা ঢালে। "আপনি বলেছেন যে আপনি আমার সাথে স্পর্শকাতর কোন বিষয়ে আলাপ করতে চান এবং কেবল আমার সাথেই আলোচনা করবেন।"

"ধন্যবাদ। আমাকে সময় দেয়ায় আমি খুশী হয়েছি।"

"তুমি আর আমি এখন ম্যাসনিক ভাই। আমাদের ভিতরে একটা বন্ধন কাজ করছে। বলো আমি কিভাবে তোমাকে সাহায্য করতে পারি।"

"প্রথমে কয়েক মাস আগে তেত্রিস-তম ডিগ্রীর সম্মানে ভূষিত করার জন্য আমি আপনাকে ধন্যবাদ দিতে চাই। ব্যাপারটা আমার কাছে ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ।"

"আমি কৃতজ্ঞ কিন্তু জেনো যে সেটা কেবল আমার একার সিদ্ধান্ত ছিল না। সুপ্রিম কাউন্সিলের ভোটে বিষয়টার নিষ্পত্তি হয়েছে।"

"অবশ্যই," মাল'আখের সন্দেহ পিটার সলোমন সম্ভবত তার বিরুদ্ধে ভোট দিয়েছেন কিন্তু অন্যসব কিছুর মতই ম্যাসনদের ভিতরেও, টাকাই ক্ষমতা। মাল'আখ তার নিজের লজে বত্রিশ-তম ডিগ্রী লাভ করার পরে কেবল একমাস অপেক্ষা করে তারপরেই ম্যাসনিক গ্রাণ্ড লজের নামে পরিচালিত দাতব্যপ্রতিষ্ঠানে মাল্টি-মিলিয়ন ডলারের ডোনেশন দেয়। অনুরোধ ছাড়াই নি:স্বার্থতার এমন দান, মাল'আখ যেমন মনে করেছিল, অভিজাত তেত্রিশ-তম ডিগ্রী লাভের জন্য তাকে দ্রুত আমন্ত্রণ এনে দেয়। *এবং আমি এখনও কোন রহস্য জানতে পারিনি।*

বর্ষপ্রাচীন গুঞ্জন ছাড়া– "সবকিছু তেত্রিশ-তম ডিগ্রীতে প্রকাশ পায়"– মাল'আখ নতুন কিছু, তার যাত্রার জন্য গুরুত্ববহ প্রমাণিত হতে পারে এমন কিছুই সে জানেনি। ফ্রিম্যাসনারীর ইনার সার্কেলের ভিতরে কার্যত দেখা যায়

BanglaBook.org

আরেকটা ক্ষুদ্র সার্কেল রয়েছে. . .বৃত্ত যা দেখার জন্য মাল'আখকে বহু বছর অপেক্ষা করতে হবে, যদি সে কখনও দেখতে পায়। তার দীক্ষার অভিষ্ট লক্ষ্য পূর্ণ হয়েছে। সেই টেম্পল রুমের ভেতরে আসলেই অনন্য কিছু একটা ঘটেছে এবং সেটা মাল'আখকে তাদের সবার ভিতরে শক্তিশালী করে তুলেছে। *আমি আর তোমাদের নিয়ম মানতে বাধ্য নই।*

"আপনার কি মনে পড়ে," চায়ে চুমুক দেবার ফাঁকে মাল'আখ বলে, "আমার সাথে বহুবছর আগে আপনার দেখা হয়েছিল।"

সলোমনকে বিস্মিত দেখায়। "সত্যি? আমার মনে পড়ছে না।"

"অনেকদিন আগের কথা সেটা।" *আর ক্রিস্টোফার অ্যাবাড্ডন আমার আসল নাম না।*

"আমি দু:খিত। কিন্তু আমি বোধহয় সত্যিই বুড়ো হচ্ছি। আমাকে স্মরণ করান আমি কিভাবে আপনাকে চিনি?"

পৃথিবীতে সে সবচেয়ে বেশি যাকে ঘৃণা করে তার দিকে তাকিয়ে মাল'আখ শেষবারের মত একবার হাসে। "ব্যাপারটা দুর্ভাগ্যজনক যে আপনি মনে করতে পারছেন না।"

সাপের মত ছোবল মারার ভঙ্গিতে মাল'আখ তার পকেট থেকে একটা ছোট ডিভাইস বের করে এবং বাইরের দিকে প্রসারিত করে সেটা দিয়ে লোকটার বুকে সজোরে ধাক্কা দেয়। নীল আলোর একটা ঝলকানি দেখা যায়, স্টান-গান ডিসচার্জের তীক্ষ্ণ হিসহিস শব্দ এবং পিটার সলোমনের দেহে এক মিলিয়ন ভোল্টের বিদ্যুত প্রবাহিত হতে শ্বাসরোধের আওয়াজ। তার চোখ বড়বড় হয়ে উঠে এবং নির্জীবের মত বেচারা চেয়ারে এলিয়ে পড়ে। মাল'আখ এবার উঠে লোকটার মাথার কাছে এসে দাঁড়ায়, আহত শিকার খাবার আগে সিংহের অভিব্যক্তির মত সে তারিয়ে তারিয়ে ব্যাপারটা উপভোগ করে।

সলোমনের শ্বাস বন্ধ হয়ে আসে, দম নেবার জন্য সে হাঁসফাঁস করে।

মাল'আখ তার ভিকটিমের চোখে ভয় দেখতে পায় এবং ভাবে মহান পিটার সলোমনকে কখনও ভয়ে গুটিয়ে যেতে কতজন লোক দেখেছে। মাল'আখ দৃশ্যটা বেশ কয়েক সেকেণ্ড রসিয়ে রসিয়ে দেখে। চায়ের কাপে আরেকটা চুমুক দেয়, লোকটার দম ফিরে পাবার জন্য অপেক্ষা করে।

সলোমন কাঁপা কাঁপা ঠোঁটে কথা বলতে চেষ্টা করে। "কে-কেন?" অবশেষে সে কোনমতে বলতে পারে।

"তোমার কি মনে হয়?" মাল'আখ ধমকে উঠে জিজ্ঞেস করে।

সলোমনকে আসলেই হতবিহ্বল দেখায়। "তুমি টাকা. . .চাও?"

*টাকা?* মাল'আখ হেসে উঠে এবং চায়ের কাপে আবার চুমুক দেয়। "আমি ম্যাসনদের মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার দিয়েছি; সম্পদের কোন প্রয়োজন নেই আমার।" *আমি এসেছি জ্ঞানের জন্য এবং সে আমাকে প্রাচুর্য্য দিতে চায়।*

"তাহলে কি. . .চাও তুমি?"

BanglaBook.org

"তুমি একটা সিক্রেট জানো। আজরাতে তুমি সেটা আমার সাথে ভাগ করে নেবে।"

সলোমন চেষ্টা করে চিবুক উঁচু করতে যাতে সে মাল'আখের চোখের দিকে তাকাতে পারে। "আমি জানিনা. . .বুঝতে পারছি না।"

"আর কোন মিথ্যা কথা না!" মাল'আখ হিসহিস করে উঠে পঙ্গু লোকটার একদম কাছে এগিয়ে যায়। "আমি জানি এখানে ওয়াশিংটনে কি লুকান রয়েছে।"

সলোমনের ধুসর চোখে অবজ্ঞা ফুটে উঠে। "আমি জানি না তুমি কিসের কথা বলছো!"

মাল'আখ আরেকটা চুমুক দেয় চায়ে এবং কাপটা একটা কোস্টারের উপরে নামিয়ে রাখে। "তুমি দশ বছর আগে তোমার মায়ের মৃত্যুর রাতেও আমাকে এই একই কথাগুলো বলেছিলে।"

সলোমনের চোখ বিস্ফোরিত হয়ে উঠে। "তুমি. . .?"

"তার মারা যাবার কোন দরকার ছিল না। আমি যা চেয়েছিলাম তা যদি তুমি আমাকে দিতে. . "

বুড়ো লোকটার মুখ বেকেচুরে মনে পড়ার একটা আতঙ্কিত মুখোশে পরিণত হয়. . এবং সেই সাথে অবিশ্বাস।

"আমি তোমাকে সতর্ক করেছিলাম," মাল'আখ বলে, "তুমি যদি ট্রিগারে চাপ দাও তবে আমি আজীবন তোমাকে তাড়া করে ফিরব।"

"কিন্তু তুমি তো–"

মাল'আখ আবার সামনে ধেয়ে আসে এবং টিজারটা সলোমনের বুকে আবার চেপে ধরে। নীল আলোর আরেকটা ঝলসানি দেখা যায় আর সলোমন একেবারে নিস্তেজ হয়ে যায়।

মাল'আখ টিজারটা পকেটে রেখে শান্ত ভঙ্গিতে চা শেষ করে। তার কাজ শেষ হতে সে মনোগ্রাম আঁকা লিনেনের ন্যাপকিনে ঠোঁট মুছে এবং তার ভিকটিমের দিকে তাকায়। "আমরা কি এবার যেতে পারি?"

সলোমনের শরীর নিস্তেজ কিন্তু তার চোখ খোলা এবং তাতে ভাষা আছে। মাল'আখ ঝুকে আসে এবং লোকটার কানে ফিসফিস করে বলে। "আমি তোমায় এমন একটা স্থানে নিয়ে যাব যেখানে কেবল সত্য টিকে থাকে।"

আর কোন কথা না বলে, মাল'আখ মনোগ্রাম করা লিনেনের ন্যাপকিনটা মুড়িয়ে নিয়ে সলোমনের মুখে গুঁজে দেয়। তারপরে সে তার নিস্তেজ দেহটা নিজের চওড়া কাঁধে তুলে নেয় এবং ব্যক্তিগত লিফটের দিকে রওয়ানা দেয়। বের হবার সময়ে সে সলোমনের আইফোন আর চাবির গোছা হলঘর থেকে তুলে নেয়।

*আজ রাতে তুমি তোমার সব সিক্রেট আমাকে বলবে,* মাল'আখ ভাবে। *বিশেষ করে বহু বছর আগে কেন আমাকে মৃত মনে করে ফেলে গিয়েছিলে।*

BanglaBook.org

# ৩০
# অধ্যায়

*এসবি লেভেল*

*সিনেট বেসমেন্ট*

রবার্ট ল্যাংডনের ক্লাসট্রোফোবিয়া তাদের নীচে অবতরণের প্রতিটা তড়িৎ পদক্ষেপের সাথে তাকে আরও ভাল করে চেপে ধরে। তারা ভবনটা আসল ভিত্তির গভীরে প্রবেশ করার সাথে সাথে বাতাস ভারী হয়ে উঠে এবং মনে হয় বায়ুপ্রবাহের কোন অস্তিত্বই নেই। এখানে নীচের দেয়ালগুলো পাথর আর হলুদ ইটের অসম বিন্যাসে তৈরী।

হাঁটার মাঝেই ডিরেকটর সাটো তার ব্ল্যাকবেরীকে টাইপ করতে থাকে। ল্যাংডন তার আপাত রক্ষণশীল মনোভাবে একটা সংশয় আঁচ করতে পারে, কিন্তু অনুভূতিটা দ্রুত পারস্পরিক রূপ লাভ করে। সাটো এখনও তাকে বলেনি সে কিভাবে জেনেছে যে ল্যাংডন আজ রাতে এখানে উপস্থিত আছে। *জাতীয় নিরাপত্তার একটা বিষয়?* জাতীয় নিরাপত্তা আর প্রাচীন মরমীবাদের ভিতরে কোন যোগসূত্র খুঁজে পেতে তার আসলেই মাথা খারাপ হবার দশা হয়। তারপরে আবার, সে এই পরিস্থিতির কিছুই বুঝে উঠতে পারে না।

*পিটার সলোমন আমার কাছে একটা তালিসমান গচ্ছিত রেখেছে. .এক বিভ্রান্ত উন্মাদ আমার সাথে চালাকি করে সেটা ক্যাপিটলে নিয়ে এসেছে এবং তার ইচ্ছা আমি সেটা ব্যবহার করে একটা রহস্যময় সিংহদ্বার অবারিত করি. . . সম্ভবত সেটা এসবিবি১৩ নামে একটা কক্ষে অবস্থিত।*

কিছুই স্পষ্ট নয়।

তারা এগিয়ে যাবার সময়ে, ল্যাংডন তার মন থেকে পিটারের উল্কি করা, রহস্যময়তার হাতে রূপান্তরিত হওয়া হাতের ভয়াবহ চিত্র দূরে সরিয়ে রাখার চেষ্টা করে। বীভৎস ছবিটার সাথে যোগ হয়েছে পিটারের কণ্ঠস্বর: *প্রাচীন রহস্য রবার্ট আরো অনেক মিথের জন্ম দিয়েছে. .কিন্তু তার মানে এই না যে তারা নিজেরা কাল্পনিক।*

মরমীবাদী প্রতীক আর ইতিহাস নিয়ে আজীবন পড়াশুনো করা ল্যাংডন সবসময়েই প্রাচীন রহস্য আর তাদের রূপান্তরের প্রভাবিষ্ণু প্রতিশ্রুতির ধারণা বৌদ্ধিকভাবে বুঝতে হিমশিম খেয়েছে।

এটা স্বীকার্য, ঐতিহাসিক নথিপত্রে অবিসংবাদী প্রমাণ রয়েছে যে পুরুষানুক্রমিকভাবে গোপন জ্ঞান হস্তান্তরিত হয়েছে আপাতভাবে যা প্রাচীন মিশরের রহস্যময়তার স্কুলের সৃষ্টি। এই জ্ঞান লোকচক্ষুর অন্তরালে চলে যাবার

BanglaBook.org

পরে পুনরায় রেঁনেসাসের সময় ইউরোপে লক্ষ্য করা যায়, যেখানে অনেকের ভাষ্যমতে, ইউরোপের অগগণ্য বৈজ্ঞানিক চিন্তাশালার দেয়ালের অভ্যন্তরে একদল অভিজাত বৈজ্ঞানিকদের কাছে এটা গচ্ছিত রাখা হয়- দি রয়েল সোসাইটি অব লণ্ডন-হেঁয়ালি করে যাকে বলা হত ইনভিজিবল কলেজ।

এই গোপন "কলেজ" অচিরেই বিশ্বের সবচেয়ে আলোকিত মনের ব্রেইন ট্রাস্টে পরিণত হয়- যাদের ভিতরে রয়েছেন আইজাক নিউটন, ফ্রান্সিস বেকন, রবার্ট বয়েল, এবং এমনকি বেনজামিন ফ্রাঙ্কলিন। বর্তমানে, আধুনিক "সদস্য"দের তালিকাও কম চিত্তাকর্ষক নয়- আইনস্টাইন, হকিং, বোর, এবং সেলসিয়াস। এইসব মহান মস্তিষ্ক মানুষের উপলব্ধিতে একটা প্রার্থিত অগ্রগতি এনেছে, অগ্রগতি, যা কারো কারো মতে, ইনভিজিবল কলেজে লুকান প্রাচীন জ্ঞানর সংস্পর্শে আসবার কারণেই সম্ভব হয়েছে। ল্যাংডনের মনে হয় না এসব সত্যি, যদিও নিশ্চিতভাবে ঐ দেয়ালের অভ্যন্তরে অস্বাভাবিক পরিমাণে "অতীন্দ্রিয় কাজ" সংঘটিত হয়েছে।

১৯৩৬ সালে আইজাক নিউটনের গোপন কাগজ আবিষ্কারের ফলে প্রাচীন এ্যালকেমী আর মরমীবাদী জ্ঞানর প্রতি নিউটনের বিপুল আগ্রহের কথা প্রকাশ্যে আসলে পুরো দুনিয়া হতবাক হয়ে যায়। নিউটনের ব্যক্তিগত কাগজপত্রের ভিতরে ছিল রবার্ট বয়েলকে হাতে লেখা একটা চিঠি যেখানে তিনি বয়েলকে সনির্বন্ধ অনুরোধ করেছিলেন তারা যে রহস্যময় জ্ঞান অর্জন করেছেন সে বিষয়ে "গভীর নিরবতা" বজায় রাখতে। "এটা অন্যকে প্রদান করা যাবে না," নিউটন লিখেছিলেন, "পৃথিবীর প্রভূত ক্ষতিসাধন ব্যতিরেকে।"

এই অদ্ভুত সতর্কবাণীর অর্ন্তনিহিত অর্থ নিয়ে আজও বিতর্কের শেষ হয়নি।

"প্রফেসর," সাটো হঠাৎ তার ব্ল্যাকবেরী থেকে মুখ তুলে বলে, "আপনি আজরাতে কেন এখানে এসেছেন সে বিষয়ে কিছুই জানেন না দাবী সত্ত্বেও আপনি হয়ত পিটার সলোমনের আংটি সম্বন্ধে আমাদের কিছু জ্ঞান দিতে পারেন।"

"আমি চেষ্টা করতে পারি," ল্যাংডন মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করে বলে।

ডিরেকটর নমুনা সংরক্ষণের ব্যাগটা বের করে ল্যাংডনের হাতে দেয়। "তার আংটির প্রতীকগুলো সম্বন্ধে আমাকে বলেন।"

নির্জন গলিপথ দিয়ে হেঁটে যেতে যেতে ল্যাংডন তার পরিচিত আংটিটা পরীক্ষা করে দেখে। আংটির উপরিভাগে একটা দুই মাথা বিশিষ্ট ফিনিক্স একটা ব্যানার ধরে রয়েছে যাতে লেখা আছে *ORDO AB CHAO,* এবং তার বুকে ৩৩ সংখ্যাটা খোদাই করা। "দুই মাথা বিশিষ্ট ফিনিক্স বুকে ৩৩ সংখ্যা খোদাই করার অর্থ ম্যাসনিক ডিগ্রীর সর্বোচ্চ মাত্রা।" টেকনিক্যালি বলতে গেলে কেবল স্কটিশ রাইটেই গৌরবের প্রতীক এই ডিগ্রী বিদ্যমান। তারপরেও, এই কৃত্যানুষ্ঠান আর ম্যাসনিক ডিগ্রী একটা জটিল পরম্পরা যা আজ রাতে সাটোকে ব্যাখ্যা করার কোন ইচ্ছাই ল্যাংডনের নেই। "তেত্রিশ-তম ডিগ্রী একটা

BanglaBook.org

অভিজাত স্মারক যা কেবল অতিমাত্রায় সফল একটা ক্ষুদ্র দলকেই দেয়া হয়ে থাকে। বাকী ডিগ্রীগুলো যেখানে পূর্ববর্তী ডিগ্রী সফলভাবে সম্পাদনের ফলে অর্জন করা সম্ভব তেত্রিশ-তম ডিগ্রীতে অভিষেক কিন্তু নিয়ন্ত্রিত। এটা কেবল আমন্ত্রণের মাধ্যমেই অর্জন করা সম্ভব।"

"তার মানে আপনি জানতেন পিটার সলোমন এই অভিজাত ইনার সার্কেলের একজন সদস্য।"

"অবশ্যই। সদস্যপদের কথা কেউ গোপন রাখে না।"

"আর সে তাদের নের্তৃস্থানীয় কর্মকর্তা?"

"বর্তমানে, হ্যাঁ। পিটার তেত্রিশ-তম ডিগ্রী সুপ্রিম কাউন্সিলের প্রধান, যা আমেরিকার স্কটিশ রাইটের পরিচালনাকারী পর্ষদ।" ল্যাংডন তাদের সদর দপ্তরে যেতে খুবই পছন্দ করে– দি হাউজ অব দি টেম্পল– একটা ধ্রুপদী নিদর্শন যার প্রতীকি অলঙ্করণ স্কটল্যাণ্ডের রোজিলিন চ্যাপেলের সাথে তুলনীয়।

"প্রফেসর, আপনি কি আংটির ব্যাণ্ডে খোদাই করা রয়েছে খেয়াল করেছেন? সেখানে এই বাক্যটা লেখা আছে 'সবকিছু তেত্রিশ-তম ডিগ্রীতে প্রকাশিত হয়'।"

ল্যাংডন মাথা নাড়ে। "ম্যাসনিক প্রবাদের সবচেয়ে সাধারণ ধারণা।"

"আমার ধারণা এরমানে, যদি একজন ম্যাসন সর্বোচ্চ তেত্রিশ-তম ডিগ্রীতে অভিষিক্ত হয়, তাহলে বিশেষ কিছু একটা তার কাছে *প্রকাশ* পাবে।"

"হ্যাঁ, সেটাই প্রবাদ, কিন্তু সম্ভবত বাস্তবতা নয়। একটা ষড়যন্ত্রমূলক ধারণা সবসময়েই রয়েছে যে এই সর্বোচ্চ মাত্রার ম্যাসনারীতে নির্বাচিত কয়েকজনকে মহান মরমী রহস্য রক্ষার দায়িত্ব দেয়া হয়। সত্যি বলতে, আমার সন্দেহ, ব্যাপারটা এরচেয়ে অনেক কম নাটকীয়।"

পিটার সলোমন প্রায়ই মূল্যবান ম্যাসনিক রহস্যের অস্তিত্বের ব্যাপারে আঁকার ইঙ্গিত দিত, কিন্তু ল্যাংডনের সবসময়েই মনে হয়েছে ভ্রাতৃসঙ্ঘে যোগ দিতে তাকে উৎসাহিত করতেই তার এসব ছলাকলার উদ্দেশ্য ছিল। দুর্ভাগ্যবশত, আজরাতের ঘটনাকে কোনক্রমেই হাসিঠাট্টার পর্যায়ে পড়ে না, ল্যাংডনের ব্যাগে রক্ষিত প্যাকেটটা পিটার যেমন গুরুত্বের সাথে রক্ষা করতে বলেছিল তাকে কোনক্রমেই হাল্কা করে দেখার অবকাশ নেই।

ল্যাংডন বিষণ্ণ দৃষ্টিতে পিটারের সোনার আংটি যে প্লাষ্টিকের কন্টেনার ব্যাগে রয়েছে তাকায়। "ডিরেকটর," সে জিজ্ঞেস করে, "আমি এটা আমার কাছে রাখলে আপনি কি কিছু মনে করবেন?"

সে তার দিকে তাকায়। "কেন?"

"পিটারের কাছে আংটিটা অসম্ভব মূল্যবান ছিল আর আজরাতে আমি এটা তাকে ফিরিয়ে দিতে চাই।"

তাকে সন্দিহান দেখায়। "আশা করি তুমি সে সুযোগ পাবে।"

"ধন্যবাদ।" ল্যাংডন আংটিটা পকেটে ঢুকিয়ে রাখে।

BanglaBook.org

"আরেকটা প্রশ্ন," তারা গোলকধাঁধার গভীরে প্রবেশ করতে থাকলে সাটো বলে। "আমার সহকর্মীরা বললো, 'তেত্রিশ-তম ডিগ্রী' আর 'সিংহদ্বার'র ধারণাটা ম্যাসনারির সাথে খতিয়ে দেখার সময়ে তারা আক্ষরিক অর্থে একটা '*পিরামিড*' শতশত রেফারেন্স পেয়েছে?"

"এতে, অবাক হবার কিছুই নেই," ল্যাংডন বলে। "পিরামিডের নির্মাতারাই আজকের আধুনিক স্টোনম্যাসনদের উত্তরপুরুষ, আর পিরামিডের সাথে মিশরীয় ধারণা, একটা সাধারণ ম্যাসনিক প্রতীক।"

"সেটা কি প্রতিভাত করছে?"

"পিরামিড সাধারণত জ্ঞানর রূপক উপস্থাপন। এই পৃথিবীপৃষ্ঠ থেকে প্রাচীন মানুষের বন্ধন ছিন্ন করার এবং উপরে স্বর্গের উদ্দেশ্যে, সোনালী সূর্যের উদ্দেশ্যে, এবং শেষপর্যন্ত আলোকময়তায় পরম উৎসের উদ্দেশ্যে আরোহনের একটা প্রতীক।"

সে এক মুহূর্ত অপেক্ষা করে। "অন্যকিছু না?"

*অন্যকিছু আরও?* ল্যাংডন এইমাত্র ইতিহাসের সবচেয়ে অভিজাত প্রতীকের একটা বর্ণনা করেছে। *একটা কাঠামো যার মাধ্যমে মানুষ নিজেকে দেবতার পর্যায়ে উন্নীত করেছে।*

"আমার সহকর্মীদের ভাষ্য মতে," সে বলে, "আজরাতের ঘটনার সাথে এখানের অনেক প্রাসঙ্গিক যোগসূত্র রয়েছে। তারা আমাকে বলেছে যে এই ওয়াশিংটনে একটা *বিশেষ* পিরামিডের অবস্থান সম্পর্কে জনপ্রিয় কিংবদন্তির প্রচলন আছে– পিরামিড যা নির্দিষ্ট করে ম্যাসন আর প্রাচীন রহস্যকে সম্পর্কিত করে?"

ল্যাংডন এবার বুঝতে পারে সে কিসের কথা বলছে, এবং আরো সময় নষ্ট করার আগেই সে বিষয়টার ইতি ঘটাতে চায়। "আমি কিংবদন্তিটার সাথে পরিচিত, ডিরেকটর, পুরোটাই একটা কল্পনা। ম্যাসনিক পিরামিড ডি.সি'র সবচেয়ে প্রাচীন মিথ, সম্ভবত ইউনাইটেড স্টেটসের গ্রেট সীলের পিরামিড থেকে এর জন্ম হয়েছে।"

"আগে কেন আপনি এটা বলেননি?"

ল্যাংডন কাঁধ ঝাকায়। "বাস্তবে এর কোন ভিত্তি নেই। আমি আগে যেমন বলেছি, এটা একটা মিথ। ম্যাসনদের সাথে সম্পর্কিত অনেকগুলো মিথের ভিতরে একটা।"

"এবং এই বিশেষ মিথটা নির্দিষ্টভাবে প্রাচীন রহস্যের সাথে সম্পর্কিত?"

"অবশ্যই, অন্যান্য আরো অনেক যেমন রয়েছে। প্রাচীন রহস্য অগণিত কিংবদন্তির ভিত্তি হিসাবে কাজ করছে যা ইতিহাসে টিকে আছে–দি অ্যালুমব্রাডস, দি ইলুমিনাত্তি, দি রোজিক্রুসিয়ানস আর টেম্পলারদের মত গোপন অভিভাবকের দ্বারা সুরক্ষিত শক্তিশালী জ্ঞানর গল্প– তালিকার কোন শেষ নেই। এসবই প্রাচীন রহস্যের উপরে ভিত্তি করেই গড়ে উঠেছে. .আর ম্যাসনিক পিরামিড কেবল এর একটা উদাহরণ।"

BanglaBook.org

"আচ্ছা, বুঝেছি," সাটো বলে। "আর এই কিংবদন্তির মূল বক্তব্যটা কি?"

পরবর্তী কয়েক পা অগ্রসর হবার সময়ে ল্যাংডন বিষয়টা বিবেচনা করে এবং তারপরে উত্তর দেয়। "বেশ ষড়যন্ত্র খুঁজে বের করতে আমি খুব একটা পারদর্শী না, কিন্তু মিথোলজি সম্পর্কে আমি সামান্য জানি, এবং বেশির ভাগ ভাষ্যই অনেকটা এমন: প্রাচীন রহস্য–সময়ের হারিয়ে যাওয়া জ্ঞান–মানবজাতির সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ বলে সহস্র বছর ধরে বিবেচিত হয়ে এসেছে, এবং অন্যসব মূল্যবান সম্পদের মত, এটাকেই সতর্কতার সাথে সুরক্ষিত রাখা হয়েছে। দীক্ষাপ্রাপ্ত জ্ঞানী যারা এই জ্ঞানর সত্যিকারের ক্ষমতা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল তারা এর অমিত সম্ভাবনাকে ভয় পেতে শিখেছে। তারা জানে এই জ্ঞান যদি অদীক্ষিতের হাতে পড়ে, তবে তার ফলাফল মারাত্মক হতে পারে; আমরা আগেই যেমন বলেছি শক্তিশালী অনুষঙ্গ মঙ্গল বা অমঙ্গল উভয় রূপই পরিগ্রহ করতে পারে। আর তাই প্রাচীন রহস্যকে আর মানব সম্প্রদায়কে সুরক্ষিত রাখতে, শুরুর দিকের অনুশীলনকারীরা গোপন ভ্রাতৃসঙ্ঘ গড়ে তোলেন। এইসব ভ্রাতৃসঙ্ঘে, তারা যথাযথভাবে দীক্ষিতের সাথেই কেবল তাদের এই জ্ঞান তারা ভাগ করে নেন, জ্ঞানের আলোক বর্তিকা এক প্রাজ্ঞ থেকে অন্য প্রাজ্ঞের কাছে ছড়িয়ে দেন। অনেকে বিশ্বাস করে আমরা পেছনের দিকে তাকিয়ে এই রহস্য যারা আয়ত্ব করেছিল তাদের ঐতিহাসিক উপাদান দেখতে পাব. . .জাদুকর, শামান আর উপশমকারীদের ভিতরে।"

"এবং ম্যাসনিক পিরামিড," সাটো জানতে চায়। "এটা কিভাবে এর সাথে খাপ খায়?"

"বেশ," ল্যাংডন পাশে থাকার জন্য দ্রুত পা চালিয়ে বলে, "এখানেই ইতিহাস আর মিথ একসাথে মিশতে শুরু করেছে। কোন কোন ভাষ্য মতে, ইউরোপে ষোড়শ শতাব্দি নাগাদ, এইসব গোপন ভ্রাতৃসঙ্ঘ প্রায় বিলুপ্ত হতে বসেছিল, বেশির ভাগই নিশ্চিহ্ন হয়েছিল ধর্মীয় নির্যাতনের শিকার হয়ে। বলা হয়ে থাকে, ফ্রিম্যাসনরাই প্রাচীন রহস্যের শেষ টিকে থাকা অভিভাবক। সঙ্গত কারণেই, পূর্বসূরীদের ন্যায় তাদের ভ্রাতৃসঙ্ঘও যদি একদিন নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়, তাহলে প্রাচীন রহস্য ও জ্ঞান চিরতরে হারিয়ে যাবে।"

"আর *পিরামিড?*" সাটো আবার জিজ্ঞেস করে।

ল্যাংডন সেখানেই আসছে। "ম্যাসনিক পিরামিডের কিংবদন্তি খুব সাধারণ। এর বক্তব্য হল এই যে ম্যাসনরা, ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্য এই মহান জ্ঞান সুরক্ষিত রাখার দায়িত্ব পরিপূর্ণভাবে পালন করতে একটা সুরক্ষিত দূর্গে সেটা লুকিয়ে রাখার সিদ্ধান্ত নেয়।" ল্যাংডন তার গল্পের ঝুড়ি হাতড়াতে থাকে। "আমি আবারও বলছি, পুরোটাই কিন্তু কাল্পনিক, কিন্তু বলা হয়ে থাকে ম্যাসনরা পুরানো পৃথিবী থেকে নতুন পৃথিবীতে তাদের গোপন জ্ঞান বহন করে নিয়ে আসে– এখানে এই আমেরিকায়– একটা ভূখণ্ড যা তাদের আশা ছিল ধর্মীয় স্বেচ্ছাচারের উর্ধ্বে থাকবে। এবং এখানে তারা একটা দুর্ভেদ্য দূর্গ গড়ে তুলে–

BanglaBook.org

লুক্কায়িত *পিরামিড*– প্রাচীন জ্ঞান সুরক্ষিত রাখতে নির্মিত যতদিন না *পুরো* মানবজাতি এই জ্ঞানর অমিত শক্তি উপলব্ধি করার যোগ্য না হয়। মিথ অনুসারে, ম্যাসনরা তাদের পিরামিডের শীর্ষে মুকুটের মত একটা ঝকঝকে খাটি সোনার ক্যাপস্টোন রেখেছিল যা তার অভ্যন্তরে রক্ষিত সম্পদের প্রতীক– প্রাচীন জ্ঞান মানবজাতিকে তার পূর্ণ সম্ভাবনা বাস্তবায়নে সক্ষম করে তুলবে। এ্যাপোথেসিস, বা রূপান্তর।"

"দারুণ গল্প একটা, যাহোক," সাটো বলে।

"হ্যাঁ। ম্যাসনরা নানাবিধ উদ্ভট কিংবদন্তির শিকার।"

"তুমি নিশ্চয়ই এমন কোন পিরামিডের অস্তিত্বে বিশ্বাস কর না।"

"অবশ্যই না," ল্যাংডন উত্তর দেয়। "এমন কোন সাথিপত্র বা নজির নেই যা দেখে সিদ্ধান্ত নেয়া যায় যে আমাদের পূর্বপুরুষরা আমেরিকায় কোন পিরামিড নির্মাণ করেছিলেন, বিশেষ করে ডি.সির কাছে। একটা আস্ত পিরামিড লুকিয়ে রাখা খুবই কঠিন ব্যাপার, বিশেষ করে সর্বকালে হারিয়ে যাওয়া জ্ঞান ধারণ করার মত বড় একটা পিরামিড।"

কিংবদন্তি, ল্যাংডনের যতদূর মনে পড়ে, ম্যাসনিক পিরামিডের অভ্যন্তরে কি থাকতে পারে সে সম্বন্ধে কখনও ব্যাখ্যা করেনি– প্রাচীন পাণ্ডুলিপি, অকাল্ট রচনাবলী, বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার, নাকি আরও রহস্যময় কোনকিছু– কিন্তু কিংবদন্তি একটা বিষয়ে পরিষ্কার বলে দিয়েছে ভিতরের মূল্যবান তথ্য সুপ্রযুক্ত প্রতীকে রূপান্তরিত করে রাখা হয়েছে. .কেবল মাত্র শ্রেষ্ঠ দীক্ষিত আত্মার কাছেই তা বোধগম্য হবে।

"যাইহোক," ল্যাংডন বলে, "এই গল্পটাকে আমরা সিম্বলজিস্টরা 'আদিরূপের সঙ্কর' বলে অভিহিত করে থাকি– অন্যসব ধ্রুপদী কিংবদন্তির মিশ্রণ, জনপ্রিয় পূরাণ থেকে এত কিছু উপাদান এতে প্রবেশ করান হয়েছে যে এটা কেবল কাল্পনিক *নির্মাণই* হতে পারে. .ঐতিহাসিক ঘটনা নয়।"

আদিরূপের শঙ্কর যখন ল্যাংডন তার ছাত্রদের পড়ায়, সে পরীর গল্পের উদাহরণ ব্যবহার করে, পুরুষানুক্রমে যা কথিত হচ্ছে এবং সময়ের সাথে সাথে বাহুল্য যোগ হচ্ছে, একে অন্যের কাছ থেকে এতবেশী উপাদান যোগ করেছে যে তারা ঘরোয়া নৈতিকতার গল্পে পরিণত হয়েছে একই প্রতীকি উপাদান নিয়ে– কুমারী সুন্দরী, সুদর্শন রাজকুমার, দুর্ভেদ্য দূর্গ এবং শক্তিশালী জাদুকর। রূপকথার গল্পের আঙ্গিকে বাচ্চাদের মাঝে "ভাল বনাম মন্দ" এর আদ্যকালীন লড়াইয়ের ধারণা ঢুকিয়ে দেয়া হয়: মার্লিন বনাম মর্গান লি ফে, সেন্ট জর্জের সাথে ড্রাগনের যুদ্ধ, ডেভিডের সাথে গোলাইয়াথের, স্নোহোয়াইটের সাথে জাদুকরের, এবং এমনকি লিউক স্কাইওয়াকারের মরণপণ যুদ্ধ ডার্থ ভ্যাডারের সাথে।

একটা বাঁক ঘোরার সময়ে সাটো মাথা চুলকাতে থাকে, এবং এনডারসনকে অনুসরণ করে নিম্নমুখী সিঁড়ির একটা ছোট বিস্তার অতিক্রম করে। "আমাকে

একটা কথা বল। আমি যদি ভুল না করে থাকি, পিরামিডকে একসময়ে মরমী সিংহদ্বার বলে বিবেচনা করা হত যার ভিতর দিয়ে মৃত ফারাও দেবত্ব অর্জন করবে, তাই নয় কি?"

"সত্যি।"

সাটো থমকে দাঁড়িয়ে ল্যাংডনের হাত ধরে তার দিকে তাকায়, চোখের দৃষ্টিতে বিস্ময় আর অবিশ্বাসের মিশেল। "তুমি বলছো পিটার সলোমনের বন্দিকর্তা তোমাকে একটা লুকান সিংহদ্বার খুঁজে বের করতে বলেছে এবং তোমার একবারও মনে হয়নি যে এটা এই কিংবদন্তির ম্যাসনিক পিরামিডের কথা সে বলছে?"

"যে নামেই অভিহিত কর, ম্যাসনিক পিরামিড একটা রূপকথা। পুরোপুরি কাল্পনিক।"

সাটো তার পাশে ঘেষে আসে এবং ল্যাংডন তার নিঃশ্বাসে সিগারেটের গন্ধ পায়। "প্রফেসর আমি এ বিষয়ে আপনার মনোভাব বুঝতে পারছি, কিন্তু আমার অনুসন্ধানের খাতিরে, সমান্তরালটা অস্বীকার করা কঠিন। সিংহদ্বার যা গোপন জ্ঞানের ক্ষেত্র উন্মুক্ত করবে? আমার শুনে যা মনে হয়েছে, তা হল, পিটার সলোমনের বন্দিকর্তা দাবী করেছে তুমি একলাই সেটা খুলতে সক্ষম।"

"বেশ আমার বিশ্বাসই হচ্ছে না–"

"তুমি কি বিশ্বাস কর সেটা আমি থোড়াই কেয়ার করি। তুমি কি বিশ্বাস কর তারও নিকুচি করছি, তোমাকে একটা জিনিস মানতেই হবে এই লোকটা বিশ্বাস করে *যে* ম্যাসনিক পিরামিড একটা বাস্তবতা।"

"লোকটা উন্মাদ! সে হয়ত বিশ্বাস করে যে এসবিবি১৩ অতিকায় ভূগর্ভস্থ পিরামিডের প্রবেশদ্বার যেখানে প্রাচীন হারিয়ে যাওয়া জ্ঞান সঞ্চিত রয়েছে!"

সাটো একদম স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে তার দৃষ্টিতে ক্রোধ টগবগ করছে। "আমি আজ রাতে যে বিপর্যয় মোকাবেলা করছি সেটা কোন রূপকথা না, প্রফেসর। আমি আপনাকে নিশ্চিত করতে পারি, পুরোটাই ষোল আনা খাঁটি।"

একটা শীতল নিরবতা তাদের মাঝে বিরাজ করে।

"ম্যা'ম?" এনডারসন অবশেষে, ইশারায় দশ ফিট দূরে আরেকটা সুরক্ষিত দরজা দেখিয়ে বলে। "আমরা প্রায় পৌছে গেছি, যদি আপনারা এখনও সামনে যেতে চান।"

সাটো অবশেষে ল্যাংডনের চোখ থেকে চোখ সরিয়ে নিয়ে, এনডারসনকে এগোতে বলে।

নিরাপদ দরজাটা অতিক্রম করে তারা নিরাপত্তা চীফকে অনুসরণ করলে, পেছনে একটা সরু গলিপথে এসে উপনীত হয়। ল্যাংডন ডানে বামে তাকায়। *এটা আবার কেমন রসিকতা।*

তার দেখা সবচেয়ে দীর্ঘতম হলওয়ে বা সংযোগ স্থাপক পথে সে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

BengaliBook.org

৩১
# অধ্যায়

ত্রিস ডান কিউবের উজ্জ্বল আলো থেকে বের হয়ে বাইরের শূন্যতার গাঢ় অন্ধকারে আসতেই সে পরিচিত এড্রেনালিনের স্রোত নিজের ভিতরে অনুভব করে। এসএমএসসি'র ফ্রন্টগেট থেকে এইমাত্র জানান হয়েছে যে ক্যাথরিনের অতিথি ড.অ্যাবাড্ডন এসে পৌছেছেন এবং পড পাঁচে তাকে নিয়ে আসবার জন্য একজন সহচর দরকার। কৌতূহলের বশবর্তী হয়ে ত্রিস নিজেই তাকে গিয়ে নিয়ে আসতে রাজি হয়। দর্শনার্থী সম্বন্ধে ক্যাথরিনের পেট থেকে সামান্য কথাই বের হয়েছে আর সেটা ত্রিশের কৌতূহল আরও বাড়িয়ে দিয়েছে। পিটার সলোমন গভীরভাবে বিশ্বাস করেন লোকটা আপাতভাবে তাদের একজন; সলোমন ভাইবোন কখনও কোন দর্শনার্থী নিয়ে কিউবে আসেনি। এবারই প্রথম।

*বেচারা ক্রসিংএর ধাক্কা ঠিকমত সামলাতে পারলে হয়,* নিথর অন্ধকারের ভিতর দিয়ে এগিয়ে যাবার সময়ে ত্রিস মনে মনে ভাবে। ল্যাবে যেতে হলে কি করতে হবে সেটা উপলব্ধি করে ক্যাথরিনের এই ভিআইপি ভেতরে গেলেই হয়েছে। *প্রথমবারটা সবচেয়ে জঘন্য সবসময়ে।*

প্রায় একবছর আগে ত্রিস কিউবে প্রথম প্রবেশ করেছিল। সে ক্যাথরিনের চাকরীর প্রস্তাব গ্রহণ করে, গোপনীয়তা রক্ষার সনদে স্বাক্ষর করে তারপরে ক্যাথরিনের সাথে এসএমএসসিতে এসেছিল ল্যাবটা দেখতে। দুই ভদ্রমহিলা "দি স্ট্রীট" বরাবর হেঁটে এসে পড পাঁচ লেখা ধাতব দরজার সামনে এসে উপস্থিত হন। ক্যাথরিন যদিও আগে থেকে তাকে মানসিক ভাবে প্রস্তুত করতে ল্যাবের নি:সঙ্গ অবস্থানের কথা বর্ণনা করেছিল, তারপরেও পডের দরজা হিস শব্দে খুলে যেতে ত্রিস যা দেখে সে সেটার জন্য প্রস্তুত ছিল না।

*শূন্যতা।*

ক্যাথরিন চৌকাঠ অতিক্রম করে নিখুঁত অন্ধকারের ভিতরে কয়েক ফিট এগিয়ে যায় এবং তারপরে ত্রিসকে ইঙ্গিতে অনুসরণ করতে বলে। "আমার উপরে ভরসা রাখ। তুমি পথভ্রষ্ট হবে না।"

ত্রিস মনে মনে কল্পনা করে সে স্টেডিয়ামের সমান বিশাল একটা গাঢ় অন্ধকার ঘরে ঘুরে বেড়াচ্ছে এবং কেবল চিন্তা করেই সে ঘেমে নেয়ে উঠে।

"আমাদের একটা গাইডেন্স সিস্টেম আছে তোমাকে পথ দেখাবার জন্য," ক্যাথরিন মেঝের দিকে নির্দেশ করে বলে। "খুবই হাতুড়ে একটা ব্যাপার।"

ত্রিস অন্ধকারের ভিতরে চোখ কুচকে সিমেন্টের খরখরে মেঝের দিকে তাকায়। অন্ধকারের ভিতরে জিনিসটা খুঁজে পেতে তার এক মুহূর্ত দেরী হয়, কিন্তু তারপরে সে দেখে একটা সরু কার্পেট রানার সরলরেখায় বিছান রয়েছে। কার্পেটটা একটা রাস্তার মত সামনের অন্ধকারে হারিয়ে গেছে।

BanglaBook.org

"তোমার পায়ের দিকে চোখ রাখো," ঘুরে দাঁড়িয়ে হাঁটা শুরু করার আগে ক্যাথরিন বলে। "আমার পেছন পেছন এসো।"

ক্যাথরিন অন্ধকারে মিলিয়ে গেলে, ত্রিস ঢোক গিলে ভয় তাড়িয়ে তাকে অনুসরণ করে। *এটা একটা পাগলামি।* কার্পেটের উপর দিয়ে সে কয়েকপা মাত্র এগিয়েছে এমন সময় বেমাক্কাভাবে পড পাঁচের দরজা তার পিছনে বেরসিকের মত বন্ধ হয়ে গিয়ে আলোর শেষ রেশটুকুও মিলিয়ে দেয়। নাড়ীতে এফ ওয়ানের গতি অনুভব করে, ত্রিস তার সমস্ত মনোযোগ পায়ের নীচের কার্পেটে নিবিষ্ট করে। নরম রানারের উপর দিয়ে সে কেবল কয়েক পা এগিয়েছে যখন সে টের পায় তার ডান পা শক্ত সিমেন্টের উপরে আঘাত করেছে। চমকে উঠে সে সাথে সাথে বামে সরে এসে দু'পাই নরম কার্পেটের উপরে রোপন করে।

সামনের অন্ধকারে ক্যাথরিনের কণ্ঠ শোনা যায়, তার উচ্চারিত শব্দের শ্রুতিগুণ নিষ্প্রাণ এই অন্ধকার গহ্বর গিলে ফেলে। "মানবদেহ আসলেই বিস্ময়কর,"সে বলে। "তুমি যদি তার ইন্দ্রিয় বন্ধ করে দাও তবে তখন অন্য ইন্দ্রিয়গুলো দায়িত্ব নেয়, প্রায় সাথে সাথে। ঠিক এখন যেমন, তোমার পায়ের স্নায়ু আক্ষরিক অর্থে নিজেদের 'টিউনিং' করছে আরও সংবেদনশীল হয়ে উঠবার প্রচেষ্টায়।"

*ভাল কথা,* গতিপথ ঠিক করার ফাঁকে ত্রিস ভাবে।

অনন্তকাল ধরে যেন তারা অন্ধকারে হাটতে থাকে। "আর কতদূর?" শেষ পর্যন্ত থাকতে না পেরে ত্রিস জানতে চায়।

"আমরা অর্ধেকটা পথ এসে পড়েছি," ক্যাথরিনের কণ্ঠ এখন আরও দূর থেকে ভেসে আসে।

ত্রিস দ্রুত এগোতে থাকে, চেষ্টা করে নিজেকে সুস্থির রাখতে কিন্তু তার মনে হয় অন্ধকারের বিস্তার যেন তাকে আপ্লুত করে ফেলবে। *মুখের এক মিলিমিটার সামনে কি আছে সেটাই দেখতে পাচ্ছি না!* "ক্যাথরিন কখন থামতে হবে বুঝবো কিভাবে?"

"কিছুক্ষণের ভিতরেই তুমি জানতে পারবে," ক্যাথরিন তাকে আশ্বস্ত করে বলে।

এটা এক বছর আগের কথা, এবং এখন আজরাতে ত্রিস আবার শূন্যতার ভিতরে উল্টোদিকে হেঁটে চলেছে, লবি থেকে তার বসের অতিথিকে পথ দেখিয়ে নিয়ে আসবে বলে। পায়ের নীচে কার্পেটের বুননে সহসা পরিবর্তন হলে সে বুঝতে পারে বের হবার এক্সিট থেকে সে তিন ফিট দূরে রয়েছে। *সতর্ককারী পথরেখা,* পিটার সলোমনের ভাষায়, সে বেসবলের দারুণ ভক্ত। ত্রিস একটু দূরে থামে, পকেট থেকে তার কিকার্ড বের করে এবং অন্ধকারে হাতড়াতে থাকে যতক্ষণ না বের হয়ে থাকা স্লট খুঁজে পায় এবং কার্ড প্রবেশ করায়।

BanglaBook.org

দরজাটা হিসস্ শব্দ করে খুলে যায়।

এসএমএসসি'র হলওয়ের উজ্জ্বল আলোতে বেড়িয়ে এসে ত্রিস চোখ পিটপিট করতে থাকে।

*আরো একবার. . . উতরে গেছি।*

শূন্য করিডোরের ভিতর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে, ত্রিস টের পায় সে সুরক্ষিত নেটওয়ার্কে খুঁজে পাওয়া অদ্ভুত সেই সম্পাদিত ফাইলটার কথাই ভাবছে। *প্রাচীন সিংহদ্বার? গোপন ভূগর্ভস্থ লোকেশন?* সে ভাবতে চেষ্টা করে মার্ক জ্যুবিয়ানিস রহস্যময় ডকুমেন্টটা কোথায় অবস্থিত সেটা খুঁজে বের করতে পেরেছে কিনা।

----------

কন্ট্রোলরুমের ভেতরে, প্লাজমা ওয়ালের কোমল আভার সামনে ক্যাথরিন দাঁড়িয়ে এবং তাদের খুঁজে বের করা রহস্যময় ডকুমেন্টের দিকে তাকিয়ে আছে। সে তার মূল বাক্যাংশগুলো এবার আলাদা করে এবং ক্রমশ নিশ্চিত হতে থাকে যে ড.অ্যাবাড্ডনের সাথে তার ভাই যে সুদূরপ্রসারী কিংবদন্তি নিয়ে আলোচনা করেছে এই ডকুমেন্টেও সেটার কথাই বলা হয়েছে।

*ভূগর্ভস্থ গোপন স্থান যেখানে*
*ওয়াশিংটন ডি.সির কোথাও, যার সমন্বয়কারী*
*একটা প্রাচীন সিংহদ্বার খুঁজে পাওয়া যা*
*সতর্ক করে দেয় পিরামিডে বিপজ্জনক*
*এই খোদাই করা সিম্বলিয়নের পাঠোদ্ধার*

*বাকী ফাইলটা আমার দেখতেই হবে,* ক্যাথরিন ভাবে।

সে আরো কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে তারপরে প্লাজমা ওয়ালের পাওয়ার সুইচ অফ করে দেয়। ফুয়েল সেলের তরল হাইড্রোজেন যাতে নষ্ট না হয় সেজন্য ক্যাথরিন কাজ না থাকলে সবসময়ে শক্তি-সংহত ডিসপ্লে বন্ধ করে দেয়।

তার মূল বাক্যাংশগুলো ধীরে ঝাপসা হয়ে যায় তার চোখের সামনে, শেষে একটা ক্ষুদ্র সাদা বিন্দুতে পরিণত হয়ে ওয়ালের মাঝে ভাসতে থাকে এবং তারপরে শেষপর্যন্ত নিভে যায়। সে ঘুরে দাঁড়িয়ে নিজের অফিসের দিকে হাঁটা ধরে। ড.অ্যাবাড্ডন যেকোন সময়ে এসে উপস্থিত হবেন এবং সে চায় বেচারা যেন এখানে এসে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে।

BanglaBook.org

# ৩২
# অধ্যায়

"প্রায় পৌঁছে গেছি," শেষ না হওয়া করিডোরের ভিতর দিয়ে সাটো আর ল্যাংডনকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যেতে যেতে এনডারসন বলে, করিডোরটা ক্যাপিটলের পূর্বদিকের ভিতের পুরো দৈর্ঘ্য বরাবর বিস্তৃত। "লিঙ্কনের সময়ে, এই গলিটার মেঝেটা নোংরা ছিল আর ইঁদুর গিজগিজ করতো তখন এখানে।"

ল্যাংডন কৃতজ্ঞ বোধ করে মেঝেতে টাইলস বসান হয়েছে বলে; কেউ তাকে ইঁদুরপ্রেমিকের বদনাম দিতে পারবে না। লম্বা গলিপথে দলটার পদধ্বনি বেসুরে রহস্যময় ঢাকের বোল তুলে। লম্বা হলওয়েতে দরজার সারি দেখা যায় কিছু বন্ধ কিন্তু বেশিরভাগই ফাক হয়ে আছে। নীচের এই লেভেলে মনে হয় অনেক ঘরই পরিত্যাক্ত। ল্যাংডন খেয়াল করে দরজার নম্বর কমতে শুরু করেছে এবং একটা সময়ে আর নম্বর দেখা যায় না।

এসবি৪. .এসবি৩. .এসবি২. . .এসবি১. . .

তারা নম্বরহীন একটা দরজা অতিক্রম করে, এবং এনডারসন তারপরেই দাঁড়িয়ে পড়ে এখন নম্বর আবার বাড়তে শুরু করেছে।

এইচবি১. .এইচবি২.

"দু:খিত," এনডারসন বলে। "দৃষ্টি এড়িয়ে গিয়েছিল। আমি এত গভীরে আসিনি বললেই চলে।"

দলটা কয়েক পা পিছিয়ে এসে একটা পুরানো ধাতব দরজার সামনে দাঁড়ায়, যা ল্যাংডন এখন বুঝতে পারে হলওয়ের ঠিক একেবারে কেন্দ্রবিন্দুতে অবস্থিত-যে কাল্পনিক রেখা সিনেট বেসমেন্ট আর হাউজ বেসমেন্টকে পৃথক করেছে। দেখা যায়, এই দরজাটাতেও চিহ্ন দেয়া আছে, কিন্তু খোদাই এতটাই মলিন হয়ে গেছে যে প্রায় বোঝাই যায় না।

---

**এসবিবি**

---

"আমরা এসে গেছি," এনডারসন বলে। "চাবি যেকোন সময়ে এসে পৌঁছাবে।"

সাটো ভ্রু কুচকে ঘড়ির দিকে তাকায়।

ল্যাংডন এসবিবি লেখাটার দিকে তাকিয়ে এনডারসনকে জিজ্ঞেস করে, "এই জায়গাটাকে সিনেটের দিকে সংযুক্ত করা হয়েছে কেন যেখানে এটা ঠিক মাঝে অবস্থিত?"

এনডারসনকে বোঁকা বোঁকা দেখায়। "তুমি কি বলতে চাও?"

"এখানে লেখা এসবিবি, যা এস দিয়ে শুরু হয়েছে এইচ দিয়ে নয়।"

এনডারসন অপারগতার মাথা নাড়ে। "এসবিবি'র এস সিনেটের এস না। এটা-"

BanglaBook.org

"চীফ?" দূর থেকে এক গার্ড ডাক দেয়। দৌড়াতে দৌড়াতে সে হলওয়ে দিয়ে তাদের দিকে এগিয়ে আসে, তার হাতে চাবি ধরা রয়েছে। "সরি, স্যার, কয়েকমিনিট দেরী হয়ে গেল আসতে। আমরা প্রধান এসবিবি'র চাবি খুঁজে পাচ্ছিলাম না। এটা বাড়তি চাবি একটা স্পেয়ারের বক্সে রাখা ছিল।"

"আসলটা হারিয়ে গেছে?" বিস্মিত কণ্ঠে এনডারসন জিজ্ঞেস করে।

"সম্ভবত হারিয়ে গেছে," গার্ড হাফাতে হাফাতে এসে বলে। "বহুযুগ ধরে এখানে কেউ নামার জন্য অনুরোধ করেনি।"

এনডারসন চাবি হাতে নেয়। "এসবিবি১৩'র কোন দ্বিতীয় চাবি নেই।"

"দু:খিত, এখন পর্যন্ত আমরা এসবিবি অংশের কোন ঘরের চাবি খুঁজে পাইনি। ম্যাকডোনাল্ড এখনও খুঁজছে।" গার্ড তার রেডিও বের করে কথা বলে। "বব, আমি চীফের সাথে আছি। এসবিবি১৩'র চাবি সংক্রান্ত কোন অগ্রগতির খবর আছে?"

গার্ডের রেডিও খরখর করে এবং তারপরে উত্তর শোনা যায়, "সত্যি বলতে হ্যাঁ আছে। ব্যাপারটা অদ্ভুত। আমরা কম্পিউটারাইজড করার পরে কোন এন্ট্রি দেখতে পাচ্ছি না, কিন্তু হার্ড লগে দেখছি বিশ বছর আগে এসবিবি'র গুদামঘরগুলো পরিষ্কার করে পরিত্যাক্ত ঘোষণা করা হয়েছিল। এটা এখন অব্যবহৃত স্থান হিসাবে বিবেচিত হচেছ।" সে একটু থেমে আবার বলে, "সবগুলো কেবল এসবিবি১৩ বাদে।"

এনডারসন তার রেডিও জোরে আঁকড়ে ধরে। "চীফ বলছি। কি আবোলতাবোল বলছো, সব কেবল এসবিবি১৩ বাদে?"

"বেশ স্যার," কণ্ঠস্বরটা উত্তর দেয়, "আমার কাছে একটা হাতে লেখা নোট আছে যেখানে এসবিবি১৩কে 'ব্যক্তিগত' বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এটা অনেকদিন আগের একটা নোট এবং নীচে প্রধান স্থপতির ইনিশিয়াল দেয়া আছে।"

*স্থপতি* শব্দটা ল্যাংডন জানে যে ক্যাপিটলের নক্সা প্রণয়ন করেছে তাকে বোঝাতে ব্যবহৃত হয় না, ব্যবহৃত হয় যে এটা পরিচালনা করে তাকে বোঝাতে। অনেকটা ভবনের কেয়ারটেকারের মত, ক্যাপিটলের স্থপতি হিসাবে যাকে নিয়োগ দেয়া হবে সে রক্ষণাবেক্ষণ, মেরামত, নিরাপত্তা, লোক নিয়োগ তাদের দায়িত্ব বন্টন সবকিছুর দায়িত্বে থাকবে।

"অদ্ভুত ব্যাপার. " রেডিও কণ্ঠস্বর বলে, "এই যে স্থপতির নোটে দেখা যাচ্ছে এই 'ব্যক্তিগত স্থান'টা পিটার সলোমনের ব্যবহারের জন্য পৃথক রাখা হয়েছে।"

ল্যাংডন, সাটো আর এনডারসন সবার সবাই দিকে চমকে তাকায়।

"আমার ধারণা, স্যার,' কণ্ঠস্বরটা বলতে থাকে, "যে মি.সলোমনের কাছে এসবিবি'র আসল চাবিটা রয়েছে সেই সাথে এসবিবি১৩'র অন্যসব চাবি।"

ল্যাংডন কানে ভুল শুনেছে বলে মনে করে। *পিটার সলোমনের ক্যাপিটলের বেসমেন্টে ব্যক্তিগত কক্ষ রয়েছে?* সে সবসময়েই ধারণা করেছে পিটার সলোমনের লুকানর মত বিষয় আছে, কিন্তু এটা এমনকি ল্যাংডনকেও বিস্মিত করে।

"ঠিক আছে," এনডারসন বলে, স্পষ্টতই বিরক্ত। "আমরা এসবিবি১৩'তে প্রবেশ করতে বিশেষভাবে আগ্রহী, তাই বাড়তি চাবির খোঁজ চালু রাখো।"

BanglaBook.org

"আমরা তাই করছি, স্যার। আমরা আপনার অনুরোধ করা ডিজিটাল ইমেজ নিয়েও কাজ চালিয়ে যাচ্ছি-"

"ধন্যবাদ," বলে তাকে থামিয়ে দিয়ে এনডারসন টক বাটন চেপে তার সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে। "আপাতত আর কিছু নেই। ইমেজ ফাইলটা যখনই হাতে পাবে ডিরেকটর সাটোর ব্ল্যাকবেরীতে পাঠিয়ে দেবে।"

"বুঝতে পেরেছি, স্যার।" রেডিও এরপরে নিরব হয়ে যায়।

এনডারসন তাদের সামনে দাঁড়িয়ে থাকা গার্ডের হাতে রেডিওটা দেয়।

গার্ডটা এবার ফটোকপি করা একটা ব্লুপ্রিন্ট বের করে এবং তার চীফের হাতে সেটা দেয়। "স্যার, ধূসর এলাকাটা এসবিবি এবং আমরা এসবিবি১৩কে এক্স দিয়ে চিহ্নিত করেছি, যাতে সহজে খুঁজে পাওয়া যায়। জায়গাটা খুব একটা বড় না।"

এনডারসন গার্ডকে ধন্যবাদ জানিয়ে ব্লুপ্রিন্টের দিকে মনোযোগ দিতে তরুণ ছেলেটা দৌড়ে যে পথে এসেছিল সেপথেই ফিরে যায়। ল্যাংডন তাকিয়ে ইউএস ক্যাপিটলের নীচে কিউবিকলের বিস্ময়কর সংখ্যা যা একটা আজব গোলকধাঁধাঁ করেছে দেখে বিস্মিত হয়।

এনডারসন এক মুহূর্ত ব্লুপ্রিন্টটা দেখে, মাথা নাড়ে, এবং তারপরে সেটা নিজের পকেটে ঢুকিয়ে রাখে। এসবিবি চিহ্নিত দরজার দিকে ঘুরে সে চাবি বের করে কিন্তু ইতস্তত করে, দরজাটা খোলার ব্যাপারে তাকে অস্বস্তিতে ভুগতে দেখা যায়। ল্যাংডনও একই অনুভূতিতে ভুগতে থাকে; তার কোন ধারণা নেই দরজার পিছনে কি থাকতে পারে সে বিষয়ে, কিন্তু সে একটা বিষয়ে নিশ্চিত যে সলোমন এখানে যাই লুকিয়ে রাখুক সে সেটাকে একান্তই রাখতে চেয়েছে। *একান্ত ব্যক্তিগত।*

সাটো কেশে গলা পরিষ্কার করতে এনডারসন বক্তব্যটা বুঝতে পারে। চীফ জোরে একটা দম নিয়ে চাবি প্রবেশ করিয়ে সেটা ঘুরাতে চেষ্টা করে। চাবি অনড় হয়ে থাকে। মুহূর্তের জন্য, ভুল চাবি ভেবে ল্যাংডন আশাবাদী হয়ে উঠে। দ্বিতীয়বার চেষ্টা করতে, অবশ্য, চাবি ঘুরে এবং এনডারসন ঠেলে দরজাটা খুলে।

ভারী দরজাটা জড়তা ভেঙে ভেতরের দিকে খুলে যেতে করিডোরে ভেপসা বাতাস এসে ভরে যায়।

ল্যাংডন ভিতরের অন্ধকারে উঁকি দেয় কিন্তু কিছুই দেখতে পায় না।

"প্রফেসর," লাইটের সুইচের জন্য অন্ধের মত হাতড়াতে হাতড়াতে এনডারসন ল্যাংডনের দিকে তাকিয়ে বলে। "আপনার প্রশ্নের উত্তর হল এসবিবি এর এস সিনেটের এস না। এটার মানে *সাব।*

"সাব?" ল্যাংডন বেকুব হয়ে বলে।

এনডারসন মাথা নাড়ে এবং দরজার ভিতরের দিকে একটা সুইচ অন করে। একটা নি:সঙ্গ বাল্ব গাঢ় অন্ধকারের দিকে খাড়াভাবে নেমে যাওয়া একপ্রস্থ সিঁড়ি আলোকিত করে তুলে। "এসবিবি হল ক্যাপিটলের সাব বেসমেন্ট।"

BanglaBook.org

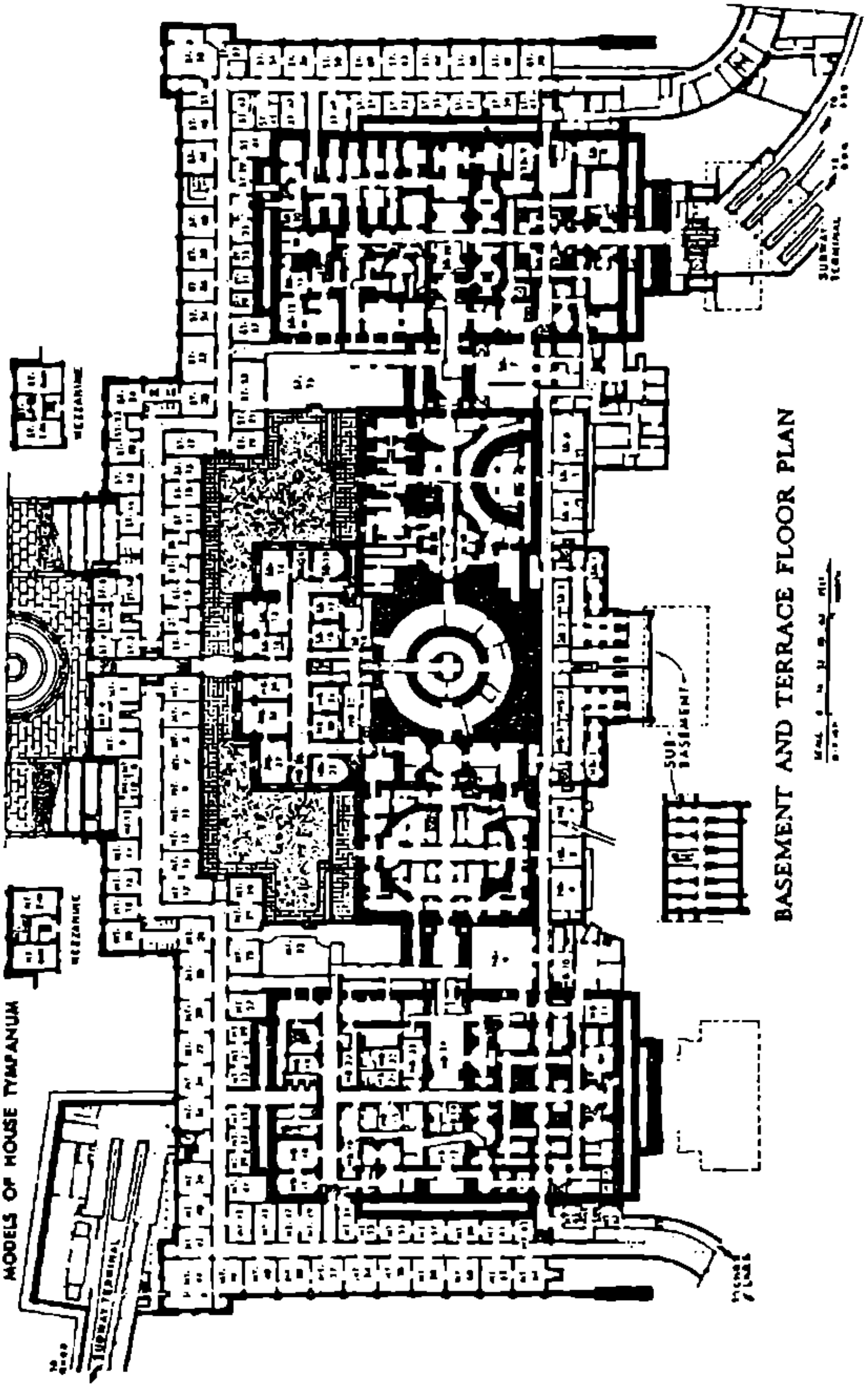
BASEMENT AND TERRACE FLOOR PLAN
MODELS OF HOUSE TYMPANUM
MEZZANINE
MEZZANINE
SUB-BASEMENT
BASEMENT
SUBWAY TERMINAL

# ৩৩
# অধ্যায়

সিস্টেম সিকিউরিটি বিশেষজ্ঞ মার্ক জ্যুবিয়ানিস তার জাপানী বসার আসন ফুটনে আরও জাকিয়ে বসে তার ল্যাপটপের তথ্য স্ক্রল করতে থাকে।

*এটা আবার কোন জামানার এ্যাড্রেস?*

ডকুমেন্টে প্রবেশ করতে বা ত্রিশের রহস্যময় আইপি এ্যাড্রেস আনমাস্ক করতে, তার হ্যাকিং এর শ্রেষ্ঠ আয়ুধ কার্যত নির্বিষ প্রমাণিত হয়। দশ মিনিট হয়ে গেছে, এবং জ্যুবিয়ানিসের প্রোগ্রাম এখনও নেটওয়ার্কের ফায়ারওয়ালে মাথা খুটে মরছে। তারা ভেতরে ঢুকতে পারবে বলে মনে হয় না। *এবার বুঝেছি এত টাকা কেন দিচ্ছে?* সে আয়ুধ পরিবর্তন করে একটা ভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বন করবে এমন সময়ে ফোন বেজে উঠে।

*ঈশ্বরের দিব্যি ত্রিস আমি বলেছি আমি তোমাকে ফোন করব।* সে ফুটবল খেলা মিউট করে ফোনটা তুলে। "হ্যাহ?"

"মার্ক জ্যুবিয়ানিস কথা বলছেন?" একটা পুরুষ কণ্ঠ জিজ্ঞেস করে। "৩৫৭ কিংস্টন ড্রাইভ ওয়াশিংটন থেকে?"

জ্যুবিয়ানিস পেছনে অস্পষ্ট কথোপকথন শুনতে পায়। *প্লেঅফের দিনে টেলিমার্কেটার ফোন করেছে? শালারা কি পাগল হয়ে গেল?* "আচ্ছা আমি বলি কি হয়েছে, আমি এ্যাঙ্গুলায় এক সপ্তাহের হলিডে জিতেছি?"

"না," কণ্ঠস্বরটা রসকষহীনভাবে উত্তর দেয়। "সেন্ট্রাল ইন্টিলিজেন্স এজেন্সির সিস্টেম সিকিউরিটি থেকে বলছি। আমরা জানতে চাই আমাদের একটা ক্লাসিফায়েড ডাটাবেসে আপনি কেন হ্যাক করার মহান উদ্যোগ নিয়েছেন?"

ক্যাপিটল ভবনের সাববেসমেন্টের তিনতলা উপরে দর্শনার্থী কেন্দ্রের বিশাল খোলা জায়গায়, বরাবরের মত আজ রাতেও নুনেজ ভিতরে প্রবেশ করার প্রধান দরজায় তালা দেয়। সে প্রশস্থ মার্বেল বিছান ফ্লোরের উপর দিয়ে হেঁটে ফিরে যাবার সময়ে, সে আর্মি-সারপ্লাস জ্যাকেট পরিহিত উল্কি আঁকা লোকটার কথা ভাবে।

*আমি তাকে ভিতরে ঢুকতে দিয়েছি।* নুনেজ ভাবে আগামীকাল চাকরী থাকে কিনা।

এস্কেলেটরের দিকে এগিয়ে যাবার সময়ে, বাইরের দিকের দরজায় সহসা আঘাতের শব্দে সে ঘুরে তাকায়। সে দৌড়ে প্রধান প্রবেশ পথের কাছে আসে এবং দেখে একজন বয়স্ক আমেরিকান বাইরে দাঁড়িয়ে আছে হাতের তালু দিয়ে কাঁচে আঘাত করছে আর ইঙ্গিতে ভিতরে প্রবেশ করতে চাইছে।

BanglaBook.org

নুনেজ মাথা নেড়ে ঘড়ি দেখায়।

লোকটা আবার ধাক্কা দেয় এবং আলোতে সরে আসে। লোকটার পরণে নীল রঙের নিখুঁত স্যুট এবং মাথার ধুসর চুল ছোট করে কাটা। নুনেজের হৃৎপিণ্ডের গতি বেড়ে যায়। *হলি শিট।* দূর থেকে হলেও নুনেজ এবার তাকে চিনতে পারে। সে দ্রুত প্রধান প্রবেশ পথের কাছে আসে এবং দরজার তালা খুলে দেয়। "আমি দু:খিত স্যার, অনুগ্রহ করে ভেতরে প্রবেশ করুন।"

ওয়ারেন বেল্লামি–ক্যাপিটলের স্থপতি– চৌকাঠ অতিক্রম করে এবং মৃদু মাথা নেড়ে নুনেজকে ধন্যবাদ জানায়। বেল্লামি হালকাপাতলা নমনীয় গড়নের লোক, যার অভিব্যক্তি টানটান আরদৃষ্টি ক্ষুরধার যা পারিপার্শ্বিকের উপরে তার পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ আছে সেই আত্মবিশ্বাস বিকিরিত করে। গত পঁচিশ বছর ধরে, বেল্লামি ইউ.এস ক্যাপিটলের তত্ত্বাবধায়কের দায়িত্ব পালন করে আসছে।

"*স্যার আমি কি আপনাকে কোন সাহায্য করতে পারি?*"নুনেজ জিজ্ঞেস করে।

"ধন্যবাদ, হ্যাঁ," বেল্লামি *চৌকষ* স্পষ্টতায় শব্দ দুটি উচ্চারন করেন। উত্তরপূর্বাঞ্চলের আইভি লীগ স্নাতক, তার শব্দচয়ন এতটাই কড়া যে প্রায় বৃটিশের মতই শোনায়। "আমি এইমাত্র জানতে পারলাম এখানে সন্ধ্যেবেলা একটা ঘটনা ঘটেছে।" তাকে ভীষণ উদ্বিগ্ন দেখায়।

"হ্যাঁ, স্যার। ব্যাপারটা হল–"

"চীফ এনডারসন কোথায়?"

"সিআইএ অফিস অব সিকিউরিটির ডিরেকটর সাটোর সাথে নীচে গিয়েছেন।"

আশঙ্কায় বেল্লামির চোখ বড়বড় হয়ে যায়। "সিআইএ এখানে এসেছে?"

"হ্যাঁ, স্যার। ঘটনার পরপরই ডিরেকটর সাটো এখানে এসে পৌছান।"

"কেন?" বেল্লামি জানতে চায়।

নুনেজ কাঁধ ঝাকায়। *যেন আমি তার কাছে জানতে চেয়েছি?*

বেল্লামি সোজা এস্কেলেটরের দিকে হাঁটা দেয়। "তারা এখন কোথায়?"

"তারা এই মাত্র নীচের লেভেলে গিয়েছে।" নুনেজ তার পেছনে হন্তদন্ত হয়ে এগোতে এগোতে বলে।

*চোখে প্রশ্ন নিয়ে বেল্লামি পেছনে তাকায়।* "নীচতলায়? কেন?"

"আমি আসলে জানিনা স্যার– আমি কেবল আমার রেডিওতে শুনেছি।"

বেল্লামি এখন আরও দ্রুত গতিতে এগোতে শুরু করেছে। "আমাকে এই মুহূর্তে তাদের কাছে নিয়ে চলো।"

"হ্যাঁ, স্যার।"

খোলা জায়গাটা দু'জনে মিলে দ্রুত অতিক্রম করার সময়ে, নুনেজ বেল্লামির আঙ্গুলে একটা বিশাল সোনার আংটি এক ঝলক দেখতে পায়।

BanglaBook.org

নুনেজ তার রেডিও বের করে। "আমি চীফকে সতর্ক করে দেই যে আপনি নীচে আসছেন।"

"না," বেল্লামির চোখের দৃষ্টি ভয়ঙ্কর হয়ে উঠে। "আমি কাউকে না জানিয়ে উপস্থিত হতে চাই।"

নুনেজ আজরাতে অনেক ভুল করেছে, কিন্তু স্থপতি ভবনে এসেছেন এ বিষয়টা চীফ এনডারসনকে জানাতে ব্যর্থ হলে সেটা সম্ভবত তার শেষ ভুল হবে।

"স্যার," কণ্ঠে অস্বস্তি নিয়ে সে বলে। "আমার মনে হয় চীফ এনডারসন পছন্দ করবেন–"

"তুমি জান যে আমি মি.এনডারসনকে *নিয়োগ* দিয়েছি?" বেল্লামি বলে।

নুনেজ মাথা নাড়ে।

"তাহলে আমার মনে হয় তোমার উচিত আমার ইচ্ছা মান্য করা।"

# ৩৪
# অধ্যায়

ত্রিস ডান এসএমএসসি'র লবিতে প্রবেশ করতে বিস্ময়ে তার চোখ কপালে উঠে যায়। অপেক্ষমান অতিথি ফ্লানেলের কাপড় পরিহিত পড়ুয়া ডক্টরদের মত– অ্যানথ্রোপলজি, ওশেনোগ্রাফি, জুওলজি এবং অন্যান্য বৈজ্ঞানিক ক্ষেত্রের যারা এই ভবনে সচরাচর প্রবেশ করে থাকে তাদের কাতারে পড়ে না। বরং ঠিক তার বিপরীত, ড.অ্যাবাড্ডনকে তার দর্জির তৈরী নিখুঁত স্যুটে প্রায় অভিজাতবংশীয় মনে হয়। লোকটা লম্বা, সাথে চওড়া ধড়, মুখের নিয়মিত যত্ন নেয়া ত্বক এবং মাথায় নিখুঁত করে আঁচড়ানো সোনালী চুল যা দেখে ত্রিশের মনে হয় সে ল্যাবরেটরীর চেয়ে বিলাসিতায় বেশি অভ্যস্থ।

"আমার ধারণা আপনি ড.অ্যাবাড্ডন?" ত্রিস হাত বাড়িয়ে দিয়ে বলে।

লোকটাকে অনিশ্চিত দেখায় তবে সে ত্রিশের নাদুসনুদুস হাতটা নিজের চওড়া তালুতে বন্দি করে। "আমি দু:খিত। এবং *আপনি?*"

"ত্রিস ডান," সে উত্তর দেয়। "আমি ক্যাথরিনের সহকারী। তিনি আমাকে পাঠিয়েছেন আপনাকে পথ দেখিয়ে ল্যাবে নিয়ে যাবার জন্য।"

"ওহ, বুঝতে পেরেছি," লোকটা এবার হেসে উঠে। "ত্রিস, আপনার সাথে পরিচিত হয়ে খুশী হলাম। আমাকে যদি বিভ্রান্ত দেখায় তবে মাফ করবেন। আমার মনে হয়েছিল ক্যাথরিন আজ সন্ধ্যাবেলা একাই আছেন।" সে হলের দিকে ইঙ্গিত করে। "কিন্তু এখন আমি পুরোপুরি আপনার উপরে নির্ভরশীল। পথ দেখান।"

BanglaBook.org

দ্রুত সামলে নিলেও ত্রিস লোকটার চোখে হতাশার ঝলক দেখতে পেয়েছে। ড.অ্যাবাড্ডনের ব্যাপারে ক্যাথরিনের পূর্বের গোপনীয়তা এবার তার কাছে ভিন্ন মাত্রা লাভ করে। *সম্ভবত প্রণয়ঘটিত ব্যাপার?* ক্যাথরিন কখনও তার সামাজিক জীবনের কথা আলোচনা করে না, কিন্তু তার অতিথি আঁকর্ষণীয় এবং ধোপদুরস্ত যদিও বয়সে ক্যাথরিনের চেয়ে ছোটই হবে, সেও তার মতই বিত্ত আর বৈভবের জগতের বাসিন্দা। তাছাড়া, ড.অ্যাবাড্ডন আজ রাত নিয়ে যাই ভেবে থাকুক না কেন, ত্রিশের উপস্থিতি তার পরিকল্পনার ভিতরে ছিল না।

লবির সিকিউরিটি চেক পয়েন্টে, নি:সঙ্গ প্রহরী দ্রুত তার হেডফোন খুলে এবং ত্রিস রেডস্কিনের খেলার শব্দ শুনতে পায়। প্রহরী নিয়ম অনুযায়ী ড.অ্যাবাড্ডনকে মেটাল ডিটেক্টর দিয়ে পরীক্ষা করে হাতে অস্থায়ী নিরাপত্তা কার্ড ধরিয়ে দেয়।

"কে জিতছে?" ড.অ্যাবাড্ডন তার পকেট থেকে লাইটার, চাবির গোছা আর সেলফোন বের করার ফাঁকে অমায়িকভাবে জিজ্ঞেস করে।

"স্কিনস তিন এগিয়ে," প্রহরী বলে, বোঝাই যায় সে আবার খেলায় ফিরে যেতে ব্যগ্র। "হেলুভা খেলা।"

"মি.সলোমন শীঘ্রই এসে পৌঁছাবেন," ত্রিস প্রহরীকে বলে। "তিনি আসবার সাথে সাথে তুমি তাকে দয়া করে ল্যাবে পাঠিয়ে দেবে?"

"ঠিক আছে দেবো।" তারা এগিয়ে গেলে প্রহরী সমর্থনের ভঙ্গিতে চোখ মটকায়। "সতর্ক করার জন্য ধন্যবাদ। আমি কাজে ব্যস্ত থাকার ভান করবো।"

ত্রিশের উক্তি কেবল প্রহরীকে সতর্ক করার জন্যই না বরং ড.অ্যাবাড্ডনকে মনে করিয়ে দেয়া যে ক্যাথরিনের সাথে তার একান্ত সন্ধ্যেটায় ত্রিসই কেবল একলা বহিরাগত নয়।

"ক্যাথরিনের সাথে আপনার কিভাবে পরিচয়?" রহস্যময় অতিথির দিকে তাকিয়ে ত্রিস জিজ্ঞেস করে।

ড.অ্যাবাড্ডন মুচকি হাসেন। "ওহ, সে এক লম্বা কাহিনী। আমরা একটা বিষয়ে একসাথে কাজ করছি।"

*বুঝেছি,* ত্রিস ভাবে। *আমার এক্তিয়ারের বাইরে।*

"এই স্থাপণাটা অসাধারণ," বিশাল করিডোর দিয়ে হেঁটে যাবার সময়ে চারপাশে তাকিয়ে অ্যাবাড্ডন মন্তব্য করে। "আমি আসলে এখানে আগে কখনও আসিনি।"

তার ভাসাভাসা কণ্ঠস্বর প্রতি পদক্ষেপে আন্তরিক হয়ে উঠে এবং ত্রিস খেয়াল করে সে সতর্ক চোখে চারপাশের সবকিছু লক্ষ্য করছে। হলওয়ের উজ্জ্বল আলোতে, সে আরও লক্ষ্য করে তার মুখের ত্বকের রঙ কেমন যেন মেকী মনে হয়। *ঠিক মিলে না।* ফাঁকা করিডোর দিয়ে তারা এগিয়ে যাবার সময়ে ত্রিস অবশ্য তাকে এসএমএসসি'র কাজ আর উদ্দেশ্য সম্পর্কে একটা সাধারণ ধারণা দেয়, সাথে বিভিন্ন পড আর তাদের ভিতরে রাখা বস্তু সম্পর্কেও তাকে গুছিয়ে বলে।

BanglaBook.org

দর্শনার্থীকে বেশ মুগ্ধ দেখায়। "শুনে মনে হচ্ছে এখানে অমূল্য শিল্পবস্তুর একটা গুপ্তধন আছে। আমার ধারণা সবজায়গাতেই প্রহরী ঠিকমত আছে।"

"দরকার নেই," উপরের সিলিংএ সারিবদ্ধ মাছের চোখের মত লেন্সের দিকে দেখিয়ে ত্রিস বলে। "এখানের নিরাপত্তা ব্যবস্থা অটোমেটেড। এই করিডোরের প্রতি ইঞ্চি চব্বিশ/সাত রেকর্ডিং হচ্ছে এবং এই করিডোরটা এই স্থাপণার মেরুদণ্ড। কি কার্ড আর পিন নাম্বার ছাড়া এই করিডোরের কোন কামরায় প্রবেশ করা সম্ভব না।"

"ক্যামেরার দক্ষ ব্যবহার।"

"কাঠের মতই নিরেট, আমাদের এখানে কখনও চুরি হয়নি। আর তাছাড়া মানুষ সাধারনত এধরনের জাদুঘরে চুরি করতে ঢোকে না– বিলুপ্ত ফুল, ইনুইট কায়াক বা দানবীয় স্কুইডের খোলসের কালোবাজারে খুব একটা ভাল দাম পাওয়া যাবে না।"

ড.অ্যাবাড্ডন মুচকি হাসেন। "আমার মনে হয় তোমার কথাই ঠিক।"

"আমাদের এখানে নিরাপত্তার সবচেয়ে বড় হুমকি হল কীটপতঙ্গ আর ইদুর।" ত্রিস ব্যাখ্যা করে কিভাবে এসএমএসসির আবর্জনা ফ্রিজ করে এই ভবনকে কীটপতঙ্গের আক্রমণ থেকে রক্ষা করা হয়েছে এবং সাথে আরো আছে একটা স্থাপত্য বৈচিত্র "ডেড জোন"– দ্বৈত দেয়ালের মাঝে অনাতিথেয় কম্পার্টমেন্ট যা পুরো ভবনটা বর্মের মত ঘিরে রেখেছে।

"অবিশ্বাস্য," অ্যাবাড্ডন বলে। "তো পিটার আর ক্যাথরিনের ল্যাবটা কোথায়?"

"পড পাঁচ," ত্রিস বলে। "এই হলওয়ের একেবারে শেষপ্রান্তে।"

অ্যাবাড্ডন সহসা দাঁড়িয়ে পড়ে, ডানদিকে একটা ছোট জানালার দিকে এগিয়ে যায়। "খোদা! তুমি এটা একবার দেখবে?"

ত্রিস হেসে উঠে। "হ্যাঁহ, ওটা পড ৩। তারা এটাকে ওয়েট পড বলে।"

"ওয়েট?" কাঁচে মুখ চেপে রেখে অ্যাবাড্ডন জানতে চায়।

"ভিতরে প্রায় তিন হাজার গ্যালন তরল ইথানল আছে। আমি আগে যে দানবীয় স্কুইডের খোলসের কথা বলেছিলাম সেটার কথা মনে আছে?"

"এটাই সেই স্কুইড?!" বড় বড় চোখে ড.অ্যাবাড্ডন মুহূর্তের জন্য কাঁচের সামনে থেকে দৃষ্টি সরায়। "জিনিসটা বিশাল।"

"একটা স্ত্রী আর্চিটিউথিস," ত্রিস বলে। "প্রায় চল্লিশ ফিট লম্বা।"

স্কুইডটা ড.অ্যাবাড্ডনকে আপাত দৃষ্টিতে পরমানন্দিত করেছে কাচ থেকে সে চোখ ফিরাতেই পারছে না। এক মুহূর্তের জন্য লোকটা পেটশপের জানালায় দাঁড়িয়ে থাকা কোন বাচ্চা ছেলে বলে মনে হয় ত্রিশের কাছে, ভিতরে গিয়ে যে একটা কুকুরের ছানা দেখতে চায়। পাঁচ সেকেণ্ড পরে, সে তখনও একমনে জানালার ভিতর দিয়ে তাকিয়ে আছে।

BanglaBook.org

"ঠিক আছে ঠিক আছে," হেসে ফেলে ত্রিস অবশেষে তার কিকার্ড ঢুকিয়ে পিন নাম্বার টাইপ করে। "এসো, আমি তোমাকে স্কুইডটা দেখাই।"

মাল'আখ পড ৩ এর ভিতরে প্রবেশ করে দেয়ালে সিকিউরিটি ক্যামেরা খুঁজে। ক্যাথরিনের হোদল সহকারী এই ঘরে রক্ষিত নমুনা সম্পর্কে কি যেন আবোলতাবোল বকে চলেছে। সে তাকে থামিয়ে দেয়। দানবীয় স্কুইড সম্পর্কে তার বিন্দুমাত্র আগ্রহ নেই। এই অন্ধকার, নিভৃত এলাকাটা সে একটা অপ্রত্যাশিত সমস্যার সমাধানে ব্যবহার করতেই বেশি আগ্রহী।

# ৩৫
# অধ্যায়

ক্যাপিটলের সাব বেসমেন্টের দিকে নেমে যাওয়া খাড়া আর ভাসাভাসা কাঠের সিঁড়ির মত কোন সিঁড়ি ল্যাংডন তার বাপের কালেও দেখেনি। তার শ্বাস-প্রশ্বাসের বেগ বেড়ে যায় এবং বুকটা কেমন চেপে আসে। নীচের বাতাস বেশ শীতল এবং স্যাঁতসেঁতে এবং কয়েকবছর আগে ভ্যাটিকানের নেকরোপোলিসে এমনই আরেক প্রস্থ সিঁড়ির কথা ল্যাংডনের মনে ভেসে উঠে। *দি সিটি অব দি ডেড।*

তার সামনে এনডারসন ফ্লাশলাইটের আলোয় পথ দেখাতে দেখাতে এগিয়ে চলেছে। ল্যাংডনের ঠিক পেছনেই সাটো তাকে অনুসরণ করছে, তার ক্ষুদে হাত মাঝে মাঝে তার পিঠে ধাক্কা দেয়। *আমি যতটা সম্ভব দ্রুত চলছি।* ল্যাংডন জোরে একটা শ্বাস নেয়, চেষ্টা করে চারপাশের চেপে আসা দেয়ালের কথা ভুলে থাকতে। সিঁড়ির খাঁচায় ল্যাংডনের কাঁধ কোনমতে জায়গা পেয়েছে, এবং তার পিঠের ডেব্যাগ পাশের দেয়ালে ঘষা খাচ্ছে।

"ব্যাগটা তোমার উপরেই রেখে আসা উচিত ছিল," সাটো পেছন থেকে পরামর্শ দেয়।

"আমি ঠিক আছি," ল্যাংডন উত্তর দেয়, চোখের সামনে থেকে এটাকে দূর রাখার বিন্দুমাত্র ইচ্ছা তার নেই। সে মনে মনে পিটারের ছোট প্যাকেটটার কথা স্মরণ করে এবং ইউ.এস ক্যাপিটলের সাব বেসমেন্টের কিছুর সাথে সে এটার কোন যোগসূত্র খুঁজে পায়না।

"আর কয়েকটা ধাপ," এনডারসন সামনে থেকে বলে। "প্রায় পৌছে গেছি।"

দলটা অন্ধকারের ভিতরে নীচে নামতে থাকে সিঁড়ির একমাত্র নি:সঙ্গ বাম্বটার আলো এতদূরে পৌছায় না। ল্যাংডন কাঠের শেষ ধাপটা থেকে মেঝেতে পা রাখতেই টের পায় তার পায়ের নীচে ধূলা মাটি। *জার্নি টু দি সেন্টার অব দি আর্থ।* সাটো তার পেছন পেছন নেমে আসে।

BanglaBook.org

এনডারসন এবার আলোটা উঁচু করে, তাদের চারপাশটা জরিপ করে। সাববেসমেন্ট নামেই বেসমেন্ট, আদতে এটা সিঁড়ির সাথে লম্বভাবে বিস্তৃত একটা খুবই সংকীর্ণ করিডোর। এনডারসন তার হাতের লাইটটা প্রথমে বামে পরে ডানে নিক্ষেপ করে এবং ল্যাংডন দেখে প্যাসেজটা কেবল চল্লিশ ফিট লম্বা এবং এর দুপাশে সারি দিয়ে কাঠের ছোট ছোট দরজা রয়েছে। দরজাগুলোর কাঠামো এতটা পাশাপাশি অবস্থিত যে তাদের পেছনে অবস্থিত ঘরগুলো কোনমতেই দশ ফিটের বেশি প্রশস্থ হতে পারে না।

*এসিএমই স্টোরেজ ডোমাটিল্লা ক্যাটাকোম্বের সাথে মিলিত হয়েছে,* এণ্ডারসনের ব্লুপ্রিন্ট দেখার ব্যস্ততা দেখে ল্যাংডন ভাবে। যে ক্ষুদ্র অংশটা সাব বেসমেন্ট চিহ্নিত করছে সেটাকে এক্স চিহ্ন দিয়ে চিহ্নিত করা হয়েছে এসবিবি১৩ এর অবস্থান সনাক্ত করতে। ল্যাংডন লক্ষ্য না করে পারে না যে লে আউটটা ঠিক একটা চৌদ্দ সমাধি বিশিষ্ট ম্যুসোলিয়াম, সমাধিমন্দির- যেখানে সাতটা ভল্ট বাকি সাতটা ভল্টের মুখোমুখি অবস্থিত- যার একটাকে সরিয়ে সিঁড়ির জায়গা করা হয়েছে যেটা দিয়ে এইমাত্র তারা নীচে নেমে এসেছে। *তেরটা টিকে আছে।*

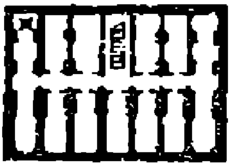

সে সন্দেহ করে যে আমেরিকার "তের" মাত্রার ষড়যন্ত্রকারী তাত্ত্বিকেরা আনন্দে বিভোর হয়ে উঠবে যদি একবার জানতে পারে ইউ.এস ক্যাপিটলের নীচে ঠিক তেরটা স্টোরেজ রুম চাপা পড়ে রয়েছে। ইউনাইটেড স্টেটসের গ্রেট সীলে তেরটা তারকা, তেরটা তীর, পিরামিডের তেরটা ধাপ, বর্মে তেরটা দাগ, তেরটা জলপাইয়ের পাতা, কমবে annuit coeptis এ তেরটা অক্ষর এবং *e* বসবে pluribus unum এ তেরটা অক্ষর অনেককেই সন্দিহান করে তুলে। এবং এমন বিষয় আরো আছে।

"দেখেতো পরিত্যাক্ত বলেই মনে হচ্ছে," তাদের ঠিক সামনে অবস্থিত চেম্বারে আলো ফেলে এনডারসন মন্তব্য করে। ভারী কাঠের দরজাটা হা করে খোলা। ভিতরে প্রবেশ করা আলোকপথে একটা সংকীর্ণ পাথুরে প্রকোষ্ঠ নজরে আসে-দশ ফিট চওড়া আর তের ফিট গভীর- অনেকটা কানাগলির মত কোথাও যাবার কোন পথ নেই। প্রকোষ্ঠে কয়েকটা পুরাতন দোমড়ানো কাঠের বাক্স আর ভাঁজ করা প্যাকিং পেপার পড়ে রয়েছে।

দরজার উপরে আটকানো তামার প্লেটের উপরে এনডারসন আলো ফেলে। প্লেটটা সবুজ তাম্রমলে ছেয়ে গেছে কিন্তু পুরাতন খোদাই পড়া যায়ঃ

BanglaBook.org

## এসবিবি IV

"এসবিবি ৪," এনডারসন বলে।

"এসবিবি ১৩ কোনটা," সাটো জানতে চায়, ভূগর্ভস্থ শীতল বাতাসের কারণে তার মুখ থেকে হাল্কা বাষ্পের কুণ্ডলী নির্গত হয়।

এনডারসন করিডোরের দক্ষিণ প্রান্ত আলো দিয়ে দেখায়। "ওদিকে।"

সংকীর্ণ প্যাসেজ বরাবর তাকিয়ে থাকার সময়ে নিজের অজান্তে ল্যাংডন কেঁপে উঠে, ঠাণ্ডার ভিতরেও সামান্য ঘাম অনুভব করে।

দরজার সারিবদ্ধ বিন্যাসের পাশ দিয়ে তারা এগিয়ে যায়, সবগুলো কামরা একই রকম দেখায়, দরজা সামান্য খুলে রয়েছে, বোঝাই যায় অনেকদিন আগে এলাকাটা পরিত্যাক্ত হয়েছে। সারির শেষ মাথায় যখন তারা পৌঁছায়, এনডারসন ডান দিকে ঘুরে এবং আলোটা তুলে আনে এসবিবি ১৩ এর ভিতরে কি আছে সেটা দেখতে। ফ্লাশলাইটের আলো অবশ্য একটা ভারী কাঠের দরজায় বাঁধাপ্রাপ্ত হয়।

এসবিবি ১৩ এর দরজা অন্য দরজাগুলোর মত না, বন্ধ।

এই শেষ দরজাটা দেখতে বাকী দরজাগুলোর মতই- ভারী কব্জা, লোহার হাতল এবং সবুজ হয়ে যাওয়া তামার নাম্বার প্লেট। নাম্বার প্লেটের সাতটা চিহ্ন উপর তলায় পিটারের তালুর ঠিক সেই সাতটা চিহ্নই।

## এসবিবি XIII

*কেউ একজন আমাকে বল দরজাটা বন্ধ*, ল্যাংডন ভাবে।

সাটো কোনরকম জড়তা ছাড়াই কথা বলে। "দরজাটা ঠেলা দাও।"

পুলিশ প্রধানকে অস্বস্তিতে পড়তে দেখা যায় কিন্তু তারপরেও সে এগিয়ে যায় এবং ভারী লোহার হাতলটা আঁকড়ে ধরে এবং ভেতরের দিকে ঠেলা দেয়। হাতলটার কোন হেলদোল দেখা যায় না। সে এবার আলো ফেললে একটা পুরানো কেতার লক-প্লেট আর চাবি ঢুকাবার গর্ত উদ্ভাসিত হয়।

"মাস্টার কী দিয়ে চেষ্টা করে দেখো," সাটো বুদ্ধি জোগায়।

উপর তলার প্রবেশের দরজা থেকে সংগৃহীত মাস্টার কী এনডারসন বের করে কিন্তু চাবিটা খাপই খায় না।

"আমার কি ভুল হল," কণ্ঠে বিদ্রুপ ফুটিয়ে তুলে সাটো বলে, "নাকি আপদকালীন সময়ে ভবনের প্রতিটা কোণে যাবার কোন প্রয়োজন নেই সিকিউরিটির?"

এনডারসন দীর্ঘশ্বাস ফেলে সাটোর দিকে তাকায়। "ম্যা'ম আমার লোকেরা এখনও বাড়তি চাবিটা খুঁজছে, কিন্তু-"

BanglaBook.org

"তালা ভাঙো," লিভারের নীচের কী-প্লেট দেখিয়ে সাটো বলে।

ল্যাংডনের নাড়ী বোধ হয় হালই ছেড়ে দেবে।

এনডারসন গলা খাকড়ায়, বোঝা যায় অস্বস্তিতে পড়েছে। "ম্যা'ম আমি বাড়তি চাবির কোন সংবাদ পাওয়া যায় কিনা সেজন্য অপেক্ষা করছি। আমি নিশ্চিত না ভেঙে ভেতরে ঢোকাটা আমাদের বোধহয় উচিত-"

"তুমি বোধহয় সিআইএ'র অনুসন্ধানে বিঘ্ন ঘটাবার জন্য জেলে যেতেই মুখিয়ে আছ?"

এণ্ডারসনের চোখে অবিশ্বাস দেখা দেয়। বেশ কিছুক্ষণ পরে সে সাটোর হাতে ফ্লাশলাইটটা দিয়ে হোলস্টারের ফ্ল্যাপের ঢাকনা খুলে।

"দাঁড়াও!" আর নির্বাক দাঁড়িয়ে না থাকতে পেরে ল্যাংডন চেঁচিয়ে উঠে বলে। "একটা কথা ভাবো। পিটার তার ডান হাতের কব্জি খুইয়েছে এই ঘরের পেছনে যাই থাকুক সেটা প্রকাশিত হতে না দিয়ে। তুমি কি নিশ্চিত যে আমরা এটাই করতে চাই? সন্ত্রাসবাদীর দাবি পক্ষান্তরে মেনে নেয়ার সামিল হবে দরজাটা খোলা।"

"তুমি কি পিটার সলোমনকে ফিরে পেতে চাও?" সাটো জিজ্ঞেস করে।

"অবশ্যই, কিন্তু-"

"তাহলে আমার পরামর্শ হল তার বন্দিকর্তার কথা মত কাজ করা।"

"এক প্রাচীন সিংহদ্বার অবারিত করা? তোমার ধারণা এটাই সেই সিংহদ্বার?"

সাটো ফ্লাশের আলো ল্যাংডনের মুখে ফেলে। "প্রফেসর, এ বিষয়ে আমার কোন ধারণাই নেই। এটা একটা গুদামঘর না কোন প্রাচীন পিরামিডে প্রবেশের গোপন পথ যাই হোক না কেন, আমরা এটা খুলতে চাই। আমার কথা কি বোঝা গেছে?"

আলোর দিকে ল্যাংডন চোখ কুচকে তাকিয়ে থাকে এবং মাথা নাড়ে।

সাটো আলোটা নামিয়ে সেটা পুনরায় দরজার প্রাচীন কি-প্লেটে উপরে ফেলে। "চীফ? শুরু কর।"

ধীরে ধীরে এনডারসন তার পিস্তল বের করে এবং সেটার দিকে অনিশ্চিত ভঙ্গিতে তাকিয়ে থাকে, *এখন পরিকল্পনার ঠিক উল্টোটা করাই তার ইচ্ছা।*

"ঈশ্বরের দিব্যি, হাত চালাও," সাটো তার ক্ষুদে হাতটা বাড়িয়ে দেয় এবং সে পিস্তলটা তার কাছ থেকে কেড়ে নেয়। তার খালি হাতে সে ফ্লাশলাইটটা গুঁজে দেয়। "আলো ফেলো, জানো কোথায়।" তার পিস্তল নাড়াচাড়া দেখে বোঝা যায় সেটা প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তির আত্মবিশ্বাস, পিস্তলের সেফটি অফে সময় নষ্ট না করে, সে অস্ত্রটা কক করেই তালার দিকে নিশানা ঠিক করে।

"*দাড়াও!*" ল্যাংডন চেঁচিয়ে উঠে, কিন্তু ততক্ষণে অনেক দেরী হয়ে গেছে।

পিস্তলটা তিনবার গর্জে উঠে।

BanglaBook.org

ল্যাংডনের মনে হয় তার কানের পর্দা ফেটে গেছে। *মহিলা কি পাগল?* বদ্ধস্থানে পিস্তলের আওয়াজে কানে তালা লেগে যায়।

এনডারসনকে বিহ্বল দেখায়, বুলেটে ক্ষতবিক্ষত দরজায় আলো ফেলার সময়ে তার হাত সামান্য কাঁপতে থাকে।

তালা চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে গেছে, তার চারপাশের কাঠ আক্ষরিক অর্থেই ছাতুতে পরিণত হয়েছে। তালা খুলে দরজাটা এখন সামান্য ফাঁক হয়ে আছে।

সাটো পিস্তলটা বাড়িয়ে সেটার নল দিয়ে দরজায় ঠেলা দেয়। দরজাটা পেছনের অন্ধকারে পুরোপুরি খুলে যায়।

ল্যাংডন ভিতরে উঁকি দেয় কিন্তু অন্ধকারে কিছুই দেখতে পায় না। *খোদার দুনিয়ায় ওটা কিসের গন্ধ?* অন্ধকার থেকে একটা অপরিচিত গা গুলান দুর্গন্ধ ভেসে আসে।

এনডারসন

চৌকাঠে পা রাখে এবং মেঝেতে আলো ফেলে, ময়লা মেঝে বরাবর আলোটা সতর্কতার সাথে ঘুরিয়ে নিয়ে যায়। এই ঘরটাও অন্য ঘরগুলোর মতই– লম্বা সংকীর্ণ স্থান। পাশের দেয়ালগুলো অসমান পাথরের হওয়ায় কামরাটা একটা প্রাচীন জেলখানার মত মনে হয়। *কিন্তু দুর্গন্ধটা.*

"এখানে কিছু নেই," চেম্বারের মেঝে বরাবর আলোটা প্রসারিত করে এনডারসন বলে। আলোর রেখাটা মেঝের শেষপ্রান্তে পৌঁছালে সে আলোটা উঁচু করে চেম্বারের অপরপাশের দেয়াল আলোকিত করবে বলে।

"হায় ঈশ্বর. . .!" এনডারসন চেঁচিয়ে উঠে।

সবাই ব্যাপারটা লক্ষ্য করে এবং লাফিয়ে উঠে।

চেম্বারের শেষপ্রান্তের ফাঁকা স্থানের দিকে চোখে অবিশ্বাস নিয়ে ল্যাংডন তাকিয়ে থাকে।

তাকে আতঙ্কিত করে তুলে কিছু একটা তার দিকে পাল্টা তাকিয়ে রয়েছে।

## ৩৬
## অধ্যায়

"ঈশ্বরের দিব্যি ওটা কি. .?" এসবিবি১৩ এর চৌকাঠে দাঁড়িয়ে, এনডারসন হাতের আলো আনাড়িভাবে নাড়ায় এবং একপা পিছিয়ে আসে।

ল্যাংডনও গুটিয়ে যায়, এমনকি সাটোও, যাকে আজ রাতে সবাই প্রথমবারের মত চমকে উঠতে দেখে।

সাটো পিস্তলটা পেছনের দেয়াল লক্ষ্য করে তাক করে এবং এনডারসনকে ইঙ্গিত করে আলোটা আরেকবার ফেলতে। এনডারসন আলোটা উপরে উঠায়। শেষ প্রান্তের দেয়ালে পৌঁছাবার আগেই আলোকরশ্মি দূর্বল হয়ে পড়ে কিন্তু

BanglaBook.org

একটা ভৌতিক আর ফ্যাকাশে মুখের অবয়ব আলোকিত করার জন্য সেটা যথেষ্ট, প্রাণহীন অক্ষিকোটর তাদের দিকে তাকিয়ে রয়েছে।

*মানুষের করোটি।*

চেম্বারের পেছনের দেয়ালে ঠেস দিয়ে রাখা একটা কাঠের রুগ্ন টেবিলের উপরে খুলিটা রয়েছে। খুলির দুপাশে মানুষের পায়ের দুটো হাড়, সাথে আরও অনেক উপাচার সতর্কতার সাথে যথাযথভাবে ডেস্কের উপরে মন্দিরের আঙ্গিকে সাজান– একটা প্রাচীন বালিঘড়ি, একটা স্ফটিকের ফ্লাস্ক, মোমবাতি, ধুসর পাউডারের দুটো পাত্র এবং একটা সাদা কাগজ। ডেস্কের পাশে দেয়ালের গায়ে ভীতিকর আঁকৃতির একটা লম্বা কাস্তে রাখা, এর বাঁকান ফলা যেকোন পরিচিত ফলার মতই ভয়ঙ্কর।

সাটো ঘরের ভিতরে প্রবেশ করে। "বেশ, এখন. .বোঝা যাচ্ছে আমি যা কল্পনা করেছিলাম পিটার সলোমনের তারচেয়ে অনেকবেশী সিক্রেট রয়েছে।"

এনডারসন মাথা নাড়ে, তার পেছনেই সে রয়েছে। "তোমার ক্লজেটের কঙ্কাল কিভাবে এল।" সে আলোটা তুলে বাকী কামরাটা পরীক্ষা করে। "এবং গন্ধটা কিসের?" নাক কুচকে সে জানতে চায়। "এটা কি?"

"সালফার," তাদের পেছন থেকে ল্যাংডন বলে। "ডেস্কের উপরে দুটো পিরীচ থাকার কথা। ডানদিকের পিরীচে লবণ থাকবে। এবং অন্যটায় সালফার।

চোখে অবিশ্বাস নিয়ে সাটো ঘুরে দাঁড়ায়। "তুমি এসব কিভাবে জানো?"

"কারণ, ম্যা'ম, ঠিক এরকম কক্ষ সারা পৃথিবীতে প্রচুর রয়েছে"

সাববেসমেন্টের একতলা উপরে, ক্যাপিটলের নিরাপত্তা প্রহরী নুনেজ, ক্যাপিটলের আর্কিটেক্ট, ওয়ারেন বেল্লামিকে পথ দেখিয়ে লম্বা হলওয়ে দিয়ে নিয়ে যায়, পূর্বদিকের বেসমেন্টের দৈর্ঘ্য বরাবর যা বিস্তৃত। নুনেজ দিব্যি কেটে বলতে পারে একটু আগে সে এখানে তিনটা গুলির শব্দ শুনেছে, ভোতা এবং নীচ থেকে এসেছে। *এটা হতেই পারে না।*

"সাববেসমেন্টের দরজা খোলা হয়েছে," হলওয়ের একটা দরজার দিকে তাকিয়ে যা দূরে সামান্য ফাক হয়ে খোলা রয়েছে, বেল্লামি বলেন।

*আজকের সন্ধ্যার বলিহারি যাই,* নুনেজ ভাবে। *নীচে কেউ যাবে না।* "কি হচ্ছে জানতে পারলে আমি খুশীই হব," রেডিও বের করার ফাঁকে সে বলে।

"যাও তোমার ডিউটিতে ফিরে যাও," বেল্লামি বলেন। "এখান থেকে আমি দিব্যি যেতে পারব।"

নুনেজ অস্বস্তির সাথে নড়ে উঠে। "আপনি নিশ্চিত?"

ওয়ারেন বেল্লামি দাঁড়িয়ে পড়ে নুনেজের কাঁধে শক্ত করে হাত রাখে। "বাছা, পঁচিশ বছর আমি এখানে কাজ করছি। আমার মনে হয় আমি নিজের পথ খুঁজে নিতে পারব।"

BanglaBook.org

# ৩৭
# অধ্যায়

মাল'আখ তার জীবনে অনেক ভীতিকর স্থান দেখেছে কিন্তু পড ৩ এর অপার্থিব জগতের সাথে সেসব কারো তুলনা চলে না। অতিকায় ঘরটা দেখে মনে হবে কোন এক পাগল বৈজ্ঞানিক ওয়ালমার্টে চড়াও হয়েছে এবং সব এইসেল আর শেলফে হরেক আঁকার আর আঁকৃতির স্পেসিমেন জারে ভরে ফেলেছে। ফটোগ্রাফিক ডার্করুমের ন্যায় আলোকিত পুরো স্থানটা লালচে আভার "নিরাপদ আলোয়" ভাসছে যা শেলফের নীচ থেকে বিকিরিত হয়ে উপরে ছড়িয়ে পড়েছে আর ইথানল পূর্ণ ধারকগুলো আলোকিত করে তুলেছে। সংরক্ষণকারী রাসায়নিকের হাসপাতালের মত গন্ধে গা গুলিয়ে উঠে।

"এই পডে বিশ হাজারের উপরে নমুনা রয়েছে," মোটা মেয়েটা বলছিল। "মাছ, ইদুর, সরীসৃপ, স্তন্যপায়ী।"

"সবই মৃত, আশা করি?" কণ্ঠে ভয়ের ভাব ফুটিয়ে তুলে মাল'আখ জানতে চায়।

মেয়েটা হাসে। "হ্যাঁহ। সবই মৃত। আমাকে স্বীকার করতেই হবে এখানে কাজে যোগ দেবার পরে প্রথম ছয়মাস আমি এখানে ঢোকার সাহসই পাইনি।"

মাল'আখ কারণটা সহজেই বুঝতে পারে। সে যেদিকেই তাকায় মৃত প্রাণের নমুনা ভর্তি জার – স্যালাম্যানডার, জেলীফিস, ইদুর, ছারপোকা, পাখি এবং আরো অনেক কিছু যা সে ঠিকমত চিনে উঠতে পারে না। এই সংগ্রহটা নিজেই যেন অস্থিরতার চূড়ান্ত না, ঘোলাটে লাল সেফলাইট যা ফটোসেনসিটিভ এইসব নমুনাকে দীর্ঘ মেয়াদি আলোর ক্ষতিকর প্রভাব থেকে রক্ষা করে, একজন দর্শনার্থীর এখানে মনে হবে সে একটা বিশাল এ্যাকুরিয়ামের ভিতরে দাঁড়িয়ে আছে যেখানে প্রাণহীন জন্তু কোনভাবে একত্রিত হয়েছে ছায়ার আড়াল থেকে তাকে দেখার জন্য।

"ওটা একটা কোয়েলাকান্থ," একটা বড় প্লেক্সিগ্লাসের জারের দিকে ইঙ্গিত করে মেয়েটা বলে যেটায় মাল'আখের দেখা সবচেয়ে কুৎসিত মাছটা রাখা। "ধারণা করা হয়েছিল, ডায়নোসরের সাথে এটাও বিলুপ্ত হয়েছে কিন্তু আফ্রিকার উপকূলে গত শতাব্দির শুরুর দিকে এটা পুনরায় মাঝিদের জালে ধরা পড়ে।"

*কি ভাগ্যের কথা,* মাল'আখ ভাবে, খুব অল্প কথাই তার কানে প্রবেশ করে। সে কেবল দেয়ালে সিকিউরিটি ক্যামেরা খুঁজতে থাকে। সে কেবল একটা ক্যামেরা দেখতে পেয়েছে– প্রবেশের মুখে দরজার কাছে রয়েছে– অবাক হবার কিছু নেই, যেখানে প্রবেশ পথই সম্ভবত একমাত্র উপায় ভেতরে আসবার।

BanglaBook.org

"আর এই যে যেটা আপনি দেখতে চেয়েছিলেন. . ." তাকে দানবীয় ট্যাঙ্কের দিকে নিয়ে যেতে যেতে বলে মেয়েটা। "আমাদের দীর্ঘতম নমুনা।" সে গেম-শো'র হোস্টের মত নতুন গাড়ি দেখাচ্ছে এমন ভঙ্গিতে কুৎসিত প্রাণীটার দিকে হাত প্রসারিত করে। "আর্চিটিউথিস।"

স্কুইডের ট্যাঙ্কটা দেখলে মনে হবে অনেকগুলো কাঁচের ফোন বুথ পাশাপাশি রেখে জোড়া দেয়া হয়েছে। লম্বা স্বচ্ছ প্লেক্সিগ্লাসের কফিনে অসুস্থকর ধরণের ফ্যাকাশে, আর এ্যামরফোস আঁকৃতির জিনিসটা ভেসে বেড়ায়। মাল'আখ বস্তার মত মাথাটা আর বাস্কেটবল আঁকৃতির চোখের দিকে তাকায়। "এর পাশে তোমাদের কোয়েলাকান্থ রীতিমত সুদর্শন," সে বলে।

"অপেক্ষা কর, আগে তাকে প্রজ্জ্বলিত হতে তো দেখো।"

ত্রিস ট্যাঙ্কের লম্বা ঢাকনাটা খুলে দেয়। ইথানলের বাষ্প উঠার মধ্যে ট্যাঙ্কের ভিতরে মাথা ঢুকিয়ে তরলের ঠিক ওপরে অবস্থিত একটা সুইচ অন করে। ট্যাঙ্কের তলদেশে স্থাপিত একসারি ফ্লুরোসেন্ট বাতি পরপর জ্বলে উঠে। আর্চিটিউথিস এখন স্বমহিমায় জ্বলজ্বল করছে-বিশাল মাথাটা ক্ষুরধার সাকার আর নষ্ট হতে থাকা টেন্টাক্যালসের অংশের সাথে যুক্ত।

সে ব্যাখ্যা করতে থাকে কিভাবে আর্চিটিউথিস সম্মুখ যুদ্ধে স্পার্ম হোয়েলকে পরাস্ত করতে সক্ষম।

মাল'আখ কেবল অর্থহীন বিড়বিড়ানি শুনতে পায়।

সময় হয়েছে।

পড তিনে প্রবেশ করলে ত্রিস ডান সবসময়েই একটা অস্বস্তিতে ভোগে, কিন্তু এই মুহূর্তে যে শিরশির ভাবটা তার ভিতরে সঞ্চালিত হয় সেটা ভিন্ন ধরণের।

জৈবিক। আদ্যকালীন।

সে বিষয়টাকে এড়িয়ে যেতে চেষ্টা করে, কিন্তু সেটা দ্রুত বাড়তে থাকে এবং তার অস্তিত্বের গভীরে ছড়িয়ে পড়ে। ত্রিস যদিও তার উদ্বেগের উৎস ঠিক ঠাহর করতে পারে না, তার সহজাত প্রবৃত্তি তাকে বলতে থাকে যাবার সময় হয়েছে।

"যাই হোক, এটাই সেই স্কুইড," কথাটা বলে সে পুনরায় ট্যাঙ্কের ভিতরে প্রবেশ করে এবং লাইট নিভিয়ে দেয়। "আমাদের বোধহয় ক্যাথরিনের কাছে ফিরে যাওয়া-"

একটা চওড়া হাতের তালু তার মুখ চেপে ধরে, তার মাথাটা পেছনে হেচকা টান দেয়। সেই সাথে, একটা শক্তিশালী হাত তার দেহ চারপাশ থেকে জড়িয়ে ধরে পাথরের মত একটা বুকে তাকে পিন করে আটকে ফেলে। মুহূর্তের জন্য, এই আঁকস্মিক ধাক্কায় ত্রিস অসার হয়ে যায়।

তারপরেই আতঙ্ক ধেয়ে আসে।

BanglaBook.org

লোকটা বুকে কি যেন খুঁজে, তার কিকার্ড চেপে ধরে এবং জোরে নীচের দিকে টান দেয়। গলার পেছনে কার্ডের ফিতেটা ছিড়ে যাবার আগে তার পিঠে আগুন ধরিয়ে দেয়। কি কার্ড মেঝেতে তাদের পায়ের কাছে পড়ে যায়। সে যুদ্ধ করে, মোচড় খেয়ে সরে যেতে চেষ্টা করে, কিন্তু লোকটার আঁকৃতি আর শক্তি কোনটার সাথেই তার তুলনা চলে না। সে চিৎকার করতে চায়, কিন্তু তার হাত এখনও শক্ত করে মুখ চেপে রেখেছে। সে ঝুকে আসে এবং তার কানের কাছে মুখ নিয়ে এসে ফিসফিস করে কথা বলে। "আমি যখন তোমার মুখ থেকে হাত সরিয়ে নেব তুমি কোন চিৎকার করবে না, পরিষ্কার?"

সে পাগলের মত মাথা নাড়ে, তার বুক বাতাসের অভাবে খাবি খায়। *আমি শ্বাস নিতে পারছি না!*

লোকটা এবার তার মুখ থেকে হাত সরিয়ে নেয় এবং ত্রিস হাঁসফাঁস করতে করতে জোরে শ্বাস নেয়।

"আমাকে যেতে দাও!" রুদ্ধশ্বাসে সে দাবী জানায়।

"তোমার পিন নাম্বার আমাকে বল," লোকটা তার কথা পাত্তা না দিয়ে বলে।

ত্রিশের সবকিছু কেমন তালগোল পাকিয়ে যায়। *ক্যাথরিন! বাঁচাও! কে এই লোক?!* "সিকিউরিটি তোমাকে দেখে ফেলবে!" সে ভাল করেই জানে তারা ক্যামেরার রেঞ্জের বাইরে রয়েছে, তবুও বলে। *আর কেউ দেখছেও না যাইহোক।*

"তোমার পিন নাম্বার," লোকটা আবার বলে। "তোমার কিকার্ডের সাথে যে নাম্বারটা মিলে।"

তার পেটে ভয়ের একটা শীতল অনুভূতি ছড়িয়ে পড়ে এবং ত্রিস পাগলের মত মোচড়াতে শুরু করে, একটা হাত কোনমতে ছাড়িয়ে নিয়ে, চারপাশে হাতড়াতে থাকে, লোকটার চোখে একবার খামচি দেবার চেষ্টা করে। তার আঙ্গুল মাংসে আঘাত করে এবং গালে আঁচড় টেনে দেয়। সে যেখানে খামচি দিয়েছে সেখানের মাংসে চারটা কালো ক্ষতমুখ উন্মুক্ত হয়। তখন কেবল সে অনুধাবন করে মাংসের উপরে কালো দাগগুলো রক্ত না। লোকটা মেকআপ নিয়ে আছে, যা সে এইমাত্র তুলে ফেলেছে, ভিতরে লুকান উল্কি উন্মুক্ত হয়ে পড়েছে।

*এই দানবটা কে?!*

আপাতভাবে অতিদানবীয় শক্তিতে, লোকটা তাকে উল্টো দিকে ঘুরায় এবং উঁচু করে ধরে তাকে স্কুইডের খোলা ট্যাঙ্কে ঠেলে দেয়, ত্রিশের মুখ এখন ইথানলের উপরে ভাসছে। ধোয়ায় তার নাক জ্বলতে শুরু করে।

"তোমার পিন নাম্বার কি?" সে পুনরাবৃত্তি করে।

তার চোখ জ্বলে এবং সে দেখে তার মুখের নীচে স্কুইডের ধুসর মাংসপেশী অর্ধেক ডুবে আছে।

BanglaBook.org

"বলো আমাকে," সে তার মুখটা আরও নীচের দিকে ঠেলে দিয়ে বলে। "নাম্বারটা কি?"

তার কণ্ঠ এবার জ্বলে যেতে থাকে। "শূন্য-আট-শূন্য-চার!" সে অস্পষ্ট কণ্ঠে বলে, শ্বাস নিতেই তার রীতিমত কষ্ট হচ্ছে। "আমাকে ছেড়ে দাও! শূন্য-আট-শূন্য-চার!"

"তুমি যদি মিথ্যে বলে থাক," তাকে ইথানলের দিকে আরও ঠেলে দিয়ে সে বলে, ত্রিশের চুল এখন ইথানলে ভিজছে।

"আমি মিথ্যে বলছি না!" কাশতে কাশতে সে বলে। "আগস্ট ০৪ আমার জন্মদিন!"

"ত্রিস, তোমাকে ধন্যবাদ।"

তার শক্তিশালী হাত তার মাথাটা শক্ত করে চেপে ধরে, এবং বিধ্বংসী শক্তিতে তাকে নীচের দিকে ঠেসে ধরে, তার মুখ ট্যাঙ্কের ভিতরে ডুবে যায়। তীব্র ব্যথায় তার চোখ জ্বলে যায়। লোকটা তাকে আরও জোরে চেপে ধরে, তার পুরো মাথা ইথানলে ঠেসে ধরে। ত্রিস টের পায় স্কুইডের মাংসল মাথা তার মুখে ধাক্কা দিচ্ছে।

নিজের সবটুকু শক্তি দিয়ে সে ভীষণভাবে পেছনে ধাক্কা দেয়, পেছনে বেঁকে গিয়ে ট্যাঙ্ক থেকে মাথাটা তুলতে চেষ্টা করে। কিন্তু শক্তিশালী হাতের চাপ একটুও শীথিল হয় না।

*আমাকে শ্বাস নিতে হবে!*

সে তরলে ডুবে থাকা অবস্থায় চোখ বা মুখ না খোলার চেষ্টা করে। নি:শ্বাস নেবার জন্য তার বুক মনে হয় ফেটে যাবে। *না! একেবারেই না!* কিন্তু শেষ পর্যন্ত ত্রিশের শ্বাস নেবার প্রবনতাই জয়ী হয়।

তার মুখ খুলে যায় এবং তার ফুসফুস ভীষণভাবে প্রসারিত হয় শরীরের চাহিদা অনুযায়ী অক্সিজেন টেনে নেবে বলে। তরল লোহার মত দগ্ধকারী উল্লাসে তার মুখের ভিতরে ইথানলের একটা স্রোত প্রবেশ করে। তার কণ্ঠনালী দিয়ে রাসায়নিক পদার্থ ফুসফুসে পৌছালে, ত্রিস এমন একটা ব্যথা অনুভব করে যা তার কল্পনাতেও ছিল না। একটাই বাঁচোয়া, ব্যথাটা কেবল কয়েক সেকেণ্ড স্থায়ী হয় তারপরেই পৃথিবী অন্ধকার হয়ে যায়।

ট্যাঙ্কের পাশে দাঁড়িয়ে শ্বাসপ্রশ্বাস স্বাভাবিক হবার ফাঁকে মাল'আখ ক্ষতির পরিমাণ জরিপ করে।

প্রাণহীন মেয়েটা ট্যাঙ্কের কিনারে নিথর হয়ে পড়ে আছে, তার মাথা এখন ইথানলে ডুবে আছে। তাকে সেখানে দেখে, মাল'আখের মনে অন্য আরেক মহিলা তার একমাত্র শিকার ভেসে উঠে।

ইসাবেল সলোমন।

BanglaBook.org

*অনেক আগের কথা। অন্য জীবনের কাহিনী।*

মাল'আখ এবার মেয়েটার শীথিল লাশের দিকে তাকায়। সে তার প্রশস্থ কোমড় জড়িয়ে ধরে এবং নিজের পা দিয়ে তাকে ধাক্কা দিয়ে উপরে তুলে, সামনের দিকে ঠেলতে থাকে যতক্ষণ না সে ফ্লুইডের ট্যাঙ্কের কিনারা দিয়ে ভিতরে পিছলে যেতে শুরু না করে। ত্রিস ডান মাথা নীচের দিকে দিয়ে ইথানলে পিছলে যেতে থাকে। তার বাকী দেহ ইথানল ছিটিয়ে নীচের দিকে অনুসরণ করে। আস্তে আস্তে বুদবুদ মিলিয়ে যায় মেয়েটার দেহ এখন বিশাল সামুদ্রিক জন্তুটার উপরে নিস্তেজ হয়ে ভাসছে। তার পরনের কাপড় ভারী হলে সে তখন ডুবতে শুরু করে, অন্ধকারে তলিয়ে যেতে থাকে। অল্প অল্প করে , ত্রিস ডানের দেহ বিশাল জন্তুটার উপরে এসে থিতু হয়।

মাল'আখ হাত মুছে, প্লেক্সিগ্লাসের ঢাকনা জায়গামত বসিয়ে, ট্যাঙ্ক সীল করে দেয়।

*ওয়েট পডে নতুন একটা নমুনা যোগ হল।*

সে মেঝে থেকে এবার ত্রিশের কিকার্ড তুলে নেয় এবং পকেটে ভরে: *০৮০৪।*

মাল'আখ লবিতে যখন প্রথম ত্রিসকে দেখেছিল, সে তার ভিতরে একটা বাড়তি ঝামেলা লক্ষ্য করেছিল। তারপরে সে অনুধাবন করে তার কিকার্ড আর পাসওয়ার্ড তার ইনসুরেন্স। ক্যাথরিনের তথ্য সংরক্ষণ কক্ষ যদি পিটারের কথা মতই সুরক্ষিত হয়ে থাকে তবে মাল'আখ বুঝতে পারে ক্যাথরিনকে বুঝিয়ে সেটা খোলানর জন্য তাকে অনেক দেন দরবার করতে হবে। *এখন আমার নিজেরই একসেট কি আছে।* সে নিজের উপর প্রীত হয় এই ভেবে যে এখন আর তাকে ক্যাথরিনকে তেল দিতে হবে না তার ইচ্ছামত কাজ করার জন্য।

মাল'আখ সোজা হয়ে দাঁড়াতে সে জানালায় নিজের প্রতিচ্ছবি দেখতে পায় এবং বুঝতে পারে তার মেকআপের বারোটা বেজে গেছে। এখন আর কিছু আসে যায় না। ক্যাথরিন যখন পুরো ব্যাপারটা বুঝতে পারবে ততক্ষণে অনেক দেরী হয়ে যাবে।

## ৩৮
## অধ্যায়

BanglaBook.org

"এই ঘরটা ম্যাসনিক?" সাটো করোটির দিক থেকে ঘুরে অন্ধকারে ল্যাংডনের দিকে তাকিয়ে জানতে চায়।

ল্যাংডন শান্ত ভাবে মাথা নেড়ে সম্মতি জানায়। "একে বলা হয় চেম্বার অব রিফ্লেকশন। এই ঘরগুলোকে শীতল, নিরাভরণ জায়গা হিসাবে বিন্যস্ত করা হয় যেখানে একজন ম্যাসন তার নশ্বরতা বিবেচনা করবে। মৃত্যুর অনতিক্রম্যতার উপরে ধ্যান করে, একজন ম্যাসন জীবনের ক্ষণস্থায়ী প্রকৃতির উপরে মূল্যবান ধারণা লাভ করে।"

সাটো ভীতিকর জায়গাটার চারপাশে তাকায়, দেখে বোঝা যায় সে মোটেই সন্তুষ্ট নয়। "এটা কোন এক ধরণের ধ্যানের ঘর?"

"মূলত, হ্যাঁ। এই চেম্বারগুলোতে সবসময়ে একই প্রতীক সন্নিবেশিত করা হয়– করোটি, আড়াআড়ি করে রাখা হাড়, কাস্তে, বালিঘড়ি, সালফার, লবন, খালি কাগজ, মোমবাতি আরো অনেক কিছু। মৃত্যুর প্রতীকসমূহ একজন ম্যাসনকে উদ্বুদ্ধ করে এই পৃথিবীর জীবন কিভাবে আরও সুন্দর করে যাপন করা যায় সে বিষয়ে ভাবতে।"

"দেখে মনে হচ্ছে অনেকটা মৃত্যুর উপাসনা মন্দির," এনডারসন মন্তব্য করে।

*এটাই আসল কথা।* "আমার সিম্বলজির অধিকাংশ ছাত্রেরই প্রথমে এই প্রতিক্রিয়া হয়।" ল্যাংডন প্রায়শই তাদের বেরেসনিয়েকের *সিম্বলস অব ফ্রিম্যাসনারী* নির্দিষ্ট করে দেয়, যেখানে চেম্বারস অব রিফ্লেকশনের অসংখ্য সুন্দর ছবি আছে।

"আর তোমার ছাত্ররা," সাটো জানতে চায়, "ম্যাসনরা করোটি আর কাস্তের সাহায্যে ধ্যান করে জানতে পেরে বিচলিত বোধ করে না?"

"খ্রিস্টানরা ক্রুসবিদ্ধ একটা লোকের পায়ের কাছে, বা হিন্দুদের চারমাথা বিশিষ্ট হাতি যাকে তারা গনেশ বলে তার সামনে মন্ত্রপাঠের চেয়ে বেশি বিচলিত বোধহয় না। কোন সংস্কৃতির প্রতীককে ভুল বোঝা থেকেই সংস্কারের সূচনা।"

সাটো ঘুরে তাকায়, বক্তৃতা শোনার মত মুডে নেই বোঝা যায়। সে টেবিলে সজ্জিত আর্টিফ্যাক্টের দিকে এগিয়ে যায়। ফ্ল্যাশলাইট দিয়ে এনডারসন তাকে পথ দেখাতে চায় কিন্তু আলোকরশ্মি উজ্জ্বলতা হারাতে শুরু করেছে। সে লাইটের পেছনে কয়েকটা আঘাত করে এবং আরেকটু উজ্জ্বল আলো পেতে সক্ষম হয়।

তিনজন সংকীর্ণ স্থানটার আরো ভিতরে প্রবেশ করতে, সালফারের ঝাঁঝালো গন্ধে ল্যাংডনের নাক জ্বালা করতে থাকে। সাববেসমেন্ট এলাকাটা স্যাঁতসেঁতে এবং বাতাসের আদ্রতা পাত্রের সালফারকে সক্রিয় করে তুলেছে। সাটো টেবিলটার কাছে পৌঁছে এবং করোটি আর তার আশেপাশের বস্তুগুলোর দিকে তাকিয়ে থাকে। এনডারসন তার সাথে যোগ দিয়ে দূর্বল ফ্ল্যাশলাইটের আলোতে ডেস্কটা আলোকিত করতে চেষ্টা করে।

সাটো টেবিলের সবকিছু খুটিয়ে দেখে এবং শেষে কোমড়ে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলে। "এসব আবর্জনার মানে কি?"

এই ঘরের আর্টিফ্যাক্টসমূহ, ল্যাংডন জানে, খুব সতর্কতার সাথে নির্বাচিত আর বিন্যস্ত। "রূপান্তরের প্রতীক," সে তাকে বলে, সামনে এগিয়ে তাদের সাথে টেবিলের পাশে এসে দাঁড়াতে নিজেকে তার কেমন বন্দি বন্দি লাগে। "করোটি বা *caput mortuum* একজন মানুষের পঁচনের পরে শেষ রূপান্তর উপস্থাপন করে; এটা একটা সতর্কবাণী যে একদিন আমাদের সবার নশ্বর দেহ বিনষ্ট হবে। সালফার আর লবণ অ্যালকেমীক্যাল প্রভাবক যা রূপান্তরকে ত্বরান্বিত করে।

BanglaBook.org

বালিঘড়ি সময়ের রূপান্তরের ক্ষমতা বোঝায়।" সে না জ্বালান মোমবাতিটা দেখায়। "এবং মোমবাতিটা আদিকালীক আগুনের গঠণাত্মক শক্তি এবং অজ্ঞতার নিদ্রা ভেঙে মানুষের জেগে ওঠা বোঝায়– আলোকিত হয়ে রূপান্তর।"

"এবং. . .*ওটা?"* সাটো কোনার দিকে দেখিয়ে জিজ্ঞেস করে।

এনডারসন ফ্ল্যাশের ক্ষীণ আলো পেছনের দেয়ালে ঠেস দিয়ে রাখা অতিকায় কাস্তের উপর ফেলে।

"মৃত্যুর কোন প্রতীক না, যদিও অনেকেই তা মনে করে," ল্যাংডন বলে। "কাস্তেটা আসলে প্রকৃতির পুষ্টির রূপান্তরের প্রতীক– প্রকৃতির দান আহরন করা।"

সাটো আর এনডারসন চুপ করে থাকে, এই বিচিত্র পরিবেশের সাথে আপাত দৃষ্টিতে মানিয়ে নেয়ার চেষ্টায় তারা ব্যস্ত।

ল্যাংডন যেভাবে হোক এই জায়গাটা থেকে যেতে পারলে যেন বাঁচে। "এই ঘরটাকে অস্বাভাবিক মনে হতে পারে বলে আমার মনে হয়েছে," সে তাদের বলে, "কিন্তু এখানে দেখার কিছু নেই; এটাই আসলে স্বাভাবিক। অনেক ম্যাসনিক লজেই ঠিক এই রকমের ঘর আছে।"

"কিন্তু এটা কোন ম্যাসনিক লজ না!" এনডারসন ঘোষণা করে। "এটা ইউ.এস ক্যাপিটল, এবং আমি জানতে চাই আমার ভবনে এটা কি করছে।"

"ম্যাসনরা কখনও কখনও তাদের অফিস, বাসা বা ধ্যানের স্থানে এমন ঘর তৈরী করে থাকে। এটা সাধারণ ঘটনা।" ল্যাংডন বস্টনের এক হার্ট সার্জনকে চেনে যে তার অফিসের একটা ক্লজিটকে চেম্বার অব রিফ্লেকশনে রূপান্তরিত করেছে যাতে সে প্রতিবার সার্জারীতে যাবার আগে মরণশীলতার বিষয়টা নিয়ে ভাবতে পারে।

সাটোকে বিভ্রান্ত দেখায়। "তুমি বলতে চাও পিটার সলোমন এখানে আসত মরণশীলতা নিয়ে ভাববার জন্য?"

"এটা আমি সত্যিই জানি না," ল্যাংডন আন্তরিকভাবে বলে। "সে হয়ত এটা তৈরী করেছিল তার অন্য ম্যাসনিক ভাইদের জন্য যারা এই ভবনে কাজ করে, পার্থিব জগতের বিশৃঙ্খলা থেকে একটা তাদের একটা আধ্যাত্মিক অভয়াশ্রমের সন্ধান দিতে চেয়েছিল. . .ক্ষমতাধর ল'মেকারের জন্য একটা স্থান যেখানে সে সিদ্ধান্ত নেবার আগে এখানে এসে বিবেচনা করতে পারে, যা তার সাথী লোকদের উপরে প্রভাব ফেলবে।"

"চমৎকার ভাববিলাসিতা," সাটো তার পরিচিত বিদ্রুপাত্মক কণ্ঠে মন্তব্য করে, "কিন্তু আমার কেন জানি মনে হচ্ছে তাদের নেতারা কাস্তে আর করোটি নিয়ে ক্লজেটে প্রার্থনা করছে এই বিষয়টা আমেরিকানরা স্বাভাবিকভাবে নেবে না।"

*বেশ, তাদের নেয়াও উচিত না,* ল্যাংডন ভাবে, কল্পনা করতে চেষ্টা করে যদি নেতারা যুদ্ধে ঝাপিয়ে পড়া আগে মৃত্যুর চূড়ান্ত অবস্থা সময় নিয়ে বিবেচনা করতো তবে এ পৃথিবী কতটা আলাদা হতে পারত।

BanglaBook.org

সাটো ঠোঁটে ঠোঁট চেপে ধরে এবং সতর্ক চোখে চেম্বারের মোমবাতি আলোকিত চারটা কোণ জরিপ করে। "প্রফেসর, রাসায়নিক পদার্থ আর মানুষের হাড় ছাড়াও এখানে অবশ্যই অন্য কিছু একটা আছে। কেউ একজন তোমাকে কেমব্রিজের বাসা থেকে কেবল এই ঘরটা পরিদর্শনের জন্য উড়িয়ে এনেছে।"

ল্যাংডন তার পাশে ঝুলতে থাকা ডেব্যাগ আঁকড়ে ধরে, এখনও বুঝতে পারেনি যে প্যাকেটটা সে নিয়ে এসেছে সেটার সাথে এই চেম্বার কিভাবে সম্পর্কিত। "ম্যা'ম আমি দু:খিত, কিন্তু আমি এখানে অসাধারণ কিছুই খুঁজে পাইনি।" ল্যাংডন আশা করে এবার হয়ত তারা পিটারকে খোঁজার কাজ শুরু করতে পারবে।

এণ্ডারসনের হাতে বাতি নিভে আবার জ্বলে উঠে এবং সাটো তার দিকে ঘুরে তাকায় তার মেজাজ প্রকাশ পেতে শুরু করেছে। "যীশুর দিব্যি, খুব বেশি কিছু তোমাকে করতে বলা হয়নি?" সে নিজের পকেটে হাত ঢুকিয়ে একটা সিগারেট লাইটার বের করে। বুড়ো আঙ্গুল দিয়ে ফ্লিন্টে আঘাত করে আগুন ধরিয়ে সে টেবিলের একমাত্র মোমবাতিটা জ্বালায়। সলতেটা দপদপ করে এবং তারপরে জ্বলে উঠে আটসাটো এলাকাটায় একটা ভৌতিক আভা ছড়িয়ে দেয়। পাথুরে দেয়ালে লম্বা ছায়া পড়ে। শিখা আরেকটু উজ্জ্বল হতে একটা অপ্রত্যাশিত দৃশ্য তাদের সামনে ভেসে উঠে।

"দেখো!" এনডারসন নির্দেশ করে বলে।

মোমবাত্তির আলোতে, তারা এখন হাল্কা হয়ে যাওয়া সামঞ্জস্যহীন দেয়াল লিখন গ্রাফিতি দেখতে পায়- পেছনের দেয়াল জুড়ে সাতটা ক্যাপিটেল লেটার লেখা রয়েছে।

## ভিটরিয়ল

"একটা অদ্ভুত শব্দ চয়ন," মোমবাতির আলোয় দেয়ালের অক্ষরের উপরে করোটির ভীতিকর ছায়া পড়তে, সাটো বলে।

"আসলে এটা একটা আদ্যক্ষরা," ল্যাংডন বলে। "বেশীর ভাগ চেম্বারের পেছনের দেয়ালে ম্যাসনিক ধ্যান মন্ত্রের শর্টলিপি হিসাবে এটা লেখা থাকে: *Visita interiora terrae, rectificando invenies occultum lapidem.*"

সাটো তার দিকে তাকায়, দৃষ্টিতে মুগ্ধতা। "মানে?"

"পৃথিবীর অভ্যন্তরে ভ্রমণ কর, এবং পরিশুদ্ধির দ্বারা, তুমি লুকান পাথর খুঁজে পাবে।"

সাটোর দৃষ্টি তীক্ষ্ণ হয়। "লুকান পাথর কোনভাবে লুকান পিরামিডের সাথে সম্পর্কিত নয়তো?"

ল্যাংডন কাঁধ ঝাকায়, তুলনাতে সে যেতে রাজি না। "যারা ওয়াশিংটনে লুকান পিরামিডের কথা কল্পনা করতে পছন্দ করে তারা হয়ত তোমাকে বলবে

BanglaBook.org

*occultum lapidem* পাথরের পিরামিডের কথা বলে, হ্যাঁ। অন্যেরা বলবে এটা পরশ পাথরের অভিসম্বন্ধ– একটা পদার্থ অ্যালকেমিস্টরা বিশ্বাস করতো যা তাদের অনন্ত জীবন বা সীসাকে সোনায় রূপান্তরিত করার শক্তি দেবে। অন্যেরা দাবী করে এটা হলি অব হলিসের শরণ, গ্রেট টেম্পলের অভ্যন্তরে লুকান একটা পাথরের প্রকোষ্ঠ। আবার কারো মতে এটা সেন্ট পিটারের গোপন শিক্ষার অভিসম্বন্ধ– দি রক। প্রতিটা গুপ্ত প্রথা 'দি স্টোন'কে নিজের আঙ্গিকে ব্যাখ্যা করেছে, কিন্তু প্রতিটা ক্ষেত্রেই *occultum lapidem* ক্ষমতা আর আলোকপ্রাপ্তি দীক্ষার উৎস।"

এনডারসন গলা পরিষ্কার করে। "এটা কি সম্ভব সলোমন এই লোকটাকে মিথ্যা বলেছে? সে হয়ত তাকে বলেছে নীচে এখানে কিছু একটা আছে. .এবং সেখানে আসলেই কিছু নেই।"

ল্যাংডনও একই বিষয় ভাবছিলো।

কোন ধরণের আগাম জানান না দিয়ে মোমবাতির শিখা একটা ঝাকি খায়, যেন বাতাসের ঝাপটার ভিতরে পড়েছিল। একমুহূর্তের জন্য শিখাটা অনুজ্জ্বল হয় এবং তারপরে পুনরায় উজ্জ্বল হয়ে পুড়তে থাকে।

"এটা অদ্ভুত," এনডারসন বলে। "আমি আশা করি উপরের তলায় কেউ দরজা বন্ধ করেনি।" সে হেঁটে চেম্বার থেকে বের হয়ে বাইরের অন্ধকার হলওয়েতে যায়। "হ্যালো?"

তার বাইরে যাওয়া ল্যাংডন খেয়াল করে না। তার দৃষ্টি সহসা পেছনের দেয়ালে আঁকৃষ্ট হয়। *এইমাত্র কি ঘটল?*

"তুমি খেয়াল করেছো ব্যাপারটা?" সাটো আতঙ্কিত চোখে দেয়ালের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করে।

ল্যাংডন মাথা নেড়ে সায় দেয়, তার নাড়ীর স্পন্দন দ্রুততর হয়ে উঠে। *আমি এইমাত্র কি দেখলাম?*

ক্ষণিক আগে, পেছনের দেয়াল যেন চকচক করে উঠেছিল, যেন শক্তির একটা ঝলক এর ভেতর দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে।

এনডারসন এবার ঘরে ফিরে আসে। "বাইরে কেউ নেই।" সে ভিতরে প্রবেশ করতে দেয়ালটা আবার চকচক করে উঠে। "হলি শিট!" সে চেঁচিয়ে উঠে, লাফিয়ে পেছনে সরে যায়।

তাদের তিনজনই অনেকক্ষণ কোন কথা না বলে চুপ করে থাকে, সবার দৃষ্টি পেছনের দেয়ালে নিবদ্ধ। ল্যাংডন টের পায় তারা কি দেখছে সেটা বুঝতে পেরে আরেকটা শীতল অনুভূতি তার ভিতরে প্রবাহিত হয়। সে অনিশ্চিত ভঙ্গিতে হাত বাড়ায়, যতক্ষণ না তার আঙুলের ডগা চেম্বারের পেছনের দেয়ালের উপরিভাগ স্পর্শ করে। "এটা কোন দেয়াল না," সে বলে।

এনডারসন আর সাটো একসাথে এগিয়ে এসে আগ্রহ নিয়ে তাকিয়ে দেখে।

"এটা একটা ক্যানভাস," ল্যাংডন তাদের বলে।

BanglaBook.org

"কিন্তু এটা উঁচুনীচু," সাটো দ্রুত উত্তর দেয়।

*হ্যাঁ, একটা ভারী বিচিত্র উপায়ে।* ল্যাংডন উপরিভাগ আরও কাছ থেকে দেখে। ক্যানভাসের ঔজ্জ্বল্য মোমবাতির আলোকে একটা চমকপ্রদ উপায়ে প্রতিসরিত করেছে কারণ ক্যানভাসটা ঢেউ খেলে কক্ষ থেকে সরে যেতে শুরু করেছে. .পেছনের দেয়ালের সমান অংশের উপর দিয়ে কাঁপতে কাঁপতে পেছনে সরে যেতে শুরু করেছে।

ল্যাংডন তার বাড়ান আঙুলের ডগা আলতো করে ক্যানভাসের উপরে রেখে পেছন দিকে চাপ দেয়। চমকে উঠে সে তার হাত সরিয়ে নেয়। *পেছনটা উন্মুক্ত।*

"টেনে পাশে সরাও," সাটো নির্দেশ দেয়।

ল্যাংডনের হৃৎপিণ্ডে এখন পাগলা ঘোড়ার পায়ের বোল। সে উঁচু হয়ে দাঁড়িয়ে ক্যানভাসের ব্যানারের প্রান্ত আঁকড়ে ধরে, ধীরে ধীরে কাপড়টা একপাশে টানে। পেছনে যা লুকিয়ে ছিল সেদিকে সে চোখে অবিশ্বাস নিয়ে তাকিয়ে থাকে। *হা ঈশ্বর!*

সাটো আর এনডারসন পেছনের দেয়ালের উন্মুক্ত স্থানের দিকে নির্বাক বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকে।

সাটো অবশেষে কথা বলে উঠে। "মনে হচ্ছে আমরা আমাদের পিরামিড এই মাত্র খুঁজে পেয়েছি।"

## ৩৯
## অধ্যায়

রবার্ট ল্যাংডন চেম্বারের পেছনের দেয়ালে অবস্থিত খোলা স্থানের দিকে তাকিয়ে থাকে। ক্যানভাসের পর্দার আড়ালে লুকান, একটা নিখুঁত বর্গাকার গর্ত দেয়ালে মুখ ব্যাদান করে রেখেছে। তিন ফুট প্রশস্থ খোলা স্থানটা বোঝা যায় ইটের স্তুপ সরিয়ে তৈরী করা হয়েছে। এক মুহূর্তের জন্য ল্যাংডনের মনে হয় গর্তটা বোধহয় পেছনের ঘরের জানালা।

*এখন সে দেখে তার অনুমান সঠিক না।*

খোলা স্থানটা দেয়ালের ভিতরে কয়েক ফিট গিয়ে শেষ হয়ে গেছে। এবড়ো থেবড়ো করে কাটা বদ্ধ প্রকোষ্ঠের ন্যায়, শূন্যস্থানটা ল্যাংডনকে মূর্তি রাখার জন্য জাদুঘরে তৈরী করা নিভৃতকক্ষের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। আর এই কুলুঙ্গিতে মানানসই একটা ছোট অনুষঙ্গও প্রদর্শিত রয়েছে দেখা যায়।

প্রায় নয় ইঞ্চি লম্বা জিনিসটা একটা নিরেট গ্রানাইট থেকে তৈরী। পৃষ্ঠতল মসৃণ আর রুচিশীল যার চারটা পার্শ্বদেশ রয়েছে এখন মোমবাতির আলোতে যা চিকচিক করছে।

BanglaBook.org

ল্যাংডন বুঝতে পারেনা জিনিসটা এখানে কি করছে। *একটা পাথরের পিরামিড।*

"তোমার বিস্মিত দৃষ্টি দেখে," সাটো বলে, তাকে আত্ম-তৃপ্ত দেখায়, "আমি ধরেই নিচ্ছি চেম্বার অব রিফ্লেকশনের ভিতরে এই বস্তুটা ঠিক আদর্শ নমুনা না?"

ল্যাঙডন মাথা নাড়ে।

"তাহলে তুমি সম্ভবত ওয়াশিংটনে লুকান ম্যাসনিক পিরামিড রয়েছে বলে প্রচলিত যে কিংবদন্তি রয়েছে সে সম্পর্কে নিজের পূর্ববর্তী দাবী পুনরায় বিবেচনা করতে পছন্দ করবে?" তার কণ্ঠে আত্ম-তৃপ্তির সুর স্পষ্ট শোনা যায়।

"ডিরেকটর," ল্যাংডন সাথে সাথে জবাব দেয়, "এই ক্ষুদে পিরামিডটা মোটেই ম্যাসনিক পিরামিড না।"

"তার মানে পুরোটাই কাকতালীয় যে আমরা ইউ.এস ক্যাপিটলের একেবারে কেন্দ্রস্থলে একজন ম্যাসনিক নেতার গোপন চেম্বারে একটা পিরামিড লুকান অবস্থায় পেয়েছি?"

ল্যাংডন চোখ ডলে, চেষ্টা করে পরিষ্কার করে চিন্তা করতে। "ম্যা'ম মিথের সাথে এই পিরামিডের কোন দিক দিয়েই মিল নেই। ম্যাসনিক পিরামিডের আঁকৃতি বর্ণনা করা হয়েছে অতিকায় হিসাবে যার চূড়াটা সোনা দিয়ে বাঁধান।"

আর তাছাড়া ল্যাংডন জানে, এই ছোট পিরামিডটা—যার মাথাটা সমতল—আদতে *সত্যিকারের* পিরামিডই না। চূড়া না থাকার কারণে এটা সম্পূর্ণ আলাদা প্রতীক। এটা অসমাপ্ত পিরামিড হিসাবে পরিচিত, এটা একটা প্রতীকি সতর্কবাণী যে মানুষের পূর্ণ সম্ভাবনা অর্জনের প্রক্রিয়া সবসময়েই একটা চলমান প্রক্রিয়া। যদিও খুব কম লোকই সেটা অনুধাবন করতে পারে, তবে এই প্রতীকটা পৃথিবীতে সর্বাধিক মুদ্রিত প্রতীক। *প্রায় বিশ বিলিয়নের বেশি মুদ্রিত।* প্রতিটা প্রচলিত এক ডলার বিলে অলঙ্কৃত, অসমাপ্ত পিরামিড ধৈর্য্য ধরে তার চকচকে ক্যাপস্টোনের জন্য প্রতিক্ষা করছে, যা এর উপরে আমেরিকার এখনও অপূর্ণ গন্তব্য আর অসমাপ্ত কাজের স্মরণীকা হিসাবে ভাসছে, দেশ এবং ব্যক্তিমানুষ উভয়ের নিরিখে।

"ওটা নিচে নামিয়ে রাখ," পিরামিডটা দেখিয়ে সাটো এনডারসনকে বলে। "আমি কাছ থেকে ওটা দেখতে চাই।" করোটি আর আড়াআড়ি করে রাখা হাড়ের প্রতি বিন্দুমাত্র শ্রদ্ধা না দেখিয়ে একপাশে সরিয়ে সে ডেস্কের উপরে জায়গা করতে শুরু করে।

ল্যাংডনের নিজেকে মামুলি কবর চোর বলে মনে হতে থাকে, একটা ব্যক্তিগত সমাধিক্ষেত্র অপবিত্র করছে।

এনডারসন ল্যাংডনকে অতিক্রম করে এগিয়ে, প্রকোষ্ঠটার কাছে যায় এবং দু'হাতের তালু দিয়ে দু'দিক থেকে পিরামিডটা আঁকড়ে ধরে। তারপরে,

BanglaBook.org

বেকায়দা কোণের কারণে কোন মতে পিরামিডটা তুলে নিজের দিকে টেনে নেয় এবং কাঠের ডেস্কে দড়াম শব্দে নামিয়ে রাখে। সে পেছনে সরে এসে সাটোকে জায়গা করে দেয়।

ডিরেকটর মোমটা পিরামিডের কাছে নিয়ে আসে এবং মসৃণ উপরিতল মনোযোগ দিয়ে দেখে। তার ক্ষুদে আঙ্গুল ধীরে ধীরে এর এর উপরে বুলায়, সমতল উপরিভাগের প্রতি ইঞ্চি সে খুটিয়ে দেখে তারপরে পার্শ্বদেশে নজর দেয়। সে পিরামিডটা জড়িয়ে ধরে পেছনটা পরীক্ষা করার জন্য তারপরে আপাত অসন্তোষে ভ্রু কুচকে দাঁড়িয়ে থাকে। "প্রফেসর, তুমি বলেছিলে ম্যাসনিক পিরামিড গোপন তথ্য সংরক্ষণের জন্য নির্মিত হয়েছে।"

"সেটাই কিংবদন্তি, হ্যাঁ।"

"তাহলে হাইপোথেটিক্যালি বলা যায় যদি পিটারের বন্দিকর্তা বিশ্বাস করে এটাই ম্যাসনিক পিরামিড, সে তাহলে বিশ্বাস করে এটার ভেতরে শক্তিশালী তথ্য রয়েছে।"

ল্যাংডন মাথা নাড়ে, তার ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটেছে। "হ্যাঁ, অবশ্য সে যদি এই তথ্য খুঁজে পায়ও সে সেটার পাঠোদ্ধার করতে পারবে না। কিংবদন্তী অনুসারে, পিরামিডে রক্ষিত তথ্য সাংকেতিক ভাষায় লেখা রয়েছে, তাদের পাঠোদ্ধারের অযোগ্য করে ফেলা হয়েছে. .কেবল সবচেয়ে যোগ্য যারা তারাই এটা বুঝতে পারবে।"

"আমাকে মাফ করবেন?"

ল্যাংডনের বাড়তে থাকা অসহিষ্ণুতা সত্ত্বেও, সে শান্ত কণ্ঠে উত্তর দেয়। "পৌরাণিক গুপ্তধন সবসময়েই যোগ্যতার পরীক্ষা দ্বারা সুরক্ষিত থাকে। আপনার হয়ত মনে আছে পাথরে প্রোথিত তরবারির কিংবদন্তিতে পাথর আর্থার ছাড়া বাকি সবাইকেই তরবারি দিতে বিমুখ করেছে, যে আধ্যাত্মিকভাবে তরবারির অমিত শক্তি নিয়ন্ত্রণ করতে প্রস্তুত ছিল। ম্যাসনিক পিরামিড সেই একই ধারণার উপরে নির্ভর করে তৈরী করা হয়েছে। এই ক্ষেত্রে, তথ্যটাই গুপ্তধন এবং বলা হয়ে থাকে সেটা সাঙ্কেতিক ভাষায় লিখিত-হারিয়ে যাওয়া শব্দের মরমী ভাষা-যোগ্য ব্যক্তিরাই কেবল তার মর্মোদ্ধার করতে পারবে।"

সাটোর ঠোঁটে ক্ষীণ হাসির রেখা দেখা যায়। "আর সেটাই ব্যাখ্যা করে কেন তোমাকে আজ রাতে এখানে ডেকে আনা হয়েছে।"

"মাফ করবেন?"

সাটো শান্তভঙ্গিতে পিরামিডটাকে অক্ষের উপরে পুরো ১৮০ ডিগ্রী ঘুরায়। পিরামিডের চতুর্থ পার্শ্ব এখন মোমবাতির আলোয় উদ্ভাসিত।

রবার্ট ল্যাংডন বিস্মিত হয়ে সেদিকে তাকিয়ে থাকে।

"বোঝা যাচ্ছে," সাটো বলে, "যে কেউ একজন মনে করে তুমি যোগ্য।"

BanglaBook.org

# ৪০
# অধ্যায়

*ত্রিশের এত দেরী হবার কি কারণ হতে পারে?*

ক্যাথরিন সলোমন আবার ঘড়ি দেখে। ড.অ্যাবাড্ডনকে তার ল্যাবে আসার বিচিত্র পথ সম্পর্কে সতর্ক করার কথা সে ভুলে গিয়েছিল কিন্তু অন্ধকারের কারণে তাদের আসতে এত দেরী হচ্ছে সেটা ভাবারও সঙ্গত কারণ নেই। *তাদের এতক্ষণে পৌছে যাওয়া উচিত ছিল।*

ক্যাথরিন বের হবার পথের কাছে হেঁটে যায় এবং সীসার পাত দেয়া দরজাটা ঠেলে খুলে, শূন্যতার দিকে তাকিয়ে থাকে। সে চুপ করে থেকে কিছু শোনার চেষ্টা করে কিন্তু কিছুই শুনতে পায় না।

"ত্রিস?" সে নাম ধরে ডাকে, কিন্তু অন্ধকারে তার কণ্ঠস্বর হারিয়ে যায়।

নিরবতা।

বিভ্রান্ত হয়ে সে দরজা বন্ধ করে, সেলফোন থেকে লবিতে ফোন করে। "ক্যাথরিন বলছি। ত্রিস কি ওখানে আছে?"

"না, ম্যা'ম," লবির প্রহরী উত্তর দেয়। "দশমিনিট আগে আপনার অতিথিকে নিয়ে সে ফিরে গেছে।"

"সত্যি? আমার মনে হয় না তারা পড পাঁচের ভিতরে এখনও প্রবেশ করেছে।"

"অপেক্ষা করুন। আমি দেখছি।" ক্যাথরিন প্রহরীর কম্পিউটার কিবোর্ডে আঙুল নড়াচড়ার শব্দ শুনতে পায়। "আপনার কথাই ঠিক। মিস.ডানের কি কার্ডের লগ অনুসারে, সে এখনও পড পাঁচের দরজা খোলেনি। তার শেষ প্রবেশের ঘটনা আট মিনিট আগে. .পড তিনে। আমার মনে হয় সে আপনার অতিথিকে একটু ঘুরিয়ে সবকিছু দেখাচ্ছে।"

ক্যাথরিনের ভ্রু কুচকে যায়। *আপাতদৃষ্টিতে।* সংবাদটা একটু অদ্ভুত, কিন্তু একটা বিষয়ে সে জানে পড তিনে ত্রিস বেশিক্ষণ থাকবে না। *ভেতরের গন্ধ ভোদরকেও হার মানাবে।* "ধন্যবাদ। আমার ভাই কি এসে পৌছেছে?"

"না, ম্যা'ম। এখনও আসেননি।"

"ধন্যবাদ তোমাকে।"

ক্যাথরিন ফোন নামিয়ে রাখতে সে আঁকস্মিক একটা সচকিত ভাব অনুভব করে। অস্বস্তিবোধটা তাকে দাড়াতে বাধ্য করে কিন্তু কেবল এক মুহূর্তের জন্য। আজ সকালে ড.অ্যাবাড্ডনের বাসায় প্রবেশের সময়েও সে ঠিক এই একই ধরণের অস্থিরতা বোধ করেছিল। সেখানে তার মেয়েলি অর্ন্তজ্ঞান তাকে ধোকা দিয়ে, লজ্জায় ফেলেছিল। মারাত্মকভাবে।

*এটা কিছুনা।* ক্যাথরিন নিজেকে আশ্বস্ত করে।

BanglaBook.org

# ৪১
# অধ্যায়

রবার্ট ল্যাংডন পাথরের পিরামিডটা পরীক্ষা করে। *এটা সম্ভব না।*

"একটা প্রাচীন সাঙ্কেতিক ভাষা," সাটো তার দিকে না তাকিয়ে বলে। "আমাকে খালি বল এটা উতরে যায় কিনা?"

পিরামিডের প্রকাশ পাওয়া নতুন পার্শ্বদেশে, মসৃণ পাথরের উপরে ষোলটা চিহ্ন নিখুঁতভাবে খোদাই করা হয়েছে।

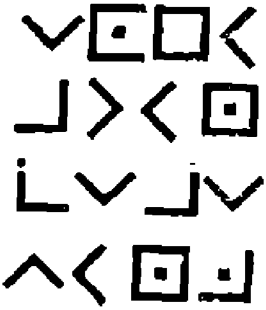

ল্যাংডনের পাশে এণ্ডারসনের চোয়াল ঝুলে পড়েছে, ল্যাংডনের নিজের বেকুব হবার প্রতিলিপি হয়ে সে দাঁড়িয়ে আছে। নিরাপত্তা প্রধানকে দেখে মনে হবে সে এই মাত্র কোন এলিয়েন কিপ্যাড দেখেছে।

"প্রফেসর?" সাটো বলে। "আমার মনে হয় তুমি এটা পড়তে জান।"

ল্যাংডন ঘুরে তাকায়। "এমন মনে হবার কারণ?"

"কারণ তোমাকে এখানে নিয়ে আসা হয়েছে, প্রফেসর। তুমি নির্বাচিত। এই শিলালিপি দেখে মনে হচ্ছে কোন এক ধরণের সঙ্কেতলিপি এবং তোমার খ্যাতির কথা মাথায় রেখে, এটা আমার কাছে পরিষ্কার যে তোমাকে এখানে আনাই হয়েছে মর্মোদ্ধার করতে।"

ল্যাংডনকে স্বীকার করতেই হবে প্যারিস আর রোমের অভিজ্ঞতার পরে ইতিহাসের অনেক অমীমাংসিত সঙ্কেত-দি ফাইসটোস ডিস্ক, দি ডোরাবেলা সাইফার, রহস্যময় দি ভয়নিক পাণ্ডুলিপি, মর্মোদ্ধারে তার সাহায্য চেয়ে প্রচুর অনুরোধ সে পেতে শুরু করেছে।

শিলালিপির উপরে সাটো হাত বুলায়। "তুমি আমাকে এসব প্রতিমার অর্থ বলতে পারবে?"

*এগুলো কোন প্রতিমা নয়,* ল্যাংডন ভাবে। *এগুলো সব প্রতীক।* ভাষাটা সে দেখা মাত্রই চিনতে পেরেছে-সপ্তদশ শতকে ব্যবহৃত একটা গুপ্তলিখন পদ্ধতি। ল্যাংডন খুব ভালো করেই এটা পাঠোদ্ধার করতে জানে।

BanglaBook.org

"ম্যা'ম," ইতস্তত করে সে বলে। "এই পিরামিডটা পিটারের ব্যক্তিগত সম্পত্তি।"

"ব্যক্তিগত হোক আর যাই হোক, এই সংকেতের কারনেই যদি তোমাকে ওয়াশিংটনে নিয়ে আসা হয়ে থাকে, আমি তবে তোমাকে এ বিষয়ে কোন ছাড় দিতে রাজি নই। আমি জানতে চাই এতে কি বলা হয়েছে।"

সাটোর ব্ল্যাকবেরী আবার আওয়াজ করে উঠলে সে পকেট থেকে থাবা দিয়ে সেটা বের করে, কয়েক মুহূর্ত ইনকামিং মেসেজটা মনোযোগ দিয়ে দেখে। ল্যাংডন অবাক হয়ে দেখে ক্যাপিটলের আভ্যন্তরীণ ওয়্যারলেস নেটওয়ার্ক মাটির এত নীচেও সার্ভিস পৌছে দিতে সক্ষম।

সাটো গুঙিয়ে উঠে, চোখের ভ্রু কুচকায় এবং কড়া চোখে ল্যাংডনের দিকে তাকায়।

"চীফ এনডারসন?" তার দিকে ঘুরতে ঘুরতে সে বলে। "আমি আপনার সাথে একান্তে একটু কথা বলতে চাই?" ডিরেকটর এনডারসনকে তার সাথে আসতে ইঙ্গিত করে এবং তারা বাইরের গাঢ় অন্ধকার হলওয়েতে যায়, ল্যাংডন পিটারের চেম্বার অব রিফ্লেকশনে নিভু নিভু মোমবাতির আলোয় একলা দাঁড়িয়ে থাকে।

*চীফ এনডারসন কেবল ভাবতে চেষ্টা করেন আজকের এই রাতটা কি শেষ হবে না?* রোটানডায় *প্রথমে কাটা একটা কব্জি পাওয়া গেল? আমার বেসমেন্টে দেখলাম একটা মৃতের মন্দির রয়েছে? পাথরের পিরামিডের গায়ে উদ্ভট শিলালিপি?* কোনভাবে, অবশ্য এখন আর রেডস্কিনের খেলাটাকে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হয় না।

সাটোকে হলওয়ের অন্ধকারে অনুসরণ করার সময়ে, এনডারসন তার ফ্ল্যাশ লাইট অন করে। মৃদু আলো কিন্তু কিছু না থাকার চেয়ে অন্তত ভাল। সাটো তাকে নিয়ে অন্ধকার হলওয়েতে কিছু দূর এগিয়ে যায়, যাতে ল্যাংডন দেখতে না পায়।

"এটা একবার দেখো?" সে ফিসফিস করে কথাটা বলে এন্ডারসনের হাতে ব্ল্যাকবেরীটা ধরিয়ে দেয়।

এনডারসন ডিভাইসটা নিয়ে চোখ কুচকে এর আলোকিত স্ক্রিনের দিকে তাকায়। সেখানে একটা সাদাকালো ছবি-ল্যাংডনের ব্যাগের এক্সরে যেটা সে সাটোর ডিভাইসে পাঠাতে বলেছিল। সব এক্সরে'র মতই এতেও বেশি ঘনত্বযুক্ত বস্তু সাদা দেখাচ্ছে। ল্যাংডনের ব্যাগে একটা বস্তু সবকিছুকে ম্লান করে দিয়েছে। নিশ্চিতভাবে অসম্ভব কঠিন, অন্যসব অনুষঙ্গের ভিতরে সেটা একটা রত্নের ন্যায় চিকচিক করছে। আঁকৃতি দেখে ভুল হবার কোন কারণ নেই।

*ব্যাটা পুরো সন্ধ্যা জিনিসটা ব্যাগে নিয়ে তাদের সাথে ঘুরছে?* এনডারসন বিস্মিত দৃষ্টিতে সাটোর দিকে তাকায়। "ল্যাংডন এর কথা কেন উল্লেখ করেনি?"

BanglaBook.org

"ভাল প্রশ্ন?" সাটো আস্তে করে বলে।

"আঁকৃতি. . .ব্যাপারটা কাকতালীয় হতে পারে না?"

"না," সাটোর কণ্ঠে উষ্মা প্রকাশ পায়। "আমি সেটা বলবো না।"

করিডোরে একটা মৃদু নড়াচড়ার শব্দ এণ্ডারসনের মনোযোগ আঁকর্ষণ করে। চমকে উঠে, সে অন্ধকার প্যাসেজের দিকে আলোটা ঘুরায়। আলোতে সারি সারি খোলা দরজা আর ফাঁকা করিডোর দেখা যায়।

"হ্যাঁলো?" এনডারসন চিৎকার করে। "ওখানে কি কেউ আছেন?"

নিরবতা।

সাটো অবাক চোখে তাকায়, বোঝা যায় সে কোন শব্দ শোনেনি।

এনডারসন আরেকটুক্ষণ চুপ করে কিছু শোনা যায় কিনা দেখে এবং তারপরে প্রসঙ্গটা বাদ দেয়। *আমাকে দ্রুত এখান থেকে বের হতে হবে।*

মোমের আলোয় একাকী সেই চেম্বারে পিরামিডের খোদাইয়ের উপরে ভাল করে হাত বুলায়। এখানে কি বলা হয়েছে সে জানতে আগ্রহী, কিন্তু একই সাথে সে পিটার সলোমনের বিনিক্ততায় আজ রাতে তারা যেভাবে হামলা করেছে সে রকম কিছু করতে রাজি না। *আর এই হদ্দ পাগলা এই ক্ষুদে বস্তুটার প্রতি এত আগ্রহী কেন?*

"প্রফেসর আমরা একটা সমস্যায় পড়েছি," তার পেছন থেকে সাটো জোরালো কণ্ঠে বলে। "আমি এইমাত্র একটা নতুন তথ্য পেয়েছি আর অনেক হয়েছে তোমার মিথ্যা কথা।"

ল্যাংডন ঘাড় ঘুড়িয়ে দেখে ওএস ডিরেকটর হাতে ব্ল্যাকবেরী নিয়ে দুমদাম করে ভিতরে প্রবেশ করছে তার চোখে স্পষ্ট ফুটে আছে ক্রোধ। অবাক হয়ে, ল্যাংডন এণ্ডারসনের দিকে সাহায্যের আশায় তাকিয়ে দেখে চীফ এখন দরজা পাহারা দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সাটো ল্যাংডনের সামনে এসে দাঁড়িয়ে ব্ল্যাকবেরীটা তার মুখের সামনে ধরে।

বিহ্বল হয়ে ল্যাংডন স্ক্রিনের দিকে তাকায়, যেখানে একটা সাদা কালো বস্তু উল্টো হয়ে ফুটে আছে, ভৌতিক ফিল্ম নেগেটিভের ন্যায়। ছবিটায় অনেক বস্তু একটা জটলা এবং তাদের ভিতরে একটা বস্তু খুব বেশী চমকাচ্ছে। যদিও বেকে আছে এবং কেন্দ্র থেকে দূরে, ছোট বস্তুটা স্পষ্টতই একটা ছোট চূড়াবিশিষ্ট পিরামিড।

*একটা ক্ষুদে পিরামিড?* ল্যাংডন সাটোর দিকে তাকায়। "এটা কি?"

প্রশ্নটা শুনে সাটো যেন ক্রোধে পাগল হয়ে যায়। "তুমি এমনভাব করছো যে তুমি কিছুই জানো না, না?"

ল্যাংডন এবার ফুসে উঠে। "আমি কোন ভণিতা করছি না! আমি আমার জীবনে এটা দেখিনি!"

BanglaBook.org

"যত্তসব!" সাটো ধমকে উঠে, বাসি গন্ধযুক্ত বাতাস চিরে দেয় তার কণ্ঠস্বর। "আজ পুরোটা সময় তুমি এটা তোমার ব্যাগে নিয়ে ঘুরে বেড়িয়েছো!"

"আমি" বাক্যের মাঝে ল্যাংডন থেকে যায়। তার চোখ ধীরে ধীরে নিজের কাঁধের ডেব্যাগের দিকে নিবদ্ধ হয়। তারপরে সে আবার ব্ল্যাকবেরীর দিকে তাকায়। *আরো খোদা. প্যাকেটটা।* সে এবার ভাল করে ইমেজটা দেখে। এবার সে বিষয়টা বুঝতে পারে। একটা ভৌতিক বাক্স, ভেতরে পিরামিড। চমকে উঠে, ল্যাংডন বুঝতে পারে সে তার ব্যাগের এক্সরে'র দিকে তাকিয়ে আছে. .আর সেই সাথে পিটারের রহস্যময় বাক্স আঁকৃতির প্যাকেজের দিকে। বাক্সটা আসলে, একটা খালি কৌটা. ভেতরে একটা ক্ষুদে পিরামিড রয়েছে।

ল্যাংডন কথা বলার জন্য মুখ খুলতে যায়, কিন্তু বলার মত কিছু খুঁজে পায় না। নতুন তথ্য তার ফুসফুস থেকে সব বাতাস যেন বের করে দিয়েছে।

সাধারন। খাঁটি। বিধ্বংসী।

*খোদা।* ডেস্কের উপরে রাখা অবিচ্ছন্ন পিরামিডের দিকে সে তাকায়। এর অগ্রভাগ সমতল–একটা ছোট বর্গাকার এলাকা–একটা খালি জায়গা প্রতীকিভাবে শেষ টুকরোর জন্য প্রতিক্ষা করছে. .যে টুকরোটা একে অসমাপ্ত থেকে সম্পূর্ণ পিরামিডে রূপান্তরিত করবে।

ল্যাংডন এবার বুঝতে পারে সে ব্যাগে যে ক্ষুদে পিরামিডটা বহন করছে সেটা আদতে কোন পিরামিডই না। *জিনিসটা একটা ক্যাপস্টোন।* সেই মাহেন্দ্রক্ষণে, সে বুঝতে পারে কেন কেবল তারপক্ষেই এই পিরামিডের রহস্য ভেদ করা সম্ভব।

*আমার কাছেই রয়েছে শেষ টুকরোটা।*

*আর জিনিসটা আসলেই. .একটা টালিসমান।*

পিটার যখন ল্যাংডনকে বলেছিল যে প্যাকেটটার ভিতরে একটা *টালিসমান* রয়েছে, ল্যাংডন হেসেছিল। এখন সে বুঝতে পারে তার বন্ধু সত্যি কথাই বলেছিল। এই ক্ষুদে ক্যাপস্টোনটা একটা টালিসমান, কিন্তু জাদুকরী প্রকৃতির না. .আরো অনেক প্রাচীন প্রকৃতির। টালিসমান জাদুকরী অর্থ পরিগ্রহণের আগে, এর অর্থ প্রচলিত ছিল–"সমাপ্তি"। গ্রীক শব্দ *টেলেসমা* থেকে গৃহীত, মানে "সমাপ্ত", টালিসমান কোন বস্তু বা ধারণা হতে পারে যা অন্য কিছুকে সমাপ্ত বা পরিপূর্ণ করে। *সমাপ্তিকারী উপাদান।* ক্যাপস্টোন, প্রতীকিভাবে বলতে গেলে, চূড়ান্ত টালিসমান, অসমাপ্ত পিরামিডকে সমাপ্তির সম্পূর্ণতার প্রতীকে পরিণত করে।

একটা আতঙ্কিত বোধ ল্যাংডনকে অভিভূত করে ফেলে যা তাকে একটা অদ্ভুত সত্য বিশ্বাস করতে বাধ্য করে: আঁকৃতি যাই হোক, পিটারের চেম্বার অব রিফ্লেকশনে প্রাপ্ত পাথরের পিরামিড নিজেকে ধীরে ধীরে রূপান্তরিত করছে ম্যাসনিক পিরামিডের সাথে যার একটা অস্পষ্ট সাদৃশ্য আছে।

BanglaBook.org

এক্স-রে ইমেজে ক্যাপস্টোনটা যেভাবে চমকাচ্ছে ল্যাংডন সন্দেহ করে *জিনিসটা সম্ভবত ধাতুর তৈরী. খুব ভারী ধাতু। খাটি সোনার তৈরী কিনা,* তার জানার কোন উপায় নেই এবং সে চায় না তার মন তাকে উল্টোপাল্টা কিছু করতে প্ররোচিত করুক। *এই পিরামিডটা বড্ড ছোট। সংকেতটাও বড্ড বেশি সরল। এবং. . .এটা একটা মিথ, সবচেয়ে বড় কথা।*

সাটো কড়া চোখে তার দিকে তাকিয়ে রয়েছে। "প্রফেসর, আপনার মত একজন বুদ্ধিমান মানুষ আজ রাতে অনেকগুলো ভুল করেছেন। ইন্টিলিজেন্স কর্মকর্তার কাছে মিথ্যা কথা বলেছেন? ইচ্ছাকৃতভাবে সিআইএ'র অনুসন্ধানে বিঘ্ন ঘটাতে চেয়েছেন?"

"আমাকে সুযোগ দিলে আমি সব কটা অভিযোগই ব্যাখ্যা করতে পারি।"

"সিআইএ সদরদপ্তরে গিয়ে আপনি সেটা করার সুযোগ পাবেন। কারণ এই মুহূর্তে আমি আপনাকে গ্রেফতার করছি।"

ল্যাংডনের পুরো শরীর আড়ষ্ট হয়ে যায়। "আপনি নিশ্চয়ই সিরিয়াসলি কথাটা বলেননি।"

"ডেডলি সিরিয়াস। আমি আপনাকে শুরুতেই বলেছিলাম যে আজ রাতে অনেক কিছু বিপন্ন হয়ে পড়েছে, এবং আপনি ইচ্ছা করেই সহযোগিতা করা থেকে বিরত ছিলেন। আমি আপনাকে একটা পরামর্শ দিতে পারি পিরামিডে উৎকীর্ণ লিপি ব্যাখ্যা করবেন কিভাবে সেটা ভাবতে শুরু করেন কারণ আমরা যখন সিআইএ সদরদপ্তরে পৌঁছাব. " সে তার ব্ল্যাকবেরীতে এবার পিরামিডে উৎকীর্ণ লিপির একটা ছবি তুলে। "আমার বিশ্লেষকের দল একটু এগিয়ে থাকবে।"

ল্যাংডন প্রতিবাদ করার চেষ্টা করে কিন্তু সাটো ততক্ষণে দরজায় দাঁড়িয়ে থাকা এণ্ডারসনের দিকে ঘুরতে আরম্ভ করেছে। "চীফ," সে বলে, "পাথরের পিরামিডটা ল্যাংডনের ব্যাগে রেখে সেটা নিজের কাছেই রাখ। ল্যাংডনকে আমি আমার জিম্মায় রাখছি। তোমার অস্ত্রটা, আমাকে দেবে?"

চেম্বারে প্রবেশ করার সময়ে এণ্ডারসনের মুখটা পাথরে খোদাই করা বলে মনে হয়, হাটার ভিতরেই সে হোলস্টারের ঢাকনা খোলে। পিস্তলটা সাটোর হাতে দিলে সে সেটা সাথে সাথে ল্যাংডনের দিকে তাক করে।

ল্যাংডনকে দেখে মনে হয় সে স্বপ্ন দেখছে। *এসব সত্যি সত্যি হচ্ছে না।*

এনডারসন ল্যাংডনের কাছে এসে তার কাঁধ থেকে ডেব্যাগটা নিয়ে ডেস্কের কাছে যায় এবং চেয়ারের উপরে সেটা রাখে। সে ব্যাগের চেন খুলে এবং ভারী পাথরের পিরামিডটা ডেস্ক থেকে তুলে সেটা ব্যাগে ল্যাংডনের নোট আর ক্ষুদে প্যাকেটটার সাথে একসঙ্গে রাখে।

সহসা প্যাসেজ থেকে একটা খসখস শব্দ ভেসে আসে। দরজার কাছে ফুটে উঠা একটা লোকের এবং, চেম্বারের ভিতরে দৌড়ে প্রবেশ করে এবং এণ্ডারসনের দিকে দ্রুত পেছন থেকে এগিয়ে আসে। চীফ তাকে আসতেই

BanglaBook.org

দেখেনি। নিমেষের ভিতরে আগন্তুক কাঁধ নীচু করে এণ্ডারসনের পিঠে একটা রামধাক্কা দেয়। এনডারসন উড়ে গিয়ে সামনে পাথরের কুলুঙ্গির কোণায় মাথা দিয়ে আঘাত করে। হাড় আর টেবিলের অন্যসব জিনিস ছিটকে দিয়ে সে ডেস্কের উপরে দড়াম করে আছড়ে পড়ে। বালিঘড়ি মেঝেতে পড়ে ভেঙে বালি ছিটিয়ে যায়। মোমবাতি মেঝেতে ছিটকে যায় পড়ে না নিভে জ্বলতে থাকে।

বিশৃঙ্খলার ভিতরে সাটো পিস্তল উচিয়ে টলমল করতে থাকে, কিন্তু আগন্তুক একটা হাড় তুলে নিয়ে সেটাকে লাঠিরমত ব্যবহার করে, পায়ের হাড়ের ফিমার দিয়ে তার কাঁধে আধমনী এক ঘা বসিয়ে দেয়। সাটো ব্যথায় চেঁচিয়ে উঠে এবং পিছিয়ে যায়, পিস্তল হাত থেকে পড়ে গেছে। ঝড়ের মত উদয় হওয়া লোকটা লম্বা আর সুঠামদেহী, সৌম্য চেহারার একজন আফ্রিকান আমেরিকান যাকে ল্যাংডন জীবনেও আগে কখনও দেখেনি।

“পিরামিডটা ধর!” লোকটা হুকুমের সুরে বলে। “আমাকে অনুসরণ কর!”

# ৪২
# অধ্যায়

আফ্রিকান আমেরিকান যে লোকটা ল্যাংডনকে ক্যাপিটলের ভূ-গর্ভস্থ গোলকধাঁধার মাঝে পথ দেখিয়ে নিয়ে চলে স্পষ্টতই বোঝা যায় ক্ষমতাবানদের একজন। প্রতিটা বিকল্প করিডোর আর পেছনের কক্ষ ভাল করে চেনার চেয়েও, সৌম্য দর্শন আগুন্তকের হাতে একটা চাবির গোছা রয়েছে তাদের চলার পথে যে দরজাই সামনে পড়ুক প্রতিটার জন্য চাবি যেন সেখানে মজুদ আছে।

ল্যাংডন অনুসরণ করে, দ্রুত একটা অপরিচিত সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে আসে। তারা যখন উপরে উঠছে, সে বুঝতে পারে চামড়ার ডেব্যাগের ফিতে তার কাঁধে চেপে বসছে। পাথরের পিরামিডটা এত ভারী যে তার ভয় হয় ব্যাগের স্ট্র্যাপ বোধহয় ছিঁড়ে ছেড়ে দেবে।

গত কয়েক মিনিটের ঘটনা সব যুক্তিবোধ গুলিয়ে দেবার মত, এবং ল্যাংডন এখন কেবল প্রবৃত্তির উপরে নির্ভর করে এগিয়ে চলেছে। তার সহজাত প্রবৃত্তি তাকে বলে আগুন্তককে বিশ্বাস করতে। সাটোর গ্রেফতার থেকে তাকে বাঁচান ছাড়াও, পিটার সলোমনের পিরামিড রক্ষা করতে সে বিপজ্জনক পদক্ষেপ নিয়েছে। *পিরামিডটা যাই হোক।* তার প্রণোদনা রহস্যময় হলেও ল্যাংডন লোকটার হাতে একটা সোনার আংটি দেখেছে যা থেকে অনেক কিছু পরিষ্কার হয়ে গেছে- একটা ম্যাসনিক আংটি- দুই মাথা বিশিষ্ট ফিনিক্স যার বুকে ৩৩ খোদাই করা। এই লোকটা আর পিটার সলোমন বিশ্বস্ত বন্ধুর চেয়ে বেশি ঘনিষ্ঠ ছিল। তারা ছিল সর্বোচ্চ ডিগ্রীধারী ম্যাসনিক ভাই।

BanglaBook.org

ল্যাংডন তাকে অনুসরণ করে সিঁড়ির মাথায় আরেকটা করিডোরে উঠে আসে এবং তারপরে একটা স্মারকহীন দরজা দিয়ে ভৃত্যদের চলাচলের করিডোরে পৌছায়। তারা স্তুপকরে রাখা সাপ্লাইয়ের বাক্স এবং ময়লাভর্তি ব্যাগের ভিতর দিয়ে এগিয়ে সহসা একটা সার্ভিস দরজা ঠেলে একদমই অপ্রত্যাশিত একটা জায়গায় নিজেদের আবিষ্কার করে– বিলাসবহুল প্রেক্ষাগৃহই হবে জায়গাটা। পাশের সংকীর্ণ পথ দিয়ে বয়স্ক লোকটা উপরে উঠে যায় এবং প্রধান দরজা ঠেলে বিশাল একটা আলোকিত এট্রিয়ামে বেরিয়ে আসে। ল্যাংডন এখন বুঝতে পারে তার দর্শনার্থীদের এলাকায় এসে পড়েছে যেখান দিয়ে আজ রাতেই সে ভিতরে প্রবেশ করেছিল।

দুর্ভাগ্যবশত, এক ক্যাপিটল পুলিশ কর্মকর্তাও সে মুহূর্তে সেখানে প্রবেশ করে।

তারা অফিসারের মুখোমুখি হতে, তিনজনই থমকে থেকে পরস্পরের দিকে তাকায়। ল্যাংডন লোকটাকে চিনতে পারে আজ রাতে ভেতরে প্রবেশের সময়ে এই তরুণ স্প্যানিশ বংশোদ্ভুত অফিসারটাই এক্স-রে মেশিনের কাছে ছিল।

"অফিসার নুনেজ," আফ্রিকান আমেরিকান লোকটা আদেশের কণ্ঠে বলেন। "কোন কথা না। আমাকে অনুসরণ কর।"

অফিসারকে স্পষ্টতই অস্বস্তিতে পড়তে দেখা.যায় কিন্তু প্রশ্ন না করে সে কথামত কাজ করে।

*এই লোকটা কে?*

দর্শনার্থী কেন্দ্রের দক্ষিণপূর্ব দিকে তিনজন দ্রুত এগিয়ে যায়, সেখানে তারা একটা ছোট ফয়ার এবং কমলা রঙের পাইলন দিয়ে আটকান একজোড়া ভারী দরজার কাছে পৌছে। দরজাগুলো মাস্কিং টেপ দিয়ে সিল করা স্পষ্টতই ওপাশের ধূলো যাতে দর্শনার্থী কেন্দ্রে পৌছাতে না পারে সেজন্যই এই বন্দোবস্ত। বয়স্ক লোকটা সামনে এগিয়ে যায় এবং দরজায় লাগান টেপ খুলতে থাকে। তারপরে সে তার চাবির গোছা থেকে চাবি বাছার অবসরে গার্ডের সাথে কথা বলে। "আমাদের বন্ধু চীফ এনডারসন সাববেসমেন্টে রয়েছেন। তিনি সম্ভবত আহত। তাকে দেখতে তুমি সেখানে যাবে।"

"হ্যাঁ, স্যার।" নুনেজকে বিভ্রান্ত আর একই সাথে আতঙ্কিতও দেখায়।

"সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আমাদের তুমি *দেখোনি।*" লোকটা কাঙ্খিত চাবিটা খুঁজে পেতে সেটা গোছা থেকে বের করে আনে এবং ভারী দরজার ডেডবোল্ট খুলতে সেটা ব্যবহার করে। ইস্পাতের দরজাটা টেনে খুলে সে চাবিটা নুনেজের দিকে ছুড়ে দেয়। "আমাদের পেছনের দরজাটা বন্ধ করে দাও। যতটা সম্ভব টেপ লাগিয়ে দিতে ভুলো না। চাবিটা পকেটে রেখে সবকিছু ভুলে যাবে। কারো সাথে এবিষয়ে কোন আলাপ করবে না। চীফের সাথেও না। অফিসার নুনেজ আমার কথা পরিষ্কার বুঝতে পেরেছো?"

BanglaBook.org

নুনেজ চাবিটার দিকে এমনভাবে তাকায় যেন এইমাত্র কোহিনূর তার কাছে জিম্মা দেয়া হয়েছে। "স্যার, এইই।"

বয়স্ক লোকটা কোন কথা না বলে দরজা দিয়ে বের হতে ল্যাংডন তাকে অনুসরন করে। নুনেজ ভারী দরজাটা তাদের পেছনে বন্ধ করে দেয় এবং ল্যাংডন শব্দ শুনে বোঝে মাস্কিং টেপও সে পুনরায় লাগিয়ে দিচ্ছে।

"প্রফেসর ল্যাংডন," একটা আধুনিক দর্শন করিডোরের যা নিশ্চিতভাবে নির্মাণাধীন, ভিতর দিয়ে দ্রুত হাঁটার সময়ে লোকটা বলে। "আমার নাম ওয়ারেন বেল্লামি। পিটার সলোমন আমার খুব ঘনিষ্ঠ বন্ধু।"

ল্যাংডন চমকে উঠে সৌম্যদর্শন লোকটার দিকে তাকায়। *আপনিই ওয়ারেন বেল্লামি?* ক্যাপিটলের স্থপতির সাথে ল্যাংডনের আগে কখনও পরিচয় হয়নি, কিন্তু সে তার নাম শুনেছে।

"আপনার প্রশংসা পিটারের কাছে অনেক শুনেছি," বেল্লামি বলেন, "এবং এই ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির মাঝে আমাদের পরিচয় হল বলে আমি দুঃখিত।"

"পিটার ভয়াবহ বিপদে পড়েছে। তার হাত. "

"আমি জানি," বেল্লামির কণ্ঠে বেদনার রঙ। "আমার ভয়, এর অর্ধেকও সেটা না।"

আলোকিত করিডোরের শেষ সীমায় তারা পৌছে এবং সেখানে প্যাসেজটা হঠাৎ বামে বাঁক নিয়েছে। করিডোরের বাকী অংশটুকু,

সেটা যেখানেই যাক, গাঢ় অন্ধকার।

"অপেক্ষা কর," বেল্লামি বলেন, এবং পাশের একটা ইলেকট্রিকাল রুমে প্রবেশ করেন যেখান থেকে কমলা রঙের হেভীডিউটি এক্সটেনশন কর্ড বের হয়ে এসে করিডোরের অন্ধকারের ভিতরে হারিয়ে গেছে। বেল্লামি ভিতরে খুটখাট করার সময়ে ল্যাংডন বাইরে অপেক্ষা করে। স্থপতি নিশ্চয়ই এক্সটেনশন কর্ডে পাওয়ার সাপ্লাইয়ের সুইচ খুঁজে পেয়েছেন কারণ সহসা তাদের সামনের পথ আলোকিত হয়ে উঠে।

ল্যাংডন বেকুবের মত তাকিয়ে থাকে।

ওয়াশিংটন ডি.সি- রোমের মত- ভূগর্ভস্থ সুড়ঙ্গ আর গোপন গলিপথে আঁকীর্ণ একটা শহর। তাদের সামনের প্যাসেজটা ভ্যাটিকানকে সান্ট'এ্যাঞ্জেলো দূর্গের সাথে সংযোগকারী *প্যাসেট্টোর* কথা মনে করিয়ে দেয়। *লম্বা। অন্ধকার। সংকীর্ণ।* প্রাচীন *প্যাসেট্টোর* মত অবশ্য না, এটা আধুনিক আর নির্মাণকাজ শেষ হয়নি। এটা একটা অপ্রতুল নির্মাণ স্থান যা এতটাই লম্বা দূরবর্তী প্রান্ত মনে হয় সংকীর্ণ হতে হতে মিলিয়ে গেছে। মাঝে মাঝে নির্মাণ কাজে সহায়তার জন্য স্থাপিত বাল্বই একমাত্র আলোর উৎস যা কেবল সুড়ঙ্গের অসম্ভব বিস্তারের আভাস দিচ্ছে।

বেল্লামি প্যাসেজ ধরে হাঁটতে আরম্ভ করে। "আমাকে অনুসরণ কর। দেখে হাটো।"

BanglaBook.org

সুড়ঙ্গটা কোথায় শেষ হয়েছে ভাবতে ভাবতে ল্যাংডন বেল্লামিকে অনুসরণ করতে শুরু করে।

সেই মুহূর্তে, মাল'আখও পড তিন থেকে বের হয়ে আসে এবং এসএমএসসি'র নির্জন প্রধান করিডোর দিয়ে দ্রুত পড পাঁচের দিকে হাঁটতে থাকে। ত্রিশের কিকার্ড আঁকড়ে ধরে সে মৃদু কণ্ঠে বলতে থাকে, "শূন্য-আট-শূন্য-চার"।

তার মনে অন্য একটা বিষয় ঘুরপাক খাচ্ছে। মাল'আখ এই মাত্র ক্যাপিটল ভবন থেকে একটা জরুরী ম্যাসেজ পেয়েছে। *আমার কনট্যাক্ট অপ্রত্যাশিত বিপর্যয়ের শিকার হয়েছে।* তারপরেও অবশ্য, সবকিছু এখনও আশাব্যঞ্জক: রবার্ট ল্যাংডনের কাছে এখন পিরামিড আর ক্যাপস্টোন দুটোই রয়েছে। অপ্রত্যাশিত উপায়ে সেটা সম্ভব হলেও, গুরুত্বপূর্ণ অংশগুলো ঠিকমতই আপতিত হয়েছে। আজরাতের ঘটনাসমূহ যেন নিয়তি নিজের হাতে নিয়ন্ত্রণ করছে, মাল'আখের বিজয় নিশ্চিত করতে।

## ৪৩
## অধ্যায়

দীর্ঘ সুড়ঙ্গে কোন কথা না বলে হাঁটবার সময়ে বেল্লামির দ্রুত পদক্ষেপের সাথে তাল রাখতে ল্যাংডনকে প্রায় দৌড়াতে হয়। এখন পর্যন্ত, ক্যাপিটলের স্থপতি সাটো আর পাথরের পিরামিডের মাঝে দূরত্ব তৈরীকেই বেশি গুরুত্ব দেখিয়েছেন কি ঘটছে সেটা ল্যাংডনকে ব্যাখ্যা করার বদলে। ল্যাংডনের কেবলই মনে হচ্ছে তার কল্পনার চেয়েও বেশি কিছু ঘটছে আজ রাতে।

*দি সিআইএ? ক্যাপিটলের স্থপতি? দুইজন তেত্রিস ডিগ্রীধারী ম্যাসন?*

ল্যাংডনের ফোনের আওয়াজে চিন্তার রেশ কেটে যায়। জ্যাকেটের পকেট থেকে সে ফোনটা বের করে। বুঝতে পারে না ধরাটা ঠিক হবে কিনা। "হ্যালো?"

অপরপাশ থেকে রহস্যময় পরিচিত ফিসফিস কণ্ঠস্বর ভেসে আসে। "প্রফেসর, আমি শুনেছি অপ্রত্যাশিত সঙ্গ আপনি লাভ করেছেন।"

বরফের মত শীতল একটা শিহরন ল্যাংডনকে কাঁপিয়ে দেয়। "পিটার কোথায় কেমন আছে বলো?!" সে জানতে চায়, তার কণ্ঠস্বর বন্ধ সুড়ঙ্গে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হয়। পাশে হাটতে থাকা ওয়ারেন বেল্লামি আড়চোখে তাকায়, তাকে উদ্বিগ্ন দেখায় এবং ইঙ্গিতে ল্যাংডনকে হাটা অব্যাহত রাখতে বলেন।

"দুশ্চিন্তা কোরোনা," কণ্ঠস্বরটা বলে। "আমি তোমাকে যা বলেছি, পিটার নিরাপদেই কোথাও আছে।"

BanglaBook.org

"ঈশ্বরের দিব্যি, তুমি তার হাত কব্জি থেকে কেটে নিয়েছো! তাকে ডাক্তার দেখানো প্রয়োজন!"

"তার দরকার একজন পাদ্রী," লোকটা উত্তর দেয়। "কিন্তু তুমি তাকে বাঁচাতে পার। আমার আদেশ মত কাজ করলে পিটার প্রাণে বেঁচে যাবে। আমি তোমাকে কথা দিলাম।"

"পাগলের প্রতিশ্রুতির কোন দাম নেই আমার কাছে।"

"পাগল? প্রফেসর, আজ রাতে আমি যে শ্রদ্ধার সাথে প্রাচীন আঁচার পালনে অনুগত থেকেছি নিশ্চয়ই তুমি সেটার প্রশংসা করবে। রহস্যময়তার হাত তোমাকে একটা সিংহদ্বারে-পিরামিডটার কাছে যা প্রাচীন জ্ঞান উন্মোচনে প্রতিশ্রুত, পথ দেখিয়ে নিয়ে গেছে। আমি জানি সেটা এখন তোমার কাছেই আছে।"

"তোমার ধারণা এটাই সেই ম্যাসনিক পিরামিড?" ল্যাংডন জানতে চায়। "এটা একটা ভারী পাথরের টুকরো।"

লাইনের অপরপ্রান্ত অনেকক্ষণ চুপ করে থাকে। "মি.ল্যাংডন আপনি অভিনয়ে একেবারেই কাঁচা। আপনি ভাল করেই জানেন আজ রাতে আপনি কি খুঁজে পেয়েছেন। একটা পাথরের পিরামিড. .. . . একজন ক্ষমতাবান ম্যাসনের দ্বারা. . ওয়াশিংটন ডি.সি'র অভ্যন্তরে প্রোথিত?"

"তুমি একটা *কিংবদন্তির* পেছনে ধাওয়া করছো! পিটার তোমাকে যাই বলে থাকুক সেটা সে ভয়ে বলেছে। ম্যাসনিক পিরামিডের কিংবদন্তি একটা *ফিকশন।* প্রাচীন জ্ঞান রক্ষা করতে ম্যাসনরা কখনও কোন পিরামিড নির্মাণ করেনি। এবং তুমি যা মনে করছো এটাকে, তারা যদি পিরামিড নির্মাণ করেও থাকে তবে সেটা ধারণের পক্ষে এই পিরামিডটা বড্ড ছোট।"

লোকটা খিকখিক করে হাসে। "বুঝেছি পিটার তোমাকে আসলে কিছুই বলেনি। যাই হোক, মি.ল্যাংডন আপনার কাছে যেটা রয়েছে আপনি সেটাতে বিশ্বাস করেন বা না করেন, আমার কথামত আপনি কাজ করবেন। আমি খুব ভাল করেই জানি যে পিরামিডটা আপনি কাঁধে বয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছেন সেটাতে একটা সাঙ্কেতিক শিলালিপি রয়েছে। আমার জন্য আপনি সেটার পাঠোদ্ধার করবেন। তারপরে এবং তারপরেই কেবল, আমি পিটার সলোমনকে আপনার কাছে ফেরত দেবো।"

"এই শিলালিপি যা প্রকাশ করবে বলে আপনি বিশ্বাস করেন, "ল্যাংডন বলে, "সেটা কখনও প্রাচীন জ্ঞান হতে পারে না।"

"অবশ্যই না," সে উত্তর দেয়। "একটা ছোট পিরামিডের পাশে লেখার পক্ষে রহস্যের বিস্তার অনেক ব্যাপক।"

অপর প্রান্তের উত্তর শুনে ল্যাংডন বেকুব বনে যায়। "কিন্তু এই শিলালিপি যদি প্রাচীন রহস্য না হয়ে থাকে তাহলে এই পিরামিডটা ম্যাসনিক পিরামিড না। কিংবদন্তিতে স্পষ্ট উল্লেখ আছে প্রাচীন রহস্য সুরক্ষিত রাখার জন্যই ম্যাসনিক পিরামিড নির্মিত হয়েছিল।"

BanglaBook.org

লোকটার কণ্ঠস্বরে এখন প্রসন্নতার ছোয়া। "মি.ল্যাংডন ম্যাসনিক পিরামিড প্রাচীন জ্ঞান সংরক্ষণার্থে নির্মিত হয়নি কিন্তু একটা মারপ্যাচ থাকায় আপনি এখনও বোধহয় সেটা বুঝতে পারেননি। পিটার কি কখনও আপনাকে বলেনি? রহস্যময়তা প্রকাশের ক্ষমতা ম্যাসনিক পিরামিডের নেই. .কিন্তু যেখানে এই রহস্য চাপা আছে বরং সেখানকার গোপন *অবস্থান* প্রকাশই এর আসল ক্ষমতা।"

ল্যাংডন বিস্মিত দৃষ্টিতে হাতের ফোনের দিকে তাকায়।

"শিলালিপির পাঠোদ্ধার কর," কণ্ঠস্বর বলে চলে, "এবং সেটা তোমাকে বলে দেবে মানবজাতির সবচেয়ে মূল্যবান গুপ্তধন কোথায় লুকান রয়েছে।" সে হাসে। "প্রফেসর, পিটার *গুপ্তধনের* জিম্মা তোমাকে দেয়নি।"

সুড়ঙ্গের ভিতরেই ল্যাংডন বেমক্কা দাঁড়িয়ে পড়ে। "দাড়াও। তুমি বলতে চাইছো এই পিরামিডটা. . .একটা *ম্যাপ?*"

বেল্লামিও এখন থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে, তার চেহারায় যুগপৎ আশঙ্কা আর উদ্বেগ ফুটে উঠে। পরিষ্কার বোঝা যায়, ফোনের কণ্ঠস্বর এইমাত্র এক ঝটকায় অস্পষ্টতার ঘোর ভেঙে দিয়েছে। *পিরামিডটা একটা মানচিত্র।*

"এই মানচিত্র," কণ্ঠস্বরটা ফিসফিস করে বলে, "বা পিরামিড, বা সিংহদ্বার, বা অন্য যে নামেই একে অভিহিত কর. .অনেক আগে তৈরী করা হয়েছিল যাতে প্রাচীন রহস্য গোপন রাখার স্থান মানুষ বিস্মৃত না হয়. .যাতে এটা কখনও হারিয়ে যাওয়া ইতিহাসের ভাগ্য বরণ না করে।"

"ষোলটা প্রতীকের একটা গ্রীডের সাথে মানচিত্রের খুব একটা মিল নেই।"

"অভিব্যক্তি ছলনাময় হতে পারে, প্রফেসর। কিন্তু সে যাই হোক, কেবল তোমারই ক্ষমতা আছে এই শিলালিপির পাঠোদ্ধার করার।"

"তুমি ভুল ভেবেছো," মনে মনে সাধারন গুপ্তলিখন প্রণালীর কথা চিন্তা করে, ল্যাংডন চেঁচিয়ে উঠে। "যেকেউ এই শিলালিপির পাঠোদ্ধার করতে পারবে। খুব একটা পরিশীলিত লেখা না।"

"আমার সন্দেহ খালি চোখে যা দৃশ্যমান তার চেয়েও বেশি কিছু পিরামিডটায় আছে। যাই হোক, ক্যাপস্টোনটা কেবল তোমার কাছেই আছে।"

ল্যাংডন তার ব্যাগে থাকা ক্যাপস্টোনটার কথা মনে মনে ভাবে। *বিশৃঙ্খলা থেকে শৃঙ্খলায়?* কি বিশ্বাস করা উচিত সেই বোধটাই তার গুলিয়ে গেছে, কিন্তু তার ব্যাগে রাখা পাথরের পিরামিডটার ওজন যেন সময়ের সাথে পাল্লা দিয়ে বেড়ে চলেছে।

BanglaBook.org

মাল'আখ সেলফোনটা কানে চেপে ধরে অপরপ্রান্তে ল্যাংডনের আতঙ্কিত শ্বাসপ্রশ্বাস বেশ উপভোগ করে। "প্রফেসর, এই মুহূর্তে আমার হাতে অনেক কাজ জমে আছে, এবং সেই তোমারও। ম্যাপটার পাঠোদ্ধার করা মাত্র আমাকে

ফোন করে জানাবে। আমরা দু'জন একসাথে গোপনস্থানে যাব এবং আমাদের কাঙ্খিত বস্তু বিনিময় করে নেব। পিটারের জীবন. .বিনিময় সর্বকালের সঞ্চিত জ্ঞান।"

"আমি কিছুই করব না," ল্যাংডন ঘোষণা করে। "বিশেষ করে পিটার জীবিত আছে সেটার প্রমাণ না পাওয়া পর্যন্ত তো কিছুই করব না।"

"আমি তোমাকে পরামর্শ দেবো আমাকে চাপে না ফেলার জন্য। তুমি একটা বিশাল ব্যবস্থার নগণ্য একটা পুলি। তুমি যদি আমাকে খুঁজে বের করার চেষ্টা কর, বা আমার কথা অমান্য কর, পিটার মারা যাবে। আমি কথা দিচ্ছি।"

"আমার বুদ্ধিতে যতটা বুঝি, পিটার ইতিমধ্যে মারা গেছে।"

"প্রফেসর, সে বহাল তবিয়তে আছে, কিন্তু তোমার সাহায্য তার ভীষণ প্রয়োজন।"

"তুমি আসলে কি চাও?" ল্যাংডন ফোনের ভিতরেই চিৎকার করে উঠে।

মাল'আখ উত্তর দেবার আগে চুপ করে থাকে। "অনেকেই প্রাচীন জ্ঞান সন্ধান করেছে এবং তার ক্ষমতা নিয়ে বিতর্কে মেতেছে। আজ রাতে, আমি প্রমাণ করবো রহস্যটা বাস্তব।"

ল্যাংডন চুপ করে থাকে।

"আমি বলব, তুমি দ্রুত ম্যাপটা নিয়ে কাজে লেগে পড়," মাল'আখ বলে। "আজ রাতেই তথ্যটা আমার প্রয়োজন।"

"আজই?! এখন নয়টা বেজে গেছে!"

"ঠিক তাই। *Tempus fugit.*"

# ৪৪
# অধ্যায়

নিউ ইয়র্ক সম্পাদক জোনাস ফকম্যান তার ম্যানহাটন অফিসের আলো মাত্র বন্ধ করবে এমন সময় ফোন বেজে উঠে। এই সময়ে ফোনটা ধরা তার বিন্দুমাত্র ইচ্ছা ছিল না– সেটা অবশ্য, ডিসপ্লের কলার আইডি দেখার আগের কথা। *এটা নির্ঘাত কাজের হবে,* রিসিভারের উদ্দেশ্যে হাত বাড়িয়ে সে ভাবে।

"আমরা কি এখনও তোমার প্রকাশক?" ফকম্যান কাজের সুরে কথা বলে।

"জোনাস!" রবার্ট ল্যাংডনের কণ্ঠে উদ্বেগের ছোয়া। "ঈশ্বরকে ধন্যবাদ তুমি এখনও অফিসে আছো। তোমার সাহায্য আমার প্রয়োজন।"

ফকম্যানের মনটা নেচে উঠে। "সম্পাদনার জন্য তোমার লেখা জমা হয়েছে, রবার্ট?" *অবশেষে?*

"না, আমার একটা তথ্য দরকার। গত বছর, ক্যাথরিন সলোমন নামে এক বৈজ্ঞানিকের সাথে আমি তোমাকে পরিচিত করিয়েছিলাম, পিটার সলোমনের বোন?"

BanglaBook.org

ফকম্যান ভ্রু কুচকায়। *লেখা নেই।*

"নিওটিক সাইন্স বিষয়ে একটা বই প্রকাশের জন্য সে প্রকাশক খুঁজছিল? তার কথা তোমার মনে আছে?"

ফকম্যান চোখ মটকায়। "অবশ্যই। আমার তাকে মনে আছে। আর সহস্র ধন্যবাদ তার সাথে পরিচয় করিয়ে দেবার জন্য। তার গবেষণার কোন কিছুই সে আমাকে পড়তে তো দেয়ইনি, ভবিষ্যতে কোন এক মাহেন্দ্রক্ষণের আগে সে তার কোন কাজই প্রকাশ করতে অনিচ্ছুক।"

"জোনাস, মন দিয়ে আমার কথা শোন, বেশি সময় নেই আমার হাতে। আমার ক্যাথরিনের ফোন নাম্বার দরকার। এখনই। তোমার কাছে তার নাম্বার আছে?"

"আমি তোমাকে আগে সতর্ক করে দেই. . .তুমি একটু বেশি বেপরোয় হয়ে উঠেছো। সে দেখতে নি:সন্দেহে সুন্দরী, কিন্তু তুমি তাকে কেবল তোমার ব্যক্তিত্ব দ্বারা প্রভাবিত করতে-"

"জোনাস, ফাজলামো বন্ধ কর, আমার এখনই তার নাম্বার প্রয়োজন।"

"ঠিক আছে. .লাইনে থাকো।" ফকম্যান আর জোনাস বহুদিনের পুরানো বন্ধু, সে জানে কখন ল্যাংডন সত্যিই সিরিয়াস। জোনাস ক্যাথরিন সলোমন নামটা একটা সার্চ উইনডোতে টাইপ করে এবং কোম্পানী ই-মেইল সার্ভার সার্চ করতে শুরু করে।

"আমি এই মুহূর্তে খুঁজছি," সে ফোনে বলে। "আমি জানিনা কেন তোমার দরকার, তবে দোহাই তোমার হার্ভাডের সুইমিং পুল থেকে অন্তত তাকে ফোন কোরো না। কেমন জানি কোন অভয়ারণ্যে আছো বলে মনে হয়।"

"আমি পুলে ভাসছি না, এই মুহূর্তে আমি ইউ.এস ক্যাপিটলের নীচে একটা সুড়ঙ্গে হাটছি।"

ফকম্যান ল্যাংডনের কণ্ঠস্বর শুনে বুঝতে পারে যে সে মজা করছে না। *এই লোকটার কাজের কোন ঠিক ঠিকানা নেই?* "রবার্ট তুমি বাড়িতে বসে সুস্থির মত লিখতে পার না?" তার কম্পিউটার সার্চ শেষ করে। "ঠিক আছে, অপেক্ষা কর. .খুঁজে পেয়েছি।" সে পুরানো ই-মেইলে মাউস লেলিয়ে দেয়। "মনে হচ্ছে আমার কাছে কেবল তার সেল নাম্বার রয়েছে।"

"আমার তাতেই হবে।"

ফকম্যান তাকে নাম্বারটা বলে।

"জোনাস, তোমাকে অশেষ ধন্যবাদ," কৃতজ্ঞচিত্তে ল্যাংডন বলে। "আমার কাছে তোমার একটা পাওনা রইল।"

"রবার্ট আমি তোমার কাছে একটা পাণ্ডুলিপি পাই। তোমার কোন ধারণা আছে কতদিন-"

লাইন কেটে গেছে।

ফকম্যান বেকুবের মত রিসিভারের দিকে তাকিয়ে থেকে মাথা নাড়ে। লেখক ছাড়া বই প্রকাশ করাটা যে কত সহজ হতো।

BanglaBook.org

# ৪৫
# অধ্যায়

ক্যাথরিন সলোমন কলার আইডি'র নামটা দেখে আরেকবার ভাল করে তাকিয়ে দেখে। সে ভেবেছিল ইনকামিং কলটা ত্রিশের, ক্রিস্টোফার অ্যাবাড্ডন আর তার আসতে কেন এত দেরী হচ্ছে সেটা বলার জন্য ফোন করেছে। কিন্তু কলার ত্রিস না।

একেবারেই অপ্রত্যাশিত একজন।

ক্যাথরিনের ঠোঁটের কোণে একটা লাজুক হাসি খেলে যায়। *আজকের রাতটার ঝুলিতে আরও কত বিস্ময় অপেক্ষা করছে?* সে ফোনটা টুসকি দিয়ে খোলে।

"আমি কি ভুল দেখেছি," আমুদে কণ্ঠে সে আলাপ শুরু করে। "বইপাগল অবিবাহিত একজন নিঃসঙ্গ নিওটিক বিজ্ঞানীর সঙ্গ চাইছে?"

"ক্যাথরিন!" ভারী কণ্ঠস্বরটা নিঃসন্দেহে রবার্ট ল্যাংডনের। "ঈশ্বরকে ধন্যবাদ তুমি এখনও বেঁচে আছো।"

"অবশ্যই আমি বেঁচে আছি," বিভ্রান্ত কণ্ঠে সে উত্তর দেয়। "পিটারের বাসায় গত গ্রীষ্মের সেই অনুষ্ঠানের পরে তুমি সেই যে ডুব দিয়েছো সেটা ছাড়া আর সবই ভাল আছে।"

"আজ রাতে অনেক কিছু ঘটেছে। দয়া করে ভাল করে শোন।" তার সাধারনত কোমল কণ্ঠস্বর কেমন কর্কশ শোনায়। "আমি আন্তরিকভাবে দুঃখিত যে আমাকেই কথাটা বলতে হচ্ছে. . .কিন্তু পিটার ভয়াবহ বিপদে পড়েছে।"

ক্যাথরিনের মুখের হাসি উবে যায়। "তুমি কি আবোলতাবোল কথা বলছো?"

"পিটার. . ." ল্যাংডন ইতস্তত করে যেন শব্দ খুঁজে পাচ্ছে না কি বলবে। "আমি বুঝতে পারছি না কিভাবে কথাটা বলবো. . .*নিয়ে যাওয়া হয়েছে।* আমি এখনও নিশ্চিত নই কে বা কারা এর পেছনে রয়েছে কিন্তু—"

"নিয়ে যাওয়া হয়েছে?" ক্যাথরিন জেরার সুরে বলে। "রবার্ট তুমি আমাকে ভয় পাইয়ে দিচ্ছো। নিয়ে গিয়েছে. . .কোথায়?"

"অপহরণ করেছে।" ল্যাংডনের গলার স্বর বিকৃত শোনায় যেন সে আচ্ছন্ন হয়ে আছে। "ঘটনাটা সম্ভবত আজ সকালে কিংবা গতকাল ঘটেছে।"

"এটা মোটেই ঠাট্টার বিষয় না," সে ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বলে। "আমার ভাই ভালই আছে। পনের মিনিট আগেই তার সাথে আমার কথা হয়েছে!"

"তুমি কথা বলেছো?!" এবার ল্যাংডনের বেকুব বনার পালা।

"অবশ্যই! সে এইমাত্র আমাকে টেক্সট ম্যাসেজ পাঠিয়ে জানিয়েছে যে সে ল্যাবে আসছে।"

BanglaBook.org

"*সে টেক্সট পাঠিয়েছে তোমাকে. . .*" ল্যাংডন জোরে জোরে ভাবে। "কিন্তু তুমি আসলে তার *কণ্ঠস্বর শোননি?*"

"না কিন্তু–"

"আমার কথা শোন খুকী। তুমি যে টেক্সট পেয়েছো সেটা তোমার ভাই করেনি। পিটারের ফোন কারো কাছে আছে। সে বিপজ্জনক। সে যেই হোক আমাকেও চালাকি করে আজরাতে ওয়াশিংটনে নিয়ে এসেছে।"

"তোমার সাথে চালাকি করেছে? তোমার কথার মাথামুণ্ড কিছুই বুঝতে পারছি না!"

"আমি দু:খিত, আমি নিজেও কিছু বুঝছি না।" ল্যাংডনের আঁচরণ তার চরিত্রের সাথে ঠিক খাপ খায়না। "ক্যাথরিন, আমার মনে হয় তুমিও বিপদে আছো।"

ক্যাথরিন সলোমন জানে রবার্ট ল্যাংডন কখনও এধরণের বিষয় নিয়ে রসিকতা করবে না কিন্তু তারপরেও তার মনে হয় রবার্টের মাথা খারাপ হয়ে গেছে। "আমি ভালই আছি," সে বলে। "আমি একটা নিরাপদ ভবনের ভিতরে রয়েছি।"

"পিটারের ফোন থেকে আসা ম্যাসেজটা আমাকে পড়ে শোনাও। *জলদি।*"

বিভ্রান্ত, ক্যাথরিন ম্যাসেজটা বের করে, ল্যাংডনকে সেটা পড়ে শোনায়, ম্যাসেজের শেষ অংশে ড.অ্যাবাড্ডনের প্রসঙ্গ আসতে একটা তার ভিতরে একটা শিরশিরে শীতল অনুভূতি হয়। "যদি সম্ভব হয়, ড.অ্যাবাড্ডনকে ভিতরে আমাদের সাথে যোগ দিতে অনুরোধ কর। আমি তাকে পুরোপুরি বিশ্বাস করি. . ."

"হা খোদা. . ." ল্যাংডনের কণ্ঠে ভয়ের রেশ। "তুমি এই লোককে ভেতরে আমন্ত্রণ করেছো?"

"হ্যাঁ! আমার সহকারী এইমাত্র লবিতে গিয়েছে তাকে নিয়ে আসতে। আমি আশা করছি যে কোন সময়ে–"

"ক্যাথরিন পালাও ওখান থেকে!" ল্যাংডন চিৎকার করে উঠে। "এখনই!"

এসএমএসসি'র অন্যপ্রান্তে, সিকিউরিটি রুমের ভিতরে, রেডস্কিনের খেলার শব্দ ছাপিয়ে একটা ফোন বাজতে শুরু করে। নিরাপত্তা রক্ষী অনিচ্ছাসত্ত্বেও আরো একবার নিজের কান থেকে এয়ারপ্লাগ খুলে।

"লবি," সে উত্তর দেয়। "কাইল বলছি।"

"কাইল, আমি ক্যাথরিন সলোমন!" তার রুদ্ধশ্বাস কণ্ঠে আশঙ্কার ছায়া।

"ম্যা'ম আপনার ভাই এখনও–"

"ত্রিস কোথায়?!" সে জানতে চায়। "মনিটরে তুমি কি তাকে দেখতে পাচ্ছো?"

BanglaBook.org

নিরাপত্তা প্রহরী তার চেয়ার ঘুরায় মনিটর দেখতে। "সে এখনও কিউবে পৌঁছায়নি?"

"না!" ক্যাথরিন জানতে চায়, কণ্ঠস্বর সচকিত শোনায়।

নিরাপত্তা কর্মী এবার বুঝতে পারে ক্যাথরিন সলোমন হাপাচ্ছে দৌড়াবার সময়ে যেমন হয়। *ভেতরে হচ্ছেটা কি?*

নিরাপত্তা কর্মী এবার দ্রুত ভিডিও জয়স্টিক নাড়ায়, ক্ষিপ্রবেগে ডিজিটাল ভিডিওর ফ্রেমে চোখ বুলিয়ে যায়। "ঠিক আছে, একটু অপেক্ষা করেন. ত্রিশের আপনার অতিথিকে নিয়ে লবি থেকে বের হবার ফ্রেম পেয়েছি. .তারা স্ট্রিট দিয়ে যাচ্ছে. . .ফাস্টফরওয়ার্ডিং. . .এই যে পেয়েছি, তারা ওয়েট পডে ঢুকছে. . .ত্রিস তার কিকার্ড দিয়ে দরজা খুলছে. . .দুজনেই ওয়েট পডে প্রবেশ করল. .ফাস্টফরওয়ার্ডিং .ওকে মাত্র একমিনিট আগে তারা ওয়েট পড থেকে বেরিয়ে এসেছে. .এগিয়ে যাচ্ছে. . ." সে প্লেব্যাকের গতি হ্রাস করে, তার মাথা খাড়া হয়ে রয়েছে। "এক মিনিট অপেক্ষা কর। এটা অদ্ভুত।"

"কি?"

"ওয়েট পড থেকে ভদ্রলোক একা বেরিয়ে এসেছেন।"

"ত্রিস ভেতরে রয়েছে?"

"হ্যাঁ, সেরকমই মনে হচ্ছে। আমি এই মুহূর্তে আপনার অতিথিকেই কেবল দেখতে পাচ্ছি. . .হলে সে একেবারে একা।"

"ত্রিস *কোথায়?*" ক্যাথরিন আরো উত্তেজিত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করে।

"আমি তাকে ভিডিও ফিডে দেখতে পাচ্ছি না," সে উত্তর দেয়, তার কণ্ঠে আশঙ্কার রেশ ভর করতে শুরু করেছে। সে আবার স্ক্রিনের দিকে তাকায় এবং খেয়াল করে লোকটার জ্যাকেটের হাতা কেমন ভিজে মনে হচ্ছে. . একেবারে কনুই পর্যন্ত ভিজে রয়েছে। *ওয়েট পডে ঢুকে সে কি করেছে?* লোকটাকে মেইন হলওয়ে দিয়ে পড পাঁচের উদ্দেশ্যে হাটা শুরু করতে দেখে নিরাপত্তা কর্মী, তার হাতে কিছু একটা ধরা রয়েছে দেখতে অনেকটা. . .একটা কিকার্ড।

নিরাপত্তা কর্মী টের পায় তার ঘাড়ের চুল সড়সড় করে দাঁড়িয়ে পড়েছে।"মিস.সলোমন, আমরা একটা ভয়ানক সমস্যায় পড়েছি।"

ক্যাথরিন সলোমনের জন্য রাতটা অনায়াসে অনেক প্রথমের একটা রাত। গত দু'বছরে, সে তার ফোন কখনও বাইরের শূন্যতায় ব্যবহার করেনি। শূন্যতাটা সে কখনও ঝাড়া এক দৌড়ে অতিক্রমও করেনি। এই মুহূর্তে, অবশ্য সে কানে সেলফোন নিয়ে অন্ধের মত শেষ না হওয়া কার্পেটের উপর দিয়ে বেপরোয়া ভঙ্গিতে এগিয়ে চলেছে। প্রতিবার কার্পেট থেকে পা বাইরে ফেলেছে অনুভব করলে, সেটা শুধরে নিয়ে সে মাঝে ফিরে আসে, গাঢ় অন্ধকারের ভিতর দিয়ে সে ছুটে চলে।

"সে এই মুহূর্তে কোথায়," ক্যাথরিন রুদ্ধশ্বাসে গার্ডকে জিজ্ঞেস করে।



BanglaBook.org

"দেখছি দাড়ান," গার্ড উত্তর দেয়। "ফাস্টফরওয়ার্ডিং. .এই যে পেয়েছি সে হল দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে. . .পড পাঁচের দিকে. ."

ক্যাথরিন প্রাণপনে দৌড়াতে থাকে, আশা করে এখানে আটকা পড়বার আগেই সে এক্সিটে পৌঁছাতে পারবে। "পড পাঁচের প্রবেশ পথের সামনে আসতে তার আর কত দেরী?"

গার্ড চুপ করে থাকে। "ম্যা'ম আপনি আমার কথা বুঝতে পারেননি। আমি এখনও ফাস্টফরওয়ার্ড করছি। এটা পূর্বে ধারণকৃত। এসব ইতিমধ্যে ঘটে গিয়েছে।" সে আবার চুপ করে যায়। "দাড়ান, দাড়ান, আমি এন্ট্রি ইভেন্ট মনিটরটা একটু দেখে নেই।" সে আবার চুপ করে এবং তারপরে বলে, "ম্যা'ম, মিস.ত্রিশের এন্ট্রি কার্ডে মিনিট খানেক আগে পড পাঁচে এন্ট্রির একটা ঘটনা দেখাচ্ছে।"

ক্যাথরিন থেমে যায়, অন্ধকার গহ্বরের মাঝে সে দাঁড়িয়ে পড়ে। "সে ইতিমধ্যে পড পাঁচের প্রবেশ পথ খুলেছে?" সে ফিসফিস করে ফোনে জিজ্ঞেস করে।

গার্ড এখন ঝড়ের বেগে উন্মত্তের মত টাইপ করছে। "হ্যাঁ, দেখে মনে হচ্ছে সে . .নব্বই সেকেণ্ড আগে ভিতরে প্রবেশ করেছে।"

ক্যাথরিনের পুরো দেহ আড়ষ্ট হয়ে যায়। সে শ্বাস বন্ধ করে দাঁড়িয়ে থাকে। চারপাশের অন্ধকার যেন সহসাই জীবন্ত হয়ে উঠেছে।

*সে এখন ভিতরে আমার সাথে।*

সেই মুহূর্তে, ক্যাথরিন উপলব্ধি করে যে পুরো জায়গাটায় একমাত্র তার সেলফোন থেকে আলো বিকিরিত হয়ে, তার মুখের একপাশ আলোকিত করে রেখেছে। "সাহায্য পাঠাও," সে ফিসফিস করে গার্ডকে বলে। "আর তুমি ওয়েট পড়ে যাও ত্রিসকে সাহায্য করতে।" তারপরে সে নিরবে লাইন কেটে দেয়, আলো নিভিয়ে ফেলে।

পরম অন্ধকার নিমেষে তাকে আপন করে নেয়।

সে গাছের গুড়ির মত দাঁড়িয়ে থাকে এবং যতটা সর্ন্তপনে সম্ভব নি:শ্বাস নেয়। কয়েক সেকেণ্ড পরে ইথানলের তীব্র গন্ধের ঝলক অন্ধকারের ভিতরে তার সামনে থেকে ভেসে আসে। গন্ধ তীব্রতর হতে থাকে। সে তার সামনে কয়েক ফিট দূরে কার্পেটের উপরে, কারও উপস্থিতি অনুভব করতে পারে। নিরবতার মাঝে, ক্যাথরিনের মনে হয় তার হৃৎপিণ্ডের শব্দই তার অবস্থান ফাঁস করে দেবে। নিরবে, সে তার জুতো খুলে ফেলে এবং একটু একটু করে কার্পেটের উপর থেকে বাম পাশে সরতে শুরু করে। তার পায়ের নীচে সিমেন্টের মেঝে শীতল অনুভূত হয়। সে আরও একপা পাশে গিয়ে কার্পেট থেকে সরে আসে।

তার পায়ের একটা আঙ্গুল মট করে ফোটে।

নিস্তব্ধতার মাঝে সেটাকেই গুলির আওয়াজের মত শোনায়।

BanglaBook.org

কয়েক গজ দূর থেকে, কাপড়ের খসখস শব্দ সহসা অন্ধকারের ভিতর থেকে তার দিকে ছুটে আসে। ক্যাথরিন সরে যেতে এক পল দেরী করে ফেলে এবং একটা শক্তিশালী হাত তাকে স্পর্শ করে, অন্ধকারে হাতড়াতে থাকে, মওকা মত ধরতে উন্মত্তের মত প্রয়াস নেয়। সাড়াশির মত হাত তার ল্যাব কোট আঁকড়ে ধরে, পেছনে টানলে, তাকে গুটিয়ে নিতে চাইলে, সে ঘুরে যায়।

ক্যাথরিন হাত পিছনে দিয়ে, ল্যাবকোটের ভিতর থেকে পিছলে বের হয়ে আসে এবং মুক্ত হয়ে যায়। সহসা, বের হবার পথ কোন দিকে সে বিষয়ে বিন্দুমাত্র ধারণা শূন্য, ক্যাথরিন নিজেকে ক্ষিপ্র গতিতে শেষ না হওয়া অন্ধকারের মাঝে একেবারে অন্ধের মত ছুটতে দেখে।

## ৪৬
## অধ্যায়

"পৃথিবীর সবচেয়ে সুন্দর কক্ষ" বলে অনেকে যাকে অভিহিত করে থাকে, সেটা এখানে অবস্থিত হলেও, লাইব্রেরী অব কংগ্রেস তার বিশাল সংগ্রহের জন্য যতটা পরিচিত তারচেয়ে অনেক কম পরিচিত এর শ্বাসরুদ্ধকর চমৎকারিত্ব। পাঁচশ মাইলের চেয়ে বেশি শেলফ দৈর্ঘ্য- ওয়াশিংটন, ডি.সিকে বস্টনের সাথে সংযুক্ত করার জন্য যথেষ্ট- একে অনায়াসে পৃথিবীর সর্ববৃহৎ গ্রন্থাগারের খেতাবে ভূষিত করার জন্য যথেষ্ট। এবং তারপরেও এর কলেবর বৃদ্ধি পাচ্ছে, প্রতিদিন প্রায় দশ হাজার নতুন টাইটেল এর সংগ্রহকে সমৃদ্ধ করছে।

টমাস জেফারসনের বিজ্ঞান আর দর্শনের বইয়ের প্রাথমিক সংগ্রহশালা, আজ জ্ঞানের বিকাশে আমেরিকার প্রতিশ্রুতির প্রতীকে পরিণত হয়েছে। ওয়াশিংটনে বৈদ্যুতিক বাতি প্রথম আলোকিত করেছে যে ভবনগুলোকে তাদের ভিতরে অন্যতম, আক্ষরিক অর্থেই নতুন পৃথিবীর অন্ধকারে আলোক বর্তিকার ন্যায় জাজ্বল্যমান।

নাম থেকেই যেমন বোঝা যায়, লাইব্রেরী অব কংগ্রেস মূলত প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল কংগ্রেসকে সাহায্য করতে, যার সম্মানিত সদস্যদের পদভারে ক্যাপিটলের সড়ক মুখরিত থাকত। লাইব্রেরী আর ক্যাপিটলের এই সুপ্রাচীন বন্ধন সম্প্রতি একটা পার্থিব সংযোগ নির্মাণের দ্বারা আরো দৃঢ় হয়েছে- স্বাধীনতা সরণীর নীচ দিয়ে একটা লম্বা টানেল এই দুটো ভবনকে যুক্ত করেছে।

আজরাতে, এই স্বল্পালোকিত টানেলে, রবার্ট ল্যাংডন একটা নির্মান স্থানের ভিতরে, ক্যাথরিনকে নিয়ে সৃষ্ট নতুন আশঙ্কার স্রোতকে প্রশমিত করার চেষ্টা করে, ওয়ারেন বেল্লামিকে অনুসরন করছে। *বদ্ধ উন্মাদটা তার ল্যাবে উপস্থিত হয়েছে?!* কারণটা ল্যাংডন ভাবতেও চায় না। সতর্ক করার জন্য ল্যাংডন যখন তাকে ফোন করেছিল, লাইট কাটার আগে সে ক্যাথরিনকে স্পষ্ট করে বলে দিয়েছে কোথায় তার সাথে দেখা করবে। *মড়ার সুড়ঙ্গটা শেষও হয় না?* তার

banglabook.org

মাথা ব্যথা করতে আরম্ভ করেছে, পারম্পরিক আন্তসম্পর্কিত ভাবনার ঢেউ ঢলের আকার নিতে শুরু: ক্যাথরিন, পিটার, দি ম্যাসনস, বেল্লামি, পিরামিড, প্রাচীন ভবিষ্যতবাণী. . .এবং এই সবকিছুর সাথে জড়িয়ে একটা ম্যাপ।

ল্যাংডন মাথা নেড়ে ভাবনাগুলো দূরে সরিয়ে দিয়ে জোরে হাটতে শুরু করে। বেল্লামি *আমার প্রশ্নের উত্তর দেবে বলেছে।*

সুড়ঙ্গটার শেষ প্রান্তে যখন তারা দুজন পৌছে, বেল্লামি ল্যাংডনকে নির্মাণাধীন বেশ একটা ডবলডোরের ভিতর নিয়ে আসে। অসমাপ্ত দরজাটা আটকাবার কোন উপায় না পেয়ে বেল্লামি বুদ্ধি খাটায় নির্মাণ এলাকা থেকে একটা এ্যালুমিনিয়ামের মই নিয়ে সেটাকে বাঁকা করে দরজার বাইরে থেকে ঠেস দিয়ে রাখে। তারপরে সে একটা ধাতব বালতি সেটার উপরে ঝুলিয়ে দেয়। কেউ দরজাটা খোলার চেষ্টা করলেই বিকট শব্দে বালতিটা মেঝেতে আছড়ে পড়বে।

*আমাদের সতর্ক ব্যবস্থা?* ঝুলতে থাকা বালতির দিকে তাকিয়ে ল্যাংডন ভাবে বেল্লামির আজ রাতে আরও বিশদ নিরাপত্তা পরিকল্পনার প্রয়োজন হবে তাদের চামড়া বাঁচাতে হলে। সবকিছুই এত দ্রুত ঘটছে এবং ল্যাংডন এখন কেবল বেল্লামির সাথে পালিয়ে আসবার ফলে কি কি ঘটতে পারে সে বিষয়ে ভাববার প্রয়াস পেয়েছে। *আমি এখন সিআইএ'র কবল থেকে পালিয়ে*

বেল্লামি একটা বাঁক ঘুরে, যেখানে তারা দু'জন একটা প্রশস্থ সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠতে থাকে যা কমলা রঙের পাইলনের বেষ্টনী দেয়া। ল্যাংডনের ডেব্যাগ উপরে ওঠার সময়ে নিজের ওজনের কথা জানান দেয়। "পাথরের পিরামিডটা," সে বলে, "আমি এখনও বুঝতে পারছি না–"

"এখানে না," বেল্লামি থামিয়ে দিয়ে বলে। "আমরা সেটা আলোতে পরীক্ষা করে দেখবো। আমি একটা নিরাপদ জায়গা চিনি।"

ল্যাংডনের সন্দেহ আছে সিআইএ'র অফিস সিকিউরিটির ডিরেকটরকে শারীরিকভাবে লাঞ্ছিত করার পরে সে রকম কোন স্থান আদৌ আছে কিনা।

তারা সিঁড়ির উপরিভাগে উঠে এসে, সোনার পাতা, স্ট্যাকো আর ইতালিয়ান মার্বেলে শোভিত একটা প্রশস্থ হলওয়েতে প্রবেশ করে। হলটাতে সারিবদ্ধভাবে আটজোড়া মূর্তি সাজান– সবগুলোই দেবী মিনার্ভার বিভিন্ন রূপ। বেল্লামি না থেমে এগিয়ে যায়, ল্যাংডনকে পথ দেখিয়ে একটা ভল্টেড আর্চওয়ের মধ্যে দিয়ে আরও রাজকীয় একটা জায়গায় নিয়ে আসে।

কাজ শেষের আলোক-সজ্জার মৃদু আলোতেও, লাইব্রেরীর গ্রেটহল ইউরোপের যে কোন রুচিশীল প্রাসাদের ধ্রুপদী মহিমায় ভাস্বর। মাথার উপরের ছাদে পঁচাত্তর ফিট উপরে বিরল "এ্যালুমিনিয়াম লিফ"– একটা ধাতু একসময়ে যা সোনার চেয়েও দামী ছিল, দিয়ে কারুকাজ করা প্যানেল বীমের মাঝে রঙিন-কাঁচের স্কাইগ্লাস চমকাচ্ছে। ঠিক নীচে, জোড়া স্তম্ভের একটা রাজসিক কোর্স দোতলার ব্যালকনি ঘিরে আছে, যেখানে দুটো চমৎকার বাঁকান সিঁড়ি দিয়ে পৌছান যায়, সিঁড়ি দুটোর নিউয়েল পোস্ট অতিকায় ব্রোঞ্জের নারী মূর্তি যাদের উঁচু করে ধরা হাতে রয়েছে জ্ঞানের মশাল।

BanglaBook.org

আধুনিক আলোকবর্তিকার ধারণার প্রতিফলন ঘটাবার এক উদ্ভট প্রয়াস থেকে এবং রেঁনেসাস স্থাপত্যশৈলীর নান্দনিক পরিধির ভিতরে অবস্থান করেই সিঁড়ির রেলিংএর গরাদে আধুনিক বৈজ্ঞানিকদের কিউপিডের মত খোদাই করে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। *দেবদূতের মত দেখতে ইলেকট্রিশিয়ানের হাতে টেলিফোন ধরা। নমুনা সংগ্রহের বাক্স হাতে নধরকান্তি প্রকৃতিবিদ?* ল্যাংডন কল্পনা করে বার্নিনি আসলে কি ভেবেছিল।

"আমরা এখানে কথা বলবো," বুলেটপ্রুফ ডিসপ্লেকেসে প্রদর্শিত গ্রন্থাগারের সবচেয়ে মূল্যবান দুটো স্মারকের– মেইনজের দি জায়ান্ট বাইবেল, ১৪৫০ সালে হাতে লেখা আর আমেরিকার গুটেনবার্গের কপি, সারা পৃথিবীতে চামড়া দিয়ে বাঁধান কেবল তিনটে কপি আছে, পাশ দিয়ে যাবার সময় ওয়ারেন ল্যাংডনকে বলেন। পরিবেশের সাথে খাপ খাইয়ে মাথার উপরের ছাদে ছয়টা প্যানেলে অঙ্কিত জন হোয়াইট আলেকজাণ্ডারের *দি ইভোলিউশন অব দি বুক* শোভা পাচ্ছে।

পূর্বদিকের করিডোরের দেয়ালের কেন্দ্রে সাথে একজোড়া মার্জিত দুইপাল্লা বিশিষ্ট দরজার দিকে এগিয়ে যায়। ল্যাংডন জানে ঐ দেয়ালের পিছনে কি আছে, কিন্তু আলোচনার জন্য এই জায়গাটা নির্বাচন করাটা তার কাছে অদ্ভুত মনে হয়। আর তাছাড়া, সর্বত্র "নিরবতা বজায় রাখুন" চিহ্নে চোখ রাঙানি উপেক্ষা করে কথা বলাটাও একটা বিড়ম্বনা, এই কামড়াটাকে একেবারেই "নিরাপদ স্থান" বলে মনে হয় না। *গ্রন্থাগারের ক্রুশাকৃতির নক্সার ঠিক কেন্দ্রে অবস্থিত এই* কামড়াটা ভবনটার মূল আঁকর্ষণ। এখানে লুকিয়ে থাকার অর্থ মসজিদে জুতা পরে ঢুকে মিম্বারে লুকিয়ে থাকা।

সে যাই হোক, বেল্লামি দরজা খুলে, ভেতরের অন্ধকারে প্রবেশ করে এবং আলো জ্বালাবার জন্য হাতড়ায়। সে সুইচ অন করলে আমেরিকার মহানতম স্থাপত্য নিদর্শন চোখের সামনে ভেসে উঠে।

বিখ্যাত রিডিং রুমটা চোখের জন্য বড়ই প্রীতিকর একটা দৃশ্য। বিশাল অষ্টভূজাকৃতি কামরাটার কেন্দ্র ঠিক ১৬০ ফিট উঁচু, এর আটটা দেয়াল চকলেট ব্রাউন টেনেসী মার্বেল, ক্রিম কালারের সিয়েনা মার্বেল আর আপেলের মত লাল আলজেরিয়ান মার্বেলে ঢাকা। আটটা ভিন্ন কোণ থেকে আলোকিত বলে কোথাও কোন ছায়া পড়েনা, ফলে মনে হয় কামরাটা যেন নিজে থেকেই জ্বলছে।

"কেউ কেউ বলে এটা ওয়াশিংটনের সবচেয়ে আকর্ষণীয় কামরা," ল্যাংডনকে পথ দেখিয়ে ভেতরে নিয়ে আসবার সময়ে বেল্লামি বলে।

*সম্ভবত সারা পৃথিবীতে,* চৌকাঠ অতিক্রম করে ভিতরে প্রবেশ করার সময়ে ল্যাংডন ভাবে। বরাবরের মতই, প্রথমেই তার নজর যায় উপরের সুউচ্চ সেন্ট্রাল কলারের দিকে, সেখান থেকে কারুকার্যখচিত আড়া গম্বুজের তলদেশ দিয়ে বেঁকে উপরের ব্যালকনি পর্যন্ত নেমে এসেছে। পুরো ঘরটা ঘিরে ষোলটা আবক্ষ ব্রোঞ্জের মূর্তি পরিক্ষেপ বা দেহলি থেকে নীচের দিকে তাকিয়ে রয়েছে। তাদের

BanglaBook.org

নীচে দৃষ্টিনন্দন ধনুকাকৃতি খিলানের একটা আর্কেড নীচের ব্যালকনি তৈরী করেছে। মেঝের উপরে বিশাল অষ্টভূজাকৃতি সার্কুলেশন ডেস্ক থেকে এককেন্দ্র বিশিষ্ট তিনটা বৃত্তাকার বার্নিশ করা কাঠের ডেস্ক বাইরের দিকে ছড়িয়ে গেছে।

ল্যাংডন তার দৃষ্টি বেল্লামির উপরে আপতিত করতে দেখে, সে এখন ঘরের দুই পাল্লার দরজা হাট করে খুলে দিচ্ছে। "আমি মনে করেছিলাম আমরা *লুকিয়ে* আছি," ল্যাংডন বিভ্রান্ত কণ্ঠে বলে।

"কেউ যদি ভবনে প্রবেশ করে," বেল্লামি বলে, "আমি তাদের আসবার শব্দ শুনতে চাই।"

"কিন্তু এখানে কি তারা আমাদের এক মুহূর্তে খুঁজে পাবে না।"

"আমরা যেখানেই লুকিয়ে থাকি তারা আমাদের ঠিকই খুঁজে বের করবে। কিন্তু কেউ যদি আমাদের এই ভবনের ভিতরে কোণঠাসা করে ফেলে, তখন তুমি আমাকে ধন্যবাদ দেবে এই কামরাটা বেছে নেবার জন্য।"

ল্যাংডনের কোন ধারণা নেই কেন, কিন্তু বেল্লামিও সেটা ব্যাখ্যা করার আগ্রহ দেখায় না। সে ততক্ষণে ঘরের মধ্যস্থান লক্ষ্য করে হাটা দিয়েছে যেখানে সে একটা রিডিং ডেস্ক বেছে নিয়ে, দুটো চেয়ার বের করে এবং রিডিং লাইট জ্বালায়। তারপরে সে ইশারায় ল্যাংডনের ব্যাগটা দেখায়।

"ঠিক আছে প্রফেসর, তোমার ব্যাগটা এবার ভাল করে দেখা যাক।"

বার্নিশের মসৃণ সমতল গ্রানাইটের রুক্ষ উপরিভাগের ঘষায় যাতে নষ্ট না হয় সেজন্য ল্যাংডন ব্যাগটাই টেবিলে তুলে নেয় এবং চেইন খুলে দুপাশ মুড়িয়ে ভিতরের পিরামিডটা বের করে আনে। ওয়ারেন বেল্লামি রিডিং ল্যাম্পের আলো ঠিক করে পিরামিডটা খুব ভাল করে দেখে। সে অদ্ভুত খোদাইয়ের উপরে হাত বুলায়।

"আমার মনে হয় ভাষাটা তুমি বুঝতে পেরেছো?" বেল্লামি জানতে চায়।

"অবশ্যই," ষোলটা প্রতীকের দিকে তাকিয়ে ল্যাংডন বলে।

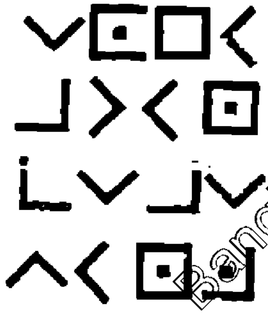
BanglaBook.org

ফ্রিম্যাসনদের গুপ্তলিপি হিসাবে পরিচিত, এই সাঙ্কেতিক ভাষা প্রথম দিকে ম্যাসনরা নিজেদের ভিতরে ব্যক্তিগত চিঠিপত্র লিখতে ব্যবহার করতো। সাঙ্কেতিক পদ্ধতিটা বহু আগে বাতিল করা হয়েছে একটা খুব সাধারন কারণে−

সংকেতের পাঠোদ্ধার খুবই সহজ বিধায়। ল্যাংডনের সিনিয়র সিম্বলজি সেমিনারের বেশিরভাগ ছাত্রই এই কোড পাঁচ মিনিটে ভাঙতে পারবে। ল্যাংডন কাগজ পেনসিল নিয়ে সেটা ষাট সেকেণ্ডে করতে পারবে।

শতাব্দি প্রাচীন সাঙ্কেতিক লিপির পাঠোদ্ধার পদ্ধতির এই খুঁত এখন কয়েকটা স্ববিরোধী বিষয় সামনে নিয়ে এসেছে। প্রথমত, পৃথিবীতে কেবল ল্যাংডনই এটার পাঠোদ্ধারের ক্ষমতা রাখে এই দাবী মেনে নেয়া যায় না। দ্বিতীয়, সাটো যখন এই ম্যাসনিক পিরামিড জাতীয় নিরাপত্তার একটা বিষয় বলে উল্লেখ করে তখন ব্যাপারটা দাঁড়ায় কেউ ক্র্যাকজ্যাকের সাথে দেয়া পাজল দিয়ে সাঙ্কেতিক রাষ্ট্রীয় তারবার্তার পাঠোদ্ধার করছে। ল্যাংডনের দুটোর কোনটাই এখনও বিশ্বাস হচ্ছে না। *এই পিরামিডটা একটা ম্যাপ? সর্বকালের হারিয়ে যাওয়া জ্ঞানর নির্দেশক?*

"রবার্ট," বেল্লামি গম্ভীর কণ্ঠে বলেন। "ডিরেকটর সাটো কি তোমাকে বলেছে সে কেন এই বিষয়ে আগ্রহী?"

ল্যাংডন মাথা নাড়ে। "নির্দিষ্ট করে কিছু বলেনি। সে কেবল একটা কথাই বারবার বলেছে জাতীয় নিরাপত্তার সাথে সম্পর্কিত। আমার মনে হয় সে মিথ্যা বলেছে।"

"সম্ভবত," ঘাড়ের পেছনে ডলতে ডলতে বেল্লামি বলেন। তাকে দেখে মনে হয় সে কোন কিছু নিয়ে বিব্রত। "কিন্তু তারচেয়েও মারাত্মক একটা সম্ভাবনা আছে।" সে ঘুরে ল্যাংডনের চোখের দিকে তাকায়। "এটাওতো সম্ভব যে ডিরেকটর সাটো পিরামিডের আসল সম্ভাবনা আবিষ্কার করেছে।"

# ৪৭
# অধ্যায়

ক্যাথরিন সলোমনের উপরে ঝাপিয়ে পড়া অন্ধকারকে পরম অন্ধকার বলে মনে হয়

কার্পেটের পরিচিত নিরাপত্তা থেকে পালিয়ে সে এখন অন্ধকারে হাতড়ে হাতড়ে সামনে এগোয়, সেই নির্জন শূন্যতায় তার বাড়িয়ে রাখা হাত কেবল আরো শূন্যস্থান স্পর্শ করে। তার স্টকিং আবৃত পায়ের নীচে শীতল সিমেন্টের শেষ না হওয়া বিস্তারকে মনে হয় কোন অজানা বরফাবৃত লেক. .একটা বিরূপ পরিবেশ যেখান থেকে তাকে এখন পালাতে হবে।

ইথানলের গন্ধ বাতাস থেকে মিলিয়ে যেতে, সে থামে এবং অন্ধকারে অপেক্ষা করতে থাকে। স্থাণুর মত দাঁড়িয়ে, সে কান পাতে, সাধ্য থাকলে ঢাকের মত নিজের হৃৎপিণ্ডের শব্দটারও সে গলা টিপে ধরত। তাকে ধাওয়া করা ভারী পায়ের শব্দ মনে হয় থেমেছে। *আমি কি তার নাগাল এড়িয়েছি?* ক্যাথরিন চোখ

BanglaBook.org

বন্ধ করে ভাবতে চেষ্টা করে সে কোথায় আছে। *আমি কোন দিকে দৌড়েছিলাম? দরজাটা কোনদিকে?* কোন কাজ হয়না। সে এতবার দিক পরিবর্তন করেছে যে বের হবার দরজা যেকোন দিকে হতে পারে।

ভয়, ক্যাথরিন কোথায় যেন পড়েছিল একবার, উদ্দীপকের মত কাজ করে, মস্তিষ্কের চিন্তাশক্তি তীক্ষ্ণ করে দেয়। এই মুহূর্তে অবশ্য ভয় তার মনে আতঙ্ক আর বিভ্রান্তির বেনোজলে ডুবিয়ে দিয়েছে। *আমি যদি বের হবার পথ খুঁজেও পাই, আমি বের হতে পারব না।* তার কিকার্ড ল্যাব কোটের সাথে থেকে গেছে। তার একমাত্র আশা এই বিশাল অন্ধকারে সে খড়ের গাদায় কেবল একটা সুইয়ের মত– ত্রিস হাজার বর্গফুটের গ্রিডে একটা জীবন্ত বিন্দু। দৌড় দেবার প্রবল প্রবণতা সত্ত্বেও ক্যাথরিনের বিশ্লেষক মস্তিষ্ক তাকে বদলে একমাত্র যুক্তিগ্রাহ্য কাজটা করতে বলে– একেবারেই নড়াচড়া না করা। *চুপ করে দাঁড়িয়ে থাক। একটা শব্দও করবে না।* নিরাপত্তা রক্ষী আসছে, এবং কোন একটা অজানা কারণে তার আক্রমণকারীর গা থেকে তীব্র ইথানলের গন্ধ বের হচ্ছে। *সে আমার কাছে আসলে আমি আগেই টের পাব।*

ক্যাথরিন নিরবে দাঁড়িয়ে থাকার সময়ে, ল্যাংডনের কথাই কেবল তার মনে ঘুরপাক খেতে থাকে। *তোমার ভাই. .তাকে অপহরণ করা হয়েছে।* সে টের পায় ঘামে একটা শীতল বিন্দু তার বাহুতে সৃষ্টি হয়ে সেলফোন মুঠো করে ধরা ডান হাতের দিকে গড়িয়ে যায়। এই বিপদের কথা সে ভুলেই গিয়েছিল। ফোনটা বাজলেই তার অবস্থান ফাঁস করে দেবে এবং ফোনটা খুলে এর ডিসপ্লে আলোকিত না করে সে সেটা বন্ধ করতে পারবে না।

*ফোনটা নামিয়ে রাখো. .এবং এর থেকে দূরে সরে যাও।*

কিন্তু ততক্ষণে অনেক দেরী হয়ে গেছে। তার ডানদিক থেকে ইথানলের গন্ধ ভেসে আসে। এবং সেটা প্রতি মুহূর্তে তীব্র হতে থাকে। ক্যাথরিন শান্ত থাকার আপ্রাণ চেষ্টা করে, দৌড় দেবার প্রবৃত্তি দমন করে। ধীরে অতি সাবধানে সে নিজের বাম পাশে এক পা সরে আসে। তার কাপড়ের সামান্য নড়াচড়ার শব্দ শোনার জন্য তার আক্রমণকারী ওত পেতে ছিল। সে তার সামনে এগিয়ে আসবার শব্দ শুনতে পায়, এবং একটা শক্ত হাত তার কাঁধ আঁকড়ে ধরলে ইথানলের গন্ধ তাকে পাগল করে তুলে। সে মোচড় খায়, পাশবিক আতঙ্ক তাকে ঘিরে ধরে। গাণিতিক সম্ভাবনা মাটিতে আছড়ে পড়ে এবং ক্যাথরিন অন্ধের মত আবার দৌড় দেয়। সে বামদিকে দৌড়াতে থাকে, দিক বদলায় এবং শূন্যতার ভিতরে এখন সে পাগলের মত ছুটছে।

দেয়ালটা আঁচমকা সামনে এসে হাজির হয়।

ক্যাথরিন সজোরে ধাক্কা খায় এবং তার ফুসফুস খালি হয়ে যায়। ব্যথা যেন ফুলের মত তার কাঁধে আর বাহুতে ফুটে উঠে কিন্তু সে কোনমতে দাঁড়িয়ে থাকে। আড়াআড়িভাবে এসে দেয়ালে ধাক্কা খাবার কারণে আঘাতের পুরো শক্তি তাকে হজম করতে হয়নি কিন্তু তারপরেও ব্যথাটা কোন অংশে কম না। শব্দটা

BanglaBook.org

চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। *সে এখন জানে আমি কোথায়।* ব্যথা নিয়েই সে দৌড় দেয় এবং মাথা ঘুরিয়ে অন্ধকারে দেখে আর তার মনে সে বুঝি তাকে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে।

*নিজের অবস্থান পরিবর্তন কর। এখনই!*

এখনও পুরোপুরি দম ফিরে না পাওয়া সত্ত্বেও, সে দেয়াল বরাবর হাঁটতে শুরু করে এবং নিরবে বামহাত দিয়ে ইস্পাতের উন্মুক্ত গজালের মাথা স্পর্শ করে। *দেয়ালের কাছে থাকে। তোমাকে কোণঠাসা করার আগেই তাকে এড়িয়ে যাও।* তার ডানহাতে ক্যাথরিন তখনও তার সেলফোনটা ধরে রয়েছে যাতে প্রয়োজন পড়লে সেটা ঢিলের মত ছুড়ে মারতে পারে।

ক্যাথরিন এখন যে শব্দটা শুনে সেটা শোনার জন্য সে মোটেই মানসিকভাবে প্রস্তুত ছিল না– কাপড়ের *স্পষ্ট* খরখর শব্দ ঠিক তার সামনে. .দেয়ালের কাছ থেকে ভেসে আসে। সে নি:শ্বাস বন্ধ করে, গাছের গুড়ির মত জমে যায়। *এত দ্রুত সে দেয়ালের কাছে কিভাবে পৌছাল?* ইথানলের গন্ধ যুক্ত হাল্কা বাতাসের পরশ সে তার মুখে অনুভব করে। *হলের দিক থেকে সে আমার দিকে এগিয়ে আসছে!*

ক্যাথরিন অন্ধকারে কয়েক পা পিছিয়ে আসে। তারপরে, নিরবে ১৮০ ডিগ্রী ঘুরে দেয়ালের বিপরীত দিক ধরে হাটতে আরম্ভ করে। বিশ ফিট অতিক্রম করেছে এমন সময় অসম্ভব একটা ঘটনা ঘটে। আরো একবার তার সামনে থেকে কাপড়ের খরখর শব্দ ভেসে আসে। তারপরে আবার সেই ইথানলের গন্ধ মিশ্রিত বাতাসের ঝাপটা। ক্যাথরিন সলোমন স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে।

*খোদা, সে দেখছি সব জায়গাতেই ছড়িয়ে আছে!*

খোলা বুকে মাল'আখ অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। তার হাতায় লেগে থাকা ইথানলের গন্ধ একটা উপদ্রব বলে প্রতিয়মান হলেও সে সেটাকেই অস্ত্রে পরিণত করে, শার্ট আর জ্যাকেট খুলে ফেলে সে তার শিকারকে কোণঠাসা করতে সেগুলো ব্যবহার করেছে। ডানদিকের দেয়াল লক্ষ্য করে সে তার শার্ট ছুড়ে দেয়, সে ক্যাথরিনের দাঁড়িয়ে পড়ে দিক পরিবর্তন করার শব্দ শুনতে পেয়েছে। এখন, বামদিকে সামনে শার্ট ছুড়ে দিয়ে, মাল'আখ আবার তার থামার শব্দ শুনতে পেয়েছে। সে তাকে দেয়ালের পাশে দুটো বিন্দু স্থাপন করে তাকে তার মাঝে কার্যকরভাবে আটকে ফেলেছে যা অতিক্রম করার সাহস সে দেখাবে না।

এখন সে নিরবে কান পেতে অপেক্ষা করে। *সে এখন কেবল একদিকেই আসতে পারবে– সরাসরি আমার দিকে।* তারপরেও মাল'আখ কোন শব্দ শুনতে পায় না। ক্যাথরিন হয় আতঙ্কে পঙ্গু হয়ে গেছে অথবা সে সিদ্ধান্ত নিয়েছে পড পাঁচে বাইরে থেকে সাহায্য প্রবেশ না করা পর্যন্ত সে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকবে বলে স্থির করেছে। *দুভাবেই তার পরাজয় নিশ্চিত।* শীঘ্রই কেউ পড পাঁচে

BanglaBook.org

প্রবেশ করতে পারছে না; মাল'আখ বাইরের কিপ্যাড একটা স্থূল কিন্তু খুবই কার্যকরী পদ্ধতিতে অকেজো করে দিয়েছে। ত্রিশের কিকার্ড ব্যবহার করে সে একটা সিকি কিকার্ডের স্লটে ঢুকিয়ে দিয়েছে ফলে পুরো মেক্যানিজম না খুলে কাউকে আর ভিতরে প্রবেশ করতে হচ্ছে না।

*ক্যাথরিন তুমি আর কেবল আমি. . .যতক্ষণ সময় লাগে।*

মাল'আখ নিরবে সামনে এগোয়, নড়াচড়ার শব্দ শোনার জন্য কান খাড়া করে রাখে। ক্যাথরিন সলোমন আজ রাতে তার ভাইয়ের জাদুঘরে বেঘোরে মারা পড়বে। কি কাব্যিক মৃত্যু। তার ভাইয়ের সাথে ক্যাথরিনের মৃত্যু সংবাদ ভাগাভাগি করে নেয়ার জন্য সে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে আছে। বুড়ো মানুষটার আক্ষেপই বহু প্রতিক্ষিত প্রতিশোধ।

সহসা অন্ধকারে মাল'আখকে চমকে দিয়ে দূরে আলোর একটা ছোট আভা দেখা দেয় এবং সে বুঝতে পারে ক্যাথরিনের বিচারবুদ্ধি এই মাত্র মারাত্মক একটা ভুল করে বসেছে। *সে ফোন করছে সাহায্যের আশায়?!* কোমরের সমান উচ্চতায় ইলেকট্রনিক ডিসপ্লে এইমাত্র জীবন্ত হয়ে উঠেছে ঠিক তার বিশ গজ সামনে, অন্ধকার সমুদ্রে একটা আলোকবর্তিকার মত। মাল'আখ ক্যাথরিনের হাল ছেড়ে দেয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করার জন্য প্রস্তুত ছিল কিন্তু এখন আর তাকে সেটা করতে হবে না।

মাল'আখ নিরবে দৌড় শুরু করে, ভাসতে থাকা আলোর উৎস লক্ষ্য করে, জানে সাহায্য চেয়ে ফোনটা শেষ করার আগেই তাকে তার কাছে পৌঁছাতে হবে। চোখের নিমেষে সে সেখানে পৌঁছে যায় এবং তার জ্বলজ্বল করতে থাকা সেলফোনের দুপাশে দুহাত বাড়িয়ে দিয়ে সে সামনে ঝাপ দেয়, তাকে সে জাপটে ধরতে প্রস্তুত।

মাল'আখের আঙ্গুল নিরেট দেয়ালে বাঁধা পায়, পেছনে বেঁকে আসে আর একটু হলেও ভেঙে যেত। তার মাথা এর পরে ইস্পাতের বীমে গিয়ে আছড়ে পড়ে। দেয়ালের পাশে হুড়মুড় করে ভেঙে পড়তে পড়তে সে অসহ্য ব্যথায় গুঙিয়ে উঠে। গাল বকতে বকতে সে কোনমতে কোমড় সমান উঁচু আনুভূমিক ধাতব টুকরোটা ধরে উঠে দাঁড়ায় যার উপরে ক্যাথরিন সলোমন খুবই চালাকির সাথে খোলা সেলফোন রেখে দিয়েছিল।

ক্যাথরিন আবার দৌড়াতে শুরু করে এবার আর পড পাঁচের ভেতরের দেয়ালে সমান দূরত্বে স্থাপিত ধাতব গোজের মাথায় ছন্দোবদ্ধভাবে তার হাতের আঘাতে সৃষ্ট শব্দের জন্য সে কোন তোয়াক্কা করে না। *দৌড়াও!* সে যদি পডের ভিতরে দেয়াল ধরে পুরোটা একবার চক্কর দেয় তবে সে জানে যে এক সময়ে না এক সময়ে সে বের হবার দরজা খুঁজে পাবেই।

*গার্ড ব্যাটা কোন চুলায় গিয়েছে?*

BanglaBook.org

সমান দূরত্বে স্থাপিত গোজ অবিরাম আসতে থাকে পাশের দেয়াল স্পর্শ করে সে বাম দিকে দৌড়াতে থাকলে এবং সে ডান হাত সামনে বাড়িয়ে রাখে আত্মরক্ষার জন্য। *কোনটা কখন আসবে?* পাশের দেয়াল যেন শেষ হতেই চায় না কিন্তু সহসা গোজের অবস্থানের ছন্দপতন ঘটে। তার বামহাত বেশ কয়েক পা পর্যন্ত কিছুই অনুভব করে না তারপরে আবার গোজের সারি ফিরে আসে। ক্যাথরিন দাঁড়িয়ে পড়ে এবং পিছিয়ে এসে ধাতব মসৃন প্যানেলটার কাছে ফিরে আসে। *এখানে কোন গোজ দেয়া নেই কেন?*

সে শুনতে পায় তার আক্রমণকারী হাঁসফাঁস করে তার পিছু ধাওয়া করছে, দেয়াল হাতড়ে তার দিকেই এগিয়ে আসছে। কিন্তু ভিন্ন একটা শব্দ ক্যাথরিনকে আরও বেশি আতঙ্কিত করে তোলে– দূর থেকে পড পাঁচের দরজায় সিকিউরিটি গার্ডের হাতের ফ্ল্যাশলাইটের ছন্দোবদ্ধ আঘাত।

*গার্ড ভিতরে প্রবেশ করতে পারেনি।*

ভাবনাটা যদিও ভীতিকর, তার আঘাত করার *অবস্থান*– তার ডান দিকে কোণাকুণি–সাথে সাথে ক্যাথরিনকে নিজের যথার্থ অবস্থান নির্ণয়ে সাহায্য করে। সে এখন ভাল করেই জানে পড পাঁচের ঠিক কোথায় সে দাঁড়িয়ে আছে। মানস চক্ষে দৃশ্যমান প্রেক্ষাপট আরেকটা অপ্রত্যাশিত উপলব্ধি সাথে নিয়ে আসে। সে এখন জানে দেয়ালের সমতল প্যানেলটা কি।

প্রতিটা পডে একটা নমুনা বের হয়েছে– একটা বিশাল স্থানান্তরযোগ্য দেয়াল যা সরিয়ে অতিকায় আঁকৃতির নমুনা ভিতরে বা বাইরে বের করা হয়। অনেকটা ঠিক বিমানের হ্যাঙ্গারের মত, এই দরজাটাও বিশাল আর ক্যাথরিন তার অবাস্তব কল্পনাতেও কখনও এটা খোলার কথা চিন্তা করেনি। এই মুহূর্তে এটাই তার বাঁচার একমাত্র আশা বলে প্রতিয়মান হয়।

*এটা কি খোলা সম্ভব?*

ক্যাথরিন আধারের ভিতরে অন্ধের মত হোচট খেতে থাকে, বে'র দরজার হাতল খুঁজতে গিয়ে, যতক্ষণ না সেটার হাতল সে খুঁজে পায়। আঁকড়ে ধরে, সে তার দেহের পুরো ভর দিয়ে পেছনের দিকে টানে, চেষ্টা করে দরজাটা পাশে খুলতে। কিছুই হয় না। সে আবার চেষ্টা করে। একই ফলাফল।

সে পেছনে তার আক্রমণকারীর এগিয়ে আসবার শব্দ শুনতে পায়, দরজা খোলার শব্দ শুনে এগিয়ে আসছে। *বে'র দরজা বন্ধ!* আতঙ্কে পাগল হয়ে সে দরজার চারপাশে হাতড়াতে থাকে, কোন লিভার বা ছিটকিনি আছে কিনা দেখে। সে হঠাৎ একটা খাড়া পোলের মত মনে হয় জিনিস খুঁজে পায়। সে পোলটা অনুসরণ করে মেঝেতে বসে এবং হাত দিয়ে বুঝতে পারে সেটা একটা গর্তের ভিতর ঢুকান রয়েছে। *একটা নিরাপত্তা রড!* সে উঠে দাঁড়ায়, পোলটা শক্ত করে ধরে এবং পায়ের উপরে দাঁড়িয়ে গর্ত থেকে রডটা বের করে আনে।

*সে প্রায় পৌঁছে গেছে!*

BanglaBook.org

ক্যাথরিন এবার হাতলটা আবার খুঁজতে থাকে, পায় এবং দেহের সমস্ত শক্তি দিয়ে পেছনের দিকে টানে। বিশাল প্যানেলটা বোধহয় হাল্কা নড়ে উঠে কারণ বাইরের আলো একটা পাতের মত পড পাঁচে প্রবেশ করে। ক্যাথরিন আবার টানে। বাইরে থেকে আসা আলোর পথ আরেকটু প্রশস্ত হয়। *আর একটু!* সে শেষবারের মত টান দেয়, টের পায় তার আক্রমণকারী মাত্র কয়েকপা পেছনে রয়েছে।

আলোর দিকে জোনাকির মত ঝাপিয়ে, ক্যাথরিন তার হাল্কাপাতলা দেহটা খোলা স্থানটা দিয়ে আড়াআড়িভাবে মোচড়িয়ে বের করে নেয়। আধারের ভেতরে একটা হাত এগিয়ে আসে, তাকে আঁকড়ে ধরে ভিতরে টেনে আনতে চেষ্টা করে। খোলা স্থানটা দিয়ে সে নিজেকে হেচকা টানে বের করে নেয়, তার পেছনে আশের উল্কিতে ঢাকা একটা নগ্ন হাত তাকে অনুসরণ করে। ভীতিকর বাহুটা ক্রুদ্ধ সাপের মত ছোবল দেয় চেষ্টা করে তাকে ধরতে।

পড পাঁচের বাইরের লম্বা ধুসর দেয়াল বরাবর ঘুরে দাঁড়িয়ে ক্যাথরিন দৌড় শুরু করে। সে দৌড়াতে থাকলে এসএমএসসি'র পুরো চত্বরে ছড়ান পাথরকুচি তার খালি পায়ের স্টকিঙ ভেদ করে কেটে বসে যায় কিন্তু সেসব পাত্তা না দিয়ে সে প্রধান ফটক লক্ষ্য করে দৌড়াতে থাকে। বাইরেটা অন্ধকার কিন্তু পড পাঁচের গাঢ় অন্ধকারে চোখের মণি পুরোপুরি প্রসারিত থাকায়, সে নিখুঁতভাবে সব কিছু দেখতে পায়– যেন চারপাশে রাত না দিনের আলো। তার পেছনে, বে'র ভারী দরজাটা ঘড়ঘড় শব্দে খুলে যায় এবং সে ভবনের পাশ দিয়ে তাকে অনুসরণ করে এগিয়ে আসা ভারী পায়ের শব্দ শুনতে পায়। পায়ের গতি অসম্ভব দ্রুত।

*আমি তার আগে কখনও প্রধান ফটকে পৌঁছাতে পারব না।* সে জানে তার ভলভো কাছেই আছে, কিন্তু সেটাও একহিসেবে এখন অনেক দূরে। *আমি হেরে যাচ্ছি।*

তারপরেই ক্যাথরিনের মনে হয় এখনও শেষ একটা চাল বাকি আছে।

সে পড পাঁচের কোনায় পৌঁছাতে পেছন থেকে আধারের মধ্যে তার দ্রুত এগিয়ে আসার পায়ের শব্দ শুনতে পায়। *এখন অথবা কখনওই না।* বাঁকে ঘোরার বদলে, ক্যাথরিন হঠাৎ বামদিকে, ভবন থেকে উল্টো দিকে ঘুরে, ঘাসের ভিতরে নেমে আসে। ঘাসে নামবার সময়ে সে শক্ত করে নিজের চোখ বন্ধ করে রাখে, মুখ দু'হাত দিয়ে ঢাকে এবং একেবারে অন্ধের মত লনের উপর দিয়ে দৌড়াতে থাকে।

গতি-সংবেদনশীল নিরাপত্তা আলো যা পড পাঁচের চারপাশে জ্বলে উঠে তা নিমেষে অন্ধকারকে দিনের আলোতে রূপান্তরিত করে। ক্যাথরিন তার পেছন থেকে ব্যথায় গুঙিয়ে ওঠার আর্তনাদ শুনতে পায় উজ্জ্বল ফ্লাডলাইটের আলো পঁচিশ মিলিয়ন মোমবাতির সমপরিমাণ উজ্জ্বলতা তার আক্রমণকারীর অন্ধকারে হাইপার-ডিলেটেড চোখের মণিকে ঝলসে দিয়েছে। পাথরের উপরে সে তার হোচট খাবার শব্দ শুনতে পায়।

BanglaBook.org

ক্যাথরিন তার চোখ শক্ত করে বন্ধ করে রাখে, খোলা লনে নির্ভরতায় নিজেকে ছেড়ে দেয়। যখন সে অনুভব করে ভবনটা আর তার আলো থেকে যথেষ্ট দূরে এসেছে, সে চোখ খুলে, দিক ঠিক করে এবং অন্ধকারে পাগলের মত আবার দৌড়াতে থাকে।

তার ভলভোর চাবি ঠিক যেখানে রেখে গিয়েছিল সেখানেই সে খুঁজে পায়, কনসোলের মধ্যেখানে। কাঁপা কাঁপা হাতে সে হাপাতে হাপাতে চাবি নেয় এবং ইগনিশনে চাবি ঢুকায়। ইঞ্জিন গর্জে উঠে হেডলাইট জ্বলতেই সামনে একটা আতঙ্কিত দৃশ্য উদ্ভাসিত হয়ে উঠে।

একটা বীভৎস ভয়ানক আঁকৃতি তার দিকে দৌড়ে আসছে।

ক্যাথরিন এক মুহূর্তের জন্য জমে যায়।

তার হেডলাইটের আলোতে ধরা পড়া জন্তুটা টাক মাথা খালি গায়ের একটা প্রাণী, তার পুরো ত্বক আশ, প্রতীক আর লেখায় আবৃত। উজ্জ্বলতার দিকে ধেয়ে আসার সময়ে সে হুঙ্কার দেয়, হাত দিয়ে চোখ ঢেকে রাখে যেন কোন গুহাবাসী জন্তু জীবনে প্রথম সূর্যের দিকে তাকিয়েছে। ক্যাথরিন গিয়ারের খোঁজে হাত বাড়ায় কিন্তু ততক্ষণে সে পৌছে গেছে, কনুই দিয়ে পাশের জানালায় আঘাত করতে তার কোলে নিরাপদ কাঁচের এক ঝলক বৃষ্টি নেমে আসে।

একটা বিশাল আশ আবৃত হাত জানালা দিয়ে ভেতরে প্রবেশ করে, আধা অন্ধের মত হাতড়ে তার গলা খুঁজে নেয়। ক্যাথরিন গাড়ি পিছনে চালায়, কিন্তু আক্রমণকারী গলা আঁকড়ে থাকে, অমানুষিক শক্তিতে চাপ দেয়। সে তার হাতের নাগাল থেকে বাচতে মাথা ঘুরায় এবং সহসা দেখে সে তার চোখের দিকে তাকিয়ে আছে। তিনটা গভীর দাগ, অনেকটা আঙুলের খামচির মত, তার মুখের মেকআপ উঠিয়ে নীচের উল্কি উন্মোচিত করেছে। তার চোখের দৃষ্টি নির্মম আর বুনো।

"দশ বছর আগে আমার উচিত ছিল তোমাকে হত্যা করা," সে গড়গড় করতে করতে বলে। "যে রাতে আমি তোমার মাকে হত্যা করি।"

তার শব্দগুলো মস্তিষ্কে বসতেই একটা ভয়াবহ স্মৃতি ক্যাথরিনকে আচ্ছন্ন করে: তার চোখের সেই পাশবিক দৃষ্টি– ক্যাথরিন আগেও দেখেছে। *সেই লোক?* সাড়াশির মত গলার চারপাশে আঁকড়ে ধরা হাত না থাকলে সে হয়ত চিৎকার করে উঠত।

সে পায়ের পুরো ভর এক্সিলেটারের উপর চাপিয়ে দেয় এবং গাড়িটা লাফিয়ে উঠে পিছনে যায়, তার গাড়ির পাশে সেও হেঁচড়ে এগোলে আরেকটু হলে তার ঘাড়ই মটকে যাচ্ছিল। ভলভো কাত হয়ে একটা ঢালে উঠে এবং ক্যাথরিন টের পায় জানোয়ারটার ওজনের কাছে তার গলা হার মানতে যাচ্ছে। সহসা তার গাড়ির পাশে গাছের ডালপালা আঁচড় কাটে, পাশের জানালায় ঝাপটা দেয় এবং ওজনটা গলা থেকে নেমে যায়।

BanglaBook.org

গাড়িটা সবুজ ঘাসের ভিতর দিয়ে উপরের পার্কিং লটে উঠে আসলে ক্যাথরিন ব্রেক করে। তার নীচে, অর্ধনগ্ন লোকটা তড়বড় করে উঠে দাঁড়ায়, তার হেডলাইটের দিকে তাকিয়ে রয়েছে। ভীতিকর রকমের স্থিরতায় সে তার আশ আবৃত এক হাত তুলে সরাসরি তার দিকে নির্দেশ করে।

ক্যাথরিনের রক্তে উগ্র ঘৃণা আর ভয় একসাথে দাবড়ে বেড়ায় যখন সে হুইল ঘুরিয়ে গ্যাস পেডাল চাপ দেয়। নিমেষ পরে, সিলভার হিল রোড দিয়ে মাতালের মত টলতে টলতে তার গাড়ি এগিয়ে যায়।

## ৪৮
## অধ্যায়

ক্যাপিটল পুলিশ অফিসার নুনেজের, সেই মুহূর্তের দাবীর কাছে নতি স্বীকার করে ক্যাপিটলের স্থপতি আর রবার্ট ল্যাংডনকে পালাতে সাহায্য করা ছাড়া অন্য কোন উপায় ছিল না। এখন, অবশ্য, বেসমেন্টে পুলিশ সদর দপ্তরে ফিরে, নুনেজ দেখতে পায় চারপাশে দ্রুত মেঘ জমে উঠছে আসন্ন ঝড়ের সম্ভাবনায়।

চীফ ট্রেন্ট এনডারসন মাথায় বরফের প্যাক ধরে বসে আছে আর সাটোর কালশিটের পরিচর্যা করছে অন্য আরেকজন অফিসার। দুজনেই ভিডিও সার্ভেলেন্সের দলের সাথে দাঁড়িয়ে, ডিজিটাল প্লেব্যাক ফাইল দেখে ল্যাংডন আর বেল্লামিকে খোজার চেষ্টা করছে।

"প্রতিটা হলওয়ে আর এক্সিটের ভিডিও চেক কর," সাটো দাবী করে। "আমি জানতে চাই তারা কোন চুলায় গেছে!"

নুনেজ তাকিয়ে থাকতে গিয়ে অসুস্থ বোধ করে। সে জানে এটা কেবল সময়ের ব্যাপার তাদের সঠিক ক্লিপ খুঁজে বের করাটা এবং সত্যটা জানার। *আমি তাদের পালাতে সাহায্য করেছি।* পুরো ব্যাপারটা আরো জটিল করে তুলেছে চারজনের সিআইএ ফিল্ড টিমের উপস্থিতি, তারা এখন নিকটেই দাঁড়িয়ে আছে, ল্যাংডন আর বেল্লামিকে অনুসরন শুরু করার জন্য অপেক্ষা করছে। চারজনের সাথে ক্যাপিটল পুলিশের কোনই সাদৃশ্য নেই। লোকগুলোকে দেখেই বোঝা যায় পুরোদস্তুর সৈনিক. .কালো কেমোফ্লেজ, নাইট ভিশন, ফিউচ্যারিস্টিক পিস্তল।

নুনেজের মনে হয় সে বমি করে দেবে। মন ঠিক করে, সে সবার চোখ এড়িয়ে চীফ এনডারসনকে ইশারা করে। "চীফ একটা কথা ছিল?"

"তোমার আবার কি হল?" এনডারসন নুনেজকে অনুসরণ করে হলে আসে।

"চীফ, আমার দ্বারা একটা ভীষণ ভুল হয়ে গেছে," ঘেমে নেয়ে একাকার নুনেজ কোনমতে বলে। "আমি দু:খিত আর আমি পদত্যাগ করছি। *কয়েক মিনিটের ভিতরে অবশ্য আপনিই আমাকে বরখাস্ত করবেন।"*

BanglaBook.org

"তোমার কথা বুঝতে পারলাম না?"

নুনেজ ঢোক গিলে। "আমি একটু আগেই স্থপতি বেল্লামি আর ল্যাংডনকে দর্শনার্থী কেন্দ্র দিয়ে ভবনের বাইরে যেতে দেখেছি।"

"কি?" এনডারসন গর্জে উঠে। "কোন কথা বলছো না কেন?!"

"স্থপতি আমাকে কোন কথা বলতে মানা করেছিল।"

"তুমি আমার অধীনে কাজ কর, *আহাম্মক কোথাকার!*"এণ্ডারসনের কণ্ঠস্বর করিডোরে প্রতিধ্বনিত হতে থাকে। "বেল্লামি আমার মাথা দেয়ালে ঠুকে দিয়েছিল, যীশুর দিব্যি দিয়ে বলছি!"

নুনেজ এণ্ডারসনের দিকে বেল্লামির দেয়া চাবিটা এগিয়ে দেয়।

"এটা আবার কি?" এনডারসন জানতে চায়।

"স্বাধীনতা স্বরণীর নীচে অবস্থিত নতুন টানেলে প্রবেশের চাবি। স্থপতি বেল্লামির কাছে ছিল। তারা সেখান দিয়েই বের হয়ে গেছে।"

নির্বাক হয়ে এনডারসন চাবিটার দিকে তাকিয়ে থাকে।

জিজ্ঞাসু চোখে সাটো হলওয়েতে উঁকি দেয়। "এখানে কিসের বৈঠক চলছে?"

নুনেজ টের পায় তার চেহারা ফ্যাকাশে হয়ে গেছে। এনডারসন এখনও চাবিটা ধরে আছে আর সেটা সাটো পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে। ভয়ঙ্কর দর্শন মহিলা কাছে আসতে, চীফকে বাঁচাতে নিজের বুদ্ধিতে যা কুলায় তাই করে নুনেজ। "আমি সাববেসমেন্টের ফ্লোরে একটা চাবি খুঁজে পেয়েছি। আমি তাকে জিজ্ঞেস করছিলাম যদি সে চাবিটা চিনতে পারে।"

সাটো এগিয়ে এসে চাবিটা দেখে। "আর চীফ কি সেটা জানে?"

নুনেজ এণ্ডারসনের দিকে তাকিয়ে দেখে, সে কথা বলার আগে সম্ভাব্য সব কিছুমনে মনে বিবেচনা করে দেখছে। অবশেষে চীফ মাথা নাড়ে। "সাথে সাথে কিছু বলতে পারছি না। আমাকে দেখতে হবে–"

"ওটা নিয়ে মাথা ঘামাবার প্রয়োজন নেই," সাটো বলে। "দশনার্থী কেন্দ্রের নীচে একটা টানেলে ঢোকার চাবি ওটা।"

"সত্যি?" এনডারসন বলে। "তুমি কিভাবে জানলে?"

"আমরা এই মাত্র সার্ভেলেন্স ক্লিপটা খুঁজে পেয়েছি। অফিসার নুনেজ বেল্লামি আর ল্যাংডনকে পালাতে সাহায্য করেছে এবং তারপরে তাদের বের করে দিয়ে দরজাটায় আবার তালা দিয়ে দিয়েছে। বেল্লামিই চাবিটা নুনেজকে দিয়েছে।"

এনডারসন নুনেজের দিকে রক্তচক্ষু করে তাকায়। "এসব কি সত্যি?!"

নুনেজ জোরে মাথা নাড়ে এবং চেষ্টা করে কেবল নিজেকেই জড়াতে। "আমি দু:খিত স্যার। স্থপতি আমাকে বলেছিল কাউকে কিছু না বলতে।"

"স্থপতি কি বললো আমি তার মুখে মুতেদি!" এনডারসন খেকিয়ে উঠে। "আমি আশা–"

BanglaBook.org

"চুপ, একদম চুপ থাক, ট্রেন্ট," সাটো গর্জে উঠে। "তোমরা দুজনেই জঘন্য রকমের অপদার্থ মিথ্যেবাদী।" সে এণ্ডারসনের কাছ থেকে স্থপতির দেয়া টানেলের চাবিটা ছিনিয়ে নেয়। "তোমার এখানে আর কোন কাজ নেই।"

# ৪৯
# অধ্যায়

রবার্ট লাঙ্গডন সেলফোন বন্ধ করে, তার দুশ্চিন্তা ক্রমশ বাড়তে থাকে। *ক্যাথরিন ফোন ধরছে না?* ল্যাব থেকে নিরাপদে বের হয়ে এখানে তার সাথে দেখা করতে আসবার আগে ক্যাথরিন তাকে ফোন করবে বলেছিল কিন্তু সে ফোন করেনি।

রিডিং ডেস্কের সামনে বেল্লামি ল্যাংডনের পাশে এসে বসে। সেও এইমাত্র একটা ফোন করেছে, তার ফোনটার উদ্দেশ্য জনৈক ভদ্রলোক তার দাবী যে তাদের আশ্রয় দিতে পারবে-লুকিয়ে থাকবার একটা নিরাপদ স্থান। দুর্ভাগ্যবশত, সেই লোকও ফোন ধরছে না আর বেল্লামি তাই ম্যাসেজ রেখে এসেছে, বলেছে যতদ্রুত সম্ভব ল্যাংডনের সেলে যেন সে ফোন করে।

"আমি চেষ্টা করছি," সে ল্যাংডনকে বলে, "কিন্তু এই মুহূর্তে আমরাই আমাদের সহায়। আর এই পিরামিডটার কি করা যায় সেটা আমাদের একটু আলোচনা করা উচিত।"

*পিরামিডটা।* ল্যাংডনের চোখের সামনে থেকে রিডিং রুমের দর্শনীয় প্রেক্ষাপট উধাও হয়ে সেখানে কেবল তার সামনে যা আছে সেটাই ভাসতে থাকে- একটা পাথরের পিরামিড, একটা সীল করা প্যাকেট যার ভিতরে একটা ক্যাপস্টোন রয়েছে এবং একজন সৌম্য দর্শন আফ্রিকান আমেরিকান যিনি আক্ষরিক অর্থে অন্ধকার থেকে উদয় হয়ে সিআইএ'র নিশ্চিত জেরার হাত থেকে তাকে রক্ষা করেছে।

ক্যাপিটলের স্থপতির কাছে থেকে সে সামান্য হলেও মানসিক সুস্থতা সে আশা করেছিল কিন্তু কার্যত দেখা যায় যে বদ্ধ উন্মাদটা দাবী করছে পিটার শুদ্ধিক্ষেত্রের ফুলসিরাতে আছে ওয়ারেন বেল্লামির আক্কেলবোধ তারচেয়ে খুব একটা বেশি না। বেল্লামি দাবী করে এই পাথরের পিরামিডটাই কিংবদন্তির ম্যাসনিক পিরামিড। *একটা প্রাচীন ম্যাপ? যা আমাদের শক্তিশালী জ্ঞানর পথে দিক নির্দেশনা দেয়?*

"মি.বেল্লামি,"ল্যাংডন মার্জিত স্বরে বলে, "একটা প্রাচীন জ্ঞান যা মানুষের ভিতরে অমিত শক্তির স্ফূরণ ঘটাতে সক্ষম এই ধারণাটাই. .মানে আমি বিষয়টা গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করতেই পারছি না।"

বেল্লামির চোখে একই সাথে নিরাশা আর আন্তরিকতা ফুটে উঠে, ল্যাংডনের সংশয়কে আরও বেশি বিব্রতকর করে তুলে। "হ্যাঁ, প্রফেসর, তুমি হয়ত এভাবে

BanglaBook.org

ভাবতে পার সেটা আমার মনে হয়েছে কিন্তু আমার মনে হয় তাতে আমি বিস্মিত হইনি। তুমি একজন বহিরাগতের দৃষ্টিতে দেখছো। কিছু নির্দিষ্ট ম্যাসনিক বাস্তবতা রয়েছে যা তোমার কাছে কিংবদন্তি বলে মনে হতে পারে কারণ যথাযথভাবে তোমার দীক্ষা হয়নি আর তাই সেটা বোঝার জন্য তুমি প্রস্তুত নও।"

এখন, ল্যাংডনের মনে হয় তাকে উৎসাহ দেয়া হচ্ছে। *আমি কখনও ওডেসিয়াস নাবিকসজ্ঞের সদস্য ছিলাম না কিন্তু আমি ভাল করেই জানি সাইক্লপস একটা কিংবদন্তি।* "মি.বেল্লামি কিংবদন্তিটা যদি সত্যিও হয়. এই পিরামিডটার তার পরেও ম্যাসনিক পিরামিড হওয়া সম্ভব না।"

"না?" বেল্লামি পাথরে খোদাই করা ম্যাসনিক গুপ্তলিপির উপরে হাত বুলায়। "আমার কাছে মনে হয়েছে বর্ণনার সাথে এটার পুরোপুরি মিল আছে। একটা পাথরের পিরামিড যার শীর্ষে একটা চকচকে শিরোশোভা রয়েছে, সাটোর এক্স-রে অনুযায়ী পিটার ঠিক সেটাই তোমার জিম্মায় রেখেছিল।" বেল্লামি ছোট চারকোনা প্যাকেটটা তুলে হাতে নিয়ে ওজন দেখে।

'এই পাথরের পিরামিডটা এক ফুটেরও কম লম্বা," ল্যাংডন প্রতিবাদ করতে চেষ্টা করে। "আমি ম্যাসনিক পিরামিডের যতগুলো বর্ণনা শুনেছি সবগুলোতেই সেটাকে অতিকায় বলে বর্ণনা করা হয়েছে।"

বেল্লামি পরিষ্কারভাবেই যুক্তিটা আগে অনুমান করেছিল। "তুমি হয়ত জানো, কিংবদন্তিতে বলা হয়েছে এমন একটা পিরামিডের কথা যা এত উঁচু যে ঈশ্বর নিজে সেটা হাত বাড়িয়ে চাইলে স্পর্শ করতে পারেন।"

"ঠিক তাই।"

"আমি তোমার গ্যাড়াকলটা বুঝতে পেরেছি, প্রফেসর। অবশ্য, প্রাচীন রহস্যময়তা আর ম্যাসনিক দর্শন দুটোই আমাদের প্রত্যেকের ভিতরে দেবত্বের সম্ভাবনার ব্যাপারে আশাবাদী। রূপক অর্থে বলতে গেলে, একজন দাবী করতে পারে যে একজন দীক্ষাপ্রাপ্ত মানুষের নাগালের ভিতরে সবকিছুই. দেবতার নাগালের ভিতরে রয়েছে।"

কথার ফুলঝুড়ি সত্ত্বেও ল্যাংডন নিজের মতেই অনড় থাকে।

"এমনকি বাইবেলেও স্বীকার করা হয়েছে," বেল্লামি বলে, "আমরা যদি মেনে নেই, জেনেসিসে যেমনটা বলা হয়েছে, যে 'ঈশ্বর তার নিজের আদলে মানুষকে সৃষ্টি করেছে,' তাহলে এটা যা ইঙ্গিত করে সেটাও আমাদের গ্রহণ করা উচিত– যে মানবজাতিকে ঈশ্বরের চেয়ে *নিকৃষ্ট* করে সৃষ্টি করা হয়নি। লূক ১৭:২০এ আমরা পাই, 'ঈশ্বরের রাজত্ব তোমার ভেতরেই রয়েছে'।"

"আমি দু:খিত, কিন্তু আমি এমন কোন খ্রিস্টানকে চিনি না যে নিজেকে ঈশ্বরের *সমকক্ষ* বলে মনে করে।"

BanglaBook.org

"অবশ্যই না," বেল্লামি রূঢ় কণ্ঠে বলে। "কারণ বেশিরভাগ খ্রিস্টানই এটা দুভাবেই চায়। তারা চায় গর্বিত ভঙ্গিতে ঘোষণা করতে যে তারা বাইবেলে বিশ্বাসী এবং সেই সাথে কঠিন বা যে অংশগুলো বিশ্বাস করতে সমস্যা সৃষ্টি হতে পারে সেগুলো ভুলে যেতে।"

ল্যাংডন কোন উত্তর দেয় না।

'যাই হোক," বেল্লামি বলে, "ম্যাসনিক পিরামিডের প্রাচীন বর্ণনায় একে এতটাই লম্বা বলা হয়েছে যাতে ঈশ্বরও সেটা স্পর্শ করতে পারেন. .আর এটাই বহুকাল ধরে এর আঁকৃতি সম্বন্ধে ভুল ধারণার সৃষ্টি করেছে। এর একটা সুবিধা আছে, তোমাদের মত বুদ্ধিজীবিরা পিরামিডকে কিংবদন্তি বলে দাবী করেছো আর সাধারণ মানুষ সেটা খোজার চেষ্টাও করেনি।"

ল্যাংডন আবার পাথরের পিরামিডটার দিকে দেখে। "আমাকে মাফ করবেন যে আমি আমি আপনাকে বিরক্ত করছি," সে বলে, "আমি সবসময়েই ম্যাসনিক পিরামিড একটা মিথ ভেবে এসেছি।"

"তোমার কাছে ব্যাপারটা কি যুক্তিযুক্ত বলে মনে হয়নি যে স্টোনম্যাসনদের তৈরী করা ম্যাপ তারা পাথরেই খোদাই করবে? পুরো ইতিহাসে, আমাদের গুরুত্বপূর্ণ সব উপাদেশাবলী পাথরেই খোদাই করা হয়েছিল– এমনকি মোজেসকে দেয়া ঈশ্বরের ট্যাবলেট— টেন কমাণ্ডমেন্টস আমাদের মানবিক আঁচরণ নির্দেশ করে।"

"আমি বুঝেছি কিন্তু এটার উল্লেখ করার সময়ে সবসময়েই *লিজেণ্ড* অব ম্যাসনিক পিরামিড বলা হয়েছে। *লিজেণ্ডের* মানে এটা পৌরাণিক।"

"হ্যাঁ, *লিজেণ্ড,*" বেল্লামি মুচকি হাসে। "আমার মনে হয় তুমি মোজেস যে সমস্যায় পড়েছিল ঠিক একই সমস্যায় পড়েছো।"

"আমি বুঝতে পারলাম না?"

বেল্লামি প্রায় উৎফুল্ল চিত্তে চেয়ারে বসা অবস্থায় ঘুরে, ব্যালকনির দ্বিতীয় সারিতে তাকায় যেখানে অবস্থিত ষোলটা ব্রোঞ্জের ভাস্কর্য তাদের দিকে তাকিয়ে রয়েছে। "তুমি মোজেসকে দেখতে পাচ্ছ?"

ল্যাংডন মাথা উঁচু করে গ্রন্থাগারের বিখ্যাত মোজেসের ভাস্কর্যের দিকে তাকায়। "হ্যাঁ।"

"তার শিং আছে।"

"আমি সেটা জানি।"

"কিন্তু তুমি কি আসলেই জান কেন তার মাথায় শিং?"

বেশিরভাগ শিক্ষকের মত ল্যাংডনও অন্য কারো লেকচার শুনতে পছন্দ করে না। তাদের মাথার উপরের মোজেসের শিং আছে যে কারণে ঠিক একই কারণে মোজেসের হাজারো খ্রিস্টান প্রতিকৃতিতে শিং আছে– বুক অব এক্সোডাসের ভুল অনুবাদ। আসল হিব্রু পাণ্ডুলিপিতে বর্ণনা করা হয়েছিল মোজেসের "*karan ohr panav*" আছে বলে– "মুখের ত্বক যাতে আলো পড়লে জ্বলজ্বল করে"–কিন্তু গোল বাঁধে যখন রোমান ক্যাথলিক চার্চ বাইবেলের

BanglaBook.org

স্বীকৃত ল্যাটিন অনুবাদ করার সময়ে, অনুবাদক মোজেসের বর্ণনার দফারফা করে ছাড়েন, তিনি একে অনুবাদ করেন "*cornuta esset facies sua,*" যার মানে "তার মুখে শিং ছিল।" সেই মুহূর্ত থেকে ভাস্কর আর চিত্রকরের দল প্রত্যাঘাতের ভয়ে যে বাইবেলের প্রতি তারা বস্তুনিষ্ট না মোজেসকে শিং বাগিয়ে আঁকতে শুরু করে দেয়।

"এটা একটা সাধারণ ভুল," ল্যাংডন বলে। "চতুর্থ শতকে সেন্ট জেরোমের হাতে ঘটে যাওয়া ভুল অনুবাদ।"

বেল্লামিকে প্রসন্ন দেখায়। "ঠিক তাই। ভুল অনুবাদ। আর ফলাফল. .বেচারা মোজেস শিং বানিয়ে ইতিহাসকে ঢুস দিয়ে বেড়াচ্ছে।"

"ভুলক্রমে সংঘটিত" কথাটা শুনতে ভালই লাগে। ল্যাংডন তার ছেলে বেলায় মাইকেলেঞ্জেলোর নারকীয় "শিংযুক্ত মোজেস" দেখে আতঙ্কিত হয়েছিল–রোমের শিকলাবৃত ব্যাসিলিকা অব সেন্ট পিটার্সের মূল আঁকর্ষণ।

"আমি শিংঅলা মোজেসের উল্লেখ করছি," বেল্লামি বলে, "বোঝাতে যে কিভাবে একটা শব্দ ভুল বোঝার কারণে পুরো ইতিহাস অন্যভাবে লেখা হতে পারে।"

*আপনি মায়ের কাছে মামাবাড়ির গল্প করছেন,* ল্যাংডন ভাবে, কয়েক বছর আগে প্যারিসে হাড়ে হাড়ে বিষয়টা বুঝেছি। *স্যাঙগ্রেল: হলি গ্রেইল; স্যাঙরিয়েল: রয়েল ব্লাড।*

"ম্যাসনিক পিরামিডের ক্ষেত্রে," বেল্লামি বলতে থাকে, "লোকজন একটা 'কিংবদন্তি'র কথা গুঞ্জনের মত শুনতে পায়। আর ব্যাপারটা তখনই সবার মাথায় আসে। দি *লিজেণ্ড* অব ম্যাসনিক পিরামিড শুনতে মিথের মত মনে হয়। কিন্তু এখানের *লিজেণ্ড* শব্দটা অন্যকিছু বোঝাচ্ছে। এটার ভুল মানে করা হয়। অনেকটাই *টালিসমান* শব্দের মত।" সে হাসে। "সত্য গোপনে ভাষা এক কুশলী কারিগর।"

"সেটা ঠিক আছে, কিন্তু আপনার একটা কথা বুঝতে পারছি না।"

"রবার্ট, ম্যাসনিক পিরামিডটা একটা *ম্যাপ।* এবং প্রতিটা ম্যাপের মত এর *লিজেণ্ড* রয়েছে– একটা সূচী যা বলবে কিভাবে মানচিত্রটা পাঠ করতে হবে।" বেল্লামি চারকোণা প্যাকেটটা হাতে নিয়ে দেখায়। "তুমি বুঝতে পারছো না? এই শিরোশোভাটাই এই পিরামিডের লিজেণ্ড। এটাই সেই সূচী যা তোমাকে বলে দেবে কিভাবে পৃথিবীর বুকে সবচেয়ে শক্তিশালী আর্টিফ্যাক্টের পাঠ কিভাবে করতে হবে. একটা মানচিত্র যা মানব জাতির মূল্যবান সম্পদ লুকিয়ে রাখার স্থানটা দেখিয়ে দেবে–সর্বকালের হারিয়ে যাওয়া জ্ঞান।"

ল্যাংডন ভাবুক বনে যায়।

'আমি বিনয়ের সাথে স্বীকার করছি," বেল্লামি বলে, "তোমার সুউচ্চ ম্যাসনিক পিরামিড কেবল *এটা* . . .একটা মামুলি পাথর যার সোনার শিরোশোভা ঈশ্বরের স্পর্শ পাবার উচ্চতায় পৌছাতে সক্ষম। এতটাই উঁচু যে কেবল আলোকপ্রাপ্ত মানুষই হাত বাড়িয়ে এটা স্পর্শ করতে পারে।"

BanglaBook.org

কয়েক সেকেণ্ড দু'জনের মাঝে নিস্তব্ধতা চাদরের মত ঝুলে থাকে।

ল্যাংডন একটা সম্পূর্ণ ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে পিরামিডটার দিকে তাকাতে একটা অপ্রত্যাশিত উত্তেজনা নিজের ভিতরে অনুভব করে। তার চোখ আবার ম্যাসনিক গুপ্তলিপির দিকে আবদ্ধ হয়। "কিন্তু এই সংকেতটা. .এটাকে এত সহজ মনে হয়. . "

"সহজ?"

ল্যাংডন মাথা নাড়ে। "প্রায় যেকেউই এটার পাঠোদ্ধার করতে পারবে।"

বেল্লামি হেসে ল্যাংডনকে কাগজ আর পেনসিল বের করে দেয়। "তাহলে বোধহয় তোমার উচিত আমাদের আলোকিত করা?"

ল্যাংডন সংকেতটা পড়তে অস্বস্তিবোধ করে কিন্তু বিদ্যমান পরিস্থিতি বিবেচনা করলে এটাকে পিটারের বিশ্বাসের প্রতি একটা ফুলের আঘাতের সাথে তুলনা করা চলে। তারচেয়ে বড় কথা, শিলালিপিতে যাই বলা থাকুক তার মনে হয় না যে সেটা কোন গোপন স্থানের কথা প্রকাশ করবে. .ইতিহাসের অন্যতম সম্পদের কথা না হয় ছেড়ে দেয়া গেল।

বেল্লামির কাছ থেকে পেনসিলটা নেয় ল্যাংডন এবং গুপ্তলিপিটার দিকে তাকিয়ে সেটা দিয়ে নিজের চিবুকে আলতো করে ঠোকা দেয়। সংকেতটা এতটাই সোজা যে তার পেনসিলেরও প্রয়োজন নেই। কেবল ভুল যাতে না হয় সে ব্যাপারটা নিশ্চিত করতে সে নিয়ম করে কাগজের উপরে ম্যাসনিক গুপ্তলিপির পাঠোদ্ধারে সবচেয়ে সাধারণ সংকেত লেখে। সংকেতটা চারটা জালি নিয়ে গঠিত- দুটোতে ডট আছে বাকি দুটোতে ডট নেই- বর্ণমালা তাদের ভিতরে ক্রমঅনুসারে সাজান। বর্ণমালার প্রতিটা বর্ণ এখন অনন্য আঁকৃতির "এনক্লোজার" বা "পেন" খোয়াড়ে আবদ্ধ। প্রতিটা বর্ণের খোয়ারের আঁকৃতি বর্ণের সংকেতে পরিণত হয়েছে।

পুরো প্রক্রিয়াটা এতটাই সহজ যে বালখিল্যসুলভ অনেকটা।

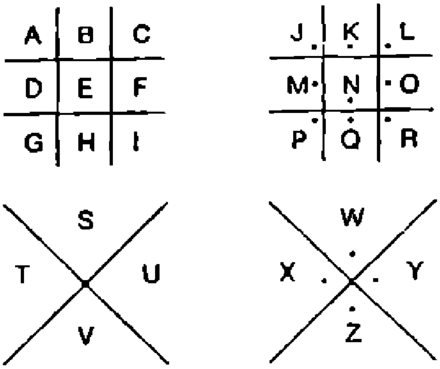


ল্যাংডন দুবার তার হাতের লেখা পরীক্ষা করে। পাঠোদ্ধারের সংকেত ঠিক আছে অনুভব করে, সে পিরামিডে খোদাই করা গুপ্তলিপির দিকে এবার

BanglaBook.org

মনোযোগ দেয়। পাঠোদ্ধার করতে এখন কেবল সংকেত লেখা কাগজের সাথে আঁকৃতি মিলিয়ে বর্ণটা কাগজে লিখতে হবে।

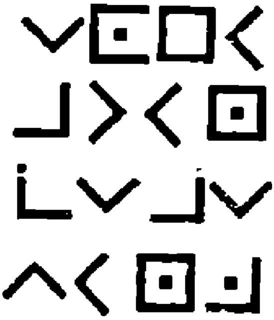

পিরামিডে খোদাই করা প্রথম চিহ্নটা দেখতে অনেকটা নিম্নমুখী তীর বা পর্বে ব্যবহৃত পানপাত্রের মত। ল্যাংডন সংকেত লেখা কাগজে দ্রুত বর্ণটা খুঁজে বের করে, নীচের জালির উপরের অংশ আর আবদ্ধ বর্ণ এস।

ল্যাংডন এস লিখে।

পিরামিডের পরের প্রতীকের মধ্যে ডট দেয়া একটা বর্গক্ষেত্র যার ডান বাহু উধাও। সংকেত লেখা কাগজে দেখা যায় সেটার মধ্যবর্তী বর্ণ ও।

ল্যাংডন ও লেখে।

তৃতীয় প্রতীকটা একটা সাধারণ বর্গ, যার ভিতরে আবদ্ধ বর্ণ ই।

ল্যাংডন ই লেখে।

এস ও ই. . .

সে এভাবে লেখতে থাকে যতক্ষণ না পুরো গ্রিড শেষ হয়।

লেখা শেষ হতে সে অনুবাদের দিকে তাকিয়ে থাকে। একটা বিভ্রান্ত দীর্ঘশ্বাস সে ত্যাগ করে। *মোটেই ইউরেকা বলার উপযুক্ত মুহূর্ত না।*

বেল্লামির মুখে একটা হাসির আভাস ফুটে উঠে। "প্রফেসর তুমি হয়ত জান, প্রাচীন রহস্যময়তা কেবল সত্যিকারের আলোকপ্রাপ্তদের জন্য সংরক্ষিত।"

"ঠিক," ল্যাংডন ভ্রু কুচকে বলে। *বোঝাই যাচ্ছে, আমি এর যোগ্য নই।*

BanglaBook.org

## ৫০
## অধ্যায়

ল্যাঙ্গলিতে অবস্থিত সিআইএ সদর দপ্তরের অভ্যন্তরে বেসমেন্টে একটা অফিসে ম্যাসনিক গুপ্তলিপির এই ষোলটা প্রতীক হাই- ওএস অ্যানালিস্ট নোলা কায়া একা বসে দশ মিনিট আগে বস ইনউ সাটোর ই-মেইলে প্রেরিত ইমেজ পরীক্ষা করে।

*এটা কি কোন ধরণের রসিকতা?* নোলা জানে সেটা অবশ্য সম্ভব না; ডিরেকটর সাটোর রসিকতা জ্ঞান ভয়াবহ আর আজ রাতের ঘটনাবলী মোটেই রসিকতা বিষয় না। সিআইএ'র অভ্যন্তরে সব বিষয়ে নাক গলাবার অধিকারী অফিস অব সিকিউরিটির উচ্চ-মাত্রা নিরাপত্তা ছাড় পাওয়া নোলা ক্ষমতার আলো আধারির অন্ধিসন্ধি ভাল করেই জানে। কিন্তু গত চব্বিশ ঘন্টায় নোলা যা প্রত্যক্ষ করেছে, তা ক্ষমতাবান মানুষদের গোপন রহস্যের ব্যাপারে তার ধারণা আমূল বদলে দিয়েছে।

"হ্যাঁ, ডিরেকটর," নোলা এখন ফোনটা কাঁধে রেখে সাটোর সাথে কথা বলে। "শিলালিপিটা আসলেই ম্যাসনিক গুপ্তসংকেত। অবশ্য পাঠোদ্ধারকৃত ভাষ্য একেবারেই অর্থহীন। এটা দেখা যাচ্ছে একটা হাবিজাবি র‍্যানডম বর্ণমালার গ্রিড।" পাঠোদ্ধারের দিকে সে তাকিয়ে থাকে।

| | | | |
|---|---|---|---|
| **S** | **O** | **E** | **U** |
| **A** | **T** | **U** | **N** |
| **C** | **S** | **A** | **S** |
| **V** | **U** | **N** | **J** |

"কিছু একটা নিশ্চয়ই বলা হয়েছে," সাটো জোর দিয়ে বলে।

"সেটা দ্বিতীয় পর্যায়ের পাঠোদ্ধারের পরেই বলা সম্ভব যা সম্পর্কে আমার কোন ধারণা নেই।"

"কোন সম্ভাবনা?" সাটো জানতে চায়।

"এটা একটা গ্রিড বেসড ম্যাট্রিক্স, আমি তাই পরিচিত –ভিগেনেরী গ্রিল, ট্রেলীস এবং আরো কিছু চেষ্টা করে দেখতে পারি– কিন্তু কোন প্রতিশ্রুতি দিতে পারছি না বিশেষ করে যদি এটা একবার ব্যবহার যোগ্য সংকেতসূচী হয়ে থাকে।"

"দেখো যা তোমার সাধ্যে কুলায়। এবং তাড়াতাড়ি। আর এক্স-রেটার কি অবস্থা?"

নোলা তার চেয়ারটায় ঘুরে দ্বিতীয় আরেকটা সিস্টেমের সামনে বসে, এখানে কারো ব্যাগের একটা সিকিউরিটি এক্স-রে দেখা যায়। সাটো ব্যাগের ভিতরে একটা ছোট বাক্সে অবস্থিত পিরামিড আঁকৃতির জিনিসটা সম্পর্কে তথ্য জানতে চেয়েছে। সাধারনত একটা দু ইঞ্চি লম্বা বস্তু জাতীয় নিরাপত্তার কোন বিষয় হতে পারে না যদি না সেটা সমৃদ্ধ প্লুটোনিয়ামে তৈরী না হয়ে থাকে। এই জিনিসটা সেটা না। এটা একই ধরণের চমকপ্রদ আরেকটা ধাতুর তৈরী।

"ইমেজটার ঘণত্ব বিশ্লেষণ নিষ্পত্তিমূলক," নোলা বলে। "উনিশ দশমিক তিন গ্রাম প্রতি ঘন সেন্টিমিটারে। নিখাদ সোনা। খবুই মূল্যবান।"

BanglaBook.org

"আর কিছু?"

"আসলে হ্যা, আরো আছে। সোনার পিরামিডের পৃষ্টদেশে ঘনত্ব স্ক্যান কিছু সামান্য অনিয়ম ধরতে পেরেছে। বোঝা গেছে সোনার উপরে লিপি খোদাই করা আছে।"

"সত্যি?" সাটোর কণ্ঠে আশার ঝলক বোঝা যায়। "কি লেখা আছে?"

"আমি এখনও সেটা বলতে পারছি না। খোদাইটা অসম্ভব হাল্কা। আমি ফিল্টার দিয়ে সেটাকে স্পষ্ট করার চেষ্টা করছি কিন্তু এক্স-রে রেজ্যুলিউশন খুব একটা ভাল না।"

"ঠিক আছে, চেষ্টা চালিয়ে যাও। কিছু পেলে আমাকে সাথে সাথে জানাবে।"

"ইয়েস ম্যা'ম।"

"আর, নোলা," সাটোর কণ্ঠ নিমেষে ভয়ঙ্কর শোনায়। "গত চব্বিশ ঘন্টায় তুমি যা জেনেছো পাথরের পিরামিড আর সোনার শিরোশোভা সেসবের সাথেই সর্বোচ্চ মাত্রার নিরাপত্তা স্মারক প্রাপ্ত। তুমি কারো সাথে আলাপ করতে পারবে না। আমাকে তুমি সরাসরি রিপোর্ট করবে। আমি চাই বিষয়টা তোমার কাছে যেন স্পষ্ট থাকে।"

"অবশ্যই, ম্যা'ম।"

"বেশ, লক্ষী মেয়ে। আমাকে সবসময়ে কি হচ্ছে জানাতে থাকো।" সাটো লাইন কেটে দেয়।

নোলা চোখ ডলে এবং ঝাপসা চোখে সামনের কম্পিউটার স্ক্রীনের দিকে তাকায়। গত ছত্রিশ ঘন্টা সে এক ফোটা ঘুমায়নি এবং সে ভাল করেই জানে এই বিপর্যয়ের সমাপ্তি না হওয়া পর্যন্ত কপালে ঘুম নেই।

*সমাপ্তি যাই হোক না কেন।*

ক্যাপিটল দর্শনার্থী কেন্দ্রে সেই সময়ে, কালো পোষাক পরিহিত সিআইএ'র চারজন ফিল্ড অপারেশন স্পেশালিষ্ট সুড়ঙ্গের প্রবেশ মুখে দাঁড়িয়ে শিকারী কুকুরের উৎসাহে হাল্কা আলোকিত পথে উঁকি দেয়।

সাটো ফোন বন্ধ করতে করতে তাদের দিকে এগিয়ে আসে। "ছেলেরা," স্থপতির চাবিটা তখনও তারা হাতে ধরা, সে তাদের সম্ভাষণ জানিয়ে বলে, "তোমাদের মিশন প্যারামিটার পরিষ্কার হয়েছে?"

"ইতিবাচক," লিড এজেন্ট উত্তর দেয়। "আমাদের টার্গেট দুটো। প্রথমটা একটা খোদাই করা পাথরের পিরামিড, আনুমানিক একফুট উঁচু। দ্বিতীয়টা একটা ছোট বর্গাকৃতি বাক্স, আনুমানিক দুই ইঞ্চি হবে জিনিসটা। দুটোই রবার্ট ল্যাংডনের ডেব্যাগে শেষবার দেখা গিয়েছে।"

"ঠিক আছে," সাটো বলে। "এই দুটো জিনিসই দ্রুত উদ্ধার করতে হবে এবং অক্ষত অবস্থায়। কোন প্রশ্ন আছে?"

BanglaBook.org

"বল প্রয়োগের প্যারামিটার?"

বেল্লামি হাড় দিয়ে সাটোর কাঁধে আঘাত করায় জায়গাটা এখনও দবদব করছে। "আমি যেমন বলেছি, জিনিস দুটো উদ্ধার করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।"

"বুঝেছি।" চারজন বিনাবাক্য ব্যায়ে ঘুরে দাঁড়ায় এবং সুড়ঙ্গের আধো আলোকিত পথের দিকে হাটা ধরে।

সাটো পেছনে দাঁড়িয়ে একটা সিগারেট জ্বালিয়ে তাদের সুড়ঙ্গের ভিতরে হারিয়ে যেতে দেখে।

# ৫১
# অধ্যায়

ক্যাথরিন সলোমন বরাবরই ধীরস্থিরভাবে গাড়ি চালিয়ে থাকে, কিন্তু এই মুহূর্তে স্যুইটল্যাণ্ড পার্কওয়ে দিয়ে সে তার ভলভো নব্বইয়ের উপরে দাবড়ে নিয়ে যায়। তার কাঁপতে থাকা পা পুরো এক মাইল পর্যন্ত এক্সিলেটরের উপরে চেপে বসে থাকে তারপরেই কেবল তার আতঙ্ক কমতে শুরু করে।

*আমি জমে যাচ্ছি।*

ভাঙা জানালা দিয়ে শীতের ভারী বাতাস হু হু করে ভিতরে প্রবেশ করে, আর্কটিক হিম বায়ূর হিংস্রতায় তার শরীরকে আঘাত করছে। তার স্টকিং পরা পায়ে কোন সাড়া নেই, এবং সে প্যাসেঞ্জার সীটের নীচে সবসময়ে রাখা বাড়তি জুতো জোড়ার খোঁজ করে। জুতা খোজার সময়ে গলার ভিতরে কালশিটে থেকে আঁচমকা ব্যথার একটা প্রকোপ ছড়িয়ে যায়, দানবটা যেখানে তার ঘাড় গলার অংশ আঁকড়ে ধরেছিল।

ড.ক্রিস্টোফার অ্যাবাড্ডন বলে সে যাকে চিনে তার সাথে জানালা ভেঙে হাত বাড়িয়ে দেয়া লোকটার বিন্দুমাত্র মিল নেই। তার মাথার ঘন সুবিন্যাস্ত চুল আর তামাটে ত্বক সব কোথায় হারিয়ে গেছে। তার কামান মাথা, খালি বুক আর প্রসাধন থেবড়ে যাওয়া মুখের নীচে উল্কির একটা ভয়ঙ্কর আল্পনা উঁকি দিয়েছে।

ভাঙা জানালার পাশে বাতাসের গর্জনের ভিতরে সে তার কানে দানবটার ফিসফিস করে বলা কথা আবার যেন শুনতে পায়। *ক্যাথরিন, বহু বছর আগেই আমার উচিত ছিল তোমায় হত্যা করা. যে রাতে আমি তোমার মাকে হত্যা করেছিলাম।*

ক্যাথরিন কেঁপে উঠে, তার মনে আর বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। *সেই ছিল।* তার চোখের সেই নগ্ন নির্মম হিংস্রতা সে কখনও ভুলে যায়নি। সে এমনকি তার ভাইয়ের পিস্তলের একবার গর্জে উঠার শব্দও ভুলতে পারেনি, যা লোকটাকে হত্যা করে, তাকে পাহাড়ের উঁচু কিনারা থেকে নীচের হিম শীতল নদীর স্রোতে আছড়ে ফেলেছিল, যেখানে সে বরফের নীচে তলিয়ে চিরতরের মত তলিয়ে

BanglaBook.org

গিয়েছিল এবং আর কখনও ভেসে উঠেনি। অনুসন্ধানী দল কয়েক সপ্তাহ ধরে লাশের জন্য তল্লাশি চালালেও, লাশটা কখনও খুঁজে পায়নি, এবং শেষ পর্যন্ত মেনে নেয়া হয়েছিল সেটা স্রোতের সাথে ভেসে চিসপিক উপসাগরে চলে গেছে।

*তারা সবাই ভুল করেছিল,* সে এখন হাড়ে হাড়ে জানে। *লোকটা এখনও বেঁচে আছে।*

*আর সে ফিরে এসেছে।*

স্মৃতির খোলা জানালা দিয়ে হু হু করে পলাতক স্মৃতি ফিরে আসতে ক্যাথরিন উৎকণ্ঠা আর উদ্বেগে বিচলিত হয়ে পড়ে। ঘটনাটা ঠিক দশ বছর আগের। বড়দিন। ক্যাথরিন, পিটার আর তাদের মা- তার পুরো পরিবার- পোটোম্যাকে দুশো একর জমি নিয়ে গঠিত এস্টেটে, যার উপর দিয়ে এস্টেটের নিজস্ব নদী প্রবাহিত হয়েছে, তাদের বিশাল বাড়িতে সমবেত হয়েছিল।

সনাতন রীতি অনুযায়ী, তাদের মা বেশ শ্রম দিয়ে রান্নাঘরে কাজ করছিলেন, বড়দিন উপলক্ষ্যে নিজের দুই সন্তানের জন্য খাবার তৈরী করাটা তিনি উপভোগই করছেন। পঁচাত্তর বছর বয়সেও ইসাবেল সলোমন উৎসাহী রাধুনি আর আজ রাতে মুখে জল আনা হরিণের মাংস, সবজির ডিশ আর আদা দিয়ে ভর্তা করা আলুর সুগন্ধ পুরো বাড়িতে ছড়িয়ে পড়েছে। মা যখন ভোজের রান্না নিয়ে ব্যস্ত, ক্যাথরিন আর তার ভাই তখন বাড়ির নাটমঞ্চে বসে আড্ডা দেয়, তারা ক্যাথরিনের নতুন আঁকর্ষণ-জ্ঞানের একটা নতুন ধারা নিওটিক বিজ্ঞান নিয়ে আলাপ করে। আধুনিক কণা পদার্থবিদ্যা আর প্রাচীন মরমীবাদের অস্বাভাবিক সংশ্লেষণে সৃষ্ট নিওটিক ক্যাথরিনের কল্পনার রাজ্য পুরোপুরি দখল করে নিয়েছে।

*দর্শনের সাথে পদার্থবিদ্যার মিলন।*

ক্যাথরিন তার কল্পনা করা কয়েকটা গবেষণার বিষয় পিটারকে খুলে বলে এবং সে তার ভাইয়ের চোখের দৃষ্টি দেখে বুঝতে পারে সেও আগ্রহী হয়ে উঠেছে। এবারের বড়দিনে ভাইকে কোন ইতিবাচক চিন্তার খোরাক দিতে পেরেছে দেখে ক্যাথরিনের মনটাও ভাল হয়ে উঠে, কারণ তাদের জন্য এই ছুটির দিনটা একটা ভয়ঙ্কর দুর্ভাগ্যের যন্ত্রণাবিধূর স্মরণিকায় পরিণত হয়েছিল।

*পিটারের ছেলে জ্যাকারিয়া।*

ক্যাথরিনের ভাইয়ের ছেলের একুশতম জন্মদিনই ছিল তার শেষ জন্মদিন। পুরো পরিবারটা সেসময়ে একটা দু:স্বপ্নের ভিতর দিয়ে গিয়েছে এবং এখন মনে হচ্ছে তার ভাই আবার নতুন করে হাসতে শিখেছে।

জ্যাকারিয়া ছিল রোগা, আনাড়ি, বিদ্রোহী, অকারনে রাগী আর ধীরে বিকশিত হওয়া এক কিশোর। গভীর ভালবাসা এবং সব সুযোগসুবিধার ভিতরে বেড়ে উঠা সত্ত্বেও ছেলেটা কেন জানি নিজেকে সলোমন নামের "প্রতিষ্ঠান" থেকে একেবারে আলাদা করে নিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিল। প্রেপ স্কুল থেকে বহিষ্কৃত,

BanglaBook.org

তার বেশিরভাগ সময় কাটত "তারকা"দের সাথে মচ্ছব করে, বাবা-মায়ের আপ্রাণ প্রয়াস তাদের কঠোর আর সমবেদনাপূর্ণ পরামর্শের প্রতি তার বিন্দুমাত্র আগ্রহ ছিল না।

*পিটারের মনটা সে ভেঙে দিয়েছিল।*

জ্যাকারিয়ার আঠার বছরের জন্মদিনের কিছুদিন আগে, ক্যাথরিন তার মা আর ভাইয়ের সাথে বসে তাদের আলোচনা করতে শুনে জ্যাকারিয়ার উত্তরাধিকার তাকে দেয়া হবে নাকি তার আরেকটু পরিণত হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করা হবে। সলোমন উত্তরাধিকার– শতবর্ষের পারিবারিক প্রথা– সলোমন পরিবারের প্রতিটা ছেলেকে তাদের আঠারতম জন্মদিনে সলোমন সম্পদের একটা থোক অংশ উইলের মাধ্যমে দান করা হয়। সলোমনরা বিশ্বাস করে যে উত্তরাধিকার একজনের জীবনের শেষের চেয়ে শুরুতে অনেকবেশী সাহায্যকারী। আর তাছাড়া, সলোমন সম্পদের একটা বড় অংশ আগ্রহী তরুণ উত্তরপুরুষের হাতে সমর্পন করাটাই পরিবারটার রাজসিক সম্পদ অর্জনের পেছনে মূল চালিকা শক্তি।

এই ক্ষেত্রে, অবশ্য ক্যাথরিনের মায়ের যুক্তি ছিল যে পিটারের সমস্যাকীর্ণ ছেলের হাতে এত বিশাল পরিমাণ টাকা দেয়াটা বিপজ্জনক হতে পারে। পিটারের তা মনে হয় না। "সলোমন উত্তরাধিকার" তার ভাইয়ের যুক্তি "একটা পারিবারিক প্রথা যা ভাঙা উচিত হবে না। এই টাকাটাই হয়ত জ্যাকারিয়াকে দায়িত্বশীল হতে সাহায্য করবে।"

দু:খের বিষয় তার ভাইয়ের বিশ্লেষন ভুল প্রমাণিত হয়।

জ্যাকারিয়া টাকাটা হাতে পাওয়া মাত্র, সে পরিবারের সাথে সব সম্পর্ক ছিন্ন করে, নিজের কোন জিনিস না নিয়ে সে বাসা থেকে উধাও হয়ে যায়। তার খবর এরপরে তারা পায় কয়েক মাস পরে ট্যাবলয়েড থেকে: *ট্রাস্ট ফাণ্ড ব্রেবয়ের ইউরোপীয় উচ্ছৃঙ্খল জীবন যাপন।*

জ্যাকারিয়ার ভোগবিলাসিতায় পূর্ণ জীবনের কেচ্ছা ট্যাবলয়েড ফূর্তির সাথে ছাপিয়ে চলে। ইয়টে বুনো উদ্যাম পার্টি আর ডিস্কোতে মাতাল হয়ে সংজ্ঞাহীন হবার খবর সলোমনদের কাছে বেশ কঠিন ছিল মেনে নেয়া, কিন্তু বখে যাওয়া কিশোরের ছবি দু:খজনক থেকে আতঙ্কে রূপান্তরিত হয় যখন কোকেন নিয়ে সীমান্ত অতিক্রম করার সময়ে পূর্ব ইউরোপে পুলিশের হাতে ধরা পড়ে: *সলোমন কোটিপতি তুরস্কের জেলখানায়।*

জেলখানাটার নাম, তারা জানতে পারে, সোগানলিক– একটা নির্মম এফ-ক্লাস ডিটেনশন সেন্টার ইস্তাম্বুলের ঠিক বাইরে কার্টাল জেলায় অবস্থিত। পিটার সলোমন ছেলের নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বিগ্ন হয়ে তুরস্কে আসেন তাকে মুক্ত করতে। ক্যাথরিনের বিহ্বল ভাই খালি হাতে ফিরে আসে, সে এমনকি ছেলের সাথে দেখাও করতে পারেনি। একমাত্র আশার খবর যে ইউ.এস স্টেট ডিপার্টমেন্টে সলোমনদের প্রভাবশালী সম্পর্ক যত দ্রুত সম্ভব তাকে বন্দি বিনিময় চুক্তির মাধ্যমে ফিরিয়ে আনার প্রয়াস নিয়েছে।

BanglaBook.org

দু'দিন পরে অবশ্য, পিটারের কাছে একটা ভয়ঙ্কর আন্তর্জাতিক ফোন কল আসে। পরের দিনের খবরের কাগজের শিরোনামে ঘোষিত হয়ঃ সলোমন উত্তরাধিকারী জেলখানায় খুন হয়েছে।

জেলখানার ছবি ভয়াবহ, এবং সংবাদ মাধ্যম উদাসীন হয়ে সবগুলো ছবিই ছাপতে থাকে, এমনকি সলোমনদের ব্যক্তিগত অন্তেষ্টিক্রিয়ার অনেক পরেও তা বজায় থাকে। পিটারের স্ত্রী জ্যাকারিয়াকে মুক্তি করতে না পারার জন্য তাকে কখনও ক্ষমা করতে পারেনি, এবং ছয়মাস পরে তাদের বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটে। পিটার তারপর থেকে একাই বাস করে আসছে।

বহুবছর পরে এবার আবার সে, তার ভাই আর মা ইসাবেল নিরবে বড়দিনের জন্য একত্রিত হয়েছে। স্বজন হারাবার কষ্ট এখনও তাদের জর্জরিত করে কিন্তু আশার কথা বছরের পরে বছর সেটা যেন ধীরে ধীরে কিছুটা ফিকে হয়ে আসছে। রান্নাঘর থেকে আবার হাড়ি বাসনের মধুর শব্দ ভেসে আসছে মা আবার সনাতন ভোজ উৎসবের আয়োজন করায়। নাটমঞ্চে ক্যাথরিন আর পিটার লবণ দিয়ে বেক করা ব্রি চিজ খেতে খেতে গল্প করে।

তখনই একটা একেবারে অপ্রত্যাশিত শব্দ ভেসে আসে।

"হ্যালো, সলোমনস,"একটা ফ্যাসফেসে কণ্ঠ তাদের পেছন থেকে বলে উঠে।

চমকে উঠে ক্যাথরিন আর তার ভাই ঘাড় ঘুরিয়ে তাকিয়ে দেখে একজন পেশীবহুল অতিকায় আঁকৃতির লোক নাটমঞ্চে প্রবেশ করছে। তার মুখে একটা কালো স্কি মাস্ক যা তার চোখ দুটো বাদের পুরো মুখটা ঢেকে রেখেছে, যেখানে বীভৎস নৃশংসতা ঝলসায়।

পিটার সাথে সাথে উঠে দাঁড়ায়। "তুমি কে??! এখানে আসলে কি করে?!"

"জেলখানায় তোমাদের ক্ষুদে খোকা জ্যাকারিয়াকে আমি চিনতাম। সে আমাকে বলেছে চাবিটা কোথায় লুকান থাকে।" আগন্তুক একটা পুরানো চাবি দেখিয়ে খিকখিক করে পশুর মত হাসে। "আমি তাকে পিষে মারার আগে সে বলে গিয়েছে।"

পিটারের চোয়াল ঝুলে যায়।

একটা পিস্তল বের করে লোকটা সরাসরি সেটা পিটারের বুকে তাক করে। "বসো।"

পিটার তার চেয়ারে ধপ করে বসে পড়ে।

লোকটা ঘরের ভিতরে প্রবেশ করতে ক্যাথরিন জায়গায় জমে দাঁড়িয়ে থাকে। মাস্কের পেছনে লোকটার চোখ দুটো জলাতঙ্ক রোগে আক্রান্ত বন্য পশুর মত দেখায়।

"শোন!" পিটার রান্নাঘরে তাদের মাকে যেন সতর্ক করে দিতে চায়। "তুমি যেই হও, যা ইচ্ছে নিয়ে এখন বিদেয় হও।"

লোকটা পিস্তলটা পিটারের বুক বরাবর নামিয়ে আনে। "আর তোমার কি মনে হয় আমি কি চাই?"

BanglaBook.org

"শুধু বল কত," সলোমন বলে। "বাসায় আমরা টাকা রাখিনা কিন্তু আমি জোগাড় করতে পারব–"

দানবটা হাসে। "আমাকে অপমান কোরো না। আমি টাকার জন্য আসিনি। আমি আজ রাতে এখানে এসেছি জ্যাকারিয়ার আরেকটা জন্মগত অধিকার দাবী করতে।" সে হাসে। "সে আমাকে পিরামিডের কথা বলেছে।"

*পিরামিড?* হতভম্ব আতঙ্কে ক্যাথরিন ভাবে। *কিসের পিরামিড?*

তার ভাই অবজ্ঞাপূর্ণ ভাব দেখায়। "আমি জানি না তুমি কিসের কথা বলছো?"

"আমার সাথে ভাণ করোনা! জ্যাকারিয়া আমাকে বলেছে তোমার স্টাডির ভল্টে তুমি কি লুকিয়ে রেখেছো। আমি সেটা চাই। এখনই।"

"জানি না, জ্যাকারিয়া তোমাকে কি বলেছে, কিন্তু সে বিভ্রান্ত ছিল," পিটার বলে। "আমি সত্যিই জানি না তুমি কিসের কথা বলছো!"

"না?" আগন্তুক এবার পিস্তলটা ক্যাথরিনের মুখের দিকে তাক করে। "এখন কি বলবে?"

পিটারের চোখে আতঙ্ক ভর করে। "আমার কথা বিশ্বাস কর! আমি জানি না তুমি কি চাইছো!"

"আর একবার আমাকে মিথ্যা কথা বল," ক্যাথরিনের দিকে পিস্তলটা তাক করে রেখেই সে বলে, "এবং আমি দিব্যি কেটে বলছি তোমার বোনকে তোমার কাছ থেকে আমি আলাদা করে দেবো।" সে হাসে। "আর জ্যাকারিয়ার কাছ থেকে আমি যা শুনেছি তোমার ছোট বোন তোমার সবকিছুর চেয়ে তোমার কাছে বেশি মূল্যবান–"

"হচ্ছেটা কি এখানে?!" ক্যাথরিনের মা পিটারের ব্রাউনিং সিটোরী শটগান নিয়ে দুমদাম করে ভেতরে প্রবেশ করে– শটগানের নলটা সরাসরি লোকটা বুকের দিকে তাক করা। আগন্তুক তার দিকে ঘুরে তাকায় এবং পঁচাত্তর বছর বয়সী সাহসী মহিলা বিন্দুমাত্র কালক্ষেপন করে না। কানে তালা লাগিয়ে ছররার একটা ঝাক তার দিকে নিক্ষেপ করে। টলোমলো পায়ে আগন্তুক পিছিয়ে যায়, উন্মত্তের মত চারপাশে গুলি করতে করতে জানালার কাঁচ ভাঙে এবং সে কাঁচের দরজা ভেঙে বাইরে গিয়ে পড়ে, পড়ার সময়ে তার হাতের পিস্তল খসে পড়ে।

পিটার সাথে সাথে পড়ে থাকা পিস্তলটা লক্ষ্য করে লাফ দেয়। ক্যাথরিন বসে পড়ে এবং মিসেস.সলোমন দ্রুত তার কাছে এসে হাটু মুড়ে বসে। "ই ঈশ্বর, তুমি আঘাত পেয়েছো?!"

ক্যাথরিন মাথা নাড়ে, আতঙ্কে বোবা হয়ে গেছে। ভাঙা কাঁচের দরজার বাইরে মাস্ক পরিহিত লোকটা টলমল করতে করতে উঠে দাঁড়ায় এবং বুকের একপাশে হাত চেপে ধরে বনের দিকে দৌড়ে যায়। পিটার সলোমন তার বোন আর মা ঠিক আছে কিনা দেখতে পেছনে তাকায় এবং তাদের সুস্থ দেখতে পেয়ে সে পিস্তলটা নিয়ে আগন্তুকের পিছনে ধাওয়া করে দরজা দিয়ে বের হয়ে যায়।

BanglaBook.org

ক্যাথরিনের মা কাঁপতে কাঁপতে তার হাত ধরে। "ঈশ্বরকে ধন্যবাদ তোমার কিছু হয়নি।" তারপরে সহসা তার মা পিছিয়ে যায়। "ক্যাথরিন? তোমার গা থেকে রক্ত পড়ছে! অনেক রক্ত! তুমি আঘাত পেয়েছো!"

ক্যাথরিন রক্ত দেখে। অনেক রক্ত। তার সারা গায়ে লেগে আছে। কিন্তু সে কোন ব্যথা অনুভব করে না।

তার মা পাগলের মত ক্ষতস্থান খুঁজে। "কোথায় ব্যথা করছে!"

"মা, আমি বুঝতে পারছি না, আমি কোন ব্যথা টের পাচ্ছি না!"

তারপরে ক্যাথরিন রক্তপাতের উৎস দেখতে পায় এবং তার হাতপা ঠাণ্ডা হয়ে আসে। "মা আমি না. " সে তার মায়ের স্যাটিনের সাদা ব্লাউজের পাশে হাত দিয়ে দেখায়, যেখান থেকে গলগল করে রক্ত বের হচ্ছে এবং একটা ছোট ক্ষুদে গর্ত সেখানে দেখা যায়। তার মা নিজের দিকে তাকায়, তাকে কোন কিছুর চেয়ে বেশি বিভ্রান্ত দেখায়। সে মুখ কুচকে ব্যথায় কুকড়ে যায়, যেন একমাত্র সে ব্যথা অনুভব করেছে।

"ক্যাথরিন?" তার কণ্ঠস্বর সহসা শান্ত হয়ে আসে এবং পচাত্তর বছরের পুরো ওজন সেখানে ফুটে উঠে। "আমার জন্য অ্যাম্বুলেন্সে খবর দাও।"

ক্যাথরিন দৌড়ে হলঘরের ফোন থেকে সাহায্য চেয়ে ফোন করে। সে নাটমঞ্চে ফিরে এসে মাকে রক্তের একটা ছোটখাট পুকুরের মাঝে নিথর হয়ে পড়ে থাকতে দেখতে পায়। সে দৌড়ে তার কাছে আসে, উবু হয়ে তার পাশে বসে, মায়ের শরীরটা হাত দিয়ে আঁকড়ে ধরে।

ক্যাথরিন বলতে পারবে না কতক্ষণ পরে সে দূরে বন থেকে পিস্তলের গুলির একটা শব্দ ভেসে আসতে শুনেছিল। অবশেষে নাটমঞ্চের দরজা হাট হয়ে খুলে যায়, এবং পিস্তল হাতে চোখে বন্য দৃষ্টি নিয়ে তার ভাই পিটার ভিতরে প্রবেশ করে। তাদের মায়ের নিথর দেহ হাতে করে বসে, সে ক্যাথরিনকে যখন ফোপাতে দেখে তার মুখ বেদনায় ভেঙেচুরে যায়। নাটমন্দির থেকে প্রতিধ্বনিত হওয়া আর্তনাদের শব্দ ক্যাথরিন সলোমন কখনও ভুলতে পারবে না।

## ৫২
## অধ্যায়

মাল'আখ পড পাঁচের ভবনটা ঘুরে ফে'র খোলা দরজার দিকে দৌড়ে ফিরে যাবার সময়ে টের পায় তার পিঠের উল্কি আঁকা মাংসপেশী কিলবিল করছে।

*তার ল্যাবে আমাকে প্রবেশ করতেই হবে।*

ক্যাথরিনের পলায়নটা পূর্ব অনুমিত না. .এবং সমস্যাসঙ্কুল। সে এখন মাল'আখ কোথায় বাস করে কেবল সেটাই জানে না, সে তার আসল পরিচয় জানে. .এবং সেই এক দশক আগে তাদের বাসায় জোর করে প্রবেশ করেছিল সেটাও জেনে গেছে।

BanglaBook.org

সেই রাতটার কথা মাল'আখ নিজেও ভুলেনি। সে পিরামিডটা আয়ত্বে নেয়ার কাছাকাছি চলে এসেছিল, কিন্তু নিয়তি সেবার তাতে বাধ সেধেছিল। *আমি তখনও প্রস্তুত ছিলাম না। কিন্তু এখন সে প্রস্তুত। অনেকবেশী ক্ষমতাধর।* অনেকবেশী প্রভাবশালী। তার এই ফিরে আসবার জন্য প্রস্তুত হতে অচিন্তনীয় কষ্ট তাকে সহ্য করতে হয়েছে, আজ রাতে মাল'আখ তার নিয়তির লিখন সফল করতে বদ্ধপরিকর। সে নিশ্চিত আজ রাত শেষ হবার আগেই, মৃত্যু পথযাত্রী ক্যাথরিন সলোমনের চোখের দিকে তাকাবার সুযোগ আসবে।

মাল'আখ ফে'র দরজার কাছে পৌছালে, সে নিজেকে এই বলে আশ্বস্ত করে যে ক্যাথরিন সলোমন সত্যিই পালাতে পারেনি; সে কেবল অনিবার্যকে দীর্ঘায়িত করেছে। সে খোলা স্থান দিয়ে ভিতরে প্রবেশ করে এবং আত্মবিশ্বাসী পায়ে অন্ধকারে হেঁটে চলে যতক্ষণ পায়ের নিচে কার্পেটের স্পর্শ অনুভব না করে। তারপরে সে ডানে ঘুরে কিউবের উদ্দেশ্যে এগিয়ে যায়। পড পাঁচের দরজায় আঘাত করা বন্ধ হয়েছে এবং মাল'আখ সন্দেহ করে গার্ড বোধহয় এবার সিকিটা বের করার চেষ্টা করছে যেটা কিবোর্ডের প্যানেলে ঢুকিয়ে দিয়ে সে পুরো সিস্টেমের বারোটা বাজিয়ে ছেড়েছে।

মাল'আখ কিউবে পৌছাবার দরজার কাছে আসতে সে বাইরের কিপ্যাড দেখতে পায় এবং সেখানে ত্রিশের কার্ড পাঞ্চ করে। প্যানেল আলোকিত হয়ে উঠে। সে ত্রিশের পিন লিখে ভেতরে প্রবেশ করে। আলো জ্বলছে এবং সে বীজাণুমুক্ত এলাকার দিকে প্রবেশ করে সেখানকার চৌকষসব অনুষঙ্গের দিকে বিস্মিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে। প্রযুক্তির ক্ষমতার সাথে মাল'আখ পরিচিত; তার বাসার বেসমেন্টে সে নিজের উদ্ভাবিত বৈজ্ঞানিক গবেষণা পরিচালনা করে থাকে, এবং গতকাল রাতে সেই গবেষণা ফলপ্রসু প্রমাণিত হয়েছে।

*সত্য সমাগত।*

পিটার সলোমনের অনন্য বন্দিদশা- সন্ধিক্ষণে একাকী আটকে থাকা- লোকটা সব গোপনীয়তা নিঙরে বের করে এনেছে। *আমি তার আত্মা দেখতে সক্ষম।* মাল'আখ অনুমান করেছিল এমন কিছু রহস্য সম্বন্ধে নিশ্চিত হয়েছে এবং অন্য আরো সব রহস্য যার সম্বন্ধে তার কোন ধারণাই ছিল না, যার ভিতরে ক্যাথরিনের ল্যাব একটা এবং তার চমকে দেবার মত আবিষ্কার। *বিজ্ঞান ক্রমশ এগিয়ে আসছে,* মাল'আখ বুঝতে পারে। *আর আমি ইতরজনদের কাছে সে আলো পৌছাতে দেব না।*

প্রাচীন দার্শনিক প্রশ্ন আধুনিক বিজ্ঞানের সাহায্যে সমাধানের প্রয়াসে এখানে ক্যাথরিন কাজ শুরু করেছিল। *আমাদের প্রার্থনা কি কেউ শুনতে পায়? মৃত্যুর পরে কি জীবন আছে? মানুষের আত্মা বলে কি কিছু আছে?* অবাক করার মত ব্যাপার ক্যাথরিন সবগুলো প্রশ্নেরই উত্তর এবং আরো বেশি কিছু খুঁজে পেয়েছে। বৈজ্ঞানিকভাবে। সিদ্ধান্তমূলক। তার ব্যবহৃত পদ্ধতি নিয়ে প্রশ্নের কোন অবকাশ নেই। তার গবেষণার ফলাফল চরম অবিশ্বাসীও মানতে বাধ্য হবে। গবেষণার

BanglaBook.org

এই ফলাফল প্রকাশিত হলে মানুষের চিন্তাধারায় একটা মৌলিক পরিবর্তন সূচীত হবে। *তারা তাদের পথ খুঁজে পাবে।* আজরাতে রূপান্তরের আগে সেটা যেন কখনও ঘটতে না পারে নিশ্চিত করাটাই মাল'আখের শেষ কাজ।

ল্যাবের ভিতরে ঢুকে একটু তাকাতেই, মাল'আখ পিটারের বলা ডাটা রুমটা দেখতে পায়। ভারী কাঁচের দেয়ালের ভিতর দিয়ে সে দুটো হলোগ্রাফিক ডাটা-সংরক্ষণ যন্ত্র দেখতে পায়। *সে যেমন বলেছিল ঠিক সেরকমই।* মাল'আখের বিশ্বাস করতে কষ্ট হয় এই ছোট দুটো বাক্সের তথ্য মানুষের অগ্রগতির ধারা বদলে দিতে পারে আর সত্য সবসময়েই অন্য যেকোন নিয়ামকের চেয়ে শক্তিশালী।

হলোগ্রাফিক স্টোরেজ ইউনিটের দিকে তাকিয়ে মাল'আখ ত্রিশের কিকার্ড বের করে সেটা দরজার সিকিউরিটি প্যানেলে প্রবেশ করায়। সে অবাক হয়ে দেখে প্যানেল আলোকিত হয়নি। বোঝা যায় স্টোরেজ রুমে প্রবেশের বিশ্বাসযোগ্যতা কখনও লাভ করেনি। ক্যাথরিনের ল্যাবকোটের পকেটে পাওয়া কিকার্ডটা বের করে সেটা প্রবেশ করাতে প্যানেল আলোকিত হয়ে উঠে।

মাল'আখ এখন একটা সমস্যায় পড়ে। *ক্যাথরিনের পিন নাম্বার আমি জানি না।* সে ত্রিশের পিন চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়। চোয়াল ঘষতে ঘষতে পিছিয়ে এসে সে তিন ইঞ্চি পুরু প্লেক্সিগ্লাসের দরজাটা পরীক্ষা করে দেখে। কুঠার দিয়ে কোপালেও সে ভিতরে প্রবেশ করে বাক্স দুটো করায়ত্ত করতে পারবে না।

মাল'আখ অবশ্য এই পরিস্থিতিতে পড়তে পারে বলে আগেই ধারণা করেছিল।

পাওয়ার-সাপ্লাই ঘরের ভিতরে, পিটার ঠিক যেমন বলেছিল, মাল'আখ অনেকগুলো মেটাল সিলিণ্ডার রাখা একটা তাক দেখতে পায়, অনেকটা স্কুবা ট্যাংর মতই দেখতে। সিলিণ্ডারের গায়ে এলএইচ লেখা এবং দুই নম্বর দেয়া আর দাহ্য পদার্থের আর্ন্তজাতিক চিহ্ন আঁকা। সিলিণ্ডারগুলোর ভিতরে একটা ল্যাবের হাইড্রোজেন ফুয়েল সেলের সাথে সংযুক্ত।

মাল'আখ সংযুক্ত ক্যানিস্তারাটা ধরে না এবং বাড়তি সিলিণ্ডারের একটা তাকের পাশে রাখা ডলিতে সাবধানে নামিয়ে রাখে। তারপরে সেটা সে পাওয়ার-সাপ্লাই রুমের বাইরে নিয়ে এসে ডাটা স্টোরেজ রুমের প্লেক্সিগ্লাসে দরজার সামনে রাখে। যদিও এই স্থানটা নিশ্চিতভাবেই অনেকটা কাছে, সে ভারী প্লেক্সিগ্লাসের দরজার একটা দূর্বলতা দেখতে পেয়েছে- তলদেশ আর দরজার বাজুর ভিতরে একটা ফাঁকা স্থান বিদ্যমান রয়েছে।

চৌকাঠের কাছে, ক্যানিস্তারাটা সাবধানে শোয়ায় এবং রবারের হোসপাইপটা দরজার নীচের সেই ফাঁকা জায়গা দিয়ে ভিতরে ঢুকিয়ে দেয়। সিলিণ্ডারের সেফটি সীল খুলে সে সেফটি ভাল্বটা ধরে খুব আস্তে করে মোচড় দেয়। প্লেক্সিগ্লাসের ভিতর দিয়ে সে পরিষ্কার দেখে স্টোরেজ রুমের ভিতরের মেঝেতে ফুটতে থাকা তরল ছড়িয়ে পড়তে শুরু করেছে। মাল'আখ তরলের

BanglaBook.org

লেইটাকে ধীরে ধীরে পুরো ঘরে ছড়িয়ে যেতে দেখে, ছড়াবার সাথে সাথে বাষ্প আর বুদবদের পরিমাণ বৃদ্ধি পাচ্ছে। শীতল অবস্থায় কেবল হাইড্রোজেন তরল থাকে এবং উষ্ণতা বৃদ্ধির সাথে সাথে সে ফুটতে শুরু করে দেয়। আর নির্গত গ্যাস তরলের চেয়ে অনেক বেশি দাহ্য।

*হিণ্ডেনবার্গের কথা মনে নেই।*

মাল'আখ এবার ল্যাবে এসে পাইরেক্সের জার ভর্তি বুনসেন বার্ণারের ফুয়েল নেয়-পিচ্ছিল, চিটচিটে, খুবই দাহ্য কিন্তু সহজে আগুন ধরে না এমন এক ধরণের তেল। সে জারটা প্লেক্সিগ্লাসের দরজার কাছে নিয়ে আসে, তরল হাইড্রোজেন তখনও ক্যানিস্তার থেকে বের হচ্ছে দেখে মনটা খুশী হয়ে যায়, তরল বুদবুদের লেইটা এখন পুরো কক্ষে ছড়িয়ে পড়েছে, হলোগ্রাফিক স্টোরেজ ইউনিটের পাটাতন ঘিরে ফেলেছে। একটা সাদা কুয়াশার মত ধোয়া লেইটা থেকে উঠতে শুরু করেছে যার অর্থ তরল হাইড্রোজেন গ্যাসে রূপান্তরিত হচ্ছে. . ক্ষুদ্র স্থানটায় ছড়িয়ে পড়ছে।

মাল'আখ জারটা তুলে বেশ ভাল পরিমাণে বুনসেন বার্ণার ফুয়েল হাইড্রোজেনের সিলিণ্ডারে, টিউবে আর দরজার নীচে ফাকটায় ঢালে। তারপরে ধীরে ধীরে সে ল্যাব থেকে বের হয়ে আসে মেঝেতে তেলের একটা অবিচ্ছিন্ন ধারা ফেলতে ফেলতে।

ওয়াশিংটন ডি.সি'র ৯১১ কলের ডিসপ্যাচ অপারেটর আজ রাতটায় অস্বাভাবিক রকমের ব্যস্ত। *ফুটবল, বীয়ার আর পূর্ণিমা,* সে ভাবছে এমন সময় আরেকটা কল তার স্ক্রীনে ভেসে উঠে এটা এসেছে এনাকোশিয়ার সুইটল্যাণ্ড পার্কওয়েতে অবস্থিত গ্যাস স্টেশনের পে-ফোন থেকে। *গাড়ি দুর্ঘটনা, সম্ভবত।*

"নাইন-ওয়ান-ওয়ান," সে বলে। "আপনার জরুরী প্রয়োজনটা বলেন?"

'আমি এই মাত্র স্মিথসোনিয়ান সাপোর্ট সেন্টারে আক্রমণের শিকার হয়েছি," আতঙ্কিত এক মহিলা কণ্ঠ বলে। "দয়া করে পুলিশ পাঠান! বিয়াল্লিশ-দশ সিলভার হিল রোড!"

"ঠিক আছে, ধীরে," অপারেটর বলে। "আপনার পরি-"

"আপনাকে কালোরামা হাইটসের একটা ম্যানসনে অফিসার পাঠাতে হবে যেখানে আমার ভাইকে বন্দি করে রাখা হয়েছে বলে আমার ধারণা!"

অপারেটর দীর্ঘশ্বাস ফেলে। *আজ পূর্ণিমাই বটে।*

BanglaBook.org

# ৫৩
# অধ্যায়

"আমি এতক্ষণ ধরে তোমাকে যা বলতে চাইছি," বেল্লামি ল্যাংডনকে বলে, "চোখে যা ধরা পড়ে তারচেয়েও বেশি কিছু একটা এই পিরামিডে রয়েছে।"

*আপাত দৃষ্টিতে তাই মনে হচ্ছে।* ল্যাংডনকে স্বীকার করতেই হবে তার খোলা ডেব্যাগের ভিতরে বসে থাকা পাথরের পিরামিডটাকে এখন তার কাছে আরও বেশি রহস্যময় বলে মনে হচ্ছে। ম্যাসনিক গুপ্তলিপির পাঠোদ্ধার আপাতভাবে অর্থহীন আরেকটা বর্ণমালার গ্রিড তৈরী করেছে।

*বিশৃঙ্খলা।*

| | | | |
|---|---|---|---|
| **S** | **O** | **E** | **U** |
| **A** | **T** | **U** | **N** |
| **C** | **S** | **A** | **S** |
| **V** | **U** | **N** | **J** |

কিছুক্ষণের জন্য, ল্যাংডন তন্নতন্ন করে গ্রিডটা পরীক্ষা করে, বর্ণগুলোর ভিতরে কোন সূত্র দেখা যায় কিনা– লুকান শব্দ, অ্যানাগ্রাম, কোন ধরণের সংকেত– কিন্তু সে কিছুই দেখতে পায় না।

"দি ম্যাসনিক পিরামিড," বেল্লামি ব্যাখ্যা করে, "বলা হয়ে থাকে অনেকগুলো অবগুণ্ঠনের আড়ালে নিজের গোপনীয়তা লুকিয়ে রেখেছে। প্রতিবার তুমি একটা করে আড়াল ছিন্ন করবে, আরেকটার মুখোমুখি হবে। তুমি এই শব্দগুলো খুঁজে পেয়েছো এবং তারা তোমাকে কিছুই বলবে না যতক্ষণ তুমি আরেকটা আড়াল ছিন্ন না করছো। অবশ্য শিরোশোভাটা যার কাছে রয়েছে কেবল সেই সেটা করতে পারবে। শিরোশোভাটায়, আমার মনে হয়, আরেকটা ভাষ্য খোদাই করা আছে যা পিরামিডের গুপ্তলিপি পাঠোদ্ধারে সহায়তা করবে।"

ল্যাংডন ডেস্কের উপরে রাখা চারকোনা বাক্সটার দিকে তাকায়। বেল্লামির কথা থেকে ল্যাংডন বুঝতে পারে পিরামিড আর তার শিরোশোভা হল "খণ্ডিত গুপ্তলিপি"– টুকরো করা সংকেত। আধুনিক ক্রিপ্টোলজিস্টরা সবসময়ে খণ্ডিত গুপ্তভাষা ব্যবহার করে, যদিও প্রাচীন গ্রীসে এই নিরাপত্তা ব্যবস্থাটা প্রবর্তিত হয়েছিল। গ্রীকরা যখন কোন তথ্য গোপনে সংরক্ষণ করতে চাইতো, তারা মাটির পাটায় সেটা লিখত তারপরে শুকিয়ে নিয়ে সেটা ভেঙে টুকরো করে প্রতিটা টুকরো আলাদা আলাদা স্থানে লুকিয়ে রাখত। সবগুলো টুকরো এক

BanglaBook.org

জায়গায় করলেই কেবল গোপন তথ্যটা পাওয়া যেত। এই ধরণের লেখণী যুক্ত মাটির টুকরোকে– বলা হত সিম্বলন– যেটা থেকেই আধুনিক কালের সিম্বল শব্দটার উৎপত্তি।

"রবার্ট," বেল্লামি বলে, "পিরামিড আর ক্যাপস্টোন পুরুষানুক্রমে আলাদা রাখা হয়েছিল এই গোপনীয়তার নিরাপত্তা রক্ষার্থে।" তার কণ্ঠস্বর অনুতপ্ত শোনায়। "আজরাতে অবশ্য টুকরো দুটো বিপজ্জনক রকমে কাছাকাছি এসেছে। আমি নিশ্চিত আমার এটা বলার প্রয়োজন নেই. . .কিন্তু আমাদের দায়িত্ব এই পিরামিড যেন সংযুক্ত না হয়।"

ল্যাংডন অবশ্য বেল্লামির কথাটা অতিনাটকীয় মনে হয়। *সে একটা পিরামিড আর তার শিরোশোভার কথা বলছে. . .নাকি আণবিক বোমা আর ডিটোনেটরের?* সে তারপরেও বেল্লামির দাবী মানতে পারে না, কিন্তু সেটা ধর্তব্যের ভেতরে পড়ে বলে মনে হয় না। "এটা যদি ম্যাসনিক পিরামিড হয়ও এবং এতে উৎকীর্ণ লিপি প্রাচীন জ্ঞানের অবস্থান প্রকাশও করে, তাহলেও যে জ্ঞান এর উন্মোচিত করার কথা সেটা কিভাবে সম্ভব হবে?"

"পিটার আমাকে সবসময়ে বলেছে তোমাকে বিশ্বাস করান কঠিন– একজন বুদ্ধিজীবি যে সম্ভাবনার উপরে যুক্তিকে স্থান দেয়।"

"আপনি বলছেন যে আপনি *আসলেই* সেটা বিশ্বাস করেন?" ল্যাংডন জানতে চায়, সে অধৈর্য্য হয়ে উঠেছে। "আপনাকে সম্মান জানিয়েই বলছি. . .আপনি একজন আধুনিক, শিক্ষিত মানুষ। আপনি এসব কিভাবে বিশ্বাস করেন?"

বেল্লামির মুখে প্রশ্রয় আর ধৈর্য্য মেশান হাসি ফুটে উঠে। "ফ্রিম্যাসনারীর প্রাজ্ঞতা মানুষের বোঁধের বাইরে যা তার প্রতি আমাকে গভীর শ্রদ্ধাশীল করেছে। কেবল অলৌকিক বলে কোন ধারণাকে নিজের মন থেকে মুছে না দিতে শিখিয়েছে।"

# ৫৪
# অধ্যায়

BanglaBook.org

এসএমএসসি'র চত্বরে দায়িত্বরত প্রহরী পাগলের মত নুড়ি বিছান পথ দিয়ে ছুটে চলে যা ভবনের বাইরেটা ঘিরে রেখেছে। সে ভিতরের এক অফিসারের কাছ থেকে পাওয়া একটা কল থেকে জানতে পেরেছে যে পড পাঁচে ঢোকার কিপ্যাডে নাশকতামূলক তৎপরতা চালান হয়েছে এবং নিরাপত্তা বাতির জ্বলে থাকা দেখে বোঝা যাচ্ছে পড পাঁচের নমুনা বে'র দরজা খোলা।

*এসব কিসের আলামত?!*

নমুনা প্রবেশের বো'তে পৌছাবার পরে সে নিশ্চিতভাবেই দরজাটা কয়েক ফিট ফাঁক হয়ে আছে দেখতে পায়। *আজব, সে ভাবে। দরজাটা ভেতর থেকে তালা দেয়া থাকে।* সে কোমড় থেকে ফ্ল্যাশলাইট নিয়ে পডের ভেতরের পিচ কালো অন্ধকারে সেটা জ্বালায়। কিছুই দেখা যায় না। ভেতরের অজানা অঞ্চলে পা দেয়ার বিন্দুমাত্র আগ্রহ তার নেই সে কেবল এগিয়ে এসে চৌকাঠের সামনে দাঁড়ায় এবং ফ্ল্যাশলাইটটার খোলা মুখটা দিয়ে ভিতরে ঢুকিয়ে বামে আলো ফেলে আর তারপরে–

একটা শক্তিশালী হাত তার কব্জি আঁকড়ে ধরে তাকে হিচড়ে অন্ধকারের ভিতরে নিয়ে আসে। নিরাপত্তা রক্ষী অনুভব করে একটা অদৃশ্য শক্তি তাকে বনবন করে ঘুরাচ্ছে। সে ইথানলের গন্ধ পায়। ফ্ল্যাশলাইট তার হাত থেকে ছুটে যায় এবং কি হয়েছে বুঝে ওঠার আগেই পাথরের মত শক্ত মুষ্ঠাঘাত এসে তার বুকের পাজরে আঘাত করে। নিরাপত্তা কর্মী সিমেন্টের মেঝেতে নেতিয়ে পড়ে. . .ব্যথায় কোকাতে থাকলে একটা বিশাল কালো অবয়ব তার কাছ থেকে সরে সরে যায়।

কাত হয়ে পড়ে থেকে নিরাপত্তা রক্ষী বাতাসের জন্য হাঁসফাঁস করে, জোরে শব্দ করে শ্বাস নেয়। তার ফ্ল্যাশলাইটটা কাছেই পড়ে আছে এবং তার আলোতে একটা ধাতব ক্যানের মত বস্তু উদ্ভাসিত হয়েছে। ক্যানটার লেবেলে লেখা কথা অনুযায়ী তাতে বুনসেন বার্ণারের ফুয়েল থাকবার কথা।

কোথাও একটা সিগারেটের লাইটার জ্বলে উঠে এবং কমলা আলোর আভায় যা দৃশ্যমান হয় তার সাথে মানুষের মুখের মিল সামান্যই। *জেসাস ক্রাইস্ট!* নিরাপত্তা প্রহরী কোন প্রতিক্রিয়া ব্যাক্ত করার আগেই নগ্ন বুকের জন্তুটা হাটু ভেঙে বসে এবং জ্বলন্ত শিখাটা মেঝেতে স্পর্শ করে।

সাথে সাথে, আগুনের একটা লম্বা ফিতে জন্ম নিয়ে তাদের কাছ থেকে দূরে শূন্যতার দিকে দৌড়ে চলে। হতবিহ্বল প্রহরী পেছনে তাকিয়ে দেখে জন্তুটা ততক্ষণে খোলা দরজা দিয়ে বাইরে রাতের অন্ধকারে বেড়িয়ে যাচ্ছে।

নিরাপত্তা রক্ষীটা কোন মতে উঠে বসে, ব্যথায় চোখ কুচকে দেখতে চেষ্টা করে আগুনের ফিতেটা কোথায় যাচ্ছে। *আরে খোদা এটা কি?* শিখাটা এত ছোট যে তাকে বিপজ্জনক বলে মনে হয় না কিন্তু সে তারপরেও প্রচণ্ড ভীতিকর কিছু একটা দেখে। আগুনটা এখন আর কেবল অন্ধকারই আলোকিত করছে না। সে পেছনের দেয়ালের কাছে পৌছে গেছে এবং সেখানে একটা বিশাল কাঠের তৈরী কাঠামোকে আলোকিত করে তুলেছে। নিরাপত্তা রক্ষী কখনও পড পাঁচের ভিতরে প্রবেশ করেনি কিন্তু তারপরেও সে ভাল করে জানে কাঠামোটা কিসের।

*দি কিউব।*

***ক্যাথরিন সলোমন'স ল্যাব।***

BanglaBook.org

শিখাটা সোজা ল্যাবের বাইরের দরজা লক্ষ্য করে ছুটে আসে। নিরাপত্তা কর্মী কোনমতে উঠে দাঁড়ায়, খুব ভাল করেই সে জানে তেলের ফিতা সম্ভবত

দরজার নিচে দিয়েও বয়ে গেছে. .আর শীঘ্রই ভেতরে আগুন জ্বলে উঠবে। কিন্তু সে ঘুরে দাঁড়িয়ে সাহায্যের জন্য দৌড় শুরু করবে এমন সময় অপ্রত্যাশিত একটা বাতাসের ঝাপটা তাকে শুষে নেয়।

মুহূর্তের জন্য পড পাঁচ আলোয় ঝলসে উঠে।

নিরাপত্তা প্রহরী হাইড্রোজেনের আগুনেগোলা উর্ধ্বমুখী উঠে পড পাঁচের ছাদ ফুটো করে কয়েকশ ফিট উপরে উঠে যেতে দেখেনি। কিংবা সে আঁকাশ থেকে টাইটেনিয়ামের ক্ষুদ্রকণা, ইলেকট্রনিক যন্ত্রাংশের টুকরো এবং হলোগ্রাফিক স্টোরেজ ইউনিটের সিলিকনের গলিত ফোঁটা বৃষ্টির আঁকারে ঝরে পড়তে দেখেনি।

ক্যাথরিন সলোমন উত্তর অভিমুখে গাড়ি চালিয়ে যাবার সময়ে তার রিয়ার ভিউ মিররে সহসা আলোর একটা ঝলক দেখতে পান। রাতের আঁকাশ বিদীর্ণ করে একটা ভারী গর্জন তাকে চমকে দেয়।

*আতশবাজি?* সে ভাবে। *রেডস্কীনদের খেলায় বিরতির সময় কি কোন শো হয়?*

সে আবার রাস্তার দিকে তাকায় এখন নি:সঙ্গ গ্যাস স্টেশনের পেফোন থেকে করা ৯১১ ফোনকলটা নিয়ে সে ভাবছে। ক্যাথরিন সাফল্যের সাথে ডেসপ্যাচারকে বোঝাতে সক্ষম হয়েছে এসএমএসসিতে উল্কি আঁকা এক অবাঞ্ছিতকে খুঁজতে পুলিশ পাঠান প্রয়োজন এবং ক্যাথরিন আরো প্রার্থনা করে যেন তার সহকর্মী ত্রিসকে খুঁজে পাওয়া যায়। সে ডেসপ্যাচারকে আরো বলে কালোরামা হাইটসে ড.ক্রিস্টোফার অ্যাবাড্ডনের বাসায় তল্লাশি চালাতে, তার ধারণা সেখানে তার ভাইকে বন্দি করে রাখা হয়েছে।

দুর্ভাগ্যবশত, ক্যাথরিন রবার্ট ল্যাংডনের সেলফোনের নাম্বার আনলিস্ট থাকায় খুঁজে পায়নি। অনন্যোপায় হয়ে সে লাইব্রেরী অব কংগ্রেসের দিকে রওয়ানা হয়, শেষবার রবার্টের সাথে কথা হবার সময়ে সে বলেছিল সেদিকেই যাবে।

ড.অ্যাবাড্ডনের আতঙ্কিত করে তোলার মত সত্যিকারের পরিচয় প্রকাশ পাবার পরে সবকিছু বদলে গেছে। ক্যাথরিন বুঝতে পারছে না কাকে বিশ্বাস করবে আর কাকে করবে না। সে কেবল নিশ্চিতভাবে একটা জিনিস জানে যে এই লোকটাই বহুবছর আগে তার মা আর আদরের ভাইপোকে হত্যা করেছিল এখন সে তার ভাইকে বন্দি করে এবং তাকে খুন করতে এসেছিল। *এই উন্মাদটা কে? সে চায় কি?* যে উত্তরটা তার মাথায় আসে সেটার কোন মানে সে বুঝতে পারে না। *একটা পিরামিড?* একই রকম বিভ্রান্তিকর লোকটার আজ রাতে তার ল্যাবে আসবার বিষয়টা। সে যদি তাকে আঘাত করতে চাইতো তবে সেটা সে আজ সকালে নিজের বাসাতেই করতে পারতো। টেক্সট ম্যাসেজ পাঠিয়ে তার ল্যাবে প্রবেশের ঝক্কি পোহাতে কেন গেল সে?

BanglaBook.org

অপ্রত্যাশিতভবে তার রিয়ারভিউ মিররের আগুনটা আরো উজ্জ্বল হয়ে উঠে, সাথে একটা অপ্রত্যাশিত দৃশ্য– একটা কমলা রঙের গনগনে আগুনের গোলা যা ক্যাথরিন দেখে গাছের মাথা ছাড়িয়ে উপরে উঠে গেছে। *আজ এসব হচ্ছেটা কি?* আগুনের গোলাটার পরে ধেয়ে আসে কালো ধোয়া. . .আর সেটা রেডস্কীনের ফেডএক্স ফিল্ডের ধারেপাশে কোথাও না। হতবিহ্বল চিত্তে সে ভাবতে চেষ্টা করে গাছপালার ওপাশে কিসের শিল্পপ্রতিষ্ঠান রয়েছে. . .পার্কওয়ের ঠিক দক্ষিণ-পূর্ব কোণে।

তারপরেই, আগুয়ান ট্রাকের সাথে মুখোমুখি ধাক্কা খাবার মত, সে বিষয়টা বুঝতে পারে।

## ৫৫
## অধ্যায়

ওয়ারেন বেল্লামি দ্রুত সেলফোনের বাটনে চাপ দেয় যে তাদের সাহায্য করতে পারবে তার সাথে আবার যোগাযোগের চেষ্টা করে, সেটা যেই হোক না কেন।

ল্যাংডন যদিও বেল্লামির দিকে আছে কিন্তু তার মনে কেবল পিটারের কথা ঘুরতে থাকে, তাকে কিভাবে খুঁজে বের করা যায় সেটা ভাবতে চেষ্টা করে। *উৎকীর্ণ লিপির পাঠোদ্ধার কর,* পিটারের বন্দিকর্তা তাকে আদেশ দেয়, *এবং সেটা তোমাকে মানবজাতির শ্রেষ্ঠ সম্পদের কথা বলবে. . .আমরা একসাথে যাব. . .এবং কাঙ্খিত বিনিময় করব।*

ভ্রু'কুচকে ফোন নামিয়ে রাখে বেল্লামি। এখন কোন উত্তর নেই।

"আমি বলছি কোন জিনিসটা আমি বুঝিনি," ল্যাংডন বলে। "আমি যদি অনেক কষ্ট করে হলেও মেনে নেই যে এই গোপন জ্ঞানর অস্তিত্ব রয়েছে. . .এবং এই পিরামিড কোন না কোনভাবে তার ভূগর্ভস্থ অবস্থান নির্দেশ করে. . .আমি তাহলে কি খুঁজছি? একটা ভল্ট? একটা বাঙ্কার?"

বেল্লামি কথা না বলে চুপ করে থাকে। তারপরে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে সে মেপে মেপে কথা বলে। "আমি বহু বছর ধরে যা শুনে এসেছি সেটা অনুযায়ী এই পিরামিডটা একটা প্যাচান সিঁড়ির প্রবেশ পথে আমাদের পৌঁছে দেবে।"

"*একটা সিঁড়িরধাপ?*"

"ঠিক বলেছো। একটা সিঁড়ি যেটা দিয়ে পৃথিবীর অভ্যন্তরে নেমে যাওয়া যায়. . .কয়েকশ ফিট নীচে।"

ল্যাংডন যা শোনে সেটা তার বিশ্বাস হয়না। সে সামনে ঝুকে আসে।

"আমি বলতে শুনেছি যে প্রাচীন জ্ঞান অতলে প্রোথিত আছে।"

ল্যাংডন উঠে দাঁড়িয়ে পায়চারি করতে শুরু করে। *একটা প্যাচান সিঁড়ি মাটির গভীরে কয়েকশ ফিট নেমে গেছে. . .এখানে এই ওয়াশিংটন ডি.সি'তে।"* আর সেটা এতদিন কারো চোখে পড়েনি।"

BanglaBook.org

"বলা হয়ে থাকে প্রবেশ পথের মুখটা একটা বিশাল পাথরের খণ্ড দিয়ে চাপা দেয়া আছে।"

ল্যাংডন জোরে শ্বাস ফেলে। কবরের মুখে পাথর চাপা দেয়ার ধারণা এসেছে বাইবেলে বর্ণিত যীশুর কবর থেকে। এই আদিমৌলিক হাইব্রিড তাদের সবার উত্তরপুরুষ। "ওয়ারেন তুমি কি আসলেই এমন রহস্যময় একটা সিঁড়ি মাটির গভীরে নেমে গেছে বলে বিশ্বাস কর?"

"আমি নিজে কখনও চোখে দেখিনি কিন্তু কয়েকজন বয়োজ্যেষ্ঠ ম্যাসন দিব্যি কেটে বলে যে সেটা আছে। আমি তাদেরই একজনকে এই মুহূর্তে ফোন করার চেষ্টা করছি।"

ল্যাংডনের পায়চারি অব্যাহত থাকে, সে বুঝতে পারে না এরপরে তার কি বলা উচিত।

"রবার্ট এই পিরামিডটা নিয়ে তুমি আমাকে বেশ মুশকিলে ফেলে দিয়েছো।" রিডিং ল্যাম্পের মৃদু আলোতে দেখা যায় ওয়ারেন বেল্লামির চোখের দৃষ্টি কঠোর হয়ে উঠেছে। "আমি কোন মানুষকে সে যেটা বিশ্বাস করতে চায় না সেটা তাকে জোর করে বিশ্বাস করাতে পারি না। এবং তারপরেও আমি আশা করছি পিটার সলোমনের প্রতি তোমার দায়িত্ব তুমি পালন করবে।"

*হ্যাঁ, আমার দায়িত্ব হল তাকে সাহায্য করা*, ল্যাংডন ভাবে।

"আমি চাই না এই পিরামিড কোন শক্তির উন্মোচন ঘটাতে পারে সেটা তুমি বিশ্বাস কর। আমি এও চাই না সিঁড়িটা আমাদের কোথায় নিয়ে যেতে পারে সেটা নিয়ে তুমি বিব্রত হও। কিন্তু আমি এটা চাই যে তুমি বিশ্বাস কর তুমি নৈতিকভাবে এই গোপনীয়তা রক্ষার জন্য. . .সেটা যাই হোক, দায়বদ্ধ। বেল্লামি ইশারা করে চারকোণা ছোট প্যাকেটটা দেখায়। "পিটার তোমার কাছে শিরোশোভাটা রেখেছিল কারণ সে বিশ্বাস করতো তুমি তার ইচ্ছার মূল্য দেবে এবং গোপনীয়তা বজায় রাখবে। এবং এখন তোমার সেটাই করা উচিত তাতে যদি পিটারের জীবন বিপন্ন হয় তারপরেও।"

ল্যাংডন পায়চারি বন্ধ করে ঘুরে তাকায়। "কি?!"

বেল্লামি বসেই থাকে তার মুখে অবিচল কিন্তু বেদনাদায়ক অভিব্যক্তি ফুটে থাকে। "সে এটাই আশা করে তোমার কাছে। পিটারের কথা তোমাকে ভুলে যেতে হবে। সে চলে গিয়েছে। পিটার তার কাজ করেছে, পিরামিডটা রক্ষা করতে সে সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকার করেছে। এখন আমাদের দায়িত্ব তার এই আত্মত্যাগ যেন বৃথা না যায় সেটার প্রতি লক্ষ্য রাখা।"

"আমার বিশ্বাসই হচ্ছে না তুমি এই কথা বলছো!" ল্যাংডন চেঁচিয়ে উঠে, স্পষ্টতই বোঝা যায় সে ক্ষেপে গিয়েছে। "তুমি যা যা বলেছো এই পিরামিডটা যদি আসলেও তাই তাই হয়, পিটার তোমার ম্যাসনিক গুরুভাই। তাকে রক্ষা করার জন্য তুমি সব কিছুর বিনিময়ে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ এমনকি সেটা তোমার মাতৃভূমি হলেও!"

BanglaBook.org

"না, রবার্ট। একজন ম্যাসন সবকিছুর বিনিময়ে আরেকজন ম্যাসনকে রক্ষা করবে ঠিকই. . .কেবল একটা ব্যাতিক্রম– মানবজাতির জন্য আমাদের ভ্রাতৃসঙ্গ যে গোপনীয়তা রক্ষা করে আসছে। হারিয়ে যাওয়া এই জ্ঞানর সম্ভাবনায়, যেটা ইতিহাসে লেখা আছে, আমি বিশ্বাস করি বা না করি, আমি শপথ নিয়েছি এটাকে ইতরজনের হাত থেকে রক্ষা করতে। আর আমি সেটা ভাঙবো না. . .এমনকি পিটার সলোমনের জীবনের বিনিময়েও না।"

"আমি অনেক ম্যাসনকে চিনি," ল্যাংডন ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বলে, "যাদের ভিতরে অনেকে উচ্চ মাত্রার এবং আমি নিশ্চিত জানি এই লোকগুলো একটা পাথরের পিরামিডের জন্য নিজেদের প্রাণ বিপন্ন করবে না। আর আমি এটাও জানি পাতালে নেমে যাওয়া গোপন সিঁড়ি যা গুপ্তধনের কাছে পৌছে দেবে এসবে তারা বিশ্বাস করে না।"

"রবার্ট বৃত্তের ভিতরে আরও অনেক বৃত্ত আছে। সবাই সবকিছু জানে না।"

ল্যাংডন সশব্দে শ্বাস ত্যাগ করে, চেষ্টা করে নিজের আবেগকে নিয়ন্ত্রণ করতে। সে অন্যদের মতই ম্যাসনদের অভিজাত চক্রের ভিতরে অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চক্রের অস্তিত্বের গুজব শুনেছে। বর্তমান পরিস্থিতিতে সেটা সত্যি কিনা তার কোন গুরুত্ব নেই। "ওয়ারেন এই পিরামিড আর শিরোশোভা যদি সত্যিই ম্যাসনদের চরম সত্যটা প্রকাশ করার ক্ষমতা রাখে, তাহলে পিটার কেন আমাকে এর সাথে সম্পৃক্ত করলো? আমি এমনকি তার কোন আত্মীয় নই. . .কোন গুপ্তচক্রের সদস্য হবার প্রশ্নই উঠে না।"

"আমি জানি আর সম্ভবত ঠিক এই কারণেই পিটার তোমাকে নির্বাচন করেছিল এটা রক্ষা করার জন্য। অতীতে অনেকবার চেষ্টা করা হয়েছে এটা ছিনিয়ে নেবার জন্য এমনকি আমাদের ভ্রাতৃসঙ্গে অনেকে যোগ দিয়েছিল এই উদ্দেশ্যে যোগও দিয়েছিল। ভ্রাতৃসঙ্ঘের বাইরে কারো কাছে এটা রেখে পিটার দারুণ বুদ্ধির পরিচয় দিয়েছে।"

"তুমি কি জানতে আমার কাছে শিরোশোভাটা রয়েছে?" ল্যাংডন জিজ্ঞেস করে।

"না। এবং পিটার যদি কথাটা অন্য কাউকে বলে থাকে সেটা কেবল একজনই হওয়া সম্ভব।"

বেলামি তার সেলফোন বের করে রিডায়াল প্রেস করে। "এবং এখন পর্যন্ত আমি তার সাথে যোগাযোগ করতে পারছি না।" অপরপ্রান্তে একটা ভয়েস-মেলের শুভেচ্ছা বাণী শোনা যেতে সে লাইন কেটে দেয়। "বেশ, রবার্ট আপাতত মনে হচ্ছে যা করার তোমাকে আর আমাকেই করতে হবে। আর সেটা হল আমাদের একটা সিদ্ধান্ত নিতে হবে।"

ল্যাংডন তার হাতের মিকি মাউস ঘড়ির দিকে তাকায়। রাত ৯:৪২ মিনিট। "তুমি কি এটা বুঝতে পেরেছো যে পিটারের বন্দিকর্তা আজরাতে এই পিরামিডের পাঠোদ্ধারের এবং সেটা তাকে জানাবার জন্য অপেক্ষা করছে।"

BanglaBook.org

বেল্লামি ভ্রু কুচকায়। "ইতিহাসের পাতায় পাতায় মহান নেতারা প্রাচীন জ্ঞান সংরক্ষণে এর চেয়ে অনেক বেশি ব্যক্তিগত ত্যাগ স্বীকার করেছেন। আমি আর তুমিও সেটাই করব।" সে এবার উঠে দাঁড়ায়। "আমাদের এবার বেড়িয়ে পড়তে হবে। আগে বা পরে সাটো ঠিকই বুঝতে পারবে আমরা কোথায় আছি।"

"ক্যাথরিনের কি হবে?" ল্যাংডন বসে থেকে জানতে চায়, তার যাবার বিন্দুমাত্র ইচ্ছা নেই। "ফোনে আমি তার সাথে যোগাযোগ করতে পারছি না আর সেও ফোন করেনি।"

"নিশ্চয়ই কিছু একটা ঘটেছে।"

"কিন্তু আমরা তাকে এভাবে ফেলে যেতে পারি না।"

"ক্যাথরিনের কথা ভুলে যাও!" বেল্লামির কণ্ঠে এবার আদেশের দৃঢ়তা। "পিটারকে ভুলে যাও! সবাইকে ভুলে যাও! রবার্ট তুমি কি এখনও বুঝতে পারছো না আমাদের সবার চেয়ে বড় একটা দায়িত্ব তোমার উপরে অর্পন করা হয়েছে–তুমি, পিটার, ক্যাথরিন, আমি?" সে ল্যাংডনের চোখের দিকে তাকায়। "আমাদের একটা নিরাপদ স্থান খুঁজে বের করতে হবে যেখানে এই পিরামিড আর শিরোশোভাটা তাদের নাগালের বাইরে লুকিয়ে রাখতে –"

গ্রেট হলের দিক থেকে একটা প্রকট ধাতব শব্দ ভেসে আসে।

বেল্লামি ঘুরে তাকায় তার চোখে ভয়ের ছায়া। "অনেক তাড়াতাড়ি এসে পড়েছে।"

ল্যাংডন দরজার দিকে তাকায়। টানেলের দরজা বন্ধ করতে বেল্লামি যে ধাতব বালতি ব্যবহার করেছিল সম্ভবত সেটারই শব্দ। *তারা আমাদের খুঁজতে আসছে।*

তারপর একেবারে অপ্রত্যাশিতভাবে উৎকট শব্দটার প্রতিধ্বনি হয় আবার।

এবং আবার।

তারপরে আবার।

লাইব্রেরী অব কংগ্রেসের সামনের বেঞ্চে শুয়ে থাকা গৃহহীন লোকটা তার চোখ কচলায় এবং চোখের সামনে ঘটতে থাকা অদ্ভুত দৃশ্যটার দিকে তাকিয়ে থাকে।

একটা সাদা ভলভো কার্বের উপর দিয়ে লাফিয়ে উঠে জনমানবহীন ফুটপাথের উপর দিয়ে দাবড়ে যায় এবং লাইব্রেরীর প্রধান ফটকের সামনে একটা তীক্ষ্ণ শব্দ করে থেমে দাঁড়িয়ে পড়ে। কালো চুলের আকর্ষণীয় চেহারার একটা মেয়ে দ্রুত ভেতর থেকে বের হয়ে ত্রস্ত চোখে চারপাশে তাকায় এবং গৃহহীন লোকটাকে দেখতে পেয়ে চিৎকার করে জিজ্ঞেস করে, "তোমার কাছে সেলফোন আছে?"

*মেয়ে আমার বাম পায়ে জুতাই নেই।*

BanglaBook.org

আপাতভাবে সেটা বুঝতে পেরে, মেয়েটা লাইব্রেরীর সিঁড়ি দিয়ে উঠে প্রধান দরজার দিকে এগিয়ে যায়। সিঁড়ির শেষ ধাপে পৌঁছে সে হাতল ধরে একে একে তিনটা অতিকায় দরজার সব কটাই খুলতে চেষ্টা করে।

*মেয়ে, লাইব্রেরী বন্ধ হয়ে গেছে।*

কিন্তু মেয়েটা ব্যাপারটাকে পাত্তাই দেয় না। সে ঢাউস বৃত্তাকার কড়া ধরে টানে পেছনে এনে সজোরে সশব্দে দরজার উপরে ছুড়ে মারে। তারপরে আবার। এবং আরেকবার। আরো একবার।

*ওয়াও,* গৃহহীন লোকটা ভাবে, *মেয়েটার দেখছি বইটা খুবই দরকার।*

# ৫৬
# অধ্যায়

ক্যাথরিন সলোমন যখন শেষ পর্যন্ত গ্রন্থাগারের বিশাল ব্রোঞ্জের দরজা তার সামনে খুলে যেতে দেখে, তার মনে হয় সে বোধহয় কেঁদেই ফেলবে। আজ রাতের সব ভয় আর বিভ্রান্তি যা এতক্ষণ চাপা ছিল সব একসাথে বেরিয়ে আসতে চায়।

লাইব্রেরীর দরজায় যে লোকটা এসে দাঁড়ায় তিনি ওয়ারেন বেল্লামি, তার ভাইয়ের বিশ্বাসভাজন এবং বন্ধু। কিন্তু তার পেছনে ছায়ায় সে যাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে তাকে দেখেই সে সবচেয়ে বেশি খুশী হয়। অনুভূতিটা আপাতভাবে উভয়দিকে একই। রবার্ট ল্যাঙডনের চোখে স্বস্তির বৃষ্টি নামে তাকে দরজা দিয়ে দৌড়ে ভিতরে ঢুকতে দেখে. সে সোজা গিয়ে তার বাহুতে ঝাপিয়ে পড়ে।

পুরানো বন্ধুর উষ্ণ আলিঙ্গনে ক্যাথরিন নিজেকে ডুবিয়ে দিতে, ওয়ারেন বেল্লামি সামনের দরজা আবার বন্ধ করে দেন। সে শুনতে পায় ভারী নকটা ক্লিক শব্দে নির্ভরতায় আটকে যায়, এবং শেষ পর্যন্ত সে নিজেকে নিরাপদ মনে করে। অপ্রত্যাশিতভাবে তার চোখ পানিতে ভরে উঠতে চাইলে সে অনেক কষ্টে নিজেকে সামলায়।

ল্যাংডন তাকে শক্ত করে ধরে থাকে। "সব ঠিক আছে," সে ফিসফিস করে বলে। "তুমি ঠিক আছো।"

*কারণ তুমি আমাকে বাচিয়েছো,* ক্যাথরিন তাকে বলতে চায়। *সে আমার ল্যাব পুড়িয়ে দিয়েছে. . .আমার সব কাজ নষ্ট হয়ে গেছে। বহু বছরের গবেষণা. . . .সব ধোয়া হয়ে আঁকাশে উবে গেছে।* সে তাকে সবকিছু খুলে বলতে চায়, কিন্তু সে ঠিকমত শ্বাস নিতেই পারে না।

"আমরা পিটারকে ঠিকই খুঁজে বের করবো।" ল্যাংডনের ভারী কণ্ঠস্বর বুকে স্পন্দিত হয়ে তাকে আজব একটা স্বস্তি দেয়। "আমি কথা দিচ্ছি।"

BanglaBook.org

*আমি জানি এসব কে করছে!* ক্যাথরিন চিৎকার করে বলতে চায়। *এই একই লোক আমার মা আর আদরের ভাইপোকে খুন করেছে!* কিন্তু সে নিজের কথা বলার আগে লাইব্রেরীর নিরবতা একটা অপ্রত্যাশিত শব্দের আক্রমণে ভেঙে যায়।

তাদের নীচে সিঁড়ির প্রবেশকক্ষ থেকে একটা ভারী কিছু পতনের শব্দ ভেসে আসে-টাইলসের মেঝেতে বিশাল ধাতব কিছু একটার পতনের শব্দের মত। ক্যাথরিন টের পায় ল্যাংডনের হাতের পেশী নিমেষে আড়ষ্ঠ হয়ে উঠে।

বেল্লামি সামনে এগিয়ে যায়, তার চোখে মুখে ভীষণ ভয়াবহ অভিব্যক্তি। "আমরা এখান থেকে যাচ্ছি। *এখনই।*"

হতবিহ্বল ক্যাথরিন গ্রেট হলের উপর দিয়ে স্থপতি আর ল্যাংডনের পিছু পিছু দ্রুত লাইব্রেরীর বিখ্যাত রিডিং রুমের দিকে এগিয়ে যায়, যা আলোতে ঝলমল করছে। বেল্লামি দ্রুত তাদের পেছনে দুজোড়া দরজা বন্ধ করে দেয় প্রথমে বাইরেরটা পরে ভেতরেরটা।

ক্যাথরিন একটা ঘোরের মধ্যে হাটতে থাকে বেল্লামি যখন তাদের প্রায় তাড়িয়ে কামরার ঠিক মধ্যেখানে নিয়ে আসে। তারা তিনজন একসাথে একটা রিডিং ডেস্কের কাছে আসে যেখানে একটা চামড়া ব্যাগ আলোর ঠিক নীচে রাখা আছে। ব্যাগের পাশে পড়ে আছে একটা ছোট চারকোনা প্যাকেট যা বেল্লামি ছো মেরে তুলে নিয়ে ব্যাগের ভিতরে ঢুকিয়ে রাখে, একটা-

ক্যাথরিনের ঘোর কেটে যায় সে দাঁড়িয়ে পড়ে। *একটা পিরামিড?*

সে যদিও আগে কখনও এই লিপি উৎকীর্ণ পিরামিডটা দেখেনি, তার পুরো দেহ জিনিসটা চিনতে পেরে গুটিয়ে যায়। কিভাবে যেন তার সহজাত প্রবৃত্তি সত্যটা বুঝতে পারে। ক্যাথরিন সলোমন এই মাত্র সেই জিনিসটার মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছে যা তার জীবনটা ছারখার করে দিয়েছে। *সেই পিরামিড।*

বেল্লামি চেন বন্ধ করে ব্যাগটা ল্যাংডনের হাতে দেয়। "জিনিসটা সবসময়ে চোখে চোখে রাখবে।"

একটা বিস্ফোরণে সহসা কামরার বাইরের দরজা কাপিয়ে দেয়। ভাঙা কাঁচ ঝনঝন শব্দে চারপাশে ছড়িয়ে পড়ে।

"এই দিকে!" বেল্লামি ঘুরে তাকায় তাকে ভীত দেখায় সে তাদের সেন্ট্রাল সার্কুলেশন ডেস্কের কাছে নিয়ে আসে-একটা বিশাল অষ্টভূজাকৃতি ক্যাবিনেট ঘিরে আটটা কাউন্টার। সে তাদের কাউন্টারের পেছনে নিয়ে আসে এবং তারপরে ক্যাবিনেটের একটা খোলা স্থান দেখায়। "জলদি ভেতরে ঢুকে পড়!"

"এর *ভেতরে?*" ল্যাংডন জানতে চায়। "তারা সহজেই এখানে আমাদের খুঁজে পাবে!"

"ভরসা রাখো," বেল্লামি বলে। "তুমি যা ভাবছ এটা তা নয়।"

BanglaBook.org

# ৫৭
# অধ্যায়

মাল'আখ তার লিমোজিন উত্তর দিকে কালোরামা হাইটসের উদ্দেশ্যে বুলেটের মত ছোটায়। ক্যাথরিনের ল্যাবের বিস্ফোরণ সে যা আশা করেছিল তারচেয়েও ভয়ঙ্কর হয়েছে এবং কপালগুনে সে প্রাণে বেঁচে গেছে। এতে অবশ্য একটা সুবিধা হয়েছে হট্টগোলের ভিতরে সে তার গাড়িটা উল্টোদিকে ঘুরিয়ে নিয়ে গেটে টেলিফোনে জোরে কথা বলতে ব্যাস্ত একমাত্র নিরাপত্তা প্রহরীকে এড়িয়ে লিমোজিন বাইরে নিয়ে আসে।

*আমাকে যত দ্রুত সম্ভব রাস্তা থেকে সরে পড়তে হবে,* সে ভাবে। ক্যাথরিন যদি এতক্ষণে পুলিশকে ফোন নাও করে থাকে, বিস্ফোরণ নিশ্চিতভাবেই তাদের মনোযোগ আঁকৃষ্ট করবে। *আর খালি গায়ে একটা লোক লিমোজিন চালাচ্ছে সেটা কারো না কারো দৃষ্টি ঠিকই আঁকর্ষণ করবে।*

এইসব কিছু যে রাতে শুরু হয়েছিল, তখন তার নাম মাল'আখ ছিল না। বস্তুতপক্ষে, যে রাতে এটা শুরু হয় তখন তার কোন নামই ছিল না। *কয়েদি নাম্বার ৩৭।* ইস্তাম্বুলের বাইরে নির্মম সোগানলিক কারাগারের অন্যসব কয়েদিদের মত কয়েদি নাম্বার ৩৭ কেও মাদকের কারণে এখানে নিয়ে আসা হয়েছিল।

সিমেন্টের সেলে নিজের বাঙ্কে সে শুয়ে ছিল, ক্ষুধার্ত আর অন্ধকারের শীতলতার দিকে তাকিয়ে ভাবছিলো আর কতদিন তাকে এখানে বন্দি থাকতে হবে। তার নতুন সেলমেট যার সাথে মাত্র চব্বিশ ঘন্টা আগে তার পরিচয় হয়েছে, উপরের বাঙ্কে শুয়ে ঘুমাচ্ছে। কারাগারের প্রশাসনিক কর্মকর্তা, পাড় মদ্যপ যে নিজের চাকরিটা প্রচণ্ড ঘৃণা করে আর তার রেশ মিটায় বন্দিদের নির্যাতন করে এই মাত্র রাতের জন্য সব আলো নিভিয়ে দিয়েছে।

রাত প্রায় দশটার দিকে কয়েদী নম্বর ৩৭ ভেন্টিলেশন শ্যাফট দিয়ে কথোপকথনের শব্দ ভেসে আসতে শুনে। প্রথম কণ্ঠস্বরটা পরিষ্কার কোনমতেই ভুল হবার নয়– কারাগারের প্রশাসনিক কর্মকর্তার কাটা কাটা, যুদ্ধংদেহী বাচনভঙ্গি যে স্পষ্টতই গভীর রাতে আগত অতিথির কারণে অসন্তুষ্ট।

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, অনেক দূর থেকে আপনি এসেছেন," সে বলছে, "কিন্তু প্রথম মাসে আমরা কোন দর্শনার্থীকে অনুমতি দেই না। রাষ্ট্রীয় আইন। কোন ব্যাতিক্রম সম্ভব নয়।"

প্রত্যুত্তরে যে কণ্ঠটা শোনা যায় সেটা নম্র, মার্জিত আর বেদনাক্লিষ্ট। "আমার ছেলে কি নিরাপদে আছে?"

"সে একজন মাদকাসক্ত।"

BanglaBook.org

"তার সাথে কি ভাল ব্যবহার করা হয়েছে?"

"যথেষ্ট ভাল," প্রশাসনিক কর্মকর্তা বলে। "তবে এটা কোন হোটেল না।"

একটা যন্ত্রণাসিক্ত নিরবতা। "আপনি বুঝতে পারছেন ইউ.এস ডিপার্টমেন্ট প্রত্যাপণের জন্য অনুরোধ করবে।"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, সেটা তারা সবসময়ে করে। অনুমতি পেতে অসুবিধা হবে না, যদিও কাগজপত্র তৈরী হতে কয়েক সপ্তাহ সময় লাগবে. .একমাসও লাগতে পারে. . .নির্ভর করছে।"

"নির্ভর করছে কিসের উপরে?"

"বেশ," প্রশাসনিক কর্মকর্তা বলে, "আমাদের এখানে লোকবল কম।" সে চুপ করে। "অবশ্য মাঝে মাঝে আপনাদের মত আগ্রহী ব্যক্তিরা, কারাগারের স্টাফরা যাতে দ্রুত কাজ করে সেজন্য সামান্য ডোনেশন দিয়ে থাকেন।"

দর্শনার্থী কোন উত্তর দেয় না।

"মি.সলোমন," প্রশাসনিক কর্মকর্তা নীচু স্বরে কথা চালিয়ে যায়, "আপনার মত মানুষ টাকা যার কাছে কোন বিষয় না, তার জন্য অনেক পথই খোলা আছে। সরকারে আমার চেনা লোক আছে। আমি আর আপনি যদি একসাথে চেষ্টা করি তবে আপনার ছেলেকে আমরা এখান থেকে *আগামীকাল* নাগাদ. .বের করতে সক্ষম হব, তার বিরুদ্ধে সব অভিযোগ খারিজ করে দেয়া হবে। দেশেও তাকে আইনের সম্মুখীন হতে হবে না।"

উত্তরটা সাথে সাথে শোনা যায়। "আপনার পরামর্শের আইনী দিকগুলো ভুলে গিয়ে, টাকা সব সমস্যার সমাধান করে বা জীবনে জবাবদিহিতার কোন স্থান নেই বিশেষ করে এমন গুরুতর বিষয়ে, এটা আমি আমার ছেলেকে শেখাতে চাই না।"

"আপনি তাকে এখানে *রেখে* যেতে চান?"

"আমি তার সাথে কথা বলতে চাই। আর সেটা এখনই।"

"আমি আগেই বলেছি, আমাদের আইনকানুন আছে। আপনার ছেলের সাথে আপনার দেখা হবে না. .যদি না আপনি তার আশু মুক্তির জন্য সমঝোতায় না আসেন।"

একটা শীতল নিরবতা কিছুক্ষণ বজায় থাকে। "স্টেট ডিপার্টমেন্ট আপনার সাথে কথা বলবে। জ্যাকারিয়া যেন নিরাপদে থাকে। এই সপ্তাহের ভিতরে আমি চাই আমেরিকাগামী একটা উড়োজাহাজে তাকে উঠিয়ে দেয়া হোক। শুভরাত্রি।"

দরজা সশব্দে বন্ধ হয়ে যায়।

কয়েদি নাম্বার ৩৭ নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারে না। *এটা কেমন বাবা যে নিজের ছেলেকে এমন একটা নরকে ফেলে রেখে যায় তাকে শিক্ষা দেয়ার জন্য?* পিটার সলোমন এমনকি জ্যাকারিয়ার রেকর্ড পরিষ্কার করার সুযোগও প্রত্যাখান করেছেন।

BanglaBook.org

সেইদিনই গভীর রাতে, নিজের বাঙ্কে শুয়ে শুয়ে কয়েদি নাম্বার ৩৭ অনুধাবন করে সে নিজেকে কিভাবে এখান থেকে মুক্ত করবে। একজন কয়েদিকে যদি টাকাই মুক্তির বরাভয় থেকে আলাদা করে রাখে, তবে কয়েদি নাম্বার ৩৭ বলা যায় মুক্তিলাভ করেছে। পিটার সলোমন হয়ত টাকা খরচ করতে রাজি নয় কিন্তু ট্যাবলয়েড পড়ে এমন যে কেউ জানে তার ছেলে জ্যাকারিয়াও বিপুল অর্থের মালিক। পরের দিন কয়েদি প্রশাসনিক কর্মকর্তার সাথে নিভৃতে আলাপ করে নিজের পরিকল্পনার কথা বলে– একটা সাহসী, চৌকষ পরিকল্পনা যা তাদের দুজনকেই কাঙ্খিত বস্তুর অধিকারী করবে।

"জ্যাকারিয়া সলোমনকে মরতে হবে পরিকল্পনা সফল করতে হলে," কয়েদি নাম্বার ৩৭ বলে। "কিন্তু আমাদের দুজনকেই সাথে সাথে হারিয়ে যেতে হবে। তুমি গ্রীক আইল্যাণ্ডে চলে যাবে। এই জায়গায় তুমি আর কখনও ফিরে আসবে না।"

আরও কিছুক্ষণ আলাপ করার পরে দু'জনে হাত মিলায়।

*জ্যাকারিয়া সলোমন শীঘ্রই মারা যাবে,* কয়েদি নাম্বার ৩৭ ভাবে, ব্যাপারটা কত সহজ চিন্তা করতেই তার হাসি পায়।

দুই দিন পরে স্টেট ডিপার্টমেন্ট ভয়ঙ্কর খবরটা সলোমন পরিবারকে জানায়। জেলখানায় তোলা ছবিতে দেখা যায় বেধড়ক মার খেয়ে তাদের ছেলে প্রাণহীন দেহটা কুকড়ে তার সেলে পড়ে আছে। তার মাথাটা একটা লোহার রড দিয়ে মেরে থেতলে দেয়া হয়েছে আর তার বাকী দেহে এমন আঘাত আর ধ্বস্ত াধ্বস্তির চিহ্ন যা কোন মানুষের পক্ষে চিন্তা করাটাই অকল্পনীয়। তাকে দেখে মনে হয় নির্যাতন করার পরে তাকে হত্যা করা হয়েছে। কারাগারের প্রশাসনিক কর্মকর্তাকেই প্রধানত সন্দেহ করা হয় যে সম্ভবত মৃত ছেলেটার সমস্ত টাকা পয়সা নিয়ে পালিয়ে গেছে। জ্যাকারিয়া কাগজে সই করে তার বিপুল সম্পদ একটা নম্বরযুক্ত একাউন্টে ট্রান্সফার করেছে যা তার মৃত্যুর পরপরই খালি করে ফেলা হয়েছে। কারও পক্ষে বলা সম্ভব না টাকাটা এখন কোথায় আছে।

পিটার সলোমন একটা ব্যক্তিগত বিমানে তুরস্ক থেকে তাদের ছেলের কফিন নিয়ে আসেন, যা সলোমনদের পারিবারিক করবস্থানে সমাধিস্থ করা হয়। কারাগারের প্রশাসনিক কর্মকর্তাকে আর খুঁজে পাওয়া যায়নি। তাকে পাওয়াও যাবে না, কয়েদি নাম্বার ৩৭ সেটা ভাল করেই জানে। মারমারা সাগরের তলদেশে নাদুসনুদুস তূর্কীর দেহটা এখন চিরতরে ঘুমিয়ে আছে, বসফরাস প্রণালী থেকে অভিবাসনে আগত নীল রঙের ম্যাগ্রা কাকড়ার খাদ্যে সে পরিণত হয়েছে। জ্যাকারিয়া সলোমনের বিপুল সম্পত্তি একটা আনট্রেসেবল নাম্বারড একাউন্টে সরিয়ে নেয়া হয়েছে। কয়েদি নাম্বার ৩৭ আবার একজন মুক্ত মানুষ–বিপুল বৈভবের অধিকারী একজন মুক্ত মানুষ।

গ্রীক দ্বীপগুলো অনেকটা স্বর্গের মত। আলো। পানি আর মেয়েমানুষ।

BanglaBook.org

টাকায় হয়না এমন কিছু পৃথিবীতে নেই–নতুন পরিচয়, নতুন পাসপোর্ট, নতুন আশা। সে একটা গ্রীক নাম পছন্দ করে– এণ্ড্রিয়স দারিয়ুস– *এণ্ড্রস* মানে "যোদ্ধা" আর *দারিয়ুস* মানে "বিত্তশালী"। কারাগারের অন্ধকার রাতগুলোকে সে ভয় পায় আর শপথ নেয় যে কখনও সেখানে ফিরে যাবে না। সে তার মাথার ঝাকড়া চুল কেটে ফেলে আর মাদকের দুনিয়াকে বিদায় জানায়। সে জীবনটা আবার নতুন করে শুরু করে– আগে-কখনও-কল্পনা করেনি এমন ইন্দ্রিয়সুখে গা ভাসিয়ে দেয়। ইজিয়ান সাগরের গাঢ় নীল জলে একাকী নৌকা নিয়ে ভেসে বেড়ানটাই তার নতুন হেরোইনের আচ্ছন্নতায় পরিণত হয়; শিক থেকে সরাসরি রসাল *আর্নি সৌউভলাকিয়া* চুষে খাওয়াটা তার ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য পরমানন্দে পরিণত হয়; আর মাইকোসের ফেনা পূর্ণ গিরিসঙ্কটের উপরের চূড়া থেকে লাফ দেয়া তার নতুন কোকেন।

*আমার পূর্ণজন্ম হয়েছে।*

সিরস দ্বীপে এ্যাণ্ড্রিয়স একটা বিশাল ভিলা কেনে এবং পসিডোনিয়ার এক্সক্লুসিভ শহরের *বেলা জেনটের* মাঝে বসবাস শুরু করে। এই নতুন পৃথিবীর লোকজন কেবল বড়লোকই নয় সংস্কৃতির আর দৈহিক সুষমায় পরিপূর্ণ। তার প্রতিবেশীরা নিজেদের শরীর আর মন নিয়ে গর্ব করে আর দেখা যায় জিনিসটা সংক্রামক। নতুন প্রতিবেশী সহসা নিজেকে বেলাভূমিতে জগিং করছে দেখতে পায়, সূর্যের আলোয় নিজের ধুসর চামড়া ঝলসে নেয় আর পুস্তক পাঠে মনোনিবেশ করে। এণ্ড্রিয়স হোমারের ওডিসি পড়ে, এইসব দ্বীপে যুদ্ধরত ব্রোঞ্জের শক্তিশালী মানুষেরা যুদ্ধ করছে এই বিষয়টা তাকে পুরোপুরি আচ্ছন্ন করে ফেলে। পরের দিনই, সে ওজন তোলা শুরু করে এবং তার বুক আর হাতের পেশী দ্রুত ফুলে উঠতে সে বিস্মিত চোখে সেদিকে তাকায়। ক্রমশ, মেয়েদের দৃষ্টি সে নিজের উপরে অনুভব করতে শুরু করে, আর এই মুগ্ধতা তাকে মাতাল করে তোলে। আরো শক্তিশালী হবার আঁকাঙ্খা তখনও তার ভিতরে জাগ্রত থাকে। এবং সে তাই করে। কালোবাজার থেকে কেনা গ্রোথ হরমোনের সাথে অতিরিক্ত মাত্রায় স্টেরয়েড সাথে অবিশ্রান্ত ওয়েট লিফটিং এর সাহায্যে, এণ্ড্রিয়স নিজেকে এমন একটা কিছুতে পরিণত করে যা সে কখনও হতে পারে বলে কল্পনাও করেনি– এক নিখুঁত পুরুষ নিদর্শন। সে ওজন আর পেশীর বিন্যাস দুটোই বাড়াতে থাকে, ত্রুটিহীন বক্ষপেশী এবং অতিকায় পেষল পা যা সে যথাযথ ট্যান করে রাখে।

*সবাই* এখন তাকাতে শুরু করেছে।

এণ্ড্রিয়সকে আগেই সাবধান করা হয়েছিল, স্টেরয়েড আর গ্রোথ হরমোনের অতিরিক্ত মাত্রা তার স্বরযন্ত্র প্রভাবিত করে তার কণ্ঠস্বর রহস্যময়, ফ্যাসফেসে গুঞ্জনে পরিণত করে যা তার রহস্যময়তা আরো বাড়িয়ে তোলে। তার কোমল, হেয়াঁলিপূর্ণ কণ্ঠস্বর, সাথে তার বিত্ত, নতুন শরীর এবং অতীত সম্পর্কে কথা বলতে রাজি না হবার ব্যাপারটা সবকিছু মিলিয়ে মেয়েদের কাছে তার আঁকর্ষণ

BanglaBook.org

অদম্য করে তোলে। তারা ইচ্ছাকৃতভাবেই এসে তার কাছে ধরা দেয় আর সেও তাদের প্রত্যেককে সন্তুষ্ট করে-- তার দ্বীপে ফটো সেশনে আসা মডেল থেকে শুরু করে ছুটি কাটাতে আসা কলেজের কিশোরী থেকে প্রতিবেশীর নিঃসঙ্গ স্ত্রী, আর মাঝে মাঝে রুচি বদলাতে তরুণ যুবক। তারা এরচেয়ে বেশি কিছু আশা করতে পারে না।

*আমি একটা শিল্পবস্তু।*

বছর গড়াবার সাথে সাথে এণ্ড্রিয়সের ভোগ লালসা তার আঁকর্ষণ হারাতে শুরু করে। অন্য সবকিছুর মতই। দ্বীপের মুখরোচক খাদ্যের স্বাদ বিস্বাদ হয়ে উঠে, বই পড়তেও আজকাল আর তার ভাল লাগে না, এমনকি তার ভিলা থেকে দৃশ্যমান দারুণ সূর্যাস্তও শেষ পর্যন্ত মলিন লাগে। *এটা কিভাবে সম্ভব?* তার বয়স এখনও ত্রিশের কোঠায় কিন্তু এরই ভিতরে তার নিজেকে প্রৌঢ় মনে হয়। *জীবনে আর কি আছে?* সে তার শরীরকে একটা শিল্পবস্তুতে পরিণত করেছে; সে নিজেকে শিক্ষিত করেছে এবং মনকে সমৃদ্ধ করেছে সংস্কৃতির চর্চা করে; নিজের বাসাকে পরিণত করেছে স্বর্গে এবং সে তার কাঙ্খিত যেকোন মেয়ের ভালবাসা চাইলেই পাবে।

এবং এতকিছুর পরেও অবিশ্বাস্যভাবে তার নিজেকে রিক্ত মনে হয় তুরস্কের কারাগারে সময় কাটাবার কালে যেমন মনে হত।

*আমি কি থেকে বঞ্চিত হচ্ছি?*

উত্তরটা সে কয়েক মাস পরে খুঁজে পায়। সেদিন এণ্ড্রিয়স তার ভিলায় একাকী বসে ছিল, রাতের বেলা উদ্দেশ্যহীনভাবে চ্যানেল সার্ফ করতে করতে সে ফ্রিম্যাসনদের সম্পর্কে একটা অনুষ্ঠান কোন একটা চ্যানেলে খুঁজে পায়। অনুষ্ঠানটার মান যাচ্ছেতাই রকমের, উত্তরের চেয়ে উপস্থাপক প্রশ্নই বেশি করে এবং তারপরেও সে এই ভ্রাতৃসঙ্ঘকে ঘিরে গড়ে ওঠা কন্সপিরেসী থিওরির আতিশয্য দেখে বেশ কৌতূহলী হয়ে উঠে। ধারাবর্ণনাকারী একটার পর একটা কিংবদন্তি বর্ণনা করে যায়।

*ফ্রিম্যাসন আর নতুন বিশ্ব ধারা. . .*

*দি গ্রেট ম্যাসনিক সীল অব দি ইউনাইটেড স্টেটস. . .*

*দি পি টু ম্যাসনিক লজ.*

*ফ্রিম্যাসনারীদের হারিয়ে যাওয়া রহস্য. .*

*দি ম্যাসনিক পিরামিড.*

এণ্ড্রিয়স চমকে সোজা হয়ে বসে। *পিরামিড*। বর্ণনাকারী একটা রহস্যময় পাথরের পিরামিডের গল্প বলে যার গায়ে উৎকীর্ণ লিপি হারিয়ে যাওয়া জ্ঞান আর অমিত শক্তির সন্ধান দিতে পারে। গল্পটা দৃশ্যত অবিশ্বাস্য, তার ভিতরে একটা অতীত স্মৃতির রেশ জাগিয়ে তুলে. .অন্ধকার সময়ের ততোধিক ধুসর একটা স্মৃতি। এ্যাণ্ড্রিয়সের মনে পড়ে জ্যাকারিয়া সলোমন তার বাবার কাছ থেকে রহস্যময় পিরামিড সম্পর্কে কি শুনেছিল।

BanglaBook.org

*এটাই কি সেটা?* এ্যান্ড্রিয়স আর কিছু মনে করতে চেষ্টা করে।

অনুষ্ঠান যখন শেষ হয়, সে ব্যালকনিতে গিয়ে বাইরের শীতল বাতাসে মাথাটা পরিষ্কার করার চেষ্টা করে। তার এখন আরো কিছু মনে পড়ে এবং সব কিছু মনে পড়ার পরে তার কেবলই মনে হয় এই কিংবদন্তিটা সত্যি হলেও হতে পারে। আর তাই যদি হয়, সলোমন জ্যাকারিয়া– অনেক আগেই যে মারা গেছে– এখনও তার কাজে আসতে পারে।

*আমার হারাবার কি আছে?*

তিন সপ্তাহ পরে, খুব যত্ন নিয়ে সময় ঠিক করে, সলোমনদের পটোম্যাক এস্টেটের নাটমঞ্চের বাইরের হাঁড়কাপান ঠাণ্ডায় এ্যান্ড্রিয়স এসে দাঁড়ায়। জানালার কাঁচের ভিতর দিয়ে সে ভেতরে পিটার সলোমনকে বোন ক্যাথরিনের সাথে গল্প করতে দেখ। *দেখে মনে হচ্ছে জ্যাকারিয়াকে তারা খুব সহজেই ভুলতে পেরেছে, সে ভাবে।*

মুখের উপরে স্কিমাস্কটা টেনে দেবার আগে বহুদিন পরে সে আবার একটিপ কোকেন নেয়। পুরোনো সেই নির্ভয় অনুভূতি আবার নিজের মধ্যে অনুভব করে। একটা পিস্তল হাতে নিয়ে, পুরোনো একটা চাবি দিয়ে সে দরজা খুলে এবং ভেতরে প্রবেশ করে। "হ্যাঁলো, সলোমনস।"

সেই রাতটা অবশ্য দুর্ভাগ্যবশত এ্যান্ড্রিয়সের অনুকূলে ছিল না। যে পিরামিডের জন্য সে এসেছিল সেটাতো সে পায়ই না বরং পাখি মারার ছররায় ছারখার হয়ে নিজেকে তুষারাবৃত বনের ভিতর দিয়ে প্রাণ ভয়ে দৌড়াতে আবিষ্কার করে। সে অবাক হয়ে দেখে পিস্তল হাতে পিটার সলোমন বনের মাঝে তাকে তাড়া করছে। বনের মধ্যে দিয়ে অন্ধের মত একটা ট্রেইল ধরে দৌড়ে সে একটা গিরিসঙ্কটের প্রান্তসীমায় উপনীত হয়। অনেক নীচ থেকে জলপ্রপাতের শব্দ শীতের তাজা বাতাসে প্রতিধ্বনিত হতে থাকে। সে ওক গাছের একটা সারি অতিক্রম করে বামে ঘুরে। নিমেষ পরেই সে বরফের উপরে কোন মতে পিছলে থামে, অল্পের জন্য মৃত্যুর হাত থেকে রেহাই পেয়েছে।

*হা ঈশ্বর!*

তার থেকে মাত্র একফুট দূরে, পথটা শেষ হয়েছে, এবং তারপরেই সোজা নীচের বরফ শীতল পানিতে নেমে গিয়েছে। পথের ধারে বিশাল পাথরে এক বালকের অপটু হাতে খোদাই করে লেখা রয়েছে:

**Zah's bRidge**

BanglaBook.org

গিরিসঙ্কটের অপর পাশে পথটা আবার সামনে এগিয়ে গেছে। *মরার ব্রীজটা কোথায়?!* কোকেনের প্রভাব শেষ হয়েছে। *আমি ফাঁদে পড়েছি!* আতঙ্কে সে ঘুরে উল্টো দিকে দৌড়াতে গিয়ে দেখে সেখানে পিটার সলোমন দাঁড়িয়ে রয়েছে, হাতের পিস্তল তার দিকে তাক করা।

পিস্তলের দিকে তাকিয়ে এ্যাণ্ড্রিয়স একপা পেছনে আসে। তার পেছনে নিদেন পক্ষে পঞ্চাশ ফিট নীচে নদীটা প্রবাহিত হচ্ছে। নদীর উজান থেকে ভেসে আসা কুয়াশা তাদের চারপাশে ছড়িয়ে আছে, ঠাণ্ডায় হাড় পর্যন্ত কাপিয়ে দিচ্ছে।

"জ্যাকের ব্রীজটা অনেক আগেই পচে গিয়েছে," হাফাতে হাফাতে সে বলে। "সেই কেবল এতদূর পর্যন্ত বেড়াতে আসত।" পিটারের হাতের পিস্তল চোখে পড়ার মত নিষ্কম্প। "আমার ছেলেকে তুমি কেন খুন করেছিলে?"

"সে একটা অপদার্থ ছিল," এ্যাণ্ড্রিয়স উত্তর দেয়। "মাদকাসক্ত। আমি তার উপকারই করেছি।"

সলোমন আরো কাছে এগিয়ে আসে পিস্তলটা সরাসরি তার বুক বরাবর নিশানা করা। "আমার হয়ত তোমাকে উপকারটা ফেরত দেয়া উচিত।" তার কণ্ঠস্বরে বিস্ময়কর হিংস্রতা। "তুমি আমার ছেলেকে গড়া দিয়ে পিটিয়ে মেরেছো। একজন কিভাবে অপরকে এভাবে হত্যা করে?"

"কোণঠাসা হয়ে পড়লে মানুষের পক্ষে অচিন্তনীয় কাজ করা সম্ভব।"

"তুমি আমার ছেলেকে খুন করেছো!"

"না," এবার এ্যাণ্ড্রিয়স ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বলে। "তুমিই তোমার ছেলের হত্যাকারী। কেমন মানুষ সে যে তার ছেলেকে জেলখানায় ফেলে রেখে আসে যেখানে তাকে মুক্ত করা সম্ভব ছিল। তুমিই তোমার ছেলেকে হত্যা করেছো! আমি নই!"

"তুমি কিছুই জানো না!" সলোমনের কণ্ঠস্বর যন্ত্রণার ছাপ স্পষ্ট।

*তুমি ভুল করছো,* এ্যাণ্ড্রিয়স ভাবে। *আমি সব কিছু জানি।*

পিটার সলোমন আরো কাছে এগিয়ে আসে, এখন তাদের ভিতরে পাঁচ ফুট দূরত্ব, পিস্তল আগের মতই তাক করা। এ্যাণ্ড্রিয়সের বুক জ্বলে যায় এবং সে বুঝতে পারে রক্তপাত হচ্ছে। উষ্ণতাটা তার পাকস্থলীর উপর দিয়ে গড়িয়ে যায়। সে ঘাড় ঘুরিয়ে নীচের দূরত্বটা মাপে। সে সলোমনের দিকে শেষবারের মত তাকায়। "তুমি যতটা মনে কর আমি তোমার সম্পর্কে তারচেয়েও বেশি জানি," সে ফিসফিস করে বলে। "আমি জানি যারা ঠাণ্ডা মাথায় খুন করতে পারে তুমি তাদের একজন নও।"

সলোমন আরো কাছে এগিয়ে আসে, মৃত্যুদায়ী নিশানা স্থির করে।

"আমি তোমাকে সতর্ক করে দিচ্ছি," এ্যাণ্ড্রিয়স বলে, "তুমি যদি ট্রিগারে চাপ দাও, আমি তোমাকে সারা জীবন তাড়া করবো।"

"তুমি এখনই তাই করছো," সলোমন কথাটা বলেই ট্রিগারে চাপ দেয়।

BanglaBook.org

কালোরামা হাইটসের দিকে নিজের কালো লিমোজিনটা নিয়ে ফিরে আসবার সময়ে, আজকাল যে নিজেকে মাল'আখ বলে পরিচয় দেয় বরফাবৃত গিরিসঙ্কটের উপরে ঘটে যাওয়া অলৌকিক ঘটনা যা তাকে নিশ্চিত মৃত্যুর হাত

থেকে বাঁচিয়েছিল মনে করে। সে চিরতরে বদলে যায়। পিস্তলের আওয়াজ নিমেষ পরেই মিলিয়ে গিয়েছিল কিন্তু তার প্রতিক্রিয়া দশ বছর পরে আজও অনুভূত হয়। তার দেহ যা একটা সময়ে তামাটে আর নিখুঁত ছিল, আজ সেই রাতের ক্ষতে আচ্ছন্ন. .তার নতুন পরিচয়ের উল্কি আঁকা প্রতীকের নীচে সে সেই ক্ষতচিহ্ন লুকিয়ে রেখেছে।

*আমি মাল'আখ।*

*আগাগোড়া এটাই ছিল আমার নিয়তি।*

সে আগুনের ভিতর দিয়ে হেঁটে গিয়েছে, ভস্মে পরিণত হয়ে তারপরে আবার জেগে উঠেছে. . .আরো একটা রূপান্তরিত হয়েছে। আজরাতই তার দীর্ঘ আর চমকপ্রদ যাত্রার শেষ পর্যায়।

## ৫৮
## অধ্যায়

স্পেশ্যাল ফোর্সের দ্বারা বিশেষভাবে প্রস্তুতকৃত এই বিস্ফোরক বন্ধ দরজা ন্যুনতম সহগামী ক্ষতি স্বীকার করে খোলার জন্য ব্যবহৃত হয়ে থাকে যার নাম বিনয় করে রাখা হয়েছে কি-চার। মূলত সাইক্লোট্রিমিথাইলিনিট্রিনাইট্রামাইনের সাথে ডাইইথাইলিক্সিল প্লাস্টিসাইজার দ্বারা প্রস্তুতকৃত, এটা আসলে পাতলা কাগজে মোড়ান এক টুকরো সি-৪ দরজার বাজুতে ঢুকাবার সন্নিবিষ্ট করার জন্য। লাইব্রেরীর দরজার ক্ষেত্রে বিস্ফোরকটা দারুণ কাজ দেখায়।

অপারেশন দলনেতা এজেন্ট টার্নার সিমকিনস দরজার ধ্বংসস্তূপ টপকে ভেতরে প্রবেশ করে বিশার অষ্টভূজাকৃতি কামরাটায় তীক্ষ্ণ চোখে তাকায় কোন নড়াচড়া চোখে পড়ে কিনা দেখতে। সব শান্ত।

"আলো নিভিয়ে দাও," সিমকিনস বলে।

দ্বিতীয় এক এজেন্ট ওয়াল প্যানেল খুঁজে বের করে একঝাক সুইচ বন্ধ করতে পুরো ঘরে অন্ধকারের চাদর নেমে আসে। একসাথে চারজনই হাত তুলে নাইটভিশন গগলস নিজেদের চোখের উপরে এডজাস্ট করে। তারা নিশ্চল দাঁড়িয়ে থাকে, পুরো ঘরটা তন্নতন্ন করে দেখে, যা এখন তাদের গগলসের ভিতর সবুজ আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে আছে।

দৃশ্যপট অপরিবর্তিত থাকে।

অন্ধকারে কেউ পাগলের মত ছিটকে দৌড় দেয় না।

ফেরারি তিনজনই সম্ভবত নিরস্ত্র এবং তারপরেও ফিল্ড টিম উদ্যত অস্ত্র হাতে ভিতরে প্রবেশ করেছিল। অন্ধকারে এখন তাদের হাতের অস্ত্র থেকে খাপখোলা তরবারিরমত লেজার আলোর চারটা ঝলক হিংস্র ভঙ্গিতে পুরো কামরাময় ঘোরাঘুরি করে। লোকগুলো চারপাশে আলোর বর্শা বিদ্ধ করে

BanglaBook.org

মেঝের, উপরে, দূরবর্তী দেয়াল, ব্যালকনি সব জায়গায় তারা খুঁজে দেখে। বেশিরভাগ সময়ে অন্ধকার কক্ষে লেজার আলোর এক ঝলক তাৎক্ষণিক আত্মসমর্পণ নিশ্চিত করে থাকে।

*আজ রাতে সেরকম কিছুই হয় না।*

এখনও কোথাও কোন নড়াচড়া চোখে পড়ে না।

এজেন্ট সিমকিনস হাত উঁচু করে, তার লোকদের সামনের খোলা স্থান নির্দেশ করে। নিরবে তার লোকেরা চারপাশে ছড়িয়ে পড়ে। রিডিং ডেস্কের মাঝের প্রধান চলাচলের পথটা দিয়ে সতর্ক ভঙ্গিতে সিমকিনস সামনে এগিয়ে যায় এবং তার গগলসে একটা সুইচ চালু করে সিআইএ অস্ত্রশালার নতুন সংগ্রহ সক্রিয় করে তোলে। থারমাল ইমেজিং একটা পুরানো ব্যাপার, কিন্তু ক্ষুদ্রকরণের আধুনিক সাফল্য, পার্থক্যমূলক সংবেদনশীলতা, দ্বৈত-উৎসের সমন্বয় নতুন প্রজন্মের দৃষ্টিবর্ধনকারী অনুষঙ্গের জন্ম দিয়েছে যা ফিল্ড এজেন্টদের দৃষ্টিশক্তি অতিমানবীয় পর্যায়ে উন্নীত করেছে।

*আমরা অন্ধকারে দেখতে পাই। আমাদের দৃষ্টি দেয়ালের সীমানায় বাঁধা পায় না। এবং আমরা. . .এখন সময় পিছিয়ে নিয়েও দেখতে সক্ষম।*

থারমাল ইমেজিং অনুষঙ্গ আজকাল এমন সংবেদনশীল হয়ে উঠেছে যে এটা কেবল একজন লোকের অবস্থানই নির্ণয় করে না. . . তার পূর্ববর্তী অবস্থানও চিহ্নিত করে। অতীতে পিছিয়ে এসে দেখার ক্ষমতা খুবই কার্যকরী বলে প্রমাণিত হয়েছে। আর আজ রাতে, আরো একবার এটা নিজের মূল্য প্রমাণ করে। এজেন্ট সিমকিনস এবার একটা রিডিং ডেস্কের উপরে থারমাল সিগনেচার দিয়ে পর্যবেক্ষণ করে। চামড়ার চেয়ার দুটো তার গগলসে উজ্জ্বল হয়ে উঠে, লালচে-বেগুনী রঙ ফুটে উঠে, ঘরের অন্যসব চেয়ারের চেয়ে এই দুটো চেয়ার উষ্ণতর। ডেস্ক-ল্যাম্পের বাল্বও কমলা দেখায়। নিশ্চিতভাবে দু'জন লোক এখানে এসে বসেছিল কিন্তু এখন প্রশ্ন হচ্ছে তারা কোথায় কোনদিকে গেছে।

সে তার প্রশ্নের উত্তর রিডিং রুমের মধ্যেখানে বিশাল কাঠের কনসোল দ্বারা ঘেরা সেন্ট্রাল কাউন্টারে খুঁজে পায়। একটা ভৌতিক হাতের ছাপ লাল হয়ে আছে।

অস্ত্র উঁচিয়ে, সিমকিনস অষ্টভূজাকৃতি ক্যাবিনেটের দিকে এগিয়ে আসে, ক্যাবিনেটের উপরে লেজার আলো দিয়ে রেকি করে। সে ঘুরতে থাকে যতক্ষণ না কনসোলের পাশে একটা খোলা জায়গা চোখে পড়ে। *তারা কি আসলেই একটা কেবিনেটে নিজেদের লুকিয়ে রেখেছে?* এজেন্ট খোলা স্থানের চারপাশটা ভাল করে দেখে এবং আরেকটা হাতের ছাপ জ্বলজ্বল করতে দেখতে। স্পষ্টই বোঝা যায় ভেতরে প্রবেশ করার আগে কেউ চৌকাঠের বাজুতে হাত রেখে মাথা নীচু করেছে।

নিরবতা পালনের প্রয়োজনীয়তা শেষ।

"থারমাল অবস্থিতি!" সিমকিনস চিৎকার করে, খোলা মুখটা দেখায়। "ফ্ল্যাঙ্কস কনভার্জ!"

BanglaBook.org

বিপরীত দুই দিক থেকে তার লোকেরা এগিয়ে এসে আক্ষরিক অর্থে অষ্টভূজাকৃতি কনসোলটা ঘিরে ফেলে।

সিমকিনস খোলা মুখটা লক্ষ্য করে এগিয়ে যায়। দশ ফিট দূরে থাকতেই ভেতরে আলোর উৎস সে দেখতে পায়। "কনসোলের ভিতরে আলো দেখা যাচ্ছে!" সে চিৎকার করে বলে, আশা করে তার কণ্ঠ সম্ভবত পরাজয় মেনে নিয়ে মি.বেল্লামি আর মি.ল্যাংডন হাত উঁচু করে ভেতর থেকে বের হয়ে আসবে।

কিছুই ঘটে না।

*খুব ভাল, আমরা তাহলে অন্যপন্থাই ব্যবহার করবো।*

সিমকিনস খোলা মুখটার কাছে পৌঁছাতে সে ভেতর থেকে একটা অপ্রত্যাশিত গুঞ্জন ভেসে আসছে শুনতে পায়। অনেকটা যান্ত্রিক আওয়াজের মত। সে থমকে দাঁড়ায়, এত ক্ষুদ্র স্থানে কি থেকে এমন শব্দ বের হতে পারে চিন্তা করে। সে আরেকটু সামনে এগোয়, এখন যান্ত্রিক শব্দ ছাপিয়ে মানুষের কণ্ঠ শুনতে পায়। আর সে খোলা মুখটার কাছে পৌঁছাতেই ভেতরের আলো নিভে যায়।

*ধন্যবাদ,* সে ভাবে, নিজের নাইট ভিশন ঠিক করে নেয়। *সুবিধা এখন আমাদের।*

চৌকাঠে দাঁড়িয়ে, সে খোলা মুখটার ভিতরে উঁকি দেয়। ভেতর যা দেখে সেটা একেবারেই অপ্রত্যাশিত। কনসোলটা আদতে কোন ক্যাবিনেট না বরং নীচের একটা ঘরে নেমে যাওয়া খাড়া সিঁড়ির ধাপের উপরে উত্তোলিত ছাদ। এজেন্ট এবার অস্ত্র নিচের দিকে তাক করে সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসে। যান্ত্রিক গুঞ্জন সামনে এগোবার সাথে সাথে বাড়তে থাকে।

*এটা কোন জায়গা?*

রিডিং রুমের নীচের ঘরটা একটা ছোট দেখতে যান্ত্রিক জায়গা। সে যে গুঞ্জন শুনেছিল সেটা আদতেই যন্ত্রের, কিন্তু সে নিশ্চিত না সেটা চলছে বেল্লামি আর ল্যাংডন সেটা চালু করেছে বলে না যন্ত্রটা সবসময়েই চালু থাকে। অবশ্য যেটাই হোক তাতে কোন ক্ষতি বৃদ্ধি হয় না। ফেরারিদ্বয় ঘরটা থেকে বের হবার একমাত্র দরজায় তাদের স্পষ্ট উচ্চতার ছাপ রেখে গেছে—একটা ভারী ইস্পাতের দরজার সামনে কিপ্যাডের উপরে চারটা আঙুলের ছাপ জ্বলজ্বল করছে। দরজার চারদিকে কমলা রঙের আভা দরজার বাজুর নীচে দিয়ে জ্বলজ্বল করে, বোঝা যায় দরজার অন্যপাশে আলো জ্বলছে।

"দরজা গুড়িয়ে দাও," সিমকিনস আদেশ দেয়। "এখান দিয়েই তারা পালিয়েছে।"

কি-চার বিস্ফোরক প্রবিষ্ট করিয়ে বিস্ফোরন ঘটাতে ঠিক আট সেকেণ্ড সময় লাগে। ধোঁয়া সরে যেতে ফিল্ড টিমের এজেন্টরা দেখে তারা আজব এক পাতাল জগতের দিকে তাকিয়ে আছে যাকে এখানকার সবাই বলে "দি স্ট্যাকস"।

BanglaBook.org

লাইব্রেরী অব কংগ্রেসের মাইলের পর মাইল বুক শেলফ রয়েছে, বেশিরভাগই মাটির নীচে। শেষ না হওয়া তাকের সারি দেখে মনে হবে "আয়না" দিয়ে দৃষ্টি বিভ্রমের সৃষ্টি করা হয়েছে।

একটা লেখা চোখে পড়ে

---

*তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রিত পরিবেশ*
*এই দরজাটা সবসময়ে বন্ধ রাখুন*

---

সিমকিনস বিধ্বস্ত দরজার উপর দিয়ে হেঁটে এগিয়ে যায় এবং ভেতরের শীতল বাতাসে প্রবেশ করে। সে না হেসে পারে না। *এর চেয়ে সহজ আর কি হতে পারে?* তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রিত পরিবেশে উষ্ণতার চিহ্ন সূর্যের আলোর মত দৃশ্যমান হয়, আর তার গগলসে এখনই সামনের একটা রেলিংএ সে লাল আভা *দেখতে পাচ্ছে, বেল্লামি আর ল্যাংডন দৌড়াবার সময়ে যা স্পর্শ করে গেছে।*

"তুমি দৌড়াতে পার," সে ফিসফিস করে নিজেকে শুনিয়ে বলে, "কিন্তু লুকিয়ে থাকতে পারবে না।"

বইয়ের র‍্যাকের গোলকধাঁধার ভিতরে সিমকিনস আর তার লোকেরা এগিয়ে গেলে সে টের পায় খেলার মাঠ তার এতটাই অনুকূলে যে গগলস চোখে না দিয়েই সে তার শিকারের পিছু নিতে পারবে। সাধারণ পরিস্থিতিতে বইয়ের শেলফ বেশ সম্মানজনক একটা লুকিয়ে থাকার জায়গা বলে হয়ত প্রতিয়মান হত কিন্তু লাইব্রেরীতে গতি সংবেদনশীল আলো ব্যবহৃত হয় যাতে বিদ্যুৎ কম খরচ হয় আর সে কারণে ফেরারিদের পালাবার পথটা একটা রানওয়ের মত উদ্ভাসিত হয়ে আছে। একটা সরু আলোকিত পথ একেবেকে সামনে এগিয়ে গেছে।

সব এজেন্ট তাদের গগলস খুলে ফেলে। সুঠাম পায়ের বরাভয়ে তারা, আলোর ধারা অনুসরণ করে বইয়ের শেষ না হওয়া সারির ভিতর দিয়ে একেবেকে সামনে এগোতে থাকে। সিমকিনস শীঘ্রই দূরের অন্ধকারে আলো জ্বলতে দেখে। *আমরা কাছে চলে এসেছি।* সে দ্রুত এগোতে থাকে আর কিছুক্ষণ পরেই সামনে থেকে দৌড়াবার আর হাপানর শব্দ ভেসে আসে। তারপরে তারা তাদের লক্ষ্যবস্তু দেখতে পায়।

"আমি দেখতে পেয়েছি!" সে চেঁচিয়ে উঠে বলে।

ওয়ারেন বেল্লামির লম্বা কৃশকায় অবয়ব আপাতদৃষ্টিতে ঝুকে রয়েছে। মার্জিত পোষাকে সজ্জিত আফ্রিকান আমেরিকান শেলফের মাঝ দিয়ে টলোমলো করতে করতে এগিয়ে চলেছে, স্পষ্টতই বোঝা যায় দম শেষ। *বুড়ো খোকা কোন লাভ নেই।*

"মি.বেল্লামি ওখানেই দাঁড়িয়ে পড়ুন!" সিমকিনস চিৎকার করে বলে।

বেল্লামি দৌড়ে চলে, তীক্ষ্ণ বাক নিয়ে বইয়ের সারির ভিতর দিয়ে একেবেকে এগোতে থাকে।

BanglaBook.org

চারজনের দলটা বিশগজ কাছে চলে আসতে, তারা আবার তাকে থামতে বলে কিন্তু বেল্লামি পাত্তা দেয় না।

*"ওকে ধড়ে ফেল!" সিমকিনস আদেশ দেয়।*

দলের যে সদস্য ননলিথাল রাইফেল বহন করছিল সে সেটা তুলে তাক করে ট্রিগারে চাপ দেয়। নিক্ষেপকটা এইসেল দিয়ে ছুটে গিয়ে বেল্লামির পায়ের চারপাশে জড়িয়ে যায় যাকে তারা সিলি স্ট্রিঙ বলে ডাকে, কিন্তু এর কিছুই সিলি না। সানডিয়া রাস্ট্রীয় গবেষণাগারে উদ্ভাবিত সামরিক প্রযুক্তি, এই ননলিথাল "অচলকারী" একটা আঠাল সুতার মত পলিইউরেথিন যা সংযুক্ত হওয়া মাত্র পাথরের মত শক্ত হয়ে গিয়ে, মাকড়সার জালের মত প্লাস্টিকের একটা দলা পলাতক ব্যক্তির হাটুর পিছনে সৃষ্টি করে। চলমান লক্ষ্যবস্তুতে এর প্রতিক্রিয়া অনেকটা দ্রুতগামী মোটর সাইকেলের সামনের চাকায় একটা লাঠি ঢুকিয়ে দেবার মত। মানুষের পা মাঝপথেই আটকে যায় এবং সে সামনে এগিয়ে গিয়ে মেঝেতে ধ্বসে পড়ে। বেল্লামি আরও দশ ফিট অন্ধকারে এগিয়ে যায় পুরোপুরি থামবার আগে, মাথার উপরের আলো অনাড়ম্বর ভঙ্গিতে জ্বলে উঠে।

*"মি.বেল্লামির সাথে আমি কেবল কথা বলবো,"* সিমকিনস চিৎকার করে বলে। "তোমরা ল্যাংডনের খোঁজ কর! সে নিশ্চয়ই সামনে কোথাও-" দলনেতা থেমে দাঁড়িয়ে দেখে বেল্লামির সামনের বইয়ের সারি অন্ধকারাচ্ছন্ন। নিশ্চিত ভাবেই বেল্লামির সামনে কেউ দৌড়ে যাচ্ছে না। *সে একা?*

বেল্লামি এখনও বুকের উপরে ভর দিয়ে শুয়ে ভীষণভাবে হাপাচ্ছে, তার হাটু পায়ে শক্ত প্লাস্টিকের একটা জট পেচিয়ে আছে। এজেন্ট এগিয়ে গিয়ে পায়ের ডগা দিয়ে খোচা দিয়ে বুড়ো মানুষটাকে পিঠের উপরে উল্টে দেয়।

"সে কোথায়?!" এজেন্ট জানতে চায়।

পড়ে যাবার কারণে বেল্লামির ঠোঁট থেকে রক্ত পড়ছে। "কোথায় *কে?*"

এজেন্ট সিমকিনস তার পা এবার বেল্লামির নিখুঁত সিল্কের টাইপের উপরে এনে রাখে। তারপরে সে পায়ের চাপ বাড়িয়ে সামনে ঝুকে আসে। "মি.বেল্লামি বিশ্বাস করেন আপনি এই খেলাটা আমার সাথে আসলে খেলতে চান না।"

## ৫৯
## অধ্যায়

রবার্ট ল্যাংডনের নিজেকে একটা লাশ বলে মনে হয়।

সে চিৎ হয়ে শুয়ে, হাত বুকের উপর ভাঁজ করে রাখা, নিশ্ছিদ্র অন্ধকারে এক চিলতে জায়গার ভিতরে আটকে আছে। তার মাথার কাছেই ক্যাথরিন যদিও একই ভঙ্গিতে শুয়ে রয়েছে, ল্যাংডন তাকে দেখতে পায় না। সে নিজের চোখ শক্ত করে বন্ধ করে রেখেছে পাছে নিজের সীমাবদ্ধতার ক্ষিপ্র ঝলকও তাকে দেখতে না হয়।

BanglaBook.org

*তার চারপাশের জায়গা বড্ড আটসাটো।*

*খুবই* ছোট।

ষাট সেকেণ্ড আগে রিডিং রুমের দরজা বিধ্বস্ত হবার সময়ে সে আর ক্যাথরিন বেল্লামিকে অনুসরণ করে এই অষ্টভূজাকৃতি কনসোলের কাছে এসে খাড়া সিঁড়ি দিয়ে নীচের অপ্রত্যাশিত ফাঁকা জায়গায় নেমে আসে।

ল্যাংডন সাথে সাথে বুঝতে পারে তারা কোথায় রয়েছে। *লাইব্রেরীর বাতাস সঞ্চালন ব্যবস্থার কেন্দ্রে।* একটা ছোট এয়ারপোর্টের মালামাল বিতরণ কেন্দ্রের মত দেখতে সঞ্চালক কক্ষ থেকে অনেকগুলো কনভেয়ার বেল্ট নানা দিকে ছড়িয়ে গেছে। লাইব্রেরী অব কংগ্রেস যেহেতু তিনটা ভিন্ন ভিন্ন ভবনের সমন্বয়ে গঠিত তাই রিডিং রুমে পেশ করা বইয়ের আবেদনের প্রেক্ষিতে বই অনেক সময় অনেক দূর থেকে ভূগর্ভস্থ টানেলের ভিতর দিয়ে কনভেয়ারের একটা জটিল ব্যবস্থার মাধ্যমে আনতে হয়।

বেল্লামি কক্ষটা সাথে সাথে অতিক্রম করে একটা ইস্পাতের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে সেখানে তার কিকার্ড প্রবেশ করায়, একগাদা কি নাগাড়ে চেপে চলে, এবং ধাক্কা দিয়ে দরজাটা খুলে। দরজার পেছনটা অন্ধকার কিন্তু দরজা খোলার সাথে সাথে গতি সংবেদনশীল আলো দপ দপ করে জ্বলে উঠতে শুরু করে।

ল্যাংডন যখন পিছনে কি আছে দেখতে পায়, সে বুঝতে পারে সে এই মুহূর্তে এমন একটা জিনিষের দিকে তাকিয়ে আছে যা খুব কম মানুষেরই দেখার সৌভাগ্য হয়েছে। *দি লাইব্রেরী অব কংগ্রেসের স্ট্যাকস।* বেল্লামির পরিকল্পনা শুনে তার মনে হয় কাজ হবে। *এই বিশাল গোলকধাঁধার চেয়ে লুকিয়ে থাকার আর ভাল জায়গা কি হতে পারে?*

বেল্লামি অবশ্য তাদের শেলফের দিকে নিয়ে আসে না। তার বদলে, সে একটা বই দিয়ে দরজাটা খুলে রেখে তাদের মুখোমুখি হয়। "আমি আশা করেছিলাম আরো অনেক কিছু তোমাকে খুলে বলবো কিন্তু আমাদের হাতে সময় নেই।" সে ল্যাংডনকে নিজের কিকার্ডটা দেয়। "রাখো, এটার প্রয়োজন হবে।"

"তুমি আমাদের সাথে যাবে না?" ল্যাংডন বুঝতে না পেরে জানতে চায়।

বেল্লামি মাথা নেড়ে যাবে না জানায়। "আমরা আলাদা না হলে তুমি কখনও তাদের এড়াতে পারবে না। গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল পিরামিড আর শিরোশোভাটার নিরাপত্তা।"

ল্যাংডন রিডিংরুমে উঠে যাওয়া সিঁড়িটা ছাড়া বের হবার দ্বিতীয় কোন রাস্তা দেখতে পায় না। "আর তুমি কোথায় *যাবে?*"

"আমি তাদের ভুলিয়ে বইয়ের সারির ভিতরে নিয়ে যাব তোমাদের থেকে দূরে," বেল্লামি বলে। "আমি এটুকুই করতে পারি তোমাদের পালানর ব্যাপারে সাহায্য করতে।"

সে আর ক্যাথরিন কোথায় যাবে ল্যাংডন তাকে জিজ্ঞেস করার আগেই বেল্লামি কনভেয়ারের উপর থেকে বইয়ের একটা ডাই তুলে নেয়। "বেল্টের উপরে শুয়ে পড়," বেল্লামি বলে। "হাত গুটিয়ে রাখবে।"

BanglaBook.org

ল্যাংডন বেকুবের মত তাকিয়ে থাকে। *তুমি নিশ্চয়ই ঠাট্টা করছো!* কনভেয়ার বেল্ট সামান্য কিছুদূর গিয়ে দেয়ালে গর্তের ভিতরে হারিয়ে গেছে। খোলা মুখটা বইয়ের স্তুপ পার হবার মত যথেষ্ট চওড়া কিন্তু তার বেশি না। ল্যাংডন চোখে আশা নিয়ে বইয়ের তাকের দিকে তাকায়।

"ভুলে যাও," বেল্লামি বলে। "গতি সংবেদনশীল আলোর কারণে ওখানে লুকিয়ে থাকা মুশকিল।"

"থারমাল চিহ্ন!" ওপর তলায় একটা কণ্ঠ চেঁচিয়ে বলে। "ফ্ল্যাঙ্কস কনভার্জ!"

ক্যাথরিনের যতটুকু শোনা দরকার বোঝা যায় সে ততটুকু শুনেছে। সে কনভেয়ার বেল্টের উপরে উঠে শুয়ে পড়ে তার মাথা দেয়ালের খোলা মুখ থেকে কয়েক ফিট দূরে রয়েছে। সারকোফেগাসে রাখা মমির মত সে এবার দুহাত বুকের উপরে ভাঁজ করে নেয়।

ল্যাংডন মূর্তির মত অনড় দাঁড়িয়ে থাকে।

"রবার্ট," বেল্লামি দ্রুত কণ্ঠে বলে, "আমার জন্য না হলেও পিটারের জন্য অন্তত এটা কর।"

ওপরতলার কণ্ঠস্বর আর এগিয়ে এসেছে।

যেন স্বপ্নের ঘোরে রয়েছে এমন ভাবে ল্যাংডন কনভেয়ার বেল্টের দিকে এগিয়ে যায়। ডেব্যাগটা কোমরে ঝুলিয়ে নিয়ে সে তার মাথা ক্যাথরিনের পায়ের কাছে রাখে। রবারের শক্ত বেল্ট তার পিঠে শীতল অনুভূতি জাগায়। সে ছাদের দিকে তাকায় তার মনে হয় হাসপাতালে কেউ তাকে মাথা প্রথমে ভিতরে দিয়ে এমআরআই মেশিনে ঢুকিয়ে দিয়েছে।

"ফোন চালু রেখো," বেল্লামি মনে করিয়ে দেয়। "খুব শীঘ্রই কেউ ফোন করবে. . .এবং সাহায্যের প্রস্তাব দেবে। তাকে বিশ্বাস করতে পার।"

*কেউ ফোন করবে?* ল্যাংডন জানে বেল্লামি কাউকে ফোন করছিল, শেষে না পেয়ে একটা ম্যাসেজ রেখে দিয়েছিল। আর কিছুক্ষণ আগে তারা যখন দ্রুত বৃত্তাকার সিঁড়ি দিয়ে নীচে নামছে তখন শেষবারের মত ফোন করে তাকে লাইনে পায়, চাপা কণ্ঠে কিছুক্ষণ কথা বলে রেখে দেয়।

"কনভেয়ারে করে একেবারে শেষ মাথা পর্যন্ত যাবে," বেল্লামি বলে। "সেখানে কনভেয়ার ঘোরার সময়ে দ্রুত নেমে পড়বে। আমার কিকার্ড ব্যবহার করে বের হয়ে যেও।"

"বের হয়ে কোথায় যাব?" ল্যাংডন জানতে চায়।

কিন্তু বেল্লামি ততক্ষণে লিভার টেনে দিয়েছে। ঘরের সবগুলো কনভেয়ার নিমেষে প্রাণ ফিরে পায়। ল্যাংডন টের পায় তার দেহ গতি লাভ করেছে এবং মাথার উপরে ছাদ পেছনে সরে যাচ্ছে।

*খোদা এযাত্রা প্রাণে বাঁচিয়ে দাও।*

BanglaBook.org

ল্যাংডন দেয়ালের ফাঁকা স্থানটার দিকে এগোতে শুরু করতেই সে পেছনে মাথা ঘুরিয়ে তাকায় দেখে বেল্লামি দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে বইয়ের শেলফের আড়ালে হারিয়ে যায়। মুহূর্ত পরে ল্যাংডনকে অন্ধকার গ্রাস করে নেয়, লাইব্রেরীর কনভেয়ার ব্যবস্থা. .আর সেই সময়েই সিঁড়ি বেয়ে লেজারের আলো লকলক করতে করতে নীচে নেমে আসে।

# ৬০
# অধ্যায়

প্রেফার্ড সিকিউরিটি থেকে কম বেতনে নিয়োগ দেয়া মহিলা নিরাপত্তা রক্ষী তার কল-শীটে কালোরামা হাইটসের ঠিকানাটা দ্বিতীয়বার দেখে নেয়। তার সামনে বন্ধ ড্রাইভওয়ের পেছনে এলাকার সবচেয়ে বড় আর নির্জন আবাসিক এলাকা আর তাই ব্যাপারটা একটু অদ্ভুত যখন ৯১১ এখান থেকে একটা জরুরী কল পায়।

অজ্ঞাতনামা ফোন কলের ক্ষেত্রে যা সচরাচর করা হয়ে থাকে, ৯১১ এলাকার একটা স্থানীয় এলার্ম কোম্পানীর সাথে প্রথমে যোগাযোগ করে পুলিশকে খবর দেবার আগে। রক্ষী প্রায়ই এলার্ম কোম্পানীর মূলনীতিটা ভাবে-"তোমার প্রথম নিরাপত্তা বেষ্টনী"-খুব সহজেই "ফলস এলার্ম, ফাজলামো, কুকুর হারান, বা বেকুব প্রতিবেশীর কাজ" প্রতিয়মান হতে পারে।

আজরাতেও, বরাবরের মতই নিরাপত্তা কর্মী নির্দিষ্ট কোন তথ্য ছাড়াই পর্যবেক্ষণ করতে এসেছে। *আমার বেতনে এটা পড়ে না।* তার কাজ হল হলুদ আলো জ্বালিয়ে সম্পত্তিটা ঘুরে দেখা আর অস্বাভাবিক কিছু চোখে পড়লে রিপোর্ট করা। সাধারণত, দেখা যায় কোন ফালতু কারণে এলার্ম বেজে উঠেছে সে তখন তার ওভাররাইড কি ব্যবহার করে এলার্ম পুনরায় সেট করে দেয়। *এই* বাসাটা অবশ্য চুপচাপ আছে। কোন এলার্ম বাজছে না। রাস্তা থেকে যেটুকু দেখা যায় তাতে অন্ধকার আর শান্তিপূর্ণ বলেই মনে হয়।

নিরাপত্তা কর্মী প্রধান ফটকের কাছের ইন্টারকম টেপে, কিন্তু কোন উত্তর পায় না। সে তার ওভাররাইড কোড দিয়ে গেট খুলে ভিতরে প্রবেশ করে। গাড়ির ইঞ্জিন চালু রেখেই সে গাড়ি থেকে নেমে সদর দরজায় গিয়ে বেল চাপে কোন উত্তর নেই। সে কোথাও কোন আলো জ্বলতে বা কিছু নড়াচড়া করতেও দেখে না।

অনীহার সাথে নিয়ম পালনের খাতিরে, সে তার ফ্ল্যাশলাইট জ্বেলে বাড়ির চারপাশের দরজা জানলা পরীক্ষা করে দেখে কেউ বলপূর্বক ভেতরে প্রবেশ করেছে কিনা। সে বাক নেয়ার সময় দেখে একটা কালো স্ট্রেচ লিমোজিন বাড়ির পাশ দিয়ে যাবার সময়ে একটু গতি হ্রাস করে তারপরে আবার সোজা চলে যায়। *নাকগলান প্রতিবেশীর দল।*

BanglaBook.org

একটু একটু করে সে পুরো বাড়িটা ঘুরে দেখে কোথাও অস্বাভাবিক কিছুই তার চোখে পড়ে না। বাসাটা যে যেমন ভেবেছিল তারচেয়েও বিশাল, এবং সে যখন পেছনে পৌঁছে ততক্ষণে সে শীতে কাঁপতে শুরু করেছে। বোঝাই যাচ্ছে বাসায় কেউ নেই।

"ডেসপ্যাচ?" সে তার রেডিও অন করে। "আমি ক্যালোরমা হাইটস দেখতে এসেছি? মালিকরা কেউ বাসায় নেই। ঝামেলারও কোন চিহ্ন কোথাও নেই। চারপাশটা ঘুরে দেখেছি। জোরপূর্বক প্রবেশের কোন চিহ্ন চোখে পড়েনি। ফলস এলার্ম।"

"রজার দ্যাট," ডেসপ্যাচার বলে। "শুভ রাত্রি।"

নিরাপত্তা রক্ষী তার রেডিও বেল্টে গুঁজে রেখে ফিরে আসতে শুরু করে যত তাড়াতাড়ি সে তার গাড়ির উষ্ণ পরিবেশে ফিরে যেতে চায়। ফিরতে শুরু করে সে অবশ্য কিছু একটা দেখে যা আগে তার চোখ এড়িয়ে গিয়েছিল–একটা নীলচে আলোর কণা বাসার পেছনে দেখা যায়।

বিভ্রান্ত হয়ে, সে সেদিকে হেঁটে যায় আলোটার উৎস দেখতে পেয়েছে–একটা নীচু ট্রান্সসম জানালা, যা আপাত দৃষ্টিতে বাড়ির বেসমেন্টে অবস্থিত। জানালার কাঁচে কালো রঙ দেয়া। *বোধহয় কোন ধরণের ডার্করুম হবে?* সে যে নীল আলোটা জ্বলতে দেখেছে সেটা কাঁচের একটা ক্ষুদ্র স্থান দিয়ে নির্গত হয়েছে যেখানে কালো রঙ উঠতে শুরু করেছে।

সে উবু হয়ে বসে সেই ক্ষুদ্র স্থানটা দিয়ে ভেতরটা দেখতে চেষ্টা করে কিন্তু জায়গাটা বড্ড ছোট হওয়াতে সে কিছুই দেখতে পায় না। সে কাঁচে টোকা দেয়, কেউ বোধহয় নীচে কাজ করছে।

"হ্যালো," সে চিৎকার করে ডাকে।

কেউ কোন উত্তর দেয় না কিন্তু কাঁচে টোকা দেবার কারণে রঙের টুকরোটা সহসা খুলে পড়ে এবং ভেতরের পুরোটা দেখার সুযোগ তাকে করে দেয়। সে সামনে ঝুকে মুখটা কাঁচের সাথে ঠেকিয়ে সে বেসমেন্টটা জরিপ করে। সাথে সাথে তার মনে হয় না করলেই ভালো ছিল।

*ঈশ্বরের দিব্যি এসব কি?!*

হতচকিত হয়ে সে উবু হয়েই কিছুক্ষণ বসে থাকে, তার চোখের সামনের ভীতিকর দৃশ্যের দিকে তাকিয়ে। অবশেষে কাঁপা কাঁপা হাতে সে তার রেডিও বের করার জন্য হাত বাড়ায়।

সে তখন রেডিও খুঁজে পায়নি।

তার গলার পেছনে হিসহিস শব্দে এক জোড়া তাশের শূল গেঁথে যায় এবং পুরো দেহে তীব্র যন্ত্রণা ছড়িয়ে পড়ে। তার মাংসপেশী আড়ষ্ঠ হয়ে যায় সে সামনের দিকে মুখ থুবড়ে পড়ে, তার মুখ যখন মাটি স্পর্শ করে তখনও তার চোখ খোলা।

BanglaBook.org

# ৬১
# অধ্যায়

আজকের রাতটাই প্রথম না যখন ওয়ারেন বেল্লামির চোখ বাঁধা হয়েছে। তার অন্যসব ম্যাসন গুরুভাইদের মত ম্যাসনসঙ্ঘের উচ্চতর মার্গে আরোহনের সময়ও আয়োজিত কৃত্যানুষ্ঠানে তাকে "শিরস্ক" পরতে হয়েছিল। সেটা অবশ্য ছিল বিশ্বস্ত বন্ধুদের মাঝে আয়োজিত যজ্ঞ। আজরাতের ঘটনা আলাদা। এইসব কঠিন কাজের লোকেরা তার হাত বেধে মাথায় একটা টোপর পরিয়ে দিয়েছে এবং এখন তাকে লাইব্রেরীর বইয়ের ভিতর দিয়ে হাটিয়ে নিয়ে চলেছে।

এজেন্টরা বেল্লামিকে শারিরীকভাবে অপদস্থ করে জানতে চেয়েছে ল্যাংডন কোথায়। নিজের বুড়ো শরীরটা বেশিক্ষণ নির্যাতন সহ্য করতে পারবে না জেনেই সে দ্রুত নিজের মত করে মিথ্যা একটা গল্প বানিয়ে ফেলেছে।

"ল্যাংডন আমার সাথে এখানে আসেইনি!" বাতাসের জন্য হাঁসফাঁস করার ফাঁকে সে কোনমতে তাদের বলে। "আমি তাকে বলেছিলাম উপরের ব্যালকনিতে উঠে মোজেসের মূর্তির পেছনে লুকিয়ে থাকতে, কিন্তু এখন আমি জানিনা সে কোথায় আছে!" গল্পটা মোটামুটি চলনসই সাথে সাথে দুজন এজেন্ট কথামত খুঁজতে রওয়ানা হতে সেটা বোঝা যায়। বাকি দুই এজেন্ট এখন তাকে বইয়ের তাকের ভিতর দিয়ে হাঁটিয়ে নিয়ে চলেছে।

বেল্লামির সান্ত্বনা একটাই ল্যাংডন আর ক্যাথরিন পিরামিডটা নিয়ে নিরাপদে সরে পড়তে পেরেছে। শীঘ্রই ল্যাংডনের সাথে কেউ একজন যোগাযোগ করবে যে তাদের নিরাপদ আশ্রয় দেবে। *তাকে বিশ্বাস করবে।* বেল্লামি যে লোকটার সাথে কথা বলেছে সে ম্যাসনিক পিরামিড আর এর ভেতর লুকিয়ে থাকা রহস্য- গোপন প্যাচান সিঁড়ি যা পৃথিবীর অভ্যন্তরে নেমে গেছে যেখানে অনেক আগে একটা গোপন স্থানে সম্ভাবনাময় প্রাচীন জ্ঞান লুকিয়ে রাখা হয়েছিল, তার অবস্থান- সম্পর্কে অনেক কিছু জানে। রিডিং রুম থেকে পালিয়ে যাবার সময়ে বেল্লামি শেষ পর্যন্ত তার সাথে কথা বলতে পারে এবং সে বেশ অনুভব করতে পারে তাদের সংক্ষিপ্ত কথোপকথন অপরপক্ষ ভালভাবে বুঝতে পেরেছে।

এখন, সম্পূর্ণ অন্ধকারে হাটতে হাটতে সে ল্যাংডনের ব্যাগে থাকা ম্যাসনিক পিরামিড আর সোনার শিরোশোভার কথা ভাবে। *অনেক দিন পরে দুটো টুকরো আবার একই ঘরে ফিরে এসেছে।*

বেল্লামি সেই বেদনা রাতের কথা কখনও ভুলতে পারবে না। *পিটারের জন্য প্রথম অনেক কিছুর শুরু সে রাতে।* জ্যাকারিয়া সলোমনের আঠারতম জন্মদিনের উৎসবে যোগ দিতে বেল্লামিকে সলোমনদের পটোম্যাকের এস্টেটে আসবার আমন্ত্রণ জানান হয়েছিল। জ্যাকারিয়া বেয়াদপ বাচ্চা হওয়া সত্ত্বেও, একজন সলোমন, যার মানে আজরাতে, পারিবারিক রীতি অনুসারে সে তার উত্তরাধিকার

BanglaBook.org

অর্জন করবে। বেল্লামি পিটারের বিশ্বস্ত বন্ধু আর আস্থাভাজন ম্যাসনিক গুরুভাই হবার কারণে সাক্ষী হিসাবে তাকে উপস্থিত থাকতে বলা হয়। বেল্লামিকে কেবল অর্থ হস্তান্তরের সাক্ষী হবার জন্য উপস্থিত থাকতে বলা হয়নি। সে রাতে আরও অনেক কিছু যার মূল্য টাকায় পরিমাপ করা যায় না ঝুঁকির সম্মুখীন হয়ে পড়েছিল।

বেল্লামি আগেই পৌঁছেছিল এবং পিটারের ব্যক্তিগত স্টাডিতে বসে অপেক্ষা করছিল। পুরনো আসবাবে ঠাসা ঘরটায় চামড়া, কাঠের আগুনের ধোঁয়া আর খোলা চায়ের গন্ধ মিলিয়ে একটা অদ্ভুত আমেজ তৈরী করেছিল। পিটার যখন জ্যাকারিয়াকে নিয়ে স্টাডিতে প্রবেশ করে তখন ওয়ারেন চেয়ারে বসেছিল। আঠার বছরের হাড্ডিসার ছেলেটা ওয়ারেনকে দেখেই চোখ কুচকায়। "তুমি এখানে কি করছো?"

"সমর্থন করতে," ওয়ারেন সাফাই দেয়। "শুভ জন্মদিন, জ্যাকারিয়া।"

ছেলেটা বিড়বিড় করে কিছু একটা বলে অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে রাখে।

"জ্যাকারিয়া, বস," পিটার বলে।

বাবা বিশাল কাঠের ডেস্কের সামনে রাখা একমাত্র চেয়ারে জ্যাকারিয়া বসতে, সলোমন দরজা আটকে দেয়। বেল্লামি একপাশে একটা চেয়ার নিয়ে বসে।

সলোমন জ্যাকারিয়ার দিকে তাকিয়ে গুরুতর ভঙ্গিতে কথা বলে। "তুমি জান এখানে কেন তোমাকে ডেকে আনা হয়েছে?"

"আমার মনে হয়," জ্যাকারিয়া বলে।

সলোমন গভীর একটা শ্বাস নেয়। "আমি তোমাকে চিনি এবং জ্যাক্ অনেকদিন চোখে চোখ রেখে তোমার সাথে কথা হয়নি। আমি আমার সাধ্যমত চেষ্টা করেছি একজন ভাল পিতার কর্তব্য  এবং তোমাকে এই মুহূর্তের জন্য প্রস্তুত করতে।"

জ্যাকারিয়া কিছু বলে না।

"তুমি হয়ত জানো, সলোমন পরিবারের প্রতিটা ছেলে, প্রাপ্তবয়স্ক হলে তাকে তার জন্মগত অধিকার হস্তান্তর করা হয়- সলোমন সম্পদে তার অংশ-যা আশা করা হয় এটা একটা *বীজ*.   .তুমি এর যত্ন নেবে, বাড়িয়ে তুলবে আর মানবজাতির কল্যাণে সাহায্য করবে।"

সলোমন হেঁটে দেয়ালের কাছে গিয়ে একটা ভল্ট খুলে ভেতর থেকে কালো চামড়ার একটা ফোল্ডার বের করে। "বাছা, এই পোর্টফোলিওতে তোমার আর্থিক উত্তরাধিকার তোমার নামে পরিবর্তনের সমস্ত আইনী কাগজপত্র পাবে।" সে ডেস্কের উপরে ফোলিওটা রাখে। "উদ্দেশ্য একটাই যে তুমি এই অর্থ উৎপাদনশীল, সমৃদ্ধ আর কল্যাণময় একটা জীবন গঠনে ব্যায় করবে।"

জ্যাকারিয়া ফোল্ডারটা ধরতে যায়। "ধন্যবাদ।"

BanglaBook.org

"দাড়াও," তার বাবা, পোর্টফোলিওর উপরে হাত রেখে বলে উঠে। "আর কিছু আছে যা আমি তোমাকে বলতে চাই।"

জ্যাকারিয়া তার বাবার দিকে উদ্ধত দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে আবার চেয়ারে বসে পড়ে।

"সলোমন উত্তরাধিকারের অনেকগুলো আঙ্গিক সম্পর্কে তুমি এখনও কিছু জানো না।" তার বাবা এবার সরাসরি জ্যাকারিয়ার চোখের দিকে তাকিয়ে কথা বলে। "জ্যাকারিয়া তুমি আমার প্রথম ভূমিষ্ঠ সন্তান, যার মানে তুমি একটা পছন্দের দাবীদার।"

জ্যাকারিয়া উঠে বসে, তাকে কৌতূহলী দেখায়।

"এটা এমন একটা পছন্দ যা হয়ত তোমার ভবিষ্যত জীবনের গতিপথ বদলে দেবে এবং আমি তাই চাই তুমি ব্যাপারটা ভাল করে ভেবে দেখো।"

"কিসের দায়িত্ব?"

তার বাবা একটা গভীর শ্বাস নেয়। "পছন্দটা. .জ্ঞান আর সম্পদের ভিতরে।"

জ্যাকারিয়া ভাবলেশহীন দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে। "জ্ঞান না সম্পদ। ঠিক বুঝতে পারলাম না।"

সলোমন উঠে দাঁড়ায়, আবার ভল্টের কাছে যায় এবং ভেতর থেকে পাথরের একটা পিরামিড বের করে যার গায়ে ম্যাসনিক প্রতীক উৎকীর্ণ রয়েছে। পিটার পিরামিডটা তুলে এনে ডেস্কে পোর্টফোলিওর পাশে রাখে। "এই পিরামিডটা অনেক আগে খোদাই করা হয়েছিল আর তোমার পরিবারের কাছে বংশানুক্রমে এটা গচ্ছিত রয়েছে।"

"একটা পিরামিড?" জ্যাকারিয়াকে খুব একটা আগ্রহী দেখায় না।

"বাছা. .এই পিরামিডটা একটা ম্যাপ. .এমন একটা ম্যাপ যা মানব জাতির হারিয়ে যাওয়া অমূল্য সম্পদের অবস্থান প্রকাশ করবে। এই ম্যাপটা তৈরী করা হয়েছিল যাতে একদিন সম্পদটা পুনরাবিস্কার করা যায়।" পিটারের কণ্ঠ এবার গর্বে বলীয়ান হয়ে উঠে। "এবং আজ রাতে, চিরাচরিত প্রথা অনুযায়ী, কতিপয় শর্তাধীনে. .এটা তোমাকে দিতে চাই।"

জ্যাকারিয়া সন্দিগ্ধ চোখে পিরামিডটার দিকে তাকায়। "কি ধরণের সম্পদ?"

বেল্লামি নিজের ডান চোখ বাজি রেখে বলতে পারে পিটার আর যাই হোক এই রুক্ষ প্রশ্নটা আশা করেনি। অবশ্য এরপরেও তার অভিব্যক্তি অটল থাকে।

"জ্যাকারিয়া পেছনের বিশাল ইতিহাস না বলে এক কথায় এটা প্রকাশ করা অসম্ভব। কিন্তু এই গুপ্তধন. .মূলত. .এক কথায় যাকে আমরা প্রাচীন রহস্যময়তা বলে অভিহিত করে থাকি।"

জ্যাকারিয়া হাসে, বাবা ঠাট্টা করেছে বলে ধরে নেয়।

BanglaBook.org

"জ্যাক, ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করা আমার পক্ষে ভীষণ কঠিন। প্রথা অনুযায়ী, একজন সলোমনের আঠারো বছর পূর্ণ হলে, সে তখন উচ্চতর পড়াশুনার জন্য কলেজে–"

"আমি তোমাকে আগেই বলেছি!" জ্যাকারিয়া অসভ্যের মত চেঁচিয়ে উঠে। "আমি কলেজে যাচ্ছি না।"

"আমি কলেজ বোঝাতে ঠিক চাইনি," তার বাবা বলে, কণ্ঠস্বর তখনও শান্ত এবং সমাহিত। "আমি ফ্রিম্যাসনারী ভ্রাতৃসঙ্ঘের কথা বলেছি। আমি মানুষের সৃষ্টিতত্ত্বের স্থায়ী রহস্যের অনুধাবনের কথা বলছিলাম। তুমি যদি তাদের মত আমার সাথে চাও, তাহলে আজ রাতে তোমার সিদ্ধান্তের গুরুত্ব বোঝার জন্য প্রয়োজনীয় শিক্ষা গ্রহণের দ্বারপ্রান্তে তুমি উপনীত হবে।"

জ্যাকারিয়া চোখ উল্টায়। "আমাকে পরে কখনও এসব ম্যাসনিক তত্ত্ব শুনিও। আমি জানি আমিই হলাম প্রথম সলোমন যে যোগ দিতে ইচ্ছুক না। কিন্তু তাতে কি হয়েছে? তুমি ব্যাপারটা ধরতে পারনি? আমি বুড়ো হাবড়াদের সাথে পোষাক পরে খেলতে রাজি নই!"

তার বাবা অনেকক্ষণ চুপ করে থাকে এবং বেল্লামি লক্ষ্য করে পিটারের তখনও তরুণ চোখের চারপাশে সূক্ষ্ম ভাঁজ পড়তে শুরু করেছে।

"হ্যাঁ, আমি বুঝতে পেরেছি," পিটার শেষপর্যন্ত বলে। "সময় বদলে গেছে। আমি বুঝতে পারি ম্যাসনারী এখন তোমাদের কাছে অদ্ভুত বলে মনে হয় এমনকি বিরক্তিকরও। আমি তোমাকে বলতে চাই তোমার জন্য সবসময়ে দরজা খোলা থাকবে তুমি যদি কখনও মত পরিবর্তন কর।"

"তুমি সে আশা করে বসে থেকো না," জ্যাকারিয়া অসন্তুষ্ট কণ্ঠে বলে।

"অনেক হয়েছে!" পিটার উঠে দাঁড়িয়ে, ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বলে। "আমি বুঝতে পারছি জীবনটা তোমার কাছে একটা বোঝায় পরিণত হয়েছে, জ্যাকারিয়া, কিন্তু আমিই কেবল তোমার একমাত্র পরামর্শদাতা নই। অনেক ভাল মানুষ তোমার জন্য অপেক্ষা করছে, যারা তোমাকে ম্যাসনিক ভ্রাতৃসঙ্ঘে স্বাগত জানাবে এবং তোমাকে তোমার সত্যিকারের সম্ভাবনা দেখাবে।"

জ্যাকারিয়া খিকখিক করে হেসে বেল্লামির দিকে তাকায়। "মি. বেল্লামি এই জন্যই তুমি এসেছো? যাতে তোমরা ম্যাসনরা আমার বিরুদ্ধে জোট পাকাতে পার?"

বেল্লামি কিছু না বলে, শ্রদ্ধাপূর্ণ দৃষ্টিতে পিটারের দিকে তাকায়– জ্যাকারিয়াকে স্মরণ করিয়ে দেয় এই ঘরে কে ক্ষমতাবান।

জ্যাকারিয়া তার বাবার দিকে তাকায়।

"জ্যাক, " পিটার বলে, "এভাবে আমরা কোথাও পৌঁছাতে পারব না. .আমি তাই তোমাকে কেবল এটুকুই বলতে চাই। আজ রাতে তোমাকে যে দায়িত্ব গ্রহণ করার আমন্ত্রণ জানান হয়েছে সেটার গুরুত্ব তুমি বুঝতে পার বা না পার, এটা আমার পারিবারিক দায়িত্ব তোমাকে বিষয়টা অবহিত করা।" সে

BanglaBook.org

পিরামিডটা দেখায়। "এই পিরামিডটা রক্ষার দায়িত্ব পাওয়াটা একটা বিরল সৌভাগ্য। আমি তোমাকে অনুরোধ করছি তোমার সিদ্ধান্ত নেবার আগে এই সুযোগটা সম্পর্কে তুমি কয়েকদিন ভাল করে ভাবো?"

"সুযোগ?" জ্যাকারিয়া বলে। "একটা পাথরকে ছোট বাচ্চার মত আগলে রাখবো?"

"জ্যাক, এই পৃথিবীতে অনেক রহস্য আছে," পিটার একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে। "রহস্য যা তোমার সবচেয়ে অবাস্তব কল্পনাকেও হার মানাবে। এই পিরামিডটা সেসব রহস্যকে রক্ষা করছে। এবং তারচেয়েও গুরুত্বপূর্ণ, এমন একটা সময় আসবে, সেটা সম্ভবত তোমার জীবদ্দশাতেই আসবে, যখন এই পিরামিডটার শেষ পর্যন্ত পাঠোদ্ধার হবে এবং এর রহস্যের উপর থেকে যবনিকা উঠবে। সেটা হবে মানুষের রূপান্তরের একটা মাহেন্দ্রক্ষণ. . আর সেই মুহূর্তে একটা ভূমিকা পালনের সুযোগ তোমার আছে। আমি চাই তুমি ব্যাপারটা ভাল করে ভেবে দেখো। সম্পদ সবারই আছে কিন্তু জ্ঞান খুবই বিরল।" সে প্রথমে পোর্টফোলিও পরে পিরামিডটার দিকে ইঙ্গিত করে। "আমি তোমাকে মিনতি করে বলছি জ্ঞান ছাড়া সম্পদ অনেক সময় বিপর্যয় ডেকে আনে"

জ্যাকারিয়াকে দেখে মনে হবে সে তার বাবাকে পাগল ভাবছে। "বাবা, তুমি যাই বল, আমি এর জন্য আমার উত্তরাধিকার জলাঞ্জলি দিতে পারব না।" সে পিরামিডটার দিকে দেখায়।

পিটার তার সামনে হাত ভাজ করে। "তুমি যদি দায়িত্ব গ্রহণটা বেছে নাও তবে আমি তোমার টাকা আর পিরামিড ম্যাসনদের কাছে তোমার শিক্ষা সাফল্যের সাথে শেষ না হওয়া পর্যন্ত আগলে রাখবো। এতে অনেক বছর সময় লাগবে, কিন্তু তুমি পরিণত হয়ে ফিরে আসবে তোমার টাকা আর পিরামিডের জন্য। সম্পদ আর জ্ঞান। একটা অসীম সম্ভাবনাময় যুগলবন্দি।"

জ্যাকারিয়া চিৎকার করে উঠে। "জেসাস ড্যাড! তুমি কখনও হাল ছাড়ো না, তাই না? তুমি কি দেখতে পাচ্ছো না যে ম্যাসন, পাথরের পিরামিড আর প্রাচীন রহস্যের প্রতি আমার বিন্দুমাত্র আগ্রহ নেই?" সে ঝুঁকে টেবিল থেকে কালো পোর্টফোলিওটা তুলে নিয়ে সেটা তার বাবার মুখের সামনে নাড়ে। "*এটা* আমার জন্মগত অধিকার! আমার আগে যে সলোমনরা এসেছিল এই একই অধিকার তারা পেয়েছে! আমার বিশ্বাস হচ্ছে না প্রাচীন গুপ্তধনের ম্যাপের আবোলতাবোল গল্প বলে তুমি চালাকি করে আমার কাছ থেকে আমার উত্তরাধিকার কেড়ে নিতে চাইছো!" সে পোর্টফোলিওটা বগলের নীচে গুঁজে বেল্লামির পাশ দিয়ে হেঁটে স্টাডির ভিতরের দিকের দরজার দিকে এগিয়ে যায়।

"জ্যাকারিয়া থামো!" জ্যাকারিয়া বাইরে বের হয়ে যাবে এমন সময় তার বাবা দৌড়ে তার কাছে যায়। "তুমি যাই কর, তুমি যে পিরামিডটা দেখেছো সেটার কথা কাউকে বলতে পারবে না!" পিটার সলোমনের কণ্ঠস্বর কর্কশ শোনায়। "*কারো* কাছে না! কখনও!"

BanglaBook.org

কিন্তু জ্যাকারিয়া তাকে পাত্তা না দিয়ে, বাইরের অন্ধকারে হারিয়ে যায়।

পিটার সলোমনের চোখে অব্যক্ত বেদনা ফুটে থাকে যখন সে ডেস্কের কাছে ফিরে এসে চামড়া বাঁধান চেয়ারে শরীর ছেড়ে দিয়ে বসে। অনেকক্ষণ পরে, সে বেল্লামির দিকে তাকিয়ে বিষণ্ন একটা হাসি দেয়। "ভালমতই শেষ হয়েছে।"

বেল্লামি দীর্ঘশ্বাস ফেলে, পিটারের কষ্টটা সে বুঝতে পারে। "পিটার আমি অবিবেচকের মত বলছি না. . .কিন্তু. .তুমি কি তাকে বিশ্বাস কর?"

সলোমন শূন্য চোখে ফাঁকার দিকে তাকিয়ে থাকে।

"আমি বলতে চাইছি. ." বেল্লামি ব্যগ্রতা ফুটিয়ে বলে, "পিরামিডের ব্যাপারে কাইকে কিছু না বলার বিষয়টা?"

সলোমনের মুখে কোন অভিব্যক্তি নেই। "ওয়ারেন আমি সত্যিই জানি না কি বলবো তোমাকে। আমি নিশ্চিত না, আমার ছেলেকে আমি নিজেই চিনি না।"

বেল্লামি উঠে দাঁড়িয়ে বিশাল ডেস্কটার সামনে পায়চারি করে। "পিটার তুমি তোমার পারিবারিক দায়িত্ব অনুসরণ করেছো, কিন্তু এখন, এই মাত্র যা ঘটে গেল সেটা বিবেচনা করে, আমার মনে হয় আমাদের সাবধান হওয়া উচিত। আমি তোমাকে শিরোশোভাটা ফিরিয়ে দেব যাতে তুমি সেটা অন্য কোথাও লুকিয়ে রাখতে পার। সেটা রক্ষার দায়িত্ব এবার অন্য কারো নেয়া উচিত।"

"কেন?" সলোমন প্রশ্ন করে।

"জ্যাকারিয়া যদি পিরামিডের কথা কাউকে বলে. .এবং উল্লেখ করে আজরাতে আমি এখানে উপস্থিত ছিলাম. ."

"শিরোশোভার কথা সে কিছু জানে না এবং পিরামিডের গুরুত্ব বোঝার মত পরিণত সে হয়নি। আমাদের এত ব্যস্ত হবার প্রয়োজন নেই। আমার ভল্টেই পিরামিডটা থাকবে। আর শিরোশোভাটা তোমার হেফাজতেই থাকবে, তোমার যেখানে ইচ্ছা সেটা লুকিয়ে রাখো। আমরা বরাবর যা করে আসছি।"

ছয় বছর পরে, বড়দিনে, জ্যাকারিয়ার মৃত্যুর ধাক্কা পরিবারটা তখনও কাটিয়ে উঠতে পারেনি, সেই অতিকায় লোকটা সলোমন এস্টেটে এসে দাবী করে জেলখানায় জ্যাকারিয়াকে সেই খুন করেছে। অনুপ্রবেশকারী পিরামিডটা নিতে এসেছিল কিন্তু কেবল ইসাবেল সলোমনের আত্মা সঙ্গে নিয়ে যায়।

কয়েক দিন পরে, পিটার বেল্লামিকে তার অফিসে ডেকে নিয়ে আসে। সে দরজা বন্ধ করে, ভল্ট থেকে পিরামিডটা বের করে দুজনের মাঝে টেবিলের উপরে সেটা রাখে। "তোমার কথা আমার শোনা উচিত ছিল।"

বেল্লামি জানে এ বিষয়টা নিয়ে পিটার মর্মে মরে আছে। "এমন কোন ক্ষতিবৃদ্ধি হয়নি।"

সলোমন ক্লান্ত ভঙ্গিতে শ্বাস নেয়। "শিরোশোভা ক্যাপস্টোনটা এনেছো?"

বেল্লামি পকেট থেকে একটা ছোট চারকোণা প্যাকেট বের করে। ধূসর বাদামি কাগজটা সুতো দিয়ে বাঁধা এবং মোমের উপরে সলোমন'স আংটির ছাপ

BanglaBook.org

রয়েছে। বেল্লামি ডেস্কের উপরে প্যাকেটটা রাখে, সে জানে আজ রাতে ম্যাসনিক পিরামিডের দুই খণ্ড তাদের যেভাবে থাকার কথা তার চেয়ে পরস্পরের অনেক কাছে রয়েছে। "এটা গচ্ছিত রাখার জন্য নতুন কাউকে খুঁজে বের কর। আর তার নাম আমাকে বলার প্রয়োজন নেই।"

সলোমন মাথা নাড়ে।

"আর আমি জানি তুমি পিরামিডটা কোথায় লুকিয়ে রাখতে পার," বেল্লামি বলে। সে সলোমনকে ক্যাপিটল ভবনের সাববেসমেন্টের কথা বলে। "গোটা ওয়াশিংটনে এরচেয়ে সুরক্ষিত স্থান আর খুঁজে পাবে না।"

বেল্লামির আজও মনে আছে পরিকল্পনাটা শুনেই সলোমনের পছন্দ হয়েছিল কারণ জাতির হৃদয়ের প্রতীক একটা ভবনে পিরামিড লুকিয়ে রাখাটা তারসাথে একেবারে প্রতীকীভাবেই মানানসই। *সলোমন বলে কথা, বেল্লামি ভেবেছিল। বিপর্যয়ের ভিতরেও আদর্শের ধ্বজাধারী।*

এখন, দশ বছর পরে, লাইব্রেরী অব কংগ্রেসের ভিতর দিয়ে যখন বেল্লামিকে ধাক্কিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, সে জানে আজ রাতে শুরু হওয়া বিপর্যয় এখনও কাটেনি। সে এখন অবশ্য জানে সলোমন কাকে পছন্দ করেছিল শিরোশোভা দেখে রাখার জন্য. .এবং সে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করে ল্যাংডন যেন নিজের মান রাখতে পারে।

# ৬২
# অধ্যায়

আমি সেকেণ্ড স্ট্রীটের নীচে আছি।

কনভেয়ার বেল্ট অন্ধকারের ভিতরে গমগম শব্দ করে এডামস ভবনের দিকে যাওয়ার সময়ে ল্যাংডন প্রাণপনে চোখ বন্ধ করে রাখে। মাথার উপরে টন টন মাটি আর তার ভিতরে সরু একটা সুড়ঙ্গ দিয়ে সে ভ্রমণ করছে এই বিষয়টা একেবারেই না ভাববার চেষ্টা সে করে। সে তার কয়েক গজ সামনে থেকে ক্যাথরিনের শ্বাস নেবার শব্দ শুনতে পায় কিন্তু এখন পর্যন্ত সে একটা শব্দও উচ্চারণ করেনি।

*সে বিহ্বল হয়ে পড়েছে।* তার ভাইয়ের হাত কাটা গেছে এই খবরটা ল্যাংডন তাকে কিভাবে বলবে ভেবে পায় না। *তোমাকে পারতেই হবে, রবার্ট। তার জানবার অধিকার রয়েছে।*

"ক্যাথরিন?" ল্যাংডন অবশেষে থাকতে না পেরে চোখ বন্ধ করেই বলে উঠে, "তুমি ঠিক আছো?"

একটা ভীত, দূর্বল, দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন কণ্ঠস্বর সামনে কোথাও থেকে ভেসে আসে। "রবার্ট, তোমার কাছে যে পিরামিডটা আছে। সেটা পিটারের, তাই না?"

BanglaBook.org

"হ্যাঁ," ল্যাংডন ভণিতা না করে বলে।

এরপরে অনেকক্ষণ নিরবতা বজায় থাকে। "আমার মনে হয়. . .এই পিরামিডের কারণেই আমার মা খুন হয়েছিল।"

ল্যাংডন খুব ভাল করেই জানে দশ বছর আগে ইসাবেল সলোমনকে হত্যা করা হয়েছিল কিন্তু সে এত বিস্তারিত জানতো না এবং পিটারও কখনও কোন পিরামিডের কথা তার সাথে আলোচনা করেনি। "তুমি কি ভাবছো?"

সে রাতের ভয়ঙ্কর ঘটনার কথা আবার মনে পড়তে, কিভাবে উল্কি আঁকা লোকটা তাদের এস্টেটে প্রবেশ করেছিল, ক্যাথরিনের কণ্ঠস্বর আবেগাক্রান্ত হয়ে উঠে। "অনেক দিন আগের কথা কিন্তু আমি কখনও ভুলব না সে একটা পিরামিড চেয়েছিল। সে বলেছিল, জেলখানায় আমার ভাইপো, জ্যাকারিয়া তাকে খুন করার ঠিক আগে. . . তার কাছে সে পিরামিডটার কথা শুনেছে।"

ল্যাংডন বিস্মিত হয়ে শোনে। সলোমন পরিবারের শোকাবহ ঘটনার কথা শুনলে বিশ্বাস হতে চায় না। ক্যাথরিন বলতে থাকে, সে ল্যাংডনকে জানায় যে সে সবসময়ে বিশ্বাস করতো সে রাতে সেই আগন্তুক মারা গেছে. . .আজ পর্যন্ত, যতক্ষণ না সেই লোক আবার পিটারের সাইক্রিয়াটিস্টের ভাব ধরে পুনরায় আবিভূর্ত হয়, এবং ক্যাথরিনকে ছল করে নিজের বাসায় পর্যন্ত নিয়ে গিয়েছিল। "সে আমার ভাইয়ের, আমার মায়ের মৃত্যু এমনকি আমার গবেষণা সম্পর্কেও অনেক কিছু জানে," সে উদ্বিগ্ন কণ্ঠে বলে, "যা সে কেবল আমার ভাইয়ের কাছ থেকেই জানতে পারে। আর সে কারণেই আমি তাকে বিশ্বাস করি. . . আর সেই সুযোগে সে স্মিথসোনিয়ান জাদুঘরের সাপোর্ট সেন্টারে প্রবেশের সুযোগ পেয়েছিল।" ক্যাথরিন একটা গভীর শ্বাস নেয় এবং ল্যাংডনকে বলে সে মোটামুটি নিশ্চিত লোকটা আজরাতে তার গবেষণাগারের দফারফা করে দিয়েছে।

সবকিছু শুনে ল্যাংডন হতভম্ভ হয়ে যায়। চলমান কনভেয়ারের উপরে তারা দু'জনেই কিছুক্ষণ কোন কথা না বলে চুপচাপ শুয়ে থাকে। ল্যাংডন জানে আজ রাতের ভয়ঙ্কর ঘটনার বাকী অংশটুকু ক্যাথরিনের সাথে ভাগ করে নেয়াটা তার নৈতিক বাধ্যবাধকতা। সে ধীরে ধীরে বলতে শুরু করে এবং তারপক্ষে যতটা সহজভাবে বলা সম্ভব, সে তাকে বলে বহু বছর আগে তার ভাই তার কাছে একটা ছোট প্যাকেট গচ্ছিত রেখেছিল, আজ রাতে কিভাবে ল্যাংডনের সাথে চালাকি করে সেই প্যাকেটটা ওয়াশিংটনে নিয়ে আসা হয়েছে এবং সব শেষে ক্যাপিটল ভবনের রোটানডায় তার ভাইয়ের কাটা হাত খুঁজে পাবার কথা, বলে।

ক্যাথরিনের প্রতিক্রিয়া বধির করা নিরবতা।

ল্যাংডন জানে সে গুটিয়ে গেছে এবং তার ইচ্ছা হয় সে তাকে স্পর্শ করে প্রবোধ দেয় কিন্তু অন্ধকারে পরপর চিৎ হয়ে থাকার কারণে সেটা অসম্ভব প্রতিয়মান হয়। "পিটার ভাল আছে," সে ফিসফিস করে বলে। "সে বেঁচে আছে আর আমরা তাকে খুঁজে বের করবো।" ল্যাংডন তাকে আশা দিতে চায়।

BanglaBook.org

"ক্যাথরিন, তার বন্দিকর্তা আমাকে *প্রতিশ্রুতি* দিয়েছে তোমার ভাইকে সে জীবন্ত ফিরিয়ে দেবে. .আমি যদি তার জন্য পিরামিডটার পাঠোদ্ধার করে দেই।"

ক্যাথরিন এখনও চুপ করে থাকে।

ল্যাংডন কথা চালিয়ে যায়। সে তাকে পাথরের পিরামিড, এতে উৎকীর্ণ ম্যাসনিক গুপ্তলিপি, সীল করা শিরোশোভা, এবং অবশ্যই বেল্লামির দাবীর কথা যে এটা আদতেই কিংবদন্তির ম্যাসনিক পিরামিড. একটা লম্বা প্যাচান সিঁড়ি যা একটা গোপন স্থানে পৌঁছে দেবে যা পৃথিবীর গভীরে নেমে গেছে. কয়েক'শ ফিট নীচে একটা প্রাচীন মরমী গুপ্তধনের নিকটে যা ওয়াশিংটনে অনেক আগে পুতে রাখা হয়েছিল, তার ম্যাপ।

ক্যাথরিন অবশেষে কথা বলে, তার কণ্ঠস্বর আবেগশূন্য আর কিছুটা আড়ষ্ট। "রবার্ট এবার চোখ খোল।"

*আমার চোখ খুলব।* ল্যাংডনের মনে বিন্দুমাত্র ইচ্ছা নেই এই এলাকাটা কেন চাপা সেটার একটা ঝলকও দেখার।

"রবার্ট!" ক্যাথরিন ব্যগ্র কণ্ঠে এবার বলে। "রবার্ট চোখ খোল! আমরা পৌঁছে গেছি!"

ল্যাংডনের চোখ নিমেষে খুলে যায় সে দেখে তারা অন্যপ্রান্তে যেভাবে প্রবেশ করেছিল তেমনই একটা খোলা জায়গায় এসে পৌঁছেছে। ক্যাথরিন ইতিমধ্যে কনভেয়ার বেল্ট থেকে নামবার জন্য উঠে দাঁড়িয়েছে। তার বেল্ট থেকে ক্যাথরিন ডেব্যাগটা তুলে নিলে ল্যাংডন কিনারার উপর দিয়ে পা ঘুরিয়ে এনে টাইলসের মেঝেতে একেবারে সময়মত নেমে আসে, কনভেয়ারটা তারপরেই কোণ ঘুরে এবং যে পথে এসেছে সে পথে রওয়ানা দেয়। অন্য ভবনের যে কামরাটা থেকে তারা এসেছে এটাও অনেকটা সেরকমই আরেকটা সার্কুলেশন রুম। একটা ছোট সাইডবোর্ড ঝুলছে যেখানে লেখা **এডামস বিল্ডিং: সার্কুলেশন রুম ৩।**

ল্যাংডনের মনে হয় সে এই মাত্র ভূগর্ভস্থ কোন জন্ম সুড়ঙ্গ থেকে বের হয়ে এসেছে। *পুনরায় ভূমিষ্ট হয়েছে।* সে দ্রুত ক্যাথরিনের দিকে তাকায়, "তুমি ঠিক আছো?"

তার চোখ লাল বোঝাই যায় কাঁদছিলো, কিন্তু সে দৃঢ়তার সাথে নির্বিকার ভঙ্গিতে একটু দ্রুতই মাথা নাড়ে। সে ল্যাংডনের ডেব্যাগটা তুলে নেয় এবং কোন কথা না বলে সেটা ঘরের অন্য প্রান্তে বইয়ে ঠাসা একটা টেবিলের উপরে নিয়ে গিয়ে রাখে। সে ডেস্কের হ্যালোজেন বাতিটা জ্বালায় এবং ব্যাগের চেন খুলে দুপাশটা মুড়িয়ে নিয়ে ভিতরে উঁকি দেয়।

গ্রানাইটের পিরামিডটাকে হ্যালোজেনের আলোতে একেবারেই নিরাভরণ দেখায়। ক্যাথরিন উৎকীর্ণ ম্যাসনিক গুপ্তলিপির উপরে হাত বুলায় এবং ল্যাংডন

BanglaBook.org

টের পায় তার ভেতরে আবেগের বুজকুড়ি কাটছে। ধীরে ধীরে সে ব্যাগের ভিতরে হাত দিয়ে চারকোনা বাক্সটা বের করে আনে। আলোর নীচে ধরে সেটা ভাল করে দেখে।

"তুমি দেখতেই পাচ্ছো," ল্যাংডন শান্ত কণ্ঠে বলে, "মোমের উপরে তোমার ভাইয়ের ম্যাসনিক আংটির ছাপ রয়েছে। সে বলেছে এই আংটিটা ব্যবহার করে প্রায় এক শতাব্দি আগে এই বাক্সটা সীল করা হয়েছিল।"

ক্যাথরিন কথা বলে না।

"তোমার ভাই যখন পিরামিডটা আমার কাছে গচ্ছিত রাখে," ল্যাংডন তাকে বলে, "সে আমাকে বলে ছিল প্যাকেটটা বিশৃঙ্খলার মাঝে শৃঙ্খলা আনবার শক্তি আমাকে দেবে। আমি ঠিক পুরোপুরি নিশ্চিত না এর মানে কি, কিন্তু আমি ধরে নিয়েছি শিরোশোভাটা গুরুত্বপূর্ণ কিছু একটা প্রকাশ করে, কারণ সে এটা গচ্ছিত রাখার সময়ে বারবার জোর দিয়ে বলেছিল ভুল লোকের হাতে যেন বাক্সটা কখনও না পড়ে। মি.বেল্লামিও আমাকে একই অনুরোধ করেছে, আমাকে পিরামিডটা কোথাও লুকিয়ে রাখতে বলেছে আর প্যাকেটটা যাতে কেউ না খুলে সেই অনুরোধ করে।"

ক্যাথরিন এবার ক্রুদ্ধ হয়ে ঘুরে তাকায়। "বেল্লামি তোমাকে প্যাকেটটা খুলতে বলেছে না?"

"হ্যাঁ, তাকে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ মনে হয়েছে।"

ক্যাথরিনের চেহারায় অবিশ্বাস এসে ভর করে। "কিন্তু তুমি না বললে এই শিরোশোভাটা ছাড়া আমরা পিরামিডের পাঠোদ্ধার করতে পারব না, ঠিক?"

"সম্ভবত, হ্যাঁ।"

ক্যাথরিনের কণ্ঠস্বরের পারা চড়তে শুরু করে। "এবং তুমি বললে তোমাকে পিরামিডটার পাঠোদ্ধার করতে বলা হয়েছে। পিটারকে ফিরে পেতে হলে এটাই আমাদের একমাত্র উপায়, ঠিক?"

ল্যাংডন মাথা নাড়ে।

"রবার্ট তুমি তাহলে প্যাকেটটা খুলে পিরামিডটার পাঠোদ্ধার এখনই শুরু করছোনা কেন?!"

ল্যাংডন বুঝতে পারে না কিভাবে উত্তর দেবে। "ক্যাথরিন আমার প্রতিক্রিয়াও ঠিক একই রকম ছিল, কিন্তু বেল্লামি তারপরেও আমাকে বলে পিরামিডের রহস্য বজায় রাখা সবকিছুর চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ .এমনকি তোমার ভাইয়ের জীবনের চেয়েও।"

ক্যাথরিনের সুন্দর মুখমণ্ডল কঠোর হয়ে উঠে এবং সে কানের পিছনে চুলের একটা গোছা গুছে দেয়। সে যখন কথা বলে তার কণ্ঠস্বরে সিদ্ধান্তের বরাভয়। "এই পাথরের হতচ্ছাড়া পিরামিড, সে যাই হোক না কেন, আমার পুরো পরিবার শেষ করেছে। প্রথমে আমার ভাইপো, জ্যাকারিয়া, তারপরে আমার মা এবং এখন আমার ভাই। এবং রবার্ট তুমিই ভেবে দেখো আজ রাতে তুমি যদি সতর্ক না করতে *আমাকে*. . "

BanglaBook.org

ল্যাংডন টের পায় ক্যাথরিনের যুক্তি আর বেল্লামির সোজাসাপ্টা অনুরোধের মাঝে সে ফেসে গেছে।

"আমি হতে পারি একজন বিজ্ঞানী," সে বলে, "কিন্তু আমার জন্মও একটা সুপরিচিত ম্যাসন পরিবারেই হয়েছে। বিশ্বাস কর ম্যাসনিক পিরামিড আর মানবজাতিকে আলোকিত করবে এমন গুপ্তধনের প্রতিশ্রুতি সম্পর্কে সব গল্প আমার জানা। সত্যি কথা বলতে আমার বিশ্বাস করতে কষ্ট হয়েছে এমন একটা জিনিসের সত্যিই অস্তিত্ব। অবশ্য সেরকম কিছু থেকে থাকলেও. . .সম্ভবত সময় হয়েছে সেটার উপর থেকে রহস্যময়তার যবনিকা সরিয়ে নেবার।" ক্যাথরিন প্যাকেটটার পুরানো সুতার নীচে একটা আঙ্গুল প্রবেশ করায়।

ল্যাংডন লাফিয়ে উঠে দাঁড়ায়। "ক্যাথরিন, না! থামো!"

ক্যাথরিন থামে তার আঙ্গুল অবশ্য সুতার নীচেই থাকে। "রবার্ট আমি এই পুচকে প্যাকেটটার জন্য আমার ভাইকে মরতে দিতে পারি না। এই শিরোশোভা যাই বলুক. . .হারিয়ে যাওয়া যে সম্পদ এই লিপি প্রকাশ করুক. . .সব রহস্যের আজ রাতে সমাপ্তি ঘটবে।"

কথা শেষ করে ক্যাথরিন স্পষ্ট অবজ্ঞায় সুতা ধরে টান দেয় আর ভঙ্গুর মোমের সীল ভেঙে ফেলে।

## ৬৩
## অধ্যায়

ওয়াশিংটনের দূতাবাস রো'র ঠিক পশ্চিমে একটা শান্ত আবাসিক এলাকায়, মধ্যযুগীয় দেয়াল দিয়ে ঘেরা একটা বাগান রয়েছে, বলা হয়ে থাকে এই বাগানে ফোটা গোলাপের কুঁড়ি দ্বাদশ শতকের গোলাপ গাছ থেকে সৃষ্টি হয়েছে। বাগানের কার্ডেরক গ্যাজেবো– শ্যাডো হাউস বলে পরিচিত–পাথরের আঁকাবাঁকা পথের কেন্দ্রে যে পাথর জর্জ ওয়াশিংটনের ব্যক্তিগত খনি থেকে উত্তোলিত হয়েছিল স্বমহিমায় দাঁড়িয়ে রয়েছে।

আজ রাতে বাগানের নিরবতা এক যুবক কাঠের দরজা দিয়ে চিৎকার করতে করতে ভিতরে প্রবেশ করে ভঙ্গ করে।

"হ্যালো?" পূর্ণিমার আলোয় দেখতে চেষ্টা করে সে ডাকতে থাকে। "আপনি কি এখানে আছেন?"

একটা দূর্বল প্রায় শোনা যায় কি যায় না এমন কণ্ঠস্বর উত্তর দেয়। "গ্যাজেবোতে. . .রাতের বাতাসে বসে আছি।"

তরুন তার ভগ্নস্বাস্থ্যের উর্ধ্বতনকে একটা কম্বলের নীচে পাথরের বেঞ্চের উপরে বসে থাকতে দেখে। খুদে কুঁজো বৃদ্ধ লোকটার অভিব্যক্তি ডাইনীর মত। বয়সের ভার তাকে দু'ভাগে ভাগ করে ফেলেছে তার চোখের দৃষ্টি কেড়ে নিয়েছে কিন্তু তার আত্মা এখনও অমিত ক্ষমতাধর।

BanglaBook.org

দম ফিরে পাবার ফাঁকে হাপাতে হাপাতে তরুণ লোকটা তাকে বলে, "আমি এই মাত্র. . আপনার বন্ধু. . .ওয়ারেন বেল্লামির কাছ থেকে. একটা ফোন কল পেয়েছি।"

"ওহ্?" বৃদ্ধলোকটা দ্রুত মাথা তোলে। "কি বিষয়?"

"সে সেটা বলেনি কিন্তু তার কথা শুনে মনে হয়েছে সে দারুণ ব্যস্ত। সে আমাকে বলেছে আপনার ভয়েস মেইলে সে একটা ম্যাসেজ পাঠিয়েছে, যা আপনাকে এখনই শুনতে হবে।"

"সে এইটুকুই কেবল বলেছে?"

"ঠিক এটুকুই না। তরুণ ছেলেটা থেমে যায়। "সে আপনাকে একটা প্রশ্ন জিজ্ঞেস করতে বলেছে আমাকে।" *ভারী উদ্ভট একটা প্রশ্ন।* "সে আমাকে বলেছে আপনার প্রত্যুত্তর তার এখনই দরকার।"

বৃদ্ধ মানুষটা তার দিকে ঝুকে আসে। "কি প্রশ্ন?"

তরুণ যুবক বেল্লামির প্রশ্নটা তাকে বলতে চাঁদের আলোতেও বুড়ো লোকটা মুখে চকিতে ফুটে ওঠা ফ্যাকাশে ভাব স্পষ্ট দেখা যায়। নিমেষের ভিতরে, কম্বল ফেলে দিয়ে সে উঠে দাঁড়াবার জন্য রীতিমত কসরত শুরু করে দেয়।

"আমাকে ভেতরে যেতে সাহায্য কর। এখনই।"

# ৬৪
# অধ্যায়

*রহস্যের নিকুচি করি*, ক্যাথরিন সলোমন ভাবে।

টেবিলে তার সামনে শতবর্ষব্যাপী অটুট থাকা মোমের সীল টুকরো টুকরো হয়ে পড়ে আছে। সে তার ভাইয়ের আগলে রাখা অমূল্য প্যাকেটটার বাদামী মোড়ক খুলে ফেলে। তার পাশে ল্যাংডন স্পষ্টতই অস্বস্তিতে বসে থাকে।

কাগজের ভেতর থেকে ক্যাথরিন একটা ধূসর পাথরের ছোট বাক্স বের করে আনে। চকচকে গ্রানাইটের মত দেখতে বাক্সটায় কোন কব্জা, চাবি বা খোলার অন্য কোন উপায় দেখা যায় না। চীনা পাজল বক্সের কথা মনে পড়ে ক্যাথরিনের এটা দেখে।

"দেখে নিরেট বাক্স বলেই মনে হচ্ছে," কিনারায় হাত বুলাতে বুলাতে সে মন্তব্য করে। "তুমি নিশ্চিত এক্স-রে'তে একে ফাঁপা দেখা গেছে? ভেতরে শিরোশোভা আছে?"

"দেখা গেছে," ক্যাথরিনের কাছে সরে এসে রহস্যময় বাক্সটা জরিপ করার ফাঁকে সে বলে। সে আর ক্যাথরিন উল্টেপাল্টে বাক্সটা দেখে, খোলার প্রয়াস নেয়।

BanglaBook.org

"পেয়েছি," বাক্সের উপরের ধার বরাবর একটা চোরা খাঁজ নখ দিয়ে সনাক্ত করে ক্যাথরিন বলে। সে বাক্সটা ডেস্কের উপরে নামিয়েরাখে এবং সাবধানে ঢাকনা খুলে, দামী অলঙ্কারের বাক্সের মত অনায়াসে সেটা উঠে আসে।

ঢাকনিটা খুলে যেতে ল্যাংডন আর ক্যাথরিন দুজনেই সশব্দে আতকে উঠে। বাক্সের ভিতরটা যেন জ্বলছে। প্রায় অপার্থিব আভায় ভেতরটা চকচক করছে। ক্যাথরিন জীবনেও এতবড় সোনার টুকরো দেখেনি এবং তার এক মুহূর্ত সময় লাগে বুঝতে যে দামী ধাতুটায় ডেস্কের আলো প্রতিফলিত হয়ে এই বিকিরণের জন্য হয়েছে।

"অসাধারণ দর্শনীয়," সে ফিসফিস করে বলে। শতবর্ষের উপরে ধাতব বাক্সের অন্ধকারে বন্দি থেকেও শিরোশোভা মলিন বা অন্য কোনভাবে কলঙ্কিত হয়নি। *সোনা নশ্বরতার চিরন্তন নিয়ম প্রতিরোধ করতে সক্ষম; প্রাচীন মানুষেরা এ জন্যই একে ঐন্দ্রজালিক বলে গন্য করতো।* ছোট সোনার শীর্ষের উপর থেকে নীচের দিকে ঝুঁকে তাকাতে ক্যাথরিন টের পায় তার শ্বাসপ্রশ্বাসের গতি বৃদ্ধি পেয়েছে। "একটা বাণী উৎকীর্ণ রয়েছে।"

ল্যাংডন সামনে এগিয়ে আসে, তাদের কাঁধ পরস্পরকে স্পর্শ করে। তার নীল চোখে কৌতূহলের আভাস। সিম্বলন তৈরীর প্রাচীন গ্রীক পদ্ধতি সম্পর্কে সে ক্যাথরিনকে বলেছে–নানা খণ্ডে বিভক্ত একটা সংকেত–আর এখন এই শিরোশোভা পিরামিড থেকে বহুকাল বিচ্ছিন্ন , পিরামিডের পাঠোদ্ধারের সূত্র ধারণ করে রয়েছে। বলা হয়ে থাকে এই উৎকীর্ণ বাণী, তাতে যাই বলা হয়ে থাকুক, এই বিশৃঙ্খলার ভিতরে শৃঙ্খলা আনয়ন করবে।

ক্যাথরিন ছোট বাক্সটা আলোর সামনে ধরে সরাসরি শিরোশোভার দিকে তাকায়।

ক্ষুদ্র হলেও লেখাটা স্পষ্ট পড়া যায়–একপাশে দক্ষতার সাথে খোদাই করা ভাষ্য। ক্যাথরিন ছয়টা মামুলি শব্দ পড়ে।

তারপরে আবারও পড়ে।

*"না!"* সে ঘোষণা দেয়। "যা লেখা রয়েছে সেটা *অসম্ভব!"*

BanglaBoi.org

রাস্তার উল্টোদিকে, ফার্স্ট স্ট্রীটের পূর্ব নির্ধারিত সাক্ষাতের স্থানের দিকে ক্যাপিটল ভবনের বাইরের চওড়া ফুটপাথ দিয়ে হনহন করে ডিরেকটর সাটোকে হেঁটে যেতে দেখা যায়। তার ফিল্ড টিমের শেষ পাওয়া কার্যক্রম মোটেই গ্রহণযোগ্য না। ল্যাংডনের টিকির খোঁজও তারা পায়নি। পিরামিড আর শিরোশোভার কথা না হয় বাদই দেয়া গেল। বেলামিকে তারা গ্রেফতার করেছে, সে তাদের কাছে সত্যি কথা বলছে না। অন্তত এখনও পর্যন্ত।

*আমি তার মুখে বুলি ফোটাব।*

সে ঘাড় ঘুরিয়ে কাঁধের উপর দিয়ে ওয়াশিংটনের অন্যতম নতুন দৃশ্যপট–নতুন দর্শনার্থী কেন্দ্রের উপরে ক্যাপিটল ডোমের কাঠামোর দিকে

তাকায়। আলোকিত গম্বুজটা আজ রাতে যা আসলেই ঝুঁকির মুখে পড়েছে তার গুরুত্বের প্রতি যেন বেশি করে দৃষ্টি আঁকর্ষণ করছে। *বিপজ্জনক সময়।*

সে তার সেলফোনের আওয়াজ আর তাতে ফুটে ওঠা কলার আইডি দেখে স্বস্তির নি:শ্বাস ফেলে।

"নোলা," সাটো ফোন ধরে বলে। "কি খবর মেয়ে কিছু পেয়েছো?"

নোলাও তাকে দু:সংবাদই শোনায়। শিরোশোভায় উৎকীর্ণ লিপি এক্স-রে থেকে পাঠ করা সম্ভব হয়নি এবং ইমেজ বর্ধক ফিল্টার ব্যবহার করেও কোন লাভ হয়নি।

*নিকুচি করি।* সাটো তার ঠোঁট কামড়ে ধরে। "ষোল অক্ষরের গ্রিডের কি খবর।"

"আমি এখনও চেষ্টা করছি," নোলা উত্তর দেয়, "কিন্তু এখনও পর্যন্ত দ্বিতীয় মাত্রার পাঠোদ্ধার সহায়ক কোন সূত্র খুঁজে পাইনি যা কাজে আসবে। আমি গ্রীডে অক্ষরগুলোর পূর্নবিন্যাস করেছি কম্পিউটারের সাহায্যে এবং কোন কিছু সনাক্তকারী খুঁজে পাওয়া যায় কিনা দেখছি, কিন্তু মুশকিল হল সম্ভাবনার সংখ্যা বিশ ট্রিলিয়নের উপরে।"

"লেগে থাক। কোন কিছু পেলে আমাকে জানিও।" সাটো ক্রুদ্ধ ভ্রুকুট করে লাইন কেটে দেয়। কেবল ছবি আর শিরোশোভার এক্স-রে ব্যবহার করে পিরামিডের পাঠোদ্ধার করার আশা তার ক্রমেই ফিকে হয়ে আসছে। *পিরামিড আর শিরোশোভাটা আমার দরকার. .আর আমার হাতে সময় ক্রমশ কমে আসছে।*

সাটো ফার্স্ট স্ট্রীটে পৌঁছাতে কালো কাঁচের একটা এসকালেড এসইউভি ডবল হলুদ লাইন অতিক্রম করে ঝড়ের বেগে এগিয়ে এসে কড়া ব্রেক করে তাদের পূর্ব নির্ধারিত সাক্ষাতের স্থানে দাঁড়িয়ে যায়। ভেতর থেকে কেবল একজন এজেন্ট বের হয়ে আসে।

"ল্যাংডনের কোন খবর পেলে?" সাটো জানতে চায়।

"আমরা আশাবাদী," এজেন্ট আবেগহীন কণ্ঠে বলে। "ব্যাক-আপ টিম মাত্র এসে পৌঁছেছে। লাইব্রেরীর সব প্রবেশ পথ বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। এয়ারসাপোর্টও এসে পৌছাল বলে। টিয়ারগ্যাস দিয়ে আমরা তাকে ভেতর থেকে বের করে আনব, আর সে কোথাও পালাতে পারবে না।"

"আর বেল্লামি?"

"পেছনের সীটে হাত-পা বাঁধা অবস্থায় আছে।"

*ভাল।* তার কাঁধ এখনও ব্যথায় টনটন করছে।

এজেন্ট তাকে ওয়ালেট, সেলফোন আর চাবি ভর্তি একটা প্লাস্টিকের জিপলক ব্যাগ দেয়। "বেল্লামির কাছে পাওয়া গেছে।"

"আর কিছু পাওয়া যায়নি?"

"নো, ম্যা'ম। পিরামিড আর প্যাকেটটা অবশ্যই ল্যাংডনের কাছে আছে।"

BanglaBook.org

"ঠিক আছে," সাটো বলে। "বেল্লামি অনেক কিছু জানে কিন্তু সে বলছে না। আমি তাকে ব্যক্তিগতভাবে জেরা করতে চাই।"

"অবশ্যই ম্যা'ম। তাহলে কি ল্যাঙ্গলীতে যাব?"

সাটো একটা গভীর নিঃশ্বাস ফেলে এসইউভির পাশে কিছুক্ষণ পায়চারি করে। ইউ.এস নাগরিকদের জেরা করবার ক্ষেত্রে সরকার কঠোর বিধিনিষেধ মেনে চলে আর বেল্লামিকে ভিডিও'র সামনে সাক্ষী, এ্যাটর্নী,ব্লাহ,ব্লাহ. .রেখে জেরা না করলে সেটা একটা উচ্চ পর্যায়ের বেআইনী কাজ হবে। "ল্যাঙ্গলীর কথা ভুলে যাও," সে কাছাকাছি কোন জায়গার কথা চিন্তা করতে করতে বলে। *আর অনেক বেশি নির্জন।*

এজেন্ট কোন কথা না বলে বন্ধ এসইউভির পাশে দাঁড়িয়ে থাকে, আদেশের অপেক্ষা করছে।

সাটো সিগারেট ধরিয়ে কষে একটা টান দিয়ে তার হাতে ধরা বেল্লামির ব্যক্তিগত ব্যবহার্য ভর্তি প্লাস্টিকের ব্যাগটার দিকে তাকায়। তার চাবির রিঙে সে দেখে একটা ইলেকট্রনিক ফব়ে চারটা অক্ষর লেখা আছে- ইউএসবিজি। সাটো খুব ভাল করেই জানে কোন সরকারি দপ্তরে এই ফব দিয়ে প্রবেশ করা যায়। ভবনটা খুবই কাছে আর রাতের এই সময়ে একদম নির্জন।

সে হেসে ফবটা বের করে পকেটে রাখে। *একদম নিখুঁত।*

সে যখন এজেন্টকে বলে সে বেল্লামিকে কোথায় নিয়ে যেতে চায় সে ভেবেছিল এজেন্টের মুখে সে বিস্ময় দেখতে পাবে, কিন্তু লোকটা কেবল মাথা নেড়ে সম্মতি জানিয়ে তার জন্য প্যাসেঞ্জার সিটের দরজা খুলে দেয়, তার শীতল চোখের দৃষ্টিতে কোন ভাব প্রকাশ পায় না।

সাটো পেশাদারদের এজন্য এত পছন্দ করে।

ল্যাংডন এডামস ভবনের বেসমেন্টে দাঁড়িয়ে চোখে অবিশ্বাস নিয়ে শিরোশোভার উপরে দক্ষ হাতে খোদাই করা লেখাটার দিকে তাকিয়ে থাকে।

*কেবল এইটুকু লেখা?*

তার পাশে দাঁড়িয়ে থাকা ক্যাথরিন শিরোশোভাটা আলোর নীচে ভাল করে ঘুরিয়ে দেখে মাথা নাড়ে। "আরো কিছু অবশ্যই আছে," সে অসহায় কণ্ঠে বলে, তার কথা শুনে মনে হবে কেউ তার সাথে দারুণ প্রতারণা করেছে। "আমার ভাই এতগুলো বছর *এই লেখাটা* রক্ষা করে এসেছে?"

ল্যাংডন মনে মনে স্বীকার করে সে বেকুব হয়েছে। পিটার আর বেল্লামির ভাষ্য অনুযায়ী এই শিরোশোভা পিরামিডের গুপ্তলেখা পাঠোদ্ধারে সাহায্য করবে। তাদের কথায় বিশ্বাস করে সে স্পষ্ট আর সাহায্যকারী কিছু একটা আশা করেছিল। *অনেকবেশী স্পষ্ট আর অকাজের।* শিরোশোভার একপাশে দক্ষতার সাথে খোদাই করা শব্দগুলো সে আরো একবার পড়ে।

BanglaBook.org

*দি*
*সিক্রেট হাইডস*
*উইথ ইন দি অর্ডার?*

প্রথম দর্শনে মনে হবে ভাষ্যটায় যা বলা হয়েছে সেটাই বোঝাচ্ছে- মানে পিরামিডের অক্ষরগুলো বিশৃঙ্খল অবস্থায় আছে আর তাদের সঠিক ক্রমে বিন্যস্ত করলেই তাদের অর্ন্তনিহিত মানে জানা যাবে। ভাষ্যটা অবশ্য স্বত:সিদ্ধ হলেও অন্য একটা কারণে সেটা অসম্ভব বলে মনে হয়। "*দি* আর *অর্ডার* শব্দটা ক্যাপিট্যাল লেটার দিয়ে শুরু হয়েছে," ল্যাংডন স্বগতোক্তির সুরে বলে।

ক্যাথরিন অসহায়ের মত মাথা নাড়ে। "আমি সেটা লক্ষ্য করেছি।"

*দি সিক্রেট হাইডস উইথ ইন দি অর্ডার।* ল্যাংডন কেবল একটা যুক্তিযুক্ত মানে খুঁজে পায়। "'দি অর্ডার' বলতে এখানে নিশ্চয়ই *ম্যাসনিক অর্ডারের* কথা বোঝান হয়েছে।"

"আমি একমত,"ক্যাথরিন বলে, "কিন্তু তাহলেও কোন লাভ হচ্ছে না। আমরা এ থেকে কিছুই বুঝতে পারব না।"

ল্যাংডনও সেটা মানে। তাছাড়া, ম্যাসনিক অর্ডারের ভিতরে লুকিয়ে থাকা রহস্যকে ঘিরেই ম্যাসনিক পিরামিডের পুরো গল্পটা গড়ে উঠেছে।

"রবার্ট আমার ভাই কি তোমাকে বলেনি এই শিরোশোভা তোমাকে *শৃঙ্খলা* দেখার শক্তি দেবে যেখানে অন্যেরা কেবলই *বিশৃঙ্খলা* দেখেছে?"

সে হতাশায় মাথা নাড়ে। আজ রাতে দ্বিতীয়বারের মত তার নিজেকে অপদার্থ মনে হয়।

# ৬৫
# অধ্যায়

অপ্রত্যাশিত দর্শনার্থীর–প্রেফারড সিকিউরিটি থেকে আগত মহিলা নিরাপত্তা রক্ষী- বন্দোবস্ত করার পরে মাল'আখ, জানালার চটে যাওয়া রঙের টুকরোটা জায়গামত বসিয়ে দেয় যার ফাঁক দিয়ে তাকিয়ে বেচারী তার পূজার পবিত্র স্থান দেখে ফেলেছিল।

এখন, বেসমেন্টের হালকা নীল কুয়াশার ভেতর থেকে উঠে এসে সে একটা লুকান দরজা দিয়ে নিজের লিভিং রুমে প্রবেশ করে। ভিতরে ঢুকতে, সে দাঁড়িয়ে তার থ্রি গ্রেসের দর্শনীয় চিত্রকর্মের দিকে তাকিয়ে থাকে এবং তার বাড়ির পরিচিত সুগন্ধ আর শব্দ উপভোগ করে।

*খুব শীঘ্রই আমি চিরতরে এসব ছেড়ে চলে যাব।* মাল'আখ ভাল করেই জানে আজ রাতের পরে সে আর এখানে ফিরে আসতে পারবে না। *আজ রাতের*

BanglaBook.org

*পরে,* মুচকি হেসে সে ভাবে, *এই জায়গাটা আমার আর কোন প্রয়োজন হবে না।*

সে ভাবে রবার্ট ল্যাংডন কি এখনও পিরামিডটার সত্যিকারের ক্ষমতা টের পেয়েছে. . . বা নিজের ভূমিকার গুরুত্ব যার জন্য নিয়তি তাকে নির্বাচন করেছে। *ল্যাংডন এখনও আমার সাথে যোগাযোগ করেনি,* নিজের কমদামী ফোনের ম্যাসেজ অপশন দু'বার দেখে নিয়ে, মাল'আখ মনে মনে ভাবে। এখন রাত ১০:০২ মিনিট। *তার হাতে দু'ঘন্টারও কম সময় আছে।*

মাল'আখ উপরের তলায় তার ইতালিয়ান মার্বেলের বাথরুমে উঠে এসে স্টীম শাওয়ারটা ছেড়ে দেয় গরম হবার জন্য। কঠোর নিয়ম পালন করে সে পরণের কাপড় ছাড়তে শুরু করে নিজের প্রথাগত দৈহিক শুদ্ধির জন্য সে উন্মুখ হয়ে আছে।

দু'গ্লাস পানি পান করে সে তার উপোস পেটকে আপাতত শান্ত করে। তারপরে সে প্রমাণ আঁকৃতির আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজের নগ্ন দেহ খুটিয়ে খুটিয়ে দেখে। দুদিন উপোস থাকার কারণে তার পেশীবহুল দেহ আরও স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠেছে এবং সে মুগ্ধ চোখে নিজের নগ্ন দেহের দিকে তাকিয়ে থাকে। *ভোর নাগাদ আমি আরও বেশি কিছু একটায় পরিণত হব।*

## ৬৬
## অধ্যায়

"আমাদের এখান থেকে বের হতে হবে," ল্যাংডন ক্যাথরিনকে বলে। "আমরা এখানে আছি সেটা বোঝা তাদের জন্য কেবল সময়ের ব্যাপার।" সে আশা করে বেল্লামি তাদের ফাকি দিতে পেরেছে।

ক্যাথরিন এখনও একদৃষ্টিতে শিরোশোভার দিকে তাকিয়ে আছে, চোখে অবিশ্বাস যে শিরোশোভার লেখা এতটা অপ্রতুল। সে শিরোশোভাটা আবার বাক্স থেকে বের করে আনে, চারপাশটা খুটিয়ে দেখে এবং আবার সাবধানে বাক্সে ভরে রাখে।

*সি সিক্রেট হাইডস উইথ ইন দি অর্ডার,* ল্যাংডন ভাবে। *দারুণ কাজে লেগেছে, যাই হোক।*

ল্যাংডন মনে মনে ভাবতে শুরু করে পিটারকি তাহলে বাক্সটার ভেতরের শিরোশোভার গুরুত্ব বুঝতে ভুল করেছিল। পিটারের জন্মের অনেক আগে এই পিরামিড আর শিরোশোভাটা তৈরী করা হয়েছে, আর পিটার কেবল তার পূর্বপুরুষের কথা বিশ্বাস করেছে, রহস্যটা ক্যাথরিন আর ল্যাংডনের কাছে যতটা হেয়ালিপূর্ণ সম্ভবত তার কাছেও ততটাই।

*আমি কি আশা করেছিলাম?* ল্যাংডন ভাবে। ম্যাসনিক পিরামিড পিরামিডের কিংবদন্তি সম্পর্কে আজরাতে সে যত জানছে, ততই সেটার সত্য হবার সম্ভাবনা

BanglaBook.org

কমে আসছে। *আমি একটা লুকান প্যাচান সিঁড়ি খুঁজছি যা বিরাট পাথরের আড়ালে চাপা দেয়া আছে?* ল্যাংডনের মনে হয় সে অশরীরির পেছনে তাড়া করছে। যাই হোক, পিটারকে বাঁচাতে পিরামিডটার পাঠোদ্ধার করা ছাড়া তার সামনে অন্য কোন পথ খোলা নেই।

"রবার্ট, ১৫১৪ সালটার কি অন্য কোন মানে আছে তোমার কাছে?"

*পনের-চৌদ্দ?* প্রশ্নটা তার কাছে মোটেই প্রাসঙ্গিক মনে হয় না। ল্যাংডন কাঁধ ঝাকায়। "না, কেন?"

ক্যাথরিন পাথরের বাক্সটা তার দিকে এগিয়ে দেয়। "দেখো। বাক্সটায় একটা তারিখ রয়েছে। আলোর নীচে এনে ভাল করে দেখো।"

ল্যাংডন ডেস্কের সামনে বসে এবং চারকোণা বাক্সটা আলোর নীচে এনে ভাল করে পরীক্ষা করে। ক্যাথরিন তার কাঁধে হাত রেখে নীচের দিকে ঝুকে এসে বাক্সটার বাইরের দিকে তার খুঁজে পাওয়া ক্ষুদে লেখাটা দেখায়, একধারের একদম নীচে এককোণায় লেখা আছে।

"পনেরশো চৌদ্দ এ.ডি," সে বাক্সটার দিকে দেখিয়ে বলে।

পনের-চৌদ্দ কথাটা খোদাই করা আছে নি:সন্দেহে, তার পাশে এ আর ডি অক্ষরটা অপ্রচলিত একটা রীতিতে লেখা।

**1514 AD**

"এই তারিখটা," ক্যাথরিনের কণ্ঠে সহসা আশার ঝলক ধ্বনিত হয়, "হয়ত এটাই আমাদের চোখ এড়িয়ে যাওয়া মিসিং লিঙ্ক? এই চারকোণা বাক্সটা দেখতে ম্যাসনদের *সত্যিকারের* ভিত্তিপ্রস্তরের মত? হয়ত ১৫১৪ সালে নির্মিত কোন ভবন?"

তার কথা ল্যাংডন শুনতেই পায় না।

*পনের-চৌদ্দ কোন সনতারিখ না।*

এ.ডি লেখা প্রতীকটা, প্রাচীন চিত্রকলায় বিশেষজ্ঞ মাত্রই চিনিতে পারবে, একটা একটা খুবই পরিচিত সিড়গনেচার–সাক্ষরের বদলে ব্যবহৃত হওয়া প্রতীক। প্রাচীন দার্শনিক, লেখক আর শিল্পীদের অনেকেই তাদের নামের পরিবর্তে তাদের নিজস্ব অনন্য প্রতীক বা মনোগ্রাম ব্যবহার করতেন। এই রীতি তাদের কাজে একটা রহস্যময় আঙ্গিক সৃষ্টি করতো আর তাদের লেখা বা শিল্পকর্ম রাজদ্রোহী বলে পরিগণিত হলে তাদের রাজরোষের হাত থেকে রেহাই দিত।

এই সিগনেচারের ক্ষেত্রে, এ আর ডি অক্ষর *এ্যানো ডোমিনো* বোঝাচ্ছে না. .তারা একেবারেই ভিন্ন একটা জার্মান অর্থ বোঝাচ্ছে।

BanglaBoi.org

নিমেষের ভিতরে ল্যাংডনের চোখের সামনে সব বিক্ষিপ্ত টুকরো জোড়া লেগে যায়। কয়েক মুহূর্তের ভিতরে সে বুঝে ফেলে পিরামিডটার পাঠোদ্ধার কিভাবে করতে হবে। "ক্যাথরিন কাজ করে দিয়েছো," সে ব্যাগের চেন বন্ধ করে উঠতে উঠতে বলে। "এটাই আমাদের দরকার ছিল। এবার চলো কেটে পড়ি। আমি যেতে যেতে সব তোমাকে খুলে বলছি।"

ক্যাথরিনকে বিস্মিত দেখায়। "১৫১৪ সালের আসলেই অন্য কোন অর্থ আছে তোমার চোখে?"

ল্যাংডন তার দিকে চোখ মটকে তাকিয়ে দরজার উদ্দেশ্যে হাঁটা দেয়। "এ.ডি কোন সাল না ক্যাথরিন। এ.ডি একজন লোকের নাম।"

## ৬৭
## অধ্যায়

দূতাবাস রো'র পশ্চিমে, দেয়াল ঘেরা শ্যাডো হাউস গেজাবো আর বার শতকের গোলাপ বাগানে আবার নিরবতা এসে ভর করে। ভেতরে প্রবেশ পথের অন্য পাশে তরুণ যুবক তার কুঁজো হয়ে আসা প্রভুকে বাগানের ভেতর দিয়ে হেঁটে যেতে সাহায্য করে।

*সে হাঁটতে আমার সাহায্য নিচ্ছে?*

অন্ধলোকটা সাধারণত অন্য কারো সাহায্য নিতে চায় না, নিজের নিরাপদ আশ্রয়ে সে স্মৃতিতে ভর করে হেঁটে বেড়াতেই পছন্দ করে। আজ রাতে, অবশ্য ওয়ারেন বেল্লামির ফোন কলের উত্তর দেবার জন্য আপাত দৃষ্টিতে তাকে ভেতরে যাবার জন্য তাড়াহুড়ো করতে দেখা যায়।

"ধন্যবাদ," তার ব্যক্তিগত স্টাডি অবস্থিত যে ভবনে সেখানে প্রবেশের মুহূর্তে সে তরুণ সহকারীকে বলে। "এখান থেকে আমি নিজে চিনে নিতে পারবো।"

"স্যার, আমি থেকে সাহায্য করতে পারলে খুশী-"

"আজ রাতে আর তোমার সাহায্যের প্রয়োজন হবে না," সহকারীর হাত ছেড়ে দিয়ে দ্রুত ভেতরের অন্ধকারে এগিয়ে যেতে যেতে সে বলে। "শুভ রাত্রি।"

তরুণ সহকারী ভবন থেকে বের হয়ে বাগান অতিক্রম করে তার একতলা আড়ম্বরহীন বাসস্থানের উদ্দেশ্যে হেঁটে চলে। বাসায় প্রবেশ করতে করতে তার ভিতরে কৌতূহলের স্রোত বাড়তে শুরু করে। মি.বেল্লামির প্রশ্নটা শুনে বৃদ্ধ লোকটা স্পষ্টতই উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছে. . . কিন্তু প্রশ্নটা এমন অদ্ভুত প্রায় অর্থহীন।

*বিধবার ছেলেকে সাহায্য করার জন্য কি কেউ এগিয়ে আসবে না?*

BanglaBook.org

নিজের কল্পনার লাগাম ছেড়ে দিয়েও সে প্রশ্নটার কোন মানে খুঁজে পায় না। বিভ্রান্ত হয়ে সে কম্পিউটারের সামনে বসে পুরো প্রশ্নটা হুবহু লিখে সার্চ দেয়।

তাকে বিস্মিত করে, পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা রেফারেন্স সবগুলোতে একই প্রশ্নের উদ্ধৃতি রয়েছে, এসে হাজির হয়। সে অবাক হয়ে পড়তে থাকে। দেখা যায় ইতিহাসে ওয়ারেন বেল্লামিই প্রথম না যিনি এই আজব প্রশ্নটা করেছে। এই একই শব্দগুলো বহু শতাব্দি আগে উচ্চারণ করেছিল. .মৃত বন্ধুর জন্য শোক প্রকাশরত সোলেমান বাদশা। বলা হয়ে থাকে ম্যাসনরা আজও এই প্রশ্নটা ব্যবহার করে থাকে, সাহায্যের সাঙ্কেতিক আবেদন হিসাবে প্রশ্নটা ব্যবহৃত হয়। দেখা যাচ্ছে ওয়ারেন বেল্লামি আরেকজন ম্যাসনের কাছে সাহায্য চেয়ে আবেদন পাঠিয়েছে।

# ৬৮
# অধ্যায়

*অ্যালব্রেখট ড্যুরের?*

এ্যাডামস ভবনের বেসমেন্ট দিয়ে ল্যাংডনের সাথে দ্রুত হেঁটে যাবার ফাঁকে ক্যাথরিন টুকরোগুলো জোড়া দিতে চেষ্টা করে। *এ.ডি 'র মানে অ্যালব্রেখট ড্যুরার?* ষোল শতকের খ্যাতনামা জার্মান চিত্রকর আর খোদাইকার তার ভাইয়ের প্রিয় শিল্পীদের একজন আর তার কাজের সাথে ক্যাথরিন সামান্য পরিচিত। তারপরেও সে ভেবেই পায় না ড্যুরার কিভাবে তাদের এ ব্যাপারে সাহায্য করবে। *তার উপরে প্রায় চারশো বছর ধরে সে মৃত।*

"ড্যুরার প্রতীকিভাবে নিখুঁত," আলোকিত এক্সিট সাইন অনুসরণ করতে করতে ল্যাংডন বলে চলে। সে রেঁনেসাস মনের সর্বোৎকৃষ্ট নিদর্শন– চিত্রকর, দার্শনিক, অ্যালকেমিস্ট *এবং* সারা জীবন প্রাচীন মরমীবাদের একনিষ্ঠ ছাত্র। আজ পর্যন্ত ড্যুরারের ছবির পুরোপুরি পাঠোদ্ধার কেউ করতে পারেনি।"

"সেটা হয়ত সত্যি," ক্যাথরিন বলে। "কিন্তু '১৫১৪ অ্যালব্রেখট ড্যুরার' কিভাবে পিরামিড পাঠোদ্ধারে সহায়তা করবে।"

তারা একটা বন্ধ দরজার সামনে পৌছায় এবং ল্যাংডন বেল্লামির দেয়া কিকার্ড ব্যবহার করে বাইরে বের হয়ে আসে।

"১৫১৪ সংখ্যাটা," সিঁড়ি দিয়ে দ্রুত উঠে আসতে আসতে ল্যাংডন বলতে থাকে, "আমাদের ড্যুরারের একটা বিশেষ কাজের দিকে ইঙ্গিত করছে।" তারা একটা লম্বা করিডোরে এসে উপস্থিত হয়। ল্যাংডন চারপাশে দেখে নিয়ে বামদিকে নির্দেশ করে। তারা আবার দ্রুত এগিয়ে যায়। "অ্যালব্রেখট ড্যুরার আসলে ১৫১৪ সংখ্যাটা তার সবচেয়ে রহস্যময় চিত্রকর্ম– ***Melencolia I***- মাঝে *লুকিয়ে* রেখেছেন, ১৫১৪ সালে তিনি চিত্রকর্মটা সম্পন্ন করেন। এটাকে উত্তর ইউরোপের রেঁনেসাসের বীজগর্ভ চিত্রকর্ম বলা হয়।"

BanglaBook.org

পিটার একবার ক্যাথরিনকে *মেলেনকলিয়া এক* প্রাচীন মরমিবাদের একটা পুরানো বইয়ে দেখিয়েছিল যদিও সে কোন গোপন ১৫১৪ সংখ্যার কথা মনে করতে পারে না।

"তুমি হয়ত জানো," ল্যাংডন উত্তেজিত কণ্ঠে বলে, "*মেলেনকলিয়া একে* প্রাচীন মরমীবাদ অনুধাবনে মানবজাতির সংগ্রাম ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। *মেলেনকলিয়া একে'র* প্রতীকিবাদ এতটাই জটিল যে লিওনার্দো দা ভিঞ্চির চিত্রকর্ম এর কাছে খোলামেলা মনে হবে।"

ক্যাথরিন হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ে ল্যাংডনের দিকে তাকায়। "রবার্ট *মেলানকলিয়া এক* ওয়াশিংটনেই আছে। এটা ন্যাশনাল গ্যালারীতে প্রদর্শিত আছে।"

"হ্যাঁ," সে হেসে উঠে বলে, "আর আমার কেন জানি মনে হচ্ছে ব্যাপারটা মোটেই কাকতালীয় না। গ্যালারী বন্ধ আর আমি এর কিউরেটরকে চিনি এবং–"

"ভুলে যাও, রবার্ট, তুমি জাদুঘরে গেলেই একটা না একটা ঝামেলা বাঁধাও।" ক্যাথরিন কাছেই একটা অ্যালক্রোভে রাখা কম্পিউটারের দিকে এগিয়ে যেতে যেতে বলে।

ল্যাংডন গোমড়া মুখে তাকে অনুসরণ করে।

"আমরা সহজ উপায়ে কাজটা করব।" প্রফেসর ল্যাংডনকে দেখে মনে হবে এত কাছে মূল সংস্করণটা থাকা সত্ত্বেও ইন্টারনেটের সহায়তা নেয়ায় সে নৈতিক বিড়ম্বনায় পড়েছে। ক্যাথরিন ডেস্কের কাছে গিয়ে কম্পিউটার চালু করে। কম্পিউটার চালু হতে দেখা যায় তার এবার অন্য একটা সমস্যার মুখোমুখি হয়েছে। "কোন ব্রাউজারের আইকন নেই।"

"এটা একটা আভ্যন্তরীণ লাইব্রেরী সেটওয়ার্ক," ল্যাংডন ডেস্কটপের একটা আইকনের দিকে ইঙ্গিত করে বলে। "ওটা ক্লিক করে দেখো।"

ক্যাথরিন **ডিজিটাল কালেকশনস** লেখা একটা আইকন ক্লিক করে। কম্পিউটার একটা নতুন স্ক্রিনে অ্যাকসেস করে এবং ল্যাংডন এবার আরেকটা আইকন দেখায়। ক্যাথরিন আবার সেটা ক্লিক করে: **ফাইন প্রিন্টস কালেকশন**। স্ক্রিন রিফ্রেশ হয়। **ফাইন প্রিন্টস: সার্চ**।

"'অ্যালব্রেখট ড্যুরার' টাইপ কর।"

ক্যাথরিন কথামত কাজ করে। কয়েক সেকেণ্ডের ভিতরে স্ক্রিনে থাম্বনেইল ইমেজ ভেসে উঠতে শুরু করে। সবগুলো ইমেজই একই স্টাইলের বলে মনে হয়– দুর্বোধ্য সাদা কালো খোদাই। ড্যুরার আপাতভাবে কয়েক ডজন একই ধরণের খোদাইয়ের কাজ করেছেন।

ক্যাথরিন বর্ণমালা অনুসারে তার শিল্পকর্মের তালিকা স্ক্যান করে।

BanglaBook.org

Adam and Eve
Betrayal of christ
Four Horsemen of the Apocalypse
Great Passion
Last Supper

সব নাম বাইবেলসম্পর্কিত দেখে, ক্যাথরিনের মনে পড়ে ড্যুরার মরমী খ্রিস্টবাদ নামে কিছু একটার অনুসারী ছিল-প্রথম দিকের খ্রিস্টানধর্ম, অ্যালকেমী, জ্যোতির্বিদ্যা আর বিজ্ঞানের একটা সংমিশ্রণ।

*বিজ্ঞান.* .

নিজের প্রজ্জ্বলিত গবেষণাগারের চিত্র তার মনে পড়ে। দীর্ঘমেয়াদি প্রকল্পের নানা দিক সম্বন্ধে সে ভাববার অবকাশ পায় না, কিন্তু এই মুহূর্তে সে কেবল তার সহকর্মীর জন্য চিন্তিত, ত্রিস। *আশা করি সে বের হতে পেরেছে।*

ল্যাংডন ড্যুরারের লাস্ট সাপার নিয়ে কিছু একটা বলে কিন্তু ক্যাথরিন সেটা খেয়াল করে না। সে *মেলানকলিয়া এক* এর লিঙ্ক দেখতে পেয়েছে।

সে মাউস ক্লিক করে এবং স্ক্রীনের সাধারণ তথ্য রিফ্রেশ হয়।

***Melencolia I,*** 1514
Albrecht Durer
(engraving on laid paper)
Rosenwald Collection
Natoonal Gallery of Art
Washington, D.C

সে স্ক্রল করে স্ক্রীনের নীচে নামতে, ড্যুরারের মাস্টারপীসের হাই-রেস ডিজিটাল ইমেজ নিজের সমস্ত মহিমা নিয়ে ভেসে উঠে।

হতবিহ্বল চোখে ক্যাথরিন তাকিয়ে থাকে, সে ভুলেই গিয়েছিল ঠিক কতটা অদ্ভুত ছিল চিত্রকর্মটা।

ল্যাংডন ব্যাপারটা বুঝে মুচকি হাসে। "আমি আগেই বলেছি, এটা দুর্বোধ্য।"

*মেলানকলিয়া একে* একটা পাথরের ভবনের সামনে বিশাল পক্ষযুক্ত একটা প্রাণী-মূর্তি মনমরা বিষণ্ন হয়ে বসে আছে আর তার চারপাশে কল্পনা করা যায় এমন অসম উদ্ভট জিনিসের একটা সমাহার- পরিমাপক স্কেল, হাড্ডিসার কুকুর, ছুতোরের যন্ত্রপাতি, বালিঘড়ি, বিভিন্ন ধরণের জ্যামিতিক বস্তু, একটা ঝুলন্ত ঘন্টা, একটা *পুট্টো* পক্ষযুক্ত নাদুসনুদুস শিশু, একটা মই আর একটা কাস্তে।

ক্যাথরিনের আবছাভাবে মনে পড়ে তার ভাই বলেছিল পক্ষযুক্ত প্রাণী-মূর্তিটা আসলে "মানুষের প্রতিভা" উপস্থাপন করছে- মহান চিন্তাবিদ থুতনিতে হাত দিয়ে রয়েছে, তাকে বিষণ্ন দেখায়, এখনও জ্ঞানের আলোর সন্ধান পায়নি। প্রতিভাটাকে ঘিরে রেখেছে তার মানবিক ধীশক্তির প্রতীক- বিজ্ঞান, গণিত, দর্শন, প্রকৃতি, জ্যামিতি, এমনকি সূত্রধর-এবং তারপরেও সে মই বেয়ে প্রকৃত আলোর কাছে পৌছাতে পারছে না। *প্রাচীন রহস্যময়তা সম্যকভাবে উপলব্ধি করতে মানুষের প্রতিভাও হিমশিম খেয়ে যায়।*

"প্রতীকিভাবে," ল্যাংডন বলে, "এটা *মানুষের* ধীশক্তিকে *দেবতাসুলভ* ক্ষমতায় রূপান্তরের ব্যর্থতা উপস্থাপন করছে। অ্যালকেমিস্টদের ভাষ্যমতে, এটা সীসাকে সোনায় রূপান্তরিত করতে আমাদের ব্যর্থতা বোঝায়।"

"খুব একটা আশাব্যঞ্জক সংবাদ না," ক্যাথরিন মেনে নিয়ে বলে। "তো এটা আমাদের কিভাবে সাহায্যে আসবে?" সে গোপন ১৫১৪ সংখ্যাটা দেখতে পায়নি যার কথা ল্যাংডন বলছে।

"বিশৃঙ্খলা থেকে শৃঙ্খলা," কান পর্যন্ত হেসে ল্যাংডন বলে। "ঠিক তোমার ভাই যার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে।" ম্যাসনিক গুপ্তলিপি থেকে সে আগে যে অক্ষরের গ্রিডটা কাগজে লিখেছিল সেটা পকেট থেকে বের করে। "এখন পর্যন্ত এই গ্রিডটার কোন অর্থ নেই।" সে ডেস্কের উপরে কাগজটা বিছায়।

| | | | |
|---|---|---|---|
| **S** | **O** | **E** | **U** |
| **A** | **T** | **U** | **N** |
| **C** | **S** | **A** | **S** |
| **V** | **U** | **N** | **J** |

ক্যাথরিন গ্রিডটার দিকে তাকায়। *অবশ্যই অর্থহীন।*

"কিন্তু ড্যুরার এটা আমাদের জন্য রূপান্তরিত করবে।"

"আর সে সেটা কিভাবে করবে?"

"ভাষাতাত্ত্বিক অ্যালকেমী।" ল্যাংডন কম্পিউটারের স্ক্রীনের দিকে ইশারা করে। "ভাল করে খেয়াল কর। মাস্টারপীসের ভিতরে কিছু একটা লুকান রয়েছে যা আমাদের ষোলটা অক্ষরকে অর্থের ব্যঞ্জনা দেবে।" সে অপেক্ষা করে। "তুমি এখনও দেখতে পাওনি? ১৫১৪ সংখ্যাটা খুঁজে দেখো।"

ক্যাথরিন মোটেই বাল্যশিক্ষার মুডে নেই। "রবার্ট আমি কিছুই দেখছি না– একটা গোলক, একটা মই, একটা চাকু, একটা বহুতলবিশিষ্ট ঘনক, একটা পরিমাপক স্কেল? আমার বুদ্ধিতে কুলাবে না।"

"ঐ দেখো! পেছনের প্রেক্ষাপটে। দেবদূতের পেছনের ভবনটায় খোদিত রয়েছে? ঘন্টাটার ঠিক নীচে? ড্যুরার একটা বর্গক্ষেত্র এঁকেছে যার ভিতরে সংখ্যা গিজগিজ করছে।"

ক্যাথরিন এতক্ষণে সংখ্যা ভর্তি বর্গক্ষেত্রটা খুঁজে পায়, তাদের ভিতরে ১৫১৪ও রয়েছে।

"ক্যাথরিন ঐ বর্গক্ষেত্রটাই পিরামিডের পাঠোদ্ধারের সূত্র!"

সে তার দিকে বিস্মিত দৃষ্টিতে তাকায়।

"ঐটা কোন যে সে বর্গক্ষেত্র না কিন্তু," ল্যাংডন হাসতে হাসতে বলে। "মিস.সলোমন ওটাকে *ম্যাজিক* স্কোয়্যার বলা হয়।"

BanglaBook.org

# ৬৯
# অধ্যায়

*তারা আমাকে কোথায় নিয়ে চলেছে?*

এইউভি'র পেছনে বেল্লামি এখনও চোখ বাঁধা অবস্থায় পড়ে আছে। লাইব্রেরী অব কংগ্রেসের কাছে কোথাও সামান্যসময়ের জন্য যাত্রা বিরতির পরে, গাড়িটা আবার চলতে শুরু করেছে. .কিন্তু সেটা কেবল এক মিনিটের জন্য। এখন এসইউভি এক ব্লক যেতে না যেতেই আবার দাঁড়িয়ে পড়েছে।

বেল্লামি চাপা কণ্ঠে কাউকে কথা বলতে শোনে।

"দু:খিত. .অসম্ভব. " কর্তৃত্বব্যঞ্জক কণ্ঠে কেউ কথা বলছে। " .এই সময়ে বন্ধ থাকার কথা.

গাড়িচালকও একই কর্তৃত্বের সুরে কথা বলে। "সিআইএ তদন্ত. .জাতীয় নিরাপত্তা. . " আপাতভাবে কথোপকথন আর আইডিতে কাজ হয়, কারণ সাথে সাথে গলার স্বর বদলে যায়।

"হ্যাঁ, অবশ্যই. .সার্ভিস এনট্রেন্স. " বেশ জোরে একটা গড়গড় শব্দ হয় মনে হয় কোন গ্যারেজের দরজা খোলার আওয়াজ এবং খোলার পরে কণ্ঠটা বলে, "আমি কি আপনার সাথে আসব? আপনি ভিতরে প্রবেশ করতে, কিন্তু কোথাও যেতে পারবেন না–"

"না। ইতিমধ্যে আমাদের এ্যাকসেস দেয়া হয়েছে।"

নিরাপত্তা রক্ষী যদি বিস্মিতও হয়ে থাকে, সেটার জন্যও দেরী হয়ে গেছে। এসইউভি আবার চলতে শুরু করেছে। আরও প্রায় পঞ্চাশ গজ যাবার পরে গাড়িটা আবার থেমে যায়। ভারী দরজাটা গড়গড় শব্দ করে তাদের পেছনে বন্ধ হয়ে যায়।

নিরবতা।

বেল্লামি টের পায় সে কাঁপছে।

এসইউভির পেছনের হ্যাঁচ একটা বিকট শব্দে খুলে যায়। বেল্লামি তার কাঁধে একটা তীক্ষ্ণ ব্যথা অনুভব করে কেউ একজন তাকে বাহু ধরে টেনে বের করে তারপরে পায়ের উপরে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। কোন কথা না বলে, একটা বিশাল পেভমেন্টের উপর দিয়ে একটা জোরাল শক্তি তাকে এগিয়ে নিয়ে যায়। একটা অদ্ভুত মাটি মাটি গন্ধ সে পায় কিন্তু ঠিক মিলাতে পারে না। তাদের সাথে আরো কেউ একজন হাঁটছে, সে যেই হোক এখনও একটাও কথা বলেনি।

তারা একটা দরজার সামনে এসে দাঁড়ায় এবং বেল্লামি একটা ইলেকট্রনিক পিঙ শুনতে পায়। দরজাটা ক্লিক শব্দ করে খুলে যায়। বেল্লামির হাত ধরে তাকে কয়েকটা করিডোরের ভিতর দিয়ে নিয়ে যাওয়া হয় এবং সে টের পায়

BanglaBook.org

চারপাশের বাতাস উষ্ণ আর সেই সাথে আরো সেঁতসেঁতে হয়ে উঠেছে। *কোন ইনডোর পুল হবে সম্ভবত? না।* বাতাসের গন্ধটা ক্লোরিনের না. .তারচেয়ে অনেকবেশী মাটি মাটি আর প্রাইমাল।

*কোন চুলায় এলাম রে বাবা?!* বেল্লামি জানে সে ক্যাপিটল ভবনের থেকে খুব বেশি হলে দুই এক ব্লক দূরে রয়েছে। তারা আবার থামে সে আবার একটা ইলেকট্রিক পিঙ আওয়াজ শুনতে পায়। এই দরজাটা একটা হিস শব্দ করে খুলে। তারা পেছন থেকে ধাক্কা দিয়ে তাকে ভিতরে ঢুকালে নাকে পাওয়া গন্ধটা না চেনার প্রশ্নই উঠে না।

বেল্লামি এবার বুঝতে পারে তারা কোথায় এসেছে। *হা ঈশ্বর!* সে এখানে প্রায়ই আসে কিন্তু সার্ভিস এনট্রেন্স দিয়ে আসেনি কখনও। এই অসাধারণ কাঁচের ভবনটা ক্যাপিটল ভবন থেকে মাত্র তিনশ গজ দূরে অবস্থিত এবং বলা চলে ক্যাপিটল ভবনেরই একটা বর্ধিত অংশ। *এই জায়গা আমি নিয়ন্ত্রণ করি!* সে বুঝতে পারে ব্যাটারা তারই কি-ফব দিয়ে ভিতরে প্রবেশ করেছে।

শক্তিশালী হাত তাকে দরজা দিয়ে ভিতরে নিয়ে আসে, এবং একটা পরিচিত বাঁকান পথ দিয়ে হাটিয়ে নিয়ে চলে। ভারী, স্যাঁতসেঁতে উষ্ণতা সাধারনত আরামদায়ক বলেই তার কাছে এতদিন মনে হয়েছে। আজ রাতে, আমি ঘামছি।

*এখানে আমরা এসেছি কি করতে?!*

বেল্লামিকে সহসা থামিয়ে একটা বেঞ্চে বসিয়ে দেয়া হয়। শক্তিশালী লোকটা তার হাতের বাঁধন খুলে দিয়ে সেটা এবার পেছনে বেঞ্চের সাথে আটকে দেয়।

"তুমি আমার কাছে কি চাও?" বেল্লামি চিৎকার করে জানতে চায়, তার হৃৎপিণ্ড পাগলের মত স্পন্দিত হতে থাকে।

সে কেবল একটা বুটের শব্দ চলে যেতে শুনে এবং কাঁচের দরজা পিছনে এসে বন্ধ হয়ে যায়।

তারপরে আবার নিরবতা।

মৃত্যুর মত নিরবতা।

*তারা আমাকে এখানে রেখে চলে গেছে?!* বেল্লামি এবার আরও বেশি ঘামতে শুরু করে কারণ সে হাতের বাঁধন খোলার জন্য ধ্বস্তাধ্বস্তি শুরু করেছে। *আমি চোখের পট্টিও খুলতে পারছি না?*

"বাঁচাও!" সে চিৎকার করে। "কেউ আছো!"

সে আতঙ্কে চিৎকার করলেও, বেল্লামি ভাল করেই জানে তার গলার স্বর কেউ শুনতে পাবে না। এই বিশাল কাঁচের ঘরটা- যাকে সবাই জঙ্গল বলে-দরজা বন্ধ করলে একেবারে এয়ারটাইট অবস্থায় থাকে।

*তারা আমাকে জঙ্গলে রেখে গেছে,* সে ভাবে। *সকালের আগে কেউ আমাকে এখানে খুঁজে পাবে না।*

তখনই সে শব্দটা শুনতে পায়।

BanglaBook.org

খুব হাল্কা একটা শব্দ, কিন্তু সেটাই বেল্লামিকে আতঙ্কিত করে তোলে জীবনেও সে কোন শব্দ শুনে এতটা আতঙ্কিত হয়নি। *নিঃশ্বাসের শব্দ। খুব কাছে।*

বেঞ্চে সে একা বসে নেই।

একটা সালফার ম্যাচ হঠাৎ হিস শব্দে তার এত কাছে জ্বলে উঠে যে সে মুখে তার উত্তাপ অনুভব করে। বেল্লামি ভয়ে কুঁকড়ে যায়, সহজাত প্রবৃত্তির বশে হাতের বাঁধন ছেঁড়ার চেষ্টা করে।

তারপরে, কোন জানান না দিয়ে একটা হাত সহসা তার মুখ থেকে কাপড়টা সরিয়ে দেয়।

তার সামনে জ্বলতে থাকা শিখাটা ইনউ সাটোর কালো চোখে প্রতিফলিত হয়, বেল্লামির মুখ থেকে ইঞ্চিখানেক দূরত্বে সে তার ঠোঁটে ঝুলতে থাকা সিগারেটে ম্যাচটা দিয়ে আগুন ধরায়।

কাঁচের ছাদ দিয়ে ভিতরে প্রবেশ করা চাদের আলোতে ক্রুদ্ধ চোখে সে তার দিকে তাকিয়ে থাকে।

"তো, মি.বেল্লামি," ম্যাচটা নিভাতে নিভাতে সাটো বলে। "আমরা কোথা থেকে শুরু করতে পারি?"

# ৭০
# অধ্যায়

*একটা ম্যাজিক স্কোয়ার।* ড্রয়ারের খোদাইয়ে সংখ্যা লেখা বর্গক্ষেত্রটা চোখে পড়তে ক্যাথরিন মাথা নাড়ে। বেশির ভাগ লোকের মনে হবে ল্যাংডন পাগল হয়ে গিয়েছে, কিন্তু ক্যাথরিন দ্রুত বুঝতে পারে সেই ঠিক।

*ম্যাজিক* শব্দটা আসলে কোন আধ্যাত্মিক কিছু বোঝায় না সেটা গাণিতিক কিছুর প্রতি ইঙ্গিত করে– এটা এমনভাবে সাজান সংখ্যার একটা বর্গক্ষেত্র যে যেভাবেই যোগ করা হোক না কেন পাশাপাশি, লম্বালম্বি, আড়াআড়ি সবসময়ে যোগফল একই হবে। ভারত আর মিশরের গণিতবিদদের দ্বারা প্রায় চারহাজার বছর আগে আবিষ্কৃত ম্যাজিক স্কোয়ারকে আজও অনেকে জাদুকরী ক্ষমতার অধিকারী বলে বিশ্বাস করেন। ক্যাথরিন কোথায় যেন পড়েছে আজও অনেক ভারতীয় তাদের পূজার বেদীতে তিন-বাই-তিনের বিশেষ ম্যাজিক স্কোয়ার, যা তারা কুবেরের কলাম বলে অভিহিত করে থাকেন, এঁকে রাখেন। মূলত আধুনিক মানুষ যদিও ম্যাজিক স্কোয়ারকে "বিনোদন গণিত"এর পর্যায়ে নামিয়ে এনেছে কিছু মানুষ আজও নতুন "ম্যাজিক্যাল" বিন্যাস খুঁজে আজও তৃপ্তি লাভ করে। *প্রতিভাবানদের জন্য সুকোডো।*

BanglaBook.org

ক্যাথরিন দ্রুত ড্যুরারের বর্গটা বিশ্লেষণ করে, কয়েকটা রো আর কলামের যোগফল বের করে।

| | | | |
|---|---|---|---|
| ১৬ | ৩ | ২ | ১৩ |
| ৫ | ১০ | ১১ | ৮ |
| ৯ | ৬ | ৭ | ১২ |
| ৪ | ১৫ | ১৪ | ১ |

"চৌত্রিশ," সে বলে। "যেভাবেই যোগ করা হোক যোগফল চৌত্রিশ হবে।"

"ঠিক তাই," ল্যাংডন বলে। "কিন্তু তুমি কি এটা জানো যে এই ম্যাজিক স্কোয়ার বিখ্যাত কারণ ড্যুরার আপাতদৃষ্টিতে অসম্ভবকে সম্ভব করেছিল?" সে দ্রুত ক্যাথরিনকে দেখায় রো, কলাম আর আড়াআড়িভাবে যোগ করে চৌত্রিশ পাওয়া ছাড়াও, ড্যুরার সংখ্যাগুলোর বিন্যাস এমনভাবে করেছিলেন যে পাশাপাশি যেকোন চারটা সংখ্যার যোগফল চৌত্রিশ হবে। "যদিও সবচেয়ে অবাক করার মত ব্যাপার হল, ড্যুরার ১৫ আর ১৪ সংখ্যা দুটোকে নিচের সারিতে পাশাপাশি রেখে পুরো বর্গক্ষেত্রটা বিন্যাস করেছেন যা সেই বছর নির্দেশ করে যে বছর তিনি এই অবিশ্বাস্য কীর্তি অর্জন করেছিলেন।"

ক্যাথরিন আবার সংখ্যাগুলোর দিকে তাকায় এবং তাদের বিন্যাস দেখে মুগ্ধ হয়।

ল্যাংডনের কণ্ঠস্বর এখন আরো উত্তেজিত শোনায়। "অসাধারণভাবে, *মেলানকলিয়া এক* এই প্রথম ইউরোপিয়ান চিত্রকলায় ম্যাজিক স্কোয়ারের আর্বিভাব হয়। কিছু ঐতিহাসিক বিশ্বাস করেন যে প্রাচীন রহস্যময়তা যে মিশরীয় মিস্ত্রি স্কুলের গণ্ডি পার হয়ে ইউরোপীয় গোপন চক্রের কুক্ষিগত হয়েছে ড্যুরার সেটাই সাঙ্কেতিকভাবে এখানে বর্ণনা করেছেন।" ল্যাংডন থামে। "যা আমাদের আমার. . .*এখানে* ফিরিয়ে নিয়ে আসে।"

সে পাথরের পিরামিড থেকে পাওয়া বর্ণমালার গ্রিডের দিকে ইঙ্গিত করে।

| | | | |
|---|---|---|---|
| S | O | E | U |
| A | T | U | N |
| C | S | A | S |
| V | U | N | J |

"আমি ধরে নিচ্ছি বিন্যাসটা এখন পরিচিত মনে হচ্ছে?" ল্যাংডন বলে।

"চার-বাই-চার বর্গ।"

BanglaBook.org

ল্যাংডন একটা পেনসিল নিয়ে বর্ণের বর্গক্ষেত্রের ঠিক পাশেই ড্যুরারের সংখ্যার বর্গটা লিখতে শুরু করে। ক্যাথরিন দেখে পুরো ব্যাপারটা এখন কত সহজ মনে হচ্ছে। সে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে, হাতে পেনসিল ধরা এবং তারপরেও. .বিচিত্র কারণে এত উৎসাহ দেখাবার পরেও তাকে ইতস্তত করতে দেখা যায়।

"রবার্ট?"

সে তার দিকে তাকায়, তার অভিব্যক্তিতে কেমন একটা সচকিত ভাব। "তুমি নিশ্চিত আমরা কাজটা করতে চাই? পিটার কিন্তু স্পষ্ট করে–"

"রবার্ট, যদি তুমি চিত্রলেখটার পাঠোদ্ধার না কর তবে আমি করবো।" সে পেনসিলটা নেবার জন্য হাত বাড়ায়।

ল্যাংডন বুঝতে পারে ক্যাথরিনকে থামান যাবে না, আর তাই সে সম্মত হয়, পিরামিডের দিকে আবার মনোযোগ দেয়। সতর্কতার সাথে সে ম্যাজিক স্কোয়ারের গ্রিডটা পিরামিডের বর্ণের গ্রিডের উপরে মাপমত বসায় এবং প্রতিটা বর্ণ এখন একটা করে সংখ্যা দিয়ে প্রকাশ করা হয়েছে। তারপরে সে একটা নতুন গ্রিড তৈরী করে, ড্যুরারের ম্যাজিক স্কোয়ারের ক্রম অনুসারে ম্যাসনিক গুপ্তলিপির অক্ষরগুলোকে নতুনভাবে সাজায়।

ল্যাংডন লেখা শেষ করলে, তারা দু'জনেই ফলাফল পরীক্ষা করে দেখে।

| | | | |
|---|---|---|---|
| J | E | O | V |
| A | S | A | N |
| C | T | U | S |
| U | N | U | S |

ক্যাথরিন সাথে সাথে বিভ্রান্ত বোধ করে। "এখনও হিবিজিবি।"

ল্যাংডন অনেকক্ষণ চুপ করে থাকে। "ক্যাথরিন এটা আসলে হিবিজিবি না।" তার চোখে আবার আবিষ্কারের উত্তেজনা ঝলসে উঠে। "এটা ল্যাটিন. . ."

একটা লম্বা অন্ধকার করিডোর দিয়ে বুড়ো অন্ধ একটা লোক তার পক্ষে যতটা দ্রুত সম্ভব তার অফিসের দিকে হেঁটে যায়। শেষ পর্যন্ত সেখানে পৌছালে, সে তার ডেস্ক চেয়ারে ধপাস করে বসে পড়ে, তার বুড়ো হাড় ছুটি পেয়ে কৃতজ্ঞতা জানায়। তার অ্যানসারিং মেশিন বিপ বিপ শব্দ করে। সে বাটন চেপে ম্যাসেজটা শুনে।

"ওয়ারেন বেল্লামি বলছি," তার বন্ধু এবং ম্যাসনিক গুরুভাই চাপা স্বরে বলে। "আমি দুঃখিত আমার কাছে খারাপ খবর আছে. . ."

BanglaBook.org

ক্যাথরিন সলোমনের চোখ আবার বর্ণের গ্রিডের দিকে তাকায়, পুনরায় টেক্সটা পর্যবেক্ষণ করে। এবার নিশ্চিতভাবেই একটা ল্যাটিন শব্দ তার সামনে ফুটে উঠে। *জিহোভা।*

| | | | |
|---|---|---|---|
| J | E | O | V |
| A | S | A | N |
| C | T | U | S |
| U | N | U | S |

ক্যাথরিন ল্যাটিন জানে না, কিন্তু প্রাচীন হিব্রু পাণ্ডুলিপি পাঠ করার কারণে এই শব্দটা তার পরিচিত। *জেহোভা। জিহোভাহ।* তার চোখ ধীরে নীচের দিকে নামতে থাকে গ্রিডটা সে বইয়ের মত পড়তে থাকে, সে অবাক হয়ে উপলব্ধি করে সে পিরামিডের পুরো লেখাটা পড়তে পারছে।

*Jeova Sanctus Unus.*

সে সাথে সাথে এর মানেটা বুঝতে পারে। হিব্রু স্ক্রিপচারের আধুনিক অনুবাদে এই বাগধারাটা সব জায়গাতেই দেখা যায়। তোরাহ্‌তে, হিব্রুদের ঈশ্বরকে নানা নামে অভিহিত করা হয়ে থাকে– *জেহোভা, জিহোভাহ, জেওয়া, ইয়াহওয়ে, দি সোর্স, দি এলোহিম*– কিন্তু অসংখ্য রোমান অনুবাদে এই বিভ্রান্ত কারী পরিভাষাকে একটা ল্যাটিন বাগধারায় সীমাবদ্ধ রাখা হয়: *Jeova Sanctus Unus.*

"একমাত্র সত্যিকারের ঈশ্বর?" সে ফিসফিস করে নিজেকেই বলে। বাগধারাটা নিশ্চিতভাবেই এমনকিছু বোঝায় না যা দিয়ে তার ভাইকে খুঁজে বের করতে সাহায্য হবে। "এটাই পিরামিডের গোপন বার্তা? একমাত্র সত্যিকারের ঈশ্বর? আমি এটাকে একটা ম্যাপ মনে করেছিলাম।"

ল্যাংডনকেও বিভ্রান্ত দেখায়, তার চোখ থেকে উত্তেজনার বাষ্প উবে গেছে। "পাঠোদ্ধারে নিশ্চিতভাবেই কোন গলদ নেই, কিন্তু. . ."

"যে লোকটা আমার ভাইকে বন্দি করে রেখেছে সে একটা *অবস্থান* জানতে চায়।" সে কানের পেছনে চুলের গোছা গুঁজে রাখে। "এটা তাকে খুব একটা আনন্দিত করবে না।"

"ক্যাথরিন," ল্যাংডন একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে। "আমি এই ভয়টাই করছিলাম। সারা রাত আমরা রূপক আর কিংবদন্তিকে বাস্তব বলে ভেবে এসেছি। হয়ত এই লেখাটা কোন *রূপক* অবস্থানে দিকে ইঙ্গিত করে– বলতে চায় মানুষের সত্যিকারের সম্ভাবনা কেবল একমাত্র সত্যিকারের ঈশ্বরের কাছে সমর্পনের মাধ্যমে অর্জিত হতে পারে।"

BanglaBook.org

"কিন্তু এর কোন অর্থ হয় না!" ক্যাথরিন বলে, হতাশায় তার চোয়াল চেপে বসেছে। "আমার পরিবার এই পিরামিডটা বংশ পরম্পরায় রক্ষা করে আসছে! একমাত্র সত্যিকারের ঈশ্বর? *এটাই* গোপনীয়তা? আর সিআইএ কিনা এটাকে জাতীয় নিরাপত্তার জন্য হুমকি বলে ভাবছে? হয় তারা মিথ্যা কথা বলছে নতুবা কিছু একটা আমাদের চোখ এড়িয়ে যাচ্ছে।!"

ল্যাংডন সম্মতি জানিয়ে কাঁধ ঝাকায়।

ঠিক তখনই, তার ফোন বাজতে শুরু করে।

পুরানো বইয়ে বোঝাই একটা অফিসে, বুড়ো মানুষটা ডেস্কের উপরে ঝুঁকে আর্থরাইটিক হাতে ফোনের রিসিভারটা আঁকড়ে ধরে আছে।

ফোন বাজতেই থাকে।

অবশেষে একটা সন্দিগ্ধ কণ্ঠ ভেসে আসে। "হ্যালো?" মন্দ্র কিন্তু অনিশ্চিত একটা কণ্ঠস্বর।

বুড়ো লোকটা ফিসফিস করে, "আমাকে বলা হয়েছে তোমার শরণ দরকার।"

ফোনের অন্যপ্রান্তের লোকটা যেন চমকে উঠে। "কে কথা বলছেন? ওয়ারেন বেল্লামি কি-"

"অনুগ্রহ করে কারো নাম উল্লেখের প্রয়োজন নেই," বুড়ো মানুষটা বলে। "আমাকে শুধু বলেন আপনার কাছে গচ্ছিত রাখা ম্যাপটা আপনি এখনও আগলে রেখেছেন কিনা?"

একটা বিস্মিত বিরতি। "হ্যাঁ. . .কিন্তু আমার মনে হয় না সেটার কোন প্রয়োজন আছে। এটা খুব বেশি কিছু বলে না। এটা যদি কোন ম্যাপ হয়ে থাকে তবে রূপক বলেই বেশি মনে হচ্ছে-"

"না, ম্যাপটা খুবই বাস্তব, আমি আপনাকে নিশ্চিত করতে পারি। আর সেটা একটা খুবই বাস্তব অবস্থান নির্দেশ করে। এই জিনিসটাকে নিরাপদে রাখতে হবে। এটা কতটা গুরুত্বপূর্ণ সেটা আর নতুন করে আমার বলবার প্রয়োজন নেই। আপনাকে ধাওয়া করা হচ্ছে, কিন্তু আপনি যদি কোনমতে সবার চোখ এড়িয়ে আমার অবস্থানে আসতে পারেন, আমি আপনাকে আশ্রয় দিতে পারব. . .এবং উত্তর।"

লোকটা ইতস্তত করে, স্পষ্টতই অনিশ্চিত।

"বন্ধু আমার," বুড়ো লোকটা এবার মেপে মেপে কথা বলে। "টিবার নদীর উত্তরে রোমে একটা আশ্রয়, যেখানে ছিল সিনাই পাহাড়ের দশটা পাথর, যার ভিতরে একটা পাথর স্বর্গের এবং আরেকটায় লুকের কৃষ্ণ বাবার মুখাবয়ব অঙ্কিত ছিল। আমার অবস্থান কি তুমি জান?"

অনেকক্ষণ অন্যপ্রান্ত চুপ করে থাকে, তারপরে লোকটা উত্তর দেয়, "হ্যাঁ, আমি জানি।"

বুড়ো লোকটা হাসে। *আমি ভেবেছিলাম তুমি জানবে, প্রফেসর।* "এখনই চলে আস। আর সাবধান কেউ যেন তোমাকে অনুসরণ না করে।"

BanglaBook.org

# ৭১
# অধ্যায়

স্টিম শাওয়ারের তরঙ্গায়িত উষ্ণতার মাঝে মাল'আখ নগ্ন হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। ইথানলের শেষ গন্ধটুকুও ধুয়ে যাবার পরে, নিজেকে তার আবার পবিত্র মনে হয়। ইউক্যালিপটাস মিশ্রিত বাষ্প তার ত্বকে প্রবেশ করতে সে অনুভব করে তাপে তার লোমকূপগুলো খুলে যাচ্ছে। তারপরে সে তার পালনীয় আঁচার শুরু করে।

প্রথমে, সে তার উল্কি আঁকা দেহ আর মাথায় লোমনাশক রাসায়নিক পদার্থ দিয়ে ভাল করে ঘষে, লোমের সামান্যতম উপস্থিতিও নাশ করে। *সাত দ্বীপের হেলিডাসের দেবতারা ছিলেন লোমহীন।* তারপরে সে অ্যাব্রামেলিন তেল তার নরম আর গ্রহণোন্মুখ পেশীতে ভাল করে মালিশ করে। *অ্যাব্রামেলিন তেল মহান মেজাইয়ের পবিত্র তেল।* এবার সে তার শাওয়ারের লিভারে একেবারে বামে ঘুরিয়ে দেয় এবং বরফ শীতল পানি প্রবাহিত হতে শুরু করে। কনকনে ঠাণ্ডা পানির নীচে সে পুরো এক মিনিট দাঁড়িয়ে থাকে লোমকূপের মুখ বন্ধ করতে যাতে তাপ এবং শক্তি তার ভেতরে আটকে পড়ে। ঠাণ্ডা পানি হিমশীতল সেই নদীর কথা মনে করিয়ে দেয় যেখান থেকে এই রূপান্তর শুরু হয়েছিল।

সে কাঁপতে কাঁপতে শাওয়ারের নীচ থেকে বের হয়ে আসে কিন্তু কয়েক সেকেণ্ডের ভিতরে তার ভেতরের তাপ মাংসপেশীর ভাঁজে ভাঁজে ছড়িয়ে পড়ে তাকে উষ্ণ করে তোলে। মাল'আখের ভেতরে এখন চুল্লীর উত্তাপ। সে নগ্ন অবস্থায় আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজেকে দেখে. .সম্ভবত এই শেষবার সে নিজেকে নশ্বর মানুষের রূপে দেখছে।

তার পায়ের পাতা হল বাজপাখির বাঁকান নখর। তার পা দুটো-বোয়াজ আর জাচিন-জ্ঞানর প্রাচীন স্তম্ভ। তার কটিদেশ আর উদর মরমী শক্তির তোরণদ্বার। তোরণের নীচে ঝুলন্ত অবস্থায় থাকা তার অতিকায় যৌনাঙ্গে তার নিয়তির প্রতীকের উল্কি আঁকা। আগের জীবনে এই মুগুরের মত মাংসের পেশীটা ছিল দৈহিক সুখের উৎস। কিন্তু এখন আর নয়।

*আমি পরিশোধিত হয়েছি।*

কাঠারোই এর খোজা মরমী আশ্রমিকের মত, মাল'আখ নিজের অণ্ডকোষ ফেলে দিয়েছে। সে নিজের পুরুষত্ব উৎসর্গ করেছে আরো মূল্যবান কিছুর জন্য। *ঈশ্বরের কোন লিঙ্গ নেই।* পার্থিব যৌন আকাঙ্ক্ষার প্ররোচণা আর মানব লিঙ্গের অসম্পূর্ণতা ঝেড়ে ফেলে, মাল'আখ আর্থুরিয়ান কিংবদন্তির খোজা জাদুকর, অওরানস, অ্যাটিস, স্পোরাসের মত হয়ে উঠেছে। *প্রতিটা আধ্যাত্মিক*

BanglaBook.org

*রূপান্তরের আগে ঘটেছে শারিরীক রূপান্তর।* প্রতিটা মহান দেবতাদের ক্ষেত্রে এটা হয়েছে. .ওসিরিস থেকে তামুজ, জেসাস থেকে শিব, বুদ্ধের ক্ষেত্রে এটা ঘটেছে।

*আমার ভিতরে পোশাক পরা লোকটাকে অপসারিত করতে হবে।*

সহসা, মাল'আখ তার দৃষ্টি সরিয়ে উপরে নিয়ে আসে, বুকের দুই মাথা বিশিষ্ট ফিনিক্স থেকে মুখে জড়িয়ে থাকা প্রাচীন স্মারকের বিন্যাস ছাড়িয়ে সোজা মাথার তালুতে উঠে আসে। সে তার মাথাটা আয়নার দিকে কাত করে, কোনমতে চাঁদির উল্কিহীন বৃত্তাকার স্থানটা দেখে। দেহের এই স্থানটা পবিত্র। ফনটানেল বলে পরিচিত, জন্মের সময় মানব দেহের এই স্থানটা উন্মুক্ত থাকে। *মস্তিষ্কের চক্ষু।* অবশ্য কয়েক মাসের ভিতরে শরীরবৃত্তিক এই দ্বারটা বন্ধ হয়ে যায়, তারপরে বাইরের আর ভিতরের জগতের হারিয়ে যাওয়া যোগসূত্রের চিহ্ন হিসাবে বিরাজ করে।

মাল'আখ উল্কিহীন পবিত্র ত্বকটা পরীক্ষা করে দেখে যার চারপাশে মুকুটের মত বৃত্তাকারে রয়েছে একটা *অনরোবোরস*– একটা রহস্যময় সাপ নিজের লেজ নিজেই ভক্ষণ করছে। খালি ত্বকটা যেন তার দিকে তাকিয়ে রয়েছে. প্রতিশ্রুতিতে উজ্জ্বল।

রবার্ট ল্যাংডন শীঘ্রই সেই গুপ্তধন খুঁজে বের করবে যা মাল'আখের প্রয়োজন। মাল'আখ একবার সেটা আয়ত্ত্বে পেলে তার মাথার এই খালি জায়গাটা পূর্ণ হবে এবং তারপরেই সে চূড়ান্ত রূপান্তরের জন্য প্রস্তুত হবে।

মাল'আখ তার শোবার ঘরের ভেতরে হেঁটে যায়, এবং নীচের ড্রয়ার থেকে সাদা সিল্কের একটা লম্বা ফালি বের করে। আগে বহুবার যেমন সে করেছে, নিতম্ব আর কুচকির চারপাশে সেটা পেচিয়ে বাঁধে। তারপরে সে নীচতলায় আসে।

তার অফিসের কম্পিউটারে একটা ই-মেইল এসেছে।

তার কনট্যাক্ট পাঠিয়েছে।

তুমি যা চাও সেটা এখন নাগালের মধ্যে।

আমি এক ঘন্টার ভিতরে যোগাযোগ করব। ধৈর্য্য ধর।

মাল'আখ হাসে। চূড়ান্ত প্রস্তুতি গ্রহণের সময় হয়েছে।

BanglaBook.org

## ৭২
## অধ্যায়

রিডিং-রুমের ব্যালকনি থেকে সিআইএ ফিল্ড এজেন্ট মেজাজ খারাপ করে নেমে আসে। বেল্লামি *আমাদের মিথ্যা বলেছে।* উপর তলায় মোজেসের মূর্তির কাছে সে তাপের কোন চিহ্ন খুঁজে পায়নি এমনকি আশেপাশেও কোথাও কিছু নেই।

*ল্যাংডন তাহলে গেল কোথায়?*

তারা তাপের চিহ্ন দেখতে পেয়েছে এমন একমাত্র স্থানের দিকে এজেন্ট এবার এগিয়ে যায়– লাইব্রেরীর ডিস্ট্রিবিউশন হাব। সে আবার অষ্টভূজাকৃতি কনসোলের নীচে সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসে। গমগম করতে থাকা কনভেয়ারের শব্দ পীড়াদায়ক। ভিতরে এগিয়ে এসে সে থারমাল গগলস চোখে পরে এবং রুমটা স্ক্যান করে। কিছু নেই। সে বইয়ের গাদার দিকে তাকায়, যেখানে ভেঙেচুরে পড়ে থাকা দরজা এখনও উত্তপ্ত। সেটা ছাড়া সে আর কোন–

*হলি শিট!*

এজেন্ট লাফিয়ে পেছনে সরে আসে একটা অপ্রত্যাশিত আভা তার দৃশ্যপটে ভেসে আসলে। দেয়ালের ভিতর থেকে বের হয়ে আসা কনভেয়ার বেল্টের উপরে একজোড়া ভূতের মত, দুটো মানবাকৃতি ছাপ হাল্কাভাবে আভা ছড়ায়। *তাপের চিহ্ন।*

অবাক হয়ে, এজেন্ট দেখে কনভেয়ার লুপে দুটো অপচ্ছায়া বৃত্তাকার পথে ঘরটা অতিক্রম করে মাথা আগে দিয়ে দেয়ালের সংকীর্ণ গর্তের ভিতরে আবার হারিয়ে যায়। *ব্যাটারা কনভেয়ারে করে পালিয়েছে? এটা পাগলামি।*

দেয়ালের গর্তের ভিতর দিয়ে রবার্ট ল্যাংডন পালিয়েছে এটা বোঝার সাথে সাথে ফিল্ড এজেন্ট বুঝতে পারে যে তার আরেকটা সমস্যা আছে। *ল্যাংডন একা না?*

সে তার ট্রান্সরিসিভার অন করে টিম লিডারের সাথে যোগাযোগ করতে যাবে কিন্তু তার আগেই টিম লিডার তার সাথে যোগাযোগ করে।

"অল পয়েন্টস, লাইব্রেরীর সামনে পরিত্যক্ত অবস্থায় একটা সাদা ভলভো পাওয়া গেছে। কোন এক ক্যাথরিন সলোমনের নামে রেজিস্ট্রি করা। প্রত্যক্ষদর্শীর ভাষ্যমতে অনেকক্ষণ আগেই সে লাইব্রেরীতে প্রবেশ করেছে। আমাদের ধারণা এই মুহূর্তে সে ল্যাংডনের সাথে আছে। ডিরেক্টর সাটো আদেশ দিয়েছেন অনতিবিলম্বে তাদের খুঁজে বের করতে হবে।"

"আমি দুজনের দেহ তাপের চিহ্ন পেয়েছি!" ডিস্ট্রিবিউশন রুমে অবস্থানরত এজেন্ট চেঁচিয়ে উঠে। সে পুরো ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করে।

"যিশুর দিব্যি!" টিম লিডারের প্রতিক্রিয়া। "কনভেয়ারটা কোথায় যায়?"

ফিল্ড এজেন্ট ততক্ষণে বুলেটিন বোর্ডে টাঙান কর্মচারীদের ছকবদ্ধ রেফারেন্স দেখতে শুরু করেছে। "এডামস ভবন," উত্তর দেয়। "এখান থেকে এক ব্লক দূরে।"

"অল পয়েন্ট। সবাই এডামস ভবনের দিকে রওয়ানা দাও। এখনই।"

BanglaBook.org

# ৭৩
# অধ্যায়

*শরণস্থল, উত্তর।*
এডামস ভবনের পাশের দরজা দিয়ে দৌড়ে বাইরের শীতের ঠাণ্ডা রাতে বের হবার সময়ে শব্দ দুটো ল্যাংডনের মাথায় ঘুরতে থাকে। রহস্যময় যোগাযোগকারী নিজের অবস্থান দুর্বোধ্য ভাষায় জানিয়েছেন, কিন্তু ল্যাংডন বুঝতে পেরেছে। তাদের গন্তব্যের ব্যাপারে ক্যাথরিনের প্রতিক্রিয়া বিস্ময়কর রকমের আশাবাদী: *একমাত্র সত্যিকারের ঈশ্বর এরচেয়ে আর ভাল কোথায় খুঁজে পাওয়া যাবে?*

এখন প্রশ্ন হল সেখানে কিভাবে যাওয়া হবে।

ল্যাংডন জায়গায় দাঁড়িয়ে দম ফিরে পাবার ফাঁকে চারপাশে ঘুরে তাকায়। চারপাশ অন্ধকার হলেও আশার কথা আবহাওয়া পরিষ্কার হয়ে গেছে। তারা একটা ছোট কোর্টইয়ার্ডে দাঁড়িয়ে আছে। একটু দূরে, ক্যাপিটল ভবনের গম্বুজকে চমকপ্রদভাবে দূরবর্তী দেখায় এবং ল্যাংডনের মনে পড়ে আজ রাতে ক্যাপিটলে আসবার পরে গত কয়েক ঘন্টায় এই প্রথম সে বাইরে পা রাখল।

*বক্তৃতা দিতে এসে এত নাকাল কোনদিন হইনি।*

"রবার্ট, দেখো।" ক্যাথরিন জেফারসন বিল্ডিংএর আবছা অবয়বের দিকে আঙ্গুল তুলে দেখায়।

ভবনটার দিকে তাকিয়ে ল্যাংডনের প্রথম প্রতিক্রিয়া হল বিস্ময়ের যে তারা কনভেয়ার বেল্টে করে মাটির নীচ দিয়ে এতটা দূরে এসেছে। তার দ্বিতীয় প্রতিক্রিয়া অবশ্য আতঙ্কের। জেফারসন বিল্ডিং এ যেন মচ্ছব লেগেছে– ট্রাক আর গাড়ির বহর আসছে যাচ্ছে, লোকজন কথা বলার শব্দ ভেসে আসছে। *ঐটা কি সার্চলাইট দেখলাম?*

ল্যাংডন ক্যাথরিনের হাত ধরে। "চলে এসো।"

আঙ্গিনার উপর দিয়ে উত্তরপূর্ব দিকে তারা দৌড়ে গিয়ে, একটা ইউ-আঁকৃতির অভিজাতদর্শন ভবনের পেছনে দ্রুত দৃষ্টিপটের আড়ালে চলে যায়, ল্যাংডন বুঝতে পারে সেটা ফোলগার শেক্সপিয়ার লাইব্রেরী। এই নির্দিষ্ট ভবনটাকে আজ রাতে তাদের জন্য উপযুক্ত ক্যামোফ্লেজ বলে প্রতিয়মান হয়, কারণ এখানে ফ্রান্সিস বেকনের *নিউ আটলান্টিসের* মূল ল্যাটিন পাণ্ডুলিপি রয়েছে, ইউটোপিয়ান দৃষ্টিভঙ্গি বলা হয়ে থাকে যার আদলে আমেরিকার পূর্বপুরুষেরা প্রাচীন জ্ঞানের উপরে ভিত্তি করে নতুন পৃথিবী গড়ে তুলেছিল। তবে ল্যাংডন থামে না।

BanglaBook.org

*আমাদের একটা ক্যাব দরকার।*

ইস্ট ক্যাপিটল আর থার্ড স্ট্রীটের কোনায় তারা পৌছে। রাস্তায় গাড়ি চলাচল নেই বললেই চলে, এবং ট্যাক্সির আশায় আশেপাশে তাকিয়ে ল্যাংডন দমে যায়। থার্ড স্ট্রীটের উপর দিয়ে তারা উত্তর দিকে এগিয়ে যায়, লাইব্রেরী অব কংগ্রেস আর নিজেদের ভিতরে ব্যবধান সৃষ্টি করার অভিপ্রায়ে। আরো পুরো একটা ব্লক অতিক্রম করার পরে সামনের বাঁক ঘুরে ল্যাংডন একটা খালি ট্যাক্সিকে এগিয়ে আসতে দেখে। সে হাত দিয়ে ইশারা করতে ট্যাক্সিটা দাঁড়িয়ে পড়ে।

তার রেডিওতে মধ্যপ্রাচ্যের সঙ্গীত বাজতে শোনা যায় এবং তরুণ আরব ট্যাক্সি চালক তাদের দিকে তাকিয়ে বন্ধুসুলভ হাসি দেয়। "কোথায় যাবে?" তারা দ্রুত ট্যাক্সিতে উঠে বসতে সে জানতে চায়।

"আমরা যাব হল–"

"উত্তরপশ্চিম দিকে!" ক্যাথরিন জেফারসন ভবন থেকে দূরে থার্ড স্ট্রিটের উপর দিয়ে নাকবরাবর দেখিয়ে বলে। "সোজা ইউনিয়ন স্টেশন যাও সেখান থেকে বামে বাঁক নিয়ে ম্যাসাচুসেটস এ্যাভিনিউ। আমরা বলবো কোথায় থামতে হবে।"

ট্যাক্সিচালক কাঁধ ঝাকিয়ে প্লেক্সিগ্লাসের ডিভাইডার উঠিয়ে দিয়ে আবার রেডিও চালিয়ে দেয়।

ক্যাথরিন ল্যাংডনের দিকে ভর্ৎসনার চোখে তাকিয়ে যেন বলতে চায়: "কোন চিহ্ন রেখে যাওয়া চলবে না।" সে নীচু হয়ে এদিকে উড়ে আসা একটা কালো হেলিকপ্টারের দিকে ল্যাংডনের দৃষ্টি আঁকর্ষণ করে। *ধুত্তোরি!* সাটো দেখছি সলোমনের পিরামিড উদ্ধার না করে থামবে না।

তারা হেলিকপ্টারটা জেফারসন আর অ্যাডামস ভবনের মধ্যে অবতরণ করতে দেখলে তার দিকে তাকায় তার দৃষ্টিতে উদ্বিগ্নতা বাড়ছে। "আমি তোমার সেল ফোনটা একটু দেখতে পারি?"

ল্যাংডন বিনা বাক্য ব্যয়ে ফোনটা দেয়।

"পিটার আমাকে বলেছে তোমার শ্রুতিধরের মত স্মৃতিশক্তি?" তার দিকের জানালার কাঁচ নামাতে নামাতে সে জানতে চায়। "আর তুমি যেকোন নাম্বার একবার ডায়াল করেই সেটা মনে রাখতে পার?"

"সেটা সত্যি, কিন্তু–"

ক্যাথরিন ততক্ষণে ফোনটা বাইরে ছুড়ে ফেলেছে। ল্যাংডন হায় হায় করে উঠে ঘাড় ঘুরিয়ে দেখে তার সেলফোনটা বনবন করে ঘুরতে ঘুরতে ফুটপাতে আছড়ে পড়ে শতধাবিভক্ত হয়ে যায়। "এটা কেন করলে!"

"গ্রিড থেকে বের হলাম," ক্যাথরিন চোখের দৃষ্টি গম্ভীর করে বলে। "আমার ভাইকে খুঁজে পাবার একমাত্র আশা হল পিরামিডটা আর সিআইএ এসে সেটা আমার কাছ থেকে কেড়ে নিক সেটা আমি চাই না।"

BanglaBook.org

সামনের সীটে ওমর আমিরানা মাথা ঝাকাতে ঝাকাতে সঙ্গীতের তালে তালে গান গায়। আজকের রাতটা বিশ্রী, তার ভাগ্য ভাল শেষ পর্যন্ত যাত্রী পেয়েছে। স্ট্যানটন পার্ক অতিক্রম করার সময়ে তার ট্যাক্সি কোম্পানীর ডেসপ্যাচারের পরিচিত কণ্ঠস্বর রেডিওতে ভেসে আসে।

"ডিসপ্যাচ থেকে বলছি। ন্যাশনাল মল এলাকায় অবস্থিত সব যানবাহনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। এ্যাডামস ভবনের আশেপাশে দুজন ফেরারি সম্বন্ধে এইমাত্র সরকারী সংস্থার কাছ থেকে আমরা একটা বুলেটিন পেয়েছি. . "

ডেসপ্যাচ তার ক্যাবে বসে থাকা দুজনের হুবহু বর্ণনা দিলে ওমর বেকুবের মত শুনতে থাকে। সে আড়ষ্ঠ ভঙ্গিতে রিয়ার ভিউ মিররের দিকে তাকায়। ওমর স্বীকার করে, লম্বা লোকটাকে কেমন যেন পরিচিত মনে হয়। আমেরিকা'স মোস্ট ওয়ানটেডে *কি আমি তাকে দেখেছি?*

ইতস্তত করে ওমর তার রেডিওর হ্যাণ্ডসেটের উদ্দেশ্যে হাত বাড়ায়। "ডেসপ্যাচ?" সে শান্ত কণ্ঠে ট্রান্সসিভারে কথা বলতে থাকে। "ক্যাব এক-তিন-চার থেকে বলছি। তোমার বর্ণনা দেয়া দুজনই– ক্যাবে রয়েছে–এই মুহূর্তে।"

ডেসপ্যাচ সাথে সাথে ওমরকে কি করতে হবে বলে দেয়। ডেসপ্যাচের দেয়া ফোন নাম্বারে ডায়াল করার সময়ে ওমরের হাত রীতিমত কাঁপতে থাকে। ফোনটা একজন দক্ষ আর কঠোর কণ্ঠের লোক ধরে , অনেকটা সৈনিকের মত।

"এজেন্ট টার্নার সিমকিনস বলছি। সিআইএ ফিল্ড অপারেশনস। কে কথা বলছে?"

"আ. .আমি সেই ট্যাক্সি চালক?" ওমর জানায়। "আমাকে দুজনের ব্যাপারে কথা বলতে ফোন করতে–"

"ফেরারি দুজন এই মুহূর্তে তোমার ট্যাক্সিতে আছে। হ্যাঁ অথবা না বল।"

"হ্যাঁ।"

"তারা এই কথোপকথন শুনতে পাচ্ছে? হ্যাঁ অথবা না?"

"না। স্লাইডার তোলা–"

"তুমি তাদের কোথায় নিয়ে যাচ্ছো?"

"ম্যাসাচুসেটসের উত্তরপশ্চিম দিকে।"

"নির্দিষ্ট গন্তব্য?"

"তারা বলেনি।"

এজেন্ট ইতস্তত করে। "পুরুষ যাত্রীর কাছে কি কোন লেদারের ব্যাগ আছে?"

ওমর আবার রিয়ারভিউ মিরর দিয়ে তাকায় তার চোখ বড় বড় হয়ে উঠে। "হ্যাঁ! ব্যাগে কোন বিস্ফোরক বা ঐ জাতীয় কিছু–"

"ভাল করে শোন," এজেন্ট তার কথা পাত্তা না দিয়ে বলে। "আমার নির্দেশ পালন করলে তোমার বিপদ হবে না। বুঝতে পেরেছো ব্যাপারটা?"

BanglaBook.org

"হ্যাঁ, স্যার।"

"তোমার নাম কি?"

"ওমর," বিনবিন করে ঘামতে ঘামতে সে বলে।

"ওমর শোন," লোকটা শান্ত কণ্ঠে বলে। "তুমি দারুণ কাজ দেখাচ্ছো। আমি চাই তুমি যতটা সম্ভব আস্তে গাড়ি চালাও যাতে আমি আমার টিম নিয়ে তোমার সামনে চলে আসতে পারি। বুঝতে পেরেছো?"

"হ্যাঁ, স্যার।"

"আর শোন, তোমার ক্যাবে পেছনে বসা যাত্রীর সাথে কথা বলার জন্য ইন্টারকম আছে না?"

"হ্যাঁ, স্যার।"

"ভাল। মন দিয়ে শোন তোমাকে কি করতে হবে।"

## ৭৪
## অধ্যায়

ইউ.এস ক্যাপিটল ভবনের ঠিক পাশে অবস্থিত–আমেরিকার জীবন্ত জাদুঘর–ইউ.এস ব্যোটানিক গার্ডেনের মূল আঁকর্ষণ দি জঙ্গল, এই নামেই পরিচিত। মূলত রেইন ফরেস্ট, দি জঙ্গল উঁচু গ্রীনহাউসের ভিতরে অবস্থিত, এখানে সুউচ্চ রবার গাছ, স্ট্র্যাঙলার ফিগ বা ডুমুর গাছ এবং সাহসী দর্শনার্থীদের জন্য একটা ক্যানোপী ক্যাটওয়াক আছে।

জঙ্গলের মাটি মাটি গন্ধে বেল্লামি সাধারণত নিজেকে পরিপুষ্ট মনে করেন এবং কাঁচের ছাদের নীচে অবস্থিত বাম্পের নল থেকে বের হওয়া কুয়াশায় স্নাত হয়ে সূর্যরশ্মি নীচে নেমে আসে। আজরাতে কেবল চাঁদের আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে থাকা জঙ্গল তাকে আতঙ্কিত করে তোলে। সে বিনবিন করে ঘামছে, এখন কষ্টকর ভঙ্গিতে পেছনে আটকে থাকা হাতে সৃষ্ট ক্র্যাম্প থেকে তিনি এখন রীতিমত কাতরাচ্ছেন।

ডিরেকটর সাটো সিগারেটে টান দিতে দিতে–কাজটা অতি যত্নে তাপমাত্রা সংশোধন করে সৃষ্ট পরিবেশে পরিবেশ সন্ত্রাসের সমতুল্য–নির্বিকার ভঙ্গিতে তার সামনে পায়চারি করে। ধোঁয়া পূর্ণ চাঁদের আলোতে যা মাথার উপরের কাচের ছাদ ভেদ করে নেমে এসেছে তার মুখটা পিশাচের মত দেখায়।

"তো, তারপরে," সাটো শুরু করে, "তুমি ক্যাপিটলে এসে যখন দেখলে আমি আগে থেকেই ওখানে উপস্থিত আছি... তুমি একটা সিদ্ধান্ত নিলে। নিজের উপস্থিতি আমার কাছে প্রকাশ না করে তুমি গোপনে এসবিবিতে নেমে আসো, সেখানে নিজেকে হুমকির মুখে ফেলে তুমি চীফ এনডারসন আর আমাকে আক্রমণ কর আর ল্যাংডনকে পিরামিড আর শিরোশোভাসহ পালিয়ে যেতে দাও।" সে নিজের আহত কাঁধ ডলে। "চিত্তাকর্ষক বিবেচনা।"

BanglaBook.org

*এই বিবেচনা আমি সুযোগ পেলে আবার করবো,* বেল্লামি ভাবে। "পিটার কোথায়?" সে ক্রুদ্ধ কণ্ঠে জানতে চায়।

"আমি কিভাবে জানবো?" সাটো বলে।

"তুমি দেখা যাচ্ছে এটা ছাড়া বাকি সব কিছুই জানো!" বেল্লামি এবার তার উদ্দেশ্যে পাল্টা অভিযোগ করে, তার সন্দেহ যে সবকিছুর পেছনে সাটোই রয়েছে সেটা লুকাবার কোন চেষ্টাই সে করে না। "তুমি জানতে তোমাকে ক্যাপিটল ভবনে যেতে হবে। তুমি জানতে রবার্ট ল্যাংডনকে খুঁজে বের করতে হবে। আর তুমি এটাও জানতে ল্যাংডনের ব্যাগ এক্স-রে করলে শিরোশোভা খুঁজে পাওয়া যাবে। বোঝাই যাচ্ছে কেউ তোমাকে ভিতরের খবর বেশ ভালই সরবরাহ করেছে।"

সাটো শীতল কণ্ঠে হেসে উঠে তার দিকে এগিয়ে আসে। "মি.বেল্লামি, তুমি কি সেজন্যই আমাকে আক্রমণ করেছিলে? তোমার কি মনে হয় আমি তোমার শত্রু? তোমার ধারণা আমি তোমার সাধের পিরামিড চুরি করতে চাইছি?" সাটো ঠোঁটের সিগারেটে একটা লম্বা টান দেয় এবং নাক দিয়ে গল গল করে ধোঁয়া ছাড়ে। "মন দিয়ে শোনো। গোপনীয়তা রক্ষার গুরুত্ব আমার চেয়ে ভাল কেউ বোঝে না। আমার বিশ্বাস, তোমারও একই ধারণা, যে বিশেষ কিছু তথ্য রয়েছে যার জিম্মা জনগণকে দেয়া যায় না। আজ রাতে, অবশ্য এমন সব শক্তি সক্রিয় হয়েছে যা আমার ভয় হয় তুমি তাদের স্বরূপ পুরোপুরি উপলব্ধি করতে পারোনি। যে লোকটা পিটার সলোমনকে অপহরণ করেছে সে বিপুল ক্ষমতার অধিকারী. . .এমন ক্ষমতা যা এখনও তোমার মোটা মাথায় ঢুকেনি। বিশ্বাস কর, সে একজন চলমান বোমা. . . এমন কিছু ধারাবাহিক ঘটনার সে জন্ম দিতে পারে যা তোমার চেনা পৃথিবী ভীষণভাবে বদলে দিতে পারে।"

"আমি ঠিক বুঝতে পারলাম না," বেল্লামি হাতকড়া পরিহিত থাকায় বাহু ব্যথা করতে দেহের ভার বদলে বলে।

"তোমার বোঝার কোন *দরকার* নেই। তোমাকে আজ্ঞানুবর্তী হতে হবে। এই মুহূর্তে, একটা বিশাল মাত্রার বিপর্যয় এড়াতে আমার একমাত্র উপায় এই লোকটার সাথে সহযোগিতা করা. .আর সে ঠিক যা চায় সেটা তাকে দেয়া। যার মানে দাঁড়ায় তুমি রবার্ট ল্যাংডনকে ফোন করে তাকে বলবে নিজেকে পিরামিড আর শিরোশোভাসহ সমর্পিত করতে। একবার ল্যাংডন আমার তত্ত্বাবধানে আসবার পরে, সে পিরামিডের পাঠোদ্ধার করে লোকটার দাবী করা তথ্য বের করবে এবং সে যা চায় তাকে ঠিক সেটাই পৌঁছে দেবে।"

*প্যাচান সিঁড়ির অবস্থান যা প্রাচীন রহস্যময়তার কাছে পৌঁছে দেবে?* "আমি সেটা করতে পারব না। আমি গোপনীয়তা রক্ষার শপথে আবদ্ধ।"

সাটো এবার ক্ষেপে যায়। "তোমার গোপনীয়তা রক্ষা মুখে আমি মুতে দেই, আমি তোমাকে এত দ্রুত জেলখানায় নিক্ষেপ করবো–"

BanglaBook.org

"আমাকে তুমি যত খুশী হুমকি দিতে পার," অবজ্ঞার সুরে বেল্লামি বলে। "আমি তোমাকে সাহায্য করবো না।"

সাটো একটা বড় শ্বাস নিয়ে ভীতিকর কণ্ঠে ফিসফিস করে বলে। "মি.বেল্লামি আপনার কোন ধারণাই নেই আজ রাতে ঠিক কি ঘটছে আমাদের চারপাশে, তাই না?"

টানটান নিরবতা সাটোর ফোন বেজে উঠা পর্যন্ত তাদের ভিতরে বিরাজ করে। সে পকেটে হাত ঢুকিয়ে আশাবাদী হয়ে উঠে ফোনটা বের করে। "বলো কি বলবে." সে উত্তর দেয়, এবং নিরবে অপরপ্রান্তের কথা শোনে। "তাদের ট্যাক্সি এখন কোথায়? কতক্ষণ? বেশ ভাল। তাদের সোজা ইউ.এস বোটানিক গার্ডেনে নিয়ে আসবে। সার্ভিস এন্ট্রেন্স। আর দেখো পিরামিড আর ঘন্টার শিরোশোভাটা আনতে ভুলে যেও না।"

সাটো লাইন কেটে দিয়ে বেল্লামির দিকে তাকিয়ে আত্মতৃপ্ত হাসি দেয়। "বেশ তাহলে. . .দেখা যাচ্ছে শীঘ্রই তোমার প্রয়োজনীয়তা শেষ হবে।"

## ৭৫
## অধ্যায়

রবার্ট ল্যাংডন ফাঁকা চোখে সামনের দিকে তাকিয়ে থাকে, এতটাই ক্লান্ত বোধ করে যে ধীরে চালাতে থাকা ট্যাক্সি চালককে জোরে চালাতে বলার কথা বলতেও তার আলস্য লাগে। তার পাশে ক্যাথরিনও চুপচাপ বসে থাকে পিরামিডটার গুরুত্ব ঠিক ঠিক বুঝতে না পারার কারণে হতাশ। তারা আবার পিরামিড, শিরোশোভা আর আজ সন্ধ্যার অদ্ভুত সব ঘটনাবলী খুটিয়ে বিশ্লেষণ করে কিন্তু কিছুতেই বুঝতে পারে না পিরামিডটা এত কিছু থাকতে কেন একটা ম্যাপ বলে গণ্য করতে হবে।

*জিহোভা স্যাঙ্কটাস উনাস? দি সিক্রেট হাইডস উইথইন দি অর্ডার?*

তাদের রহস্যময় যোগাযোগকারী তাদের উত্তরের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে যদি তারা একটা বিশেষ স্থানে পৌছে তার সাথে দেখা করতে পারে। *টিবারের উত্তরে, রোমে একটা শরণস্থল ছিল।* ল্যাংডন জানে তাদের পূর্বপুরুষদের 'নিউ রোম' বদলে ওয়াশিংটন রাখা হয় শহরটা স্থাপনের কিছুদিনের ভেতরে এবং এখনও তাদের স্বপ্নের অবশিষ্টাংশ এখনও অবশিষ্ট রয়েছে: টিবারের পানি আজও পোটোম্যাক হয়ে প্রবাহিত হয়, সিনেটরের দল আজও সেন্ট পিটারস রেপ্লিকার নীচে সমবেত হন; এবং ভালকান আর মিনার্ভা আজও বহু আগে নিভে যাওয়া অগ্নি শিখা পাহারা দিচ্ছে।

ল্যাংডন আর ক্যাথরিনের আরাধ্য উত্তর কয়েক মাইল সামনে তাদের জন্য আপাতদৃষ্টিতে অপেক্ষা করছে। *ম্যাসাচুসেটস এ্যাভিনিউর উত্তরপশ্চিমে।* তাদের



BanglaBook.org

গন্তব্যস্থল আসলেই একটা সমাশ্রয়. .ওয়াশিংটনের টিবের ক্রীকে উত্তরে। ল্যাংডন ভাবে ড্রাইভার এত আস্তে চালাচ্ছে কেন।

ক্যাথরিন সহসা তার সীটে সোজা হয়ে বসে, যেন আঁচমকা সে কিছু একটা উপলব্ধি করেছে। "ওহ মাই গড, রবার্ট!" সে রবার্টের দিকে তাকায় তার মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেছে। সে কয়েক মুহূর্ত ইতস্তত করে এবং তারপরে জোরালো কণ্ঠে কথা বলতে থাকে। "আমরা ভুল পথে যাচ্ছি!"

"না, ঠিক আছে," ল্যাংডন। "ম্যাসাচুসেটসের উত্তরপশ্চিম-"

"না! মানে আমরা ভুল স্থানে যাচ্ছি!"

ল্যাংডন এবার বিভ্রান্তবোধ করে। সে ক্যাথরিনকে ইতিমধ্যে বলেছে তাদের রহস্যময় আশ্রয়দাতার বর্ণনা করা অবস্থান সে চেনে। *সিনাই পাহাড়ের দশটা পাথর এখানে রয়েছে, একটা স্বর্গ থেকে চ্যুত এবং অন্যটায় লুকের কৃষ্ণ পিতার অবয়ব ছাপা রয়েছে।* পৃথিবীর বুকে কেবল একটা ভবনই এই দাবী করতে পারে। আর তাদের ট্যাক্সি ঠিক সেই দিকেই চলেছে।

"ক্যাথরিন আমি লোকেশন সম্পর্কে নিশ্চিত।"

"না!" সে চেঁচিয়ে উঠে। "*সেখানে* যাবার আমাদের আর কোন প্রয়োজন নেই। পিরামিড আর শিরোশোভার রহস্য আমি বুঝতে পেরেছি। আমি জানি পুরো ব্যাপারটা কি নিয়ে!"

ল্যাংডন বিস্মিত হয়। "তুমি বুঝতে পেরেছো?"

"হ্যাঁ! আমাদের আসলে যেতে হবে স্বাধীনতা প্লাজায়!"

ল্যাংডন এবার খেই হারায়। স্বাধীনতা প্লাজা কাছেই অবস্থিত কিন্তু একেবারে অপ্রাসঙ্গিক মনে হয়।

"*জিহোভা স্যাঙ্কটাস উনাস!*" ক্যাথরিন বলে। "হিব্রুদের একমাত্র সত্যিকারের ঈশ্বর। *হিব্রুদের* পবিত্র প্রতীক জিউইশ স্টার- দি সীল অব সলোমন- ম্যাসনদের একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রতীক!" সে পকেট থেকে একটা ডলার বের করে। "তোমার কলমটা আমাকে দাও।"

হতবিহ্বল, ল্যাংডন তার জ্যাকেটের পকেট থেকে কলম বের করে দেয়।

"দেখো," সে তার পায়ের উপরে ডলারের নোটটা বিছিয়ে, পেছনের গ্রেট সীলের দিকে নির্দেশ করে বলে। "তুমি যদি সলোমনস সীল আমেরিকার গ্রেট সীলের উপরে সুপারইমপোজ কর. " সে পিরামিডের উপরে একটা নিখুঁত ইহুদিদের স্টার চিহ্ন আঁকে। "দেখো আমরা কি পেলাম!"

ল্যাংডন ডলারের দিকে একবার তাকিয়ে আবার ক্যাথরিনের দিকে তাকায় যেন সে পাগল হয়ে গেছে।

"রবার্ট আরো ভালো করে খেয়াল কর! তুমি কি দেখতে পাচ্ছো না আমি কি দেখাতে চাইছি?"

সে আবার ড্রয়িংএর দিকে তাকায়।

BanglaBook.org

*সে কি বোঝাতে চাইছে?* ল্যাংডন এই ইমেজটা আগে বহুবার দেখেছে। ষড়যন্ত্র তাত্ত্বিকদের কাছে এটা একটা জনপ্রিয় "প্রমাণ" যে আমাদের দেশে ম্যাসনদের একটা গোপন প্রভাব রয়েছে। ছয় শীর্ষবিন্দু বিশিষ্ট তারকা চিহ্নকে যখন গ্রেট সীলের উপরে বসান হয় তারকাটার শীর্ষবিন্দু ম্যাসনিক সবদর্শী চোখের শীর্ষে নিখুঁতভাবে আপতিত হয়. .এবং অনেকটা রহস্যময়ভাবে বাকি পাঁচটা বিন্দু পরিষ্কারভাবে পাঁচটা অক্ষর নির্দেশ করে এম-এ-এস-ও-এন।

"ক্যাথরিন এটা একটা কাকতালীয় ব্যাপার এবং আমি এখনও স্বাধীনতা প্লাজার সাথে এর কোন যোগসূত্র দেখতে পাচ্ছি না।" "আবার দেখো!" এবার তার কণ্ঠস্বর রীতিমত ক্রুদ্ধ শোনায়। "আমি যা নির্দেশ করছি তুমি সেটা দেখছো না! এখানে দেখো। এখনও দেখতে পাচ্ছ না?"

এক মুহূর্ত পরে, ল্যাংডন দেখতে পায়।

সিআইএ ফিল্ড অপারেশনস লিডার টার্নার সিমকিনস অ্যাডামস ভবনের বাইরে দাঁড়িয়ে সেলফোন কানে শক্ত করে ধরে দাঁড়িয়ে রয়েছে, ট্যাক্সির পেছনে চলতে থাকা কথোপকথন সে শুনতে চেষ্টা করছে। *এইমাত্র কিছু একটা হয়েছে।* তার দল একটা পরিবর্তিত সিকোরস্কি ইউএইচ-৬০ নিয়ে উত্তরপশ্চিমে উড়ে গিয়ে রোডব্লক তৈরী করবে বলে প্রস্তুত হতে এখন দেখা যাচ্ছে পরিস্থিতি আঁচমকা বদলে গিয়েছে।

মুহূর্ত আগে, ক্যাথরিন সলোমন বলছিল তারা ভুল পথে যাচ্ছে। তার ব্যাখ্যা- ডলার বিল আর ইহুদিদের তারকা চিহ্ন সম্পর্কিত–রবার্ট ল্যাংডন আর অপারেশনস টিম লিডারের কাছে আপাতদৃষ্টিতে অর্থবোধক মনে হয় না।

"হা ঈশ্বর, তোমার কথা ঠিক!" ল্যাংডনের কথা জড়িয়ে যায়। "আমি আগে দেখিনি।"

সিমকিনস সহসা শুনতে পায় কেউ ট্যাক্সির কাঁচে আঘাত করছে এবং তারপরে সেটা খুলে যায়। "পরিকল্পনা পরিবর্তন," ক্যাথরিন চিৎকার করে ড্রাইভারকে বলে। "আমাদের স্বাধীনতা প্লাজায় নিয়ে চলো।"

BanglaBook.org

"স্বাধীনতা প্লাজা," ড্রাইভার নার্ভাস কণ্ঠে পুনরাবৃত্তি করে। "ম্যাসাচুসেটসের উত্তরপশ্চিমে না।"

"ভুলে যাও!" ক্যাথরিন চেঁচিয়ে বলে। "ফ্রিডম প্লাজা! এখানে বামে মোড় নাও! এখানে! এখানে!"

এজেন্ট সিমকিনস তীক্ষ্ণ শব্দে ট্যাক্সি মোড় নেবার শব্দ শোনে। ক্যাথরিন উত্তেজিত কণ্ঠে ল্যাংডনকে প্লাজার মেঝেতে প্রোথিত বিখ্যাত ব্রোঞ্জের গ্রেট সীলের সম্পর্কে কিছু একটা বলে।

"ম্যা'ম নিশ্চিত হবার জন্য," ক্যাব চালক তাদের মাঝে কথা বলে উঠে তার কণ্ঠে চাপা উত্তেজনা। "আমরা স্বাধীনতা প্লাজায় যাচ্ছি– থার্টিনথ আর পেনসিলভেনিয়ার কোণায় অবস্থিত?"

"হ্যাঁ!" ক্যাথরিন বলে। "দ্রুত!"

"খুবই কাছে আছি আমরা। দু'মিনিট লাগবে।"

সিমকিনস হাসে। *ওমর দারুণ দেখিয়েছো।* সে তার শান্ত হয়ে বসে থাকা হেলিকপ্টারের দিকে দৌড়ে যাবার সময়ে তার দলকে চেঁচিয়ে নির্দেশ দেয়। "আমরা তাদের খুঁজে পেয়েছি! স্বাধীনতা প্লাজা! নড়ো!"

## ৭৬
## অধ্যায়

স্বাধীনতা চত্বর বা ফ্রিডম প্লাজা আসলে একটা মানচিত্র।

থার্টিনথ স্ট্রিট আর পেনসিলভেনিয়া এ্যাভিনিউয়ের কোণায় অবস্থিত এই প্লাজার বিশাল চত্বরে প্রোথিত পাথরে পিয়েরে লা'ফান্ত ওয়াশিংটন শহরের গোড়া পত্তনের সময়ে কিভাবে এই শহরের রাস্তাঘাট বিন্যস্ত করতে চেয়েছিলেন তার একটা প্রতিকৃতি দেখা যাবে। এই প্লাজার অতিকায় মানচিত্রে হেঁটে বেড়াবার আনন্দের কারণেই পর্যটকদের কাছে এই জায়গাটা জনপ্রিয় না মার্টিন লুথার কিং, জুনিয়র তার "আমার একটা স্বপ্ন আছে" বক্তৃতার অধিকাংশ এই চত্বরের কাছে অবস্থিত উইলার্ড হোটেলে বসে লিখেছেন।

ডি.সি'র ক্যাব চালক ওমর আমিরানা প্রায়শই পর্যটকদের এখানে বেড়াতে নিয়ে আসে কিন্তু আজ রাতে আগত দু'জন যাত্রীকে কোনভাবেই সাধারণ দর্শনার্থী বলা যাবে না। *সিআইএ তাদের ধাওয়া করছে?* বাঁকের মুখে ওমর গাড়ি থামিয়েছে কি থামায়নি তার আগেই যাত্রী ভদ্রলোক আর ভদ্রমহিলা লাফিয়ে গাড়ি থেকে নেমে পড়ে।

"এখানেই দাঁড়িয়ে থাক," ট্যুইডের জ্যাকেট পরা লোকটা ওমরকে বলে, "আমরা এখনই ফিরে আসব!"

BanglaBook.org

ওমর দেখে তার যাত্রী দু'জন বিশাল খোলা স্থানে অবস্থিত ম্যাপের উপর দিয়ে দৌড়ে যায়, নির্দেশ করে কিছু দেখায় আর চিৎকার করার ফাঁকে পরস্পর মিলিত হওয়া সড়কের জ্যামিতিক নক্সা খুটিয়ে দেখতে থাকে। ওমর ড্যাসবোর্ডের ওপর থেকে তার সেলফোনটা তুলে নেয়। "স্যার, আপনি কি এখনও লাইনে আছেন?"

"হ্যাঁ, ওমর!" লাইনে তার প্রান্তে প্রচণ্ড শব্দের কারণে সে চেঁচিয়ে উত্তর দেয়। "তারা এখন কোথায়?"

"ম্যাপের উপরে ঘুরছে। মনে হয় তারা কিছু একটা খুঁজছে?"

"তারা যেন তোমার চোখের আড়াল না হয়," এজেন্ট চিৎকার করে বলে। "আমি প্রায় পৌঁছে গেছি।"

ওমর তাকিয়ে দেখে দুই ফেরারি আসামী দ্রুত প্লাজার বিখ্যাত গ্রেট সীল খুঁজে বের করেছে– ঢালাই করা ব্রোঞ্জের অন্যতম বৃহৎ মেড্যালিয়ন। তারা সেখানে এক মুহূর্ত দাঁড়ায় তারপরে দক্ষিণপশ্চিম দিকে ইঙ্গিত করতে শুরু করে। তারপরে টুইডের জ্যাকেট পরা লোকটা দৌড়ে ক্যাবের কাছে আসে। ওমর দ্রুত ফোনটা ড্যাসবোর্ডের উপরে নামিয়ে রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করতে থাকে।

"আলেকজান্দ্রিয়া ভার্জিনিয়া কোন দিকে?" লোকটা জানতে চায়।

"আলেকজান্দ্রিয়া?" ওমর দক্ষিণপশ্চিম দিকে ইঙ্গিত করে দেখায়, ঠিক একই দিকে লোকটা আর তার সাথের ভদ্রমহিলা কিছুক্ষণ আগেই নির্দেশ করেছিল।

"আমি জানতাম এটাই!" লোকটা শ্বাস নিতে নিতে ফিসফিস করে বলে। সে ঘুরে দাঁড়িয়ে সাথী ভদ্রমহিলাকে উদ্দেশ্য করে চিৎকার করে। "তোমার কথাই ঠিক! আলেকজান্দ্রিয়া!"

ভদ্রমহিলা এবার প্লাজার অন্যপাশে একটা আলোকিত "মেট্রো" লেখা দেখায়। "নীল রেখাটা সোজা সেখানে গিয়েছে। আমাদের দরকার কিং স্ট্রিট স্টেশন!"

ওমর সহসা আতঙ্কিত হয়ে উঠে। *হায় হায়।*

লোকটা এবার ওমরের দিকে ঘুরে ভাড়ার চেয়ে অনেক বেশি ডলার বিল তার হাতে গুঁজে দেয়। "ধন্যবাদ। আমাদের কাজ হয়ে গেছে।" সে তার চামড়ার ব্যাগটা তুলে নিয়ে দৌড় দেয়।

"দাঁড়াও! আমি তোমাদের পৌঁছে দিতে পারব! আমি সবসময়ে ওদিকে যাই!"

কিন্তু দেরী হয়ে গেছে। লোকটা আর তার সাথে মহিলা ততক্ষণে প্লাজার উপর দিয়ে দৌড় শুরু করে দিয়েছে। তারা মেট্রো সেন্টার সাব স্টেশনের সিঁড়ি দিয়ে নেমে হারিয়ে যায়।

ওমর তার সেলফোনটা আবার হাতে নেয়। "স্যার! তারা দৌড়ে সাবওয়েতে নেমে গেছে! আমি তাদের থামাতে পারিনি! তারা নীল লাইন অনুসরণ করে আলেকজান্দ্রিয়া যাবে!"

BanglaBook.org

"যেখানে আছ সেখানেই অপেক্ষা কর!" এজেন্ট চেঁচিয়ে বলে। "আমি পনের সেকেণ্ডের ভিতরে পৌঁছাব।"

ওমর তার হাতে ধরা ডলার বিলের গোছার দিকে তাকায় লোকটা তাকে দিয়েছে। উপরের বিলটার উপরে আপাতভাবে দেখা যায় তারা কিছু একটা লিখেছে। ইউনাইটেড স্টেটসের গ্রেট সীলের উপরে ইহুদিদের তারকা আঁকা। নিশ্চিতভাবেই তারার প্রান্তবিন্দুগুলো যে বর্ণে এসে মিলেছে সেটার উচ্চারণ ম্যাসন।

কোন আগাম জানান না দিয়ে ওমর সহসা তার চারপাশে কানে তালা লাগান কম্পন অনুভব করে, যেন একটা ট্র্যাক্টর ট্রেইলার যে কোন সময়ে তার ক্যাবকে ধাক্কা দেবে। সে মুখ তুলে তাকায় কিন্তু রাস্তা একেবারে ফাঁকা। শব্দটা আরো বাড়ে এবং কোন জানান না দিয়ে রাতের অন্ধকার আঁকাশের বুক থেকে একটা চকচকে হেলিকপ্টার প্লাজা ম্যাপের মধ্যেখানে এসে অবতরণ করে।

কালো পোশাক পরিহিত একদল লোক হেলিকপ্টার থেকে বের হয়ে আসে। তাদের প্রায় সবাই সাবওয়ে স্টেশনের দিকে দৌড় শুরু করে কেবল একজন দ্রুত তার ক্যাবের দিকে এগিয়ে আসে। সে এসে প্যাসেঞ্জারের দিকের দরজা খুলে। "ওমর? তুমিই তো?"

ওমর নির্বাক কেবল কোনমতে মাথা নাড়ে।

"তারা কি বলেছে তারা কোথায় যাচ্ছে?" এজেন্ট জানতে চায়।

"আলেকজান্দ্রিয়া কিং স্ট্রীট স্টেশন," ওমর হড়বড় করে কোনমতে বলে। "আমি বলেছিলাম পৌঁছে দেই কিন্তু—"

"তারা কি বলেছে আলেকজান্দ্রিয়ার কোথায় তারা যাবে?"

"না! তারা প্লাজার গ্রেট সীলের মেড্যালিয়ন দেখে, তারপরে আমাকে আলেকজান্দ্রিয়ার কথা জিজ্ঞেস করে আর তারপরে আমাকে এগুলো দেয়।" সে এজেন্টের হাতে উদ্ভট ডায়াগ্রাম আঁকা ডলার বিলটা ধরিয়ে দেয়। এজেন্ট যখন ডলার বিলটা দেখছে ওমরের মনে তখন সহসা সবকিছু পরিষ্কার হয়ে যায়। *দি ম্যাসনস! আলেকজান্দ্রিয়া!* আমেরিকার অন্যতম বিখ্যাত ম্যাসনিক ভবন আলেকজান্দ্রিয়ায় অবস্থিত। "এবার বুঝেছি!" সে নিজের মনে বলে উঠে। "দি জর্জ ওয়াশিংটন ম্যাসনিক মেমোরিয়্যাল! কিং স্ট্রিট স্টেশনের ঠিক উল্টো দিকে ভবনটা অবস্থিত!"

"সেটাই কথা," বাকী সব এজেন্টরা দৌড়ে স্টেশন থেকে বের হয়ে আসলে, দাঁড়িয়ে থাকা এজেন্ট বলে, সেও আপাতভাবে একই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছে।

"আমরা তাদের হারিয়ে ফেলেছি!" এজেন্টদের ভেতরে একজন চেঁচিয়ে বলে। "ব্লু লাইন মাত্র ছেড়ে গেছে! তারা নীচে নেই!"

এজেন্ট সিমকিনস নিজের ঘড়ি দেখে এবং ওমরের দিকে তাকায়। "সাবওয়েতে আলেকজান্দ্রিয়া যেতে কত সময় লাগে?"

BanglaBook.org

"কম করে দশ মিনিট। বেশিও লাগতে পারে।"

"ওমর তুমি দারুণ কাজ দেখিয়েছো। তোমাকে ধন্যবাদ।"

"নিশ্চয়ই। আচ্ছা ব্যাপারটা কি?"

কিন্তু এজেন্ট সিমকিনস ততক্ষণে হেলিকপ্টারের উদ্দেশ্যে দৌড় শুরু করে চেঁচিয়ে আদেশ দিচ্ছে। "কিং স্ট্রিট স্টেশন! আমাদের তাদের আগে সেখানে পৌছাতে হবে!"

হতবিহ্বল, ওমর তাকিয়ে বিশাল কালো পাখিটাকে আবার আঁকাশে ভাসতে দেখে। পেনসিলভেনিয়া স্ট্রিট বরাবর সোজা দক্ষিণে সেটা উড়ে যায় এবং রাতের আঁধারে গর্জন করতে করতে হারিয়ে যায়।

ক্যাব চালকের পায়ের নীচে, ফ্রিডম প্লাজা থেকে যাত্রা শুরু করে একটা সাবওয়ে ট্রেন গতি বৃদ্ধি করতে শুরু করে। ট্রেনে ল্যাংডন আর ক্যাথরিন রুদ্ধশ্বাসে বসে থাকে কেউ একটা কথাও বলে না ট্রেনটা যখন তাদের বুকে নিয়ে গন্তব্যের দিকে এগিয়ে চলে।

## ৭৭
## অধ্যায়

সবসময়ে স্মৃতিটা একইভাবে শুরু হয়।

সে নীচে পড়ছে. একটা গভীর খাদের পাদদেশে বরফ আবৃত নদীতে সে চিত হয়ে দিকে ডুবে যাচ্ছে। তার উপরে, পিটার সলোমন নির্মম চোখে এ্যানড্রোসের পিস্তলের ব্যারেলের উপর দিয়ে নীচের দিকে তাকিয়ে আছে। সে নীচে পড়তে থাকলে তার উপরের পৃথিবী অপসৃত হয়, সবকিছু হারিয়ে যেতে থাকে উপর থেকে আছড়ে পড়া পানির তোড়ের তরঙ্গায়িত কুয়াশার মেঘ তাকে জড়িয়ে নিলে।

এক মুহূর্তের জন্য সবকিছু সাদা, স্বর্গের মত মনে হয়।

তারপরে, সে বরফে আছড়ে পড়ে।

ঠাণ্ডা। অন্ধকার। যন্ত্রণা।

সে হাবুডুবু খায়. .একটা অসম্ভব শীতল শূন্যতায় একটা শক্তিশালী বল তাকে টেনে নিয়ে বিরামহীনভাবে পাথরের বুকে আছড়ে ফেলতে থাকে। তার বুক বাতাসের জন্য হাঁসফাঁস করে, কিন্তু শীতে তার বুকের পেশী এমন ভীষণভাবে সংকুচিত হয় যে সে শ্বাসই নিতে পারে না।

*আমি বরফের নীচে।*

তরঙ্গায়িত পানির কারণে জলপ্রপাতের কাছে বরফের আবরণ পাতলা এবং এ্যানড্রোস সেটা ভেঙে ভেতরে ঢুকে যায়। এখন সে স্বচ্ছ ছাদের নীচ আটকে

BanglaBook.org

পড়ে ভাটিতে ভেসে চলে। সে বরফের নীচে আঙ্গুল দিয়ে আঁচড়ায়, বরফ ভাঙতে চেষ্টা করে, কিন্তু সে কোন সুবিধা করতে পারে না। তার কাঁধের বুলেটের ক্ষতের তীব্র বেদনা আর পাখি মারার ছররার আঁচড় সব উবে যেতে থাকে; সব কিছু শুষে নেয় অবশ হয়ে আসা তার শরীর পঙ্গু করে দেয়া দবদব।

স্রোতের বেগ বৃদ্ধি পেয়ে নদীর একটা বাঁকের কাছে তাকে গুলতির মত ছুড়ে ফেলে। অক্সিজেনের জন্য তার সারা শরীর আর্তনাদ করতে থাকে। সহসা পানিতে পড়ে থাকা একটা গাছের ডালপালায় সে আটকে যায়। *ভাবো!* সে পাগলের মত একটা ডাল আঁকড়ে ধরে ধীরে ধীরে উপরিতলে উঠে আসে এবং ডালটা কোথায় বরফ ফুড়ে পানির উপরে উঠেছে সেটা খুঁজে বের করে। ডালটার চারপাশে তার আঙ্গুলের ডগা খানিকটা জায়গায় খোলা পানি খুঁজে পায় সে বরফের প্রান্ত ধরে টেনে গর্তটা বড় করতে চেষ্টা করে; একবার, দুবার, খোলা স্থানটা ধীরে ধীরে বড় হতে থাকে।

ডালটা ধরে নিজেকে ভাসিয়ে তুলে, সে মাথাটা পেছনে কাত করে মুখটা সেই খোলা জায়গায় এনে চাপ দেয়। তার ফুসফুসে প্রবেশ করা শীতের বাতাস গরম মনে হয়। অক্সিজেনের হঠাৎ ঝলক তার মাঝে আশা জাগিয়ে তুলে। সে গাছটার গুঁড়িতে পা ঠেকিয়ে পিঠ আর কাঁধ দিয়ে জোরে উপরের দিকে ধাক্কা দেয়। ভেঙে পড়া গাছের চারপাশে জমে থাকা বরফ, ডালপালা আর ময়লার কারণে ফাটা বলে আগেই দুর্বল হয়ে ছিল এবং সে তার শক্তিশালী পা দিয়ে গাছের গুঁড়িতে ধাক্কা দিলে তার মাথা আর কাঁধ বরফ ভেঙে শীতের রাতে বরফের উপরে ভেসে উঠে। বাতাস তার ফুসফুসে প্রবেশ করে। আধা ডুবা অবস্থায় সে আঁকুলি বিকুলি করে উপরে উঠতে চায়, পা দিয়ে ধাক্কা দেয়, হাত দিয়ে টেনে তুলতে চেষ্টা করতে থাকে যতক্ষণ না সে পানির উপরে উঠে এসে খালি বরফের উপরে নিস্পন্দ হয়ে পড়ে থাকে।

এ্যানড্রোস তার ভেজা স্কি-মাস্ক খুলে পকেটে রাখে, উজানের দিকে তাকিয়ে পিটার সলোমনকে দেখা যায় কিনা দেখে। নদীর বাঁক তার দৃষ্টিপথে বাঁধা সৃষ্টি করে। তার বুক আবার জ্বলতে শুরু করে। নিরবে সে একটা ডাল নিয়ে এসে বরফের মাঝের গর্তটা ঢেকে দেয়। গর্তটা সকাল নাগাদ আবার জমে যাবে।

এ্যানড্রোস টলমল করে জঙ্গলের দিকে এগিয়ে যেত তুষারপাত শুরু হয়। সে বলতে পারবে না কতটা হাঁটার পরে সে জঙ্গল থেকে হোঁচট খেতে খেতে বেরিয়ে একটা ছোট রাস্তার পাশের ঢালে উঠে আসে। সে হাইপোথারমিক আর প্রলাপ বকতে শুরু করে। তুষারপাত বেড়েছে এবং দূর থেকে সে গাড়ির একজোড়া হেডলাইট এগিয়ে আসতে দেখে। এ্যানড্রোস পাগলের মত হাত নাড়লে পিকআপ ট্রাকটা সাথে সাথে দাঁড়িয়ে পড়ে। গাড়িটায় ভারমন্টের নাম্বারপ্লেট। লাল প্লেট দেয়া শার্ট পরিহিত একটা বুড়ো লোক গাড়ি থেকে বের হয়।

BanglaBook.org

এ্যানড্রোস টলতে টলতে রক্তাক্ত মুখ হাত দিয়ে ঢেকে তার দিকে এগিয়ে যায়। "এক শিকারী. . .গুলি করেছে! আমায়. . . হাসপাতালে নিয়ে চল!"

কোন রকমের ইতস্তত না করে লোকটা এ্যানিড্রোসকে প্যাসেঞ্জার সীটে উঠিয়ে নেয় এবং হিটার চালু করে। "কাছের হাসপাতালটা কোথায়?"

এ্যানড্রোসের কোন ধারণা নেই, কিন্তু সে দক্ষিণে দেখায়। "পরেরও বাঁকে।" *আমরা হাসপাতালে যাচ্ছি না।*

ভারমন্ট থেকে আগত বুড়ো লোকটাকে পরের দিন নিখোঁজ ঘোষণা করা হয় কিন্তু কারও কোন ধারণা নেই ভারমন্ট থেকে আসার সময়ে তোলপাড় করা তুষারঝড়ের কবলে পড়ে সে *কোথায়* নিখোঁজ হয়েছে। পরের দিন শিরোনাম হওয়া আরেকটা খবরের সাথে এই নিখোঁজের সাথে কেউ কোন যোগসূত্র খুঁজে পায় না– ইসাবেল সলোমনের হতবিহ্বল করা হত্যাকাণ্ড।

এ্যানড্রোস যখন জেগে উঠে, সে একটা সস্তা জনমানবহীন হোটেলের ঘরে নিজেকে দেখতে পায় পুরো সীজনের জন্য রুমটা তক্তা দিয়ে বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। তার মনে পড়ে সে ঘরের তক্তা ভেঙে ভিতরে ঢুকেছে এবং বিছানার চাদর দিয়ে নিজের ক্ষতস্থান বেঁধে পলকা একটা খাটে ছাতাপড়া কম্বলের একটা স্তূপের নীচে এসে ঢুকেছে। প্রচণ্ড ক্ষুধায় তার মৃতপ্রায় অবস্থা।

সে খোঁড়াতে খোঁড়াতে বাথরুম গেলে সিঙ্কে একগাড়া ছররা পড়ে থাকতে দেখে। তার আবছাভাবে মনে পড়ে বুক থেকে সেগুলো সে টেনে বের করেছে। ময়লা কাঁচের দিকে তাকিয়ে সে অনিচ্ছাসত্ত্বেও ক্ষতস্থানের পট্টি খুলে ভেতরের কি অবস্থা দেখার জন্য। বুক আর উদরের শক্ত পেশী ছররা বেশি ভেতরে ঢুকতে দেয়নি কিন্তু তার একদা নিখুঁত শরীরের বারোটা বাজিয়ে দিয়েছে ক্ষতগুলো। পিটার সলোমনের ছোড়া একটা নি:সঙ্গ গুলি কাঁধের ভিতরে প্রবেশ করে অন্যপাশ ফুঁড়ে বেরিয়ে গেছে রক্তাক্ত একটা গহ্বর তৈরী করে।

সবচেয়ে খারাপ খবর এ্যানড্রোস যার জন্য এতদূর এসেছিল সেটাই সে নিতে ব্যর্থ হয়েছে। *পিরামিডটা।* তার পাকস্থলী ক্ষুধায় মোচড় দেয় এবং সে খোঁড়াতে খোঁড়াতে বাইরে রাখা ট্রাকটার কাছে আসে, আশা বুড়ো লোকটা হয়ত ট্রাকে কোন খাবার রেখেছিল। পুরো পিকআপটা বরফে ঢাকা এ্যানিড্রোস ভাবে সে কতক্ষণ ঘুমিয়ে ছিল। *ঈশ্বরকে ধন্যবাদ আমার ঘুম ভেঙেছে।* এ্যানড্রোস সামনের সীটে কোন খাবার খুঁজে পায় না কিন্তু গ্লোবকম্পার্টমেন্টে সে আর্থরাইটিসের কিছু পেইনকিলার ট্যাবলেট খুঁজে পায়। সে ট্যাবলেটগুলো নিয়ে কয়েকমুঠো বরফ দিয়ে সেগুলো পেটে চালান করে।

*আমার খাবার দরকার।*

কয়েক ঘন্টা পরে পুরানো মোটেলের পেছন থেকে পিকআপটা যখন বের হয়ে আসে দু'দিন আগে আসা পিকআপের সাথে তার কোন মিল খুঁজে পাওয়া যায় না। ক্যাবের ক্যাপ নেই, সাথে হাবক্যাপও উধাও করে দেয়া হয়েছে আর সেই সাথে পুরো ট্রিমও বিদায় নিয়েছে। ভারমন্টের প্লেটের স্থানে এখন

BanglaBook.org

মোটেলের পেছনে ডাম্পস্টারের পাশে খুঁজে পাওয়া মেনইটেনেন্স ট্রাকের নাম্বার প্লেট শোভা পাচ্ছে সে ডাম্পস্টারের ভেতরে বিছানার চাদর, ছুররা আর বাকি সবকিছু ফেলে দিয়ে যাতে বোঝা না যায় সে কখনও এখানে এসেছিল।

এ্যানড্রোস পিরামিডের আশা এখনও ত্যাগ করেনি কিন্তু এই মুহূর্তে অপেক্ষা করা ছাড়া কোন উপায় নেই। তাকে লুকিয়ে ক্ষতস্থান নিরাময়ের জন্য অপেক্ষা করা ছাড়া উপায় নেই এবং তারচেয়ে আগে কিছু খেতে হবে। সে রাস্তার পাশের এক ডাইনারে গিয়ে ঠেসে ডিম, বেকন, হ্যাঁস ব্রাউন আর তিন গ্লাস অরেঞ্জ জ্যুস খায়। খাবার শেষ করে সে আরও খাবার অর্ডার দেয় নিয়ে যাবে বলে। রাস্তায় উঠে এ্যানড্রোস গাড়িও পুরানো রেডিও মন দিয়ে শোনে। তার এই বিপর্যয়ের পরে টিভি বা খবরের কাগজ সে দেখেনি, সে অবশেষে একটা স্থানীয় নিউজ স্টেশনের খবর শুনতে পায় রেডিওতে, যার রিপোর্ট শুনে সে রীতিমত চমকে যায়।

"এফবিআই তদন্তকারীরা," সংবাদ পাঠক ঘোষণা করে, "এখনও দুদিন আগে পোটোম্যাকে নিজের বাসায় হত্যাকাণ্ডের শিকার হওয়া ইসাবেল সলোমনের হত্যাকারীর কোন সন্ধান পায়নি। মনে করা হচ্ছে হত্যাকারী বরফের ভিতরে পড়ে গেলে তার লাশ সমুদ্রে ভেসে গিয়েছে।"

এ্যানড্রোস ভয়ে জমে যায়। *ইসাবেল সলোমনের হত্যাকাণ্ড?* সে হতবিহ্বল হয়ে চুপ করে বাকি সংবাদ শোনে।

এই এলাকা ছেড়ে দূরে বহুদূরে পালিয়ে যাবার সময় হয়েছে।

সেন্ট্রাল পার্কের নয়নাভিরাম দৃশ্য আপার ওয়েস্ট সাইডের এই এ্যাপার্টমেন্ট থেকে দেখা যায়। এ্যানড্রোস এই এ্যাপার্টমেন্টটা বেছে নিয়েছে কারণ এ্যাড্রিয়াটিকের হারিয়ে যাওয়া দৃশ্যের কথা জানালার বাইরের এই সবুজ সমুদ্র তাকে স্মরণ করিয়ে দেয়। সে জানে বেঁচে যাবার কারণেই তার খুশী হওয়া উচিত কিন্তু সেটা সে হতে পারে না। নি:সঙ্গতা তাকে কখনও ছেড়ে যায় না এবং সে পিটার সলোমনের পিরামিড চুরি করার ব্যর্থতা সবসময়ে ভাবছে বুঝতে পারে।

ম্যাসনিক পিরামিডের কিংবদন্তি নিয়ে এ্যানড্রোস ঘন্টার পর ঘন্টা অনুসন্ধান চালিয়ে যায়, এবং পিরামিডের বাস্তবতা নিয়ে যদিও সবার ভিতরে একটা মতপার্থক্য রয়েছে কিন্তু তার বিখ্যাত জ্ঞান আর প্রতিশ্রুতির ব্যাপারে দেখা যায় সবাই একমত। *ম্যাসনিক পিরামিড একটা বাস্তবতা,* এ্যানড্রোস নিজেকে বলে। *আমার ব্যক্তিগত তথ্য নাকচ করা সম্ভব না।*

নিয়তি পিরামিডটাতে এ্যানড্রোসের নাগালের ভিতরে নিয়ে এসেছে আর এটাকে অবজ্ঞা করার অর্থ লটারির প্রথম পুরস্কার জেতা টিকিট হাতে নিয়ে সেটাকে না ভাঙাবার সামিল। *আমি একমাত্র নন-ম্যাসন যে জানে পিরামিডটা বাস্তব. . .আর সে সেটা রক্ষা করছে।*

BanglaBook.org

মাস কেটে যায় এবং তার দেহ আরোগ্য লাভ করে, এ্যানড্রোসের গ্রীসে অবস্থানকালীন সেই অতিনিশ্চিত আত্মগর্বিত চরিত্র আর নেই। সে ব্যায়াম করা বন্ধ করে দিয়েছে এবং আয়নার নিজের নগ্ন দেহের দিকে এখন আর সে তাকিয়ে দেখে না। তার মনে হয় নিজের দেহে সে আজকাল জরার লক্ষণ দেখতে পায়। তার একদা নিখুঁত ত্বকে কেবল ক্ষতচিহ্নের কালিমা এবং সেটা তাকে আরও নিষণ্ন করে তোলে। আহত থাকাকালীন অবস্থায় গ্রহণ করা বেদনানাশক বড়ির উপরে সে আজও নির্ভর করে এবং সে টের পায় সোগানলিক কারাগারে যে জীবনযাপনের কারনে সে অধ:পতিত হয়েছিল সেই পুরাতন চর্চায় সে আবার ফিরে যাচ্ছে। সে পরোয়া করে না। *শরীর যা চায় শরীর সেটা আদায় করে ছাড়ে।*

একরাতে, সে গ্রীনউইচ ভিলেজে এক লোকের কাছ থেকে ড্রাগস কিনে যার বাহুতে একটা বজ্রপাতের উল্কি আঁকা ছিল। এ্যানড্রোস তার কাছে জানতে চায় আর লোকটা তাকে বলে গাড়ি দুর্ঘটনার ক্ষত ঢাকতে সে এটা করিয়েছে। "প্রতিদিন ক্ষতটার দিকে চোখ গেলে আমার সেই দুর্ঘটনার কথা মনে পড়ত," ডিলার লোকটা বলে, "আমি তার তার উপরে ব্যক্তিগত ক্ষমতার একটা প্রতীক উল্কি করে নিয়েছি। আমি আবার নিয়ন্ত্রণ নিজের হাতে নিয়েছি।"

সেই রাতে, নতুন মাদকের ঘোরে আচ্ছন্ন এ্যানড্রোস স্থানীয় একটা উল্কি আঁকার পার্লারে প্রবেশ করে গায়ের শার্ট খুলে ফেলে। "আমি এই ক্ষতচিহ্নগুলো ঢাকতে চাই," সে ঘোষণা দেয়। *আমি আবার নিয়ন্ত্রণ ফিরে পেতে চাই।*

"ঢাকতে চান?" উল্কি আঁকার কারিগর প্রশ্ন করে। *"কি দিয়ে?"*

"উল্কি দিয়ে।"

"হ্যাঁ. .মানে আমি বলতে চেয়েছি কিসের উল্কি দিয়ে?"

এ্যানড্রোস কাঁধ ঝাকায়, সে কেবল তার অতীতের এই অশ্লীল স্মৃতিচিহ্ন ঢেকে দিতে চায়। "আমি জানি না, তুমি এইটা পছন্দ কর।"

উল্কি শিল্পী মাথা নাড়ে এবং তার হাতে প্রাচীন আর উল্কি আঁকবার সনাতন প্রথার উপরে একটা পুস্তিকা ধরিয়ে দেয়। "প্রস্তুত হয়ে ফিরে এসো।"

এ্যানড্রোস আবিষ্কার করে নিউ ইয়র্ক পাবলিক লাইব্রেরীতে উল্কির উপরে তিপ্পান্নটা বই রয়েছে, এবং কয়েক সপ্তাহের ভিতরে সে সবগুলো পড়ে শেষ করে। পড়ার প্রতি নিজের পুরানো আগ্রহ ফিরে পেতে সে তার এপার্টমেন্ট আর লাইব্রেরীতে কেবল ব্যাগ ভর্তি বই আনানেয়া করতে থাকে, যেখানে বসে সেন্ট্রাল পার্কের দিকে তাকিয়ে সে তারিয়ে তারিয়ে সেগুলো পাঠ করে।

এই বইগুলো এ্যানড্রোসের সামনে এমন একটা জগতের দ্বার অবারিত করে যার অস্তিত্ব সম্পর্কেই সে জানত না-প্রতীক, মরমীবাদ, পুরাণ আর ম্যাজিক্যার আর্টের একটা দুনিয়া। সে যত পড়ে ততই বুঝতে পারে সে কি মূর্খই না ছিল। সে একটা নোটবইতে তার ধারণা, তার স্কেচ আর বিচিত্র স্বপ্ন লিখে রাখতে শুরু করে। লাইব্রেরীতে যখন সে আর তার চাহিদা মাফিক বই খুঁজে পায় না, সে বিরল বইয়ের ডিলারদের কাছ থেতে পৃথিবীর সবচেয়ে দুর্বোধ্য বই কিনতে শুরু করে।

*ডি প্রেসটিজিস ডেমোনাম. . .ল্যামেজিটন. .আরস আরমাডেল. .গ্রিমোরিয়াম ভারনুম. .আরস নটোরিয়া. .* এবং আরো অনেক বই। সে সব পড়ে শেষ করে এবং নিশ্চিত হয় পৃথিবী তার জন্য এখনও অনেক সম্পদ আগলে রেখেছে। *এমন অনেক রহস্য রয়েছে যা মানুষের বোধগম্যতা ছাপিয়ে যায়।*

তারপরে সে অ্যালিস্টার ক্রাওলির লেখা আবিষ্কার করে– উনিশ শতকের গোড়ার দিকের এক স্বপ্নদর্শী মরমী লেখক– চার্চ যাকে "এ পর্যন্ত জন্ম নেয়া সবচেয়ে দুষ্ট পাপী লোক" আখ্যা দিয়েছিল। *মহান আত্মা সবসময়ে ইতর আত্মার ভয়ে ভীত থাকে।* এ্যানড্রোস পূজা আর অবতারের শক্তি সম্বন্ধে অবগত হয়। সে পবিত্র মন্ত্র আয়ত্ত্ব করে যা ঠিকমত উচ্চারণ করতে পারলে অপার্থিব জগতের দ্বার অবারিত হয়। *আমাদের জগতের উর্ধ্বে যদি কোন ছায়াময় বিশ্ব থেকে থাকে. . একটা জগত যেখান থেকে আমি শক্তি সঞ্চয় করতে পারি।* এ্যানড্রোস যদিও সেই শক্তির অধিকারী হতে মরীয়া কিন্তু সে বুঝতে পারে তার আগে অনেক নিয়ম আর কাজ সম্পাদন করতে হবে।

*পবিত্র হতে চাইলে,* ক্রাওলি লিখেছেন। *নিজেকে আগে পবিত্র কর।*

"পবিত্র নির্মার্ণে"র প্রাচীন রীতি একসময়ে প্রচলিত ছিল। প্রাচীন ইহুদিরা মন্দিরে নৈবেদ্য পুড়িয়ে উৎসর্গ করতো, মায়ারা চিচেন আটজার পিরামিডের উপরে মানুষ বলি দিতো, যীশু খ্রিস্ট নিজেকে ক্রুসে উৎসর্গ করেছেন, প্রাচীন মানুষেরা উৎসর্গের জন্য ঈশ্বর কি আশা করেন ভাল করেই বুঝত। উৎসর্গ হল মূল কৃত্যানুষ্ঠান যা দিয়ে মানুষ দেবতার কৃপা লাভ করতো এবং নিজেদের পবিত্র করতো।

*স্যাকরা*– পবিত্র

*ফেস*– করা

বহু শতাব্দি আগেই যদি উৎসর্গের এই অনুষ্ঠান বাতিল হয়েছে কিন্তু এর ক্ষমতা বজায় আছে। আধুনিক মরমীবাদীদের ভিতরে হাতে গোনা কয়েকজন যাদের ভিতরে ক্রাওলি অন্যতম এই কলা চর্চা করতেন এবং অনুশীলন করে নিজেদের ধীরে ধীরে অন্যকিছু একটায় পরিণত করেছিলেন। তাদের মত এ্যানড্রোস নিজেকে বদলে ফেলতে চায় কিন্তু জানে সেজন্য তাকে বিপজ্জনক সেতু অতিক্রম করতে হবে।

*রক্তই আলো আর অন্ধকার পৃথক করে রাখে।*

একরাতে একটা কাক এ্যানড্রোসের বাথরুমের খোলা জানালা দিয়ে ভেতরে প্রবেশ করে এবং তার এপার্টমেন্টের ভেতরে আটকে যায়। এ্যানড্রোস পাখিটাকে তার বাসার ভিতরে কিছুক্ষণ উড়াউড়ি করে স্থির হয়ে বসতে দেখে যেন সে মেনে নিয়েছে এখান থেকে পালান যাবে না। এ্যানড্রোস এতদিনে আলামত চিনতে শিখেছে। *আমাকে এগিয়ে যেতে অনুরোধ জানান হয়েছে।*

BanglaBook.org

পাখিটা এক হাতে আঁকড়ে ধরে সে তার রান্নাঘরে তৈরী করা অস্থায়ী বেদীতে দাঁড়ায় এবং একটা চাকু উঁচু করে ধরে মুখস্ত করা মন্ত্রোচ্চারণ শুরু করে।

*"কামিয়াখ, এওমিয়াচে, এ্যামিয়াল, ম্যাকবাল, এ্যামোইই, জ্যাজিয়ান. বুক অব অ্যাসামাইয়ানের সবচেয়ে পবিত্র দেবদূতদের নামে, আমি তোমাদের নামের দোহাই দিয়ে বলছি যে একমাত্র সত্যিকারের ঈশ্বরের ক্ষমতার দ্বারা আমাকে এই অভীষ্ট কাজে সহায়তা কর।"*

এ্যানড্রোস চাকুটা নামিয়ে এনে আতঙ্কিত পাখিটার ডান পক্ষে অবস্থিত বড় শিরাটা ছিন্ন করে। কাকটার ছোট দেহ থেকে রক্তপাত শুরু হয়। সে ধারক হিসাবে রাখা ধাতব পেয়ালায় কাকের দেহ থেকে নিঃসৃত রক্ত জমা হতে দেখে, বাতাসে সে একটা অপ্রত্যাশিত শীতলতা অনুভব করে। যাই হোক সে কাজ চালিয়ে যায়।

*"সর্বশক্তিমান এ্যাডোনাই, অ্যারাথ্রন, আশাই, এ্যালোহিম, এ্যালোহি, এ্যালিয়ন, অ্যাশের এ্যাইয়েহ্, শাড্ডাই. .আমার সহায় হও, যাতে এই রক্ত আমার সকল আশা আর আমার সকল কামনার দক্ষতা আর শক্তি অর্জন করতে পারে।"*

সেই রাতে সে পাখির স্বপ্ন দেখে. একটা বিশাল ফিনিক্স আগুনের হলকা থেকে উঠে আসছে। পরের দিন সকালে সে একটা নতুন শক্তি নিয়ে জেগে উঠে যা জন্মাবধি সে অনুভব করেনি। সে পার্কে দৌড়াতে গিয়ে দেখে যতটা ভেবেছিল তার চেয়ে দ্রুত আর দূরত্ব সে অতিক্রম করতে পারছে। যখন আর দৌড়াতে পারে না তখন সে পুশ-আপ দেবার জন্য থামে। অগণিতবার সে প্রক্রিয়াটা চালিয়ে যায়। তারপরেও আরও করার শক্তি সে নিজের ভেতরে অনুভব করে।

সেই রাতে আবার সে সেই একই ফিনিক্সটা স্বপ্নে দেখে।

সেন্ট্রাল পার্কে আবার শরৎ কাল ফিরে এসেছে এবং বন্য জন্তুরা শীতের খাবারের সন্ধানে ঘুরে বেড়ায়। এ্যানড্রোস শীত পছন্দ করে না এবং তারপরেও সতর্কতার সাথে পাতা ফাঁদে অসংখ্য কাঠবিড়ালী আর জ্যান্ত ইঁদুর ধরা পড়তে থাকে। সে ব্যাগে ভরে তাদের বাসায় নিয়ে এসে আরও জটিল সব পূজা পালন শুরু করে।

*ইম্যানুয়েল, মাসিয়াখ, ইয়ড, হে, ভাউড. . . আমাকে যোগ্যতা দাও।*

রক্ত পূজা তার প্রাণশক্তি বাড়িয়ে তুলে। এ্যানড্রোস দিন দিন নিজের বয়স কমছে বলে টের পায়। সে দিনরাত তার পড়া চালিয়ে যায়– প্রাচীন মরমী পাণ্ডুলিপি, মধ্যযুগের মহাকাব্য, প্রাচীন দার্শনিকদের লেখা– আর সে যতই বস্তু সত্যিকারের প্রকৃতি সম্বন্ধে জানতে পারে ততই বুঝতে পারে মানবজাতির সব আশা হারিয়ে গেছে। *তারা অন্ধ. . .একটা পৃথিবীতে লক্ষ্যহীনভাবে ঘুরে মরছে যা তারা কখনও বুঝতে পারবে না।*

BanglaBook.org

এ্যানড্রোস এখনও পুরুষ কিন্তু সে অনুভব করে অন্য কিছু একটায় তার রূপান্তর শুরু হয়েছে। বড় কিছু একটা। *পবিত্র কিছু একটা।* সুপ্তবস্থা থেকে তার অতিকায় দেহসৌষ্ঠব জাগ্রত হয় এখন আগের চেয়ে অনেক বেশী শক্তিশালী। অবশেষে সে এর সত্যিকারের উদ্দেশ্য বুঝতে পারে। *আমার দেহ আমার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সম্পদের ধারক. আমার মস্তিষ্ক।*

এ্যানড্রোস জানে তার আসল সম্ভাবনা এখন পূর্ণ হয়নি এবং সে আরও গভীরে প্রবেশ করে। *আমার নিয়তি কি?* সব প্রাচীন বইয়ে ভাল আর মন্দের কথা লেখা রয়েছে. এবং বলা হয়েছে তাদের ভিতর থেকে একটা বেছে নিতে। *আমি অনেক আগেই আমার পছন্দ বেছে নিয়েছি,* সে জানে আর সেজন্য সে অনুতপ্ত নয়। *কেবলই একটা প্রাকৃতিক আইনব্যতীত, মন্দ কি?* আলোর পরেই আসে অন্ধকার। শৃঙ্খলার পরে আসে বিশৃঙ্খলা। এনট্রোপি মৌলিক বৈশিষ্ট্য। সবকিছুরই ক্ষয় আছে। নিখুঁত স্ফটিকও শেষ পর্যন্ত ধূলিকণায় পরিণত হয়।

*কেউ কেবল নির্মাণ করে. . . কেউ কেবলই ধ্বংস।*

মিলটনের প্যারাডাইজ লস্ট পাঠ করার আগে এ্যানড্রোস নিজের নিয়তি সম্পর্কে নিশ্চিত হতে পারে না। সে তার নিয়তিকে তার সামনে দেখতে পায়। সে অধ:পতিত দেবদূতের কথা পড়ে. অশুভ যোদ্ধা যে আলোর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে. . .বীর যোদ্ধা. .দেবদূত যার নাম মলোখ।

*পৃথিবীর বুকে মলোখ দেবতার গর্বে হেঁটে বেড়ায়।* দেবদূতের নাম এ্যানড্রোস পরে জানতে পারে প্রাচীন ভাষায় অনুদিত হয়ে মাল'আখে পরিণত হয়েছে।

*আমিও তাই হব।*

সব মহান রূপান্তরের মত, এটাই একটা উৎসর্গের মাধ্যমে শুরু হয়. . . কিন্তু এবার আর ইঁদুর বা বিড়াল উৎসর্গ করা হয় না। এই রূপান্তর একটা সত্যিকারের উৎসর্গ দাবী করে।

*কেবল একটা বিষয়ই আছে যা উৎসর্গিত হবার যোগ্যতা রাখে।*

জীবনে আগে কখনও অনুভব করেনি এমন একটা নিশ্চয়তাবোধ সে অনুভব করে। তার সমগ্র নিয়তি মাত্রা পায়। তিনরাত সে নাগাড়ে একটা বিশাল কাগজের উপরে নক্সা এঁকে চলে। শেষ হবার পরে সে নিজের ভবিষ্যৎ চেহারা সেখানে দেখতে পায় সে যা হবার স্বপ্ন দেখেছে।

সে প্রমাণ আঁকৃতির স্কেচটা দেয়ালে ঝুলিয়ে আয়নার মত সেদিকে তাকিয়ে থাকে।

*আমি একটা শিল্পবস্তু মাস্টারপীস।*

পরের দিন সে উল্কি আঁকবার পার্লারে স্কেচটা নিয়ে হাজির হয়।

সে প্রস্তুত।

BanglaBook.org

# ৭৮
# অধ্যায়

ভার্জিনিয়ার আলেকজান্দ্রিয়ার সুটার হিলের উপরে দি জর্জওয়াশিংটন ম্যাসোনিক মেমোরিয়াল অবস্থিত। ডোরিক, আয়নিক আর কোরিন্থিয়ান– তিনটা আলাদা আলাদা স্থাপত্য শৈলীতে ক্রমশ জটিল হয়ে উঠা তিনধাপে নির্মিত এই কাঠামো মানুষের বুদ্ধিবৃত্তিক উত্থানের একটা নিরেট নিদর্শন। মিশরের আলেকজান্দ্রিয়ায় নির্মিত ফারাওয়ের বাতিঘর দ্বারা অনুপ্রাণিত এই সুউচ্চ টাওয়ারের শীর্ষদেশে অগ্নিশিখার ন্যায় একটা মিশরীয় পিরামিডের ফিনিয়াল রয়েছে।

ম্যাসনিক রিগেলিয়া সজ্জিত জর্জ ওয়াশিংটনের একটা ব্রোঞ্জের মূর্তি ভেতরের চমকপ্রদ মার্বেলের ফোয়্যারে বসে আছে, পাশেই রাখা আছে ক্যাপিটল ভবনের ভিত্তিপ্রস্থর স্থাপনে ব্যবহৃত আসল কর্ণিক। ফোয়্যারের উপরে নয়টা ভিন্ন ভিন্ন লেভেলের নামের ভেতরে কয়েকটা নাম হল, দি গ্রোটো, দি ক্রিপট রুম, দি নাইটস টেম্পলার চ্যাপেল। এইসব স্থানে রক্ষিত সম্পদের ভিতরে রয়েছে ম্যাসনিক লেখা সমৃদ্ধ বিশ হাজার খণ্ড পুস্তক,আঁর্ক অব দি কভেনেন্টের চমকপ্রদ প্রতিরূপ এমনকি কিং সলোমনের টেম্পলের সিংহাসন কক্ষের আনুপাতিক মডেল।

পোটোম্যাকের উপর অনেক নীচু দিয়ে উড়ে যাবার সময়ে রূপান্তরিত ইউএইচ-৬০ চপারে বসে সিআইএ এজেন্ট সিমকিনস নিজের ঘড়িতে সময় দেখে। *ছয় মিনিট বাকী আছে তাদের ট্রেন আসতে।* সে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে জানালা দিয়ে দূরে দিগন্তে জ্বলজ্বল করতে থাকা ম্যাসনিক স্মরণিকার দিকে তাকায়। সে মনে মনে স্বীকার করে ন্যাশনাল মলের যেকোন স্থাপত্যের মতই চমকপ্রদ ভীষণভাবে আলোকিত টাওয়ারটা। সিমকিনস কখনও মেমোরিয়ালের ভিতরে প্রবেশ করেনি এবং আজ রাতেও প্রবেশের কোন সম্ভাবনা নেই। সবকিছু পরিকল্পনা মত ঘটলে ক্যাথরিন আর রবার্ট সাবওয়ে স্টেশন থেকেই বের হয়ে হয়ে আসতে পারবে না।

"ঐ যে ওখানে!" সিমকিনস পাইলটকে চিৎকার করে মেমোরিয়ালের উল্টো দিকে কিংওয়ে সাবওয়ে স্টেশন দেখায়। পাইলট সুটার হিল বরাবর হেলিকপ্টারটা রেখে তার পাদদেশের সবুজ ঘাসে ছাওয়া একটা জায়গায় সেটা নিরাপদে নামিয়ে আনে।

পথচারীরা সিমকিনস আর তার দলের দিকে বিস্মিত হয়ে তাকায় যখন তারা রাস্তার উপর দিয়ে দৌড়ে গিয়ে কিং স্ট্রীট স্টেশনের দিকে নেমে যায়। সিঁড়িতে উপরে উঠে আসা যাত্রীরা লাফ দিয়ে তাদের পথ থেকে সরে গিয়ে দেয়ালের সাথে সেটে যায়, কালো পোশাক পরিহিত অস্ত্রধারী কাফেলা এগিয়ে আসতে দেখে।

BanglaBook.org

সিমকিনস যা ধারণা করেছিল দেখা যায় কিং স্ট্রিট স্টেশন তার চেয়ে অনেক বড়– নীল, হলুদ, অ্যামট্র্যাক ভিন্ন ভিন্ন বেশ কয়েকটা লাইনে বিভক্ত। সে দেয়ালে আটকানো মেট্রো ম্যাপের দিকে দিকে ছুটে যায়, ফ্রিডম প্লাজা আর এই স্থানের ভেতরে সরাসরি লাইনটা খুঁজে বের করে।

"নীল লাইন, দক্ষিণের প্লাটফর্ম," সিমকিনস চিৎকার করে বলে। "সেখানে পৌঁছে সবাই লুকিয়ে পড়!" তার দল সেদিকে দৌড়ে যায়।

সিমকিনস টিকিট কাউন্টারের দিকে এগিয়ে যায়, নিজের আইডি দেখিয়ে ভিতরের মহিলার সাথে চেঁচিয়ে কথা বলে। "মেট্রো স্টেশন থেকে পরের ট্রেন–সেটা কখন এখানে পৌঁছাবে?"

ভেতরের মহিলাকে আতঙ্কি দেখায়। "আমি ঠিক বলতে পারব না। নীল লাইন এগার মিনিট পর পর আসে। কোন নির্দিষ্ট সময়সূচী নেই।"

"শেষ ট্রেন কতক্ষণ আগে এসেছে?"

"পাঁচ. . . ছয় মিনিট, সম্ভবত? তার বেশি হয়নি।"

টার্নার অংক কষে। নিখুঁত। পরেই ট্রেনই ল্যাংডনদের ট্রেন।

দ্রুতগামী সাবওয়ে ট্রেনের কামরায় ক্যাথরিন অস্বস্তির সাথে শক্ত প্লাস্টিকের সীটে নড়েচড়ে বসে। মাথার উপরে জ্বলতে থাকা উজ্জ্বল ফ্লুরোসেন্ট আলোয় চোখ ব্যথা করে, এবং এক সেকেণ্ডের জন্য হলেও চোখ বন্ধ করার ইচ্ছা সে বহুকষ্টে দমিয়ে রাখে। ল্যাংডন তার পাশের খালি সিটে বসে, নিজের পায়ের কাছে রাখা লেদারের ব্যাগের দিকে ফাঁকা দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। তার চোখের পাতা ভারী মনে হয় যেন চলন্ত ট্রেনের দুলুনি তাকে আবিষ্ট করতে চাইছে।

ক্যাথরিন ল্যাংডনের ব্যাগের ভেতরে আজব জিনিস দুটোর কথা ভাবে। *সিআইএ এই পিরামিড কেন চায়?* বেল্লামির ধারণা সাটো হয়ত পিরামিডের গোমর জানে তাই সে এর পিছু নিয়েছে। কিন্তু এই পিরামিড যদি সত্যিই প্রাচীন রহস্যের লুকিয়ে রাখার স্থান উন্মোচিত করে ক্যাথরিনের বিশ্বাস করতে কষ্ট হয় যে এর আদি মরমী জ্ঞানর প্রতি সিআইএ'র আগ্রহ রয়েছে।

তারপরে তার মনে পড়ে প্যারাসাইকোলজিক্যাল বা পিএসআই প্রোগ্রাম যা প্রাচীন যাদুবিদ্যা আর মরমীবাদের সাথে সম্পর্কিত পরিচালনা করতে গিয়ে সিআইএ বেশ কয়েকবার ধরা পড়ে নাকাল হয়েছে। ১৯৯৫ সালে, "স্টারগেট/স্ক্যানেট" কেলেঙ্কারীর সিআইএ'র ক্লাসিফায়েড প্রযুক্তি যা দূরবর্তী দর্শন নামে পরিচিত–এক ধরণের টেলিপ্যাথিক মানসিক ভ্রমণ যা এর দর্শককে দূরবর্তী কোন স্থানে মানস চক্ষু স্থানান্তরিত করে সেখানে গুপ্তচরবৃত্তি পরিচালনায় সাহায্য করে, কোন ধরনের শারিরীক উপস্থিতি ব্যাতীত। অবশ্য প্রযুক্তিটা নতুন কিছু না। মরমীবাদী বা সুফীসাধকরা একে নাক্ষত্রিক প্রক্ষেপণ বলে আর যোগীরা একে বলে অশরীরি অভিজ্ঞতা। দুর্ভাগ্যক্রমে আমেরিকার করদাতারা একে অবাস্তব বলে অভিহিত করে এবং কার্যক্রমটার ভরাডুবি ঘটে। নিদেনপক্ষে জনগণ তাই জানে।

BanglaBook.org

বিড়ম্বনার কথা হল ক্যাথরিন সিআইএ'র ব্যর্থ কার্যক্রম আর নিজের নিওটিক বিজ্ঞানের সাম্প্রতিক সাফল্যের ভিতরে দারুণ সাদৃশ্য খুঁজে পায়।

ক্যাথরিন পুলিশে ফোন করে ক্যালোরমা হাইটসে তারা কিছু খুঁজে পেয়েছে কিনা জানার জন্য অস্থির হয়ে আছে কিন্তু এই মুহূর্তে তার বা ল্যাংডন কারো কাছে ফোন নেই আর কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ করাটা এই মুহূর্তে একটা সম্ভবত ঠিক হবে না; সাটোর হাত কতদূর প্রসারিত কে জানে।

*ক্যাথরিন ধৈর্য্য ধর।* কয়েক মিনিটের ভিতরে তারা একটা নিরাপদ গোপন আশ্রয়ে পৌঁছে যাবে এমন এক লোকের অতিথি হিসাবে যে আশ্বাস দিয়েছে সে তাদের উত্তর দিতে পারবে। ক্যাথরিন আশা করে তার উত্তর যাই হোক না কেন তার ভাইয়ের প্রাণ বাঁচাতে সহায়তা করবে।

"রবার্ট?" সে ফিসফিস করে বলে, সাবওয়ের মানচিত্রের দিকে তাকিয়ে সে বলে। "আমরা পরের স্টপে নামব।"

ল্যাংডন ধীরে ধীরে তার দিবাস্বপ্ন থেকে জেগে উঠে। "ঠিক আছে, ধন্যবাদ।" স্টেশনের দিকে ট্রেনটা তাদের নিয়ে গড়িয়ে যেতে থাকলে সে তার ডেব্যাগটা তুলে নিয়ে অনিশ্চিত দৃষ্টিতে ক্যাথরিনের দিকে তাকায়। "শুধু প্রার্থনা কর আমাদের আগমন যেন ঘটনাবহুল না হয়।"

টার্নার সিমকিনস দৌড়ে তার লোকেদের সাথে যোগ দেবার আগেই পুরো প্লাটফর্ম জনশূন্য করে ফেলা হয়েছে, তার লোকেরা ছড়িয়ে পড়ে প্লাটফর্মের দৈর্ঘ্য বরাবর পিলারের পিছনে লুকিয়ে পড়ে। প্লাটফর্মের দূরবর্তী প্রান্তের টানেলের ভিতর থেকে একটা দূরাগম গমগম শব্দ শোনা যায় এবং শব্দ জোরাল হলে সিমকিনস টের পায় একটা একটা উষ্ণ শুষ্ক বাতাস তার চারপাশে ঢেউয়ের মত প্রবাহিত হচ্ছে।

*ল্যাংডন এবার আর পালাতে পারবে না।*

সে প্লাটফর্মে তার সাথে যে দুজন এজেন্টকে আসতে বলেছে তাদের দিকে তাকায়। "আইডি আর অস্ত্র বের কর। এই ট্রেনগুলো অটোমেটেড হলেও সবগুলোতে কনডাকটর রয়েছে যে দরজা খুলে। তাকে খুঁজে বের কর।"

ট্রেনের আলো এবার টানেলে দেখা যায় আর ব্রেকের তীক্ষ্ণ শব্দ বাতাস চিরে যায়। ট্রেনটা স্টেশনে প্রবেশ করে গতি হ্রাস করতে শুরু করলে, সিমকিনস আর দুই এজেন্ট লাইনের উপরে ঝুকে সিআইএ'র আইডি নাড়িয়ে কনডাকটর দরজা খোলার আগেই তার মনোযোগ আঁকর্ষণ করতে চায়।

ট্রেন দ্রুত এগিয়ে আসে। তৃতীয় বগিতে সিমকিনস শেষ পর্যন্ত কনডাকটরকে দেখতে পায় যে আপাত দৃষ্টিতে তিনজন কালো পোশাক পরিহিত লোক কেন তার দিকে সিআইএ'র আইডি আন্দোলিত করছে বোঝার চেষ্টায় ব্যস্ত। সিমকিনস প্রায় থেমে পড়া ট্রেনের দিকে দৌড়ে যায়।

BanglaBook.org

"সিআইএ," সে চেঁচিয়ে হাতের আইডি প্রদর্শন করে বলে। "দরজা খুলো না!" ট্রেনটা ধীরে তার পাশ দিয়ে এগিয়ে যেতে সে কনডাকটরের বগির দিকে তার উদ্দেশ্যে চিৎকার করতে করতে এগিয়ে যায়। "দরজা খুলবে না! বুঝতে পেরেছো?! দরজা বন্ধ থাকবে!"

ট্রেন এবার দাঁড়িয়ে পড়ে, চোখ বড়বড় করে কনডাকটর মাথা নাড়ে। "কি হয়েছে," লোকটা তার পাশের জানালা দিয়ে মুখ বের করে জানতে চায়।

"ট্রেনটা নড়তে দেবে না," সিমকিনস বলে। "দরজাও বন্ধ থাকবে।"

"ঠিক আছে।"

"তুমি আমাদের প্রথম বগিতে ঢুকবার ব্যবস্থা করতে পারবে?"

কনডাকটর মাথা নাড়ে। ভয়চকিত চেহারায় সে ট্রেন থেকে নেমে, তার বগির দরজা বন্ধ করে দেয়। সে সিমকিনস আর তার লোকদের প্রথম বগির কাছে নিয়ে এসে ম্যানুয়ালি দরজা খুলে দেয়।

"আমরা ঢুকলে এটা বন্ধ করে দেবে," সিমকিনস অস্ত্র বের করতে করতে বলে। সিমকিনস আর তার লোকেরা প্রথম বগির উজ্জ্বল আলোয় দ্রুত প্রবেশ করে। কনডাকটর তাদের কথামত দরজা বন্ধ করে দেয়।

প্রথম বগিতে কেবল চারজন যাত্রী রয়েছে– তিন কিশোর আর এক বৃদ্ধ মহিলা: তাদের সবার চোখে অস্ত্র হাতে তিনজন লোককে প্রবেশ করতে দেখে পরিচিত বিস্ময় ফুটে উঠে। সিমকিনস তার আইডি দেখায়। "সব ঠিক আছে। চুপ করে বসে থাক।"

সিমকিনস আর তার লোকেরা এবার একটা একটা করে বগি সার্চ করতে করতে পেছনের দিকে এগিয়ে যায়– ফার্মে প্রশিক্ষণের সময় এই ড্রিলটার নাম ছিল "টিউব থেকে টুথপেস্ট বের করা"। ট্রেনে খুবই কম যাত্রী এবং অর্ধেক অতিক্রম করার পরেও ক্যাথরিন আর ল্যাংডনের সাথে চেহারা মিলে এমন একজনকেও তারা খুঁজে পায় না। অবশ্য সিমকিনস আশাবাদী। সাবওয়ে ট্রেনে লুকিয়ে থাকার কোন জায়গা নেই। বাথরুম, স্টোরেজ বা বিকল্প পথ কিছুই নেই এখানে। টার্গেট যদি তাদের ট্রেনে উঠতে দেখে পিছনে পালিয়ে গিয়ে থাকে, তারা বাইরে বের হতে পারবে না। দরজা জোর করে খোলা অসম্ভব আর সিমকিনসের লোকেরা প্লাটফর্মের দুদিক থেকেই ট্রেনের উপরে নজর রেখেছে।

*ধৈর্য্য ধর।*

শেষ বগির আগের বগিতে পৌছালে সিমকিনসের ভেতরে আঁকুপাকু শুরু হয়। শেষের আগের এই বগিতে কেবল একজন যাত্রী– এক চীনা ভদ্রলোক। সিমকিনস আর তার লোকেরা সীটের নীচে উঁকি দেয় কেউ লুকিয়ে আছে কিনা দেখতে। কেউ নেই।

"শেষ বগি," সিমকিনস আর তার লোকেরা বীরে মত অস্ত্র উচিতে শেষ বগির প্রবেশ মুখে পৌছাতে, সিমকিনস বলে। শেষ বগিতে প্রবেশ করেই তিনজন পাথরের মত দাঁড়িয়ে পড়ে।

BanglaBook.org

*নিকুচি করি. . .?!* সিমকিনস সব হারান লোকের মত অধীর হয়ে খালি বগির শেষপ্রান্তে দৌড়ে আসে, সীটের নীচে উঁকি দেয়। তার লোকদের দিকে ঘুরে দাঁড়ায়, পায়ের রক্ত মাথায় উঠে আসছে। "ব্যাটারা গেল কোথায়?!"

# ৭৯
# অধ্যায়

আলেকজান্দ্রিয়া থেকে আটমাইল উত্তরে, ক্যাথরিন আর ল্যাংডন শান্তভাবে একটা তুষারাবৃত একটা লনের উপর দিয়ে হেঁটে চলে।

"তোমার অভিনেত্রী হওয়া উচিত ছিল," ক্যাথরিনের উপস্থিত বুদ্ধি আর উদ্ভাবনী দক্ষতায় তখনও মুগ্ধ, ল্যাংডন বলে।

"তুমিও কম যাও না," ক্যাথরিন তার দিকে কোমল দৃষ্টিতে তাকিয়ে হাসে।

ট্যাক্সিক্যাবে ল্যাংডন প্রথমে ক্যাথরিনের আঁকস্মিক আঁচরণের কোন মানে বুঝতে পারেনি। কোন জানান না দিয়ে সে সহসা ফ্রিডম প্লাজার যাবে বলে জেদ শুরু করে, ইউরাইটের স্টেটের গ্রেট সীল আর ইহুদিদের তারকা সম্পর্কে কিছু একটা তার মনে পড়েছে। সে ডলারের উপরে একটা সুপরিচিত আর জনপ্রিয় ষড়যন্ত্র তত্ত্বের প্রতীক আকে এবং ল্যাংডনকে বলে ভাল করে তাকিয়ে দেখতে, সে যেখানে নির্দেশ করছে।

ল্যাংডন অনেক পরে বুঝে সে আসলে ডলার বিল না ড্রাইভারের সীটের পেছনে অবস্থিত একটা আলোর দিকে নির্দেশ করছে। আলোটা ময়লায় ঢাকা বলে সে প্রথমে দেখতে পায়নি। সে সামনে ঝুকে পড়ে দেখে আলোটা জ্বলছে আর একটা মৃদু লাল আলো দপদপ করছে। আলোর নীচে সে আবছা ভাবে দেখে দুটো শব্দ লেখা আছে।

–ইন্টারকম অন–

চমকে উঠে সে ক্যাথরিনের দিকে তাকায় যার চোখের মরিয়া দৃষ্টি সামনের সীটে কিছু একটা তাকে দেখাতে চায়। সে তার কথামত, আড়চোখে ড্রাইভারের দিকে তাকায়। ক্যাব চালকের সেল ফোন ড্যাসবোর্ডের উপরে রাখা, পুরো খোলা, আলোকিত আর ইন্টারকমের স্পিকারের সামনে রাখা। সাথে সাথে ল্যাংডন ক্যাথরিনের আঁচরণের মানে বুঝতে পারে।

*তারা টের পেয়েছে আমরা ক্যাবে. . . আমাদের কথা তারা শুনছে।*

ল্যাংডন বুঝতে পারে না তাদের ট্যাক্সি থামাবার আগে আর কতটুকু সময় তাদের হাতে আছে, কিন্তু জানে দ্রুত কিছু একটা করতে হবে। সাথে সাথে, ল্যাংডন নিজের মনে খেলাটা শুরু করে, সে কেবল জানে ফ্রিডম প্লাজার সাথে পিরামিডের কোন সম্পর্ক নেই ক্যাথরিন সেখানে যেতে চাইছে সেখানে অবস্থিত

BanglaBook.org

সাবওয়ে স্টেশন– মেট্রো সেন্টার– থাকার কারণে যেখান থেকে তারা লাল, নীল বা কমলা যে কোন একটা লাইন অনুসরণ করে ছয়টা ভিন্ন ভিন্ন গন্তব্যে পৌছাতে পারবে।

ফ্রিডম প্লাজায় পৌছে তারা ক্যাব থেকে দ্রুত নামে এবং ল্যাংডন এখানে তার শেষ প্রলেপটা দেয়, আলেকজান্দ্রিয়ার ম্যাসোনিক মেমোরিয়ালের একটা সুতো ছেড়ে দিয়ে, সে আর ক্যাথরিন দ্রুত সাবওয়ে স্টেশনে নেমে আসে আর নীল লাইন অতিক্রম করে এবং লাল লাইনের কাছে এসে বিপরীত মুখী একটা ট্রেনে উঠে পড়ে।

উত্তর দিকে ছয়টা স্টেশন অতিক্রম করে টেনলীটাউনে এসে তারা এক নির্জন উচ্চবিত্ত এলাকায় নেমে পড়ে। তাদের গন্তব্য, কয়েক মাইলের ভিতরে সবচেয়ে উঁচু কাঠামো সাথে সাথে দিগন্তে ভেসে উঠে, ম্যাসাচুসেটস এ্যাভিনিউয়ের ঠিক পরেই যত্ন নেয়া বিশাল লনের মাঝে।

এখন ক্যাথরিন যাকে "বেপথে হাঁটা" বলে থাকে, তারা দুজনে ভেজা ঘাসের উপর দিয়ে ঠিক সেভাবে এগিয়ে যায়। তাদের বামে মধ্যযুগীয় রীতির বাগান, প্রাচীন গোলাপে ঝাড় আর শ্যাডো হাউজ গেজ্রাবোর কারণে বিখ্যাত। তারা বাগান অতিক্রম করে রাজকীয় ভবনটার দিকে এগিয়ে যায় যেখানে তাদের ডাকা হয়েছে। *মাউন্ট সিনাইয়ের দশটা পাথর রয়েছে যে আশ্রয়স্থানে, একটা স্বর্গ থেকে চ্যুত, এবং একটা লুকের কৃষ্ণ বাবার অবয়ব দেখা যায়।*

"রাতের বেলা আমি কখনও এখানে আসিনি," ক্যাথরিন, আলোকিত টাওয়ারের দিকে তাকিয়ে বলে। "দারুণ লাগছে দেখতে।

ল্যাংডন ভুলেই গিয়েছিল এই জায়গাটা কতটা অসাধারণ দেখতে। এ্যামবাসী রোর উত্তর প্রান্তে এই নিও-গথির মাস্টারপীসটা অবস্থিত। বহু বছর আগে বাচ্চাদের জন্য একটা আর্টিকেল লিখেছিল এই আশা নিয়ে যে এই অসাধারণ ল্যাণ্ডমার্ক দেখতে আসা কচি মনের ছেলেমেয়েদের ভিতরে কিছুটা উত্তেজনার খোরাক সরবরাহ করা, তারপরে সে আর এখানে আসেনি। তার আর্টিকেল– "মোজেস, মুন, রকস আর স্টারওয়রস"– পর্যটকদের অবশ্যপাঠ্য হিসাবে বহুবছর জনপ্রিয় ছিল।

*ওয়াশিংটন ন্যাশনাল ক্যাথিড্রাল,* ল্যাংডন ভাবে, এত বছর পরে আবার অপ্রত্যাশিত মনোযোগের কেন্দ্রে নিজেকে আবিষ্কার করেছে। *একমাত্র সত্যিকারের ঈশ্বর সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করার এর চেয়ে ভাল জায়গা আর কি হতে পারে?*

"এই ক্যাথিড্রালে কি আসলেও মাউন্ট সিনাইয়ের দশটা পাথর আছে?" ক্যাথরিন টুইন-বেল টাওয়ারের দিকে তাকিয়ে জানতে চায়।

ল্যাংডন মাথা নাড়ে। "প্রধান অল্টারের কাছে। তারা সিনাই পাহাড়ে মোজেসকে দেয়া টেন কমাণ্ডমেন্টস এর প্রতীকি প্রকাশ।

"আর এখানে চাঁদের পাথরও আছে?"

*স্বর্গ থেকে নিয়ে আসা পাথর।* "হ্যাঁ। স্পেস উইনডো বলে পরিচিত একটা রঙিন কাঁচের জানালায় চাঁদের পাথরের টুকরো প্রোথিত আছে।"

BanglaBook.org

"কিন্তু শেষের বিষয়টা নিয়ে তুমি নিশ্চয়ই সিরিয়াস না," ক্যাথরিন আড় চোখে তাকিয়ে বলে, তার সুন্দর চোখের তারায় সংশয় ঝলসায়। "ডার্থ ভাডরের. . . মূর্তি?"

ল্যাংডন হাসে। "লুক স্কাইওয়াকারের কৃষ্ণ বাবা? অবশ্যই। ভাডর ন্যাশনাল ক্যাথিড্রালের সবচেয়ে জনপ্রিয় ধাতবচোঙ।" সে পশ্চিম দিকের টাওয়ার দেখিয়ে বলে। "রাতের বেলা তাকে দেখা কঠিন কিন্তু ওখানে সে আছে।"

"ডার্থ ভাডর এত জায়গা থাকতে ওয়াশিংটন ন্যাশনাল ক্যাথিড্রালে কি করছে?"

"বাচ্চাদের জন্য একটা চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা আয়োজন করা হয়েছিল বিষয় ছিল শয়তানের মুখের মত দেখতে ছাদ থেকে পানি নিষ্কাশনের চোঙ আঁকা। ডার্থ জয়ী হয়েছিল।"

প্রধান ফটকের বিশাল সিঁড়ির কাছে তারা পৌছে যা একটা চোখ ধাঁধিয়ে দেয়া রোজ উইনডোর নীচে আশি ফুট তোরণের ভিতরে স্থাপিত। সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে ল্যাংডন তাদের রহস্যময় আগন্তুকের কথা ভাবে যিনি তাদের সাথে যোগাযোগ করেছেন। *দয়া করে কোন নাম বলবেন না. . .আমাকে কেবল বলেন আপনার কাছে গচ্ছিত রাখা ম্যাপ আপনি সাফল্যের সাথে রক্ষা করেছেন?* ভারী পাথরের পিরামিডটা বহন করতে করতে ল্যাংডনের কাঁধ ব্যথা হয়ে গেছে এবং সে ব্যাগটা নামিয়ে রাখতে চায়। *আশ্রয় আর উত্তর।*

সিঁড়ির উপরে উঠে এসে তারা অতিকায় এক জোড়া কাঠের বন্ধ দরজার মুখোমুখি হয়। "আমরা কি নক করবো?" ক্যাথরিন জানতে চায়।

ল্যাংডন একই কথা ভাবছিলো, কেবল এখন দরজাটা খুলে যায়।

"কে ওখানে?" একটা দুর্বল কণ্ঠ জিজ্ঞেস করে। দরজায় একটা বৃদ্ধের কোচকানো মুখ দেখা যায়। তার চোখ অসচ্ছ, সাদা আর ছানির কারণে ঘোলাটে।

"আমার নাম রবার্ট ল্যাংডন," সে বলে। "ক্যাথরিন সলোমন আর আমি শরণ চাইছি।"

অন্ধলোকটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে। "ঈশ্বরকে ধন্যবাদ। আমি তোমাদের জন্যই অপেক্ষা করছিলাম।"

BanglaBook.org

## ৮০
## অধ্যায়

ওয়ারেন বেল্লামি সহসা আশার একটা আলো দেখতে পান।

জঙ্গলের ভিতরে, ডিরেকটর সাটো সহসা ফিল্ড এজেন্টের কাজ একটা ফোন কল পায় আর তার পরেই তার ক্রোধোদীপ্ত আস্ফালন শুরু হয়। "বেশ তুমি তাদের খুঁজে বের করবে।!" সে টেলিফোনে চেঁচিয়ে বলে। "আমাদের হাতে সময় দ্রুত ফুরিয়ে আসছে। সে লাইন কেটে দেয় এবং বেল্লামির সামনে পায়চারি করতে থাকে যেন ঠিক করতে পারছে না এবার তার কি করা উচিত।

অবশেষে সে ঠিক তার সামনে এসে দাঁড়ায় এবং ঘুরে। "মি.বেল্লামি আমি আপনাকে একবার ঠিক একবার জিজ্ঞেস করবো।" তার চোখের দিকে গভীর দৃষ্টিতে সে তাকিয়ে থাকে। "হ্যাঁ অথবা না– আপনার কি কোন ধারণা আছে রবার্ট ল্যাংডন কোথায় যেতে পারে?"

ধারণার চেয়ে ভাল কিছু সে তাকে বলতে পারে, কিন্তু সে মাথা নাড়ে। "না।"

সাটোর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি তখনও তার দিকে তাকিয়ে আছে। "দুর্ভাগ্যবশত, আমার চাকরির একটা দায়িত্ব হল মানুষ কখন মিথ্যা বলছে সেটা বুঝতে পারা।

বেল্লামি চোখ সরিয়ে নেয়। "দু:খিত, তোমাকে সাহায্য করতে পারছি না।"

"স্থপতি বেল্লামি," সাটো বলে, "আজ রাত ঠিক সাতটার সময়ে তুমি শহরের বাইরে একটা রেস্তোরায় ডিনার করছিলে যখন একটা লোক তোমাকে ফোন করে জানায় সে পিটার সলোমনকে অপহরণ করেছে।"

বেল্লামির হাতপা ঠাণ্ডা হয়ে আসে এবং সে আবার সাটোর চোখের দিকে তাকায়। *তুমি সেটা কিভাবে জানলে?!*

"সেই লোকটা," সাটো বলে চলে, "তোমাকে বলে যে রবার্ট ল্যাংডনকে সে ক্যাপিটল ভবনে পাঠিয়েছে এবং তাকে একটা কাজ দিয়েছে শেষ করার জন্য. .একটা কাজ যাতে তোমার সাহায্য সাহায্য তার প্রয়োজন হবে। সে তোমাকে সতর্ক করে দেয় যে রবার্ট ল্যাংডন যদি কাজটা করতে ব্যর্থ হয়, তাহলে তোমার বন্ধু পিটার সলোমন মারা যাবে। আতঙ্কিত হয়ে তুমি পিটারের সব নাম্বারে ফোন করে তার সাথে যোগাযোগ করতে চেষ্টা কর। বোঝাই যায়, এরপরেই তুমি ক্যাপিটল ভবনের দিকে পাগলের মত ছুটে আস।"

বেল্লামি এখনও বুঝতে পারে না সাটো ফোন কলের কথা কিভাবে জানল।

"তুমি যখন ক্যাপিটলের দিকে ছুটে আসছো," সিগারেটের জলন্ত ডগার পেছন থেকে সাটো বলে চলে, "তুমি সলোমনের অপহরণকারীকে একটা টেক্সট ম্যাসেজ পাঠিয়েছো, তাতে তুমি তাকে আশ্বস্ত করে লিখেছো যে তুমি আর ল্যাংডন ম্যাসনিক পিরামিড সাফল্যের সাথে খুঁজে পেয়েছো।"

*এসব তথ্য সে পেলো কোথা থেকে? বেল্লামি* চিন্তায় পড়ে যায়। *ল্যাংডনও জানে না আমি টেক্সট ম্যাসেজ পাঠিয়েছি।* লাইব্রেরী অব কংগ্রেসে যাবার টানেলে প্রবেশের ঠিক পরে পরেই বেল্লামি ইলেকট্রিক রুমে গিয়েছিল নিমার্ণ কাজের জন্য স্থাপিত আলো জ্বালাতে। সেই মুহূর্তের একান্ততায়, সে সলোমনের অপহরণকারীকে দ্রুত একটা টেক্সট ম্যাসেজ পাঠাবার সিদ্ধান্ত নেয়, তাকে সাটোর নাক গলাবার বিষয়টা জানায়, কিন্তু আশ্বস্ত করে যে সে– বেল্লামি– আর ল্যাংডন পিরামিডটা নিয়ে পালিয়েছে আর তারা তার চাহিদার সাথে সহযোগিতা করবে। এটা, অবশ্যই, মিথ্যা কথা কিন্তু বেল্লামি ভেবেছিল এত কিছুটা সময় পাওয়া যাবে, পিটার সলোমন আর পিরামিডটা লুকিয়ে রাখার জন্য।

BanglaBook.org

"কে তোমাকে বলেছে যে আমি ম্যাসেজ পাঠিয়েছি?" বেল্লামি জানতে চায়।

সাটো বেল্লামির সেলফোনটা তার দিকে ছুঁড়ে দেয়। "যেকোন বাচ্চা ছেলেও এটা জানতে পারবে।"

বেল্লামির এবার মনে পড়ে তাকে যে এজেন্টরা গ্রেফতার করেছিল তারা তার চাবি আর সেলফোন নিয়ে নিয়েছিল।

"ভেতরের বাকি তথ্য," সাটো বলে, "প্যাট্রিয়ট এ্যাক্ট দেশের নিরাপত্তার জন্য হুমকির কারণ হতে পারে এমন যে কোন লোকের ফোনে আমাকে ওয়্যারট্যাপ স্থাপনের অনুমতি দিয়েছে। আমার মনে হয়েছিল পিটার সলোমন সেরকম একটা হুমকি এবং গতরাতে আমি ব্যবস্থা গ্রহণ করি।"

সাটোর কথা বেল্লামির বিশ্বাস হতে চায় না। "তুমি পিটার সলোমনের ফোন তুমি ট্যাপ করেছিলে?"

"হ্যাঁ। আর সেকারণেই আমি জানি অপহরণকারী তোমাকে রেস্তোরায় ফোন করেছিল। তুমি পিটারের ফোনে ফোন করেছিলে এবং কি ঘটেছে সেটা ব্যাখ্যা করে একটা উদ্বিগ্ন ম্যাসেজ রেখে এসেছিলে।"

বেল্লামি বুঝতে পারে সে ঠিক কথাই বলছে।

"আমরা রবার্ট ল্যাংডনের একটা কলও ইন্টারসেপ্ট করি, যে ক্যাপিটল ভবনে ছিল, তাকে চালাকি করে এখানে ডেকে আনা হয়েছে বুঝতে পেরে ভীষণ বিভ্রান্ত। আমি সাথে সাথে ক্যাপিটলে আসি এবং তোমার আগে এখানে এসে পৌঁছাই কারণ আমি কাছেই ছিলাম। ল্যাংডনের ব্যাগের এক্স-রে কেন দেখতে চেয়েছিলাম সে প্রসঙ্গে বলছি. আমার সব কিছু দেখে মনে হয়েছিল এসবের সাথে ল্যাংডনের সম্পর্ক রয়েছে, আমি আমার সহকর্মীদের সকাল বেলা ল্যাংডন আর পিটার সলোমনের ভিতরে হওয়া নিতান্ত অপহরণকারীর ফোন কল আবার খতিয়ে দেখতে বলি, যেখানে অপহরণকারী পিটার সলোমনের সহযোগী সেজে, ল্যাংডনকে বক্তৃতার জন্য আসতে রাজি করায় এবং পিটার তাকে যে ছোট প্যাকেটটা রাখতে দিয়েছিল সেটাও নিয়ে আসতে বলে। ল্যাংডন যখন তার কাছে থাকা প্যাকেটটার কথা আমার কাছে স্বীকার করছিলো না, আমি তার ব্যাগের এক্স-রে দেখতে চাই।"

বেল্লামির চিন্তাভাবনা সব গুলিয়ে যায়। মানতে হবে সাটো যা বলছে তার সবই ঘটা সম্ভব কিন্তু তারপরেও কিছু একটা ঠিক মিলছে না। "কিন্তু. . .জাতীয় নিরাপত্তার জন্য পিটার সলোমনকে কেন তোমার হুমকি বলে মনে হয়েছে?"

"বিশ্বাস কর, পিটার সলোমন দেশের নিরাপত্তার জন্য ভীষণ হুমকিস্বরূপ," সে ঝাঝিয়ে উঠে বলে। "আর সত্যি কথা বলতে গেলে তুমিও।"

বেল্লামি ঝট করে সোজা হয়ে বসলে হাতকড়া তার কব্জিতে কেটে বসে। "আমি তোমার কথা ঠিক বুঝতে পারলাম না?!"

সে জোর করে মুখে একটা হাসি ফুটিয়ে তোলে। "তোমরা ম্যাসনরা বড্ড বিপজ্জনক একটা খেলা খেলছো। তোমরা খুবই বিপজ্জনক একটা সিক্রেট লুকিয়ে রেখেছো।"

BanglaBook.org

*সে কি প্রাচীন রহস্যময়তার কথা বলছে?*

"আশার কথা, তোমরা তোমাদের সিক্রেট সবসময়ে বেশ সাফল্যের সাথেই লুকিয়ে এসেছো। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত সম্প্রতি তোমরা একটু অসাবধানী হয়ে পড়েছিলে এবং আজ রাতে তোমাদের সবচেয়ে বিপজ্জনক সিক্রেট পৃথিবীর সামনে ফাঁস হয়ে যাবার হুমকির মুখে পড়েছে। এবং আমরা যদি সেটা থামাতে ব্যর্থ হই, আমি তোমাকে নিশ্চয়তা দিচ্ছি ফলাফল খুব বড় বিপর্যয় ডেকে আনবে।"

বেল্লামি হতবিহ্বল হয়ে তাকিয়ে থাকে।

"তুমি যদি আমাকে আক্রমণ না করতে," সাটো আবার বলে, "তুমি হয়ত বুঝতে পারতে আমি আর তুমি একই দলে।"

*একই দলে।* শব্দটা বেল্লামির ভিতরে এমন একটা ধারণার জন্ম দেয় যার গভীরতা খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। *সাটো কি ইস্টার্ণ স্টারের সদস্য?* দি অর্ডার অব দি ইস্টার্ণ স্টার– প্রায়ই যাকে ম্যাসনদের সহযোগী সঙ্ঘ হিসাবে বিবেচনা করা হয়ে থাকে– যারা হিতসাধনের একই মরমী দর্শন, গোপণ জ্ঞান, এবং আধ্যাত্মিক উদারতায় বিশ্বাসী। *একই দল? আমি হাতকড়া পরিহিত অবস্থায়! সে পিটারের ফোন ট্যাপ করছে!*

"এই লোকটাকে থামাতে তুমি আমায় সাহায্য করবে," সাটো বলে। "সে এমন একটা বিপর্যয় ডেকে আনতে পারে যার রেশ থেকে এই দেশ কখনও বের হতে পারবে না।" তার মুখটা যেন পাথরে খোদাই করা।

"তুমি তাহলে তাকে অনুসরণ করছো না কেন?"

সাটোকে হতবাক দেখায়। "তোমার কি ধারণা আমি চেষ্টা করছি না? পিটারের সেলফোনে আমার ট্রেস সেটার অবস্থান নির্ণয়ের আগেই স্তব্ধ হয়ে গিয়েছে। তার অন্য নাম্বারগুলো ডিসপোজেবল ফোনের– যার অবস্থান নির্ণয় করা এক অর্থে অসম্ভব। প্রাইভেট জেট কোম্পানী বলেছে পিটারের সহযোগী ফ্লাইট বুক করেছিল, সলোমনের ফোন ব্যবহার করে, তারই জেট মারকুইস কার্ড দিয়ে। কোন উপায় নেই অনুসরণ করার। থাকলেও খুব একটা হেরফের হত না। আমরা যদি জানতেও পারি সে কোথায় আছে আমি সম্ভবত তাকে ধরার চেষ্টাও করতে পারব না।"

"কেন?"

"সেটা আমি তোমাকে বলতে চাই না কারণ তথ্যটা ক্লাসিফায়েড," সাটো বলে, তার ধৈর্য্য স্পষ্টতই কমে আসছে। "আমি কেবল তোমাকে এটা বিশ্বাস করতে বলছি।"

"বেশ, আমি করলাম না।"

সাটোর চোখে বরফের মত শীতল দৃষ্টি। সে সহসা ঘুরে দাঁড়ায় এবং জঙ্গলের দিকে তাকিয়ে চিৎকার করে। "এজেন্ট হার্টম্যানন! ব্রিফকেসটা নিয়ে আসো।"

BanglaBook.org

বেল্লামি হিস শব্দে একটা ইলেকট্রনিক দরজা খুলে যাবার শব্দ শুনে এবং একজন এজেন্ট ভেতরে প্রবেশ করে। তার হাতে একটা পাতলা টাইটেনিয়ামের ব্রিফকেস, সেটা সে ওএস ডিরেক্টরের পাশের মাটিতে নামিয়ে রাখে।

"তুমি এখন যেতে পার," সাটো বলে।

এজেন্ট বের হতে দরজায় আবার হিস শব্দ শোনা যায় এবং তারপরে আবার নিরবতা।

সাটো ব্রিফকেসটা তুলে নিয়ে নিজের কোলে রাখে এবং লক খুলে। তারপরে সে ধীরে বেল্লামির দিকে তাকায়। "আমি এটা করতে চাইনি কিন্তু সময় দ্রুত ফুরিয়ে যাচ্ছে আর তুমি আমার সামনে কোন পথ খোলা রাখনি।"

বেল্লামি আজব ব্রিফকেসটার দিকে তাকায় এবং ভয়ের একটা স্রোত তার দেহে বয়ে যায়। *সে কি এবার আমাকে নির্যাতন করবে?* সে আবার তার হাতকড়া ধরে মোচড় দেয়। "কেসের ভিতরে কি আছে?!"

সাটো বিষণ্ন ভঙ্গিতে হাসে। "এমন একটা কিছু যা সব কিছু আমার দৃষ্টিতে দেখতে তোমায় সাহায্য করবে। আমি নিশ্চয়তা দিতে পারি।"

# ৮১
# অধ্যায়

ভূ-গর্ভস্থ স্থান মাল'আখ যেখানে তার শিল্পের চর্চা করে জায়গাটা বেশ চতুরতার সাথে লুকিয়ে রাখা হয়েছে। তার বাসার বেসমেন্ট, কেউ যদি সেখানে আসে তার চোখে অস্বাভাবিক কিছুই পড়বে না- একটা সেলার যেমন হয়ে থাকে বয়লার, ফিউজ বক্স, কাঠের স্তূপ, এবং হাবিজাবি বাতিল জিনিসের একটা স্তূপ। এই দৃশ্যমান সেলার অবশ্য মাল'আখের বেসমেন্টের একটা অংশ। একটা বেশ ভাল অংশ দেয়াল তুলে বন্ধ করে দেয়া হয়েছে মাল'আখের গোপন অনুশীলনের জন্য।

মাল'আখের ব্যক্তিগত কাজের জায়গা ছোট কামরার একটা স্যুইট, প্রতিটা আলাদা আলাদা উদ্দেশ্যে তৈরী করা। তার লিভিং রুম থেকে একটা খাড়া র‍্যাম্প দিয়ে গোপনে এখানে আসা যায় ফলে ঘরটা কারো চোখে পড়ার সম্ভাবনা খুবই কম।

আজ রাতে মাল'আখ র‍্যাম্প দিয়ে নেমে আসলে, তার বেসমেন্টের বিশেষ আলোকসজ্জার আঁকাশ নীল আলোতে তার দেহে উল্কি আঁকা প্রতীক আর বর্ণগুলো যেন প্রাণ লাভ করে। নীল কুয়াশার ভিতর দিয়ে সে হেঁটে কয়েকটা বন্ধ ঘরের দরজা অতিক্রম করে এবং সরাসরি করিডোরের শেষপ্রান্তের বড় ঘরটার দিকে এগিয়ে যায়।

BanglaBook.org

মাল'আখ একে "স্বাস্থ্যনিবাসের খাসকামরা" বলে যা ঠিক বারো ফুটের একটা বর্গাকার কামরা। *রাশির প্রতীক বারোটা। বারোঘন্টা দিনের সময়। স্বর্গের দ্বার বারোটা।* চেম্বারের ঠিক কেন্দ্রে একটা সাত-বাই-সাতের পাথরের টেবিল রয়েছে। *প্রকাশের মোহর সাতটা। মন্দিরের সোপান সাতটা।* টেবিলের ঠিক কেন্দ্রস্থলের উপরে আলোর একটা উৎস অনেক হিসাব করে ঝুলিয়ে দেয়া হয়েছে যা পূর্ব নির্দিষ্ট রঙের একটা স্পেকট্রামের ভিতর দিয়ে ঘুরে প্রতি ছয় ঘন্টায় গ্রহসম্বন্ধীয় সময়ের তালিকাসূচী অনুযায়ী ঘূর্ণন সম্পন্ন করে। *ইয়ানরের সময় নীল। নাসনিয়ার সময় লাল। সালামের সময় সাদা।*

এখন ক্যারেরার সময়, মানে ঘরের আভা এখন হাল্কা বেগুনী রঙে পরিণত হয়েছে। নিতম্ব আর মুষ্কচ্ছেদ করা যৌনাঙ্গের চারপাশে সিল্কের কটিবস্ত্র পরে, মাল'আখ প্রস্তুতি শুরু করে।

সে সুগন্ধ উৎপাদকারী দ্রব্য যত্ন করে মিশিয়ে একটা মিশ্রণ প্রস্তুত করে যা সে পরে বাতাস বিশুদ্ধ করা জন্য পোড়াবে। তারপরে সে তার সিল্কের আনকোরা নতুন গাউন ভাঁজ করে যা সে কটিবস্ত্র ত্যাগ করে পরিধান করবে। আর সবশেষে, ফ্লাস্কের পানি পবিত্র করে যা সে তার নৈবদ্যে লেপন করবে। তার প্রস্তুতি শেষ হতে সে প্রস্তুতকৃত সব উপাচার সাইড টেবিলের উপরে রাখে।

এবার সে শেলফের দিকে এগিয়ে গিয়ে হাতির দাঁতের তৈরী একটা ছোট বাক্স বের করে এবং সেটা সাইড টেবিলের উপরে অন্য উপাচারের সাথে রাখে। সে যদিও এটা ব্যবহার করার জন্য এখনও প্রস্তুত না, কিন্তু সে বাক্সটা খুলে ভেতরে রাখা জিনিসটার দিকে মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকা থেকে নিজেকে বিরত রাখতে পারে না।

*বিশেষ চাকু।*

হাতির দাঁতের বাক্সের ভিতরে কালো মখমলের উপরে শুয়ে আছে মাল'আখের বলি দেবার চাকু যা সে আজ রাতে ব্যবহারের জন্য আগলে রেখেছে। গত বছর মধ্যপ্রাচ্যের এ্যান্টিকের কালো বাজার থেকে সে চাকুটা ১.৬ মিলিয়ন ডলারে কিনেছে।

*ইতিহাসের সবচেয়ে বিখ্যাত চাকু।*

অকল্পনীয় রকমের পুরাতন এবং হারিয়ে গেছে বলে বিশ্বাস করা হয়ে থাকে, এর ফলাটা লোহার তৈরী, হাড়ের বাটের সাথে সংযুক্ত। শতাব্দি ধরে অসংখ্য অমিত শক্তিশালী লোকের কাছে চাকু থেকেছে। সাম্প্রতিক দশকে চাকু হারিয়ে যায় এবং গোপন ব্যক্তিগত সংগ্রহে অযত্নে পড়েছিল। মাল'আখ অনেক কষ্টে এটা খুঁজে বের করেছে। চাকুটা, মাল'আখের ধারণা গত কয়েক দশকে রক্তে স্পর্শ পায়নি. .সম্ভবত কয়েক শতক। আজ রাতে চাকুটা আবার বলির ক্ষমতা অনুভব করবে যার জন্য এটার জন্ম হয়েছে।

মাল'আখ খুব ধীরে চাকুটা কুশন দেয়া কম্পার্টমেন্ট থেকে তুলে নেয় এবং পবিত্র পানিতে ভেজান সিল্কের কাপড় দিয়ে শ্রদ্ধার সাথে ফলাটা পরিষ্কার করে।

BanglaBook.org

নিউইয়র্কে প্রাথমিক প্রস্তুতি শুরু হবার পরে থেকে তার দক্ষতা অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। মাল'আখ যে ব্ল্যাক আর্ট অনুশীলন করে বিভিন্ন ভাষায় তাকে বিভিন্ন নামে অভিহিত করা হয়ে থাকে কিন্তু একে যে নামেই অভিহিত করা হয়ে থাকুক বিষয়টা নির্জলা বিজ্ঞান। এই আদি প্রযুক্তি একদা ক্ষমতা সিংহদ্বারে প্রবেশের চাবি হিসাবে বিবেচনা করা হত কিন্তু অনেক আগেই একে নিষিদ্ধ করা হয়েছে এবং অকাল্ট আর ম্যাজিকের কাতারে একে পর্যবসিত করা হয়েছে। যে গুটি কয়েক লোক আজও এর অনুশীলন করে তাদের পাগল বলা হয়ে থাকে, কিন্তু মাল'আখ খুব ভাল করেই জানে। *এই বিদ্যা নির্বোধ লোকদের জন্য না।* প্রাচীন ডার্ক আর্ট আধুনিক বিজ্ঞানের মতই যেখানে রয়েছে নিখুঁত সূত্র, সুনির্দিষ্ট উপাচার উপকরণ এবং সময়ের নিঁখুত প্রয়োগ।

আজকের নিবীর্য ব্ল্যাক ম্যাজিক না এই শিল্প যা কৌতূহলী লোকেরা হাফ-হার্টেডলী চেষ্টা করে থাকে। এই আর্ট, নিউক্লিয়ার ফিজিক্সের মতই, অমিত শক্তি সৃষ্টির সম্ভাবনা রাখে। ভয়ঙ্কর সতর্কবাণী উচ্চারিত রয়েছে: *অদক্ষ অনুশীলন ভাটার টানে ভেসে ধ্বংস হবার সম্ভাবনা সৃষ্টি করতে পারে।*

মাল'আখ পবিত্র ফলাটা থেকে মুগ্ধ দৃষ্টি সরিয়ে নেয় এবং তার সামনের টেবিলের উপরে ভেলামের মোটা চাদরের দিকে মনোযোগ দেয়। বাচ্চা ভেড়ার লোম থেকে এই চাদর মাল'আখ নিজে তৈরী করেছে। প্রথা অনুযায়ী ভেড়াটা ছিল বিশুদ্ধ এবং সন্তান উৎপাদন ক্ষমতা লাভ করেনি। ভেলামের পাশেই রাখা আছে তার তৈরী কাকের পালক থেকে তৈরী কলম, রূপার পেয়ালা, আর নিরেট পিতলের পাত্রের চার পাশে তিনটা নিভুনিভু জ্বলতে থাকা মোমবাতি। পিতলের পাত্রে রয়েছে এক ইঞ্চি পরিমাণ লাল রঙের ঘন তরল।

তরলটা পিটার সলোমনের রক্ত।

*রক্ত অনন্তের আরক।*

মাল'আখ পালকের কলমটা হাতে নেয়, বাম হাত ভেলামের উপরে রাখে এবং কলমটা রক্তে ডুবিয়ে নিয়ে সতর্কতার সাথে বাম হাতের খোলা তালুর পার্শ্বরেখা ভেলামের উপরে আঁকে। আঁকা শেষ হতে সে প্রাচীন রহস্যময়তার পাঁচটা প্রতীক পাঁচ আঙুলের শীর্ষদেশে আকে।

*মুকুট. . .আমি যে রাজায় পরিণত হব তার উপস্থাপক।*

*তারা. . .স্বর্গের উপস্থাপক যা আমার নিয়তিতে পরিণত হয়েছে।*

*সূর্য. . .আমার আত্মার আলোকিত রূপের উপস্থাপক।*

*লণ্ঠন. . .মানুষের বোঁধের দুর্বলতার উপস্থাপক।*

*এবং চাবি. . .হারিয়ে যাওয়া খণ্ডের উপস্থাপক যা আজ রাতে অবশেষে আমার করায়ত্ত্ব হবে।*

মাল'আখ রক্ত দিয়ে লেখা শেষ করে এবং ভেলামটা তুলে ধরে মোমের আলোতে নিজের হাতের কাজ মুগ্ধ দৃষ্টিতে দেখে। রক্ত শুকিয়ে যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করে সে ভেলামটা তিনবার ভাঁজ করে। প্রাচীন পূজার উচ্চমার্গীয় মন্ত্র

BanglaBook.org

উচ্চারণ করে মাল'আখ ভেলামটা তৃতীয় মোমের আলোর কাছে আনে এবং এটা আগুনের শিখয় উদ্ভাসিত হয়ে উঠে। জ্বলন্ত ভেলামটা সে রূপার পেয়ালায় রাখে এবং পুড়তে দেয়। পোড়ার সময়ে পশুর চামড়ার কার্বন কালো গুঁড়ায় পরিণত হয়। পোড়া শেষ হলে, মাল'আখ যত্নের সাথে পিতলের পেয়ালায় রাখা রক্তের সাথে সেটা মিশিয়ে দেয়। তারপরে সে কাকের পালক দিয়ে সেটা নাড়তে থাকে।

মিশ্রণটা ঘন লাল, প্রায় কালো রঙ ধারণ করে।

পাত্রটা দু'হাতে ধরে মাল'আখ মাথার উপরে তুলে ধরে এবং প্রাচীনদের রক্ত শ্লোক *ইউখআরিসটোস* পাঠ করে ধন্যবাদ জানায়। সে কালো মিশ্রণটা একটা কাঁচের বোতলে ভরে সেটার মুখ বন্ধ করে। মাল'আখ তার মাথার উল্কিবিহীন ত্বকে এই মিশ্রণ কালি হিসাবে ব্যবহার করে উল্কি এঁকে তার মাস্টারপিস সমাপ্ত করবে।

# ৮২
# অধ্যায়

ওয়াশিংটন ন্যাশনাল ক্যাথিড্রাল পৃথিবীর ষষ্ঠ বৃহত্তম এবং ত্রিশতলা আঁকাশচুম্বী ইমারতের চেয়েও উঁচু। দুইশরও বেশি রঙিন কাঁচের জানালা, তিপ্পান্নটা ঘন্টার ক্যারিলন, এবং ১০,৬৪৭ পাইপ অর্গান, দিয়ে অলঙ্কৃত এই ক্যাথিড্রালে একসাথে তিন হাজার ভক্ত উপাসনা করতে পারে।

আজ রাতে অবশ্য এই বিশাল ক্যাথিড্রাল জনমানবহীন।

রেভারেণ্ড কলিন গ্যালাওয়ে- ক্যাথিড্রালের ডিন-কে দেখলে মনে হবে সৃষ্টির আদি থেকেই সে বেঁচে আছে। কুঁজো আর শীর্ণ, তার পরনে কেবল একটা সাধারণ কালো আলখিল্লা একটা কথাও না বলে অন্ধের মত হাতড়াতে হাতড়াতে সামনে এগিয়ে যায়। ক্যাথরিন আর ল্যাংডন কোন কথা না বলে নিরবে গির্জার মূল অংশে চারশ ফুট লম্বা কেন্দ্রিয় চলাচলের পথ দিয়ে অনুসরন করে যা সবসময়ে সামান্যভাবে বামে বেকে গিয়ে একটা কোমল দৃষ্টি বিভ্রমের সৃষ্টি করেছে। তার গ্রেট ক্রসিংে পৌছালে, ডিন তাদের রুড স্ক্রিনের ভিতর দিয়ে তাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে আসে- সাধারণের এলাকা আর তারপরের শরণস্থানের প্রতিকী বিভক্তিরেখা।

চ্যাপেলের বাতাসে প্রাকৃতিক সুগন্ধি ভেসে আছে। এই পবিত্র স্থানটা অন্ধকার, মাথার উপরের নক্সাকাটা ভল্টের মধ্যে দিয়ে আসা পরোক্ষ প্রতিফলনে মৃদু আলোকিত হয়ে আছে। ধর্মসঙ্গীতের গায়কদের নির্ধারিত স্থানে পঞ্চাশটা রাজ্যের পতাকা শোভা পায়, যা বাইবেলের ঘটনাবলী চিত্রিত পর্দা দিয়ে অলঙ্কৃত। ডিন গ্যালাওয়ে এগিয়ে যেতে থাকে, আপাতভাবে নিজের স্মৃতির

BanglaBook.org

উপরে ভর করে। এক মুহূর্তের জন্য ল্যাংডনের মনে হয় তারা হাই অল্টারের দিকে যাচ্ছে যেখানে সিনাই পাহাড়ের দশটা পাথর প্রোথিত রয়েছে কিন্তু বৃদ্ধ ডিন শেষ পর্যন্ত বামে মোড় নেয় এবং কৌশলে লুকান একটা দরজা দিয়ে তাদের বর্ধিত প্রশাসনিক অংশে নিয়ে আসে।

তারা একটা সংক্ষিপ্ত হলওয়ে দিয়ে একটা অফিসের দরজার সামনে এসে দাঁড়ায় যার গায়ে পিতলের নামফলকে লেখা আছে:

**THE REVEREND DR. COLIN GALLOWAY**
**CATHEDRAL DEAN**

গ্যালাওয়ে দরজা খুলে এবং আলো জ্বালায়, বোঝা যায় অতিথিদের এই সৌজন্য জানাতে সে এখনও ভুলে যায়নি। সে তাদের পথ দেখিয়ে ভিতরে নিয়ে আসে এবং দরজা বন্ধ করে দেয়।

ডিনের অফিস ঘরটা ছোট কিন্তু মার্জিতভাবে বইয়ের উঁচু শেলফ, একটা ডেস্ক, অলঙ্কৃত ওয়ারড্রোব আর একটা ব্যক্তিগত বাথরুম দিয়ে সাজান। দেয়াল ষোল শতকের ট্যাপেস্ট্রি আর কয়েকটা ধর্মীয় চিত্রকর্ম ঝুলছে। ডিন তার ডেস্কের ঠিক উল্টোদিকে দুটো চামড়া মোড়া চেয়ার তাদের ইঙ্গিতে দেখিয়ে দেয়। ল্যাংডন, ক্যাথরিনের সাথে সাথে বসে আর কাঁধের ভারী ব্যাগটা মেঝেতে নামিয়ে রাখতে পেরে, সে কৃতজ্ঞবোধ করে।

*শরণ আর উত্তর*, ল্যাংডন আরামদায়ক চেয়ারে ভালমত জাঁকিয়ে বসে ভাবে।

বৃদ্ধ লোকটা ডেস্কের পেছনে পা টেনে টেনে এগিয়ে গিয়ে নিজের হেলান দেয়া উঁচু চেয়ারে বসে। তারপরে একটা ক্লান্ত দীর্ঘশ্বাস ফেলে, সে তার মাথা তুলে, ঘোলাটে চোখে তাদের দিকে শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে। যখন সে কথা বলে তার কণ্ঠস্বর অপ্রত্যাশিত রকমের পরিষ্কার আর জোরাল শোনায়।

"আমি বুঝতে পারছি আমাদের কখনও দেখা হয়নি," বৃদ্ধ লোকটা বলে, "এবং তারপরেও আমার মনে হচ্ছে আমি তোমাদের দু'জনকেই চিনি।" সে একটা রুমাল বের করে মুখটা আলতো করে মোছে। "প্রফেসর ল্যাংডন তোমার লেখার সাথে আমি পরিচিত, এই ক্যাথিড্রালের সিম্বলিজম সম্বন্ধে তুমি যে বুদ্ধিদীপ্ত লেখাটা লিখেছিলে সেটার কথা আমার মনে আছে। মি.সলোমন তোমার ভাই আর আমি বহুবছর ধরেই ম্যাসনিক ভ্রাতৃসম্বন্ধে আবদ্ধ।"

"পিটার ভয়ঙ্কর বিপদে পড়েছে," ক্যাথরিন কথা খুঁজে না পেয়ে বলে।

"আমাকেও তাই বলা হয়েছে।" বৃদ্ধলোকটা আবার দীর্ঘশ্বাস ফেলে। "আর আমি আমার সামর্থ্যে যা কুলায় সবকিছু করবো তাকে সাহায্য করতে।"

ল্যাংডন তার হাতে কোন ম্যাসনিক আংটি দেখতে পায় না তারপরেও সে জানে বহু ম্যাসন যারা ধর্মীয় সংস্থার সাথে যুক্ত তারা তাদের সংপৃক্ততা প্রকাশ করতে পছন্দ করে না।

BanglaBook.org

তারা কথা শুরু করতে বোঝা যায় ওয়ারেন বেল্লামির ফোন থেকে ডিন গ্যালাওয়ে আজ রাতের অনেক কিছু সম্বন্ধেই ইতিমধ্যে অবগত হয়েছেন। রবার্ট আর ক্যাথরিন তাকে বাকি ঘটনাগুলো বলতে তার চেহারা দুশ্চিন্তায় ছেয়ে যায়।

"আর এই লোকটা যে আমাদের প্রিয় পিটারকে অপহরণ করেছে," ডিন বলেন, "সে চায় পিটারের জীবন বাঁচাবার বিনিময়ে আপনি পিরামিডটার পাঠোদ্ধার করেন।"

"হ্যাঁ," ল্যাংডন বলে। "তার ধারণা এটা একা মানচিত্র যা প্রাচীন রহস্যময়তা লুকিয়ে রাখার গোপন স্থানের সন্ধান দেবে।"

ডিন তার আতঙ্কজনক অস্বচ্ছ চোখ ল্যাংডনের দিকে ফেরায়। "আমার কান বলছে আপনি কথাটা বিশ্বাস করেন না।"

ল্যাংডন এই আলোচনা শুরু করে সময় নষ্ট করতে চায় না। "আমার বিশ্বাস এখানে গুরুত্বপূর্ণ না। আমাদের পিটারকে সাহায্য করা প্রয়োজন। দুর্ভাগ্যবশত, আমরা যখন পিরামিডটার পাঠোদ্ধার করি সেটা কোন স্থান নির্দেশ করেনি।"

বৃদ্ধ লোকটা এবার সোজা হয়ে বসে। "তুমি পিরামিডটার *পাঠোদ্ধার* করেছো?"

ক্যাথরিন দ্রুত ব্যাপারটায় হস্তক্ষেপ করে, দ্রুত ব্যাখ্যা করে যে বেল্লামির অনুরোধ আর তার ভাইয়ের অনুরোধ সত্ত্বেও যে প্যাকেজটা ল্যাংডন কোন অবস্থাতেই খুলবে না সে প্যাকেটটা খুলেছে, তার মনে হয়েছে ভাইকে সাহায্য করাটাই তার প্রধান বিবেচ্য বিষয় হওয়া উচিত। সে ডিনকে সোনার শিরোশোভা অ্যালব্র্যাখট ড্যুরারের ম্যাজিক বর্গ এবং কিভাবে সেটা ষোল অক্ষরের ম্যাসনিক গুপ্তলিপির পাঠোদ্ধার করে বাগধারা *জিহোভা স্যাঙ্কটাস উনাস* পেয়েছে।

"এটাই বলা আছে?" ডিন জানতে চায়, "একমাত্র সত্যিকারের ঈশ্বর।"

"হ্যাঁ, স্যার," ল্যাংডন সম্মতি জানায়। "আপাত দৃষ্টিতে পিরামিডটা ভৌগলিক মানচিত্রের চেয়ে রূপক মানচিত্র বলে প্রতীয়মান হয়েছে।"

বৃদ্ধ লোকটা হাত তুলে তাদের থামিয়ে দেয়। "আমাকে জিনিসটা অনুভব করতে দাও।"

ল্যাংডন ব্যাগের চেন খুলে পিরামিডটা বের করে সাবধানে ডেস্কের উপরে তুলে সরাসরি রেভারেণ্ডের সামনে রাখে।

বৃদ্ধ লোকটা দুর্বল শীর্ণ হাতে পিরামিডটার তন্ন তন্ন করে পরীক্ষা করলে ল্যাংডন আর ক্যাথরিন তাকিয়ে থাকে– খোদাই করা দিক, মসৃণ পৃষ্টদেশ, এবং সমতল শীর্ষভাগ। শেষ হলে সে আবার হাত বাড়িয়ে দিয়ে বলে, "আর সোনার শিরোশোভা?"

ল্যাংডন ছোট পাথরের বাক্সটা বের করে, ডেস্কের উপরে রেখে ঢাকনাটা খুলে। আর ভেতর থেকে শিরোশোভাটা বের করে বৃদ্ধ লোকটা অপেক্ষমান হাতে রাখে। ডিন আবার একই ভঙ্গিতে পর্যবেক্ষণ করে, প্রতি ইঞ্চিতে হাত বুলায় শিরোশোভার খোদাইয়ের উপর থেমে অনুভব করে ক্ষুদ্র, নিখুঁতভাবে খোদাই করা লেখা পড়তে তার বেশ কষ্ট হয়।

BanglaBook.org

"দি সেক্রেটস হাইডস উইথইন দি অর্ডার," ল্যাংডন সাহায্য করে। "আর *দি* এবং *অর্ডার* শব্দ দুটি বড় অক্ষরে শুরু হয়েছে।"

বৃদ্ধ লোকটা মুখ শিরোশোভা পিরামিডের উপরে স্থাপন করে স্পর্শের সাহায্যে তাদের একই সরলরেখায় আনবার সময়ে অনুভূতিহীন দেখায়। সে একটুক্ষণ থেমে, যেন প্রার্থনা করছে এমন ভঙ্গিতে কয়েকবার সম্পূর্ণ পিরামিডটার উপরে হাতের তালু বুলায়। তারপরে সে হাত বাড়িয়ে বর্গাকার বাক্সটা তুলে নিয়ে, সাবধানে হাত বুলিয়ে দেখে তার আঙ্গুল ভেতরে আর বাইরে খুঁটিয়ে দেখে।

বাক্সটা দেখা শেষ হলে সেটা টেবিলে রেখে সে চেয়ারে হেলান দেয়। "তো এবার আমাকে বলো," সে সহসা কঠিন কণ্ঠে জানতে চায়। "আমার কাছে কেন এসেছো?"

প্রশ্নটা শুনে ল্যাংডন বেকুব হয়। "আমরা এসেছি কারণ স্যার আপনি আসতে বলেছেন। এবং মি.বেল্লামি বলেছেন আপনাকে বিশ্বাস করতে পারি।"

"এবং তারপরেও তার কথা বিশ্বাস হয়নি?"

"আমি দু:খিত?"

ডিনের ঘোলাটে চোখ সরাসরি ল্যাংডনের দিকে তাকিয়ে থাকে। "শিরোশোভার প্যাকেটটা সিল খুলতে বেল্লামি তোমাকে নিষেধ করেছিল আর তারপরেও তুমি সেটার সিল ভেঙেছো। তারচেয়েও বড় কথা পিটারও তোমাকে একই নিষেধ করেছিল। তারপরেও তুমি সেটাই করেছো।"

"স্যার," ক্যাথরিন কথা বলে উঠে, "আমরা আমার ভাইকে সাহায্য করতে চেয়েছি। যে লোকটা তাকে অপহরণ করেছে সে চেয়েছে আমরা পাঠোদ্ধার-"

"আমি সেটা বুঝেছি," ডিন ঘোষণা করে, "কিন্তু তারপরে প্যাকেটটা খুলে তোমরা কি পেলে? কিছুই না। পিটারের অপহরণকারী একটা জায়গা খুঁজছে আর *জেহোভা স্যাঙ্কটাস উনাস* তাকে সন্তুষ্ট করবে না।"

"আমি মানছি," ল্যাংডন বলে, "কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত এটুকু সেখানে বলা আছে। আমি আগেই বলেছি মানচিত্রটা সম্ভবত *আলঙ্কারিক*-"

"প্রফেসর, তোমার ভুল হয়েছে," ডিন বলেন। "ম্যাসনিক পিরামিড সত্যিকারে মানচিত্র। এটা একটা বাস্তব স্থান নির্দেশ করে। তুমি সেটা বুঝতে পারনি কারণ এখন পিরামিডটা পুরোপুরি পাঠোদ্ধার করতে পারনি। কাছাকাছিও যেতে পারনি।"

ক্যাথরিন আর ল্যাংডন বিস্মিত দৃষ্টিতে পরস্পরের দিকে তাকায়।

ডিন প্রায় আদর করার ভঙ্গিতে পিরামিডের উপরে হাত বুলাতে থাকে। "এই ম্যাপের, প্রাচীন রহস্যময়তার মত অনেকগুলো অর্থের স্তর রয়েছে! এর সত্যিকারের সিক্রেট এখনও তোমার বোঁধের আড়ালে রয়েছে।"

"ডিন গ্যালাওয়ে," ল্যাংডন বলে, "আমরা পিরামিড আর শিরোশোভাটা তন্ন তন্ন করে দেখেছি আর কিছু নেই সেখানে।"

BanglaBook.org

"এর বর্তমান অবস্থায় নেই সত্যি, কিন্তু বস্তু পরিবর্তিত হয়।"

"স্যার?"

"প্রফেসর, তুমি হয়ত জান এই পিরামিডটা অলৌকিক রূপান্তরের ক্ষমতার প্রতিশ্রুতি দেয়। কিংবদন্তি অনুসারে এই পিরামিড নিজের আঁকৃতি পরিবর্তন করতে পারে. . .ভৌত আঁকৃতি বদলে এর গোপনীয়তা উন্মোচিত করবে। আর্থারের হাতে এক্সক্যালিবার তুলে দেয়া সেই বিখ্যাত পাথরের মত, ম্যাসনিক পিরামিডও চাইলে নিজেকে রূপান্তরিত করতে পারে. . .যোগ্য ব্যক্তির কাছে নিজের রহস্য উন্মোচিত করতে।"

ল্যাংডনের মনে হতে থাকে বৃদ্ধ লোকটা বয়স মনে হয় তার বোধবুদ্ধি কেড়ে নিয়েছে। "আমি দু:খিত, স্যার। আপনি কি বলতে চাইছেন এই রিপামিডটা আক্ষরিক অর্থেই ভৌতভাবে রূপান্তরিত হতে সক্ষম?"

"প্রফেসর আমি যদি হাত বাড়িয়ে তোমার চোখের সামনে পিরামিডটার রূপান্তর ঘটাই তুমি কি তখন যা প্রত্যক্ষ করবে সেটা বিশ্বাস করবে?"

ল্যাংডন বুঝতে পারে না কি বলবে। "আমার মনে হয় তখন আমার সামনে অন্য কোন পথ খোলা থাকবে না।"

"বেশ তাহলে। এক মুহূর্তে আমি ঠিক সেটাই করছি।" সে আবার তার মুখ মোছে। "তার আগে তোমাকে মনে করিয়ে দেই একটা সময় ছিল যখন বুদ্ধিমানের ভিতরেও যারা বেশি বুদ্ধিমান তারা বিশ্বাস করতো পৃথিবীটা সমতল। কারণ পৃথিবী যদি গোলাকার হয় তাহলে তো নিশ্চিতভাবেই পানি গড়িয়ে পড়ে যাবে। চিন্তা কর তারা কিভাবে তোমাকে বিদ্রুপ করতো যদি তুমি তাদের বলতে, 'পৃথিবী কেবল গোলাকারই না একটা রহস্যময় অদৃশ্য শক্তি আছে যা এর উপরিতলের সবকিছু আঁকড়ে ধরে রয়েছে'!"

"দুটোতে পার্থক্য রয়েছে," ল্যাংডন বলে, "ম্যাধ্যাকর্ষণের উপস্থিতি. . .আর আপনার হাত দিয়ে কেবল স্পর্শ করে বস্তুকে বদলে দেবার ক্ষমতার ভিতরে।"

"আছে কি? এটাকি সম্ভব না যে আমরা এখন অন্ধকার যুগে বাস করছি এখনও 'রহস্যময়' শক্তির উপস্থিতিকে আমরা বিদ্রুপ করে চলেছি যা আমরা দেখতে বা বুঝতে পারি না। ইতিহাস যদি আমাদের কিছু শিখিয়ে থাকে তবে শিখিয়েছে আজ আমরা যে অদ্ভুত ধারণা উপহাস করছি একদিন সেটাই আমাদের উদযাপিত সত্যে পরিণত হবে। আমি বলছি যে আমি আমার আঙ্গুলের স্পর্শে পিরামিডটা বদলে দিতে পারি আর তুমি আমার মানসিক সুস্থতা সম্বন্ধে প্রশ্ন তুলেছো। আমি একজন ইতিহাসবিদের কাছে আরো বেশী কিছু আশা করেছিলাম। ইতিহাসে অসংখ্য মহান প্রাণ মনিষী রয়েছেন যারা সবাই একই জিনিস ঘোষণা করে গেছেন. . .মহান মনিষীদের সবাই দৃঢ়তার সাথে বলেছেন যে মানুষ মরমী ক্ষমতার অধিকারী যার সম্বন্ধে সে নিজেই জানে না।"

ল্যাংডন জানে ডিন ঠিক কথা বলছে। বিখ্যাত হার্মেটিক বচন- "*তোমরা জান যে তোমরা দেবতা?* -প্রাচীন রহস্যময়তার অন্যতম স্তম্ভ। *যতটা উপরে*

BanglaBook.org

*ততটা নীচে. .ঈশ্বরের আদলে মানুষের সৃষ্টি. এ্যাপোথিসিস।* মানুষের নিজস্ব ঐশ্বরিকতা সম্বন্ধে এইসব নিরন্তর বক্তব্য– তার গোপন সম্ভাবনা সম্পর্কে– বিভিন্ন সংস্কৃতিতে এসব কথা ঘুরে ফিরে বারবার এসেছে। এমনকি হোলি বাইবেলেও স্তুতিগান ৮২:৬ বলেছে *তোমরাই ঈশ্বর!*

"প্রফেসর," বৃদ্ধ লোকটা বলে, "আমি বুঝেছি আরও অনেক শিক্ষিত লোকের মত, জগতের ফাঁদে আটকে পড়েছো– একপা আধ্যাত্মিকতায় আর অন্যটা বাস্তবতায়। তোমার হৃদয় বিশ্বাস করতে চায়. . .কিন্তু তোমার বুদ্ধি সেটা মানতে অস্বীকার করে। এ্যাকাডেমিক হিসাবে, ইতিহাসের মহান মনিষীদের কাছ থেকে শিক্ষা নিলে তুমি ভাল করবে।" সে একটু থেমে গলা পরিষ্কার করে নেয়। "আমার যদি ঠিক মনে থাকে, পৃথিবীর বুকে জীবিত থাকা অন্যতম মহান মনিষী ঘোষণা করেছেন: আমরা যা বুঝতে অপারগ সত্যিই তার অস্তিত্ব রয়েছে। প্রকৃতির রহস্যের আড়ালে রয়েছে জটিল, স্পর্শাতীত আর ব্যাখ্যাতীত কিছু একটা। আমার বোঁধের বাইরে এই শক্তির অভ্যর্থনাই আমার ধর্ম।"

"কথাটা কে বলেছে?" ল্যাংডন জিজ্ঞেস করে। "গান্ধী?"

"না," ক্যাথরিন মাঝ থেকে বলে উঠে। "অ্যালবার্ট আইনস্টাইন।"

ক্যাথরিন আইনস্টানের লেখা প্রতিটা শব্দ খুঁটিয়ে পড়েছে এবং রহস্যময়তার প্রতি তার গভীর বিশ্বাস সেই সাথে তার ধারণা যে একদিন সবাই একই জিনিস অনুভব করবে তাকে বিস্মিত করেছে। *ভবিষ্যতের ধর্ম,* আইনস্টাইন ভবিষ্যবাণী করেছেন, *মহাজাগতিক ধর্ম। ব্যক্তিগত ঈশ্বর, এবং ধর্মতত্ত্ব আর ধর্মমতকে এটা ছাপিয়ে যাবে।*

রবার্ট ল্যাংডনকে স্পষ্টতই ধারণাটা বিব্রত করে। ক্যাথরিন তার বৃদ্ধ এপিস্কোপাল প্রিস্ট সম্বন্ধে ক্রমবর্ধমান হতাশা টের পায় এবং কেন বুঝতে পারে। তারা এখানে উত্তরের জন্য এসেছে এবং এখানে এমন এক বৃদ্ধের সামনে পড়েছে যে বিশ্বাস করে নিজের হাতের স্পর্শে সে বস্তুকে বদলে দিতে পারে। অবশ্য বৃদ্ধ লোকটার রহস্যময় শক্তির প্রতি আবিষ্টতা দেখে ক্যাথরিনের তার ভাইয়ের কথাই কেবল মনে পড়ে।

"ফাদার গ্যালাওয়ে," ক্যাথরিন বলে, "পিটার বিপদে আছে। সিআইএ আমাদের ধাওয়া করছে। আর ওয়ারেন বেল্লামি আমাদের পাঠিয়েছেন আপনার কাছে সাহায্যের জন্য। আমি জানি না পিরামিডটা কি বলে বা কোন দিকে নির্দেশ করে কিন্তু এর পাঠোদ্ধারের মানে যদি হয় যে আমরা পিটারকে সাহায্য করতে পারব, আমাদের সেটাই করা উচিত। মি. বেল্লামি আমার ভাইয়ের বদলে এই পিরামিডটাই লুকিয়ে রাখতে চেয়েছেন কিন্তু আমার পরিবার এই কারণে স্বজন হারাবার বেদনা ছাড়া আর কিছুই পায়নি। যে রহস্যই এটা ধারণ করে থাকুক আজ রাতেই এর সমাপ্তি ঘটবে।"

BanglaBook.org

"তোমার কথা ঠিক আছে," বৃদ্ধ লোকটা ভয়ঙ্কর কণ্ঠে বলে। "আজ রাতের সব কিছুর পরিসমাপ্তি ঘটবে। তুমি সেটা নিশ্চিত করেছো।" সে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে। "মিস.সলোমন, তুমি বাক্সটার সিল যখনই ভেঙেছো তখনই পরস্পরের সাথে সম্পর্কিত কিছু ঘটনা তুমি শুরু করেছো যা বন্ধ করার আর কোন উপায় নেই। আজ রাতে এমন শক্তি কার্যকরী হয়েছে যা তুমি কল্পনাও করতে পারো না। ফিরে আসবার আর কোন পথ নেই।"

ক্যাথরিন হতবিহ্বল হয়ে রেভারেণ্ডের দিকে তাকিয়ে থাকে। তার কণ্ঠস্বরে মহাপ্রলয়তুল্য কিছু একটা আছে যেন সে প্যানডোরার বাক্স বা সেভেন সীলস অব রিভিলেশনের কথা বলছে।

"স্যার, আপনাকে সম্মান জানিয়েই বলছি," ল্যাংডন এবার মাঝ থেকে বলে, "আমি বুঝতে পারছি না একটা পাথরের পিরামিড কিভাবে কোন কিছু শুরুই বা করতে পারে কিভাবে।"

"প্রফেসর, অবশ্যই তুমি বুঝবে না।" বৃদ্ধ লোকটা অন্ধভাবে তার দিকে তাকিয়ে থাকে। "দেখার মত চোখই তোমার যে নেই।"

# ৮৩
# অধ্যায়

জঙ্গলের সোঁদা বাতাসে ক্যাপিটল ভবনের স্থপতি টের পায় কুল কুল করে ঘাম তার পিঠ দিয়ে গড়িয়ে পড়ছে। তার হাতকড়া পরিহিত হাত ব্যথা করে কিন্তু তার পুরো মনোযোগ অশুভদর্শন টাইটেনিয়ামের ব্রিফকেসের প্রতি কেউ যেন রিভেট দিয়ে আটকে দিয়েছে যা সাটো তাদের মধ্যেখানে বেঞ্চে রেখে খুলেছে।

*এই ব্রিফকেসের উপাদান* , সাটো তাকে বলেছে, *সবকিছু আমার দৃষ্টিপথ থেকে দেখতে সাহায্য করবে। আমি তোমাকে নিশ্চয়তা দিচ্ছি।*

ক্ষুদে মহিলা এবার বেল্লামির দৃষ্টি আড়ালে কেসের লক খুলে এবং সে এখনও ভেতরের দ্রব্যাদি কিছুই দেখেনি কিন্তু তার কল্পনা বুনো হয়ে উঠে। সাটোর হাত কেসের ভিতরে কিছু একটা করছে এবং দমে যাওয়া মনে প্রত্যাশা করছে সে ভেতর থেকে চকচকে ক্ষুরধার অনুষঙ্গ বের হতে দেখবে।

সহসা কেসের ভেতরে একটা আলোর উৎস দপদপ করে জ্বলে উঠে, উজ্জ্বল হয়ে নীচ থেকে সাটোর মুখ আলোকিত করে তুলে। তার হাত এখন ভেতরে কি নিয়ে যেন ব্যস্ত এবং আলোর রঙে তারতম্য আসে। কয়েক মুহূর্ত পরে সে সে হাত সরিয়ে নিয়ে পুরো কেসটা ধরে বেল্লামির দিকে ঘুরিয়ে দেয় যাতে সে ভেতরে কি আছে দেখতে পায়।

বেল্লামি দেখে সে একধরণের অগ্রসর প্রজন্মের ল্যাপটমের দিকে তাকিয়ে আছে যার একপাশে রয়েছে হাতে ধরার রিসিভার, দুটো ক্ষুদে এ্যান্টেনা এবং এক গোড়া কিবোর্ড। তার প্রাথমিক স্বস্তি শীঘই বিভ্রান্তিতে রূপান্তরিত হয়।

BanglaBook.org

স্ক্রীনে সিআইএ'র লোগো আর টেক্সট দেখা যায়:

**সিকিউর লগ-ইন**

**ব্যবহারকারী: ইনউ সাটো**

**সিকিউরিটি ক্লিয়ারেন্স: লেভেল পাঁচ**

ল্যাপটপের লগ-ইন উইনডোর নীচে একটা প্রগ্রেস আইকন ঘুরছে:

**অনুগ্রহ করে অপেক্ষা করুন. . .**

**ডিক্রিপটিং ফাইলস. . .**

বেল্লামি সাটোর দিকে তাকিয়ে দেখে সে তার দিকেই তাকিয়ে রয়েছে। "আমি তোমাকে এটা দেখাতে চাইনি," সে বলে। "কিন্তু আমার সামনে কোন সুযোগ রাখনি।"

স্ক্রিনটা আবার দপদপ করে উঠে এবং বেল্লামি আবার সেদিকে তাকায় ফাইল ওপেন হয়েছে, এর কনটেন্ট পুরো এলসিডি স্ক্রিন দখল করে নিয়েছে।

কয়েক মুহূর্ত বেল্লামি স্ক্রিনের দিকে তাকিয়ে থাকে, বুঝতে চেষ্টা করছে *সে* আসলে কিসের দিকে তাকিয়ে রয়েছে। ধীরে ধীরে সে পুরো ব্যাপারটা ধরতে পারে, এবং টের পায় তার মুখ রক্ত শূন্য হয়ে পড়ছে। সে আতঙ্কিত চোখে তাকিয়ে থাকে, দৃষ্টি সরিয়ে নিতে পারে না।

"কিন্তু এটা কিভাবে সম্ভব. . .*অসম্ভব।*" সে চেঁচিয়ে উঠে। "কিভাবে. . .এটা সম্ভব।"

সাটোর মুখ থমথম করে। "মি.বেল্লামি আপনিই আমাকে বলেন। বলেন আমাকে কিভাবে।"

ক্যাপিটলের স্থপতি সে যা দেখছে তার সম্পূর্ণ গুরুত্ব সে এতক্ষণে উপলব্ধি করতে পারে, সে টের পায় তার এতদিনের পরিচিত পৃথিবী ধ্বংসের কিনারে এসে দাঁড়িয়েছে।"

*"হা ঈশ্বর. . .মারাত্মক, মারাত্মক ভুল করেছি আমি!"*

## ৮৪
## অধ্যায়

ডিন গ্যালাওয়ে অনুভব করেন তিনি বেঁচে আছেন।

সব নশ্বর জীবের মত তিনিও জানেন সময় এগিয়ে আসছে যখন সে এই নশ্বর দেহের খোলস ত্যাগ করবে, কিন্তু আজ সেই রাত না। তার দৈহিক হৃৎপিণ্ড জোরে জোরে আর দ্রুত স্পন্দিত হয়. . .এবং তার মস্তিষ্ক সক্রিয় হয়ে উঠেছে। *অনেক কাজ বাকী পড়ে আছে।*

সে তার আর্থরাইটিসে আক্রান্ত হাত পিরামিডের মসৃণ পৃষ্টদেশে বুলায় নিজের অনুভূতিকেই তার বিশ্বাস করতে কষ্ট হয়। *আমি কখনও একবারের*

BanglaBook.org

*জন্যও চিন্তা করিনি এই মুহূর্ত দেখার জন্য আমি জীবিত থাকব।* পুরুষানুক্রমে সিম্বলন ম্যাপের টুকরো নিরাপদে একে অপরের কাছ থেকে পৃথক রাখা হয়েছিল। এখন অবশেষে তারা সংযুক্ত হয়েছে। গ্যালাওয়ে ভাবে তবে কি এটাই ভবিষ্যদ্বাণী করা সময়।

অদ্ভুতভাবে, নিয়তি দুজন মানুষকে নির্বাচন করেছে পিরামিড সংযুক্ত করতে যারা ম্যাসন সঙ্ঘের সদস্য না। কেন জানি মনে হয় এটাই ঠিক আছে। *গোপন রহস্য বৃত্তের ভেতরের অবস্থান থেকে বেরিয়ে আসছে. . .অন্ধকারের আড়াল থেকে. . .আলোকিত বলয়ে।*

"প্রফেসর, ল্যাংডনের নিঃশ্বাসের দিকে মাথা ঘুরিয়ে সে বলে। "পিটার কি তোমাকে বলেছিল কেন সে তোমার কাছে এই ছোট প্যাকেটটা গচ্ছিত রেখেছিল?"

"সে বলেছিল শক্তিশালী লোকেরা এটা তার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিতে চায়," ল্যাংডন উত্তর দেয়।

ডিন মাথা নাড়ে। "হ্যাঁ, পিটার আমাকেও একই কথা বলেছিল।"

"সে বলেছিল?" ক্যাথরিন সহসা তার বাম পাশ থেকে কথা বলে উঠে। "আপনি আর আমার ভাই এই পিরামিড নিয়ে আলোচনা করেছিলেন?"

"অবশ্যই," গ্যালাওয়ে বলে। "তোমার ভাই আর আমি অনেক বিষয় নিয়ে আলাপ করেছি। হাউজ অব টেম্পলের প্রধান পুরোহিত এক সময়ে আমি ছিলাম এবং সে আমার কাছে পরামর্শের জন্য আসত। প্রায় একবছর আগে সে আমার কাছে আসে কোন কিছু নিয়ে ভীষণভাবে বিব্রত। তুমি এখন যেখানে বসে আছ সে ঠিক সেখানেই বসে ছিল এবং আমার কাছে জানতে চেয়েছিল আমি অতিপ্রাকৃতিক হুশিয়ারী বিশ্বাস করি কিনা।"

"হুশিয়ারী?" ক্যাথরিনের কণ্ঠস্বরে উদ্বেগ ফুটে উঠে। "আপনি বলতে চাইছেন. . *কোন ঘটনা আগাম দেখতে পাওয়া?"*

"ঠিক সেরকম না। এটা অনেক বেশি আত্রিক। পিটার বলেছিল সে তার চারপাশে একটা অশুভ শক্তির ক্রমশ জোরাল হয়ে উঠা উপস্থিতি অনুভব করছে। সে মনে হয়েছে কেউ তার উপরে লক্ষ্য রাখছে. . .অপেক্ষা করছে. . .তার ভীষণ ক্ষতি করতে বদ্ধ পরিকর।"

"সে ঠিকই বলেছিল," ক্যাথরিন বলে, "যে লোকটা আমার মা আর পিটারের ছেলেকে হত্যা করেছিল সেই ওয়াশিংটনে এসে পিটারের ম্যাসনিক গুরুভাইদের একজনে পরিণত হওয়া বিবেচনা করলে।"

"সত্যি," ল্যাংডন বলে, "কিন্তু এর দ্বারা সিআইএ'র সংশ্লিষ্টতা ব্যাখ্যা হয় না।"

গ্যালাওয়েও ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারে না। "ক্ষমতাধারী মানুষ সবসময়ে আরও বেশি ক্ষমতার জন্য লালায়িত হয়ে থাকে।"

BanglaBook.org

"কিন্তু. . .তাই বলে সিআইএ?" ল্যাংডন আপত্তি প্রকাশ করে। "কোন মরমীবাদী গুপ্ত রহস্য? কিছু কিছু ব্যাপার ঠিক মিলছে না।"

"অবশ্যই মিলছে," ক্যাথরিন বলে। "সিআইএ সবসময়ে প্রযুক্তিগত উৎকর্ষতা সন্ধান করছে এবং রহস্যময় বিজ্ঞান নিয়ে গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছে- ইএসপি, দূরগত অবলোকন, অনুভূতিশূন্য অবস্থা, ঔষধ প্রয়োগ করে অতি সক্রিয় মানসিক স্থিতি। সবকিছুর একটাই উদ্দেশ্য- মানব মনের পরোক্ষ ক্ষমতা কাজে লাগান। আমি যদি পিটারের কাছে কিছু শিখে থাকি তবে সেটা হল: বিজ্ঞান আর মরমীবাদ পরস্পর খুবই ঘনিষ্টভাবে যুক্ত তাদের কেবল প্রয়োগের ভিন্নতা দ্বারা পৃথক করা যায়। তাদের লক্ষ্য একই. . . কিন্তু পদ্ধতি আলাদা।"

"পিটার বলেছিল," গ্যালাওয়ে বলে, "তুমি একধরণের আধুনিক মরমীবাদী বিজ্ঞান নিয়ে কাজ করছো?"

"নিওটিকস," ক্যাথরিন মাথা নেড়ে বলে। "আর এটা প্রমাণ করছে যে আমাদের কল্পনাও করতে পারব না এমন ক্ষমতা অধিকারী মানুষের মন।" সে রঙিন কাঁচের জানালায় একটা পরিচিত দৃশ্যের দিকে ইঙ্গিত করে "আলোকিত যীশু" যেখানে যীশুর হাত আর মাথা থেকে আলোর রশ্মি বের হচ্ছে। "আসলে আমি সম্প্রতি এক ফেইথ হিলারের ছবি তুলেছি কাজ করার সময়ে সুপারকুলড চার্জ-কাপলড ডিভাইস ব্যবহার করে। ছবিটা দেখতে অনেকটা জানালার কাঁচের ঐ যীশুর মত. . .শক্তি একটা ধারা হিলারের আঙ্গুলের ডগা দিয়ে বের হয়ে আসছে।"

*পরিশীলিত অনুশীলন করা মন,* গ্যালাওয়ে ভাবে, হাসি চেপে। *তোমাদের কি ধারণা যীশু কিভাবে অসুস্থদের সারিয়ে তুলত?*

"আমি অনুধাবন করেছি," ক্যাথরিন বলে, "আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞান এই ঝাড়ফুঁককারী শামানদের বিদ্রুপ করে কিন্তু আমি এটা নিজের চোখে দেখেছি। আমার সিসিডি ক্যামেরা পরিষ্কার ছবি তুলেছে যেখানে দেখা যাচ্ছে এই লোকের আঙ্গুলের ডগা থেকে প্রবল শক্তিক্ষেত্র নির্গত হচ্ছে. . .আর যা কার্যত রোগীর কোষের গঠনে পরিবর্তন আনছে। এটা যদি ঈশ্বরতুল্য ক্ষমতা না হয় তবে আমি জানি না এটাকে কি নামে অভিহিত করা উচিত।"

ডিন গ্যালাওয়ে এবার হাসেন। ক্যাথরিন তার ভাইয়ের মতই প্রবল অনুভূতির অধিকারী। "পিটার একবার নিওটিক সাইন্সকে প্রথম দিকের আবিষ্কারকদের সাথে তুলনা করেছিল যাদের পৃথিবী *গোলাকার* এই খারেজী ধারণা বিশ্বাস করার কারণে বিদ্রুপ করা হত। প্রায় রাতারাতি এই সব আবিষ্কারক মূর্খ থেকে বীরের কাতারে অভিষিক্ত হয়েছে, অনাবিষ্কৃত পৃথিবী আবিষ্কার করেছে এবং পৃথিবীর সবার দিগন্তরেখা প্রসারিত করেছে। পিটারের ধারণা তুমিও একই ভাগ্য বরণ করবে। তোমার কাজ নিয়ে তার অনেক আশা। আর তাছাড়া, একটা সাহসী ধারণা থেকেই প্রতিটা ইতিহাসের প্রতিভা মহান দার্শনিক পরিবর্তন সূচীত হয়েছে।"

Banglabook.org

গ্যালাওয়ে অবশ্য জানে, মানুষের সুপ্ত সম্ভাবনার ধারণা, এই নতুন সাহসী ধারণার প্রমাণ প্রত্যক্ষ করতে একজনকে গবেষণাগারে যেতে হবে না। এই ক্যাথিড্রালেই অসুস্থদের জন্য প্রার্থনা চক্রের আয়োজন করা হয় এবং বারবার তারা সত্যিকারের অলৌকিক ফলাফল প্রত্যক্ষ করেছে, চিকিৎসা বিজ্ঞানে যে শারিরিক রূপান্তরের প্রমাণ নথিভুক্ত আছে। ঈশ্বর মানুষের ভেতর অমিত ক্ষমতা দিয়েছেন কি না প্রশ্ন সেটা না. কিন্তু আমরা কিভাবে সেই শক্তিকে মুক্ত করতে পারি।

বৃদ্ধ লোকটা শ্রদ্ধাভরে দুহাত ম্যাসনিক পিরামিডের পাশে রেখে শান্ত কণ্ঠে কথা বলতে থাকে। "বন্ধুরা আমি জানি না পিরামিডটা কোথায় নির্দেশ করবে. কিন্তু আমি একটা বিষয় জানি। একটা আধ্যাত্মিক সম্পদ এখানে কোথাও প্রোথিত রয়েছে. . .যা অন্ধকার সময়ে পুরুষানুক্রমে ধৈর্য্য ধরে অপেক্ষা করেছে। আমার বিশ্বাস এটা একটা প্রভাবক যার শক্তি রয়েছে পৃথিবীকে বদলে দেবার।" এবার সে সোনার শিরোশোভার শীর্ষদেশ স্পর্শ করে। "এবং এখন এই পিরামিডটা আবার সম্পূর্ণ হয়েছে. .সময় দ্রুত এগিয়ে আসছে। এবং আসবে নাই বা কেন? মহান আলোকময়তায় রূপান্তরের প্রতিশ্রুতি সবসময়েই ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে।"

"ফাদার," ল্যাংডন বলে, তার কণ্ঠে প্রতিবাদের সুর, "আমরা সেন্ট জনের রিভিলেশন আর মহাপ্রলয়ের আক্ষরিক অর্থের সাথে পরিচিত এবং বাইবেলে বর্ণিত ভবিষ্যদ্বাণী সামান্যই–"

"ওহ খোদা, দি বুক অব রিভিলেশন একটা জগাখিচুরী!" ডিন বলেন। "কেউ সেটা পাঠ করার পদ্ধতি জানে না। আমি কথা বলছি সরল মনের সরল ভাষায় লেখার কথা বলছি–সেন্ট অগাস্টিন, স্যার ফ্রান্সিস বেকন, নিউটন, আইনস্টাইনের অনুমানের কথা বলছি, তালিকাটা আরো বিশাল, তাদের সবাই আলোকিত রূপান্তরের আসন্নতা অনুমান করেছেন। এমনকি আমাদের যীশুও বলেছেন, 'গোপন সবকিছুই প্রকাশ পাবে এমন কোন গোপনীয়তা থাকবে না যা আলোতে আসবে না'।"

"এটা একটা নিরাপদ অনুমান," ল্যাংডন বলে। "জ্ঞান গাণিতিক হারে বৃদ্ধি পায়। আমরা যত জানি ততই আমাদের শিখবার ক্ষমতা বৃদ্ধি পায় এবং আরো দ্রুত আমাদের জ্ঞানভাণ্ডার বর্ধিত হয়।"

"হ্যাঁ," ক্যাথরিন বলে। "আমরা এটা বিজ্ঞানে সবসময়ে দেখি। প্রতিটা নতুন প্রযুক্তি আরও নতুন প্রযুক্তির সম্ভাবনার দ্বার খুলে দেয়. এবং জিনিসটা রাই কুড়িয়ে বেলের মত অনেকটা। এ কারণেই গত পাঁচ বছরে বিজ্ঞান তার আগের পাঁচ হাজার বছরের চেয়ে বেশি অগ্রগতি লাভ করেছে। সূচক হারে বৃদ্ধি। গাণিতিকভাবে, সময়ের সাথে সাথে উন্নতির সূচক রেখা প্রায় উল্লম্বভাবে উঠে যায় এবং নতুন পরিবর্তন অসম্ভব দ্রুত সংঘটিত হয়।"

BanglaBook.org

কামরার ভিতরে আবার নিরবতা নেমে আসে এবং গ্যালাওয়ে বুঝতে পারে তার দুই অল্পবয়সী অতিথি এখনও ধারণা করতে পারেনি কিভাবে পিরামিডটা আরো কিছু প্রকাশের ক্ষমতা রাখে। *এ কারণেই নিয়তি তোমাদের আমার কাছে নিয়ে এসেছে,* সে ভাবে। *আমাকে একটা ভূমিকা পালন করতে হবে।*

বহু বছর, রেভারেণ্ড কলিন গ্যালাওয়ে তার অন্য ম্যাসনিক ভাইদের সাথে দ্বার রক্ষীর দায়িত্ব পালন করে এসেছে। এখন সেটা বদলে যাচ্ছে।

*আমি আর দ্বাররক্ষী নই. . .আমি এখন পথ প্রদর্শক।*

"প্রফেসর ল্যাংডন?" গ্যালাওয়ে ডেস্কের উপর দিয়ে এগিয়ে এসে বলে। "আমার হাতটা যদি তুমি ধর।"

রবার্ট ল্যাংডন ডেস্কের উপরে গ্যালাওয়ের বাড়িয়ে ধরা হাতের দিকে অনিশ্চিত ভঙ্গিতে তাকিয়ে থাকে।

*আমরা কি এখন প্রার্থনা করব?*

মার্জিত ভঙ্গিতে ল্যাংডন তার ডান হাতটা বাড়িয়ে দিয়ে গ্যালাওয়ের শুষ্ক হাতে রাখে। বৃদ্ধ সেটা শক্ত করে আঁকড়ে ধরে কিন্তু প্রার্থনা শুরু করে না। তার পরিবর্তে সে ল্যাংডনের তর্জনীটা নিয়ে নীচে পাথরের বাক্সের দিকে নিয়ে আসে যেটায় একটা সময়ে সোনার শিরোশোভা রাখা ছিল।

"তোমার চোখ তোমাকে অন্ধ করে দিয়েছে," ডিন বলে। তুমি যদি তোমার আঙ্গুলের ডগা দিয়ে দেখো আমার মত তুমি বুঝতে পারবে বাক্সটায় আরো কিছু আছে তোমার জানার মত।"

কথা মত ল্যাংডন বাক্সের ভেতর আঙ্গুল দিয়ে স্পর্শ করে কিন্তু কিছু অনুভব করে না। ভেতরটা একদম মসৃণ।

"দেখতে থাক," গ্যালাওয়ে তাড়া দেয়।

অবশেষে লাঙ্গডনের আঙ্গুল কিছু একটা অনুভব করতে পারে- একটা ক্ষুদ্র উঁচু হয়ে থাকা বৃত্ত- একটা ক্ষুদ্র বিন্দু বাক্সের তলদেশের কেন্দ্রে উঁচু হয়ে আছে। সে হাত বের করে ভেতরে উঁকি দেয়। ক্ষুদে বৃত্তটা আক্ষরিক অর্থে খালি চোখে ধরা পড়ে না। *কি এটা?*

"প্রতীকটা কি তুমি চিনতে পেরেছো?" গ্যালাওয়ে জানতে চায়।

"প্রতীক?" ল্যাংডন উত্তর দেয়। "আমি ভালমত কিছুই দেখতে পাচ্ছি না।"

"সেটা ধরে নিচের দিকে চাপ দাও।"

ল্যাংডন কথামত কাজ করে, আঙ্গুলের ডগা দিয়ে স্থানটার উপরে চাপ দেয়। *তার কি ধারণা কি ঘটবে?*

"আঙ্গুল চেপে রাখো," ডিন বলে, "চাপ দাও।"

ল্যাংডন ক্যাথরিনের দিকে তাকিয়ে দেখে সে বিভ্রান্ত চোখে তাকিয়ে কানের পেছনে চুলের একটা গোছা গুঁজে দেয়।

BanglaBook.org

কয়েক সেকেণ্ড পরে, বৃদ্ধ লোকটা অবশেষে মাথা নাড়ে। "বেশ হাত সরিয়ে নাও। অ্যালকেমী শেষ হয়েছে।"

*অ্যালকেমী?* রবার্ট বাক্সের ভেতর থেকে হাত বের করে হতবিহ্বল দৃষ্টি নিয়ে চুপচাপ বসে থাকে। কিছুই বদলায়নি। বাক্সটা আগের মতই টেবিলের উপরে রাখা আছে।"

"কিছুই হয় না," ল্যাংডন বলে।

"তোমার আঙ্গুলের ডগার দিকে দেখো," ডিন উত্তর দেয়। "তুমি একটা রূপান্তর দেখতে পাবে সেখানে।"

ল্যাংডন তার আঙ্গুলের দিকে দেখে, কিন্তু একমাত্র রূপান্তর সে যা দেখতে পায় সেটা হল বৃত্তাকার খাঁজ তার ত্বকে একটা ছাপ সৃষ্টি করেছে– একটা ক্ষুদে বৃত্তের মাঝে একটা বিন্দু।

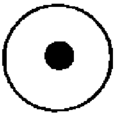

"এখন আমাকে বল প্রতীকটা চিনতে পেরেছো?" ডিন জানতে চায়।

ল্যাংডন যদিও প্রতীকটা চিনতে পারে, সে মুগ্ধ হয় ডিন সেটার খুটিনাটি অনুভব করতে পেরেছে দেখে। একজনের আঙ্গুলের ডগা দিয়ে দেখতে পাওয়া একটা বেশ শ্রমসাধ্য দক্ষতা।

"এটা অ্যালকেমিক্যাল," ক্যাথরিন তার চেয়ার ল্যাংডনের পাশে সরিয়ে নিয়ে এসে আঙ্গুলের দিকে তাকিয়ে বলে। "এটা সোনার প্রাচীন সংকেত।"

"অবশ্যই।" ডিন হেসে বাক্সটায় একটা চাপড় দেয়। "প্রফেসর, আমার শুভেচ্ছা গ্রহণ কর। তুমি এই মাত্র অ্যালকেমিস্টরা যুগ যুগ ধরে যা চেষ্টা করে এসেছে সেটা সম্পন্ন করতে সক্ষম হয়েছো। একটা মূল্যহীন বস্তুকে তুমি সোনায় রূপান্তরিত করেছো।"

ল্যাঅঙ্গডন ভ্রু কুচকায়, তাকে মোটেই বিমোহিত মনে হয় না। এইসব ফাটকা যাদুতে ভবি ভুলবার নয়। "স্যার, বেশ চিত্তাকর্ষক ধারণা, কিন্তু আমার মনে হয় এই প্রতীক– একটা বৃত্তের ভিতরে একটা বৃত্তাকার বিন্দু–এর কয়েক ডজন অর্থ হতে পারে। এটাকে *সারকামপাঙ্কট* বলা হয় আর এই প্রতীকটা ইতিহাসে বহুবার ব্যবহৃত হয়েছে।"

"তুমি কি বলতে চাও," ডিনের কণ্ঠে সংশয় প্রতিধ্বনিত হয়।

ল্যাংডন অবাক হয় একজন ম্যাসন এই প্রতীকের আধ্যাত্মিক গুরুত্ব সম্পর্কে একেবারেই অবগত নয় দেখে। "স্যার, *সারকামপাঙ্কটের* অসংখ্য মানে আছে। প্রাচীন মিশরে, এটা ছিল রা'র প্রতীক–সূর্যদেবতা–এবং আধুনিক জ্যোর্তিবিদ্যা এটা আজও ব্যবহার করে সূর্যের প্রতীক হিসাবে। প্রাচ্যের দর্শনে এটা তৃতীয় নয়নের আধ্যাত্মিক অন্তদৃষ্টির প্রতীক, অনিন্দ গোলাপ, এবং

BanglaBook.org

আলোকময়তার প্রতীক। ক্যাবালিস্টরা এটাকে কোথারের প্রতীক হিসাবে ব্যবহার করে–সর্বোচ্চ সেপিরথ এবং 'লুকান বস্তুর ভিতরে সবচেয়ে লুকান বস্তু।' শুরুর দিকের মরমীবাদীরা একে ঈশ্বরের চোখ বলতো আর এখান থেকে গ্রেট সীলের সর্বদর্শী চোখের উৎপত্তি। পিথাগোরিয়ানসরা সারকামপাঙ্কটকে মোনাডের প্রতীক হিসাবে ব্যবহার করেছে– দৈব সত্য, দি প্রিসকা স্যাপিয়েনশিয়া, দি এ্যাট-ওয়ান-মেন্ট মন আর দেহের এবং–"

"অনেক হয়েছে!" ডিন গ্যালাওয়ে এবার মুচকি হাসেন। "প্রফেসর ধন্যবাদ। তোমার কথাও ঠিক।"

ল্যাংডন বুঝতে পারে তাকে বোঁকা বানান হয়েছে। *আগেই সব জানত।*

"দি সারকামপাঙ্কট," আপন মনে হাসতে হাসতে গ্যালাওয়ে বলে, "মূলত প্রাচীন রহস্যময়তার প্রতীক। এ কারণেই বাক্সটার ভিতরে এর উপস্থিতি কোন কাকতালীয় না। কিংবদন্তি অনুযায়ী এই মানচিত্রের রহস্য ক্ষুদ্রতম প্রকাশের ভিতরে নিহিত রয়েছে।"

"ভাল," ক্যাথরিন বলে, "কিন্তু এই প্রতীক যদি সেখানে ইচ্ছাকৃতভাবেও খোদাই করা হয়ে থাকে, তারপরেও আমরা ম্যাপটা পাঠোদ্ধারের কাছাকাছিও পৌছাতে পারছি না, পারছি কি?"

"তুমি একটু আগে বলেছিলে যে মোমের সীল তুমি যেটা ভেঙেছো সেটাতে পিটারের আংটির ছাপ আছে?"

"সেটা ঠিক।"

"এবং তুমি বলছ আংটিটা তোমার সাথেই আছে?"

"আমার কাছে।" ল্যাংডন পকেট থেকে প্লাস্টিকের ব্যাগ বের করে ভেতর থেকে আংটিটা বের করে ডেস্কে রাখে।

গ্যালাওয়ে আংটিটা তুলে নিয়ে সেটায় আঙুল বুলিয়ে দেখে। "এই আংটিটা ম্যাসনিক পিরামিডের সাথেই তৈরী করা হয়েছিল এবং রীতি অনুযায়ী যে ম্যাসন পিরামিড *রক্ষার* দায়িত্বে নিয়োজিত থাকে আংটিটা তার হাতেই থাকবে। আজ রাতে, আমি যখন পাথরের বাক্সের ভিতরে সারকামপাঙ্কটটা অনুভব করি তখন বুঝতে পারি আংটিটা আসলেই সিম্বলনের অংশ।"

"তাই নাকি?"

"আমি সে বিষয়ে নিশ্চিত। পিটার আমার ঘনিষ্ট বন্ধু আর সে বহু বছর ধরে এটা পরিধান করে আসছে। আমি আংটিটার সাথে ভালই পরিচিত।" সে আংটিটা ল্যাংডনের দিকে এগিয়ে দেয়। "নিজেই দেখো।"

ল্যাংডন আংটিটা নিয়ে পরীক্ষা করে, দুই মাথা বিশিষ্ট ফিনিক্স, ৩৩ সংখ্যাটা, *অর্ডো আব কাও* শব্দগুলো আর অবশ্যই *সবকিছুই তেত্রিশতম ডিগ্রীতে প্রকাশিত হবে* শব্দগুলোও। সে কিছুই বুঝতে পারে না। তারপরে তার আঙুল বাইরের বৃত্তাকার অংশের নীচে আসতে সে থেমে যায়। চমকে উঠে সে আংটিটা ঘুরায় এবং আংটির ব্যাণ্ডের নীচের দিকে তাকায়।

BanglaBook.org

"খুঁজে পেয়েছো জিনিসটা?" গ্যালাওয়ে জানতে চায়।

"আমার মনে হয় পেয়েছি!" ল্যাংডন বলে।

ক্যাথরিন চেয়ার আরো টেনে আনে। "কি?"

"ব্যাণ্ডের ডিগ্রী প্রতীকটা," ল্যাংডন তাকে দেখিয়ে বলে। "এটা এত ক্ষুদ্র যে চোখে দেখে বুঝতে পারবে না কিন্তু অনুভব করতে পারবে, তুমি বুঝতে পারবে একটা খাঁজ আছে- একটা ক্ষুদে বৃত্তাকার কাটা দাগ।'ডিগ্রী প্রতীক ব্যাণ্ডের নীচের কেন্দ্রে অবস্থিত. .আর স্বীকার করতেই হবে বাক্সের তলদেশের উঁচু হয়ে থাকা বৃত্তাকার প্রতীকের সমান।

"একই আঁকৃতির?" ক্যাথরিন আরো কাছে আসে এবং তাকে উত্তেজিত দেখায়।

"একটাই উপায় আছে বোঝার।" সে আংটিটা নিয়ে বাক্সের তলদেশের উপরে নামিয়ে এনে দুটোকে একই রেখায় আনে এবং চাপ দিতেই বাক্সের উঁচু হয়ে থাকা অংশটা আংটির ভেতরে ঢুকে যায় এবং একটা মৃদু কিন্তু নিশ্চিত ক্লিক শব্দ শোনা যায়।

সবাই চমকে উঠে।

ল্যাংডন অপেক্ষা করে কিন্তু কিছুই ঘটে না।

"কিসের আওয়াজ ওটা?!" প্রিস্ট কৌতূহলী কণ্ঠে জানতে চায়।

"কিছুই না," ক্যাথরিন উত্তর দেয়। "আংটিটা তলদেশে আটকে গেছে. কিন্তু আর কিছুই ঘটেনি।"

"কোন রূপান্তর হয়নি?" গ্যালাওয়েকে বিভ্রান্ত দেখায়।

*আমাদের কাজ শেষ হয়নি,* ল্যাংডন বুঝতে পারে আংটিতে খোদাই করা প্রতীকে দিকে তাকিয়ে দেখে–দুই মাথা ফিনিক্স, এবং ৩৩ সংখ্যা। *সবকিছু তেত্রিশতম ডিগ্রীতে প্রকাশ পায়।* তার মনে পিথাগোরাসের ভাবনা খেলা করে, পবিত্র জ্যামিতি আর কোণ, সে ভাবে ডিগ্রীর কি কোন গাণিতিক মানে আছে।

ধীরে, হৃৎপিণ্ডের গতি এখন অনেক দ্রুত, সে হাত দিয়ে আংটিটা ধরে যা তলদেশে আটকে আছে। তারপরে ধীরে সে ডানদিকে সেটা মোচড় দেয়। *সবকিছু তেত্রিশ ডিগ্রীতে প্রকাশ পায়*

সে আংটিটা দশ ডিগ্রী ঘুরায়. . . বিশ. . .ত্রিশ ডিগ্রী-

তারপরে যা ঘটে ল্যাংডন সেটা কখনও কল্পনা করেনি।

BanglaBook.org

# ৮৫
# অধ্যায়

রূপান্তর।

ডিন গ্যালাওয়ে সেটা ঘটার শব্দ শুনেছেন এবং তাই তিনি দেখার প্রয়োজন বোধ করেন না।

তার ডেস্কের উল্টোদিকে, ক্যাথরিন আর ল্যাংডন নিশ্চুপ বসে আছে, কোন সন্দেহ নেই পাথরের ঘনকের দিকে তারা অবাক হয়ে তাকিয়ে রয়েছে, যা এই মাত্র একটা বিকট শব্দে তাদের চোখের সামনে বদলে গিয়েছে।

গ্যালাওয়ে না হেসে থাকতে পারে না। সে আগেই অনুমান করেছিল এমনটা হবে, এবং যদিও তার এখনও কোন ধারণা নেই কিভাবে এই অগ্রগতি শেষ পর্যন্ত পিরামিডের ধাঁধাঁর সমাধানে সাহায্য করবে, সে আসলে হার্ভাডের সিম্বলজিস্টকে সিম্বলের বিষয়ে কিছু শেখাতে পেরে খুশীতে বগল বাজাতে চাইছে।

"প্রফেসর," ডিন জানতে চায়, "অল্প লোকই অনুধাবন করে যে ম্যাসনরা বর্গের আঁকৃতিকে পূজা করে– বা *অ্যাশলার* আমরা যা বলে থাকি– কারণ এটা আরেকটা প্রতীকের ত্রিমাত্রিক উপস্থাপন. .যেটা অনেক পুরানো একটা দ্বিমাত্রিক প্রতীক।" গ্যালাওয়ে প্রফেসরকে জিজ্ঞেস করা প্রয়োজন মনে করে না তার সামনে রাখা প্রতীকটা সে চিনতে পেরেছে কিনা। এটা পৃথিবীর অন্যতম পরিচিত প্রতীক।

রবার্ট ল্যাংডনের ভাবনা ঘুরপাক খায় যখন সে তার সামনে ডেস্কের উপরে রূপান্তরিত বাক্সটার দিকে তাকিয়ে থাকে। *আমার কোন ধারণা. . .*

মুহূর্ত আগে সে পাথরের বাক্সের নীচে ম্যাসনিক আংটিটা ধরে আলতো করে মোচড় দিয়েছিল। সে আংটিটা তেত্রিশ ডিগ্রী মোচড় দিতেই ঘনকটা তার সামনে রূপ বদল করে। ঘনকের চারপাশ তৈরী করা পার্শ্বগুলো তাদের গোপন কজা খুলে যেতে চারপাশে বিছিয়ে যায় পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে। বাক্সটা এক নিমেষে খুলে যায় এর চারটা পার্শ্বদেশ আর ঢাকনা বাইরের দিকে উল্টে এসে জোরাল শব্দে ডেস্কের উপরে আঘাত করে।

*বাক্সটা একটা ক্রসে পরিণত হয়েছে,* ল্যাংডন ভাবে। *প্রতীকি অ্যালকেমী।*

ক্যাথরিন হতবিহ্বল চিত্তে তার সামনে বিযুক্ত ঘনকটার দিকে তাকিয়ে থাকে। "ম্যাসনিক পিরামিড. . .খ্রিস্টানধর্মের সাথে যুক্ত?"

এক মুহূর্তের জন্য ল্যাংডনও তাই ভেবেছিল। তাছাড়া, খ্রিস্টান ক্রুসিফিক্স ম্যাসনদের মাঝে বেশ শ্রদ্ধেয় একটা প্রতীক আর প্রচুর খ্রিস্টান ম্যাসন আছে। অবশ্য ম্যাসনদের ভিতরে হিন্দু, বৌদ্ধ, মুসলমান, ইহুদি আর সেই সব ধর্মের

BanglaBook.org

লোকেরা আছে যাদের ঈশ্বরের কোন নাম নেই। সেই কারণে কেবল খ্রিস্টান ধর্মের একটা প্রতীকের ব্যাপারটা ঠিক মেনে নেয়া যায় না। তারপরে এই প্রতীকের আসল মানে তার মনে পড়ে।

"এটা মোটেই ক্রুসিফিক্স না," ল্যাংডন উঠে দাঁড়িয়ে বলে। "ক্রুস মধ্যে একটা সারকামপাঙ্কট একটা যুগল প্রতীক- দুটো প্রতীক মিলিয়ে একটা প্রতীক তৈরী করা হয়েছে।"

"কি বলছো তুমি?" সে পায়চারি করতে শুরু করলে তার দিকে তাকিয়ে ক্যাথরিন বলে।

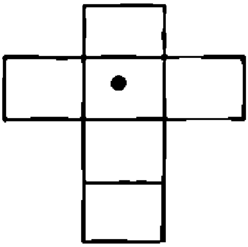

"ক্রশ," ল্যাংডন বলে, "চতুর্থ শতকের আগে খ্রিস্টান প্রতীক হিসাবে বিবেচিত হত না। তার বহু আগে থেকে, মিশরীয়রা দুটো মাত্রার পরিচ্ছেদনের চিহ্ন হিসাবে এটা ব্যবহার করতো-মানবিক আর স্বর্গীয়। যেমন উপরে ততটাই নীচে। মানুষ আর দেবতা যেখানে মিলে এক হয়ে যায় এটা সেই সম্মিলনের ঐক্ষিক সন্ধিক্ষণ উপস্থাপন করে।"

"ঠিক আছে।"

"সারকামপাঙ্কট," ল্যাংডন বলে, "আমরা ইতিমধ্যেই জেনেছি এর অনেক অর্থ হয়েছে-তার ভিতরে অন্যতম দুর্বোধ্য হল *গোলাপ*, অ্যালকেমীক্যাল পরিপূর্ণতার প্রতীক। কিন্তু তুমি যখন গোলাপকে ক্রশের কেন্দ্রস্থলে স্থাপন করলে তারা তখন সম্পূর্ণ আলাদা একটা প্রতীকে পরিণত হল- রোজ ক্রশ।

গ্যালাওয়ে তার চেয়ারে হেলান দিয়ে মিটিমিটি হাসে। "দেখেছো, এইতো সব গড়গড়িয়ে চলে আসছে।"

ক্যাথরিনও এবার উঠে দাঁড়ায়। "আমি কি ধরতে পারছি না এখানে?"

"দি রোজ ক্রশ," ল্যাংডন ব্যাখ্যা করে, "ফ্রিম্যাসনারীর একটা সাধারণ প্রতীক। বাস্তবিক পক্ষে স্কটিশ রাইটের একটা ডিগ্রীর নামই আছে 'নাইটস অব দি রোজ ক্রশ' এবং প্রথমদিকের রোজিক্রেসিয়ানরা যারা ম্যাসনিক মরমী দর্শনের বিকাশে অবদান রেখেছে তাদের সম্মান জানায়। পিটার তোমাকে সম্ভবত রোজিক্রেসিয়ানদের সম্পর্কে বলে থাকবে। কয়েক ডজন বিখ্যাত বিজ্ঞানী এই সঙ্ঘের সদস্য ছিল- জন ডি, এ্যালিয়াস অ্যাশমোল, রবার্ট ফ্লাডড-"

"ঠিক তাই," ক্যাথরিন বলে। "আমি আমার গবেষণার খাতিরে রোজিক্রেসিয়ানদের মেনিফেস্টো পড়েছি।"

BanglaBook.org

*প্রতিটা বিজ্ঞানীর পড়া উচিত,* ল্যাংডন ভাবে। দি অর্ডার অব দি রোজ ক্রশ–বা আরও আনুষ্ঠানিক ভাবে দি এনশিয়েন্ট এণ্ড মিসটিক্যাল অর্ডার রোজিয় ক্রসিস– এর একটা রহস্যময় ইতিহাস রয়েছে যা বিজ্ঞানকে প্রভাবিত করেছে এবং প্রাচীন রহস্যময়তার সমতুল্য একটা কিংবদন্তি. .প্রাচীণ মুনিঋষিরা তাদের গোপন জ্ঞান পুরুষানুক্রমে গুরুশিষ্য সম্পর্কের সাহায্যে বাঁচিয়ে রেখেছেন এবং কেবল উজ্জ্বলতম শিষ্যরাই তা অধ্যয়ন করতে পেত। ইতিহাসের বিখ্যাত রোজিক্রুসিয়ানদের তালিকাই আবার ইউরোপের রেনেসাঁসের প্রতিভাবানদের একটা স্বীকৃত হুজ হু'র তালিকা: প্যাসকেল, বেকন, ফ্লাড, ডি'কার্টিস, প্যারাসেলসাস, নিউটন, লিইবনিজ, স্পিনোজা।

রোজিক্রুসিয়ান মতবাদ অনুসারে, সঙ্ঘটা "প্রাচীন অতীতের দুর্বোধ্য সত্যের উপরে উপরে প্রতিষ্ঠিত", সত্যকে হতে হবে "গড়পরতা মানুষের কাছ থেকে গোপনীয়" এবং যা "আধ্যাত্মিক জগতে"র গভীর অন্তদৃষ্টির প্রতিশ্রুতি দেয়। ভ্রাতৃসঙ্ঘের প্রতীক বিকশিত হয়ে অলঙ্কৃত ক্রশের উপরে প্রস্ফুটিত গোলাপ ফুল হিসাবে গৃহীত হয়েছিল, কিন্তু এর শুরুটা হয়েছিল একটা নিরাভরণ ক্রশের উপরে বৃত্তবন্দি বিন্দু দিয়ে– গোলাপের সরলতম উপস্থাপন ক্রশের সরলতম উপস্থাপনের উপরে।

"পিটার আর আমি প্রায়ই রোজিক্রুসিয়ান দর্শন নিয়ে আলোচনা করতাম," গ্যালাওয়ে ক্যাথরিনকে বলে।

ডিন রোজিক্রুসিনিয়ানিজম আর ম্যাসনারীর আন্তসম্পর্ক বোঝাতে শুরু করলে, ল্যাংডন টের পায় তাকে সারারাত ধরে যে ভাবনাটা জ্বালিয়ে মারছে সেটা আবার ফিরে এসেছে। *জেহোভা সাঙ্কটাস উনাস। এই বাক্যাংশ কোন না কোন ভাবে অ্যালকেমীর সাথে সম্পর্কিত।* পিটার তাকে এই বাক্যাংশের ব্যাপারে ঠিক কি বলেছিল সেটা সে পুরোপুরি মনে করতে পারে না কিন্তু কোন কারণে রোজিক্রসিয়ানিজম ভাবনাটাকে আবার উস্কে দিয়েছে। *ভাবো, রবার্ট!*

"দি রোজিক্রুসিয়ান সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা,"গ্যালাওয়ে বলে চলেছে, "বলা হয়ে থাকে এক জার্মান মরমী সাধক যার নাম ক্রিস্টিয়ান রোজেনক্রেউজ- ছদ্মনাম অবশ্যই যা সম্ভবত ফ্রান্সিস বেকন, কোন কোন ঐতিহাসিক বিশ্বাস করেন নিজেই সঙ্ঘটা প্রতিষ্ঠিত করেছেন অবশ্য কোন প্রত্যক্ষ প্রমাণ নেই–

"ছদ্মনাম!" ল্যাংডন হঠাৎ বলে উঠে নিজেই চমকে যায়। "পেয়েছি! *জেহোভা সাঙ্কটাস উনাস!* একটা ছদ্মনাম!"

"তুমি কিসের কথা বলছো?" ক্যাথরিন কোমরে হাত দিয়ে জানতে চায়।

ল্যাংডনের নাড়ীর গতি দ্রুততর হয়ে উঠে। "সারারাত আমি কেবল ভাবতে চেষ্টা করছি পিটার *জেহোভা সাঙ্কটাস উনাস* এবং *অ্যালকেমিস্টের* সাথে এর সম্পর্কে কি বলেছিল। যাক বাবা শেষ পর্যন্ত মনে পড়েছে। ব্যাপারটা যতটা না অ্যালকেমী সম্বন্ধে তারচেয়ে বেশি *অ্যালকেমিস্ট* সম্পর্কে! একজন খুব বিখ্যাত অ্যালকেমিস্ট!"

BanglaBook.org

গ্যালাওয়ে খিকখিক করে হেসে উঠে। "প্রফেসর, সময় হয়ে এসেছে। আমি তার নাম দুবার উল্লেখ করেছি এবং *ছদ্মনাম* শব্দটাও।"

ল্যাংডন বৃদ্ধ ডিনের দিকে তাকিয়ে থাকে। "তুমি *জানতে?*"

"আমার সন্দেহ হয়েছিল যখন তুমি বলেছিলে খোদাই করে *জেহোভা সাঙ্কটাস উনাস* লেখা রয়েছে এবং ড্যুরারের ম্যাজিক স্কোয়ার ব্যবহার করে পাঠোদ্ধার করেছো, তবে তুমি রোজক্রশ খুঁজে পাবার পরে আমি নিশ্চিত হয়েছি। তুমি সম্ভবত জানো, আমাদের বিধেয় বিজ্ঞানীর ব্যক্তিগত কাগজপত্রের ভিতরে ভীষণ রকমের টীকা টিপ্পনী লেখা রোজিক্রসিয়ান মেনিফেস্টোও রয়েছে।"

"কে?" ক্যাথরিন থই না পেয়ে শেষে জিজ্ঞেস করে।

"পৃথিবীর অন্যতম বিখ্যাত বিজ্ঞানী!" ল্যাংডন তাকে আরও ঝুলায়। "সে একাঁধারে একজন অ্যালকেমিস্ট, রয়েল সোসাইটি অব লণ্ডনের সভ্য, রোজিক্রসিয়ান এবং তিনি তার গোপনীয় বৈজ্ঞানিক সন্দর্ভ একটা ছদ্মনামে স্বাক্ষর করতেন–'*জেহোভা সাঙ্কটাস উনাস*'!"

"একমাত্র সত্যিকারের ঈশ্বর!" ক্যাথরিন বলে। "কি বিনয়ী লোক।"

"সত্যি বলতে, ব্রিলিয়ান্ট ," গ্যালাওয়ে শুধরে দেয়। "সে তার নাম এভাবে স্বাক্ষর করতো কারণ প্রাচীন বিশেষজ্ঞদের মত, সে নিজেকে দিব্য বলে মনে করত। আর সেই সাথে, ষোল অক্ষরের *জেহোভা সাঙ্কটাস উনাস* ভিন্নভাবে বিন্যস্ত করে তার ল্যাটিন নাম উচ্চারিত হত, আর সেকারণেই এটা নিখুঁত ছদ্মনাম।"

ক্যাথরিনকে এবার কিংকর্তব্যবিমূঢ় দেখায়। "*জেহোভা সাঙ্কটাস উনাস* বিখ্যাত অ্যালকেমিস্টের ল্যাটিন নামের অ্যানাগ্রাম?"

ল্যাংডন ডিনের ডেস্কের উপরে রাখা কাগজ আর পেনসিল নিয়ে লিখতে লিখতে কথা বলে। "ল্যাটিনে জে বদলে আই হয় আর ভি বদলে হয়ে যায় ইউ যার মানে *জেহোভা সাঙ্কটাস উনাস* আসলে পুনরায় বিন্যস্ত করে এই লোকের নাম উচ্চারণ করা সম্ভব।"

ল্যাংডন ষোলটা অক্ষর কাগজে লিখেছে: *ইসাককস নিউটোনাস।*

ল্যাংডন কাগজটা তার হাতে ধরিয়ে দিয়ে বলে, "আশা করি তার নাম শুনে থাকবে।"

"আইজাক নিউটন," ক্যাথরিন কাগজটার দিকে তাকিয়ে জানতে চায়। "পিরামিডের উপরের লেখাটা আমাদের এটাই বলতে চেয়েছে।!"

এক মুহূর্তের জন্য ল্যাংডন ওয়েস্ট মিনিস্টার অ্যাবেতে ফিরে যায়, নিউটনের পিরামিড আঁকৃতির সমাধির সামনে দাঁড়ায়, যেখানে তার একই ধরণের এপিফেনীর অভিজ্ঞতা হয়েছিল। *এবং আজ রাতে আবার মহান বিজ্ঞানী আবির্ভাব হয়েছে।* এটা অবশ্যই কোন কাকতালীয় ব্যাপার না. . .পিরামিড, রহস্যময়তা, বিজ্ঞান, গোপন জ্ঞান. . .সবই পরস্পর সম্পর্কিত। গোপন জ্ঞানের যারা অনুশীলন করে তাদের কাছে নিউটনের নাম বারবার পথপ্রদর্শক হিসাবে হাজির হয়।

BanglaBook.org

"আইজাক নিউটন," গ্যালাওয়ে বলে, "পিরামিডের পাঠোদ্ধারের সাথে নিশ্চয়ই কোন না কোনভাবে জড়িত। আমি সেটা বুঝতে পারছি না, কিন্তু-"

"জিনিয়াস!" ক্যাথরিন চেঁচিয়ে উঠে তার চোখ বড়বড় হয়ে উঠেছে। "আমরা এভাবে পিরামিডটার রূপান্তর ঘটাব!"

"তুমি বুঝেছো?" ল্যাংডন প্রশ্ন করে।

"হ্যাঁ!" সে বলে। "আমার বিশ্বাস হচ্ছে না যে এটা আমরা আগে খেয়াল করিনি! এটা সরাসরি আমাদের দিকে তাকিয়ে আছে। একটা মামুলি অ্যালকেমিক্যাল প্রক্রিয়া। আমি মৌলিক বিজ্ঞানের এই পিরামিডটা রূপান্তরিত করতে পারব! নিউটোনিয়ান বিজ্ঞান!"

ল্যাংডন আঁকাশ বাতাস হাতড়ে বেড়ায় বোঝার জন্য।

"ডিন গ্যালাওয়ে," ক্যাথরিন বলে। "আপনি যদি আংটিটা পরেন দেখবেন তাতে লেখা আছে-"

"দাড়াও!" বৃদ্ধ লোকটা হঠাৎ বাতাসে একটা আঙ্গুল তুলে এবং নিরবতার জন্য ইশারা করে। আলতো করে সে তার মাথা ডানে কাত করে যেন সে কিছু শুনছে। এক মুহূর্ত পরে, সে সহসা উঠে দাঁড়ায়। "বন্ধুরা অবশ্যই এই পিরামিডের রহস্য সম্পূর্ণ প্রকাশ হতে এখনও অনেক বাকী আছে। আমি জানি না মিস.সলোমন কিসের ইঙ্গিত দিতে চাইছেন কিন্তু তিনি যদি তার পরবর্তী পদক্ষেপ সম্পর্কে অবহিত থাকেন তবে আমার ভূমিকার এখানেই সমাপ্তি। সব গুছিয়ে নেন এবং আমাকে আর কিছু বলার দরকার নেই। কিছুক্ষণের জন্য আমাকে অন্ধকারে থাকতে দেন। আমি চাই না আমাদের দর্শনার্থীরা আমার কাছ থেকে জোর করে কোন তথ্য আদায় করুক।"

"দর্শনার্থী?" ক্যাথরিন শুনতে শুনতে বলে। "আমি কারো আসার শব্দ পাচ্ছি না।"

"তুমি পাবে শীঘ্রই," গ্যালাওয়ে দরজার দিকে এগিয়ে যেতে যেতে বলে। "তাড়াতাড়ি।"

শহরের অন্যপ্রান্তে একটা সেল টাওয়ার একটা ফোনে সংযোগ লাভ করার আপ্রাণ প্রয়াস নেয় যা ম্যাসাচুসেটস এ্যাভিনিউয়ে টুকরো টুকরো হয়ে পড়ে আছে। সংকেত না পেয়ে সেটা ভয়েস মেলে রিডাইরেক্ট হয়।

"রবার্ট," ওয়ারেন বেল্লামির আতঙ্কিত কণ্ঠস্বর ভেসে আসে। "তুমি কোথায়? আমার সাথে যোগাযোগ কর। মারাত্মক একটা ব্যাপার ঘটতে চলেছে!"

BanglaBook.org

# ৮৬
# অধ্যায়

তার বেসমেন্টের আলোর আঁকাশীনীল আভায়, মাল'আখ পাথরের টেবিলটার সামনে দাঁড়িয়ে প্রস্তুতি চালিয়ে যায়। কাজ করার সময়ে তার খালি পেট আবার মোচড় দেয়। সে কোন গুরুত্ব দেয় না। দেহের ইচ্ছার কাছে তার দাসত্বের দিন শেষ হয়েছে।

*রূপান্তর বিসর্জন দাবী করে।*

ইতিহাসে আধ্যাত্মিকভাবে বিকশিত অধিকাংশ মানুষের মতই, মাল'আখ নিজের সাধনা মহান দৈহিক উৎসর্গের দ্বারা শুরু করেছে। সে যেমন ভেবেছিল রোহিতকরণ তার চেয়ে অনেক কম বেদনাদায়ক। এবং সে পরে জেনেছে, অনেক সাধারণ ব্যাপার। প্রতি বছর হাজারো মানুষ অস্ত্রপ্রচারের মাধ্যমে নিবীর্য হয়–অর্চিয়েকটমি, বলা হয় অপারেশনটাকে– উভলিঙ্গের সমস্যা, যৌন আঁকর্ষণ হ্রাস, গভীর আধ্যাত্মিক বিশ্বাস এমন নানা প্রণোদনা এর পেছনে কাজ করে। মাল'আখের ক্ষেত্রে কারণটা ছিল সর্বোচ্চ মাত্রার। পৌরাণিক কাহিনীর স্বেচ্ছায় রোহিতকরণকৃত এ্যাটিসদের মত, মাল'আখ জানে অমরত্বের অধিকারী হতে চাইলে স্ত্রী পুরুষের পার্থিব জগতের সাথে নিখুঁত বিচ্ছেদ ঘটাতে হবে।

*এ্যানড্রোজিন একটাই।*

বর্তমানকালে, খোঁজাদের পরিহার করা হয় কিন্তু প্রাচীন মানুষেরা এই রূপান্তরসাধন উৎসর্গের অর্ন্তনিহিত ক্ষমতা ভালই বুঝত। এমনকি প্রথম দিকের খ্রিস্টানরা যিশু নিজে এর উচ্চপ্রশংসা করেছেন শুনেছে ম্যাথু ১৯:১২: *স্বর্গের রাজত্বের খাতিরে অনেকেই নিজেদের খোঁজা করেছে। যে এটা গ্রহণের ক্ষমতা রাখে তাকে এটা গ্রহণ করতে দাও।*

পিটার সলোমন দেহের একটা অংশ উৎসর্গ করেছে তবে পুরো পরিকল্পনায় একটা হাত উৎসর্গের মূল্য অনেক কম। রাত শেষ হতে হতে সলোমন আরো অনেক কিছুই উৎসর্গ করবে।

*সৃষ্টির উদ্দেশ্যে আমাকে ধ্বংস করতেই হবে।*

পিটার সলোমন অবশ্যই এই নিয়তির অধিকারী যা আজ রাতে তার জন্য অপেক্ষা করছে। সেটা হবে একটা যথোপযুক্ত সমাপ্তি। অনেক আগে সে মাল'আখের নশ্বর পার্থিব জীবনে একটা নিরতিশয় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। এই কারণেই সে পিটারকেই বেছে নিয়েছে মাল'আখের মহান রূপান্তরে নিরতিশয় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনের জন্য। এই লোক যে যন্ত্রণা আর ভোগ করতে চলেছে সেটা সে নিজেই অর্জন করেছে। পিটার সলোমনকে পৃথিবী যেভাবে চেনে সে মোটেই সেরকম নয়।

*সে নিজের সন্তানকে উৎসর্গ করেছে।*

BanglaBook.org

পিটার সলোমন একবার তার ছেলে, জ্যাকারিয়ার সামনে একটা অসম্ভব পছন্দ দিয়েছিল– সম্পদ না জ্ঞান। *জ্যাকারিয়া ভুলটা বেছে নেয়।* ছেলেটার সিদ্ধান্ত পরপর অনেকগুলো ঘটনার জন্ম দেয় যা তাকে শেষ পর্যন্ত নরকে টেনে নিয়ে যায়। *সোগানলিক জেলখানা।* তুরস্কের সেই জেলখানায় জ্যাকারিয়া মারা যায়। সারা পৃথিবী এটাই জানে. . .কিন্তু তারা যেটা জানে না সেটা হল পিটার সলোমন চাইলে নিজের ছেলেকে বাঁচাতে পারত।

*আমি সেখানে ছিলাম,* মাল'আখ ভাবে। *আমি পুরোটা শুনেছি।*

মাল'আখ সেই রাতের কথা কখনও ভুলতে পারেনি। সলোমনের নিষ্ঠুর সিদ্ধান্ত তার ছেলের মৃত্যুর কারণে পর্যবসিত হয়, কিন্তু সেটাই আবার মাল'আখের জন্মের কারণ।

*কাউকে মরতে হবে যাতে অন্যেরা বেঁচে থাকতে পারে।*

মাল'আখের মাথার উপরের আলো রঙ বদলাতে শুরু করতে, সে বুঝতে পারে অনেক রাত হয়েছে। সে তার প্রস্তুতি সম্পন্ন করে র‍্যাম্প দিয়ে উপরে উঠে আসে। নশ্বর পৃথিবীর কাজে যোগ দেবার সময় হয়েছে।

## ৮৭
## অধ্যায়

*সবকিছু তেত্রিশ ডিগ্রীতে উন্মোচিত হয়,* ক্যাথরিন দৌড়াতে দৌড়াতে ভাবে। *আমি জানি পিরামিডটা কিভাবে রূপান্তিরিত করতে হবে!* উত্তরটা সারা রাতই তাদের চোখের সামনে রয়েছে।

ক্যাথরিন আর ল্যাংডন এখন একা, ক্যাথেড্রালের বর্ধিত অংশ দিয়ে দৌড়ে চলেছে, "দি গার্থ" চিহ্ন অনুসরণ করতে করতে। এখন, ডিন ঠিক যেমন প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল তারা ক্যাথিড্রাল থেকে বের হয়ে তেমনই একটা দেয়াল ঘেরা কোর্টইয়ার্ডে এসে পৌঁছে।

ক্যাথিড্রালের বাগান ঘেরা অংশটা আচ্ছাদিত উদ্যানপথযুক্ত পঞ্চভূজাকৃতি, একটা পোস্টমডার্ণ ঝর্ণাও রয়েছে। ক্যাথরিন অবাক হয়ে দেখে ঝর্ণার পানির ধারা কেমন জোরালভাবে বাগানে অনুরণিত হয়। তারপরে সে বুঝতে পারে শব্দটা ঝর্ণা থেকে আসছে না।

"হেলিকপ্টার!" তাদের সামনের অন্ধকার চিরে একটা আলোর রশ্মি দেখা যেতে সে চেঁচিয়ে উঠে বলে। "পোর্টিকোর নীচে জলদি!"

ল্যাংডন আর ক্যাথরিন বাগানের অন্য দিকে পৌঁছান মাত্রই সার্চলাইটের আলো বাগান আলোকিত করে তুলে, তারা একটা গথিক খিলানের নীচে দিয়ে পিছলে একটা টানেলে ঢুকে পড়ে যা বাইরের লনের দিকে গিয়েছে। তারা গুটিসুটি হয়ে টানেলের ভিতরে অপেক্ষা করলে হেলিকপ্টার তাদের মাথার উপর দিয়ে গিয়ে ক্যাথেড্রালকে একটা বড় বৃত্তাকার পথে ঘুরে টহল দিতে থাকে।

"আমার মনে হয় গ্যালাওয়ে ঠিকই দর্শনার্থীদের আগমনের শব্দ ঠিকই শুনেছিল," ক্যাথরিন মুগ্ধ কণ্ঠে বলে। *অন্ধ চোখ দারুণ শ্রবণশক্তির জন্য দিয়েছে।* তার দ্রুততর নাড়ীর গতি নিজের কানেই ঢোলের বোল তুলে।

"এই পথে," ল্যাংডন ডেব্যাগটা আঁকড়ে প্যাসেজ দিয়ে যেতে শুরু করে বলে।

ডিন গ্যালাওয়ে তাদের একটা সাধারণ চাবি আর পরিষ্কার নির্দেশ দিয়েছে। দুর্ভাগ্যবশত, সংক্ষিপ্ত টানেলের শেষে তারা যখন পৌছে, তারা নিজেদের গন্তব্য থেকে একটা চওড়া লন দ্বারা পৃথক অবস্থায় দেখতে পায়, যে জায়গাটা সেই মুহূর্তে মাথার উপরের হেলিকপ্টারের সার্চলাইটের আলোয় উদ্ভাসিত।

"আমরা অতিক্রম করতে পারব না," ক্যাথরিন বলে।

"দাঁড়াও. . .দেখো।" ল্যাংডন লনের উপরে তাদের বামে একটা কালো ছায়ার দিকে ইঙ্গিত করে যা সেই মুহূর্তে মূর্ত হয়ে উঠছে। ছায়াটা একটা আঁকৃতিহীন ফুটকির মত শুরু হয় কিন্তু দ্রুত বেড়ে উঠে তাদের অবস্থানের দিকে এগিয়ে আসে, আরো স্পষ্ট হয়ে উঠে, দ্রুত থেকে দ্রুততর ভঙ্গিতে তাদের দিকে ধেয়ে আসে, বর্ধিত হতে থাকে এবং অবশেষে একটা অতিকায় আয়তক্ষেত্রে রূপান্তরিত হয় যার শীর্ষে দুটো অসম্ভব লম্বা চূড়া রয়েছে।

"সার্চলাইটের আলো ক্যাথিড্রালের সম্মুখ দিকে বাঁধা পাচ্ছে," ল্যাংডন বলে।

"তারা সামনে অবতরণ করবে।"

ল্যাংডন ক্যাথরিনের হাত আঁকড়ে ধরে। "দৌড়াও! এখনই!"

ক্যাথিড্রালের ভিতরে ডিন গ্যালাওয়ে নিজের পায়ে একটা চপলতা অনুভব করে যা বহু বছর সে অনুভব করেনি। সে গ্রেট ক্রসিঙের মধ্য দিয়ে এগিয়ে গিয়ে গির্জার মূল অংশের ভিতর দিয়ে আচ্ছাদিত নারথেক্সের ভিতর দিয়ে প্রধান ফটকের দিকে এগিয়ে যায়।

সে এখন ক্যাথিড্রালের সামনে হেলিকপ্টারের চক্কর দেবার শব্দ শুনতে পায়, এবং কল্পনা করে এর আলো রোজ উইনডোর ভিতর দিয়ে তার সামনে এসে পড়েছে পুরো শরণস্থানে দর্শনীয় রঙের বাহার ছিটিয়ে। রঙ দেখতে পাবার দিনগুলোর কথা তার মনে পড়ে। মজার বিষয় আলোহীন শূন্যতা যা তার পৃথিবীতে পরিণত হয়েছে তার জন্য অনেককিছু আলোকিত করে তুলেছে। *আমি এখন পূর্বের চেয়ে অনেক স্পষ্ট দেখতে পাই।*

তরুণ বয়সেই গ্যালাওয়ে ঈশ্বরের আহবান শুনতে পেয়েছিল এবং সারা জীবন সে কোন মানুষের পক্ষে যতটা সম্ভব চার্চকে ভালবাসতে চেষ্টা করেছে। তার অনেক সহকর্মীর ন্যায় যারা আন্তরিকভাবে ঈশ্বরকে তাদের জীবন সমর্পন করেছিল, গ্যালাওয়ের দেহমনে ছিল ক্লান্তি। অজ্ঞতার হট্টগোল ছাপিয়ে শোনার প্রয়াসেই সে তার জীবন কাটিয়ে দিয়েছে।

Banglabook.org

*আমি কি প্রত্যাশা করেছিলাম?*

ক্রুসেড থেকে ইনক্যুইজিশন থেকে আমেরিকার রাজনীতি– সব ধরণের ক্ষমতার দ্বন্দ্বে যিশুর নাম মিত্র হিসাবে জোর করে জুড়ে দেয়া হয়েছে। সভ্যতার শুরু থেকেই অজ্ঞ যারা তারা সবচেয়ে উচ্চকণ্ঠে চিৎকার করে এসেছে, অসন্দিগ্ধ জনগণকে খেদিয়ে নিয়ে বাধ্য করেছে নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির কাজে। তারা নিজেদের পার্থিব আঁকাঙ্ক্ষা নিবৃত্ত করতে নিজেরা বোঝে না এমন ধর্মীয় গ্রন্থের বাণী কপচায়। তারা তাদের অসহিষ্ণুতাকে তাদের বিশ্বাসের স্মারক হিসাবে প্রচার করে। এখন, এত বছর পরে, মানব জাতি শেষ পর্যন্ত যীশুর যা কিছু সুন্দর ছিল সব মুছে ফেলেছে।

আজ রাতে, রোজক্রশের প্রতীকের মুখোমুখি হতে তার ভিতরে বিপুল আশার সঞ্চার হয়েছে, রোজিক্রুসিয়ান মেনিফেস্টোকে উদ্ধৃত ভবিষ্যদ্বাণী তার মনে পড়ছে, গ্যালাওয়ে অতীতে যা অসংখ্যবার পাঠ করেছে এবং এখনও তাদের স্মরণ আছে।

১ম অধ্যায়: *জেহোভা পূর্বে কেবল নির্বাচিতদের জন্য যেসব সংরক্ষণ করতেন সেসব রহস্য সমগ্র মানবতার কাছে তিনি পুনরায় প্রকাশ করবেন।*

৪র্থ অধ্যায়: *সারা পৃথিবী একটা মতের অনুসারী হবে আর বিজ্ঞান এবং ধর্মমতের দ্বন্দ্বের নিরসন হবে।*

৭ম অধ্যায়: *পৃথিবীর ধ্বংস হবার আগে মানব জাতির দুর্দশা নিরসনে ঈশ্বর আধ্যাত্মিক আলোর একটা বন্যা বইয়ে দেবেন।*

৮ম অধ্যায়: *এই প্রকাশ সম্ভব হবার পূর্বে , পৃথিবী অবশ্যই বিষাক্ত পানপাত্রের মোহে আচ্ছন্ন হয়ে উঠবে যা ধর্মীয় বিভ্রান্তির মোহে পূর্ণ।*

গ্যালাওয়ে জানে চার্চ বহুকাল আগেই পথভ্রষ্ট হয়েছে এবং সে তার জীবন সেটা সংশোধনে ব্যায় করেছে। এখন সে বুঝতে পারে সেই মাহেন্দ্রক্ষণ দ্রুত এগিয়ে আসছে।

*সকালের আগেই অন্ধকার বেশি জাঁকিয়ে আসে।*

সিআইএ ফিল্ড এজেন্ট সিমকিনস সিকরোস্কি হেলিকপ্টারের কাঠামোর শক্তিবৃদ্ধিতে ব্যবহৃত ধাতব খণ্ডের উপরে বসে ছিল যখন এটা কুয়াশা ভেজা মাঠে অবতরণ করে। সে লাফিয়ে নেমে নিজের লোকদের সাথে যোগ দেয়এবং হেলিকপ্টারকে আঁকাশে উঠে গিয়ে বের হবার সবগুলো পথের উপরে নজর রাখতে বলে।

*এই ভবন থেকে কেউ বের হচ্ছে না।*

রাতের আঁকাশে হেলিকপ্টার উঠে আসলে তার লোকদের নিয়ে সে ক্যাথিড্রালের প্রধান প্রবেশ পথের সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠতে শুরু করে। ছয়টা দরজার কোনটা ধাক্কা দেবে ঠিক করার আগেই একটা দরজা ভেতর থেকে খুলে যায়।

BanglaBook.org

"হ্যাঁ," একটা শান্ত কণ্ঠস্বর অন্ধকার থেকে জানতে চায়।

সিমকিনসের লোকেরা কুঁজো লোকটাকে পাদ্রীর আলখাল্লা পরিহিত অবস্থায় আবছা দেখতে পায়।

"আপনি কি ডিন গ্যালাওয়ে?"

"আমিই," বৃদ্ধ লোকটা বলে।

"আমি রবার্ট ল্যাংডনকে খুঁজছি? আপনি তাকে দেখেছেন কি?"

বৃদ্ধ লোকটা এবার সামনে এগিয়ে এসে রহস্যময় শূন্য দৃষ্টিতে সিমকিনসকে ছাড়িয়ে পেছনে তাকিয়ে রয়। "এখন আমাকে বল সেটা একটা অলৌকিক ব্যাপার হবে না।"

## ৮৮
## অধ্যায়

*সময় শেষ হয়ে আসছে।*

নিরাপত্তা বিশ্লেষণ ইতিমধ্যে সহ্যের শেষপ্রান্তে এসে পৌঁছেছে এবং কফির তৃতীয় মগ যে এখন যা পান করছে তার ভেতরে বৈদ্যুতিক প্রবাহের মত নেমে যায়।

*সাটো এখনও কিছু জানাল না।*

অবশেষে তার ফোন বেজে উঠে এবং নোলা প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়ে ফোন ধরে। "ওএস," সে উত্তর দেয়। "নোলা বলছি।"

"নোলা, সিস্টেম সিকিউরিটির রিক পারিস।"

নোলা দমে যায়। *সাটো না।* "হাই রিক, বলো কি করতে পারি তোমার জন্য?"

"আমি তোমাকে আগে থেকে একটা বিষয় জানিয়ে রাখতে চাই– আমার ডিপার্টমেন্টে তুমি আজ রাতে যা নিয়ে জেরবার হচ্ছ সে বিষয়ে প্রাসঙ্গিক তথ্য হয়ত রয়েছে।"

নোলা কফির মগ নামিয়ে রাখে। *তুমি বাপু কিভাবে জানলে আমি আজ রাতে কোন মাঠের ঘাস কাটছি?* "তোমার কথা ঠিক বুঝতে পারলাম না?"

"দু:খিত, আমি নতুন সিআইএ প্রোগ্রামের কথা বলছি যা আমরা বেটা টেস্টিং করছি," পারিস বলে। "সেখানে কেবল তোমার ওয়ার্কস্টেশনের নাম্বার ভেসে উঠছে।"

নোলা এবার তার কথা বুঝতে পারে। এজেন্সি সম্প্রতি একটা নতুন "কোলাবরেশন ইন্টিগ্রেশন" সফটওয়্যার পরীক্ষামূলকভাবে চালু করেছে যখন তারা সম্পর্ক রয়েছে এমন ডাটা ফিল্ড প্রসেস করবে তখন অসদৃশ সিআইএ ডিপার্টমেন্টকেরিয়েল-টাইম এলার্ট পাঠাবে। সময়-সংবেদনশীল সন্ত্রাসী

BanglaBook.org

আক্রমণের যুগে বিপর্যয় মোকাবেলায় কেবল আগে থেকে জানা থাকলে যে তোমার প্রয়োজনীয় তথ্য হলের কেউ একজন এই মুহূর্তে বিশ্লেষণ করছে অনেক সময়ে কার্যকরী প্রমাণিত হতে পারে। নোলার অভিজ্ঞতা অনুসারে এই সিআইএ কাজের চেয়ে অকাজ বেশি করেছে- *অনবরত বিঘ্ন সৃষ্টিকারী* সফটওয়্যার নোলা এর নাম দিয়েছে।

"ঠিক আছে, আমি ভুলে গিয়েছিলাম," নোলা বলে। "তুমি কি জান?" সে নিশ্চিত এই ভবনে আর কেউ আসন্ন বিপর্যয়ের কথা জানে না, সে সম্পর্কে কাজ করা আরও অসম্ভব একটা সম্ভাবনা। আজ রাতে সে দুর্বোধ্য ম্যাসনিক বিষয়ে সাটোর হয়ে কিছু ঐতিহাসিক সার্চের জন্য সে কম্পিউটার ব্যবহার করেছে। যাই হোক তার সাথে সহযোগিতার খেলা খেলতে সে বাধ্য।

"বেশ মনে হয় খুব একটা বিশেষ কিছু না," পারিস বলে, " আজ রাতে আমরা এক হ্যাঁকারকে থামিয়েছি এবং সিআইএ প্রোগ্রাম বলছে আমি তথ্যটা তোমাকে জানাই।"

*হ্যাঁকার?* নোরা কফিতে চুমুক দেয়। "আমি শুনছি?"

"ঘন্টাখানেক আগে," পারিস বলে, "জ্যুবিয়ানিস নামে এক হ্যাঁক্যারকে ধমক দেই যখন সে আমাদের ইন্টারনাল ডাসাবেসে রক্ষিত একটা ফাইল এ্যাকসেস করতে চায়। লোকটা দাবী করে তাকে টাকা দেয়া হয়েছে কাজটার জন্য কিন্তু কেন তাকে এই নির্দিষ্ট ফাইলে ঢোকার জন্য টাকা দেয়া হয়েছে সে জানে না বা এটা সে সিআইএ'র ডাটাবেসে রক্ষিত রয়েছে সেটাও সে জানত না।"

"ঠিক আছে।"

"আমরা তাকে জেরা করে দেখেছি সে নিরপরাধ। কিন্তু অদ্ভুত ব্যাপার হল-সে যে ফাইলটা টার্গেট করেছিল আজ রাতে সেই একই ফাইল একটা ইন্টারনাল সার্চ ইঞ্জিন ফ্ল্যাগড করেছে। দেখে মনে হচ্ছে কেউ একজন পিগিব্যাক করে আমাদের সিস্টেমে প্রবেশ করে নির্দিষ্ট কিওয়ার্ড সার্চ একটা সম্পাদনা চালু করেছে। ব্যাপারটা হল তাদের ব্যবহৃত কিওয়ার্ড তারা সত্যিই অদ্ভুত। এবং একটা ম্যাচ রয়েছে যা সিআইএ বিশেষগুরুত্বপূর্ণ বলে চিহ্নিত করেছে- যা আমাদের উভয়ের ডাটা সেটের জন্য অনন্য।" সে একটু চুপ করে থাকে। "তুমি কি কিওয়ার্ড. . .*সিম্বলন* এর সাথে পরিচিত?"

নোরা এক ঝটকায় উঠে দাঁড়ালে তার কফির মগ থেকে কফি ছলকে পড়ে।

"অন্য কিওয়ার্ডও একধরণের অদ্ভুত," পারিস বলতে থাকে। "*পিরামিড, সিংহদ্বার-*"

"এখনই এখানে আস," নিজের ডেস্ক মুছতে মুছতে নোরা আদেশ দেয়। "আর তোমার কাছে যা আছে সব কিছু নিয়ে আসবে।"

"এই শব্দগুলোর আসলেই কোন অর্থ আছে?"

"এখনই!!"

BanglaBook.org

# ৮৯
# অধ্যায়

কার্ডিনাল কলেজে একটা দূর্গের মত দেখতে অভিজাতদর্শন অট্টালিকা ন্যাশনাল ক্যাথিড্রালের পাশেই অবস্থিত। ওয়াশিংটনের প্রথম এপিসকোপাল বিশপ প্রথমে একে কলেজ অব প্রিচারস বলেই গড়ে তোলার কথা ভেবেছিলেন, যেখানে দীক্ষাগ্রহণের পরে যাজকদের চলমান শিক্ষা প্রক্রিয়া অব্যাহত থাকবে। আজ কলেজটা ধর্মতত্ত্ব, বিশ্বজনীন ন্যায়বিচার, আধ্যাত্মিক নিরাময় আর আধ্যাত্মিকতা বিষয়ে শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

লনের উপর দিয়ে দৌড়ে এসে ল্যাংডন আর ক্যাথরিন গ্যালাওয়ের চাবি ব্যবহার করে ভেতরে প্রবেশ করতেই তাদের পেছনে হেলিকপ্টারটা আবার ক্যাথিড্রালের উপরে উঠে আসলে তার সার্চলাইটের আলোতে রাতের অন্ধকার আলোর বন্যায় উদ্ভাসিত হয়ে উঠে। এখন, রুদ্ধশ্বাসে ভেতরের ফয়্যারে দাঁড়িয়ে তারা চারপাশে তাকায়। জানালা দিয়ে যথেষ্ট আলো ভেতরে প্রবেশ করছে আর তাই ল্যাংডন ভেতরের আলো জ্বালিয়ে বাইরের আঁকাশে ঘুরঘুর করতে থাকা হেলিকপ্টারের মনোযোগ আঁকর্ষণের কোন কারণ খুঁজে পায় না। তারা কেন্দ্রীয় হলওয়ে দিয়ে এগিয়ে যেতে যেতে বেশ কয়েকটা কনফারেন্স হল, শ্রেণীকক্ষ আর বসার জায়গা অতিক্রম করে আসে। ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ের নিও-গথিক ভবনের কথা ল্যাংডনের মনে পড়ে এর ভেতরটা দেখে–বাইরেরটা শ্বাসরুদ্ধকর রকমের সুন্দর আর ভেতরটা অবাক করা কেজো। তাদের পর্বের আভিজাত্য জ্ঞানার্থীদের পদভারের ভার সহনীয় করেই নির্মিত হয়েছে।

"এখানে," হলের অন্যপ্রান্তের দিকে ইঙ্গিত করে ক্যাথরিন বলে।

পিরামিড সম্পর্কে নিজের নতুন বোধ অভিব্যক্তি সে এখনও ল্যাংডনকে বলেনি তবে আপাতদৃষ্টিতে ইসাকাস নিউটোনিমাসের নাম উচ্চরিত হবার সাথে সাথে তার এটা মনে হয়েছে। লন অতিক্রম করার সময়ে সে কেবল এটুকুই বলেছে পিরামিড সাধারণ বিজ্ঞানের নীতি ব্যবহার করে রূপান্তরিত করা সম্ভব। সে জন্য তার যা কিছু প্রয়োজন তা ধারণা তার সবই এই ভবনে পাওয়া যাবে। ল্যাংডনের তার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে কোন ধারণা নেই বা কিভাবে ক্যাথরিন একটা নিরেট গ্রানাইট বা সোনার খণ্ডকে কিভাবে রূপান্তরিত করবে কিন্তু চোখের সামনে একটা ঘনককে রোজিক্রুসিয়ান ক্রসে পরিণত হতে দেখে সে আশাবাদী হতে ইচ্ছুক।

তারা হলের শেষপ্রান্তে এসে পৌছে এবং ক্যাথরিনের ভ্রু কুঁচকে উঠে, বোঝা যায় সে তার কাঙ্ক্ষিত জিনিসটা খুঁজে পাচ্ছে না। "তুমি বলেছিলে এই ভবনে ডরমেটরী রয়েছে?"

BanglaBook.org

"হ্যাঁ, আবাসিক কনফারেন্সের জন্য।"

"তার অর্থ এখানে কোথাও একটা কোন ধরণের রান্নাঘর আছে, ঠিক?"

"তোমার খিদে পেয়েছে?"

সে এবার তার দিকে ভ্রুকুচকে তাকায়। "আমার একটা ল্যাব দরকার।"

*অবশ্যই, তাই তো।* ল্যাংডন নিচের দিকে নেমে যাওয়া একটা সিঁড়ি দেখায় যার সামনে একটা প্রতিশ্রুতিময় প্রতীক শোভা পাচ্ছে। *আমেরিকার জনপ্রিয় পিকটোগ্রাম।*

বেসমেন্টের কিচেনটা দেখতে শিল্পোপযোগী- অসংখ্য স্টেইনলেস স্টীল আর আব বড় বড় সব পাত্র-বোঝাই যায় একসঙ্গে অনেক লোকের খাবার এখানে প্রস্তুত করা হয়। ক্যাথরিন রান্নাঘরের দরজা বন্ধ করে আলো জ্বালায়। গরম বাতাস বের করে দেবার ফ্যান স্বয়ংক্রিয়ভাবে চালু হয়।

তার যা যা প্রয়োজন সেজন্য সে কার্ডবোর্ডগুলো খুলে দেখতে শুরু করে। "রবার্ট," সে নির্দেশ দেয়, "ল্যাংডন পিরামিডটা বের করে কি আইল্যাণ্ডের উপরে রাখবে।"

ড্যানিয়েল বোলোউডের কাছ থেকে আদেশ গ্রহণকারী শিক্ষানবিস শেফের মত তাকে যা বলা হয় সে তাই করে, ব্যাগ থেকে পিরামিডটা বের করে শিরোশোভাটা তার উপরে স্থাপন করে। তার কাজ শেষ হতে সে ক্যাথরিনকে একটা একটা বড় পাত্রে গরম পানির কল থেকে পানি ভর্তি করতে দেখে।

"তুমি কি এটা আমাকে স্টোভের উপরে তুলে দেবে, সোনা?"

ল্যাংডন কানাকানায় ভর্তি পাত্রটা স্টোভের উপরে রাখতে ক্যাথরিন গ্যাস বার্নার অন করতে আগুনের শিখা জ্বলে উঠে।

"আমরা কি চিংড়ী রাঁধছি?" ল্যাংডন পেটুকের মত জানতে চায়।

"কি আবদার। না, আমরা অ্যালকেমী করছি। আর জেনে রাখো ধেড়ে খোকা এটা পাস্তা রান্নার পাত্র, চিংড়ী রান্নার না। সে পাত্র থেকে বের করা জালিওয়ালা অতিরিক্ত তলদেশ দেখিয়ে বলে যা সে পিরামিডের পাশে আইল্যাণ্ডের উপরে রেখেছে।

*আমিও আহাম্মক।* "আর ফুটন্ত পাস্তা আমাদের পিরামিডের পাঠোদ্ধারে সহায়তা করবে?"

ক্যাথরিন তার কথা পাত্তা দেয় না, তার কণ্ঠস্বর গুরুতর ভঙ্গি ফুটে উঠে। "তুমি নিশ্চয়ই জান ম্যাসনরা কেন তেত্রিশ ডিগ্রীকে তাদের সর্বোচ্চ ডিগ্রী হিসাবে বেছে নিয়েছে।"

BanglaBook.org

"অবশ্যই," ল্যাঙ্গডন বলে। পিথাগোরাসের সময়ে, যিশুর জন্মেরও ছয় শতাব্দি পূর্বে, *নিউমেরোলজি* প্রথায় সব মাস্টার নাম্বারের ভিতরে ৩৩ কে সর্বোচ্চ বলে গণ্য করা হত। এটা ছিল সবচেয়ে পবিত্র সংখ্যা, দিব্য সত্যের প্রতীকিরূপ। ম্যাসনদের ভিতরে প্রথাটা টিকে আছে. . .আর আরো অন্য স্থানে। এটা কোন কাকতালীয় ব্যাপার না যে খ্রিস্টানরা শিক্ষা দিয়ে থাকে যে যীশু তেত্রিশ বছর বয়সে ক্রুশবিদ্ধ হয়েছিলেন, যার স্বপক্ষে কোন ঐতিহাসিক প্রমাণ নেই। বা এটাও কাকতালীয় না যে জোসেফ কুমারী ম্যারীকে বিয়ে করার সময়ে তেত্রিশ সন্তানের জনক ছিলেন বা যীশু তেত্রিশটা অলৌকিক ঘটনার জন্ম দিয়েছিলেন বা জেনেসিসে ঈশ্বরের নাম তেত্রিশবার উচ্চারিত হয়েছে বা ইসলামে বেহেশতের বাসিন্দারা চিরস্থায়ীভাবে তেত্রিশ বছর বয়সের হবেন।

"তেত্রিশ সংখ্যাটা," ক্যাথরিন বলে, "অনেক মরমীধারায় একটা পবিত্র সংখ্যা।"

"ঠিক," ল্যাংডন এখনও পাস্তা পটের সাথে এর কোন সম্পর্ক খুঁজে পায় না।

"আর তাই তোমার এতে অবাক হবার কোন কারণ নেই নিউটনের মত শুরুর দিকের অ্যালকেমিস্ট আর মরমীসাধকও তেত্রিশ সংখ্যাটা বিশেষ বলে বিবেচনা করলে।"

"আমি নিশ্চিত সে করতো," ল্যাংডন উত্তর দেয়। "সংখ্যাতত্ত্ব, প্রফেসী, আর জ্যোতির্বিদ্যা সে গুলে খেয়েছিল কিন্তু তার সাথে এর–"

"সব কিছু তেত্রিশ ডিগ্রীতে প্রকাশিত হবে।"

ল্যাংডন পকেট থেকে পিটারের আংটিটা বের করে এবং লেখাটা পড়ে। তারপরে সে আবার পানির পাত্রের দিকে তাকায়। "দু:খিত, আমার নিরেট মাথায় ঢুকছে না।"

"রবার্ট, আজ রাতে প্রথমদিকে, আমরা মনে করেছিলাম 'তেত্রিশ ডিগ্রী' ম্যাসনিক ডিগ্রী আর তারপরেও তুমি যখনই আংটিটা তেত্রিশ ডিগ্রী ঘুরালে ঘনকটা রূপান্তরিত হয়ে একটা ক্রুশে পরিণত হল। আমরা সেই সময়ে বুঝতে পারি *ডিগ্রী* শব্দটার অন্য আরেকটা অর্থে এখানে ব্যবহৃত হয়েছে।"

"হ্যাঁ, বৃত্তচাপের ডিগ্রী।"

"ঠিক তাই। কিন্তু *ডিগ্রীর* আরো একটা অর্থ আছে।"

ল্যাংডন পাত্রের পানির দিকে তাকায়। "তাপমাত্রা।"

"ঠিক তাই!" সে বলে। "আমাদের চোখের সামনে এটা রাত রয়েছে। 'সবকিছু তেত্রিশ ডিগ্রীতে প্রকাশিত হবে।' আমরা যদি পিরামিডের তাপমাত্রা তেত্রিশ ডিগ্রীতে নিয়ে যাই. . এটা হয়ত কোন কিছু প্রকাশ করবে।"

ল্যাংডন জানে ক্যাথরিন অসম্ভব বুদ্ধিমতি একটা মেয়ে কিন্তু সে এখানে একটা মূল বিষয় গোচরে আনছে না। "আমার যদি ভুল না হয়ে থাকে তাহলে তেত্রিশ ডিগ্রী প্রায় ফ্রিজিং টেম্পারেচার। আমাদের কি পিরামিডটা ফ্রিজে রাখা উচিত না।"

BanglaBook.org

ক্যাথরিন হাসে। "যদি না আমরা মহান অ্যালকেমিস্ট আর রোজিক্রুসিয়াস মরমীসাধকের *লেখা* রেসিপি অনুসরণ করতে না চাই যিনি নিজের লেখা অভিসন্দে স্বাক্ষর করতেন *জেহোভা সাঙ্কটাস উনাস* ।

*ইজাকাস নিউটোনিয়াস রেসিপিও লিখে গেছে?*

"রবার্ট তাপমাত্রা অ্যালকেমীর একটা মৌলিক অনুঘটক, আর এটা সবসময়ে ফারেনহাইট বা সেলসিয়াসে পরিমাপ করা হয় না। এর চেয়ে অনেক পুরাতন তাপমাত্রা পরিমাপের স্কেল আছে, যার একটা নিউটনের আবিষ্কার করা–"

"দি নিউটন স্কেল!" ল্যাংডন বুঝতে পারে সে ঠিকই বলেছে।

"হ্যাঁ, বুদ্ধু! প্রাকৃতিক ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ঘটনার উপরে নির্ভর করে নিউটন তাপমাত্রা পরিমাপের একটা ব্যবস্থা উদ্ভাবন করেছিলেন। বরফ গলার তাপমাত্রা ছিল নিউটনের বেস পয়েন্ট আর তিনি এটাকে বলতেন 'দি জিরোথ ডিগ্রী'।" সে চুপ করে দম নেয়। "আমার মনে হয় তুমি ধারণা করতে পার তিনি ফুটন্ত পানির তাপমাত্রা কত ডিগ্রী নির্ণয় করেছিলেন– যা সব অ্যালকেমিক্যার প্রক্রিয়ার রাজা?"

"তেত্রিশ ডিগ্রী।"

"হ্যাঁ, তেত্রিশ ডিগ্রী! দি তেত্রিশ ডিগ্রী। আমার মনে আছে পিটারকে আমি একবার জিজ্ঞেস করেছিলাম নিউটন এই সংখ্যাটা কেন নির্বাচন করেছিলেন। মানে কেমন র‍্যানডম একটা ব্যাপার। পানি ফোটান সবচেয়ে মৌলিক অ্যালকেমিক্যাল প্রক্রিয়া আর সে তেত্রিশ নির্বাচন করেছে? একশ কেন করেনি? বা অন্য আরো কোন মার্জিত সংখ্যা? পিটার ব্যাখ্যা করে বলেছিল নিউটনের মত মরমীসাধকের কাছে তেত্রিশের চেয়ে মার্জিত আর কোন সংখ্যা হতে পারে না।"

*সবকিছু তেত্রিশ ডিগ্রীতে প্রকাশিত হয়।* ল্যাংডন পানির পাত্রের দিকে আড়চোখে তাকায়। "ক্যাথরিন পিরামিডটা নিরেট গ্রানাইট আর খাঁটি সোনায় নির্মিত। তোমার কি মনে হয় ফুটন্ত পানি একে রূপান্তরের জন্য যথেষ্ট উত্তপ্ত?"

ক্যাথরিনের হাসি দেখে ল্যাংডন বুঝতে পারে ফাজিল মেয়েটা এমন কিছু একটা জানে যেটা সে জানে না। আত্মবিশ্বাসী পদক্ষেপে হেঁটে গিয়ে সে আইল্যাণ্ডের উপর থেকে গ্রানাইটের পিরামিড সোনার শিরোশোভাসহ তুলে নেয় এবং সেটাকে স্ট্রেইনারের উপরে রাখে। আর তারপরে সে সেটা ফুটন্ত পানিতে ধীরে ধীরে নামায়। "দেখা যাক, কি হয়?"

ন্যাশনাল ক্যাথিড্রালের অনেক উপরে হেলিকপ্টার চালক অটো হোভার মুডে হেলিকপ্টারটা লক করে এবং ভাল করে ভবনের চারপাশ আর বাগান জরিপ করে। *কোন নড়াচড়া দেখা যায় না।* তার থারমাল ইমেজিং ক্যাথিড্রালের পুরু পাথরে দাঁত বসাতে পারে না, তাই সে বলতে পারে না তার দল ভিতরে কি করছে, কিন্তু কেউ যদি বাইরে বের হয়ে আসে তবে থারমাল ইমেজে তাকে দেখা যাবে।

BanglaBook.org

ষাট সেকেণ্ড পরে থারমাল ইমেজ জীবন্ত হয়ে উঠে। বাসার নিরাপত্তার একই সূত্র অনুসারে ইমেজার তাপমাত্রার একটা পার্থক্য নির্ণয় করেছে। যার মানে সাধারণত, শীতল এলাকার ভিতর দিয়ে কোন মানুষ চলাচল করেছে, কিন্তু ইমেজারে থারমাল মেঘের মত দেখা যায়, লনের উপর দিয়ে গরম বাতাস বয়ে চলেছে। পাইলট সোর্সটা খুঁজে পায় ক্যাথিড্রাল কলেজের পাশের একটা সচল ভেন্ট।

*সম্ভবত কিছু না,* পাইলট ভাবে। সে এই ধরণের জিনিস হরহামেশাই দেখে। কেউ *রান্না বা কাপড় পরিষ্কার করছে।* সে ঘুরতে যাবে, এমন সময় অস্বাভাবিক কিছু একা সে অনুভব করে। পার্কিংলটে কোন গাড়ি নেই বা ভবনের অন্য কোথায় আলো জ্বলছে না।

সে ইউএইচ-৬০ ইমেজিং সিস্টেমে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকে। তারপরে সে নীচে তার দলনেতার সাথে যোগাযোগ করে। "সিমকিনস সম্ভবত কিছু না কিন্তু. .."

"ভাস্বর তাপমাত্রা নির্দেশক!" ল্যাংডন মনে মনে স্বীকার করে ব্যাপারটায় যথেষ্ট বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দেয়া হয়েছে।

"এটা সাধারণ বিজ্ঞান," ক্যাথরিন বলে। "বিভিন্ন পদার্থ বিভিন্ন তাপমাত্রায় ভাস্বর হয়ে উঠে। আমরা তাদের থারমাল মার্কার বলি। বিজ্ঞানে এইসব মার্কার হরহামেশাই ব্যবহৃত হয়।"

ল্যাংডন পানিতে ডুবে থাকা পিরামিড আর শিরোশোভার দিকে তাকায়। ফুটন্ত পানির উপরে বাষ্পের কুণ্ডলী উঠতে শুরু করেছে, যদিও সে খুব একটা আশাবাদী না। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে তার হৃৎপিণ্ডের গতি দ্রুত হয়ে উঠে। ১১:৪৫ বাজে। "তোমার ধারণা উত্তপ্ত হলে কিছু একটা দীপ্তিমান হয়ে উঠবে।"

"ল্যাংডন উজ্জ্বল না। *ভাস্বর।* দুটোর ভিতরে অনেক তফাৎ। ভাস্বরতা সৃষ্টি করে তাপ আর সেটা নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় ঘটে। যেমন, ইস্পাত নির্মাতা টেম্পার বীম তৈরী করার সময়ে তারা এর উপরে জালি বিছিয়ে তাকে স্বচ্ছ কোটিং স্প্রে করে যা নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় পৌছালে ভাস্বর হয়ে উঠে জানিয়ে দেবে বীম প্রস্তুত। মুড রিঙের কথা ভাব যা তোমার মানসিক স্থিতির সাথে সাথে রঙ পরিবর্তন করে।"

"ক্যাথরিন পিরামিডটা ১৮০০ সালের দিকে নির্মিত। আমি পাথরের বাক্সে কুশলী কারিগর গোপন রিলিজ হিঞ্জ তৈরী করেছে হজম করতে পারি কিন্তু তাই বলে থারমাল কোটিং?"

"খুবই সম্ভব," সে আশাবাদী চোখে পানিতে ডুবে থাকা পিরামিডের দিকে তাকায়। "প্রথম দিকের অ্যালকেমিস্টরা জৈবিক ফসফরাস ব্যবহার সবসময়ে করতো থারমাল মার্কার হিসাবে। চীনারা রঙিন আতশবাজি প্রস্তুত করতে জানত এমনকি মিশরীয়রা–" ক্যাথরিন কথা শেষ না করেই থেমে গিয়ে ফুটন্ত পানির দিকে তাকিয়ে থাকে।

BanglaBook.org

"কি?" ল্যাংডন তার দৃষ্টি অনুসরণ করে ফুটন্ত পানির দিকে তাকায় কিন্তু যে অকূলে সেই অকূলেই থাকে।

ক্যাথরিন এবার ঝুঁকে নীচু হয়ে মনোযোগ দিয়ে তাকিয়ে থাকে। সহসা সে ঘুরে দাঁড়িয়ে রান্নাঘরের ভিতর দিয়ে দরজার দিকে দৌড়ে যায়।

"তুমি কোথায় চললে?" ল্যাংডন চেঁচিয়ে জানতে চায়।

সে দৌড়ে গিয়ে রান্নাঘরের সুইচবোর্ডের সামনে গিয়ে আলো নিভিয়ে দেয়। আলো আর একজস্ট ফ্যান বন্ধ হলে পরিপূর্ণ অন্ধকার আর নিরবতা রান্নাঘরে নেমে আসে। ল্যাংডন পিরামিডের দিকে ফিরে তাকিয়ে পানির নীচে অবস্থিত শিরোশোভার দিকে উঁকি দেয়। ক্যাথরিন যতক্ষণে তার কাছে ফিরে আসে, তার মুখ অবিশ্বাসে ঝুলে পড়েছে।

ঠিক ক্যাথরিনের অনুমান মতই শিরোশোভার সামান্য অংশ থেকে আভা বের হচ্ছে। অক্ষর ফুটে উঠতে শুরু করেছে এবং পানি উত্তপ্ত হবার সাথে সাথে তারা উজ্জ্বল হয়ে উঠছে।

"টেক্সট!" ক্যাথরিন ফিসফিস করে বলে।

ল্যাংডন বেকুবের মত কেবল মাথা নাড়ে। জ্বলজ্বল করতে থাকা অক্ষর শিরোশোভার খোদাই করা লেখার ঠিক নীচেই সৃষ্টি হয়েছে। দেখলে মনে হয় কেবল তিনটে শব্দ ল্যাংডন যদিও শব্দগুলো পড়তে পারে না, সে ভাবে শব্দগুলো কি আসলেই তারা আজ রাতে যা খুঁজছে সেটা প্রকাশ করতে পারবে। *পিরামিডটা আসল ম্যাপ,* গ্যালাওয়ে বলেছিল, *এবং সেটা একটা বাস্তব অবস্থান নির্দেশ করে।*

শব্দগুলো আরো উজ্জ্বল হয়ে উঠলে ক্যাথরিন গ্যাস বন্ধ করে দেয় এবং ধীরে ধীরে পানির নড়াচড়া বন্ধ হয়ে আসে। শিরোশোভাটা এখন পানির শান্ত উপরিতলের ঠিক নীচে স্পষ্ট দেখা যায়।

তিনটা চকচক করতে থাকা শব্দ পরিষ্কারভাবে পড়া যাচ্ছে।

## ৯০
## অধ্যায়

ক্যাথিড্রাল কলেজের রান্নাঘরের মৃদু আলোতে ল্যাংডন আর ক্যাথরিন পানির পাত্রের সামনে ঝুঁকে দাঁড়িয়ে পানির নীচে রূপান্তরিত শিরোশোভার দিকে তাকিয়ে থাকে। সোনার শিরোশোভার এক পাশে একটা ভাস্বর লেখা আভা ছড়াচ্ছে।

ল্যাংডন চকচক করতে থাকা টেক্সটটা পড়ে, নিজের চোখকেই তার বিশ্বাস করতে ইচ্ছা হয় না। সে জানত বলা হয়ে থাকে পিরামিডটা একটা নির্দিষ্ট অবস্থান প্রকাশ করবে বলে. .কিন্তু সে বাপেরকালেও ভাবেনি অবস্থান প্রকাশ এতটা নির্দিষ্ট হবে।

BanglaBook.org

আট ফ্রাঙ্কলিন স্কোয়ার

"একটা রাস্তার ঠিকানা," সে অবাক হয়ে ফিসফিস করে বলে।

ক্যাথরিনকেও সমান বিস্মিত দেখায়। "আমি জানি না সেখানে কি আছে, তুমি জানো?"

ল্যাংডন মাথা নাড়ে। সে জানে ওয়াশিংটনের সবচেয়ে অংশন ফ্রাঙ্কলিন স্কোয়্যার, কিন্তু ঠিকানাটা তার পরিচিত না। সে শিরোশোভার শীর্ষের দিকে তাকায়, এবং পড়তে পড়তে নীচের দিকে আসে, পুরো লেখাটা পড়ে।

**রহস্য**
**লুকিয়ে আছে**
**আট ফ্রাঙ্কলিন স্কোয়্যারের**
**অর্ডারের ভিতরে**

*ফ্রাঙ্কলিন স্কোয়্যারে কি কোন ধরণের অর্ডার আছে?*

*সেখানে কি গভীরে নেমে যাওয়া প্যাচান সিঁড়ির মুখ কোন ভবনে লুকিয়ে আছে?*

এই ঠিকানায় আসলেও কিছু মাটির নীচে লুকিয়ে রাখা আছে কি না সে সম্বন্ধে ল্যাংডনের কোন ধারণাই নেই। যেটা গুরুত্বপূর্ণ এই সময়ে সেটা হল ক্যাথরিন আর সে মিলে পিরামিডের পাঠোদ্ধার করেছে এবং পিটারের মুক্তির জন্য আলোচনায় বসার প্রয়োজনীয় তথ্য তাদের কাছে রয়েছে।

*এবং সময়ও খুব একটা বেশি নেই।*

ল্যাংডনের হাতের মিকি মাউসের উজ্জ্বল ডায়াল ইঙ্গিত করছে দশ মিনিটেরও কম সময় তাদের হাতে আছে।

"ফোন কর," দেয়ালে একটা ফোনের দিকে ইঙ্গিত করে ক্যাথরিন ল্যাংডনকে বলে। "এখনই!"

সময়টা এত আঁকস্মিকভাবে এতে পড়াতে ল্যাংডন চমকে উঠে এবং দেখে সে ইতস্তত করছে।

"আমরা কি এ ব্যাপারে নিশ্চিত?"

"আমি খুবই নিশ্চিত।"

"আমি তাকে একটা শব্দও বলব না যতক্ষণ না জানতে পারছি পিটার নিরাপদে আছে।"

"অবশ্যই বলবে না। তোমার নাম্বারটা মনে আছে, তাই না?"

ল্যাংডন মাথা নেড়ে রান্নাঘরের ফোনের দিকে এগিয়ে যায়। সে রিসিভার তুলে নিয়ে লোকটার সেল-ফোন নাম্বারে ডায়াল করে। ক্যাথরিন এগিয়ে এসে

BanglaBook.org

তার পাশে দাঁড়িয়ে মাথাটা হেলিয়ে দেয় যাতে সেও শুনতে পায়। লাইনের অন্যপ্রান্তে রিং হতে শুরু করে, ল্যাংডন মনে মনে লোকটার ভাসাভাসা আতঙ্কিত করে তোলার মত কণ্ঠস্বর শোনার জন্য প্রস্তুত হয় যে তাকে আজ রাতের গোড়ার দিকে বোঁকা বানিয়েছে।

অবশেষে অন্যপাশে কেউ ফোনটা ধরে।

অবশ্য কোন কথা বলে না। কোন কণ্ঠস্বর শোনা যায় না। অন্যপাশ থেকে কেবল নি:শ্বাসের শব্দ ভেসে আসে।

ল্যাংডন কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে অবশেষে কথা বলে। "তুমি যে তথ্যটা চেয়েছিলে সেটা আমার কাছে আছে, কিন্তু সেটা নিতে হলে পিটারকে তোমার মুক্তি দিতে হবে।"

"কে কথা বলছেন?" একটা মহিলার কণ্ঠস্বর ভেসে আসে।

ল্যাংডন চমকে উঠে। "রবার্ট ল্যাংডন," সে অভ্যেসের বশে বলে ফেলে। "আপনি কে বলছেন?" এক মুহূর্তের জন্য তার মনে হয় সে বোধহয় ভুল নাম্বারে ডায়াল করেছে।

*"তোমার নামই ল্যাংডন?"* মহিলাকে বিস্মিত মনে হয়। "এখানে কেউ একজন তোমার কথা জিজ্ঞেস করছিলো বটে।"

*"কি?* আমি দু:খিত, কে কথা বলছেন?"

"অফিসার পেইজ মন্টগোমারী প্রেফার্ড সিকিউরিটি।" তার কণ্ঠস্বর কেমন বিচলিত মনে হয়। "আপনি হয়ত আমাকে এই ব্যাপারটায় সাহায্য করতে পারবেন। প্রায় ঘন্টাখানেক আগে আমার সহকর্মী ৯১১ কলে সাড়া দিয়ে ক্যালোরমা হাইটসে গিয়েছিল. . .একটা সম্ভাব্য বন্দির অবস্থার অনুসন্ধানে। আমি তার সাথে পরে আর যোগাযোগ করতে না পেরে ব্যাকআপ ডেকে পাঠিয়ে নিজে আসি বিষয়টা তদন্ত করতে। এখানে এসে আমরা আমাদের সহকর্মীকে মৃত দেখতে পাই। বাড়ির মালিক বাসায় ছিল না ফলে বাধ্য হয়ে আমাদের দরজা ভেঙে ভিতরে ঢুকতে হয়। হলঘরের টেবিলের উপরে একটা সেলফোন বাজছিলো এবং আমি–"

"তুমি বাড়ির ভিতরে?" ল্যাংডন জানতে চায়।

"হ্যাঁ, আর ৯১১ সংবাদটা. কাজে এসেছে," মেয়েটা হড়বড় করে বলে। "দু:খিত যদি আমার কণ্ঠস্বর অন্যরকম শোনায়, আসলে এখানে আমাদের সহকর্মীকে মৃত দেখে আর একজন লোককে আমরা এখানে খুঁজে পেয়েছি যাকে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে এখানে আটকে রাখা হয়েছিল। তার অবস্থা শোচনীয়, এবং আমরা তার শুশ্রূষা করছি। সে কেবল দুজনের নাম বলছে একজন রবার্ট ল্যাংডন আর অন্যজন ক্যাথরিন।"

"সে আমার ভাই," ক্যাথরিন মাথাটা রিসিভারের সাথে আরও জোরে চেপে ধরে জোরে বলে উঠে। "আমি ৯১১ কলটা করেছিলাম! সে কেমন আছে?!"

"সত্যি বলতে কি ম্যা'ম, তার. " মেয়েটার কণ্ঠস্বর ভেঙে যায়। "তার অবস্থা খুবই খারাপ। তার ডান হাতের কব্জি থেকে কাটা. . "

BanglaBook.org

"আমি কি," ক্যাথরিন অনুনয় করে। "আমি তার সাথে কথা বলতে চাই!"

"আমরা এই মুহূর্তে তাকে প্রাথমিক চিকিৎসা দিচ্ছি। সে চেতন আর অচেতনের ভিতরে আছে। আপনি যদি কাছাকাছি থাকেন তবে এখানে আপনার আসা উচিত। সে নিশ্চিতভাবেই আপনাকে দেখতে চায়।"

"আমাদের আসতে ছয় মিনিট লাগবে!" ক্যাথরিন বলে।

"তাহলে আমি বলবো তাড়াতাড়ি আসতে।" পেছনে একটা চাপা শব্দ শোনা যায় এবং আবার লাইনে ফিরে আসে। "দু:খিত, মনে হচ্ছে আমাকে ডাকছে। আপনি আসলে আপনার সাথে কথা হবে।"

লাইন কেটে যায়।

## ৯১
## অধ্যায়

ক্যাথিড্রাল কলেজের ভিতরে, বেসমেন্টের সিঁড়ি দিয়ে দ্রুত উপরে উঠে আসে এবং অন্ধকার হলওয়ে দিয়ে এগিয়ে যায় সামনের সদর দরজা খুঁজতে খুঁজতে। মাথার উপরে হেলিকপ্টারের ডানার আওয়াজ তারা শোনে এবং ল্যাংডন আশাবাদী হয়ে উঠে সবার চোখ এড়িয়ে এখান থেকে বের হয়ে ক্যালোরমা হাইটসে গিয়ে পিটারের সাথে দেখা করার বিষয়ে।

*তারা তাকে খুঁজে পেয়েছি। সে বেঁচে আছে।*

ত্রিশ সেকেণ্ড আগে মহিলা নিরাপত্তা কর্মীর সাথে কথা বলে যখন টেলিফোনের রিসিভার নামিয়ে রাখে, ক্যাথরিন তখন তাড়াহুড়ো করে পিরামিড আর তার শিরোশোভাটা পানি থেকে তুলে নেয়। ল্যাংডনের চামড়ার ব্যাগে রাখার সময়ে পিরামিডটা থেকে পানি চুইয়ে পড়ছিলো। এখন সে টের পায় চামড়ার ভিতর দিয়ে উত্তাপ বিকিরিত হচ্ছে।

পিটারের উদ্ধারের উত্তেজনায় শিরোশোভার জ্বলজ্বল করতে থাকা লেখা নিয়ে চিন্তাভাবনা আপাতত চাপা পড়ে গিয়েছে–*আট ফ্রাঙ্কলিন স্কোয়্যার*– কিন্তু একবার পিটারের সাথে দেখা হলে সে বিষয়ে ভাববার অনেক সময় পাওয়া যাবে।

সিঁড়ির মাথায় পৌছে বাঁক ঘুরেই ক্যাথরিন থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে এবং হলের অন্যপ্রান্তে একটা বসার ঘরের দিকে ইঙ্গিত করে। বে-উইনডোর ভিতর দিয়ে ল্যাংডন দেখে একটা কালো ঝকঝকে চেহারার হেলিকপ্টার বাগানের লনে বসে আছে। পাইলট কেবল পাশে দাঁড়িয়ে অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে রেডিওতে কথা বলছে। একটা কালো টিনটেড কাঁচের এসকালেডও পাশেই দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যায়।

BanglaBook.org

ছায়ার ভিতর দিয়ে এগিয়ে এসে তারা বসার ঘরে প্রবেশ করে এবং জানালা দিয়ে উঁকি দিয়ে ফিল্ড টিমের বাকী সদস্যদের অবস্থান জানার চেষ্টা করে। ন্যাশনাল ক্যাথিড্রালের বিশাল লন খালি দেখে তারা ভাগ্যকে ধন্যবাদ দেয়।

"তারা নিশ্চয়ই ক্যাথিড্রালের ভিতরে রয়েছে," ল্যাংডন বলে।

"তারা সেখানে নেই," তার পেছন থেকে কেটা ভারী কণ্ঠস্বর ভেসে আসে।

ল্যাংডন আর ক্যাথরিন চর্কির মত ঘুরে দাঁড়ায় কে কথা বলছে দেখতে। বসার ঘরের দরজায় কালো পোশাক পরিহিত দু'জন এজেন্ট তাদের দিকে রাইফেলের লেজার সাইট তাক করে রেখেছে। ল্যাংডন তার বুকে মৃত্যুর লাল ফুটকি নাচতে দেখে।

"প্রফেসর, আপনার সাথে আবার দেখা হতে আমি আনন্দিত," একটা পরিচিত ক্যাটকেটে কণ্ঠ বলে। এজেন্ট দু'জন সরে জায়গা করে দিলে তাদের ভিতর দিয়ে ডিরেক্টর সাটো সাবলীলভাবে বেরিয়ে আসে এবং বসার ঘর অতিক্রম করে ঠিক ল্যাংডনের সামনে এসে দাঁড়ায়। "আজ রাতে আপনি ক্রমাগতভাবে ভুল কাজ করে চলেছেন।"

"পুলিশ পিটার সলোমনকে খুঁজে পেয়েছে," ল্যাংডন জোর দিয়ে বলে। "তার অবস্থা শোচনীয় কিন্তু এ যাত্রা বেঁচে যাবে। সব চুকেবুকে গেছে।"

পিটারকে খুঁজে পাওয়া গেছে শুনে সাটো যদি অবাক হয়েও থাকে সে সেটা প্রকাশ করে না। তার পলকহীন চোখে তার দিকে তাকিয়ে থাকে। "প্রফেসর, আমি তোমাকে নিশ্চিত করতে পারি, এখনও কিছুই শেষ হয়নি। এবং পুলিশ যদি এখন এর সাথে জড়িয়ে থাকে তবে ব্যাপারটা আরো গুরুতর আঁকার ধারণ করেছে। আজ সন্ধ্যাবেলা আমি আপনাকে বলেছিলাম, পরিস্থিতি খুব জটিল। পিরামিডটা নিয়ে আপনার বাঁদরের মত পালিয়ে যাওয়াটা মোটেই উচিত হয়নি।"

"ম্যা'ম," ক্যাথরিন কথা বলে উঠে, "আমি আমার ভাইয়ের সাথে দেখা করতে চাই। পিরামিডটা আপনি রাখতে পারেন কিন্তু আপনি অবশ্যই আমাদের–"

"আমি *অবশ্যই?*" সাটো ক্ষেপে গিয়ে ক্যাথরিনের দিকে তাকায়। "মিস.সলোমন, আমার ভুল না হয়ে থাকলে?" চোখে আগুন জ্বালিয়ে সে তার দিকে তাকিয়ে থেকে আবার ল্যাংডনের দিকে ফিরে। "চামড়ার ব্যাগটা টেবিলের উপরে রাখো।"

ল্যাংডন তার বুকের এবার দুটো ফুটকি দেখে। সে কফি টেবিলের উপরে ব্যাগটা নামিয়ে দেয়। এজেন্টদের একজন সাবধানে এগিয়ে আসে এবং চেন খুলে ভেতর দিকে টুকরো দুটো বের করে। আটকে পড়া বাষ্পের মেঘ এঁকেবেঁকে বেরিয়ে আসে। সে তার লাইট ব্যাগের ভিতরে নিশানা করে, বিভ্রান্ত হয়ে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকে, তারপরে সাটোর দিকে তাকিয়ে মাথা নাড়ে।

সাটো এগিয়ে এসে ব্যাগের ভিতরে দেখে। ফ্ল্যাশলাইটের আলোয় ভেজা

BanglaBook.org

পিরামিড আর সোনার শিরোশোভা চকচক করে। সাটো এবার ঝুকে এসে খুব কাছ থেকে সোনার শিরোশোভাটা দেখে, ল্যাংডন বুঝতে পারে সে আগে কেবল এক্স-রেতে শিরোশোভাটা দেখেছে।

"লেখাটা," সাটো জানতে চায়। "তোমার কাছে কি এটা অর্থবোধক? অর্ডারের ভিতরে রহস্য লুকিয়ে আছে?"

"আমরা ঠিক নিশ্চিত নই, ম্যা'ম।"

"পিরামিডটা এত উত্তপ্ত কেন?"

"আমরা ফুটন্ত পানিতে এটা রেখেছিলাম," ক্যাথরিন কোন ধরণের ইতস্তত না করে বলে। "গুপ্তলিপির পাঠোদ্ধারের একটা পদ্ধতি। আমরা তোমাকে সব বলবো কিন্তু আগে আমার ভাইয়ের কাছে যেতে দাও। সে অনেক কিছুর ভিতর দিয়ে–"

"তুমি পিরামিডটা পানিতে ফুটিয়েছো?" সাটো জানতে চায়।

"ফ্ল্যাশলাইটটা বন্ধ কর," ক্যাথরিন বলে। "এবার শিরোশোভার দিকে তাকাও। এখনও সম্ভবত দেখতে পাবে।"

এজেন্ট আলো নিভিয়ে দেয় এবং সাটো হাঁটু ভেঙে শিরোশোভার সামনে বসে। ল্যাংডন যেখানে দাঁড়িয়ে রয়েছে সেখান থেকেই সে দেখতে পায় এখনও শিরোশোভার লেখাটা থেকে সামান্য আভা ছড়াচ্ছে।

"আট ফ্রাঙ্কলিন স্কোয়্যার?" সাটো মুগ্ধ কণ্ঠে বলে।

"হ্যাঁ, ম্যা'ম। লেখাটা কোন ধরণের ভাস্বর ল্যাকারে বা সেরকম কিছু ব্যবহার করে লেখা হয়েছে। তেত্রিশ ডিগ্রী আসলে–"

"আর ঠিকানাটা?" সাটো জানতে চায়। "এটাই কি বেজন্মা উন্মাদটা চাইছে?"

"হ্যাঁ," ল্যাংডন বলে। "তার বিশ্বাস পিরামিডটা একটা ম্যাপ যা তাকে একটা গুপ্তধনের অবস্থানের সন্ধান দেবে–প্রাচীন রহস্যময়তা অবারিত করার চাবি।"

সাটো আবার শিরোশোভার দিকে তাকায় তার চেহারায় অবিশ্বাসের ছাপ। "আমাকে একটা কথা বল," সে বলে, তার কণ্ঠে ভয়ের সমাগত ছায়া, "তোমরা এই লোকের সাথে কি এরই ভিতরে যোগাযোগ করেছো? তাকে কি ঠিকানাটা ইতিমধ্যে দিয়ে ফেলেছো?"

"আমরা চেষ্টা করেছিলাম," ল্যাংডন ব্যাখ্যা করে লোকটার সেলফোনে ডায়াল করার পরে কি পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল।

সাটো মন দিয়ে শোনে তারপরে নিজের হলুদ দাঁতের উপর জিহ্বা বুলিয়ে নিয়ে কথা বলে। তার চেহারায় যদিও পরিস্থিতির চাপে ক্রোধে ফেটে পড়ার লক্ষণ সে তার এজেন্টের দিকে তাকিয়ে চাপা কণ্ঠে ফিসফিস করে কথা বলে। "তাকে ভেতরে পাঠাতে বল। সে এসইউভি'র ভেতর আছে।"

এজেন্ট মাথা নাড়ে এবং নিজের ট্রান্সসিভারে কথা বলে।

BanglaBook.org

"কাকে ভিতরে পাঠাবে?" ল্যাংডন জিজ্ঞেস করে।

"একমাত্র ব্যক্তি যে তোমার সৃষ্টি করা ঝামেলা সামলাবার ক্ষমতা রাখে!"

"কিসের ঝামেলা?" ল্যাংডন পাল্টা চেঁচিয়ে উঠে। "পিটার এখন নিরাপদ, সবকিছু–"

"যীশুর দিব্যি," সাটো বিস্ফোরিত হয়। "এর সাথে পিটারের সম্পর্ক খুবই সামান্য! প্রফেসর তোমায় ক্যাপিটল ভবনে আমি এটা বলতে চেয়েছিলাম কিন্তু আমার সাথী না হয়ে আমার প্রতিপক্ষ হবে বলে পণ করে বসেছিলে! আর এখন তুমি অসুরিক একটা ঝামেলা বাধিয়েছো! তুমি যখন তোমার সেলফোন নষ্ট কর, যা, প্রসঙ্গত বলে রাখি, আমরা ট্র্যাক করছিলাম তুমি এই লোকের সাথে যোগাযোগের পথ বন্ধ করে দিয়েছো। আর এই ঠিকানা যা তুমি আবিষ্কার করেছো– কুবেরের ধন থাকুক সেখানে– এই ঠিকানাটাই আমাদের একমাত্র সুযোগ এই হাড়হারামী উন্মাদটাকে ধরার। আমি চাই তুমি তার কথামত রাজি হবে ঠিকানাটা তাকে দেয়ার জন্য যাতে আমরা জানতে পারি কোথায় গেলে তাকে মওকামত পাওয়া যাবে!"

ল্যাংডন কিছু বলবার আগেই সাটো তার বাকী ক্ষোভ ক্যাথরিনের উপর নিক্ষেপ করে।

"আর *তুমি*, মিস.সলোমন! তুমি জানতে এই পাগলাটা কোথায় বাস করে? আমাকে কেন সেটা জানাওনি? তুমি এক ভাড়াটিয়া নটবর পাঠিয়েছো এই লোকের বাসায়? তোমার মাথায় কি একবারও আসেনি যে তুমি তাকে সেখানে ধরবার সুযোগ নষ্ট করছো? আমি কৃতজ্ঞ যে তোমার ভাই নিরাপদ আছে, কিন্তু তোমাকে একটা কথা জানিয়ে রাখি আজ রাতে আমরা যে বিপর্যয় মোকাবেলা করছি সেটার শাখা প্রশাখা তোমার পরিবার ছাড়াও আরও অনেক দূর অব্দি বিস্তৃত। যে লোকটা তোমার ভাইকে অপহরণ করেছে সে অমিত ক্ষমতাশালী এবং অতিসত্ত্বর তাকে গ্রেফতার করতে হবে।"

তার ক্রোধের উদগীরণ শেষ হতে ওয়ারেন বেল্লামির লম্বা মার্জিত ছায়ামূর্তি অন্ধকারের ভেতর থেকে বেরিয়ে এসে বসার ঘরে পা রাখে। তাকে বিধ্বস্ত, বিচলিত আর উদভ্রান্ত দেখায়. . .যেন এইমাত্র সে নরক দর্শন করে এসেছে।

"ওয়ারেন," ল্যাংডন উঠে দাঁড়িয়ে বলে। "তুমি ঠিক আছো?"

"না," সে বলে। "আসলে একেবারেই না।"

"তুমি কি শুনেছো? পিটার নিরাপদ আছে!"

বেল্লামি মাথা নাড়ে, তাকে স্তম্ভিত দেখায়, যেন সেটা এখন কোন বিষয় না। "হ্যাঁ, আমি এইমাত্র তোমার কথোপকথন শুনেছি। আমি কৃতজ্ঞ।"

"ওয়ারেন, এসব কি হচ্ছে?"

সাটো এবার লাগাম তুলে নেয়। "তোমরা পারস্পরিক কুশল বিনিময় পরেও করতে পারবে। এখন, মি.বেল্লামি নিজে থেকে এই উন্মাদের সাথে যোগাযোগ করবেন। ঠিক যেমন সে আজ সারারাত করেছে।"

BanglaBook.org

ল্যাংডন হতবাক হয়ে যায়। "বেল্লামি আজ রাতে এই লোকের সাথে মোটেই যোগাযোগ করেনি! এই লোকটা জানেও না সম্ভবত যে বেল্লামি জড়িত!"

সাটো ভ্রু তুলে বেল্লামির দিকে তাকায়।

বেল্লামি দীর্ঘশ্বাস ফেলে। "রবার্ট আমি দু:খিত আজ সন্ধ্যাবেলা আমি তোমাকে সব সত্যি কথা বলিনি।"

ল্যাংডন ফ্যালফ্যাল করে কেবল তাকিয়ে থাকে।

"আমার মনে হয়েছিল আমি ঠিক কাজটাই করছি. ." বেল্লামি বলে তাকে কেমন ভীত দেখায়।

"বেশ," সাটো বলে, "এখন তুমি ঠিক কাজটাই করবে. .এবং আমরা ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করব তাতে যেন কাজ হয়।" সাটোর অশুভ কণ্ঠস্বরের মাত্রাকে জোরাল করতেই কোথাও ঘড়িতে প্রহর শেষের ঘন্টা ধ্বনি শুরু হয়। সাটো আলামত সংগ্রহের জিপলক ব্যাগ বের করে বেল্লামির দিকে ছুড়ে দেয়। "এখানে, তোমার জিনিসপত্র। তোমার সেলফোনে কি ছবি তোলা যায়?"

"হ্যাঁ, যায়।"

"বেশ, শিরোশোভাটা তুলে ধর।"

মাল'আখ এইমাত্র যে ম্যাসেজটা পেয়েছে সেটা তার সংযোগকারী লোকের কাছ থেকে এসেছে– ওয়ারেন বেল্লামি– যাকে সে আজ রাত শুরু হবার সময় ক্যাপিটল ভবনে সে পাঠিয়েছিল রবার্ট ল্যাংডনকে সহায়তা করতে। বেল্লামিও ল্যাংডনের মত পিটারকে জীবিত ফিরে পেতে ইচ্ছুক এবং মাল'আখকে নিশ্চিত করেছে সে ল্যাংডনকে পিরামিডটা ফিরে পেতে এবং পাঠোদ্ধারে সহায়তা করবে। সারারাত, সে ই-মেইল আপডেট পেয়েছে যা তার সেলফোনে স্বয়ংক্রিয়ভাবে পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে।

*এটা চিত্তাকর্ষক হতে পারে,* মাল'আখ ম্যাসেজটা ওপেন করার সময়ে ভাবে।

**প্রেরক: ওয়ারেন বেল্লামি**

**ল্যাংডেন থেকে আলাদা হয়ে পড়েছিলাম কিন্তু অবশেষে তোমার দাবীকৃত তথ্য লাভ করেছি। প্রমাণ সংযুক্ত রয়েছে। নিখোঁজ অংশের জন্য যোগাযোগ কর।**

**–ডব্লি**

**–ওয়ান অ্যাটাচমেন্ট (জেপিইজি)–**

BanglaBook.org

*নিখোঁজ অংশের জন্য যোগাযোগ?* মাল'আখ ভাবতে ভাবতে অ্যাটাচমেন্ট খুলে।

অ্যাটাচমেন্ট একটা ফটো।

মাল'আখ সেটা ভাল করে দেখে জোরে শ্বাস নেয় এবং টের পায় উত্তেজনায় তার হৃৎপিণ্ড পাগলের মত স্পন্দিত হতে শুরু করেছে। সে একটা ক্ষুদে সোনার পিরামিডের দিকে তাকিয়ে আছে। *কিংবদন্তির শিরোশোভা!* অলঙ্কৃত খোদাই একটা প্রতিশ্রুতির বাণী: *দি সিক্রেট হাইডস উইথইন দি অর্ডার।*

ইনস্ক্রিপশনের নীচে, মাল'আখ কিছু একটা দেখে যা তাকে বিস্মিত করে। শিরোশোভাটা দেখে মনে হয় আভা ছড়াচ্ছে। চোখে অবিশ্বাস নিয়ে সে হাল্কা দীপ্তিমান লেখাটার দিকে তাকিয়ে থাকে এবং উপলব্ধি করে কিংবদন্তিটা আক্ষরিক অর্থেই সত্য। *ম্যাসনিক পিরামিড নিজেকে রূপান্তরিত করে কেবল জ্ঞানীর কাছেই নিজের রহস্য প্রকাশ করে।*

মাল'আখের কোন ধারণা নেই, এই জাদুকরী রূপান্তর কিভাবে সংঘটিত হয়েছে, আর সেটা নিয়ে সে পরোয়া করে না। দীপ্তিমান লেখাটা ডি.সি'র একটা নির্দিষ্ট অবস্থান পরিষ্কারভাবে নির্দেশ করছে ঠিক যেমনটা ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছিল। *ফ্রাঙ্কলিন স্কোয়্যার।* দুর্ভাগ্যবশত শিরোশোভার ছবিটায় বেল্লামির তর্জনী শিরোশোভার উপরে এমন সুকৌশলে স্থাপিত যে তথ্যের একটা গুরুত্বপূর্ণ অংশ তার নীচে চাপা পড়ে আছে।

**রহস্য**
**লুকিয়ে আছে**
**আট ফ্রাঙ্কলিন স্কোয়্যার**
**অর্ডারের ভিতরে**

*নিখোঁজ অংশের জন্য যোগাযোগ কর,* মাল'আখ এবার বেল্লামির কথার অর্থ বুঝতে পারে।

ক্যাপিটলের স্থপতি সারারাতই তার সাথে সহযোগিতা করে আসলেও, এখন সে একটা খুবই বিপজ্জনক খেলা খেলবে বলে মনোস্থির করেছে।

BanglaBook.org

# ৯২
## অধ্যায়

কয়েকজন অস্ত্রধারী সিআইএ এজেন্টের সতর্ক প্রহরায় সাটো, ল্যাংডন, বেল্লামি আর ক্যাথরিন ক্যাথিড্রাল কলেজের বসার ঘরে অপেক্ষা করে। তাদের সামনের কফি টেবিলে উপরে, ল্যাংডনের চামড়ার ডেব্যাগটার মুখ এখনও খোলা আর ভেতর থেকে সোনার শিরোশোভার শীর্ষদেশ উঁকি দিচ্ছে। *আট ফ্রাঙ্কলিন স্কোয়্যার* এখন মিলিয়ে গিয়েছে, এখন দেখলে বোঝা অসম্ভব যে সেখানে কখনও কিছু লেখা ছিল।

ক্যাথরিন সাটোর কাছে অনুরোধ করে ভাইকে দেখতে যাবার জন্য কিন্তু কেবল মাথা নেড়ে তার আবেদন নাকচ করে দিয়ে একদৃষ্টিতে বেল্লামির সেলফোনের দিকে তাকিয়ে থাকে। সেলফোনটা কফি টেবিলের উপরে রাখা এবং তাতে এখনও কাঙ্ক্ষিত রিং শোনা যায়নি।

*বেল্লামি আমাকে সত্যি কথা বলে দিলেই পারতো?* ল্যাংডন ভাবে। আপাতদৃষ্টিতে দেখা যাচ্ছে সারা রাতই পিটারের অপহরণকারীর সাথে তার যোগাযোগ ছিল, তাকে সে আশ্বাসবাণী বারবার পাঠিয়েছে ল্যাংডন পিরামিডের পাঠোদ্ধার করছে বলে। পুরোটাই ধাপ্পা ছিল, পিটারের জন্য সময় কেনার প্রয়াসে। বস্তুত, বেল্লামি ঠিক তার উল্টোটা করেছে কেউ পাঠোদ্ধারের চেষ্টা করলেই সে ভেজাল বাঁধিয়েছে। অবশ্য এখন বোঝা যাচ্ছে কোন কারণে বেল্লামি পক্ষ পরিবর্তন করেছে। সাটো আর বেল্লামি এখন পিরামিডের রহস্য জলাঞ্জলি দিয়ে হলেও এই লোকটাকে গ্রেফতার করতে বদ্ধপরিকর।

"আমার কাঁধ থেকে তোমার হাত সরাও!" একটা বয়স্ক কণ্ঠস্বর হলরুমে কাউকে ধমকে উঠে বলে। "আমি অন্ধ কিন্তু পঙ্গু নই! আমি কলেজে আমার পথ চিনে নিতে পারবো!" ডিন গ্যালাওয়ে ভূতের বাপবাপান্ত করতে থাকে এক এজেন্ট তাকে ধরে বসার ঘরে নিয়ে এসে জোর করে একটা চেয়ারে বসিয়ে দিলে।

"এখানে কে আছে?" গ্যালাওয়ে তিরিক্ষে কণ্ঠে জিজ্ঞেস করে, তার খালি চোখের দৃষ্টি নাক বরাবর রাখা। "শব্দ শুনে মনে হচ্ছে বেশ বড় জটলা। একজন বুড়ো লোককে আটকে রাখতে কি পুরো দল নিয়ে এসেছো? সত্যি বলো!"

"এখানে আমরা সাতজন আছি," সাটো থাকতে না পেরে ঘোষণা করে। "আমাদের সাথে রবার্ট ল্যাংডন, ক্যাথরিন সলোমন আর তোমার নিকটাত্মীয় ওয়ারেন বেল্লামি আছে।"

গ্যালাওয়ে চুপসে যায় তার সব তর্জন-গর্জন-শাসানি বন্ধ হয়ে যায়।

"আমরা ঠিক আছি," ল্যাংডন বলে। "আর আমরা এইমাত্র জানতে পেরেছি পিটার নিরাপদে আছে। তার শারিরীক অবস্থা সঙ্গীন কিন্তু পুলিশ তার সাথে আছে।"

"ঈশ্বর করুণাময়," গ্যালাওয়ে বলে। "আর–"

একটা জোরাল খটরমটর শব্দ সবাইকে চমকে দেয়। বেল্লামির সেলফোন কফি টেবিলে ভাইব্রেশন সৃষ্টি করেছে। সবাই চুপ হয়ে যায়।

"ঠিক আছে, মি.বেল্লামি," সাটো বলে। "গড়বড় করো না। তুমি ঝুঁকির পরিমাণ জানো।"

বেল্লামি একটা গভীর শ্বাস নিয়ে সশব্দে নি:শ্বাস ফেলে। তারপরে সে নীচু হয়ে স্পিকারের বাটন অন করে কলটা কানেক্ট করে।

"বেল্লামি বলছি," কফিটেবিলে রাখা ফোনটার দিকে জোরে চেঁচিয়ে বলে।

BanglaBook.org

স্পিকার থেকে ভেসে পরিচিত ফ্যাসফেসে চাপা কণ্ঠস্বর ভেসে আসে। শব্দ শুনে মনে হয় সে গাড়ির ভিতর থেকে হ্যাণ্ডস-ফ্রি স্পিকারফোন থেকে কথা বলছে। "মি.বেল্লামি, মাঝরাত পেরিয়ে গেছে। আমি পিটারকে তার দুর্দশা থেকে মুক্তি দিব ভাবছিলাম।"

একটা অস্বস্তিকর নিরবতা ঘরে বিরাজ করে। "আমাকে তার সাথে কথা বলতে দাও।'

"অসম্ভব," লোকটা বলে। "আমরা গাড়িতে আর তাকে হাত-পা বেধে ট্রাঙ্কে রেখেছি।"

ল্যাংডন আর ক্যাথরিন পরস্পরের দিকে তাকায় এবং তারপরে সবার উদ্দেশ্যে মাথা নাড়তে শুরু করে। *ব্যাটা ভাওতা দিচ্ছে! পিটার তার কাছে নেই!*

সাটো বেল্লামির দিকে তাকিয়ে ইঙ্গিতে চাপ দিতে বলে।

"আমি প্রমাণ চাই যে পিটার জীবিত আছে," বেল্লামি বলে। "আমি তোমাকে বাকিটা দেবনা যদি–"

"তোমাদের কুল পুরোহিতের ডাক্তার প্রয়োজন। দরদস্তুর করে সময় ক্ষেপণ করো না। আমাকে ফ্রাঙ্কলিন স্কোয়্যারের সড়ক নাম্বার দাও আমি তাকে সেখানে নিয়ে আসব।"

"আমি বলেছি একবার আমি চাই–"

"এখনই!" লোকটা ক্ষেপে যায়। "নয়তো আমি রাস্তার ধারে গাড়ি থামাব আর পিটার এখনই মারা যাবে!"

"আমার কথা শোন," বেল্লামি জোরাল কণ্ঠে বলে। "তুমি যদি ঠিকানার বাকী অংশটা চাও তবে আমার কথা মত কাজ করতে হবে। ফ্যাঙ্কলিন স্কোয়্যারে আমার সাথে দেখা কর। পিটারকে আমার কাছে জীবিত অবস্থায় ফিরিয়ে দিলেই কেবল আমি বাকী অংশটুকু বলবো।"

"আমি কিভাবে জানব তুমি কর্তৃপক্ষ নিয়ে আসবে না?"

"কারণ আমি তোমাকে ধোঁকা দেয়ার ঝুকি নেব না। পিটারের জীবনই আজ রাতে কেবল বিপর্যয়ের সম্মুখীন না আমি জানি আজরাতে সত্যিকারের বিপর্যয়ের মধ্যে কি আছে।"

"তুমি একটা কথা ভাল করে মাথায় ঢুকাও," ফোনের অন্যপাশের লোকটা বলে, "ফ্রাঙ্কলিন স্কোয়্যারে আমি তুমি ছাড়া অন্য কারও উপস্থিতির যদি আভাস পাই, আমি গাড়ি চালিয়ে চলে যাব আর তুমি জীবনেও পিটার সলোমনের কোন চিহ্ন খুঁজে পাবে না। আর অবশ্যই তোমার তখন দুশ্চিন্তার আরও অনেক কারণ থাকবে।"

"আমি একাই আসব," বেল্লামি ভারাক্রান্ত কণ্ঠে বলে। "তুমি পিটারকে ফিরিয়ে দিলে আমি তোমাকে সবকিছু বলবো।"

"স্কোয়্যারের ঠিক মধ্যেখানে," লোকটা বলে। "আমার বিশ মিনিট সময় লাগবে সেখানে পৌছাতে। আমি পরামর্শ দেবো আমি পৌছান না পর্যন্ত তুমি সেখানে অপেক্ষা করবে।"

BanglaBook.org

লোকটা লাইন কেটে দেয়।

ঘরটা সাথে সাথে আবার প্রাণ ফিরে পায়। সাটো চেঁচিয়ে আদেশ দেয়া শুরু করে। কয়েকজন এজেন্ট মুখের কাছে রেডিও নিয়ে দরজার উদ্দেশ্যে হাঁটা দেয়। "চলো! চলো!"

বিশৃঙ্খলার ভিতরে, ল্যাংডন বেল্লামির দিকে তাকায় আজ রাতে আসলেই কি ঘটছে সে বিষয়ে কোন ব্যাখ্যার আশায়, কিন্তু বুড়ো লোকটাকে ততক্ষণে দরজা দিয়ে বের করে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।

"আমি আমার ভাইয়ের সাথে দেখা করতে চাই!" ক্যাথরিন চিৎকার করে বলে। "আমাদের যেতে দিতে হবে!"

সাটো ক্যাথরিনের কাছে এগিয়ে আসে। "আমি কোন কিছু করতে বাধ্য নই, মিস.সলোমন। আমার কথা বুঝতে পেরেছো?"

ক্যাথরিন তার জায়গায় দাঁড়িয়ে থেকে সাটোর ছোট ছোট চোখের দিকে বেপরোয়া দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে।

"মিস.সলোমন আমার কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সলোমন স্কোয়্যারে এই লোকটাকে গ্রেফতার করাটা আর তুমি এখানে আমার লোকের সাথে বসে থাকবে যতক্ষণ না আমি সেটা করতে পারছি। তারপরে কেবল তারপরেই আমরা তোমার ভাইয়ের বিষয়ে ভেবে দেখবো।"

"তুমি বিষয়টা বুঝতে পারছো না," ক্যাথরিন বলে। "আমি জানি লোকটা কোথায় বাস করে! ক্যালোরমা হাইটসে পাঁচ মিনিটের পথ। আর সেখানে অনেক কিছু আছে যা তোমায় সহায়তা করবে। তাছাড়া তুমি বলেছো যে তুমি যতটা সম্ভব নিরবে কাজটা করতে চাও। কে জানে পিটার একবার জ্ঞান ফিরে পেলে কর্তৃপক্ষকে কি উলোটপালট বলবে।"

সাটো ঠোঁট চেপে ধরে ক্যাথরিনের কথাটা ভেবে দেখে। বাইরে চপারের পাখা ঘুরতে শুরু করে। সাটো ভ্রুকুচকে তার একজন এজেন্টের দিকে তাকায়। "হার্টম্যান তুমি কালো এসকালেড নিয়ে যাবে। মিস.সলোমন আর মি.ল্যাংডনকে তুমি ক্যালোরমা হাইটসে পৌছে দেবে। পিটার সলোমন যেন কারো কাছে কিছু না বলে। বুঝতে পেরেছো?"

"জলের মত পরিষ্কার," এজেন্ট বলে।

"সেখানে পৌছে আমার সাথে যোগাযোগ করবে। কিছু পেলে আমাকে জানাবে। আর এই কপোতকপোতী যেন কখনও তোমার চোখের আড়ালে যেতে না পারে।"

এজেন্ট হার্টম্যান দ্রুত মাথা নাড়ে, এসকালেডের চাবি বের করে দরজার দিকে এগিয়ে যায়।

ক্যাথরিন ঠিক তার পেছনে।

সাটো ল্যাংডনের দিকে তাকায়। "প্রফেসর, শীঘ্রই তোমার সাথে দেখা হবে। আমি জানি তুমি আমাকে শত্রু ভাব কিন্তু আমি তোমাকে নিশ্চিত করতে পারি বিষয়টা মোটেই সেরকম নয়। পিটারের কাছে যাও, আর এটা এখানেই শেষ হচ্ছে না।'

BanglaBook.org

ল্যাংডনের একপাশে, কফি টেবিলের সামনে ডিন গ্যালাওয়ে চুপ করে বসে আছে। তার হাত টেবিলের উপরে ল্যাংডনের খোলা ব্যাগের রাখা পিরামিডটা খুঁজে পেয়েছে। বৃদ্ধ লোকটা উষ্ণ পিরামিডের উপর পরম মমতায় হাত বুলাচ্ছে।

ল্যাংডন বলে, "ফাদার আপনি কি পিটারকে দেখতে যাবেন?"

"আমি কেবল তোমাদের দেরী করিয়ে দেব।" গ্যালাওয়ে হাত সরিয়ে নিয়ে ব্যাগের চেন বন্ধ করে। "আমি এখানেই থাকব আর পিটারের আরোগ্যের জন্য প্রার্থনা করব। আমরা পরে কথা বলবো। কিন্তু তুমি যখন পিটারকে পিরামিডটা দেখাবে তখন আমার হয়ে তাকে একটা কথা বলবে?"

"অবশ্যই," ল্যাংডন ব্যাগটা কাঁধে নিতে নিতে বলে।

"তাকে বলবে।" গ্যালাওয়ে তার গলা পরিষ্কার করে। "ম্যাসনিক পিরামিড সবসময়ে তার রহস্য বজায় রাখবে. . .*অকপটে।*"

বুড়ো লোকটা চোখ মটকায়। "পিটারকে কেবল এটাই বলবে। সে বুঝতে পারবে।"

কথাটা বলেই ডিন গ্যালাওয়ে মাথা নামিয়ে নিয়ে প্রার্থনা করতে শুরু করে।

হতভম্ব ল্যাংডন তাকে সেখানে সেভাবে রেখে দ্রুত বাইরে বেরিয়ে আসে। ক্যাথরিন ইতিমধ্যে সাভের সামনের সিটে বসে এজেন্টকে পথের নির্দেশ দিচ্ছে। ল্যাংডন পেছনে উঠে বসে দরজা বন্ধ করতে না করতে, বিশাল বাহনটা গর্জে উঠে লনের উপর দিয়ে ক্যালোরমা হাইটসের দিকে ছুটতে শুরু করে।

# ৯৩
# অধ্যায়

ফ্রাঙ্কলিন স্কোয়্যার ডাউনটাউন ওয়াশিংটনের উত্তরপশ্চিম চতুর্থাংশে, কে আর থার্টিনথ স্ট্রীট দ্বারা সীমাবদ্ধ, অবস্থিত। অনেক ঐতিহাসিক ভবন এই অঞ্চলে অবস্থিত, যার মধ্যে অন্যতম ফ্রাঙ্কলিন স্কুল, ১৮৮০ সালে যেখান থেকে আলেকজাণ্ডার গ্রাহাম বেল প্রথম ওয়্যারলেস বার্তা প্রেরণ করেছিলেন।

স্কোয়্যারের অনেক উপরে, একটা দ্রুতগামী ইউএইচ-৬০ হেলিকপ্টার পশ্চিম দিক থেকে এগিয়ে আসে, ন্যাশনাল ক্যাথিড্রাল থেকে আসতে তার মিনিটখানেকের বেশি সময় লাগেনি। *অনেক সময় পাওয়া গেছে,* সাটো নীচের স্কোয়্যারের দিকে তাকিয়ে ভাবে। সে জানে তাদের লক্ষ্যবস্তু পৌঁছাবার আগে তার লোকদের কারও কোন সন্দেহ উদ্রেক না করে লুকিয়ে পড়াটা গুরুত্বপূর্ণ। *তার কথা মত আগামী বিশ মিনিটে তার এখানে পৌঁছাবার কথা না।*

সাটোর নির্দেশে, পাইলট আশেপাশের মধ্যে সবচেয়ে উঁচু ভবনের– বিখ্যাত ওয়ান ফ্রাঙ্কলিন স্কোয়্যার– একটা উঁচু আর মর্যাদার প্রতীক হিসাবে বিবেচিত অফিসভবন যার উপরে দুটো স্বর্ণমণ্ডিত চূড়া রয়েছে, ছাদে "টাচ-হোভার"

BanglaBook.org

অবতরণ করে। এই ধরণের ম্যানুভার অবশ্যই অবৈধ কিন্তু চপারটা সেখানে মাত্র কয়েক সেকেণ্ড অবস্থান করে এবং এর স্কিডস ছাদের গ্রাভেল স্পর্শ করেনা বললেই চলে। সবাই অবতরণ করা মাত্র পাইলট উপরে উঠে আসে, পূর্ব দিকে মুখ করে "নি:শব্দ উচ্চতা" উঠে গিয়ে সেখান থেকে অদৃশ্যভাবে সহযোগিতা করবে।

সাটো, তার দলের লোকদের জিনিসপত্র গুছিয়ে নেবার আর বেল্লামিকে আসন্ন অভিসারের জন্য প্রস্তুত করতে থাকলে, অপেক্ষা করে। সাটোর নিরাপদ ল্যাপটপে ফাইলটা দেখার পর থেকেই, স্থপতিকে বিমূঢ় দেখাচ্ছে। *আমি যেমন বলেছি. . .জাতীয় নিরাপত্তার বিষয়। বেল্লামি* সাথে সাথে তখন সাটোর কথার অর্থ বুঝতে পারে এবং সহযোগিতা করতে রাজি হয়।

"আমরা প্রস্তুত, ম্যা'ম," এজেন্ট সিমকিনস বলে।

সাটোর নির্দেশে, এজেন্টরা বেল্লামিকে পথ দেখিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নীচে নেমে যায় যে যার মত অবস্থান নেবে বলে।

ভবনটা কিনারে গিয়ে সাটো নীচের দিকে তাকায়। আয়তাকার বৃক্ষশোভিত পার্কটা পুরোটা ব্লক জুড়ে অবস্থিত। *অনেক জায়গা আছে আড়াল নেবার জন্য।* সাটোর দল কোন ধরণের সন্দেহের উদ্রেক না করে হস্তক্ষেপের গুরুত্ব পুরোপুরি অনুধাবন করেছে। তাদের টার্গেট যদি কোন সন্দেহ করে পালিয়ে যায়. .ডিরেক্টর সে সম্ভাবনার কথা চিন্তাও করতে চান না।

ছাদের উপরে বাতাস শীতল আর ঝড়ো। সাটো দুহাতে নিজেকে আঁকড়ে ধরে এবং শক্ত করে দাঁড়িয়ে থাকে যাতে বাতাস তাকে উড়িয়ে নিয়ে কিনারা দিয়ে ফেলে না দেয়। এই উঁচু সুবিধাজনক স্থান থেকে, কয়েকটা ভবনসহ, ফ্রাঙ্কলিন স্কোয়্যারকে তার যেমন মনে আছে তার চেয়ে ছোট মনে হয়। সে কল্পনা করতে চেষ্টা করে কোন ভবনটা আট ফ্রাঙ্কলিন স্কোয়্যার হতে পারে। তার এনালিস্ট নোলার কাছে সে এই তথ্যটা জানতে চেয়েছে, যে কোন মুহূর্তে তার ফোন সে আশা করছে।

বেল্লামি আর তার এজেন্টদের এবার নীচে দেখা যায়, পিপড়ের মত বৃক্ষশোভিত অন্ধকারের ভিতরে তারা হারিয়ে যায়। সিমকিনস বেল্লামিকে জনমানবহীন পার্কের ভিতরে একটা ফাঁকা স্থানে দাঁড় করায়। তারপরে সিমকিনস আর তার এজেন্টের দল প্রাকৃতিক আড়ালের মাঝে মিশে গিয়ে দৃষ্টির আড়ালে অবস্থান নেয়। কয়েক সেকেণ্ড পরে, বেল্লামি পার্কের কেন্দ্রে স্ট্রিটল্যাম্পের নীচে একা কাঁপতে কাঁপতে পায়চারি করতে থাকে।

সাটো তার জন্য কোন করুণা বোধ করে না।

সাটো একটা সিগারেট ধরায় এবং জোরে টান দেয়, গরম উষ্ণ ধোঁয়া ফুসফুসে প্রবাহিত হলে অনুভূতিটা সে উপভোগ করে। সবকিছু জায়গামত রয়েছে এ বিষয়ে সন্তুষ্ট হয়ে, সে কিনারা থেকে সরে এসে দুটো ফোন কলের জন্য অপেক্ষা করতে থাকে– একটা তার এনালিস্ট নোলার করার কথা অন্যটা আসবে এজেন্ট হার্টম্যানের কাছ থেকে যাকে সে ক্যালোরমা হাইটসে পাঠিয়েছে।

BanglaBook.org

## ৯৪
## অধ্যায়

*আস্তে চালাও!* ল্যাংডন পেছনের সীটে কোনমতে আঁকড়ে বসে ভাবে, বিশাল কালো এসকালেড প্রায় দু'চাকার উপরে ভর করে একটা বাঁক অতিক্রম করলে। সিআইএ এজেন্ট হার্টম্যান হয় ক্যাথরিনকে নিজের বাহাদুরি দেখাতে চায় অথবা তাকে বলা হয়েছে পিটার সলোমন স্থানীয় কর্তৃপক্ষের কাছে কিছু বলার মত সুস্থ হয়ে উঠবার আগে তাকে সেখানে পৌঁছাতে হবে।

দূতাবাস সড়কের লাল-আলো-অতিক্রম উচ্চ গতিসম্পন্ন চালনা যথেষ্ট উদ্বেগজনক বলে পরিগণিত হয়, কিন্তু এখন তারা কালোরমা হাইটসের এঁকেবেঁকে চলে যাওয়া আবাসিক এলাকার ভিতর দিয়ে এগিয়ে চলেছে। যেতে যেতে ক্যাথরিন থেকে থেকেই চেঁচিয়ে পথের নির্দেশ দেয়, আজ বিকেলেই সে লোকটার বাসায় এসেছিল।

প্রতিবার বাঁক নেবার সময়ে ল্যাংডনের কাঁধের ব্যাগটা সামনে পিছনে দোল খায়, এবং শিরোশোভার পাথরের সাথে আঘাতের সাথে শোনে সেটা এখন পিরামিডের মাথা থেকে খসে ব্যাগের তলদেশে ঝাকি খাচ্ছে। সেটা ক্ষতিগ্রস্থ হবে মনে করে সে ব্যাগের ভিতরে হাতড়ে সেটা খুঁজে বের করে। শিরোশোভাটা এখন উষ্ণ হয়ে আছে কিন্তু দীপ্তি ছড়াতে থাকা লেখাটা মিলিয়ে গিয়ে কেবল মূল খোদাইটাই দেখা যায়।

*দি সিক্রেট হাইডস উইথইন দি অর্ডার।*

শিরোশোভাটা সে ব্যাগের পাশের পকেটে ঢুকিয়ে রাখতে যাবে এমন সময়ে এর মসৃণ পৃষ্ঠদেশে সে সাদা সাদা ক্ষুদ্র দলা লক্ষ্য করে। বিভ্রান্ত, সে সেগুলো তুলে ফেলতে চায় কিন্তু তারা শক্ত করে লেগে রয়েছে আর স্পর্শ করলে কঠিন বলে অনুভূত হয়. .অনেকটা প্লাস্টিকের মত। *এটা আবার কিসের আলামত?* সে এবার পিরামিডের পৃষ্ঠেও একই ধরণের সাদা দলা লক্ষ্য করে। সে এবার নখ দিয়ে একটা খুটিয়ে তুলে দু'আঙ্গুলের মাঝে সেটা ডলে দেখে।

"মোম?" সে জোরে বলে উঠে।

ক্যাথরিন কাঁধের উপর দিয়ে পেছনে তাকায়। "কি বলছো?"

"মোমের দলা পিরামিড আর শিরোশোভার উপরে ভরে আছে। আমি ব্যাপারটা বুঝতে পারছি না। এটা আবার কোথা থেকে আসল?"

"তোমার ব্যাগের ভেতরে কিছু একটা ছিল সম্ভবত?"

"আমার তা মনে হয় না।"

তারা বাঁক ঘুরতে, ক্যাথরিন কাঁচের ভেতর থেকে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে এজেন্ট হার্টম্যানের দিকে তাকায়। "এইযে ওটা! আমরা পৌঁছে গেছি।"

BanglaBook.org

ল্যাংডন সামনে তাকিয়ে সিকিউরিটি বাহনের ঘুরতে থাকা আলো সামনের ড্রাইভওয়েতে দেখতে পায়। ড্রাইভওয়ের গেটটা টেনে একপাশে খুলে রাখা হয়েছে এবং এজেন্ট হার্টম্যান খোলা প্রবেশপথ দিয়ে সাভটা ভিতরে নিয়ে আসে।

ভেতরে একটা দৃষ্টিনন্দন ম্যানসন। ভেতরের প্রতিটা ঘরের আলো জ্বলছে এবং সদর দরজা হাট করে খোলা। প্রায় আধডজন গাড়ি সামনের ড্রাইভওয়ে আর লনে এলোমেলো করে পার্ক করে রাখা, বোঝাই যায় তাড়াহুড়ো করে তারা এসেছে। কোন কোন গাড়ির ইঞ্জিন এখনও চালু আর হেডলাইট জ্বালান রয়েছে, বেশির ভাগই বাড়ির দিকে মুখ করে আছে কেবল একটা উল্টোদিকে মুখ করা, তারা ভিতরে প্রবেশ করার সময়ে তাদের প্রায় অন্ধ করে রাখে।

এজেন্ট হার্টম্যান লনে একটা বিশাল সাদা গাড়ির পাশে এসে থামে যার গায়ে উজ্জ্বল রঙিন ডিক্যাল: **প্রেফার্ড সিকিউরিটি**। ঘুরতে থাকা আলো এবং হেডলাইটের হাইবিম তাদের কার্যত কিছু দেখতে দেয় না। ক্যাথরিন সাথে সাথে গাড়ি থেকে নেমে বাড়ির উদ্দেশ্যে দৌড়াতে শুরু করে। ল্যাংডন ব্যাগের চেন বন্ধ না করে সেটা কাঁধে নিয়ে নেয়। সে লনের উপর দিয়ে দুলকি চালে দৌড়ে খোলা দরজার দিকে এগিয়ে যায়। ভেতর থেকে গলার আওয়াজ শোনা যায়। ল্যাংডনের পেছনে, সাভ পিকপিক করে উঠে এজেন্ট হার্টম্যান বাহনটা লক করে তাদের পেছন পেছন দ্রুত আসতে থাকে।

ক্যাথরিন পোর্চের সিঁড়ি লাফিয়ে উঠে যায়, সদর দরজা দিয়ে বাসার ভিতরে প্রবেশ করে। ল্যাংডন তার পেছন পেছন চৌকাঠ পেরিয়ে ভেতরে আসে এবং দেখতে পায় ক্যাথরিন ফয়্যার দিয়ে কণ্ঠস্বর অনুসরণ করে মেইন হলওয়ে দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। তার পেছনে হলের শেষপ্রান্তে চেয়ারে এক সিকিউরিটি কর্মীকে তাদের দিকে পিঠ দিয়ে বসে থাকতে দেখা যায়।

"অফিসার!" ক্যাথরিন দৌড় শুরু করে চেঁচিয়ে উঠে। "পিটার সলোমন কোথায়?"

ল্যাংডন তার পেছনে দৌড়ে আসে কিন্তু তখনই একটা অপ্রত্যাশিত নড়াচড়া তার চোখে পড়ে। তার বাম দিকে লিভিং রুমের জানালা দিয়ে সে ড্রাইভওয়ের দরজা বন্ধ হয়ে যেতে দেখে। *আজব কাণ্ড!* কিছু একটা তার চোখে পড়ে. .কিছু একটা যা ঘুরতে থাকা আলো আর হাইবিমের কারণে ঢোকার সময়ে সে দেখতে পায়নি। যে আধ-ডজন গাড়ি এলোমেলো করে ড্রাইভওয়েতে পার্ক করা রয়েছে সেগুলো পুলিশের বা জরুরী প্রয়োজনের বাহন না সেটি মনে করেছিল।

*একটা মার্সেডিস?. . .একটা হ্যাঁমার?. . .একটা টেসলা রোডস্টার?*

সাথে সাথে ল্যাংডন বুঝতে পারে যে কণ্ঠস্বর তারা বাইরে থেকে শুনেছিল সেটা আসলে ডাইনিং রুম থেকে ভেসে আসা টিভির শব্দ।

ধীরে ধীরে ঘুরে দাঁড়িয়ে, ল্যাংডন হলওয়ের দিকে তাকিয়ে চেঁচিয়ে উঠে। "ক্যাথরিন,দাড়াও!"

কিন্তু ঘুরে দাঁড়াতে সে দেখে যে ক্যাথরিন সলোমন মোটেই দৌড়াচ্ছে না।

সে শূন্যে ভাসছে।

BanglaBook.org

# ৯৫
# অধ্যায়

ক্যাথরিন সলোমন টের পায় সে পড়ে যাচ্ছে. . .কিন্তু সে বুঝতে পারে না কেন।

সে হল দিয়ে দৌড়ে খাবার ঘরে বসে থাকা নিরাপত্তা কর্মীর দিকে আসছিলো তখন একটা অদৃশ্য বাঁধায় তার পা জড়িয়ে যায় এবং তার পুরো দেহ সামনের দিকে ঝাঁকি খেয়ে বাতাসে ডানা মেলে।

সে এখন পৃথিবীর বুকে ফিরে আসছে. .এক্ষেত্রে কেবল শক্ত কাঠের মেঝের উপরে।

ক্যাথরিন পেটের উপরে ভর দিয়ে পড়লে প্রচণ্ড আছাড়ে তার ফুসফুস থেকে সব বাতার বেরিয়ে যায়। তার মাথার উপরে একটা ভারী কোটদানি বেকায়দা ভঙ্গিতে টলোমলো করে এবং মেঝেতে পড়ে থাকা তার দেহ থেকে সামান্য দূরে উল্টে পড়ে। সে মাথা তুলে, তখনও বাতাসের অভাবে খাবি খাচ্ছে, বিভ্রান্ত হয়ে তাকিয়ে দেখে চেয়ারে বসে থাকা নিরাপত্তা কর্মী একটুও নড়েনি। আরও অবাক করার ব্যাপার, কোটদারি নীচে একটা পাতলা তার আটকানো যেটা পুরো হলওয়ের বরাবর টানা।

*কোন পাগল এটা করেছে. . .?*

"ক্যাথরিন?" ল্যাংডন তার নাম ধরে চিৎকার করতে, সে গড়িয়ে একপাশে কাত হয়ে তার দিতে তাকাতে তার রক্ত জমে যায়। *রবার্ট! তোমার পেছনে! সে* চিৎকার করতে চেষ্টা করে কিন্তু তখনও তার ফুসফুস খালি। সে কেবল তাকিয়ে দেখে আতঙ্কিত করে তোলার মত ধীর গতিতে ল্যাংডন হলওয়ে দিয়ে তাকে সাহায্য করার জন্য ছুটে আসছে পেছনের অবস্থা সম্পর্কে একেবারেই বেখেয়াল, এজেন্ট হার্টম্যান চৌকাঠের নীচে টলমল পায়ে দাঁড়িয়ে আছে গলার কাছটা খামচে ধরে। হার্টম্যানের হাতের ফাঁক দিয়ে রক্ত ফিনকি দিয়ে বেরিয়ে আসছে একটা লম্বা স্ক্রুড্রাইভার হাতল সে আঁকড়ে ধরে আছে যার আরেক প্রান্ত গলা ফুঁড়ে বেরিয়ে এসেছে।

এজেন্ট সামনের দিকে আছাড় খেতে পেছনে এবার তার আক্রমণকারী চেহারা দেখা যায়।

*হায় ঈশ্বর . . .না!*

নেংটি পরিহিত বিশালদেহী এক লোক আপাতদৃষ্টিতে বোঝা যায় ফয়্যারে ওত পেতে ছিল। তার পেশল শরীরের পুরোটায় মাথা থেকে পায়ের তালু অব্দি বিচিত্র উল্কি আঁকা। সদর দরজা টেনে বন্ধ করে দিয়ে লোকটা হল দিয়ে ল্যাংডনের দিকে ধেয়ে আসে।

সদর দরজা বন্ধ হবার সাথে সাথেই এজেন্ট হার্টম্যান মেঝে আছড়ে পড়ে। ল্যাংডন চমকে উঠে এবং ঘুরতে যায় কিন্তু নেংটি পরা হনুমানটা ততক্ষণে

BanglaBook.org

ল্যাংডনের কাছে চলে এসেছে এবং তার পেছনে কি দিয়ে যেন একটা মোক্ষম আঘাত করে। আলোর ঝলক আর বিদ্যুতে তীক্ষ্ণ হিসহিস শব্দ ভেসে আসে এবং ক্যাথরিনের চোখের সামনে ল্যাংডন আড়ষ্ট হয়ে যায়। চোখ বড় হয়ে জমে গিয়ে ল্যাংডন সামনের দিকে কাত হয়ে আসে, পক্ষাঘাতগ্রস্থের মত জবুথবু হয়ে আছড়ে পড়ে। সে তার চামড়ার ব্যাগের উপরে সজোরে আছাড় খেতে পিরামিডটা ব্যাগ থেকে ছিটকে বেরিয়ে আসে।

উল্কি আঁকা লোকটা মাটিতে পড়ে থাকা শিকারের দিকে এক ঝলক তাকিয়ে থেকে সে ল্যাংডনকে টপকে সোজা ক্যাথরিনের দিকে এগিয়ে আসে। সে ততক্ষণে কনুইয়ের উপরে ভর দিয়ে পেছন দিকে খাবার ঘরের দিকে ছেচড়ে এগোতে থাকে, সেখানে একটা চেয়ারের সাথে ধাক্কা খায়। মহিলা নিরাপত্তা রক্ষী যাকে চেয়ারে ঠেকনা দিয়ে বসিয়ে রাখা হয়েছিল এখন নড়ে উঠে এবং একটা বস্তার মত তারপাশে গড়িয়ে পড়ে। মহিলার প্রাণহীন মুখে আতঙ্কের অভিব্যক্তি। তার মুখে কাপড়ের টুকরো গোজা রয়েছে।

বিশালদেহী লোকটা ক্যাথরিন কোন প্রতিক্রিয়া প্রকাশের পূর্বেই তার কাছে পৌঁছে যায়। সে তার কাঁধ অমানুষিক শক্তিতে আঁকড়ে ধরে। তার মুখে মেকআপের প্রলেপ না থাকায় এখন ভীষণ ভয়ঙ্কর একটা দৃশ্য। তার মাংসপেশী কিলবিল করে উঠে এবং সে টের পায় একটা কাপড়ের পুতুলের মত লোকটা তাকে পেটের উপরে ভর দিয়ে উল্টে দেয়। একটা ভারী হাঁটু পিঠ চেপে ধরলে তার মনে হয় কোমরের কাছে তার দেহটা বুঝি দু'ভাগ হয়ে যাবে। সে তার হাত দুটো ধরে পেছনের দিকে টেনে আনে।

তার মাথা এখন এক পাশে কাত হয়ে আছে এবং তার মুখ কার্পেটের উপর চেপে থাকায় সে ল্যাংডনকে পড়ে থাকতে দেখে, তার থেকে অন্য দিকে মুখ করে যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছে। তার পেছনে এজেন্ট হার্টম্যানের নিথর দেহ ফয়্যারে পড়ে রয়েছে।

ক্যাথরিন কব্জিতে শীতল ধাতব চিমটি অনুভব করে, এবং সে আতঙ্কিত হয়ে উঠে বুঝতে পারে যে ধাতব তার দিয়ে বাঁধা হয়েছে। আতঙ্কে সে পেছনে সরে যেতে চায় কিন্তু সেটা কেবল তার হাতে তীব্র যন্ত্রণার একটা অনুভূতির জন্ম দেয়।

"এই তারটা কেটে বসবে যদি তুমি নড়ার চেষ্টা কর," লোকটা তার কব্জি ছেড়ে এবার গোড়ালির দিকে ভীতিকর দক্ষতায় এগিয়ে যায়।

ক্যাথরিন তাকে লাথি মারা চেষ্টা করলে সে তার ডান উরুতে চাপড় বসিয়ে দিলে তার পুরো পা যেন অবশ হয়ে আসে। কয়েক মুহূর্তের ভিতরে তার গোড়ালিও বাঁধা হয়ে যায়।

"রবার্ট!" সে কোন মতে ডাক দেয়।

ল্যাংডন এখনও হলওয়ের মেঝেতে গোঙাচ্ছে। সে তার চামড়ার ব্যাগের উপরে ত্রিভঙ্গ আঁকৃতিতে পড়ে রয়েছে পাথরের পিরামিড ব্যাগ থেকে বের হয়ে তার মাথার কাছে গড়াগড়ি খাচ্ছে। ক্যাথরিন বুঝতে পারে পিরমিডটা তার শেষ ভরসা।

BanglaBook.org

"আমরা পিরামিডের পাঠোদ্ধার করেছি," সে তার আক্রমণকারীকে বলে। "আমি তোমাকে সব বলবো!"

"হ্যাঁ, তুমি সেটা অবশ্যই বলবে।" কথাটা বলে সে মৃত নিরাপত্তা রক্ষীর মুখ থেকে কাপড়ের টুকরোটা বের করে তার মুখে গুঁজে দেয়।

মৃত্যুর স্বাদ যেন কাপড়টায়।

ল্যাংডনের দেহ যেন তার নিজের না। সে পড়ে আছে, অনড় আ অবশ হয়ে, শক্ত কাঠের মেঝেতে তার গাল ঠেকে আছে। সে স্টানগানের কথা অনেক শুনেছে যে মানুষের স্নায়ুতন্ত্রে অতিরিক্ত বিদুৎ প্রবাহিত করে এগুলো তাদের শিকারকে সাময়িকভাবে পঙ্গু করে দেয়। তাদের কাজের ধারা– একধরণের মাংসপেশীর বৈদ্যুতিক বিচ্যুতি– অনেকটা বজ্রপাতের মত। ব্যথার তীব্র একটা ঝলক যেন তার দেহের প্রতিটা কোষে প্রবেশ করেছে। এখন তার মনের অধিশ্রয়ন সত্ত্বেও তার মাংসপেশী নির্দেশ মানতে অপারগতা প্রকাশ করছে।

*উঠে দাঁড়াও।*

মেঝের উপরে মুখ নীচে দিয়ে পঙ্গু হয়ে পড়ে থেকে, ল্যাংডন কোন মতে শ্বাস নেয়। সে এখনও তার আক্রমণকারীর চেহারা দেখতে পায়নি তবে সে এজেন্ট হার্টম্যানকে রক্তের একটা ছোটখাট পুকুরের ভিতরে পড়ে থাকতে দেখে। ল্যাংডন ক্যাথরিনকে ধ্বস্তাধ্বস্তি আর তর্ক করতে শোনে কিন্তু কিছুক্ষণ আগে তার কণ্ঠস্বর অস্পষ্ট হয়ে পড়েছে যেন লোকটা তার মুখে কিছু একটা গুঁজে দিয়েছে।

*রবার্ট উঠে দাঁড়াও! তোমার সাহায্য তার প্রয়োজন!*

ল্যাংডনের পা ঝিনঝিন করে, অনুভূতি ফিরে আসবার জ্বালাময় কষ্টকর প্রক্রিয়া, কিন্তু এখনও তারা সহযোগিতা করতে অস্বীকৃতি জানায়। *নড়ো!* তার বাহুদ্বয় টান খায় অনুভূতি ফিরে আসতে শুরু করায়, সেইসাথে তার গলা আর মুখেরও বোধ ফিরে আসতে শুরু করে। অনেক কষ্টে সে মাথাটা ফয়্যারের দিক থেকে খাবার ঘরের দিকে সে ঘুরায়।

ল্যাংডনের দৃষ্টিপথ বাঁধাগ্রস্থ– পাথরের পিরামিড, সেটা তার ব্যাগ থেকে বেরিয়ে মেঝেতে পড়ে আছে পিরামিডের ভিত্তিটা তার মুখ থেকে কয়েক ইঞ্চি দূরে।

এক মুহূর্তের জন্য ল্যাংডন বুঝতে পারে না সে কিসের দিকে তাকিয়ে আছে। চারকোণা পাথরটা অবশ্যই পিরামিডের তলদেশে কিন্তু কেমন অন্যরকম দেখাচ্ছে। খুবই অন্যরকম। এটা এখন বর্গাকার এখন পাথরের. . কিন্তু সেটা এখন আর সমতল আর মসৃণ নেই। পিরামিডের তলদেশে খোদাই করা প্রতীকে ভরে উঠেছে। *এটা কিভাবে সম্ভব?* সে কয়েক সেকেণ্ড তাকিয়ে থাকে দৃষ্টিবিভ্রম কিনা বুঝতে চেষ্টা করে। *আমি পিরামিডটার তলদেশ ডজনখানেক বার খুটিয়ে দেখেছি. . সেখানে কোন খোদাই ছিল না!*

BanglaBook.org

কেন এখন ল্যাঙডন বুঝতে পারে।

তার শ্বাসপ্রশ্বাস সহজাত প্রবৃত্তির বশে চালু হয় এবং সে সহসা জোরে শ্বাস নেয় বুঝতে পারে ম্যাসনিক পিরামিডের এখনও অনেক রহস্য প্রকাশ করার আছে। *আমি আরেকটা রূপান্তর প্রত্যক্ষ করলাম।*

এক নিমেষে গ্যালাওয়ের শেষ অনুরোধের মানে সে বুঝতে পারে। *পিটারকে কেবল বোলো: ম্যাসনিক পিরামিড সবসময়ে তার রহস্য বজায় রেখেছে. . নিষ্ঠার সাথে।* কথাটা সে সময়ে অদ্ভুত মনে হয়েছিল কিন্তু ল্যাংডন এখন বুঝতে পারে গ্যালাওয়ে পিটারকে একটা সাঙ্কেতিক বার্তা পাঠিয়েছে। পরিহাসের বিষয়, এই একই সংকেত ল্যাংডনের পাঠ করা একটা মাঝারি মানের রোমাঞ্চপোন্যাসে কাহিনীর গতিপরিবর্তক হিসাবে ব্যবহৃত হতে দেখেছে।

*সিন-সেরে*

মাইকেলেঞ্জেলোর সময় থেকে ভাস্করর‍া তাদের ভাস্কর্যের খুঁত ঢাকতে ফাটলের ভিতরে গরম মোম প্রবিষ্ট করিয়ে উপরে পাথরের গুড়ো ঘষে দিয়ে আসছেন। এই পদ্ধতিটাকে প্রতারণা হিসাবে বিবেচনা করা হয়ে থাকে আর সেজন্য কোন ভাস্কর্য্য "মোম বিহীন"- আক্ষরিকভাবে *সিন সেরা* –তাকে সিনসিয়ার ভাস্কর্য্য হিসাবে গণ্য করা হয়। বাগধারাটা টিকে যায়। আজও আমরা চিঠির নীচে লিখে থাকি "সিনসিয়ারলি ইয়োরস" একটা প্রতিশ্রুতি হিসাবে যার মানে আমাদের কথায় কোন খাঁদ নেই "মোমছাড়া" সেগুলো লেখা হয়েছে।

পিরামিডের তলদেশের এই খোদাই একই পদ্ধতিতে ঢেকে দেয়া হয়েছিল। ক্যাথরিন যখন শিরোশোভার নির্দেশ অনুসরণ করে এবং পিরামিডটা পানিতে উত্তপ্ত করে তখন মোম গলে গিয়ে খোদাইটা উন্মুক্ত করে তুলেছে। গ্যালাওয়ে বসার ঘরে তখন পিরামিডের গায়ে হাত বুলিয়ে তলদেশের উন্মুক্ত খোদাই অনুভব করতে চাইছিলো।

এখন, মুহূর্তের জন্য হলেও, সে আর ক্যাথরিন কি বিপদের ভিতরে পড়েছে সেটা ভুলে যায়। সে পিরামিডের তলদেশে প্রতীকের অবিশ্বাস্য একটা সমাবেশের দিকে তাকিয়ে থাকে। তাদের অর্থ সম্বন্ধে তার কোন ধারণা নেই. .বা তারা চূড়ান্তভাবে কি প্রকাশ করবে কেবল একটা বিষয় নিশ্চিত। *ম্যাসনিক পিরামিডের এখনও অনেক রহস্য প্রকাশ করা বাকি আছে। আট ফ্রাঙ্কলিন স্কোয়্যার মোটেই শেষ উত্তর না।*

এ্যাড্রেনালিনের অতিরিক্ত নি:সরণ নাকি এটা কয়েক সেকেণ্ড অতিরিক্ত সময় শুয়ে থাকার কারণে ল্যাংডন বলতে পারবে না কিন্তু সহসা সে তার নিজের দেহের উপরে নিয়ন্ত্রণ ফিরে পায়।

কষ্ট করে হলেও, সে এক হাত এক পাশে সরিয়ে আনে চামড়ার ব্যাগটা চোখের সামনে থেকে দূর হতে সে খাবার ঘরের দৃশ্য দেখতে পায়।

আতঙ্কিত চোখে, ক্যাথরিনকে বেধে ফেলা হয়েছে আর তার মুখে এখন একটা কাপড় গুঁজে দেয়া হয়েছে। ল্যাংডন তার মাংসপেশী বাঁকায়, চেষ্টা করে

BanglaBook.org

হাটুর উপরে ভর দিয়ে উঠে বসতে কিন্তু কিছু পরেই সে চরম অবিশ্বাসের সাথে জমে যায়। খাবার ঘরের দরজায় হাড় কাপিয়ে দেয়া একটা দৃশ্যের অবতারণা হয়েছে- একটা মানুষের দেহাবয়ব যেমনটা ল্যাংডন আগে কখনও দেখেনি।

*খোদার খাসি কি খেয়ে এমন. .   ?!*

ল্যাংডন উল্টোদিকে ঘুরে, পাগলের মত পা ছুড়তে থাকে, চেষ্টা করে পিছিয়ে যেতে কিন্তু উল্কি আঁকা লোকটা তাকে মুরগীর মত ধরে, পিঠের উপরে উল্টে দেয় এবং তার বুকের উপরে চেপে বসে। সে তার হাটু দিয়ে ল্যাংডনের বাইসেপ চেপে ধরে তাকে যন্ত্রণাদায়ক ভঙ্গিতে মেঝের সাথে আটকে ফেলে। লোকটার বুকে একটা দুই মাথা বিশিষ্ট ফিনিক্স কিলবিল করে। তার গলা, মুখ আর মাথা পরিষ্কার করে কামান এবং সেখানে ব্যাতিক্রমী, দুর্বোধ্য প্রতীকের চোখ ধাঁধান উল্কির একটা সমাবেশ- সিজিলস, ল্যাংডন জানে- ডাকিনী বিদ্যার আনুষ্ঠানিক অর্চনায় এগুলো ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

ল্যাংডন আর কিছু বুঝে উঠবার আগে লোকটা দুহাতের তালুতে ল্যাংডনের দু কান চেপে মাথাটা মামাবাড়ি দেখাবার কায়দায় মেঝে থেকে উপরে তুলে নিয়ে অসম্ভব জোরে শক্তকাঠের মেঝেতে নামিয়ে আনে।

ল্যাংডনের দুনিয়া বাধ্য ছেলের মত অন্ধকারে ছেয়ে যায়।

## ৯৬
## অধ্যায়

মাল'আখ নিজের হলওয়েতে দাঁড়িয়ে চারপাশের ধ্বংসযজ্ঞ পর্যবেক্ষন করে। তার বাসা একটা যুদ্ধক্ষেত্রের রূপ নেয়।

রবার্ট ল্যাংডন তার পায়ের কাছে অচেতন অবস্থায় পড়ে রয়েছে।

খাবার ঘরের মেঝেতে হাতপা বাঁধা অবস্থায় মুখে কাপড় নিয়ে অসহায়ভাবে পড়ে আছে ক্যাথরিন সলোমন।

কাছের নিরাপত্তা কর্মী মেয়েটার লাশ বস্তার মত পড়ে আছে চেয়ারে যেটায় তাকে ঠেস দিয়ে বসিয়ে রাখা হয়েছিল সেখান থেকে সে গড়িয়ে পড়েছে। এই মেয়ে রক্ষী নিজের জীবন বাঁচাতে এইটাই আগ্রহী ছিল মাল'আখের নির্দেশ মত সবকিছু সে করেছে। গলার কাছে একটা চাকু ধরা অবস্থায়, সে মাল'আখের সেলফোনে উত্তর দিয়েছে এবং মিথ্যা কথা বলেছে যা ল্যাংডন আর ক্যাথরিনকে এখানে টেনে এনেছে। *তার সাথে কোন সঙ্গী ছিল না আর পিটার সলোমন মোটেই নিরাপদে নেই।* মেয়েটা তার কাজ নিষ্ঠার সাথে সম্পন্ন করা মাত্র, মাল'আখ নিরবে তাকে গলা টিপে হত্যা করেছে।

মাল'আখ বাসায় নেই এই ভ্রান্তি সৃষ্টির উদ্দেশ্যে সে বেল্লামিকে ফোন করেছে গাড়ির তার একটা গাড়ির হ্যাণ্ডস-ফ্রি ফোন থেকে। *আমি এখন রাস্তায়,*

banglabook.org

*বেল্লামি* আর তার সাথে বাকি যারা শুনছিলো সবার উদ্দেশ্যে সে বলে। *পিটার আমার গাড়ির ট্রাঙ্কে।* বস্তুতপক্ষে মাল'আখ কেবল তার গ্যারেজ আর সামনের বাগান পর্যন্ত ড্রাইভ করেছে যেখানে সে তার অসংখ্য গাড়ির কয়েকটা এলোপাথাড়ি পার্ক করে রেখে আলো জ্বালিয়ে ইঞ্জিন চালু করে রেখে দেয়।

ভাঁওতাটা ভালই কাজে দেয়।

প্রায়।

একমাত্র বিচ্যুতি ফয়্যারের কালো পোষাক পরিহিত লাশটা যার গলা এফোড়ওফোড় হয়ে গেছে একটা স্ক্রুড্রাইভার। মাল'আখ লাশটা তল্লাশি করে এবং সর্বাধুনিক ট্রান্সসিভার আর সিআইএ'র লোগো সম্বলিত সেলফোন খুঁজে পেতে শিষ দিয়ে উঠে। *মনে হচ্ছে তারাও আমার ক্ষমতার ব্যাপারে ওয়াকিবহাল।* সে ব্যাটারি বের করে ভারী পিতলের হুড়কোটা দিয়ে অনুষঙ্গ দুটোর দফারফা করে।

মাল'আখ জানে তাকে এবার দ্রুত সবকিছু করতে হবে বিশেষ করে যদি সিআইএ এর সাথে জড়িয়ে থাকে। সে ল্যাংডনের কাছে ফিরে আসে। প্রফেসর এখনও সংজ্ঞাহীন আর আশা করা যায় আরো কিছুক্ষণ তিনি তার সংজ্ঞাহীন ধ্যান বজায় রাখবেন। মাল'আখের উত্তেজিত চোখ এবার প্রফেসরের খোলা ব্যাগের পাশে মেঝেতে পড়ে থাকা পাথরের পিরামিডের উপরে স্থির হয়। তার হৃৎপিণ্ডের গতি দ্রুততর হয়ে উঠে শ্বাস বন্ধ হয়ে যায়।

*আমি বহু বছর অপেক্ষা করেছি. . .*

নীচু হয়ে ম্যাসনিক পিরামিডটা মাটি থেকে তুলে নেবার সময়ে তার হাত মৃদু কাঁপতে থাকে। পাথরের খোদাইয়ের উপরে সে যখন হাত বুলায় তাদের প্রতিশ্রুতি তার ভিতরে একটা আতঙ্ক মিশ্রিত সম্ভ্রম জাগিয়ে তুলে। সে আরও বেশি আবিষ্ট হয়ে উঠার আগে পিরামিডটা আর এর শিরোশোভাটা ব্যাগে ভরে চেন টেনে দেয়।

*আমি শীঘ্রই পিরামিডটা সংযুক্ত করবো. অনেক নিরাপদ একটা স্থানে।*

সে ব্যাগটা কাঁধে নেয় এবং ল্যাংডনকে কাঁধে নিতে চেষ্টা করে কিন্তু প্রফেসরের সুঠাম দেহ যতটা মনে করেছিল তার চেয়ে বেশি ভারী। মাল'আখ বাধ্য হয়ে তাকে বগলের নীচে চেপে ধরে ছেচড়ে নিয়ে যায়। *সে যেখানে যাচ্ছে জায়গাটা তার মোটেও পছন্দ হবে না,* মাল'আখ ভাবে।

সে ল্যাংডনকে টেনে নিয়ে যেতে থাকলে, রান্নাঘরের টেলিভিশন থেকে শব্দ ভেসে আসে। ভাওতার একটা অংশ ছিল টিভিটা থেকে ভেসে আসা শব্দ আর মাল'আখ সেটা বন্ধ করতে ভুলে গেছে। স্টেশন থেকে এখন এক টেলিভ্যানজেলিস্টের লর্ডস প্রেয়ারের সমাবেশ পরিচালনা প্রচার করছে। মাল'আখ ভাবে তার সম্মোহিত দর্শকদের কারো কি বিন্দুমাত্র কোন ধারণা আছে প্রার্থনাটা আসলে কোথা থেকে এসেছে।

"  .স্বর্গের মত পৃথিবীতেও.  " উপস্থিত সবাই সমস্বরে বলে।

BanglaBook.org

*হ্যাঁ,* মাল'আখ ভাবে। *যতটা উপরে ঠিক ততটাই নীচে।*

". . .এবং আমাদের প্রলোভনের হাত থেকে রক্ষা কর.

*প্রভু আমাদের দেহের দূর্বলতা থেকে আমাদের রক্ষা কর।*

". .শয়তানের হাত থেকে আমাদের রক্ষা কর. " তারা সবাই সনির্বন্ধ প্রার্থনা করে।

মাল'আখ হাসে। *সেটা একটু সমস্যা হবে। অন্ধকার ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে।* তারপরেও, চেষ্টা করার জন্য মাল'আখ তাদের প্রশংসা করে। মানুষের ভিতরে যারা অদৃশ্য শক্তির সাথে কথা বলে এবং সাহায্য প্রার্থনা করে আধুনিক পৃথিবীতে তারা একটা বিপন্ন প্রজাতি।

মাল'আখ ল্যাংডনকে বসার ঘরের ভিতর দিয়ে টেনে নিয়ে যাচ্ছিল যখন সমাবেশটা ঘোষণা করে, "আমেন!"

*আমন,* মাল'আখ শুধরে দিতে চায়। *তোমার ধর্মের সূতিকাগৃহ হল মিশর।* দেবতা আমন জেউসের প্রটোটাইপ. . . জুপিটারের. . .এবং অন্য সব আধুনিক দেবতাদের। আজও পৃথিবীর সব ধর্মে তার নামই বিভিন্ন ভাবে উচ্চারিত হচ্ছে। *আমেন! আমিন! আম!*

টেলিভেনজালিস্ট স্বর্গ আর নরকে প্রতাপবিস্তারকারী দেবদূত, শয়তান আর আত্মার প্রাধান্যপরম্পরা বাইবেলের বিভিন্ন বাণী উদ্ধৃত করে ব্যাখ্যা করেন। "তোমাদের আত্মাকে অশুভ শক্তির হাত থেকে রক্ষা কর!" সে তাদের সতর্ক করে বলে। "প্রার্থনায় নিজেদের আত্মাকে শক্তিশালী কর! ঈশ্বর আর তার দেবদূতেরা তোমাদের প্রার্থনার উত্তর দেবেন!"

*সে ঠিকই বলছে,* মাল'আখ জানে। *কিন্তু বাবা, শয়তানও প্রার্থনার উত্তর দেয়।*

মাল'আখ অনেক আগে জেনেছে, সাধনার যথোপযুক্ত প্রয়োগের মাধ্যমে, একজন সাধনাকারী আধ্যাত্মিক জগতের দ্বার উন্মোচিত করতে পারে। সেখানে অবস্থিত অদৃশ্য শক্তিরা, অনেকটাই মানুষের মত, তাদের অনেক রূপ, ভাল আর মন্দ মিলিয়ে। আলোর অনুগামী যারা তারা রক্ষা করে, উপশম করে জগতে শৃঙ্খলা আনতে চায়। যারা অন্ধকারের অনুগামী তারা ঠিক উল্টোটা করতে চায়. . .বিশৃঙ্খলা আর ধ্বংস বয়ে আনে।

ঠিকমত সাধনা করলে, সাধনাকারী পার্থিব আঁকাঙ্খা পালনে অদৃশ্য শক্তিতে রাজি করান যেতে পারে. .এভাবে তার ভিতরে একটা অতিমানবীয় শক্তির জন্ম হয়। সাধনাকারীকে সাহায্য করার বিনিময়ে এসব অদৃশ্য শক্তিরা পূজা চায়– আলোর অনুসারীদের বশ করতে হয় প্রার্থনা আর প্রশংসা দ্বারা এবং অন্ধকারের অনুগামীরা চায় রক্তপাত বা বলি।

*বলি বা উৎসর্গ যত বড় হবে, ততবেশী শক্তি স্থানান্তরিত হবে।* মাল'আখ তার সাধনা শুরু করেছিল নগণ্য প্রাণীর রক্তপাত ঘটিয়ে। সময়ের সাথে সাথে, অবশ্য, উৎসর্গের জন্য তার পছন্দ ক্রমশ সাহসী হয়ে উঠে। *আজ রাতে আমি চরম পদক্ষেপ নেব।*



BanglaBook.org

"সাবধান!" ধর্মপ্রচারক উঠেন, মহাপ্রলয় সমাগত। "মানুষের আত্মার পরম আর শেষ যুদ্ধ শীঘ্রই শুরু হবে।"

*আসলেও,* মালআ'খ ভাবে। *আর আমি হব সেই যুদ্ধের অন্যতম যোদ্ধা।*

যুদ্ধ অবশ্য শুরু হয়েছে অনেক অনেক কাল আগে। প্রাচীন মিশরে, যারা এই সাধনার ধারাকে সমৃদ্ধ পরিশীলিত করেছেন ইতিহাস তাদের মহান কুশলী হিসাবে চেনে, সাধারণের উর্ধ্বে উঠে তারা সত্যিকারের আলোর সাধনা করেছেন। পৃথিবীর বুকে তারা দেবতার মত বিচরণ করেছেন। দীক্ষার জন্য তারা বিশাল সব মন্দির তৈরী করেছেন যেখানে সারা পৃথিবী থেকে নব্যদীক্ষিতের দল জ্ঞানের সন্ধানে আসত। সেখান থেকে জন্ম নেয় একদল সোনালী মানুষের একটা জাতি। সংক্ষিপ্ত সময়ের জন্য যারা তাদের পার্থিব বন্ধন ছিন্ন করে নিজেদের উর্ধ্বে তুলে ধরবে বলে মনে হয়।

*প্রাচীন রহস্যময়তার সোনালী যুগ।*

এবং মানুষ তবুও, রক্তমাংসের দ্বারা গড়া হবার কারণে লোভ, লালসা, ঘৃণা, দম্ভ, অহমিকা, প্রভৃতি পাপের দ্বারা সহজেই প্রভাবিত হয়। সময়ের সাথে সাথে, সেইসব লোক জন্ম নেয় যারা সাধনার ধারায় দুর্নীতির বিস্তার ঘটায়, একে বিপথগামী করে এবং ব্যক্তিগত লাভের জন্য এটা ব্যবহার করে। তারা এই বিপথগামী ধারা ব্যবহার করে অন্ধকারের শক্তিকে ডেকে আনে। একটা ভিন্ন সাধনার ধারা জন্ম নেয়. .অনেক বেশি প্রভবিষ্ণু, উপস্থায়ী আর প্রভাব মাদকতাময়।

*আমার সাধনা যেমন।*

*আমার শ্রেষ্ঠ কর্ম যেমন।*

আলোকিত নব্যদীক্ষিত আর তাদের দুর্বোধ্য ভ্রাতৃসঙ্ঘ অশুভের উত্থান প্রত্যক্ষ করে এবং দেখে মানুষ তাদের নব্য লব্ধ জ্ঞান তাদের স্বজাতির মঙ্গলের জন্য ব্যবহার করছে না। আর তাই তারা তাদের জ্ঞান লুকিয়ে ফেলেন অর্বাচীনদের হাতে সেটা যাতে না পড়ে। ফলশ্রুতিতে এটা এক সময়ে ইতিহাসের বাঁকে হারিয়ে যায়।

এর সাথে সাথে আসে মানুষের পরম অধ:পতন।

এবং দীর্ঘস্থায়ী অমানিশা।

আজ পর্যন্ত, অভিজাত দীক্ষিতের উত্তর পুরুষ প্রয়াস নিচ্ছে, আলোর জন্য অন্ধের মত হাতড়ে চলেছে, অতীতে হারান ক্ষমতা পুনরুদ্ধার করতে, অন্ধকারকে পরাজিত করার অভিপ্রায়ে। পৃথিবীর সব ধর্মের মন্দির, গির্জা, মসজিদের তারা পুরোহিত। সময় স্মৃতির তাম্রতায় পলির ছাপ ফেলে. . তাদেরকে অতীত থেকে বিচ্ছিন্ন করে। তারা এখন আর জানে না তাদের জ্ঞান কোন শক্তিশালী উৎস থেকে প্রবাহিত হত। তাদের যখন তাদের পূর্বপুরুষদের দিব্য রহস্যের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করা হয় বিশ্বাসের নতুন রক্ষকের দল উচ্চ কণ্ঠে তাদের সাথে কোন ধরণের সংশ্রব অস্বীকার করে, খারেজী বলে বাতিল করে দেয়।

BanglaBook.org

*তারা কি সত্যিই ভুলে গেছে? মাল'আখ ভাবে।*

প্রাচীন সাধনার এই ধারার প্রতিধ্বনি পৃথিবীর নানা প্রান্তে আজও শোনা যায়, ইহুদিদের মরমীবাদী কাব্বালিস্ট থেকে ইসলামের দুর্বোধ্য সূফীসাধকের দল। খ্রিস্টান ধর্মের রহস্যময় কৃত্যানুষ্ঠানের ভিতরে এর নিদর্শন দেখা যায় হলিকমিউনের দেবতার-ভোজের আঁচারে, এর দেবদূত, সাধু আর শয়তানের প্রাধান্যপরম্পরায়, স্তব আর মন্ত্রোচ্চারণে, এর পবিত্র বর্ষপঞ্জির জ্যোতিষতন্ত্রীয় আলম্বে, এর উৎসর্গিত আলখাল্লায় এবং অনন্ত জীবনের প্রতিশ্রুতির মাঝে। এখনও, পাদ্রীরা অশুভ আত্মা বিদূরিত করেন ধোয়াপূর্ণ ধূপাধার আন্দোলিত করে, পবিত্র ঘন্টা বাজিয়ে এবং পবিত্র পানি ছিটিয়ে। খ্রিস্টানরা এখনও মন্ত্রাদি দ্বারা ভূত তাড়াবার অতিপ্রাকৃতিক কৌশল ব্যবহার করে–তাদের বিশ্বাসের আদি প্রথা যা কেবল যা দরকার হয় দুষ্ট আত্মা দূর করতে বা ডেকে নামাতে।

*আর তারপরেও তারা তাদের অতীত দেখতে ব্যর্থ হয়।*

চার্চের মরমী অতীতের প্রমান তার এপিসেন্টারের মত প্রবল আর কোথ'ও না। ভ্যাটিক্যান সিটিতে, সেন্ট পিটারস স্কোয়্যারের ঠিক কেন্দ্রে, একটা বিশাল মিশরীয় ওবেলিস্ক দাঁড়িয়ে আছে। যীশু ভূমিষ্ঠ হবার তেরশো বছর আগে খোদাই করা হয়েছিল– এইর ঐশ্বরিক একশিলা স্তম্ভের সেখানে কোন প্রাসঙ্গিকতা নেই, আধুনিক খৃস্টান ধর্মের সাথে তার কোন যোগসূত্র নেই। কিন্তু তারপরেও সেটা সেখানে আছে। খ্রিস্টের চার্চের একেবারে মর্মস্থলে। একটা পাথুরে সঙ্কেত, মানুষের বোঁধোদয়ের প্রতিক্ষায় রয়েছে। সেইসব মুষ্টিমেয় ঋষিদের টিকে থাকা নিদর্শন যারা মনে রেখেছিল শুরুটা কোথায় হয়েছে। প্রাচীন রহস্যময়তার গর্ভে এই চার্চের জন্ম, আজও তার প্রতীক আর কৃত্যানুষ্ঠান বহন করে চলেছে।

*একটা প্রতীক সবার উপরে।*

তার বেদী, চূড়া, পুরোহিতের পোষাক, এবং বাণীতে খ্রিস্টত্ত্বের একক ছাপ জড়িয়ে আছে– যে একজন ধার্মিক উৎসর্গিত মানুষ। অন্য যে কোন ধর্ম বিশ্বাসের চেয়ে, খ্রিস্টানধর্ম, উৎসর্গের রূপান্তরিত করার ক্ষমতা খুব বেশি বিশ্বাস করে। এখন যীশুর আত্মত্যাগকে সম্মান দেখাতে, তার অনুসারীরা ব্যক্তিগত আত্মত্যাগের দূর্বল অভিব্যক্তি প্রস্তাব করে. .উপবাস, জমির ফসল উৎসর্গ, লেন্ট পর্ব পালন।

*এইসব উৎসর্গ গুরুত্বপূর্ণ, অবশ্যই। রক্তব্যতীত .সত্যিকারের উৎসর্গ নেই।*

অন্ধকারের শক্তি অনেকদিন আগেই রক্তদানের প্রথা শুরু করেছে এবং সেটা করতে গিয়ে তারা এতটাই শক্তিশালী হয়ে উঠেছে যে শুভ শক্তি তাদের দমিয়ে রাখতে রীতিমত হিমশিম খাচ্ছে। শীঘ্রই আলো পুরোপুরি গ্রাস হয়ে যাবে এবং অন্ধকারের সাধনাকারীরা মানুষের মনে অবাঁধে চলাচল করবে।

BanglaBook.org

# ৯৭
# অধ্যায়

"আট ফ্রাঙ্কলিন স্কোয়্যার অবশ্যই আছে," সাটো জোর দিয়ে বলে। "আবার ভাল করে খুঁজে দেখো!"

নোলা তার ডেস্কে বসা অবস্থায় হেড সেট এডজাস্ট করে। "ম্যা'ম, আমি সবজায়গায় খুঁজে দেখেছি. . .ডি.সিতে এ রকম কোন ঠিকানা নেই।"

"আজব, আমি এক ফ্রাঙ্কলিন স্কোয়্যারের ছাদে দাঁড়িয়ে আছি," সাটো বলে। "তাহলে আট অবশ্যই থাকবে।"

*ডিরেকটর সাটো ছাদে দাঁড়িয়ে?* "দাড়ান।" নোলা আবার নতুন সার্চ শুরু করে। সে তাকে হ্যাকারের বিষয়টা বলতে চায় কিন্তু এই মুহূর্তে সাটোর মাথায় আট ফ্রাঙ্কলিন স্কোয়্যার আটকে রয়েছে। তাছাড়া, নোলার কাছে পুরো তথ্যও নেই। *মরার সেই সিস-সেক গেলো কোথায়?*

"ঠিক আছে," নোলা স্ক্রিনের দিকে তাকিয়ে বলে, "আমি সমস্যাটা বুঝেছি। ওয়ান ফ্রাঙ্কলিন স্কোয়্যার ভবনটার নাম. ওটা কোন ঠিকানা না। ঠিকানাটা আসলে হবে ১৩০১ কে স্ট্রীট।"

খবরটা সম্ভবত ডিরেকটরকে কিংকর্তব্যবিমূঢ় করে তোলে। "নোলা, আমার পক্ষে এখন ব্যাখ্যা করা সম্ভব না-পিরামিডে স্পষ্ট করে লেখা আছে আট ফ্রাঙ্কলিন স্কোয়্যার।'

নোলা এবার সটান উঠে বসে। *পিরামিডে নির্দিষ্ট ঠিকানা উল্লেখ করা রয়েছে?*

"অভিলিখনে," সাটো বলতে থাকে, "বলা আছে: 'দি সিক্রেট হাইডস উইথইন দি অর্ডার- আটফ্রাঙ্কলিন স্কোয়্যার'।"

নোলা কল্পনা করতে হিমশিম খেয়ে যায়। "*অর্ডার* মানে. .ম্যাসনিক বা ভ্রাতৃসঙ্ঘের অর্ডার?"

"আমার তাই মনে হয়," সাটো বলে।

নোলা এক মুহূর্ত ভাবে এবং তারপরে আবার টাইপ করতে শুরু করে। "ম্যা'ম সময়ে সাথে সম্ভবত সড়কের নাম্বার বদলেছে? কিংবদন্তি সত্যি হলে পিরামিডটা বেশ পুরাতন হবার কথা পিরামিডটা তৈরী করার সময়ে হয়ত ফ্রাঙ্কলিন স্কোয়্যারের নাম্বার আলাদা ছিল? আমি এখন আট ছাড়া সার্চ দিয়েছি. .কেবল. .অর্ডার. .'ফ্রাঙ্কলিন স্কোয়্যার'. এবং 'ওয়াশিংটন ডি.সি'. .আমরা তাহলে হয়ত একটা ধারণা পাব যে আসলেই-" সার্চ রেজাল্ট আসতে তার কথা মাঝ পথেই থেমে যায়।

"কি পেলে?" সাটো অধৈর্য্য কণ্ঠে জিজ্ঞেস করে।

BanglaBook.org

নোলা বেকুবের মত লিস্টের প্রথম রেজাল্টের দিকে তাকিয়ে থাকে–মিশরের গ্রেট পিরামিডের একটা দৃষ্টিনন্দন ছবি–যা ফ্রাঙ্কলিন স্কোয়্যারের একটা ভবনের প্রতি উৎসর্গিত পেজের ধারণা ফুটিয়ে তোলার জন্য প্রেক্ষাপটে ব্যবহৃত হয়েছে। স্কোয়্যারের বাকি ভবনগুলোর সাথে এর কোন মিল নেই।

*বা বলতে গেলে সারা শহরের ভবনের সাথে।*

নোলা ভবনটার আজব স্থাপত্যশৈলী দেখে অবাক হয়না এর উদ্দেশ্যের বর্ণনা পড়ে থমকে যায়। ওয়েবসাইটটা অনুসারে, এই ব্যাতিক্রমী সৌধটা একটা পবিত্র মন্দির হিসাবে নির্মিত হয়েছিল. .প্রাচীন একটা গুপ্তসঙ্ঘের জন্য, এই সঙ্ঘের সদস্যদের দ্বারা. .এবং এই সঙ্ঘের সদস্যদের জন্য. .এর নক্সা করা হয়েছিল।

## ৯৮
## অধ্যায়

রবার্ট ল্যাংডন প্রচণ্ড মাথাব্যথা নিয়ে জেগে উঠে।

*আমি কোথায়?*

সে যেখানে আছে জায়গাটা অন্ধকার। গভীর-গুহার অমানিশা, এবং মৃত্যুর মত নিরবতা।

দুহাত দুপাশে রেখে সে মাটিতে পিঠ দিয়ে পড়ে আছে। বিভ্রান্ত, সে তার হাত পায়ের আঙ্গুল নাড়াতে চেষ্টা করে, এবং কোন ব্যথা অনুভব না করায় স্বস্তি পায়। *কি হয়েছিল?* তার মাথাব্যথা আর নিশ্ছিদ্র অন্ধকার ছাড়া বাকী সবই কম বেশি স্বাভাবিক মনে হয় তার কাছে।

প্রায় সবকিছুই।

ল্যাংডন অনুভব করে সে একটা শক্ত মেঝের উপরে শুয়ে আছে যা বাড়াবাড়ি রকমের মসৃণ, অনেকটা কাঁচের ন্যায়। আরো অবাক করার মত ব্যাপার, সে মসৃণ মেঝেটা তার দেহ ত্বক দিয়ে অনুভব করতে পারে. .কাঁধ, পিঠ, নিতম্ব, উরু, কাফ। *আমি কি নগ্ন?* বিভ্রান্ত, সে তার সারা দেহে হাত দিয়ে দেখে।

*খোদা! আমার কাপড় কোথায়?*

অন্ধকারের ভিতরে ধোয়াশা কাটতে শুরু করে এবং ল্যাংডনের সবকিছু মনে পড়তে থাকে. . .আতঙ্কিত করে তোলার মত সব ঘটনা. .এক মৃত সিআইএ এজেন্ট. .উল্কি আঁকা পশুটার মুখ. .ল্যাংডনের মাথা মেঝেতে বাড়ি খাবার শব্দ. .এবং তারপরে মনে পড়ে গা গুলিয়ে উঠার মত ক্যাথরিন সলোমনের হাত-পা বাঁধা মুখে কাপড় গোজা অবস্থায় খাবার ঘরের মেঝেতে পড়ে থাকার দৃশ্য।

BanglaBook.org

*হায় খোদা!*

ল্যাংডন দ্রুত উঠে বসতে যেযে মাথার কয়েক ইঞ্চি উপরে ঝুলে থাকা কিছু তার কপালে আঘাত করে। ব্যথার একটা ঘূর্ণিঝড় তার মাথার ভিতরে বয়ে যায় এবং সে প্রায় অচেতন অবস্থায় আবার শুয়ে পড়ে। টলোমলো অবস্থায় সে হাত তুলে অন্ধকারে হাতড়াতে থাকে বাঁধাটা কি দেখতে। সে যা খুঁজে পায় বুঝতে পারে না সেটা কি। মনে হয় ঘরের ছাদ মাত্র ফুট খানেক উপরে অবস্থিত। *এটা আবার কিসের আলামত?* সে দুহাত দুপাশে সরিয়ে উপুড় হবার চেষ্টা করতে গেলে দুপাশের দেয়ালে তার হাত আটকে যায়।

এতক্ষণে ল্যাংডন বুঝতে পারে ব্যাপারটা। সে মোটেই কোন ঘরে নেই।

*সে একটা বাক্সে আছে!*

তার ক্ষুদ্র শবাঁধারের মত কন্টেনারে ল্যাংডন পাগলের মত দুহাতে আঘাত করতে শুরু করে। সাহায্যের জন্য চিৎকার করতে থাকে। প্রতি মুহূর্ত অতিক্রম করার সাথে সাথে চেপে বসা অসহ্য আতঙ্ক তাকে পাগল করে তুলে।

*আমাকে জীবন্ত কবর দেয়া হয়েছে।*

ল্যাংডনের আজব শবাঁধারের ঢাকনা বিন্দুমাত্র নড়ে না, বুনো আতঙ্কে সে যতই হাত পা দিয়ে আঘাত করুক না কেন। সে কেবল বুঝতে পারে বাক্সটা ফাইবারগ্লাস দিয়ে প্রস্তুত। বাতাস নিরোধক। শব্দ নিরোধক। আলো নিরোধক। পলায়ন নিরোধক।

*এই বাক্সে আমি একাকী দম আটকে মারা যাব।*

ছোট বেলায় সে যে গভীর ইঁদারায় পড়ে গিয়েছিল সেটার কথা সে ভাবে এবং তলাহীন একটা খাদের অন্ধকারে একাকী সারারাত কাটাবার সেই আতঙ্কজনক স্মৃতির কথা মনে পড়ে। সেই আঘাত ল্যাংডনের মানসিক গঠনে গভীর ক্ষতচিহ্নের জন্ম দিয়েছে, বদ্ধস্থান সম্পর্কে বিবশ করা আতঙ্কের জন্ম দিয়েছে তার ভিতরে।

আজরাতে, জীবন্ত সমাধিস্থ অবস্থায় রবার্ট ল্যাংডন তার চরম দু:স্বপ্নের রাত অতিক্রম করে।

ক্যাথরিন সলোমন মাল'আখের খাবার ঘরের মেঝেতে পড়ে কাঁপতে থাকে। কব্জিতে আর পায়ে বাঁধা তার মাংসপেশীতে গেথে বসে গেছে এবং সামান্য নড়াচড়া করলে মনে হবে আরও টাইট হচ্ছে বাঁধনটা।

উল্কি আঁকা লোকটা নির্মমভাবে ল্যাংডনকে অচেতন করে এবং মেঝের উপর দিয়ে তার নির্জীব দেহ আর পিরামিডসহ ব্যাগটা টেনে নিয়ে যায়। তারা কোথায় গিয়েছে, ক্যাথরিনের কোন ধারণা নেই। তাদের সাথে আসা এজেন্টও মৃত। অনেকক্ষন সে একটা শব্দও শোনেনি এবং সে চিন্তা করে উল্কি আঁকা লোকটা আর ল্যাংডন বাড়িতে এখনও আছে কি না। সে সাহায্যের জন্য চেচাতে চেষ্টা করে কিন্তু প্রতিবার চেষ্টা করার সাথে সাথে মুখের কাপড়টা বিপজ্জনকভাবে শ্বাসনালীর কাছে চলে আসে।

BanglaBook.org

এবার সে একটা পায়ের শব্দ তার দিকে এগিয়ে আসছে বুঝতে পারে, মাথা ঘুরিয়ে নিরাশার ভিতরেও আশা করে কেউ হয়ত সাহায্য করতে এসেছে। তার বন্দিকর্তার বিশাল অবয়ব হলওয়েতে আবির্ভূত হয়। দশ বছর আগে তার পারিবারিক বাড়িতে তার দাঁড়িয়ে থাকার ছবি কল্পনা করেই সে গুটিয়ে যায়।

*আমার পুরো পরিবার সে শেষ করেছে।*

সে এবার তার দিকে এগিয়ে আসে। ল্যাংডনকে কোথাও দেখা যায় না। লোকটা নীচু হয়, তার কোমরের কাছে ধরে অবলীলায় কাঁধের উপরে তুলে নেয়। হাত পায়ের তার আরো কেটে বসে এবং মুখে কাপড় গোজা থাকায় ব্যথার আর্তনাদ চাপা পড়ে যায়। সে হলওয়ে দিয়ে তাকে নীচে লিভিংরুমে নিয়ে আসে, যেখানে আজই কয়েক ঘন্টা আগে তারা চুপচাপ বসে চায়ের পাত্রে চুমুক দিয়েছে।

*সে আমাকে কোথায় নিয়ে যাবে?!*

সে তাকে বসার ঘরের ভিতর দিয়ে সোজা থ্রি গ্রেসেস এর বিশাল তৈলচিত্রের ঠিক সামনে নিয়ে আসে যা সে আজই দুপুর বেলা প্রশংসা করেছে।

"তুমি বলেছিলে ছবিটা তোমার পছন্দ হয়েছে," লোকটা বাস্তবিকপক্ষে তার কানেঠোট লাগিয়ে ফিসফিস করে কথাটা বলে। "আমি কৃতজ্ঞ যে তুমি সম্ভবত শেষ সুন্দর জিনিস হিসাবে এটা দেখছো।"

কথাটা বলেই সে হাত বাড়িয়ে বিশাল ফ্রেমের ডান পাশে তালু দিয়ে চাপ দেয়। ক্যাথরিনকে আতঙ্কিত করে ফ্রেমটা একটা সেন্ট্রাল পিভটের উপরে ঘূর্ণায়মান দরজার মত দেয়ালের ভেতরে ঘুরে যায়। *একটা গোপন দরজা।*

ক্যাথরিন মোচড়াতে শুরু করে মুক্তি পাবার জন্য কিন্তু লোকটা তাকে শক্ত করে ধরে ক্যানভাসের পেছনের ফাঁকা স্থানে প্রবেশ করে। থ্রি গ্রেসেস তাদের পেছনে পুনরায় বন্ধ হয়ে গেলে সে ক্যানভাসের পেছনে পুরু আস্তরন দেখতে পায়। এখানের কোন শব্দ বাইরের পৃথিবী শুনতে পাক সেটা কাম্য নয়।

ছবির পেছনের জায়গাটা আটসাটো, অনেকটা হলওয়ের মত। লোকটা তাকে অন্যপ্রান্তে নিয়ে যায় এবং ভারী দরজা খুলে তাকে একটা ল্যান্ডিং এ নামিয়ে রাখে। ক্যাথরিন দেখে সে গভীর বেসমেন্টের দিকে নেমে যাওয়া একটা সরু র‍্যাম্পের দিকে তাকিয়ে আছে। সে লম্বা শ্বাস নেয় চিৎকার করবে বলে কিন্তু মুখে গোজা কাপড় বাগড়া দেয়।

ঢালটা সংকীর্ণ আর খাড়া। দুপাশের সিমেন্টের দেয়াল নীচ থেকে নীল রঙের আলোয় আলোকিত করা। নীচ থেকে ভেসে আসা বাতাস উষ্ণ, রহস্যময় গন্ধের মিশ্রনে ভারী আর ঝাঝাল. .রাসায়নিক পদার্থের ঝাঝাল গন্ধ, ধূপের শান্ত সৌরভ, মানুষের দেহের ঘামের দুর্গন্ধ এবং সবকিছু ছাপিয়ে আন্তিক পাশবিক ভয়ের সুস্পষ্ট ঘ্রাণ।

"তোমার বিজ্ঞান আমাকে আগ্রহী করে তুলেছে," র‍্যাম্পের নীচে পৌছালে লোকটা তাকে ফিসফিস করে বলে। "আমি আশা করি আমারটাও তোমাকে তাই করবে।"

BanglaBook.org

# ৯৯
# অধ্যায়

সিআইএ ফিল্ড এজেন্ট টার্নার সিমকিনস ফ্রাঙ্কলিন পার্কের অন্ধকারে গুড়ি মেরে অপেক্ষা করছে এবং এক দৃষ্টিতে সামনে দাঁড়িয়ে থাকা ওয়ারেন বেল্লামির দিকে তাকিয়ে আছে। এখনও কেউ টোপ গিলেনি, কিন্তু মাত্র অপেক্ষার পালা শুরু হয়েছে।

সিমকিনসের ট্রান্সসিভার বিপ করে, এবং সে সেটা চালু করতে করতে আশা করে তার লোকেরা বোধহয় কিছু একটা দেখেছে। কিন্তু দেখা যায় সাটো সেটা। তার কাছে নতুন তথ্য আছে।

সিমকিনস তার কথা শোনে এবং তার উদ্বেগের সাথে একমত হয়। "অপেক্ষা করেন," সে বলে, "আমি দেখি কিছু দেখতে পাই কিনা।" সে যে ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে ছিল তার ভেতর ক্রল করে এগিয়ে এবং যেদিক দিয়ে তারা স্কোয়্যারে প্রবেশ করেছে সেদিকে তাকায়। কিছুক্ষণ নড়াচড়া করে সে অবশেষে একটা দৃষ্টিপথ খুঁজে পায়।

*হলি শিট!*

সে একটা ভবনের দিকে তাকিয়ে রয়েছে যা দেখতে অনেকটা পুরানো দুনিয়ার মসজিদের মত। দুটো বড় ভবনের মাঝে অবস্থিত, ভবনটার মুরীয় সম্মুখভাগ জটিল নানাবর্ণের ডিজাইনে চকচকে টেরাকোটা টাইলগ দিয়ে নির্মিত। তিনটা বিশাল দরজার উপরে দুই সারি উঁচু সংকীর্ণ এবং সুচাল শীর্ষ বিশিষ্ট জানালা দেখে মনে হবে এখনই বোধহয় আরব তীরন্দাজের দল সেখানে হাজির হয়ে অনাহুত কাউকে এগিয়ে আসতে দেখলে তীরে বন্যা বইয়ে দেবে।

"আমি দেখতে পেয়েছি," সিমকিনস বলে।

"কোন কর্মতৎপরতা?"

"কিছুইনা।"

"ভাল। আমি চাই তুমি স্থান পরিবর্তন করে জায়গাটা ভাল করে পর্যবেক্ষন করবে। ভবনটার নাম আলমাস শ্রাইন টেম্পল আর এটা এক মরমী গোষ্ঠীর সদরদপ্তর।"

সিমকিনস ডি.সি এলাকায় অনেকদিন সক্রিয় রয়েছে কিন্তু এই টেম্পল বা সেটা যে কোন প্রাচীন মরমী গোষ্ঠীর সদরদপ্তর জানতো না।

"এই ভবনটা," সাটো বলে, "যে গোষ্ঠীর তাদের বলা হয় দি এ্যানশিয়েন্ট এ্যারাবিক অর্ডার অব নোবলস অব দি মিসটিক শ্রাইন।"

"বাপের কালেও শুনিনি।"

BanglaBook.org

"আমার মনে হয় শুনেছো," সাটো বলে। "তারা ম্যাসনদের সাথে সংযুক্ত, সাধারণভাবে তারা শ্রাইনারস নামে পরিচিত।"

সিমকিনস সন্দিহান দৃষ্টিতে অলঙ্কৃত ভবনটার দিকে তাকায়। *দি শ্রাইনারস? যারা বাচ্চাদের জন্য হাসপাতাল তৈরী করে তারা?* লাল ফেজ পরিহিত মানবতাবাদী এই ভ্রাতৃসঙ্ঘের চেয়ে কম অলুক্ষুণে "অর্ডার" সে মনে করতে পারে না, যারা একসাথে কুচকাওয়াজ করে চলাফেরা করে।

অবশ্য সাটোর উদ্বিগ্ন হবার কারণ আছে। "ম্যা'ম আমাদের টার্গেট যদি বুঝতে পারে এটাই ফ্রাঙ্কলিন স্কোয়্যারের 'দি অর্ডার' তাহলে তার ঠিকানার প্রয়োজন নেই। সে অভিসার বানচাল করে সোজা আসল স্থানে চলে যাবে।"

"আমিও তাই ভেবেছি। প্রবেশপথের উপরে নজর রাখো।"

"ইয়েস ম্যা'ম।"

"ক্যালোরামা হাইটস থেকে এজেন্ট হার্টম্যান যোগাযোগ করেছে?"

"নাতো। আপনি তাকে সরাসরি আপনাকে ফোন করতে বলেছেন।"

"বলেছি, কিন্তু সে করেনি।"

*এমন হবার কথা না,* সিমকিনস ভাবে, ঘড়ির দিকে তাকাতে তাকাতে। *অনেক আগেই যোগাযোগ করা উচিত ছিল।*

## ১০০
## অধ্যায়

গভির অন্ধকারে রবার্ট ল্যাংডন কাঁপতে কাঁপতে নগ্ন আর একাকী শুয়ে থাকে। ভয়ে প্রায় পঙ্গু হয়ে সে এখন চিৎকার করা বা আঘাত করা বন্ধ করেছে। তার বদলে সে এখন চোখ বন্ধ করে তার হাতুড়ির মত হৃদস্পন্দন আর আতঙ্কিত শ্বাস নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করে।

*তুমি রাতের আধারে বিশাল আঁকাশের নীচে শুয়ে রয়েছো,* সে নিজেকে প্রবোধ দিতে চেষ্টা করে। *তোমার মাথার উপরে মাইলের পর মাইল কেবল ফাঁকা জায়গা।*

সম্প্রতি বদ্ধ এমআরআইয়ের সাথে সাক্ষাৎ এভাবে শান্ত উপলব্ধির সাথে নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করেছে, .অবশ্য সাহস যোগাতে তিন ডোজ ভ্যালিয়ামও দেয়া হয়েছিল। আজ রাতে, অবশ্য মানসিক উপলব্ধি এখনও কাজে দেয়নি।

BanglaBook.org

ক্যাথরিন সলোমনের মুখের কাপড়টা গলার আরও ভিতরে ঢুকে তাকে শ্বাসরুদ্ধ করে ফেলে প্রায়। তার বন্দিকর্তা তাকে র‍্যাম্প দিয়ে নামিয়ে একটা সংকীর্ণ বেসমেন্ট করিডোর দিয়ে এগিয়ে যায়। হলের শেষ প্রান্তে সে একটা ঘর দেখে যেটা আতঙ্কজনক লালচে-বেগুনী আলোয় উদ্ভাসিত কিন্তু সে তাকে

ততদূর নিয়ে যায় না। লোকটা একটা ছোট পার্শ্ববর্তী কামরার সামনে দাঁড়ায় দরজা খুলে ভেতরে প্রবেশ করে এবং একটা কাঠের চেয়ারে তাকে বসায়। সে তাকে চেয়ারে বসাবার সময়ে সে তার পিঠ আর পেছনে বাঁধা হাতের মাঝে চেয়ারে হেলান দেবার অংশটা রেখে বসায় যাতে সে নড়াচড়া না করতে পারে।

ক্যাথরিন এখন টের পায় কব্জির বাঁধন মাংসের আরও গভীরে কেটে বসে যাচ্ছে। শ্বাস নিতে কষ্ট হওয়ায় দম আটকে যাবার আতঙ্কে কব্জির ব্যথা খুব একটা পাত্তা পায় না। গলার কাপড় আরও ভেতরে ঢুকে গেছে এবং বুঝতে পারে সে নিজে থেকেই শ্বাসরুদ্ধ হতে চলেছে। তার দৃষ্টি সংকীর্ণ হয়ে আসে।

তার পেছনে উল্কি আঁকা লোকটা দরজা বন্ধ করে দিয়ে আলো নিভিয়ে দেয়। তার চোখ থেকে অনবরত পানি পরতে শুরু করে এবং সে তার আশেপাশের কিছুই আলাদা করে চিনতে পারে না। সব কিছুই ঝাপসা দেখায়।

রঙিন মাংসের বিকৃত দৃশ্য তার সামনে ভেসে উঠে এবং ক্যাথরিন টের পায় তার চোখ ঝাপটাতে শুরু করেছে অচেতনতার প্রান্তে পৌছে সে টলমল করতে থাকে। আশ আবৃত একটা বাহু এগিয়ে এসে তার মুখ থেকে কাপড়টা বের করে নেয়।

আঁকুপাকু করে ক্যাথরিন জোরে শ্বাস নেয়, কাশতে কাশতে তার দম আটকে আসে মূল্যবান বাতাস তার ফুসফুসে প্রবেশ করতে। ধীরে ধীরে তার দৃষ্টি পরিষ্কার হয় এবং সে দেখে শয়তানের মুখের দিকে সে তাকিয়ে আছে। মুখাবয়বে মানুষের সাথে মিল সামান্যই। তার গলা মুখ আর কামান মাথায় অদ্ভুত প্রতীক বিস্ময়কর বিন্যাসে উল্কি করা। মাথার তালুতে সামান্য একটা স্থান বাদ দিয়ে তার দেহের পুরোটাই উল্কি করা। তার বুকের দুই মাথা বিশিষ্ট অতিকায় ফিনিক্স স্তনবৃন্তের ন্যায় চোখে কোন অজানা প্রজাতির মাংসাশী শকুনের মত তার দিকে তাকিয়ে থাকে, ধৈর্য্য ধরে তার মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করছে।

"মুখ খোলো," লোকটা ফিসফিস করে বলে।

দানবটার দিকে সে বিরূপ অভিব্যক্তিতে তাকিয়ে থাকে। *কি?*

"তোমার মুখ খোলো," লোকটা আবার বলে। "নয়তো কাপড়টা আবার যথাস্থানে ফেরত যাবে।"

কাপতে কাপতে ক্যাথরিন মুখ খোলে। লোকটা তার উল্কি আঁকা মোটা তর্জনী তার ঠোঁটের ভিতরে প্রবেশ করায়। সে যখন তার জিহ্বা স্পর্শ করে ক্যাথরিনের মনে হয় সে বমি করে দেবে। সে তার ভিজা আঙুল বের করে এনে কামান মাথার উপরে ঠেকায়। চোখ বন্ধ করে সে এবার লালাটা তার উল্কিহীন গোলাকার ত্বকে ভাল করে ঘষে।

বিতৃষ্ণায়, ক্যাথরিন মুখ ফিরিয়ে নেয়।

যে ঘরটায় সে বসে আছে সেটা দেখতে অনেকটা বয়লার রুমের মত–দেয়ালে পাইপ লাগান, গরগর শব্দ শোনা যায়, ফ্লুরোসেন্ট আলো। সে তার চারপাশটা ভাল করে দেখার আগেই অবশ্য তার দৃষ্টি মাটিতে পড়ে থাকা কাপড়ের একটা স্তূপে আটকে যায়– টার্টলনেক, ট্যুইডের স্পোর্টস কোট, লোফার, মিকিমাউস ঘড়ি।

BanglaBook.org

"হায় খোদা!" সে ঘুরে তার সামনে দাঁড়িয়ে থাকা উল্কি আঁকা জানোয়ারটার দিকে তাকায়। "রবার্টের সাথে তুমি কি করেছো?!"

"শশশ," লোকটা ফিসফিস করে বলে। "নয়তো সে তোমার কথা শুনতে পাবে।" সে একপাশে সরে গিয়ে নিজের পেছনে ইঙ্গিত করে।

ল্যাংডনকে সে দেখতে পায় না। পেছনে কেবল একটা কালো ফাইবার গ্লাসের বিশাল বাক্স সে দেখতে পায়। যুদ্ধ থেকে যেসব ক্রেটে করে নিহত সৈনিকের লাশ দেশে ফিরে আসে তার সাথে কেমন একটা অস্বস্তিকর সাদৃশ্য রয়েছে বাক্সটার। দুটো ঢাউস কব্জা বাক্সটা শক্ত করে বন্ধ করে রেখেছে।

"সে বাক্সের ভেতরে?!" ক্যাথরিন জোরে চেঁচিয়ে উঠে। "কিন্তু. . .তার দম বন্ধ হয়ে যাবে।"

"না, সেটা হবে না," সে কয়েকটা স্বচ্ছ পাইপ দেখায় যেগুলো বাক্সের নীচে পর্যন্ত বিস্তৃত। "সে কেবল তেমনটা কল্পনা করতে পারবে।"

সম্পূর্ণ অন্ধকারে ল্যাংডন বাইরের পৃথিবী থেকে ভেসে আসা চাপা শব্দ কান পেতে শোনে। *কণ্ঠস্বর?* সে আবার বাক্স পেটাতে শুরু করে আর প্রাণপনে চেঁচাতে থাকে। "বাঁচাও! আমার কথা কেউ শুনতে পাচ্ছ?!"

দূর থেকে একটা মৃদু কণ্ঠ ভেসে আসে। "রবার্ট! হায় ঈশ্বর, না! না!"

কণ্ঠস্বরটা সে চেনে। ক্যাথরিনের আর তাকে আতঙ্কিত শোনায়। তার পরেও শব্দটা শুনে তার ভাল লাগে। ল্যাংডন বড় করে শ্বাস নেয় তার উদ্দেশ্যে ডাকবে বলে কিন্তু গলার পেছনে একটা অপ্রত্যাশিত অনুভূতি তাকে মাঝপথে থামিয়ে দেয়। বাক্সের তলদেশ থেকে হাল্কা বাতাস যেন বইতে শুরু করেছে। *এটা কিভাবে সম্ভব?* সে চুপচাপ শুয়ে থেকে ব্যাপারটা বুঝতে চেষ্টা করে। *হ্যাঁ, কোন সন্দেহ নেই।* সে টের পায় তার গলার পেছনের ছোট চুলগুলো বাতাস আন্দোলিত হয়।

সহজাত প্রবৃত্তির বশে সে পিঠ দিয়ে বাক্সের তলদেশ অনুভব করে বাতাসের উৎস খোজে। এক মুহূর্ত লাগে উৎসটা খুঁজে পেতে। *একটা ক্ষুদ্র ভেন্ট!* অনেকটা বাথটাব বা বেসিনের পানি অপসরণ ছিদ্রের মত। কেবল এখন সেখান দিয়ে বাতাসের একটা নরম সুস্থির ধারা নিঃসৃত হচ্ছে।

*সে বাতাস দিচ্ছে, সে চায় না আমি শ্বাসরুদ্ধ হয়ে মারা যাই।*

ল্যাংডনের স্বস্তি অবশ্য বেশিক্ষণ থাকে না। একটা ভীতিকর শব্দ এবার ভেন্টের ভিতর দিয়ে বের হতে শুরু করে। তরল প্রবাহের গড়গড় শব্দ ভুল হবার কোন সম্ভাবনাই নেই. . .তার দিকে এগিয়ে আসছে।

ক্যাথরিন চোখে অবিশ্বাস নিয়ে তরলের স্বচ্ছ শ্যাফটের দিকে তাকিয়ে থাকে যা ল্যাংডনের বাক্সের দিকে এগিয়ে যাওয়া একটা পাইপের সাথে এসে মিশেছে।

*সে এবার পানি প্রবেশ করাচ্ছে?!*

BanglaBook.org

ক্যাথরিন তার বাঁধন মোচড়াতে শুরু করে, কব্জিতে কেটে বসা তারের কঠোর আলিঙ্গন পরোয়া করে না। সে কেবল আতঙ্কিত চোখে তাকিয়ে থাকা ছাড়া আর কিছুই করতে পারে না। বেপরোয়া হয়ে সে ল্যাংডনকে ভেতরে ছটফট করতে শোনে কিন্তু বাক্সের তলদেশে পানি প্রবেশ করা মাত্র সেটাও থেমে যায়। এক মুহূর্তের জন্য অস্বস্তিকর একটা নিরবতা বিরাজ করে। তারপরে পুনরায় ছটফট করার শব্দ দ্বিগুণ বেগে শুরু হয়।

"তাকে ওখান থেকে বের কর!" ক্যাথরিন অনুনয় করে বলে। "তুমি তার সাথে এমন করতে পার না!"

"তুমি জান, পানিতে ডুবে মরাটা একটা ভয়ঙ্কর মৃত্যু।" লোকটা তার চারপাশে বৃত্তাকারে পায়চারি করতে করতে শান্ত কণ্ঠে বলে। "তোমার সহকর্মী ত্রিস তোমাকে সেটা বলতে পারতো।"

ক্যাথরিন তার কথাটা শোনে কিন্তু সেটা তার কাছে খুব একটা বোধগম্য হয় না।

"তোমার হয়ত মনে থাকবে একবার আমিও প্রায় ডুবতে বসেছিলাম," লোকটা ভীতিকর ভঙ্গিতে ফিসফিস করে বলে। "পোটোম্যাকে তোমাদের পারিবারিক এস্টেটে। তোমার ভাই আমাকে গুলি করলে আমি জ্যাক'স ব্রিজ থেকে পড়ে বরফের ভেতর দিয়ে নীচে চলে যাই।"

ক্যাথরিন তীব্র চোখে তার দিকে তাকায়, সেখানে কেবলই ঘৃণা। *সে রাতে তুমি আমার মাকে হত্যা করেছিলে।*

"ঈশ্বর আমাকে সে রাতে বাঁচিয়েছিলেন," সে বলে। "আর তারা আমাকে পথ দেখায়. তাদের একজনে পরিণত হবার।"

ল্যাংডনের মাথার পেছন দিয়ে গরগর করে উঠে আসা পানি উষ্ণ অনুভূত হয়. . .শরীরের তাপমাত্রার সমান, ঈষদুষ্ণ। পানি ইতিমধ্যে কয়েক ইঞ্চি গভীর হয়ে উঠেছে এবং তার নগ্ন দেহের নিম্নাংশ পুরোপুরি ডুবিয়ে দিয়েছে। পানি তার পাজরের কাছে উঠে আসলে ল্যাংডন দ্রুত একটা নগ্ন বাস্তবতার এগিয়ে আসা অনুভব করে।

*আমি মারা যাচ্ছি।*

নতুন করে আতঙ্কের একটা স্রোত তাকে আপ্লুত করলে সে আরো বেপরোয়াভাবে ভেতর থেকে ধাক্কা দিতে শুরু করে।

BanglaBook.org

# ১০১
# অধ্যায়

"রবার্টকে ওখান থেকে তোমাকে বের করতেই হবে!" ক্যাথরিন মিনতি করে, কান্নায় ভেঙে পড়ে। "তুমি যা চাও আমরা তাই করবো!" পানি ভেতরে অব্যাহত গতিতে প্রবেশ করতে থাকলে সে এখন ল্যাংডনকে আরও উন্মত্তের মত বাক্সের ভেতরে ধড়ফড় করতে শোনে।

উল্কি আঁকা শয়তানটা কেবল মুচকি হাসে। "তোমার ভাইয়ের চেয়ে তুমি অনেক নরম। পিটারকে তার রহস্যের কথা আমাকে বলার জন্য কত কিছু যে করতে হয়েছিল. "

"সে কোথায়?!" ক্যাথরিন জানতে চায়। "কোথায় পিটার? বল আমাকে! আমরা তুমি যা বলেছো ঠিক তাই করেছি! আমরা পিরামিডের পাঠোদ্ধার করেছি এবং—"

"না তোমরা পিরামিডের পাঠোদ্ধার করোনি, তোমরা চালাকি করেছো। তোমরা তথ্য গোপন রেখে এক সরকারী এজেন্টকে আমার বাসায় নিয়ে এসেছো। এমন কাজ যা আমাকে কেবল ক্ষিপ্তই করেছে।"

"আমাদের কোন উপায় ছিল না," সে বলে, কান্নার আবেগ এখন অনেক সামলে নিয়েছে। "সিআইএ তোমাকে খুঁজছে। তারা এজেন্টকে আমাদের সাথে জোর করে গছিয়ে দিয়েছে। আমি তোমাকে সব বলবো। রবার্টকে কেবল বের কর!" সে রবার্টকে বাক্সের ভেতর কাটা মুরগীর মত ছটফট আর গোঙাতে শোনে এবং পাইপ দিয়ে পানি অনরবতভাবে প্রবেশ করছে দেখে। সে বুঝতে পারে সময় আর বেশি নেই।

চিবুক ঘষতে ঘষতে উল্কি আঁকা লোকটা শান্ত কণ্ঠে কথা বলে। "আমার ধারণা ফ্রাঙ্কলিন স্কোয়্যারে আরও এজেন্ট আমার জন্য ওঁত পেতে আছে?"

ক্যাথরিন উত্তর না দিয়ে চুপ করে থাকলে বিশাল দানবটা তার গামলার মত হাতের তালু দিয়ে ক্যাথরিনের কাঁধ চেপে ধরে তাকে সামনের দিকে ধীরে ধীরে টানতে থাকে। তার হাত চেয়ারের পেছনে বাঁধা থাকায় তার কাঁধ টান খায়, ব্যথায় জ্বলতে থাকে মনে হয় যেন ছিঁড়ে আসবে।

"হ্যাঁ!" ক্যাথরিন বলে। "ফ্রাঙ্কলিন স্কোয়্যারে এজেন্ট আছে!"

সে আরও জোরে টানে। "শিরোশোভার উপরের ঠিকানাটা কি?"

ক্যাথরিনের কাঁধ আর কব্জির ব্যথা অসহনীয় মাত্রায় পৌঁছে কিন্তু তারপরেও সে চুপ করে থাকে।

"ক্যাথরিন তুমি আমাকে এখনও বলতে পার নয়তো তোমার কাঁধ গুড়িয়ে দিয়ে আমি আবার জানতে চাইবো।"

BanglaBook.org

"আট," ব্যথায় হাঁসফাঁস করে সে কোনমতে বলে। "কালো কালির নীচের সংখ্যাটা আট! শিরোশোভায় লেখা বলা আছে: দি সিক্রেট হাইডস উইথইন দি অর্ডার —আট ফ্রাঙ্কলিন স্কোয়্যার।" আমি শপথ করে বলছি আমি এর চেয়ে বেশি কিছু জানি না। এটা আট ফ্রাঙ্কলিন স্কোয়্যার!"

লোকটা এখনও তার কাঁধ ছাড়েনি।

"আমি এটুকুই কেবল জানি!" ক্যাথরিন বলে। "এটাই ঠিকানা! আমার কাঁধ ছাড়ো! রবার্টকে ট্যাঙ্ক থেকে বের কর।"

"*আমি করবো.* " লোকটা বলে, "কিন্তু একটা সমস্যা আমি আট ফ্রাঙ্কলিন স্কোয়্যারে গেলে ধরা পড়বো। আমাকে বল সেখানে কি আছে?"

"আমি জানি না!"

"আর পিরামিডের তলদেশের প্রতীকগুলো? তুমি তার মানে জানো?"

"তলদেশের আবার কিসের প্রতীক?" ক্যাথরিন তার কথা বুঝতে পারে না। জায়গাটা মসৃণ আর খালি পাথর।"

সাহায্যের জন্য শবাধরের মত বাক্সের ভিতর থেকে ভেসে আসা আর্তনাদের প্রতি বিন্দুমাত্র সহানুভূতিনা দেখিয়ে উল্কি আঁকা লোকটা ল্যাংডনের ডেব্যাগের কাছে গিয়ে পিরামিডটা বের করে। তারপরে ক্যাথরিনের কাছে এসে সেটা তার চোখের সামনে ধরে দেখার জন্য।

ক্যাথরিন খোদাই করা প্রতীকগুলো দেখলে হতবিহ্বল হয়ে তাকিয়ে থাকে।

*কিন্তু. . এটা কিভাবে সম্ভব?*

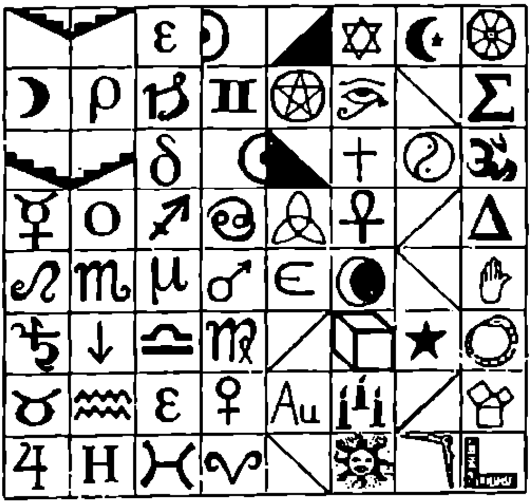


পিরামিডের পাদদেশে জটিল প্রতীকের খোদাই করা আঁকৃতি ভরে আছে। *আগে এখানে কিছু ছিল না। আমি নিশ্চিত জানি!* তার এসব প্রতীকের মানে সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র ধারণা নেই। প্রতীকগুলো দেখে মনে হচ্ছে সব মরমী ধারা জুড়ে তারা বিস্তৃত যার অনেকগুলো সম্বন্ধে তার কোন ধারণা নেই।

*সম্পূর্ণ বিশৃঙ্খলা।*

"আমি. .আমি জানি না এদের মানে কি," সে বলে।

"আমিও জানি না," বন্দিকর্তা বলে। "সৌভাগ্যবশত আমাদের কাছে একজন বিশেষজ্ঞ আছেন। "তাকেই জিজ্ঞেস করা যাক কি বল?" সে পিরামিডটা শবাঁধারের কাছে নিয়ে আসে।

সামান্য সময়ের জন্য ক্যাথরিন আশাবাদী হয়ে উঠে যে সে হয়ত ঢাকনা খুলবে। তার বদলে সে শান্ত ভঙ্গিতে বাক্সের উপরে উঠে বসে একটা ছোট প্যানেল এক পাশে সরায় ঢাকনায় একটা প্লেক্সিগ্লাসের ছোট জানালার সৃষ্টি হয়।

*আলো!*

ল্যাংডন চোখ কুঁচকে উপর থেকে বন্যার মত ভেসে আসা আলোর দিকে তাকায়। তার দৃষ্টিশক্তি স্বাভাবিক হলে আশার বদলে বিভ্রান্তি তাকে পেয়ে বসে। সে বাক্সের উপরে একটা জানালার দিকে তাকিয়ে আছে বুঝতে পারে। জানালা দিয়ে একটা সাদা ছাদ আর ফ্লুরোসেন্ট আলো দেখা যায়।

কোন আগাম জানান না দিয়ে উল্কি আঁকা লোকটা জানালা দিয়ে উঁকি দেয়।

"ক্যাথরিন কোথায়?!" ল্যাংডন চেঁচিয়ে উঠে। "আমাকে এখন বের কর।"

লোকটা হাসে। "তোমার বন্ধু ক্যাথরিন আমার কাছে আছে," লোকটা বলে। "তার প্রাণ বাচাবার ক্ষমতা আমার আছে। তোমার জীবনও। কিন্তু তোমার হাতে সময় কম, তাই আমি বলবো মন দিয়ে আমার কথা শোন।

ল্যাংডন কাঁচের বাইরে থেকে তার কথা ভাল মত শুনতে পায় না, আর পানি এখন তার বুকের উপরে উঠে এসেছে।

"তুমি কি জানো," লোকটা জিজ্ঞেস করে, "পিরামিডের তলদেশে খোদাই করা রয়েছে?"

"হ্যাঁ!" ল্যাংডন চেঁচিয়ে বলে, উপরের তলায় পিরামিডটা উল্টে পড়ে থাকার সময়ে সে দেখেছে। "কিন্তু তাদের মানে সম্পর্কে আমার বিন্দুমাত্র ধারণা নেই! উত্তর আছে সেখানে! শিরোশোভার সেটাই–"

"প্রফেসর তুমি আর আমি আমরা উভয়েই জানি সিআইএ সেখানে আমার জন্য অপেক্ষা করছে। আমি একটা ফাঁদের ভিতরে হেঁটে যেতে চাই না। আর তাছাড়া আমার সড়ক নাম্বার দরকার নেই। স্কোয়্যারে কেবল একটা ভবনই আছে যা সম্ভবত এর সাথে সম্পর্কিত– দি আলমাস শ্রাইন টেম্পল।" সে থেকে লাঙ্গডনের দিকে তাকিয়ে থাকে। "দি এ্যানশিয়েন্ট এ্যারাবিক অর্ডার অফ নোবলস অফ দি মিস্টিক শ্রাইন।"

ল্যাংডন বিভ্রান্ত বোধ করে। সে আলমাস টেম্পলের সাথে পরিচিত কিন্তু ওটা সে ফ্রাঙ্কলিন স্কোয়্যারে সেটা ভুলে গিয়েছিল। *দি শ্রাইনারসরাই. ."দি অর্ডার"? তাদের টেম্পলই গোপন সিঁড়ির উপরে স্থাপিত?* কোন ঐতিহাসিক

BanglaBook.org

অর্থ সে বুঝতে পারে না কিন্তু ল্যাংডন এই মুহূর্তে ইতিহাস নিয়ে বিতর্কের মত কোন অবস্থায় নেই। "হ্যাঁ," সে চেঁচিয়ে উঠে। "এটাই সেটা! দি সিক্রেট হাইডস উইথইন দি অর্ডার!"

"তুমি ভবনটার সাথে পরিচিত?"

"অবশ্যই!"ল্যাংডন তার দপদপ করতে থাকা মাথা পানির উপরে তোলে যাতে দ্রুত বাড়তে থাকা পানি কানে প্রবেশ না করে। "আমি তোমাকে সাহায্য করতে পারব! আমাকে এখান থেকে বের করো!"

"তার মানে তোমার ধারণা তুমি বিশ্বাস কর এই প্রতীকের সাথে টেম্পলের যোগসূত্র তুমি বলতে পারবে?"

"হ্যাঁ, আমাকে কেবল প্রতীকগুলো দেখতে দাও!"

"বেশ, দেখা যাক তুমি কি বলতে পার।"

*দ্রুত!* উষ্ণ পানি দ্রুত বাড়তে থাকায় সে ঢাকনাটা *ঠেলতে* থাকে আশা করে লোকটা সেটা খুলবে। *দয়া করে তাড়াতাড়ি কর!* কিন্তু ঢাকনাটা খুলে না। তার বদলে প্লেক্সিগ্লাসের জানালায় পিরামিডের তলদেশটা ভেসে উঠে।

ল্যাংডন আতঙ্কিত চোখে সেদিকে তাকিয়ে থাকে।

"আমার বিশ্বাস এভাবে তুমি ভালই দেখতে পাচ্ছ?" লোকটা তার উল্কি আঁকা হাতে পিরামিডটা ধরে থাকে। "দ্রুত চিন্তা কর প্রফেসর। আমার মনে হয় ষাট সেকেণ্ডেরও কম সময় আছে তোমার হাতে।"

# ১০২
## অধ্যায়

রবার্ট ল্যাংডন প্রায়ই এটা বলতে শুনেছে কোন প্রাণীকে কোণঠাসা করে ফেললে সে অলৌকিক শক্তির নমুনা প্রদর্শিত করে থাকে। সেও একইভাবে তার পুরো শক্তি বাক্সের ভেতরে প্রয়োগ করে, কিছুই হয় না। তার চারপাশে তরল ধীরে ধীরে উপরে উঠতেই থাকে। ছয় ইঞ্চির কম শ্বাস নেবার জায়গা বাকি থাকতে, ল্যাংডন তার মাথা বাতাসের বাকি অংশটুকুতে তুলে নিয়ে আসে। প্লেক্সিগ্লাসের জানালার দিকে সে পিরামিডের নীচের অংশে তাকিয়ে থাকে, তার হতবুদ্ধি করা প্রতীক তার চোখের সামনে ভাসতে থাকে।

*এর মানে সম্বন্ধে আমার কোন ধারণাই নেই।*

পাথরের গুড়ো আর মোমের শক্ত আবরণের নীচে কয়েক শতাব্দি ঢাকা থাকার পরে ম্যাসনিক পিরামিডের শেষ খোদাই অবশেষে উন্মুক্ত হয়েছে। সম্ভাব্য সব ধারার প্রতীক একটা বর্গাকার গ্রীডে খোদাই করা রয়েছে– অ্যালকেমীক্যাল,

BanglaBook.org

জ্যোতির্বিদ্যা, হেরালডিক, এ্যাঞ্জেলিকম ম্যাজিক্যাল,সংখ্যাতত্ত্বীয়, সিজিলিক, গ্রীক, ল্যাটিন। প্রতীকের সম্পূর্ণতায়, পুরোপুরি বিশৃঙ্খলা- একটা পাত্র ভর্তি অক্ষর যা পৃথিবীর সব ভাষা, সময় আর সংস্কৃতির।

*সম্পূর্ণ বিশৃঙ্খলা।*

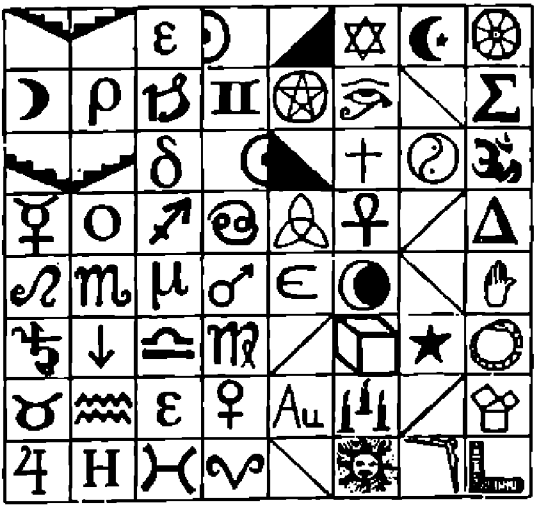

সিম্বলিক রবার্ট ল্যাংডন তার শিক্ষাগত পেশার পুরোটা ব্যয় করেও বুঝতে পারে না এই গ্রিড থেকে কিভাবে কোন অর্থ আদৌ বের করা সম্ভব। *বিশৃঙ্খলা থেকে শৃঙ্খলা? অসম্ভব।*

তরল এখন গলার কণ্ঠার হাড় ছুঁই ছুঁই করছে আর ল্যাংডন টের পায় তার আতঙ্কও পানির সাথে পাল্লা দিয়ে বেড়ে চলেছে। সে বাক্সের ভিতরে আঘাত অব্যাহত রাখে। বিদ্রুপ করে যেন পিরামিডটা তার দিকে তাকিয়ে থাকে।

উন্মত্তের মত সে তার পুরো মানসিক শক্তি দিয়ে প্রতীকগুলোর দিকে তাকায়। *এদের মানে আসলেই কি হতে পারে?* দুর্ভাগ্যবশত সমাবেশটা এতটাই বৈষম্যপূর্ণ যে সে বুঝতেই পারে না কোথা থেকে শুরু করবে। তারা ইতিহাসের একই সময়কালেরও না।

বাইরে থেকে চাপা কিন্তু শ্রবণযোগ্য স্বর ভেসে আসে, বোঝা যায় ক্যাথরিন কাঁদো কাঁদো কণ্ঠে ল্যাংডনের মুক্তি ভিক্ষা চাইছে। সমাধান খুঁজে পেতে তার ব্যর্থতা মৃত্যুর সম্ভাবনায় গোপন শব্দ, দেহের প্রতিটি কোষকে উদ্দীপিত করে তুলে একটা সমাধান বের করার অভিপ্রায়ে। সে একটা অদ্ভুত প্রশান্তি অনুভব করে যা সে আগে কখনও অনুভব করেনি। *ভাবো!* সে গ্রিডটা ভাল করে দেখে, একটা সূত্র খুঁজে পেতে সে মরীয়া- একটা বিন্যাস, একটা গোপন শব্দ, কোন বিশেষ প্রতীক, যেকোন কিছু- সে কেবল অসম্পর্কিত প্রতীকের একটা বিন্যাস দেখে।

BanglaBook.org

প্রতিটা সেকেণ্ড পার হবার সাথে সাথে, একটা আতঙ্কিত করে তোলা অবশভাব ল্যাংডন তার দেহে অনুভব করে। যেন তার দেহের প্রতিটা কোষ তার মনকে মৃত্যুর বিভীষিকা থেকে আড়াল করতে চাইছে। পানি এবার তার কানের ভিতরে প্রবেশের উপক্রম করছে এবং সে মাথা যতটা উপরে তোলা সম্ভব তুলে বাক্সের নীচের দিকে চেপে ধরে। তার চোখের সামনে ভীতিকর সব ছবি ভেসে উঠতে শুরু করে। নিউ ইংল্যাণ্ডে একটা ছেলে একটা ইঁদারার পানিতে সাঁতার কাটছে। রোমে একটা প্রাপ্তবয়স্ক লোক উল্টে যাওয়া কফিনের কঙ্কালের নীচে আটকে পড়েছে।

ক্যাথরিনের চিৎকার ক্রমেই ক্ষ্যাপাটে শোনায়। ল্যাংডন বুঝতে পারে সে পাগল লোকটাকে বোঝাতে চেষ্টা করছে। বোঝাতে চাইছে আলমাস টেম্পলে না গিয়ে ল্যাংডনের পক্ষে পিরামিডের পাঠোদ্ধার করা সম্ভব না। "সেখানেই এই ধাঁধার বাকী অংশ রয়েছে! রবার্ট সব সূত্র ছাড়া কিভাবে পাঠোদ্ধার করবে?!"

ল্যাংডন তার চেষ্টার প্রশংসা করে কিন্তু বুঝতে পারে আট ফ্রাঙ্কলিন স্কোয়্যার মোটেই এ্যাডমস টেম্পল নির্দেশ করছে না। *সময়ের নিরিখে গোলমাল আছে!* কিংবদন্তি অনুসারে ম্যাসনিক পিরামিড ১৮০০ সালের মাঝামাঝি নাগাদ তৈরী করা হয়েছে শ্রাইন তৈরী হবার কয়েকদশক আগে। ল্যা'ংগডন বুঝতে পারে স্কোয়্যারের নাম ফ্রাঙ্কলিন হবার আগের ঘটনা এটা। শিরোশোভাটা কোন মতেই একটা নামহীন প্রান্তরে তৈরী না হওয়া ভবন নির্দেশ করতে পারে না। "আট ফ্রাঙ্কলিন স্কোয়্যার" এমন কোন একটা স্থান বোঝাচ্ছে যার ১৮৫০ সালে অস্তিত্ব ছিল।

দুর্ভাগ্যবশত ল্যাংডন চেতনা হারিয়ে ফেলতে থাকে।

সময়ের সাথে খাপ খায় এমন কিছু একটা সে বেপরোয়া গতিতে ভাবতে শুরু করে। *আট ফ্রাঙ্কলিন স্কোয়্যার? ১৮৫০ সালে যার অস্তিত্ব ছিল।* ল্যাংডনের কিছুই মনে পড়ে না। তরল এবার তার কানে প্রবেশ করছে। আতঙ্কের সাথে লড়াই করতে করতে সে কাঁচের প্রতীকের দিকে তাকিয়ে থাকে। *আমি সম্পর্কটাই ধরতে পারছি না!* মৃত্যুভয়ে তার মন সম্ভব অসম্ভব সব ধরণের সাদৃশ্য কল্পনা করতে থাকে।

*আট ফ্রাঙ্কলিন স্কোয়্যার. . .স্কোয়্যার. . .এই গ্রিডের প্রতীকগুলো স্কোয়্যারবন্দি. . .স্কোয়্যার আর কম্পাস ম্যাসনিক প্রতীক. . .ম্যাসনিক বেদী বর্গাকার. . .স্কোয়্যারে আছে নব্বই ডিগ্রী।* পানি উঠতেই থাকে কিন্তু ল্যাংডন পাত্তা দেয় না। *আট ফ্রাঙ্কলিন. . .আট. . .এই গ্রিডটা আট-বাই-আট. . .আট ফ্রাঙ্কলিন. . .আট. . .এই গ্রিডটা আট-বাই-আট. . . ফ্রাঙ্কলিনে আটটা অক্ষর. "দি অর্ডার" আট অক্ষর. . . আট হল অসীমের উল্টোদিকে ঘুরান প্রতীক. . . সংখ্যাতত্ত্বে আট ধ্বংসের প্রতীক. . .*

ল্যাংডন থই পায় না।

BanglaBook.org

ট্যাঙ্কের বাইরে, ক্যাথরিন তখনও অনুনয় করতে থাকে। কিন্তু ল্যাংডনের শ্রবণ ক্ষমতা পানির ঢেউয়ে ছলকে যেতে থাকে।

". . .জানা না থাকলে অসম্ভব. .শিরোশোভার বাণী পরিষ্কারভাবে. . দি সিক্রেট হাইডস উইথইন-"

তার পরে তার কথা আর শোনা যায় না।

পানি ল্যাংডনের কানে প্রবেশ করেছে, ক্যাথরিনের শেষ স্বরটুকু শুষে নিয়ে। সহসা একটা মাতৃজঠরের স্তব্ধতা তাকে ঘিরে ফেলে ল্যাংডন বুঝতে পারে এবার সে সত্যি সত্যিই মারা যাচ্ছে।

*দি সিক্রেট হাইডস উইথইন-*

ক্যাথরিনের শেষ বাক্যটা তার সমাধির স্তব্ধতার ভিতরে অনুরণিত হয়

*দি সিক্রেট হাইডস উইথইন-*

আজব ব্যাপার ল্যাংডনের মনে পড়ে এই শব্দগুলো সে আগে অনেকবার শুনেছে।

*দি সিক্রেট হাইডস. . উইথইন-*

এখন পর্যন্ত তার মনে হচ্ছিল প্রাচীন রহস্যময়তা তাকে বিদ্রুপ করছে। "দি সিক্রেট হাইডস উইথইন" রহস্যময়তার মর্মমূলের বস্তু যা মানুষকে শিখিয়েছে ঈশ্বরকে উপরে স্বর্গে না খুঁজে. .নিজের ভিতরে খুঁজে দেখতে। *দি সিক্রেট হাইডস উইথইন।* এটাই সব সূফী সাধকদের বাণী।

যীশু বলেছেন, *ঈশ্বরের রাজত্ব তোমার ভেতরেই লুকিয়ে আছে।*

পিথাগোরাস বলেছেন, *নিজেকে জানো।*

হার্মেস ট্রিসমেজিসটাস বলেছেন, *জেনো যে তুমিই ঈশ্বরের প্রতিভূ।*

আরো অনেক আছে. .

সব সূফী মতবাদ এটাই বলতে চেয়েছে। *দি সিক্রেট হাইডস উইথইন।* মানুষ তবুও ঈশ্বরের মুখের সন্ধানে আঁকাশের দিকে তাকিয়েছে বারবার।

এই উপলব্ধি ল্যাংডনের জন্য একটা সত্যিকারের বিড়ম্বনা বয়ে আনে। তার আগে মৃত অন্যসব অন্ধ লোকদের মত তার চোখ স্বর্গের দিকে তাকিয়ে আছে। রবার্ট ল্যাংডন সহসা আলো দেখতে পায়।

বজ্রপাতের মত বিষয়টা তাকে আঘাত করে।

দি

অর্ডার হাইডস

উইথইন দি অর্ডার

আট ফ্রাঙ্কলিন স্কোয়্যার

নিমেষের ভিতরে সে বুঝতে পারে।

শিরোশোভার বাণী স্ফটিক স্বচ্ছ হয়ে যায়। অর্থটা সারারাত তার দিকে তাকিয়ে ছিল। শিরোশোভার বাণী, ম্যাসনিক পিরামিডের মত একটা সিম্বলন-

BanglaBook.org

টুকরো করা সঙ্কেত– কয়েক খণ্ডে লিখিত বাণী। শিরোশোভার বাণী এমন মামুলিভাবে আড়াল করা হয়েছিল যে ল্যাংডন আর ক্যাথরিন সেটা বুঝতে পারেনি সেটা তার বিশ্বাসই হতে চায় না।

তারচেয়েও অবাক করা ব্যাপার শিরোশোভার বাণী আদতেই পিরামিডের প্রতীকের পাঠোদ্ধারের সূত্র দেখিয়েছে। খুবই সাধারণ ব্যাপার। পিটার সলোমনের প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী, শিরোশোভা একটা শক্তিশালী টালিসমান বিশৃঙ্খলার ভিতরে শৃঙ্খলা আনয়নে।

ল্যাংডন আবার বাক্স ধাক্কাতে শুরু করে। "আমি জানি! আমি জানি!"

তার মুখের উপর থেকে পাথরের পিরামিড ভেসে উঠে সরে যায়। তার জায়গায় হাজির হয় উল্কি আঁকা মুখ, রক্ত হিম করা একটা দৃশ্য জানালা দিয়ে দেখা যায়।

"আমি সমাধান করেছি!" ল্যাংডন চিৎকার করে বলে। "আমাকে এখান থেকে বের করো।"

উল্কি আঁকা লোকটা কি বলে পানির জন্য সে শুনতে পায় না। তার চোখ অবশ্য, বুঝতে পারে সে কি বলছে, *"আমাকে বলো।"*

"আমি বলবো!" ল্যাংডন আর্তনাদ করে উঠে পানি তার চোখে প্রবেশ করছে। "আমাকে বের করো! আমি সব ব্যাখ্যা করবো!" *খুবই সহজ।*

লোকটা ঠোঁট আবার নড়ে। "*আমাকে বলো. . . নইলে মরো।*"

পানি শেষ ইঞ্চি খালি জায়গা ভরতে শুরু করলে ল্যাংডন তার মাথা বাক্সে ঠেকায় মুখ পানির উপরে রাখার জন্য। সেটা করতে গিয়ে, গরম পানি তার চোখে প্রবেশ করে, দৃষ্টি ঝাপসা করে দেয়। পিঠ বাঁকা করে সে তার মুখ প্লেক্সিগ্লাসের নীচে ঠেকিয়ে রাখে।

তখন কয়েক সেকেণ্ড বাতাস অবশিষ্ট থাকতে সে ম্যাসনিক পিরামিড কিভাবে পাঠোদ্ধার করতে হবে সেটা বলতে শুরু করে।

সে কথা শেষ করতে পানি তার ঠোঁটের উপরে উঠে আসে। সহজাত প্রবৃত্তির বশে ল্যাংডন বড় শ্বাস নিয়ে মুখ বন্ধ করে। এক মুহূর্ত, তরল তাকে পুরো গ্রাস করে, তার পুরো শরীরটা ছাপিয়ে উঠে প্লেক্সিগ্লাসে ছড়িয়ে যায়।

*সে পেরেছে, মাল'আখ উপলব্ধি করে। ল্যাংডন পিরামিডের পাঠোদ্ধার করেছে।*

উত্তরটা খুবই সাধারণ। খুবই স্বাভাবিক।

জানালার নীচে রবার্ট ল্যাংডনের বেপরোয়া আর সাহায্যপ্রার্থী চোখ তার দিকে তাকিয়ে থাকে।

মাল'আখ তার দিকে তাকিয়ে মাথা নাড়ে আর ধীরে মুখ নেড়ে বলে: "ধন্যবাদ প্রফেসর। পরের জীবন উপভোগ কর।"

BanglaBook.org

# ১০৩
# অধ্যায়

কঠোর সাঁতারু হবার কারণে ল্যাংডন প্রায়ই একটা কথা ভাবতো পানিতে ডুবে ডাবার অনুভূতি কেমন। সে এবার হাতেনাতে সেটা প্রথমবারের মত বুঝতে যাচ্ছে। সে যদিও অন্য যেকোন লোকের চেয়ে বেশি দম রাখতে পারে, সে বুঝতে বাতাসের অভাবে তার দেহ বিদ্রোহ করতে চাইছে। রক্তে কার্বনডাই অক্সাইড মিশে গিয়ে প্রবৃত্তিকে প্ররোচিত করছে শ্বাস নিতে। *শ্বাস নেয়া চলবে না।* প্রতিমুহূর্তে শ্বাস নেবার সহজাত প্রবৃত্তি বেড়ে চলেছে। ল্যাংডন জানে শীঘ্রই সে শ্বাসরোধী পর্যায়ে পৌছাবে -চূড়ান্ত মুহূর্ত যে সময়ে একটা লোক তার শ্বাস আর আটকে রাখতে পারে না।

*ঢাকনা খোলো!* ল্যাংডনের প্রবৃত্তি ছটফট মোচড়াতে চায় কিন্তু সে জানে সেটা কেবল মূল্যবান অক্সিজেন নষ্ট করবে। সে কেবল তার সামনের স্বচ্ছ স্থানটুকু পানির নীচে ঝাপসাভাবে তাকিয়ে থাকে আর আশায় বুক বাঁধে। বাইরের পৃথিবী এখন কেবল একটা ঝাপসা আলোর নামান্তর প্লেক্সিগ্লাসের বাইরে। তার ভেতরের মাংসপেশীতে জ্বালা শুরু হয় বুঝতে পারে হাইপোক্সিয়া শুরু হচ্ছে।

সহসা একটা সুন্দর মুখ উপরে ভেসে উঠে তার দিকে তাকিয়ে থাকে। তার নরম অভিব্যক্তি তরলের পর্দার আড়ালে কেমন মায়াবী দেখায়। তাদের চোখাচোখি হয় প্লেক্সিগ্লাসের আবরণের দুপাশে এবং এক মুহূর্তের জন্য তার মনে হয় সে বেঁচে যাচ্ছে। *ক্যাথরিন!* তার পরে সে তার আতঙ্কে চাপা কান্নার সুর শুনে বুঝতে পারে সেখানে তাকে তাদের বন্দিকর্তা ধরে রেখেছে। উল্কি আঁকা দানবটা তাকে তার মৃত্যু প্রত্যক্ষ করতে বাধ্য করছে।

*ক্যাথরিন আমি দু:খিত. . .*

পানির নীচে আটকে পড়ে এই অদ্ভুত অন্ধকার স্থানে ল্যাংডনের বিশ্বাস হতে চায় না এখানে তাকে জীবনের শেষ মুহূর্ত কাটাতে হবে। শীঘ্রই তার অস্তিত্ব বিলীন হবে. . .সে যা কিছু. . .বা তার সম্ভাবনা. . .সবকিছুর পরিসমাপ্তি ঘটতে চলেছে। তার মস্তিষ্কের মৃত্যু হলে, তার সমস্ত স্মৃতি যা কিছু সে শিখেছিল সব রাসায়নিক বিক্রিয়ায় ভণ্ডুল হয়ে যাবে।

এই মুহূর্তে, ল্যাংডন উপলব্ধি করে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কাছে নিজের তুচ্ছতা। একটা নি:সঙ্গ বিনয়ী মুহূর্ত যা সে আগে কখনও অনুভব করেনি। প্রায় কৃতজ্ঞতার সাথে সে টের পায় শ্বাসরোধী মুহূর্ত উপস্থিত হয়েছে।

তার সময় হয়েছে।

BanglaBook.org

ল্যাংডনের ফুসফুস তার ভেতরের বাতাস বের করে দেয় শ্বাস নেবার অদম্য আঁকাঙ্ক্ষায় চুপসে আসে। সে তারপরেও কিছুক্ষণ দম আটকে থাকে। তার অন্তিম মুহূর্ত। তারপরে একটা লোক যখন আর গরম পাত্র ধরে রাখতে না পেরে ছেড়ে দেয় সেভাবে সে নিয়তির হাতে নিজেকে সপে দেয়।

প্রবৃত্তি যুক্তিকে ছাপিয়ে যায়।

তার ঠোঁট ভাগ হয়।

তার ফুসফুস প্রসারিত হয়।

এবং তরল ভিতরে প্রবেশ করতে থাকে।

ল্যাংডনের বুকে যে ব্যথ্যা ছড়িয়ে পড়ে তেমন কিছু সে আগে অনুভব করেনি। তার ফুসফুসে প্রবেশ করে তারা জ্বালা ধরিয়ে দেয়। নিমেষে ব্যথা মাথায় উঠে আসে এবং সে টের পায় তার মাথা শিরস্ত্রাণের ভিতরে যেন দুমড়ে যায়। তার কানে মুর্হুমর্হু বজ্রপাত হয় তার ভিতরে সে ক্যাথরিনের চিৎকার শুনতে পায়।

চোখ ধাঁধান আলোর একটা ঝলসানি।

এবং তারপরে সবকিছু অন্ধকার হয়ে যায়।

রবার্ট ল্যাংডন আর নেই।

# ১০৪
# অধ্যায়

*সব শেষ।*

ক্যাথরিন সলোমন চিৎকার বন্ধ করেছে। এইমাত্র সে ডুবে যাবার যে দৃশ্য প্রত্যক্ষ করেছে তা তাকে বিমূঢ়, হতাশা আর বেদনায় দৃশ্যত পঙ্গু করে ফেলে।

প্লেক্সিগ্লাসের জানালার নীচে, ল্যাংডনের খোলা চোখের দৃষ্টি তাকে ছাড়িয়ে উপরে উঠে গিয়েছে। তার নিথর মুখে যন্ত্রণা আর আক্ষেপের অভিব্যক্তি। শেষ একটা বাতাসের বুদবুদ তার খোলা মুখ থেকে বেরিয়ে আসে আর নিজের আত্মাকে ছেড়ে দেবার অভিপ্রায়ে রবার্ট ধীরে পানিতে তলিয়ে যেতে থাকে. .ছায়ার ভিতরে সে হারিয়ে যায়।

*সে মারা গেছে।* ক্যাথরিন বিবশ হয়ে আসে।

উল্কি আঁকা লোকটা নীচু হয়ে নির্দয় নির্মমতায় ছোট জানালাটা বন্ধ করে দেয়, ল্যাংডনের লাশ অদৃশ্য হয়ে যায়।

তারপরে তার দিকে তাকিয়ে সে হাসে। "আমরা এবার যেতে পারি?"

ক্যাথরিন কোন প্রতিক্রিয়া প্রকাশের আগে, সে তার বিষাদ ভারাক্রান্ত দেহ ঝটকা দিয়ে সরিয়ে নিয়ে তাকে কাঁধে তুলে নেয়, আলো নিভিয়ে দিয়ে ঘর থেকে বের হয়ে যায়। কয়েক পা সদর্পে এগিয়ে সে হলের শেষ প্রান্তে চলে আসে

BanglaBook.org

একটা বেশ খোলা জায়গা যেটা লালচে-বেগুনী আলোয় আলোকিত। ঘরটায় ধূপের গন্ধ। সে তাকে ঘরের ভিতরে একটা চারকোণা পাথরের টেবিলের উপরে জোরে নামিয়ে রাখলে তার বুক থেকে সব বাতাস বের হয়ে যায়। পিঠের নীচে সে শীতল আর শক্ত একটা কিছু অনুভব করে। *এটা কি পাথরের?*

ক্যাথরিন সুস্থির হয়ে উঠতে উঠতে লোকটা তার হাত আর পায়ের বাঁধন খুলে ফেলে। সে সহজাত প্রবৃত্তির বশে তাকে সরিয়ে দিতে চেষ্টা করে কিন্তু হাত পায়ে কোন সাড়া পায় না। সে এবার তাকে চামড়ার ফালি দিয়ে টেবিলে বেঁধে ফেলতে শুরু করে, দুহাত পা দুদিকে ছাড়ান অবস্থায় সে তাকে বাঁধে। শেষে সে তার উদরের উপরে একটা শেষ চামড়ার ফালি দিয়ে পেচায়।

কয়েক সেকেণ্ড লাগে পুরো ব্যাপারটা ঘটতে আর ক্যাথরিন আবারও নড়াচড়া করতে পারে না। তার হাত পা দবদব করে আবার রক্ত চলাচল শুরু হতে।

"মুখ খোলো," লোকটা ফিসফিস করে বলে, নিজের উল্কি আঁকা ঠোঁট চাটতে চাটতে।

ক্যাথরিন দাঁতে দাঁত চেপে থাকে বিতৃষ্ণায়।

লোকটা আবার তার তর্জনী ঠোঁটের চারপাশে বুলায়, তার চামড়া কুঁচকে আসে। সে আরো জোরে দাঁত চাপে। উল্কি আঁকা লোকটা হাসে এবং অন্য হাতে গলার একটা প্রেশার পয়েন্ট খুঁজে নিয়ে সেখানে চাপ দেয়। ক্যাথরিনের মুখ সাথে সাথে খুলে যায়। সে টের পায় তার আঙ্গুল মুখের ভিতরে ঢুকে জিহ্বা উপরে নড়ছে। সে শ্বাসরুদ্ধ হতে কামড়াতে চেষ্টা করে কিন্তু আঙ্গুলটা ততক্ষণে বেরিয়ে গেছে। হাসতে হাসতে সে তার ভেজা আঙ্গুল তার চোখের সামনে এনে ধরে। এবং এরপরে চোখ বন্ধ করে সে আরো একবার মাথার উল্কিহীন অংশে সেটা ঘষতে থাকে।

লোকটা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে চোখ খুলে আর তারপরে আতঙ্কিত করে তোলার মত শান্ত ভঙ্গিতে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়।

সহসা আপতিত হওয়া নিরবতায়, ক্যাথরিন নিজের হৃৎপিণ্ডের শব্দ শুনতে পায়। তার মাথার উপরে উদ্ভট একটা আলোর বিন্যাস বেগুনী থেকে লালচে বর্ণ ধারণ করছে ঘরের নীচু ছাদ আলোকিত হয়ে উঠে। সে ছাদটা দেখার পরে কেবল সেদিকে তাকিয়ে থাকতে পারে। পুরো এলাকাটা ছবি দিয়ে ভরা। তার মাথার উপরে দিব্য আঁকাশের মাথা ঘুরিয়ে দেবার মত একটা কোলাজ। গ্রহ তারা নক্ষত্র জ্যোতির্বিদ্যার প্রতীকের সাথে মিশেছে। সেখানে আছে অনুমিত তীর, বৃত্তাকার গোলক, উত্থানের জ্যামিতিক চিহ্ন আর রাশিতত্ত্বের প্রাণীরা উপর থেকে তার দিকে তাকিয়ে থাকে। অনেক কোন উন্মাদ সিসিটিন চ্যাপেলে ঢুকলে যা হতে পারে।

ক্যাথরিন মাথা ঘুরায়, এবং বামে তাকিয়ে দেখে সেদিকেও একই অবস্থা। মধ্যযুগীয় মোমদানিতে জ্বলতে থাকা মোমের আলোয় দেখা যায় ছবি, ড্রয়িং আর

BanglaBook.org

টেক্সটে দেয়ালটা পুরো ঢাকা। কিছু কিছু দেখে মনে হয় প্রাচীন পাণ্ডুলিপি থেকে ছিঁড়ে নেয়া প্যাপিরাস বা ভেলামের পাতা, অন্যগুলো নিশ্চিতভাবেই নতুন বই ম্যাপ, ড্রয়িং, ছবি সব হুকবদ্ধ দেয়ালে নিষ্ঠার সাথে আঠা দিয়ে লাগান হয়েছে। তার উপরে সূতার একটা জাল বিভিন্ন বিন্যাস তৈরী করে অসংখ্য সম্ভাবনার জন্ম দিয়েছে।

ক্যাথরিন অন্যদিকে মাথা ঘুরায়।

দুর্ভাগ্যবশত সেদিকে সবচেয়ে ভীতিকর দৃশ্যটা সে দেখতে পায়।

পাথরের যে চাইটার উপরে সে বাঁধা অবস্থায় আছে তার ঠিক পাশেই একটা ছোট যন্ত্রপাতি রাখার সাইড কাউন্টার টেবিল অনেকটা হাসপাতালের অপারেশন টেবিলের মত। কাউন্টারে অনেক কিছু সাজিয়ে রাখা আছে– সিরিঞ্জ, কালো তরলে ভর্তি কাঁচের ভায়াল. . .এবং একটা বিশাল চাকু যার বাটটা হাড়ের তৈরী আর ফলাটা লোহার অস্বাভাবিক তার ধার।

*হায় ঈশ্বর. .সে আমার সাথে কি করবে বলে ঠিক করেছে?*

# ১০৫
# অধ্যায়

সিআইএ সিস্টেম এনালিস্ট রিক পারিস যখন নোলার অফিসে শেষ পর্যন্ত আসে তার হাতে একটা কাগজের শিট দেখা যায়।

"এত দেরী হল কেন?" নোলা জানতে চায়। *আমি সাথে সাথে তাকে আসতে বলেছিলাম।*

"দু:খিত," পুরু কাঁচের চশমা নাকে উপরে ঠেলে দিয়ে সে বলে। "আমি তোমার জন্য আরো তথ্য সংগ্রহ করতে চেষ্টা করেছিলাম কিন্তু–"

"কি আছে সেটা কেবল আমাকে দেখাও।"

পারিস তার হাতে প্রিন্টটা দেয়। "সম্পাদিত কিন্তু মূলটা ঠিকই তুমি বুঝবে।"

নোলা বিস্ময়ে পাতাটার দিকে তাকিয়ে থাকে।

"আমি এখনও বুঝতে পারছি'না হ্যাঁকার কিভাবে ঢুকল," পারিস বলে, "কিন্তু দেখে মনে হচ্ছে একটা ডেলিগেটর স্পাইডার আমাদের গবেষণা হাতিয়ে নিয়ে–"

"সেটা ভুলে যাও!" নোলা পাতাটা থেকে চোখ তুলে নিয়ে বলে। "সিআইএ'র সাথে পিরামিড, সিংহদ্বার আর খোদাই করা সিম্বলনের কি সম্পর্ক?"

BanglaBook.org

"আমার সেজনই দেরী হয়েছে। আমি দেখতে চেয়েছিলাম কোন কোন ডকুমেন্ট টার্গেট করা হয়েছে তাই আমি ফাইল পাথ ট্রেস করি," পারিস থেমে গলা পরিষ্কার করে। "এই ডকুমেন্টটা দেখা যায় সিআইএ ডিরেক্টরের ব্যক্তিগত পার্টিশানে অবস্থিত।"

নোলা ঘুরে তাকায়, চোখে অবিশ্বাস। *সাটোর বসের কাছে ম্যাসনিক পিরামিড সম্পর্কিত ফাইল আছে?* সে জানে যদিও সিআইএ'র বর্তমান ডিরেকটর এবং আরও অনেক উচ্চপদস্থ সিআইএ প্রশাসকরা উচ্চ পদস্থ ম্যাসন কিন্তু তাদের কেউ সিআইএ'র কম্পিউটারে ম্যাসনিক গুপ্ত তথ্য লুকিয়ে রাখবে সেটা কল্পনা করা অসম্ভব।

তারপরে আবার, গত চব্বিশ ঘন্টায় সে যা খেল দেখেছে সেটা ভেবে নিয়ে মনে মনে বলে হতেও পারে।

এজেন্ট সিমকিন্স পেটের উপরে ভর দিয়ে ফ্রাঙ্কলিন স্কোয়্যারের ঝোপের আড়ালে নিজেকে লুকিয়ে রাখে। তার চোখ আলমাস টেম্পলের স্তম্ভযুক্ত প্রবেশপথ খুটিয়ে দেখে। *কিছু নেই।* ভেতর থেকে কোন আলো দেখা যায় না আর কেউ দরজার দিকে যায়নি। সে মাথা ঘুরিয়ে বেল্লামির দিকে তাকায় পার্কের মাঝে লোকটা বেকুবের মত পায়চারি করছে, মুখের অভিব্যক্তি শান্ত। *সত্যিই* শান্ত। সিমকিনস তাকে কাঁপতে আর হাঁপাতে দেখে।

তার ফোন কেঁপে উঠে। সাটোর ফোন।

"আমাদের টার্গেট আসার সময় কতক্ষণ আগে পার হয়েছে?" সে জানতে চায়।

সিমকিনস তার ক্রোনোগ্রাফের দিকে তাকায়। "টার্গেট বলেছিল বিশ মিনিট। এখন প্রায় চল্লিশ মিনিট অতিক্রান্ত হয়েছে। কিছু গড়বড় হয়েছে।"

"বুঝেছি কি হয়েছে," সাটো বলে। "সে আসছে না।"

সিমকিনস বুঝতে পারে সে ঠিক কথাই বলছে। "হার্টম্যান যোগাযোগ করেছে?"

"সে ক্যালোরমা হাইটস থেকে একবারও যোগাযোগ করেনি। আমিও ফোনে তাকে পাইনি।"

সিমকিনস আড়ষ্ট হয়ে যায়। ব্যাপারটা সত্যি হলে আসলেই গণ্ডগোল বেঁধেছে আর ভীষণ মাত্রার।

"আমি ফিল্ড সাপোর্টের জন্য বলে পাঠাই," সাটো বলে, "আর তারাও সেখানে কিছু পায়নি।"

*হলি শিট!* "তারা এসকালেডের জিপিএস লোকেশন পায়নি?"

"হ্যাঁ। একটা আবাসিক এলাকা," সাটো বলে। "লোকদের ফিরে আসতে বল। আমরা এখান থেকে ফিরে যাচ্ছি।"

BanglaBook.org

সাটো ফোনের লাইন কেটে রাজধানীর রাজকীয় দিগন্ত রেখার দিকে তাকিয়ে থাকে। শীতল বাতাস তার হাল্কা জ্যাকেটের প্রান্ত উড়িয়ে নেয় এবং সে দুহাতে নিজেকে জড়িয়ে ধরে উষ্ণ রাখতে। ডিরেকটর ইনউ সাটো সেইসব মেয়েদের কাতারে পড়ে না যাদের প্রায়ই ঠাণ্ডা লাগে. বা ভয়। এই মুহূর্তে সে অবশ্য দুটোই অনুভব করছে।

# ১০৬
## অধ্যায়

মাল'আখ কেবল তার নেংটি পরে র‍্যাম্প দিয়ে উঠে আসে, ইস্পাতের দরজা খুলে বের হয় এবং ছবির আড়াল থেকে বসার ঘরে বেরিয়ে আসে। *আমাকে দ্রুত প্রস্তুত হতে হবে।* ফয়্যারে পরে থাকা মৃত সিআইএ এজেন্টের দিকে সে তাকায়। *এই বাসা আর মোটেই নিরাপদ না।*

পিরামিডটা হাতে নিয়ে সে সোজা নীচ তলায় তার স্টাডিতে প্রবেশ করে এবং ল্যাপটপ কম্পিউটারে সামনে বসে। নীচে ল্যাংডনের বাক্সবন্দি লাশের কথা ভাবে চিন্তা করে নীচের পানিতে ডুবে থাকা লাশটা কতদিন কত সপ্তাহ পরে কেউ খুঁজে পাবে। তাতে কিছু আসে যায় না। মাল'আখ ততদিনে সবার নাগালের বাইরে চলে যাবে।

*ল্যাংডন তার ভূমিকা দারুণ পালন করেছে. . . প্রশংসনীয়।*

ল্যাংডন ম্যাসনিক পিরামিডই কেবল সম্পূর্ণ করেনি সে প্রতীকের গ্রিড কিভাবে সমাধান করতে হবে সেটাও খুঁজে পেয়েছে। প্রথম দর্শনে প্রতীকগুলোকে পাঠোদ্ধারের অযোগ্য মনে হবে. . .এবং তারপরেও উত্তরটা খুবই সহজ. . তাদের মুখের দিকে তাকিয়ে আছে।

মাল'আখের কম্পিউটার জীবন্ত হয়ে উঠে তার স্ক্রিনে আগের ই-মেইল এখন দেখা যায়– শিরোশোভার দীপ্তিমান একটা ছবি, বেল্লামির আঙ্গুলে অর্ধেক ঢাকা।

*The*
*secret hides*
*within The Order*
[redacted] *Franklin Square*

*আট. . ফ্রাঙ্কলিন স্কোয়্যার,* ক্যাথরিন মাল'আখকে বলেছে। সে আরও বলেছে সিআইএ এজেন্ট ফ্রাঙ্কলিন স্কোয়্যারে ওত পেতে আছে তাকে ধরার জন্য এবং শিরোশোভা কিসের ইঙ্গিত করেছে সেটা বুঝতে। ম্যাসন? শ্রাইনারস? রোজিক্রুসিয়ানস?

BanglaBook.org

*এগুলোর একটাও না,* মাল'আখ এখন জানে। *ল্যাংডনই কেবল সত্যিটা দেখেছে।*

দশ মিনিট আগে পানি তার মুখের উপরে উঠে আসবার সময়ে হার্ভাডের প্রফেসর পিরামিডের পাঠোদ্ধারের পথ খুঁজে পান। "দি-অর্ডার-আট ফ্রাঙ্কলিন স্কোয়্যার!" সে আতঙ্কিত চোখে চেঁচিয়ে বলেছিল। "দি সিক্রেট হাইডস উইথইন দি অর্ডার আট ফ্রাঙ্কলিন স্কোয়্যার!"

মাল'আখ প্রথমে মানেটা বুঝতে পারেনি।

"এটা কোন ঠিকানা না!" প্লেক্সিগ্লাসের কাঁচে ঠোঁট ঠেকিয়ে সে বলেছে। "দি অর্ডার আট ফ্রাঙ্কলিন স্কোয়্যার! একটা ম্যাজিক স্কোয়্যার!" সে তারপরে ড্যুরারের সম্বন্ধে কিছু বলে. . .এবং পিরামিডের প্রথম সঙ্কেত কিভাবে শেষ সঙ্কেত পাঠোদ্ধারে সহায়তা করবে।

মাল'আখ ম্যাজিক স্কোয়্যারের সাথে পরিচিত– *কামিয়াস,* গোড়ার দিকে মরমীবাদীরা এই নামেই একে অভিহিত করতো। প্রাচীন পাণ্ডুলিপি *ডি অকাল্টা ফিলোসোফিয়ায়* ম্যাজিক স্কোয়্যারের ক্ষমতা বর্ণনা করা হয়েছে এবং কিভাবে শক্তিশালী সিজিল তৈরী করতে হয় সংখ্যার ম্যাজিক্যাল গ্রিড ব্যবহার করে। আর ল্যাংডন তাকে বলেছে যে একটা ম্যাজিক স্কোয়্যার পিরামিডের নীচের সংকেত পাঠোদ্ধারে সহায়তা করবে।

"আট-বাই-আটের একটা ম্যাজিক স্কোয়্যার তোমার দরকার!" প্রফেসর রীতিমত চেঁচিয়ে বলে তার দেহের কেবল ঠোঁটই তখন পানির উপরে ভেসে আছে। "ম্যাজিক স্কোয়্যার শ্রেণীবদ্ধ করা হয়েছে অর্ডার অনুসারে। তিন-বাই-তিন 'অর্ডার তিন'! চার-বাই-চার স্কোয়্যার 'অর্ডার চার'! তোমার দরকার আট-বাই-আটের অর্ডার।"

পানি ল্যাংডনকে পুরোপুরি আপ্লুত করে এবং প্রফেসর শেষ একটা মরীয়া শ্বাস নিয়ে একজন বিখ্যাত ম্যাসন. . . আমেরিকার প্রতিষ্ঠাতা পূর্বপুরুষ. . .একাধারে বিজ্ঞানী, মরমী সাধক, গণিতবিদ, আবিষ্কারক. . .এবং সেই সাথে মরমী *কামিয়ার* স্রষ্ট যা আজও তার নাম ধারণ করে আছে।

*ফ্রাঙ্কলিন।*

এক নিমেষে মাল'আখ বুঝতে পারে ল্যাংডন ঠিক কথাই বলছে।

এখন শ্বাসরুদ্ধকর উত্তেজনায় মাল'আখ তার কম্পিউটারের সামনে বসে আছে। সে দ্রুত একটা ওয়েব সার্চ করে, অনেক হিট পায় এবং একটা বেছে নিয়ে পড়তে শুরু করে।

দি অর্ডার আট ফ্রাঙ্কলিন স্কোয়্যার

ইতিহাসের অন্যতম বিখ্যাত ম্যাজিক স্কোয়্যার দি অর্ডার আট স্কোয়্যার প্রকাশিত হয় ১৭৬৯ সালে আমেরিকান বিজ্ঞানী বেনজামিন ফ্রাঙ্কলিন কর্তৃক এবং এটা আগে কখনও দেখা যায়নি এমন "বেন্ট ডায়াগনাল সামেশন" অন্তর্ভূক্ত করার কারণে বিখ্যাত হয়ে আছে। তার

BanglaBook.org

সময়ের বিখ্যাত অ্যালকেমিস্ট আর মরমী সাধকদের সাথে তার সখ্যতা আর জ্যোতির্বিদ্যায় নিজের আগ্রহ থেকে ফ্রাঙ্কলিনের এই আবিষ্টতা জন্মায় মরমী আর্ট ফর্মের প্রতি। আর এটাই তার ভবিষ্যদ্বাণী পুওর রিকার্ডস এ্যালম্যানাকের মূল সুর।

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ৫২ | ৬১ | ৪ | ১৩ | ২০ | ২৯ | ৩৬ | ৪৫ |
| ১৪ | ৩ | ৬২ | ৫১ | ৪৬ | ৩৫ | ৩০ | ১৯ |
| ৫৩ | ৬০ | ৫ | ১২ | ২১ | ২৮ | ৩৭ | ৪৪ |
| ১১ | ৬ | ৫৯ | ৫৪ | ৪৩ | ৩৮ | ২৭ | ২২ |
| ৫৫ | ৫৮ | ৭ | ১০ | ২৩ | ২৬ | ৩৯ | ৪২ |
| ৯ | ৮ | ৫৭ | ৫৬ | ৪১ | ৪০ | ২৫ | ২৪ |
| ৫০ | ৬৩ | ২ | ১৫ | ১৮ | ৩১ | ৩৪ | ৪৭ |
| ১৬ | ১ | ৬৪ | ৪৯ | ৪৮ | ৩৩ | ৩২ | ১৭ |

মাল'আখ ফ্রাঙ্কলিনের বিখ্যাত সৃষ্টি খুটিয়ে দেখে-১ থেকে ৬৪ সংখ্যার অনন্য সমাবেশ-যেখানে প্রতিটা রো, কলাম আর ডায়াগোনাল একই ম্যাজিকাল ধ্রুবক উৎপাদন করে। *দি সিক্রেট হাইডস উইথইন দি অর্ডার এইট ফ্রাঙ্কলিন স্কোয়্যার।*

মাল'আখ হাসে। উত্তেজনায় কাঁপতে কাঁপতে সে পাথরের পিরামিডটা ধরে উল্টে নীচের দিকটা পরীক্ষা করে।

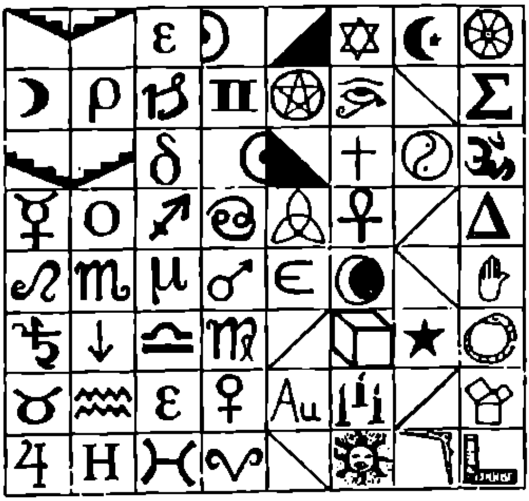


এই চৌষট্টিটা প্রতীক পুনরায় বিন্যস্ত করে ভিন্ন ধারায় সাজাতে হবে যেভাবে ফ্রাঙ্কলিন ম্যাজিক স্কোয়্যারে বলে দেয়া আছে। মাল'আখ যদিও বুঝতে পারে না

কিভাবে এই গ্রিড সহসা ভিন্নভাবে সাজাতে অর্থবোধক হয়ে উঠবে, কিন্তু প্রাচীন প্রতিশ্রুতির প্রতি তার বিশ্বাস আছে।

*অর্ডো আব কাও।*

সে একটা খালি পাতায় আট বাই আটের একটা গ্রিড আঁকে এবং তারপরে তাদের নতুন ক্রম অনুসারে তাদের সাজাতে শুরু করে। প্রায় সাথে সাথে তাকে বিস্মিত করে গ্রিডটা অর্থবোধক হয়ে উঠতে থাকে।

*বিশৃঙ্খলা থেকে শৃঙ্খলা।*

সে পুরো পদ্ধতিটা সমাপ্ত করে এবং বিস্মিত হয়ে তার সামনের সমাধানের দিকে তাকিয়ে রয়। একটা সম্পূর্ণ ইমেজ জন্ম নিয়েছে। বিশৃঙ্খল গ্রিডটা রূপান্তিরিত হয়েছে. .পুনর্বিন্যস্ত হয়েছে. .মাল'আখ যদিও পুরো ইমেজটার মানে বুঝতে পারে না, সে এতটুকু বুঝতে পারে যা তার জন্য যথেষ্ট সে শেষ পর্যন্ত কোথায় যাচ্ছে।

*পিরামিডটা পথ প্রদর্শন করছে।*

গ্রিডটা পৃথিবীর সবচেয়ে আধ্যাত্মিক স্থানের দিকে নির্দেশ করছে। অবিশ্বাস্যভাবে, এটা ঠিক একই অবস্থান মাল'আখ প্রায় চিন্তা করে যেখানে তার যাত্রা শেষ হবে।

*নিয়তি।*

## ১০৭
## অধ্যায়

পাথরের টেবিলটা ক্যাথরিনের পিঠের নীচে শীতল অনুভূত হয়।

তার মানসচক্ষে কেবল রবার্টের বীভৎস মৃত্যু ভাসে, সাথে তার ভাইয়ের জন্য দুশ্চিন্তা। *পিটারও কি মারা গিয়েছে?* পাশে রাখা অদ্ভুতদর্শন চাকুটা তার তার ভাগ্যে কি থাকতে পারে সে বিষয়ে নানা স্বপ্নের জন্ম দেয়।

*এটাই তাহলে ইতি?*

তাকে অবাক করে দিয়ে নিজের গবেষণার ভাবনা তার মাথায় ভর করে. .নিওটিক সাইন্স. . .এবং তার সাম্প্রতিক অগ্রগতি। *এর পুরোটাই হারিয়ে গিয়েছিল. . .ধোঁয়ায় পরিণত হয়েছিল।* সে পৃথিবীকে জানাতে পারবে না সে যা জেনেছে। তার সবচেয়ে বিহ্বল করা আবিষ্কার কেবল কয়েক মাস আগের ঘটনা আর এটা মৃত্যু সম্বন্ধে মানুষের ভাবনা আমূল বদলে দিতে পারে। অদ্ভুতভাবে, সেই গবেষণার কথা এখন ভাবাটা. . .তার মনে একটা অপ্রত্যাশিত সান্ত্বনা বয়ে আনে।

ছেলেবেলায় ক্যাথরিন প্রায়ই কল্পনা করতো মৃত্যুর পরের জীবন নিয়ে। *স্বর্গ বলে কিছু কি সত্যিই আছে? আমরা মারা যাবার পরে কি হয়?* বয়স বাড়ার সাথে

BanglaBook.org

সাথে বিজ্ঞানের সাথে পরিচয় হতে তার মন থেকে স্বর্গ, নরক, পরকাল সম্বন্ধে কাল্পনিক ধারণা দূর হয়। "মৃত্যুর পরে জীবন"র ধারণা সে গ্রহণ করতে বাধ্য হয় মানুষের বিনির্মাণ বলে. .একটা রূপকথা যা আমাদের মরণশীলতা মেনে নিতে সাহায্য করে।

*বা আমি তাই বিশ্বাস করতাম. . .*

এক বছর আগে, সে আর তার ভাই দর্শনের সবচেয়ে পুরাতন প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করছিলো- আত্মার অস্তিত্ব- বিশেষ করে মানুষের এমন কোন সচেতনতাবোধ আছে কিনা যা দেহের বাইরে নিজের অস্তিত্ব বজায় রাখতে পারে।

তাদের দুজনেরই ধারণা এমন একটা কিছুর অস্তিত্ব থাকতেও পারে। বেশিরভাগ প্রাচীন দর্শন এ বিষয়ে একমত হয়েছে। বৌদ্ধ আর ব্রাহ্মণ্য মতবাদে জন্মান্তরের ধারণা বলা হয়েছে- মৃত্যুর পরে নতুন দেহে আত্মার অধিষ্ঠান; প্ল্যাটোনিস্টরা দেহকে একটা পিঞ্জর বলেছে যেখান থেকে আত্মা পালিয়ে যায়; স্টোয়িকসরা আত্মাকে বলেছেন *এ্যাপোসপাসমা তোউ থিউ* -"ঈশ্বরের ক্ষুদ্র অংশ"- বিশ্বাস করত মৃত্যুর পরে ঈশ্বর সেটা নিজের কাছে নিয়ে আসতেন।

মানুষের আত্মার অস্তিত্ব, ক্যাথরিন হতাশার সাথে লক্ষ্য করেছে যা কখনও বৈজ্ঞানিকভাবে প্রমাণের চেষ্টা করা হয়নি। মৃত্যুর পরে একটা সচেতনতাবোধ মানুষের দেহের বাইরে বেঁচে থাকে ব্যাপারটা অনেকটা হুক্কায় টান দিয়ে বহু বছর পরে তার ধোঁয়া খোঁজার সামিল।

তাদের আলোচনার পরে ক্যাথরিনের ভিতরে একটা আজব ধারণা জন্ম নেয়। তার ভাই তাকে বুক অব জেনেসিসের কথা আর এতে লিপিবদ্ধ আত্মার ধারণা কথা বলেছিল *নেশহেমাহ্*- এক ধরণের আধ্যাত্মিক "বোধশক্তি" যা দেহ থেকে আলাদা। ক্যাথরিনের কাছে মনে হয়েছে *বোধশক্তি* শব্দটা *ভাবনার* অস্তিত্বের কথা বোঝায়। নিওটিক সাইন্স পরিষ্কারভাবে দাবী করে *ভাবনার* একটা ভর আছে আর তাহলে সঙ্গত কারণেই মানুষের আত্মারও ভর থাকতে পারে।

*মানুষের আত্মা কি ওজন করা সম্ভব?*

ভাবনাটাই অবশ্য অসম্ভব. .এ নিয়ে চিন্তা করাটাও সময় নষ্ট করার সামিল।

এর পরের ঘটনা রাতের বেলা ক্যাথরিনের ঘুম ভেঙে যায় এবং সে বিছানায় সোজা হয়ে উঠে বসে। সে লাফিয়ে উঠে তৈরী হয়ে নেয় এবং সোজা ল্যাবে আসে এবং একটা পরীক্ষার প্রস্তুতি নিতে শুরু করে যা নিতান্তই সাদামাটা . .এবং ভীতিকর রকমের সাহসী।

সে বুঝতে পারে না তার ধারণা অনুযায়ী কাজ করা সম্ভব কিনা তাই সে পরীক্ষাটা সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত পিটারকে কিছু না জানানর সিদ্ধান্ত নেয়। তার চারমাস সময় লাগে এবং ক্যাথরিন একদিন তার ভাইকে ল্যাবে নিয়ে আসে। সে একটা বিশাল চাকাঅলা সামগ্রী ঠেলে নিয়ে আসে যা সে পেছনের স্টোরেজ রুমে লুকিয়ে রেখেছিল।

BanglaBook.org

"আমি নিজে এটার নক্সা করেছি," পিটারকে নিজের উদ্ভাবন দেখিয়ে সে বলে। "কিছু বুঝতে পারছো?"

তার ভাই বিচিত্র যন্ত্রটার দিকে তাকিয়ে থাকে। "ইনকিউবেটর?"

ক্যাথরিন হেসে উঠে মাথা নাড়ে যদিও যথেষ্ট যুক্তিসঙ্গত অনুমান। হাসপাতালে যেমন দেখা যায় অনেকটা সেধরণের স্বচ্ছ ইনকিউবেটরের মতই দেখতে যন্ত্রটা। মেশিনটা অবশ্য বড়দের সাইজের– অনেকটা ভবিষ্যত প্রজন্মের লম্বা, বায়ুনিরোধক, পরিষ্কার প্লাস্টিক ক্যাপসূল আঁকৃতির স্লিপিং পড। সেটা আবার আরেকটা বিশাল বৈদ্যুতিক অনুষঙ্গের উপরে স্থাপিত।

"দেখে তো, এবার কিছু বুঝতে পার নাকি," বিচিত্র কলটায় বৈদ্যুতিক সংযোগ দিয়ে সে বলে। একটা ডিজিটাল ডিসপ্লে আলোকিত হয়ে উঠে এবং সে কয়েকটা ডায়াল নাড়াচাড়া করতে সেখানে সংখ্যার নাচানাচি শুরু হয়।

সে কাজ শেষ করলে ডায়ালে দেখা যায় লেখা আছে:

০.০০০০০০০০০০ কেজি

"পরিমাপক যন্ত্র," পিটার বিস্মিত কণ্ঠে বলে।

"এটা কোন সাধারণ পরিমাপক না," সে কাছের কাউন্টারের উপর থেকে এক টুকরো কাগজ তুলে নিয়ে সেটা আলতো করে ক্যাপসুলের উপরে রাখে। ডিসপ্লের সংখ্যাগুলো আবার উঠানামা শুরু করে এবং এবার একটা নতুন পাঠ দেখায়।

০.০০০৮১৯৪৩২৫ কেজি।

"হাই-প্রিসিশস মাইক্রোব্যালেন্স," সে বলে। "কয়েক মাইক্রোগ্রাম পর্যন্ত পরিমাপ করতে সক্ষম।"

পিটার এখনও কিছু বুঝতে পারে না। "তুমি একজন লোককে. মাপার জন্য এই প্রিসিশন-স্কেল বানিয়েছো?"

"ঠিক তাই।" সে যন্ত্রটার স্বচ্ছ ঢাকনা তুলে। "আমি যদি একটা লোককে এর ভেতরে রেখে ঢাকনা বন্ধ করে দেই সে তাহলে একটা পুরোপুরি নিরোধক ব্যবস্থার ভিতরে অবস্থান করবে। কিছুই ঢুকতে বা বের হতে পারবে না। কোন বায়বীয় পদার্থ, কোন প্রকার তরল, কোন ধরণের ধূলিকণা কিছুই না। কিছুই বিচ্যুত হতে পারবে না– লোকটার শ্বাসপ্রশ্বাস, ঘাম, বা নি:সৃত কোন তরল কিছুই এখান থেকে নি:সৃত হবে না।

পিটার ক্যাথরিনের মতই মাথা ভর্তি রূপালি চুলে হাত বুলায় নার্ভাস বোধ করলে দুজনই একই মুদ্রাদোষ প্রদর্শন করে। "হুমমম. .নিশ্চিতভাবেই একজন এখানে দ্রুত মারা যাবে।"

সে মাথা নাড়ে। "খুব বেশি হলে ছয় মিনিট, নির্ভর করছে নি:শ্বাসের বেগের উপরে।"

পিটার তার দিকে তাকায়। "আমি বুঝতে পারলাম না।"

BanglaBook.org

"সে হাসে। "শীঘ্রই বুঝতে পারবে।"

মেশিনটা সেখানেই রেখে ক্যাথরিন পিটারকে কিউবটার নিয়ন্ত্রণ কক্ষে নিয়ে আসে এবং একটা প্লাজমা দেয়ালের সামনে এনে বসিয়ে দেয়। হলোগ্রাফিক ড্রাইভে রক্ষিত একাধিক ভিডিও ফাইল সে এ্যাকসেস করতে শুরু করে। প্লাজমা দেয়াল জীবন্ত হয়ে উঠলে তাদের সামনের ইমেজ দেখে মনে হবে কোন ধরণের হোম ভিডিওর ফুটেজ।

ক্যামেরা প্রথমে একটা মধ্যবিত্ত শোবার ঘরে দৃশ্য দেখায় যেখানে একটা অগোছাল বিছানা দেখা যায় সাথে ঔষধের বোতল, রেসপিরেটর আর হার্ট মনিটর আছে। পিটার ধাঁধায় পড়ে যায় ক্যামেরা গতি অব্যাহত থাকলে, অবশেষে ঘরের ভিতরে শোবার ঘরের কেন্দ্রে ক্যাথরিনের বৈদ্যুতিক কল দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যায়।

পিটারের চোখ বড় বড় হয়ে উঠে। "কি সর্বনাশ. . .?"

ক্যাপসুলের ঢাকনাটা খোলা আর ভিতরে একজন বৃদ্ধকে অক্সিজেন মাস্ক পরিহিত অবস্থায় শুয়ে থাকতে দেখা যায়। পডের পাশে তার বৃদ্ধ স্ত্রী আর হাসপাতালের কর্মচারী দাঁড়িয়ে আছে। বৃদ্ধ লোকটার শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে দেখা যায় আর তার চোখ বন্ধ।

"ক্যাপসুলে শুয়ে থাকা লোকটা ইয়েলে আমার বিজ্ঞানের শিক্ষক ছিল," ক্যাথরিন বলে। "তার সাথে আমার বহু বছরের পরিচয়। সে এখন ভীষণ অসুস্থ। সে সবসময়ে নিজের দেহ বিজ্ঞানের কাজে দান করতে চেয়েছে আর তাই আমি যখন তাকে আমার গবেষণার কথা খুলে বলি সে এক কথায় রাজি হয় এতে অংশ নেবার জন্য।"

তার সামনে দৃশ্যপটের বিস্তার দেখে পিটার স্পষ্টতই নির্বাক হয়ে তাকিয়ে থাকে।

হাসপাতালের কর্মচারী লোকটার স্ত্রীর দিকে তাকায়। "সময় হয়েছে। সে প্রস্তুত।"

বৃদ্ধা নিজের অশ্রুসিক্ত চোখ আলতো করে স্পর্শ করে এবং দৃঢ়তার সাথে মাথা নাড়ে। "ঠিক আছে।"

খুব আলতো করে হাসপাতালের কর্মচারী পডের দিকে হাত বাড়িয়ে বৃদ্ধ লোকটার অক্সিজেন মাস্ক খুলে নেয়। লোকটা মৃদু নড়ে উঠে কিন্তু তার চোখ বন্ধই থাকে। কর্মচারীটা এবার রেসপিরেটর ও আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতি সরিয়ে নেয়, বৃদ্ধ লোকটা ঘরের মধ্যে ক্যাপসুলের ভিতরে একেবারে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় শুয়ে থাকে।

মৃত্যুপথযাত্রী বৃদ্ধের স্ত্রী এবার এগিয়ে এসে তার কপালে আলতো করে চুমু দেয়। বৃদ্ধ তার চোখ খুলে না কিন্তু তার ঠোঁটে হাল্কা একটা প্রেমপূর্ণ হাসির আভাস খেলে যায়।

অক্সিজেন মাস্ক ছাড়া বৃদ্ধের শ্বাস প্রশ্বাস অচিরেই কষ্টকর হয়ে উঠে। মহাপ্রস্থান নিকটেই। শ্রদ্ধা করার মত শক্তি এবং ধৈর্যের প্রদর্শন করে বৃদ্ধের স্ত্রী এবার পডের ঢাকনি বন্ধ করে দেয় ঠিক যেভাবে ক্যাথরিন তাকে দেখিয়েছে।

BanglaBook.org

পিটার আশঙ্কায় গুটিয়ে যায়। "ক্যাথরিন, এসব কি হচ্ছে?"

"সব ঠিক আছে," ক্যাথরিন ফিসফিস করে বলে। ক্যাপসুলে প্রচুর বাতাস আছে। সে এই ভিডিওটা বেশ কয়েকবার দেখেছে কিন্তু তারপরেও তার নাড়ীর স্পন্দন বেড়ে যায় প্রতিবার নতুন করে দেখার সময়ে। সে মৃত্যুপথযাত্রী লোকটার পডের নীচের স্কেল পিটারকে দেখায়। ডিজিটাল নাম্বার ওজন দেখায়:

৫১.৪৫৩৪৬৪৪ কেজি।

"এটা তার শরীরের ওজন," ক্যাথরিন বলে।

বৃদ্ধ লোকটার শ্বাসপ্রশ্বাস আরও অস্পষ্ট হয়ে উঠে এবং পিটার বিবশের মত সামনে এগিয়ে বসে।

"এটাই সে চেয়েছিল," ক্যাথরিন ফিসফিস করে বলে। "দেখো কি হয়।"

বৃদ্ধের স্ত্রী এবার বিছানায় বসে হাসপাতালের কর্মচারীর সাথে পডের দিকে নিরবে তাকিয়ে থাকে।

পরের ষাট সেকেণ্ডে লোকটা অস্পষ্ট শ্বাসপ্রশ্বাস দ্রুততর হয়, তারপরে একটা সময়ে, যেন লোকটা নিজেই সিদ্ধান্ত নিয়েছে সে তার শেষ নিঃশ্বাস গ্রহণ করে। সবকিছু নিথর হয়ে যায়।

সব চুকে যায়।

বৃদ্ধা আর হাসপাতালের কর্মচারী নিরবে একে অন্যকে সান্ত্বনা দেয়।

আর কিছুই ঘটে না।

কয়েক সেকেণ্ড পরে এবার পিটার ক্যাথরিনের দিকে তাকায় বিভ্রান্ত দৃষ্টিতে।

অপেক্ষা কর ব্যাপারটার জন্য, সে ভাবে, সে পিটারের দৃষ্টি ডিজিটাল ডিসপ্লের দিকে ফিরাতে ইঙ্গিত করে সেটা এখনও উজ্জ্বল হয়ে আছে মৃত লোকের ওজন দেখাচ্ছে।

তারপরে ব্যাপারটা ঘটে।

পিটার সেটা লক্ষ্য করে চমকে পিছিয়ে যায়, আরেকটু হলে সে চেয়ার থেকে পড়ে যেত। "কিন্তু. .এটা. ." সে হতবিহ্বল হয়ে মুখে হাত চাপা দেয়। "আমি বিশ্বাস করতে পারছি না. . ."

পিটার সলোমন তার জীবনে বাক্য হারা হয়েছেন এমন ঘটনার সংখ্যা খুবই কম। ক্যাথরিনের অভিব্যক্তিও একই ছিল প্রথমবার যখন সে ব্যাপারটা ঘটতে দেখে।

লোকটা মারা যাবার কয়েক মুহূর্তের ভিতরে ডিজিটাল স্কেলের ওজন সূচকে সহসা একটা হ্রাস লক্ষ্য করা যায়। মৃত্যুর পরপরই লোকটা আগের তুলনায় একটু হাল্কা হয়ে গেছে। ওজনের হ্রাসটা খুবই সূক্ষ্ম কিন্তু সেটা পরিমাপযোগ্য. . .আর এর ফলাফল একেবারেই মনকে চমকে দেবার মত।

ক্যাথরিনের মনে পড়ে সে তার ল্যাব নোটে কাঁপাকাঁপা হাতে লিখেছিল: "মৃত্যুর মুহূর্তে মানুষের দেহ থেকে একটা অদৃশ্য 'বস্তু' বের হয়ে যায় বলে মনে

হয়। যা পরিমাপযোগ্য এবং কোন ধরণের ভৌত বেষ্টনী দিয়ে তাকে আটকানো সম্ভব না। আমার ধারণা এটা এমন এক মাত্রায় চলাচল করে যা এখনও আমার বোধগম্যতার বাইরে।"

ভাইয়ের চেহারায় ফুটে ওঠা অভিঘাত দেখে ক্যাথরিন বুঝতে পারে সে এর ব্যঞ্জনা বুঝতে পেরেছে। "ক্যাথরিন. . " সে কথা খুঁজে পায় না, চোখ পিটপিট করে যেন স্বপ্ন দেখছে কিনা নিশ্চিত হতে চাইছে। "আমার মনে হয় এইমাত্র তুমি মানুষের আত্মা পরিমাপ করলে।"

তারা দুজনেই অনেকক্ষণ চুপ করে বসে থাকে।

ক্যাথরিন বুঝতে পারে তার ভাই বিভিন্ন ক্ষেত্রে সম্ভাব্য সব বিস্ময়কর আর চমকে দেবার মত প্রতিক্রিয়ার কথা বিবেচনা করছে। *সময় লাগবে পুরোটা আত্মস্থ করতে।* তারা এইমাত্র যা প্রত্যক্ষ করল তা যদি আসলেই যা মনে হয়েছে সেটা হয়ে থাকে – যে প্রমাণ করা সম্ভব আত্মা, সচেতনতাবোধ বা প্রাণশক্তি দেহের খাঁচার বাইরে স্থানান্তরিত হতে পারে– তাহলে অসংখ্য মরমী প্রশ্নের উপরে নতুন চমকপ্রদ নতুন একটা মাত্রা যোগ হল: আত্মার স্থানান্তর, মহাজাগতিক সচেতনতা, নিকট-মৃত্যুর অভিজ্ঞতা, দূরদর্শন, লুসিড ভিউয়িং, নাক্ষত্রিক প্রক্ষেপণ এবং আরো অনেক অনেক প্রশ্ন। মেডিকেল জার্নালে এমন অনেক নজির আছে যেখানে অপারেশন টেবিলে রোগী মারা গেছে উপর থেকে নিজের শরীর অবলোকন করেছে এবং তারপরে আবার বেঁচে উঠেছে।

পিটার মৌন হয়ে যায় এবং ক্যাথরিন তার চোখে অশ্রু দেখতে পায়। সে কান্না চেপে রাখতে পারে না। পিটার আর ক্যাথরিন দুজনই তাদের প্রিয়জনকে হারিয়েছে এবং যাদের এই অভিজ্ঞতা আছে তারাই বুঝতে পারবে মৃত্যুর পরে আত্মার বেঁচে থাকার সামান্যতম ধারণাও একটা আশার আলো দেখায়।

*সে জ্যাকারিয়ার কথা ভাবছে,* ভাইয়ের চোখে গভীর বিষণ্নতা ফুঠে উঠেছে দেখে, ক্যাথরিন ভাবে। বহু বছর সন্তানের মৃত্যুর দায় পিটার নিজে কাঁধে বহন করে আসছে। সে ক্যাথরিনকে অনেকবার বলেছে জ্যাকারিয়াকে জেলখানায় রেখে আসাটা ছিল তার জীবনের চরমতম ভুল এবং এজন্য সে জীবনেও নিজেকে ক্ষমা করতে পারবে না।

দরজা বন্ধ হবার শব্দে ক্যাথরিনের চমক কাটে সে আবার বেসমেন্টের শীতল পাথরের টেবিলে ফিরে আসে। র‍্যাম্পের উপরের ধাতব দরজা শব্দ করে বন্ধ হয় এবং উল্কি আঁকা লোকটা আবার নীচে নামছে। সে নীচের অন্য একটা ঘরে প্রবেশ করে তাকে কিছু একটা করতে শোনে। সে তার ঘরের ভিতরে ঢুকলে ক্যাথরিন দেখে সে কিছু একটা নিজের সামনে ঠেলে নিয়ে আসছে। ভারী কিছু একটা. .চাকা রয়েছে। সে আলোর নীচে আসলে, ক্যাথরিনের চোখে অবিশ্বাস ফুটে উঠে। উল্কি আঁকা লোকটা হুইলচেয়ারে করে একজনকে নিয়ে এসেছে।

BanglaBook.org

বুদ্ধি বিবেচনা দিয়ে ক্যাথরিন হুইলচেয়ারে বসা লোকটাকে চিনতে পারে। কিন্তু তার আবেগ কিছুতেই সে যা দেখছে মেনে নিতে চায় না।

*পিটার?*

সে বুঝতে পারে না ভাইকে জীবিত দেখে তার খুশী হওয়া উচিত কিনা. .নাকি আতঙ্কিত হওয়া উচিত। পিটারের পুরো শরীরের লোম ভালমত নাশ করা হয়েছে। তার মাথাভর্তি রূপালি চুল, চোখের ভ্রু কিছুই অবশিষ্ট নেই তার দেহের ত্বক এমনভাবে দ্যুতি ছড়ায় যেন তেল মাখান। তার পরণে একটা কালো রেশমের আলখাল্লা। তার ডান হাত যেখানে থাকার কথা সেখানে কেবল একটা ডালের মত অংশ দেখা যায় পরিষ্কার ব্যাণ্ডেজ দিয়ে মোড়ান। তার ভাইয়ের ব্যথায় কাতর চোখ ক্যাথরিনকে দেখলে সেখানে কেবল আক্ষেপ আর বিষাদ ফুটে উঠে।

"পিটার!" ক্যাথরিনের গলার স্বর ভেঙে যায়।

তার ভাই কিছু বলতে চেষ্টা করে কিন্তু গলা থেকে কেবল অব্যক্ত শব্দ বেরিয়ে আসে। ক্যাথরিন বুঝতে পারে তাকে হুইলচেয়ারের সাথে বেধে রাখা হয়েছে এবং মুখে কাপড় গোজা আছে।

উল্কি আঁকা লোকটা নীচু হয়ে পিটারের কামান মাথায় আলতো করে চাপড় দেয়। "আমি তোমার ভাইকে বিশাল সম্মানের জন্য প্রস্তুত করেছি। আজ রাতে তার একটা পালনীয় ভূমিকা আছে।"

ক্যাথরিনের পুরো শরীর আড়ষ্ট হয়ে যায়। *না.*

"পিটার আর আমি কিছুক্ষণের ভিতরে বিদায় নেব তার আগে ভাবলাম তুমি হয়ত তাকে শেষ বিদায় জানাতে চাইবে।"

"তুমি পিটারকে কোথায় নিয়ে যাবে?" সে নিস্তেজ কণ্ঠে জিজ্ঞেস করে।

সে হাসে। "পিটার আর আমাকে অবশ্যই পবিত্র পাহাড়ে যেতে হবে। সেখানেই গুপ্তধনটা লুকান আছে। ম্যাসনিক পিরামিড তার অবস্থান প্রকাশ করেছে। তোমার বন্ধু রবার্ট ল্যাংডন খুবই সাহায্য করেছে।"

ক্যাথরিন তার ভাইয়ের চোখের দিকে তাকায়। "সে রবার্টকে খুন করেছে।"

তার ভাইয়ের চেহারায় যন্ত্রণার ছাপ ফুটে এবং জোরে মাথা নাড়তে থাকে যেন সে এই কষ্ট আর সহ্য করতে পারছে না।

"দেখো, দেখো, পিটার," লোকটা পিটারের চাঁদিতে আলতো চাপড় দিয়ে বলে। "এই ক্ষণটার মাহাত্ম্য এভাবে বানচাল কোরো না। আদরের বোনকে শেষ বিদায় জানাও। এটাই তোমাদের শেষ পারিবারিক সাক্ষাৎ।"

ক্যাথরিন টের পায় তার মন বেপরোয়া হয়ে উঠেছে। "তুমি কেন এটা করছো?!" সে চিৎকার করে জানতে চায়। "আমরা তোমার কি ক্ষতি করেছিলাম?! আমার পরিবারকে তুমি এত ঘৃণা কেন কর?!"

উল্কি আঁকা লোকটা তার দিকে এগিয়ে এসে কানের কাছে মুখ নিয়ে বলে, "ক্যাথরিন আমার সঙ্গত কারণ আছে।" তারপরে সে টেবিলের কাছে গিয়ে

BanglaBook.org

অদ্ভুতদর্শন চাকুটা হাতে নেয়। সে সেটা ক্যাথরিনের কাছে নিয়ে এসে এর চকচকে ধারাল ফলা তার গালে ছোয়ায়। "এটাকে ইতিহাসের সবচেয়ে বিখ্যাত চাকু বলা হয়ে থাকে।"

ক্যাথরিন এমন কোন চাকুর কথা শোনেনি কিন্তু জিনিসটা দেখতে প্রাচীন আর ভীতিকর। ফলাটা টের পায় ক্ষুরের মত ধারাল।

"ভয় পেয়ো না," সে বলে। "এর ক্ষমতা তোমার উপরে নষ্ট করার আমার বিন্দু মাত্র ইচ্ছা নেই। আমি এটাকে অনেক পবিত্র একটা স্থানে. . তোমার চেয়ে মূল্যবান বলিদানের জন্য সংরক্ষিত রেখেছি।" সে এবার তার ভাইয়ের দিকে তাকায়। "পিটার চাকুটা তোমার পরিচিত, তাই না?"

তার ভাইয়ের চোখে অবিশ্বাস আর ভয় একসাথে ফুটে আছে।

"হ্যাঁ, পিটার এই প্রাচীন প্রত্নবস্তুটা এখনও টিকে আছে। আমি অনেক মূল্য দিয়ে এটাকে কুক্ষিগত করেছি. .আর তোমার জন্য তুলে রেখেছি। অবশেষে তুমি আর আমি একসাথে আমাদের এই যন্ত্রণাদায়ক যাত্রা সমাপ্ত করবো।"

কথাটা বলে সে চাকুটা তার অন্যসব উপকরণের সাথে- ধূপ, তরল ভর্তি কাঁচের ছোটশিশি, শাদা স্যাটিন, এবং অন্যান্য পূজার উপাচার- সে একটা কাপড় দিয়ে যত্ন করে জড়িয়ে নেয়। রবার্ট ল্যাংডনের চামড়ার ব্যাগ যার ভিতরে পাথরের পিরামিড আর শিরোশোভা আছে সেটার পাশে বলির উপকরণ নামিয়ে রাখে। ক্যাথরিন অসহায় চোখে তাকিয়ে দেখে লোকটা ব্যাগের চেন বন্ধ করে পিটারের দিকে তাকিয়েছে।

"পিটার ব্যাগটা ধরবে," ভারী ব্যাগটা সে পিটারের কোলের উপরে রাখে।

এরপরে, সে ড্রয়ারের কাছে যায় এবং কি যেন খুঁজে। সে ছোট ছোট ধাতব বস্তুর বাড়ি খাবার শব্দ শোনে। ফিরে এসে লোকটা ক্যাথরিনের ডান হাত নিয়ে ভাল করে ধরে। ক্যাথরিন দেখতে পায় না সে কি করছে কিন্তু পিটার স্পষ্ট দেখতে পায় এবং পাগলের মত মাথা নাড়তে শুরু করে।

ক্যাথরিন সহসা ডান হাতের কনুইয়ের কাছে তীক্ষ্ণ খোচা অনুভব করে এবং একটা আতঙ্কজনক উষ্ণ কিছু চারপাশে গড়িয়ে পড়ে। পিটার যন্ত্রণাদগ্ধ চাপা শব্দ করে এবং চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়াতে ব্যর্থ প্রয়াস চালায়। ক্যাথরিন একটা শীতল অসাড়তা কনুইয়ের নীচে থেকে আঙ্গুলের ডগা পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ছে টের পায়।

লোকটা সরে গেলে ক্যাথরিন দেখতে পায় তার ভাই কেন এত আতঙ্কিত হয়েছিল। উল্কি আঁকা লোকটা একটা মেডিকেল নিডল তার শিরায় প্রবেশ করিয়েছিল যেন সে রক্ত দেবে। নিডলটা অবশ্য কোন টিউবের সাথে সংযুক্ত ছিল না। রক্ত নিডল এর ভিতর দিয়ে অবাধে প্রবাহিত হয়েছে. .তার কনুই দিয়ে গড়িয়ে আঙ্গুলে এসে পাথরের টেবিলে পড়ছে।

"একটা মানবিক বালিঘড়ি," লোকটা পিটারের দিকে ঘুরে বলে। "কিছুক্ষণ পরে আমি যখন তোমাকে তোমার ভূমিকা পালন করতে আদেশ দেব তখন আমি চাই তুমি কল্পনা করবে ক্যাথরিন এখানে অন্ধকারের একা একা মারা যাচ্ছে।"

BanglaBook.org

পিটারের অভিব্যক্তি চরম নির্যাতনের ছাপ ফুটে উঠে।

"সে এক ঘন্টা বা কিছু বেশি সময়," লোকটা বলে, "বেঁচে থাকবে। তুমি যদি আমার সাথে সহযোগিতা কর তবে আমি তাকে বাচাবার প্রচুর সময় পাব। অবশ্য তুমি বেয়াদবি করলে. . .তোমার বোন এখানে অন্ধকারে নিঃসঙ্গ অবস্থায় মারা যাবে।"

মুখ বন্ধ থাকায় পিটার অব্যক্ত স্বরে গুঙিয়ে উঠে।

"আমি জানি, আমি জানি," লোকটা পিটারের কাঁধে একটা হাত রেখে বলে, "তোমার জন্য এটা মানা কঠিন। কিন্তু সেটা হওয়া উচিত না। কারণ এই প্রথম তুমি তোমার পরিবারকে পরিত্যাগ করছো না।" সে ঝুকে পিটারের কানের কাছে মুখ এনে ফিসফিস করে কিছু বলে। "আমি অবশ্যই তোমার ছেলে জ্যাকারিয়ার কথা বলছি যাকে তুমি সোগানলিক কারাগারে পরিত্যাগ করেছিলে।"

পিটার তার বাঁধন ছিড়তে ব্যর্থ চেষ্টা করে এবং তার গলা দিয়ে আরেক দফা অব্যক্ত চিৎকার বেরিয়ে আসে।"

"বন্ধ কর!" ক্যাথরিন থাকতে না পেরে চেঁচিয়ে উঠে।

"সে রাতের কথা আমার স্পষ্ট মনে আছে," লোকটা বিদ্রুপের কণ্ঠে বলে সবকিছু গুছিয়ে নিতে নিতে। "আমি পুরোটা শুনেছিলাম। ওয়ার্ডেন তোমাকে প্রস্তাব দিয়েছিল ছেলে নিয়ে যাবার জন্য কিন্তু তুমি জ্যাকারিয়াকে শিক্ষা দেবে বলে মনস্থির করেছিলে. তাকে ত্যাগ করেছিলে। তোমার ছেলের শিক্ষা হয়েছে, বটে, তাই না?" লোকটা হাসে। "তার ক্ষতি. .আমার পৌষমাস।"

লোকটা এবার লিনেনের একটা কাপড়ের টুকরো ক্যাথরিনের মুখে ভাল করে গুঁজে দেয়। "মৃত্যু," সে তাকে ফিসফিস করে বলে, "একটা স্বস্তিদায়ক জিনিস।"

পিটার পাগলের মত চেয়ার ঝাকাতে থাকে। আর একটা কথাও না বলে, উল্কি আঁকা লোকটা পিটারকে শেষবারের মত তার বোনের দিকে দীর্ঘ একটা চাহনি দেবার সুযোগ দিয়ে ধীরে ধীরে পিটারের হুইলচেয়ার বের করে নিয়ে আসে।

ক্যাথরিন আর পিটার শেষবারের মত পরস্পরের দিকে তাকিয়ে থাকে।

তারপরেই সে দরজার বাইরে চলে যায়।

ক্যাথরিন তাকে র‍্যাম্প দিয়ে উঠে ধাতব দরজা দিয়ে বের হয়ে যেতে শুনে। তারা বেরিয়ে যেতে, ক্যাথরিন শুনতে পায় উল্কি আঁকা লোকটা ধাতব দরজায় তালা দিয়ে থ্রি প্রেসেসের ভিতর দিয়ে এগিয়ে যায়। কয়েক মিনিট পরে সে একটা গাড়ির ইঞ্জিনের শব্দ শুনতে পায়।

তারপরে পুরো ম্যানসনে নিরবতা নেমে আসে।

ক্যাথরিন অন্ধকারে রক্তপাতের একাকীত্বতায় মৃত্যুর প্রহর গুনতে থাকে।

BanglaBook.org

# ১০৮
# অধ্যায়

রবার্ট ল্যাংডনের মন একটা অসীম গহ্বরে ভেসে বেড়ায়।

কোন আলো নেই। শব্দ নেই। নেই কোন অনুভূতি।

কেবল একটা অনন্ত আর নিরব শূন্যতা।

কোমলতা।

ওজনহীনতা।

তার দেহ তাকে নিষ্কৃতি দিয়েছে। সে এখন বন্ধনহীন।

পার্থিব জগতের অস্তিত্ব বিলীন হয়েছে। সময়ের ধারাপাত বলে আর কিছু নেই।

সে এখন কেবলই একটা সজ্ঞানতা. . .একটা দেহহীন চেতনা বিশ্ব চরাচরের শূন্যতায় আলম্বিত রয়েছে।

# ১০৯
# অধ্যায়

রূপান্তরিত ইউএইচ-৬০ ক্যালোরমা হাইটসের ছড়ান ছাদের খুব কাছ দিয়ে উড়ে যায়, সাপোর্ট টিম তাদের সে অবস্থান দিয়ে সেদিকে তার সগর্জনে উড়ে চলা। এজেন্ট সিমকিনসই প্রথম একটা ম্যানসনের সামনে কালো এসকালেড এলোপাথাড়ি পার্ক করা অবস্থায় সামনের লনে দেখতে পায়। ড্রাইভওয়ের গেট বন্ধ এবং ম্যানসনের সব আলো নেভান আর চারিদিকে নিস্তব্ধতা।

সাটো টাচডাউনের সঙ্কেত দেয়।

সামনের লনে আরো অনেকগুলো গাড়ির. . .যার একটা সিকিউরিটি সিডান ছাদে বাবল লাইট ভিতরে সাবলীল ভঙ্গিতে হেলিকপ্টারটা অবতরণ করে।

সিমকিনস আর তার দল মাটিতে নেমে অস্ত্র উঁচিয়ে পোর্চের দিকে এগিয়ে যায়। সামনের দরজা বন্ধ দেখে সিমকিনস দুহাত চোখের দুপাশে রেখে জানালা দিয়ে ভেতরে উঁকি দেয়। ফয়্যার অন্ধকার কিন্তু সিমকিনস ঠিকই মেঝেতে একটা দেহ পড়ে থাকতে দেখে।

"নিকুচি করেছি," সে ফিসফিস করে বলে। "বেটম্যান ওটা।"

তার এক এজেন্ট পোর্চ থেকে একটা চেয়ার তুলে নিয়ে জানালার দিকে ছুড়ে দেয়। পেছনে গর্জন করতে থাকা হেলিকপ্টারের কারণে কাঁচ ভাঙার শব্দ খুব একটা পাওয়া টের পাওয়া যায় না। মুহূর্ত পরে তারা সবাই ভেতরে প্রবেশ

BanglaBook.org

করে। সিমকিনস ফয়্যারের উপর দিয়ে দৌড়ে গিয়ে হার্টম্যানের নাড়ী পরীক্ষা করে। সব নিথর। চারিদিকে রক্তের ছড়াছড়ি। তখনই সে হার্টম্যানের গলায় স্ক্রুড্রাইভারটা এফোড়ওফোড় অবস্থায় দেখে।

*খোদা।* সে উঠে দাঁড়িয়ে তার লোকদের পুরো এলাকাটা ভাল করে তল্লাশি করতে ইশারা করে।

তার এজেন্টরা নীচের তলায় ছড়িয়ে যায় তাদের লেজার ফুটকি বিলাসবহুল বাসা অন্ধকারে নাচতে থাকে। তারা লিভিংরুম বা স্টাডিতে কিছু খুঁজে পায়না কিন্তু খাবার ঘরে একটা মহিলা সিকিউরিটি অফিসারকে শ্বাসরুদ্ধ অবস্থায় মৃত দেখতে পায়। রবার্ট ল্যাংডন বা ক্যাথরিন সলোমনকে জীবিত খুঁজে পাবার আশা সিমকিনসের ক্রমেই কমে আসতে থাকে। এই নির্মম খুনী একটা ফাদ পেতে ছিল আর সে যদি সিআইএ'র এজেন্ট আর সিকিউরিটি কর্মীকে খুন করতে পারে তবে প্রফেসার আর বিজ্ঞানী তার কাছে দুগ্ধপোষ্য শিশু।

নিচের তলায় তল্লাশি শেষ হতে সে তার দুজন এজেন্ট উপরে পাঠায় তল্লাশি করতে। ইতিমধ্যে সে রান্নাঘরে একটা সিঁড়ি বেসমেন্টের দিকে নেমে যেতে দেখে। সিঁড়ির নীচে সে আলো ফেলে দেখে বেসমেন্ট বেশ প্রশস্ত এবং দেখে মনে হয় ব্যবহৃত হয় না। বয়লার, সিমেন্টের আস্তরহীন দেয়াল আর কয়েকটা বাক্স পড়ে আছে। *এখানে কিছু নেই।* সে ঘুরে দাঁড়াতে উপর তলা থেকে তার লোকেরা নেমে আসে, মাথা নেড়ে জানায় কিছু পায়নি।

বাড়িটা পরিত্যাক্ত।

কেউ নেই, আর কোন লাশও কোথাও নেই।

সিমকিনস সাটোকে রেডিওতে খবরটা জানায়।

সে ফয়্যারে আসতে আসতে সাটো পোর্চ দিয়ে উঠে আসে। ওয়ারেন বেল্লামিকে তার পেছনে দেখা যায় সাটোর ব্রিফকেস পায়ের কাছে নিয়ে হতবুদ্ধি আর একাকী হেলিকপ্টারে বসে আছে। ওএস ডিরেক্টরের নিরাপদ ল্যাপটপ তাকে সাঙ্কেতিক স্যাটেলাইট আপলিঙ্কের মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী সিআইএ কম্পিউটার সিস্টেমে এ্যাকসেস করার সুযোগ দেয়। আজ রাতে সামান্য সময় আগে সে বেল্লামি এই ল্যাপটপে কিছু একটা দেখিয়েছে যা দেখে লোকটা পুরো সহযোগিতা করেছে। সিমকিনসের কোন ধারণা নেই লোকটা কি দেখেছে কিন্তু তারপর থেকেই তাকে আপাদমস্তক নাড়া খাওয়া একটা লোকের মত দেখাচ্ছে।

সাটো ফয়্যারে প্রবেশ করে হার্টম্যানের লাশের দিকে তাকিয়ে মাথা নোয়ায়। তারপরে চোখ তুলে সিমকিনসের দিকে তাকায়। "ল্যাংডন, ক্যাথরিন বা পিটার সলোমনের কোন খবর নেই?"

সিমকিনস মাথা নাড়ে। "তারা যদি এখনও বেঁচে থাকে তবে সে তাদের সাথে করে নিয়ে গিয়েছে।"

"বাসায় কোন কম্পিউটার দেখেছো?"

"অফিসে আছে?"

BanglaBook.org

"আমাকে দেখাও।"

সিমকিনস সাটোকে ফয়্যার থেকে লিভিংরুমে নিয়ে আসে। পুরু কার্পেটে বে উইনডোর ভাঙা কাঁচ পড়ে আছে। তারা কয়েকটা বইয়ের শেলফ, ফায়ারপ্লেস আর একটা বিশাল চিত্রকর্ম অতিক্রম করে অফিসের দরজার কাছে আসে। অফিসের ভেতরটা কাঠের প্যানেল করা, একটা এ্যান্টিক ডেস্কের সামনে বিশাল মনিটর দেখা যায়। সাটো টেবিল ঘুরে মনিটরের সামনে দাঁড়িয়েই ক্ষিপ্ত হয়ে উঠে।

"নিকুচি করেছি," সে নিঃশ্বাস ফেলে বলে।

সিমকিনস ঘুরে তার পেছনে এসে দাঁড়িয়ে দেখে স্ক্রিনটা অন্ধকার হয়ে আছে। "কি হয়েছে?"

সাটো একটা খালি ডকিং স্টেশন দেখায় ডেস্কের উপরে। "সে ল্যাপটপ ব্যবহার করছে আর সেটা সাথে নিয়ে গেছে।"

সিমকিনস তবুও বুঝতে পারে না। "তার কাছে কি এমন তথ্য আছে যেটা তুমি দেখতে চাও?"

"না," সাটো হিংস্র কণ্ঠে বলে। "আমি চাই তার কাছে যে তথ্য আছে সেটা যেন কেউ না দেখে।"

নীচের তলায় ক্যাথরিন হেলিকপ্টার নামার আর কাঁচ ভাঙার শব্দ শুনতে পায় তারপরেই ভারী বুটের শব্দে নীচের তলা প্রকম্পিত হতে থাকে। সে চিৎকার করতে চায় কিন্তু মুখে কাপড় থাকায় করতে পারে না। সে যত জোরে চেষ্টা করে তত দ্রুত তার শিরা থেকে রক্তপাত হয়।

তার ক্লান্ত লাগে মাথাটাও হাল্কা ঝিমঝিম করে।

ক্যাথরিন জানে তাকে শান্ত থাকতে হবে। *ক্যাথরিন মনকে জাগ্রত কর।* নিজের পুরো ইচ্ছা শক্তি প্রয়োগ করে সে নিজেকে ধ্যানস্থ অবস্থায় নিয়ে যায়।

শূন্যের নিঃসঙ্গতা দিয়ে রবার্ট ল্যাংডনের মন ভেসে চলে। সে অসীম শূন্যতায় উঁকি দিয়ে উল্লেখযোগ্য কিছু খুঁজতে চায়। সে কিছুই খুঁজে পায় না।

সম্পূর্ণ অন্ধকার। সম্পূর্ণ নিরবতা। সম্পূর্ণ প্রশান্তি।

মাধ্যাকর্ষণের কোন টান অনুভব না করায় সে বুঝতে পারে না কোন দিকটা উপরের দিক।

তার দেহ বিলীন হয়েছে।

*এটাই তাহলে মৃত্যু।*

সময়কে বর্ধিত হতে, সংকুচিত হতে, দূরবর্তী হতে মনে হয় তার, যেন এই স্থানের সাথে তার কোন সম্পর্ক নেই। কতটা সময় অতিক্রান্ত হয়েছে সে বিষয়ে তার কোনই ধারণা নেই।

*দশ সেকেণ্ড? দশ মিনিট? দশ দিন?*

BanglaBook.org

সহসা, অবশ্য, দূরের ব্রহ্মাণ্ডে বিস্ফোরণের মত বিশাল শূন্যতার উপর দিয়ে তরঙ্গ অভিঘাতের মত স্মৃতি ল্যাংডনের দিকে ঢেউয়ের মত ছুটে রূপ লাভ করে।

মুহূর্তের ভিতরে ল্যাংডন সব মনে করতে পারে। রূপকল্পগুলো তাকে ছিঁড়ে ফেলতে থাকে. . .বিশাল আর বিব্রতকর। সে একটা মুখের দিকে তাকিয়ে আছে যা উল্কিময়। একটা শক্তিশালী হাত তার মাথাটা মেঝেতে ঠুকে দেয়।

ব্যাথ্যা ঝলসে উঠে. . .তারপরে অন্ধকার।

ধূসর আলো।

দপদপ অনুভূতি।

স্মৃতির ছিটেফোটা। ল্যাংডনকে অর্ধ চেতন অবস্থায় নিচের দিকে আরো নিচের দিকে কেউ টানছে। তার বন্দিকর্তা শ্লোকের মত কিছু আবৃত্তি করে।

*ভারবাম সিগনিফিকেটিয়াম. . .ভারবাম ওমনিফিকাম. . .ভারবাম পেডরো. .*

# ১১০
# অধ্যায়

ডিরেকটর সাটো স্টাডি দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করেন সিআইএ স্যাটেলাইট ইমেজ ডিভিশন তার অনুরোধ পালন করার অবসরে। ডি.সি এলাকায় কাজ করার অন্যতম সুবিধা এর স্যাটেলাইট কাভারেজ। কপাল ভাল থাকলে একটা সরাসরি এই বাসার উপরে অবস্থান করছিলো আজ রাতে. . .

"দু:খিত ম্যা'ম," অপারেটর বলে, "আজ রাতে এই কো-অর্ডিনেটসে কোন কাভারেজ নেই। কোন রি-পজিশন অনুরোধ আছে?"

"না, ধন্যবাদ।"

সাটো ভেবে পায় না টার্গেটের গন্তব্য কিভাবে সনাক্ত করবে সে। সে ফয়্যারে হেঁটে যায় সেখানে তার লোকেরা হার্টম্যানের লাশ ব্যাগে ঢুকিয়েছে চপারে নিয়ে যাবে বলে। সাটো এজেন্ট সিমকিনসকে বলে তার লোকদের ল্যাঙ্গলি ফিরে যাবার জন্য প্রস্তুত হতে, কিন্তু সিমকিনস হাঁটুর উপরে ভর করে লিভিংরুমের মেঝের উপরে বসে আছে যেন হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েছে।

"তুমি ঠিক আছো?"

সে মুখ তুলে তাকায় তার চেহারায় একটা বিস্মিত অভিব্যক্তি। "তুমি কি এটা লক্ষ্য করেছো?" সে লিভিংরুমের মেঝেতে ইঙ্গিত করে।

সাটো এগিয়ে এসে রুমের পুরু কার্পেটের দিকে তাকায় কিন্তু কিছু বুঝতে পারে না।

"নীচু হয়ে দেখো," সিমকিনস বলে। "কার্পেটের আশের দিকে দেখো।"

BanglaBook.org

সে নীচু হয় এবং বুঝতে পারে কি, কার্পেটের ধার দেবে আছে. দুচাকার ভারী কিছু একটা ঘরের ভিতর দিয়ে টেনে নিয়ে যাবার চিহ্ন।

"অবাক করার বিষয় হয় চিহ্নটা যেদিকে গেছে, সেই দিকটা," সে ইঙ্গিত করে।

সাটো সেদিকে তাকিয়ে দেখে দাগটা একটা বিশাল ছবির পেছনে হারিয়ে গেছে। *এসব আবার কিসের আলামত?*

সিমকিনস ছবিটার দিকে এগিয়ে গিয়ে সেটা দেয়াল থেকে নামাতে চেষ্টা করে। কিন্তু নড়াতে পারে না। "ছবিটা আটকান রয়েছে," সে বলে তার হাত ছবির ধার দিয়ে কিছু আছে কিনা খুঁজতে ব্যস্ত। "দাঁড়াও, এখানে নীচে কিছু একটা আছে. " তার হাত নীচের দিকে একটা লিভার খুঁজে পায় এবং চাপ দিতে কোথাও ক্লিক করে একটা শব্দ হতে শোনা যায়।

সাটো সামনে এগিয়ে আসে এবং সিমকিনস ফ্রেমটা ধাক্কা দিলে পুরো ফ্রেমটা কেন্দ্রের উপর ভর দিয়ে ঘূর্ণায়মান দরজার মত ঘুরে যায়।

সে ফ্ল্যাশলাইট দিয়ে পেছনের অন্ধকারে আলো ফেলে।

সাটোর চোখ সরু হয়ে উঠে। *এইতো আশার অন্ধকার।*

ছোট সংকীর্ণ করিডোরের শেষ প্রান্তে একটা ভারী ইস্পাতের দরজা দেখা যায়।

ল্যাংডনের অন্ধকারাচ্ছন্ন মনে স্মৃতির ঝাপটা আসে আর ফিরে যায়। তাদের যাওয়া আসার অন্তবর্তী কালে লাল আলোর ফুটকি চারপাশে ঘুরতে থাকে, সাথে দূর থেকে ভেসে আসে রহস্যময় আতঙ্কিত করে তোলার মত চাপা গুঞ্জন।

*ভারবার সিগনিফিকেটিয়াম. .ভারবাম ওমনিফিকাম. .ভারবাম পেডরো।*

মধ্যযুগীয় স্তুতিগানের মত একঘেয়ে কণ্ঠস্বরের সমবেত ঐক্যতান চলতে থাকে।

*ভারবার সিগনিফিকেটিয়াম. .ভারবাম ওমনিফিকাম।* শূন্য স্থানের ভিতরে শব্দগুলো বড্ড বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে আর তার সাথে নতুন কণ্ঠস্বরের হাঙ্গামা তার চারপাশে শুরু হয়।

*মহাপ্রলয়. .ফ্রাঙ্কলিন. . .মহাপ্রলয়. . .ভারবাম. .মহাপ্রলয়.*

কোন পূর্ব সংকেত না দিয়ে একটা বিষণ্ন ঘন্টা ধ্বনি দূরে কোথাও ধ্বনিত হতে থাকে। ঘন্টাটা অবিরত বাজতে থাকে, তার শব্দ তীব্র হচ্ছে। ঘন্টাটা জরুরী একটা সুরে যেন বাজছে, আশা করছে ল্যাংডন এখন বুঝতে পারবে, যেন তার মনকে কিছু একটা অনুসরণ করতে বলছে।

BanglaBook.org

# ১১১
## অধ্যায়

ঘন্টাঘরের তীব্রতায় পুরো তিন মিনিট ঘন্টাটা বেজে চলে, ল্যাংডনের মাথার উপরে স্ফটিকে ঝাড়বাতি কিন্নর শব্দে আলোড়িত হয়। ফিলিপস এক্সিটার একাডেমীর এই সর্বজন প্রিয় এ্যাসেম্বলী হলে সে বহু দশক আগে এখানে লেকচার শুনতে আসত। অবশ্য আজ এসেছে তার এক বন্ধুর ছাত্রদের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত বক্তৃতা শুনতে। আলো কমে আসতে পেছনের দেয়ালের পাশে সে একটা চেয়ারে উপবিষ্ট হয়, তার মাথার উপরে হেডমাস্টারদের প্রতিকৃতির একটা সমাবেশ দেয়ালে সাজান আছে।

দর্শকদের ভিতরে একটা নিরবতা নেমে আসে।

পরিপূর্ণ অন্ধকারের ভিতরে একটা লম্বা, আবছায়া অবয়ব স্টেজের উপর দিয়ে পোডিয়ামের দিকে এগিয়ে আসে। "সুপ্রভাত," মাইক্রোফোনে অবয়বহীন একটা কণ্ঠ ফিসফিস করে উঠে।

উপস্থিত সবাই চোখ কুঁচকে দেখতে চেষ্টা করে সে কথা বলছে।

একটা স্লাইড প্রোজেক্টর জীবন্ত হয়ে উঠে, একটা সেপিয়া ফটোগ্রাফের আবছা প্রতিকৃতি দেখা যায়–লাল বেলেপাথরের একটা দুর্গের নাটকীয় চেহারার সম্মুখভাগ, উঁচু চারকোণা টাওয়ার এবং গোথিক রীতিতে যা অলঙ্কৃত।

ছায়াটা আবার কথা বলে। "আমাকে কে বলতে পারবে এটা কোথায় অবস্থিত?"

"ইংল্যানয!" একটা মেয়ে অন্ধকারে বলে উঠে। "এটা গোথিক আর রোমানেস্কের শেষের দিকের রীতির একটা সংমিশ্রণ যা একে গুরুত্বপূর্ণ নরম্যান দুর্গের মহিমা দান করেছে এবং ইংল্যাণ্ডের বারো শতকের কীর্তি।"

"বাবা," চেহারাহীন কণ্ঠস্বর বলে। "কেউ দেখছি স্থাপত্যবিদ্যায় পণ্ডিত আমাদের মাঝে উপস্থিত আছে।"

নিরব হতাশা চারপাশে বিরাজ করে।

"দুর্ভাগ্যবশত," কণ্ঠস্বরটা এবার বলে, "তুমি মেয়ে, তিন হাজার মাইল দূরে আর পাঁচশ বছর এগিয়ে গিয়েছো।"

সারা ঘর চমকে যায়।

প্রজেক্টর এবার একই ছবির অন্য আঙ্গিক থেকে কালার আধুনিক ছবি উপস্থাপন করে। দুর্গটার সেনেকা ক্রীক বেলেপাথর সামনের দৃশ্যপট জুড়ে অবস্থান করছে কিন্তু পেছনে খুব কাছেই রাজকীয়, সাদা, কলামযুক্ত ইউ.এস ক্যাপিটলের গম্বুজ দেখা যাচ্ছে।

"দাঁড়াও!" মেয়েটা চেঁচিয়ে উঠে। "ডি.সিতে নরম্যান দুর্গ আছে?!"

BanglaBook.org

"সেই ১৮৮৫ সাল থেকে," কণ্ঠস্বরটা উত্তর দেয়। "পরের ছবিটা সে সময়ে তোলা।"

আরেকটা নতুন স্লাইড ভেসে উঠে-সাদা কালো ভেতরের দৃশ্য, একটা খিলানাকৃতি বলরুম, প্রাণীদেহের কঙ্কাল, বৈজ্ঞানিক নমুনার ডিসপ্লে, বায়োলজিক্যাল স্যাম্পেলের কাঁচের জার, নৃতাত্ত্বিক প্রত্নবস্তু, এবং প্রাগৈতিহাসিক সরীসৃপের প্লাস্টার কেসে রুমটা সজ্জিত।

"এই বিস্ময়কর দূর্গ," কণ্ঠস্বরটা বলে, "আমেরিকার প্রথম সত্যিকারের বৈজ্ঞানিক জাদুঘর। এটা আমেরিকাকে উপহার দিয়েছিলেন এক ধনবান বৃটিশ বিজ্ঞানী যিনি আমাদের পূর্বপুরুষদের মত বিশ্বাস করতেন আমাদের এই ক্রমবর্ধমান দেশ একদিন আলোকিত ভূখণে ্ড পরিণত হবে। তিনি আমাদের পূর্বপুরুষদের বিশাল সম্পদ দান করেন এবং অনুরোধ করেন দেশের কেন্দ্রস্থলে "জ্ঞানের প্রসার আর প্রচারের জন্য একটা ভবন নির্মাত করা হয় যেন এই সম্পদ দিয়ে"। সে কিছুক্ষণ চুপ করে থাকে। "এই বিজ্ঞানীর নাম কে বলতে পারবে?"

সামনের সারি থেকে একজন ভীরু কণ্ঠে বলে, "জেমস *স্মিথসন?"*

চিনতে পারার পরিচিত গুঞ্জনে এবার ক্লাসরুম ভাসতে থাকে।

"অবশ্যই স্মিথসন," স্টেজের লোকটা বলে। পিটার সলোমন এবার আলোতে এসে দাঁড়ায় তার ধুসর চোখে আনন্দ খেলা করছে। "সুপ্রভাত, আমার নাম পিটার সলোমন আর আমি *স্মিথসোনিয়ান* অনুষদের সেক্রেটারী।"

ছাত্ররা হাততালিতে ঘর ভরিয়ে তোলে।

ল্যাংডন পেছনে বসে মুগ্ধ হয়ে দেখে পিটার ছাত্রদের অনুষদের শুরু দিকের ইতিহাস ছবির সাহায্যে মন্ত্রমুগ্ধ করে রাখলে। বর্ণনাটা শুরু হয় স্মিথসোনিয়ান দূর্গ, বেসমেন্টের বিজ্ঞান গবেষণাগার, এক্সিবিট ভর্তি করিডোর, বিজ্ঞানীদের ছবি যারা নিজেদের "কিউরেটরস অব ক্রাস্টেসিয়ানস" বলতেন এবং বর্তমানে মৃত অনুষদের দুই সবচেয়ে জনপ্রিয় বাসিন্দা- ডিফিউশন আর ইনক্রিজ নামের দুটো প্যাচা। আধঘন্টার স্লাইড শো শেষ হয় ন্যাশনাল মলে অতিকায় স্মিথসোনিয়ান জাদুঘরের স্যাটেলাইট ছবির মাধ্যমে।

"আমি শুরুতে যা বলেছিলাম," সলোমন সমাপ্তি ভাষণে বলেন, 'জেমস স্মিথসন আর আমাদের পূর্বপুরুষেরা স্বপ্ন দেখেছিলেন আমাদের এই দেশ আলোকিত ভূখণ্ডে পরিণত হবে। আমি বিশ্বাস করি আজ বেঁচে থাকলে তারা গর্ব বোধ করতেন। আমেরিকা একেবারে কেন্দ্রস্থলে বিজ্ঞান আর জ্ঞানের প্রতীক হয়ে তাদের মহান স্মিথসোনিয়ান অনুষদ আজ দাঁড়িয়ে আছে। আমাদের পূর্বপুরুষদের স্বপ্নের আমেরিকার এটা একটা জলজ্যান্ত প্রতিরূপ- যে দেশটা বিজ্ঞান, জ্ঞান, আর জ্ঞানের নীতির উপরে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।"

একটা ছেলে হাত তুলে, "মি.সলোমন," তার কণ্ঠস্বরে বিভ্রান্তি পরিষ্কার। "আপনি বলেছিলেন আমাদের পূর্বপুরুষরা ইউরোপের ধর্মীয় নির্যাতনের হাত থেকে বাঁচতে এখানে পালিয়ে এসেছিলেন বৈজ্ঞানিক অগ্রগতির নীতির উপরে একটা রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার অভিপ্রায় নিয়ে।"

BanglaBook.org

"ঠিক আছে।"

"কিন্তু. . আমার এখন মনে হচ্ছে তারা *খ্রিস্টান* রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন।"

সলোমন হাসেন। "বন্ধুরা আমার কথা ভুল ব্যাখ্যা কোরো না। আমাদের পূর্বপুরুষরা ছিলেন গভীর ধর্মপ্রাণ কিন্তু সেইসাথে ডেইষ্ট– যারা ঈশ্বরে বিশ্বাস করতেন বটে কিন্তু সেটা ছিল বিশ্বজনীন আর উদারমনের । তাদের একমাত্র ধর্মীয় মতবাদ ছিল ধর্মীয় স্বাধীনতা। তারা আধ্যাত্মিকতায় উদ্দীপিত একটা ইউটোপিয়ান সমাজের স্বপ্ন দেখেছিলেন, যা বস্তাপচা ধর্মীয় কুসংস্কারের জায়গায় জনশিক্ষা আর বৈজ্ঞানিক অগ্রগতি আর চিন্তার স্বাধীনতার ভিত্তিতে গঠিত।"

একটা মেয়ে হাত তুলে।

"হ্যাঁ?"

"আমি," হাতের সেলফোন সে দেখায়, "উইকেপিডিয়া সার্চ করছিলাম যেখানে বলছে আপনি একজন অগ্রগণ্য ফ্রিম্যাসন।"

পিটার হাতের আংটি দেখিয়ে বলে, "তোমার ডাটা চার্জ আমি বাচিয়ে দিতে পারতাম।"

"আপনি বললেন," সে একটা ঢোক গিলে, "'বস্তা পচা ধর্মীয় কুসংস্কার' কিন্তু. . .ম্যাসনরাই আমি জানি বস্তাপচা কুসংস্কারের সবচেয়ে বড় প্রস্তাবক।"

"সেটা কিভাবে?"

"আমি পড়েছি যে আপনারা অদ্ভুত প্রাচীন কৃত্যানুষ্ঠান আর বিশ্বাসের ধারক। আপনারা একধরণের প্রাচীন যাদুকরী জ্ঞানয় বিশ্বাস করেন. . .যার কিনা মানুষকে দেবতাদের কাতারে উন্নীত করতে সক্ষম?"

"আসলে," সলোমন বলে, "তোমার কথা পুরোপুরি ঠিক।"

সলোমন হাসি চেপে মেয়েটাকে বলে, "আর কি লেখা আছে তোমার উইকি-জ্ঞানয়?"

মেয়েটা অস্বস্তি নিয়ে পড়তে শুরু করে।

"এই শক্তিশালী জ্ঞান অদীক্ষিতের দল যাতে ব্যবহৃত না করতে পারে সেকারণে গোড়ার দিকের দীক্ষিতেরা সংকেতে তাদের জ্ঞানের কথা লিপিবদ্ধ করেন. .এর শক্তিশালী সত্য রূপক, পূরাণ আর প্রতীকের আবরণে আড়াল করে ফেলেন। আজও এই সাঙ্কেতিক জ্ঞান আমরা আমাদের চারপাশে দেখতে পাই. যুগ যুগ ধরে আমাদের পূরাণ, চিত্রকলা আর অকাল্ট পাণ্ডুলিপিতে এটা প্রচলিত হয়ে এসেছে। আধুনিক মানুষ দুর্ভাগ্যবশত এই জটিল জ্ঞান পাঠোদ্ধারের ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছে. .আর তাই মহান সত্য লুপ্ত হয়েছে।"

সলোমন খানিকক্ষণ অপেক্ষা করে থাকেন। "এই শেষ?"

"না আরেকটু লেখা আছে?"

"আমাদের বলেন।"

BanglaBook.org

"যে মুনি ঋষির দল প্রাচীন রহস্যময়কে সাঙ্কেতিক ভাষায় পরিণত করেছিল তারা অনেক আগেই তা পাঠোদ্ধারের জন্য একধরণের সূত্র রেখে গিয়েছেন. . .যাকে বলা হয় *ভারবাম সিগনিফিকেটিয়াম*– বলা হয়ে থাকে অন্ধকারের পর্দা সরিয়ে প্রাচীন রহস্যময়তাকে সব মানুষের বোধগম্য করার ক্ষমতা এর আছে।"

"আর এই বিস্ময়কর শব্দ এখন কোথায় আছে?"

"এখানে বলা হয়েছে, *ভারবাম সিগনিফিকেটিয়াম* মাটির গভীরে প্রোথিত আছে যেখানে এটা ইতিহাসের সন্ধিক্ষণের জন্য ধৈর্য্য নিয়ে অপেক্ষা করছে. .যখন মানবজাতি সর্বযুগের সত্য, জ্ঞান আর জ্ঞান ব্যাতীত টিকে থাকতে পারবে না। এই অন্ধকার চরম মুহূর্তে তারা শব্দকে খুঁজে বের করবে এবং একটা নতুন আলোকিত যুগের সূচনা করবে।"

"মি.সলোমন, আপিনি এসব বিশ্বাস করেন?"

সলোমন হাসে। "করলে ক্ষতি কি? আমাদের পূরানে যাদুকরী মন্ত্রের লম্বা ইতিহাস আছে যা মানুষকে অন্তর্দৃষ্টি আর দেবতার শক্তি প্রদান করে। আমাদের ছেলেরা আজও বলে 'অ্যাব্রাকাড্রেব্রা' যার মানে 'আমি যা বলি তাই সৃষ্টি হয়', এটা প্রাচীন আর‍্যামায়িক মরমীবাদ –আভরা কাডাভরা– থেকে এসেছে।"

"কিন্তু স্যার কেবল একটা শব্দ . . .এই ভারবাম সিগনিফিকেটাম. .এর প্রাচীন জ্ঞান উন্মোচনের ক্ষমতা আছে এটা নিশ্চয়ই আপনি বিশ্বাস করেন না।"

সলোমন চুপ করে থাকে। "আমার বিশ্বাস নিয়ে তোমার মাথা না ঘামালেও চলবে। তোমার ভাবনার বিষয় হল এই অনাগত আলোকময়তার কথা সব বিশ্বাস আর দার্শনিক প্রথায় ভবিষ্যত বাণী করা হয়েছে। হিন্দুরা একে বলে কৃত্য যুগ, জ্যোতির্বিদরা বলে এ্যাকুয়ারিসের যুগ, ইহুদিরা একে বলে মেসিয়ার আগমন, থিওসোফিস্টরা বলে নতুন যুগ, কসমোলজিস্টরা বলে হারমোনিক কনভারজেন্স আর এর নির্দিষ্ট তারিখ তারা উল্লেক করেন।"

"ডিসেম্বর ২১, ২০১২!"

"হ্যাঁ, খুবই সন্নিকটে. . .অবশ্য মায়ান গণিতে যদি তুমি বিশ্বাস কর।"

ল্যাঙ্গডন হাসে, সলোমন দশ বছর আগেই টেলিভিশনের এই বর্তমান প্রচারণা যে ২০১২ পৃথিবীর ধ্বংস সূচীত করবে বলে বাড়াবাড়ি শুরু হবে, ভবিষ্যদ্বাণী করেছিল।

"সময়কালটা আপাতত ভুলে যাও," সলোমন বলে, "কিন্তু মানবজাতির সব মতের দার্শনিকরা এই মহান আলোকময়তা আসবার বিষয়ে একমত প্রকাশ করেছেন। সব যুগে, সব সংস্কৃতিতে মানুষ এই একটা ধারণা অধিশ্রয়ন করেছে– মানুষের রূপান্তরের আগমন কাল. . .মানুষের মনের সত্যিকারের সম্ভাবনার স্থগিত রূপান্তর।" সে হাসে। "বিশ্বাসের এই ঐক্যতানের কি ব্যাখ্যা হতে পারে?"

*"সত্য।"*

সলোমন ঘুরে তাকায়, "কথাটা কে বললো?"

BanglaBook.org

একটা তিব্বতী বা নেপালী ছেলে হাত তুলে, "হয়ত একটা বিশ্বজনীন সত্য সব মানুষের হৃদয়ে প্রোথিত আছে। আমাদের ডিএনএ'তে হয়ত সাধারণ একটা ধ্রুবক আছে। এই সমষ্টিগত সত্য হয়ত আমাদের সবার গল্পগুলোকে একই মাত্রা দিয়েছে।"

সলোমন হাত জোড়া করে ছেলেটার দিকে আলোকিত চিত্তে মাথা নোয়ায়। "ধন্যবাদ।"

"সত্য," সলোমন তার শ্রোতাদের বলে, "সত্যের একটা শক্তি আছে। আমরা যদি সবাই একই ধারণার প্রতি ধাবিত হই, আমরা ধাবিত হই সম্ভবত এই ধারণাগুলো সত্যি বলে. আমাদের গভীরে প্রোথিত আছে। আর আমরা যখন এই সত্য কথন শুনি, আমরা যদি সেটা বুঝতে নাও পারি, আমরা অনুভব করি সত্যটা আমাদের ভিতরে অনুরণিত হচ্ছে. .আমাদের ভেতর একটা অচেতন জ্ঞানকে আন্দোলিত করেছে। সম্ভবত এই সত্য আমাদের জানতে হবে না, বরং একে জাগিয়ে তুলতে হবে. .পুনরায় স্মরণ করতে হবে. .পুনরায় জানতে হবে. .যা ইতিমধ্যেই আমাদের ভিতরে অবস্থান করছে।"

সারা ক্লাস স্তব্ধ হয়ে থাকে।

সলোমন আরো কিছুক্ষণ চুপ করে থাকে সবাইকে ব্যাপারটায় ধাতস্থ হতে দেয়। তারপরে শান্ত কণ্ঠে বলে, "শেষে তোমাদের সাবধান করে বলি, এই সত্যের দেখা পাওয়া মোটেই সহজ না। সবকালেই আলোকতার সাথে সাথে এসেছে অন্ধকারাচ্ছন্নতা যা ঠিক বিপরীত দিকে আমাদের নিয়ে যেতে চেয়েছে। প্রকৃতি আর ভারসাম্যের সূত্র এটাই। আজ বিশ্বে অন্ধকারের বাড়বাড়ন্ত দেখে ভীত হবার কিছু নেই এর মানে আলোও সমান তেজে বাড়ছে। আমরা আলোকময়তার খুব কাছাকাছি দাঁড়িয়ে আছি। আমরা সবাই খুবই ভাগ্যবান যে ইতিহাসের এই সন্ধিক্ষণে আমরা জীবিত রয়েছি। আমাদের আগে যারা জীবিত ছিলেন সবাই ইতিহাসের বিভিন্ন কালে জীবিত ছিলেন. আমরাই পরম রেনেসাসের প্রত্যক্ষদর্শী হবার সৌভাগ্য নিয়ে বেঁচে আছি, সময়ের এই সংকীর্ণ গণ্ডিতে আমরা এর সাক্ষী হয়ে থাকব। সহস্র বর্ষের অন্ধকারাচ্ছন্নতার পরে আমরা আমাদের বিজ্ঞান, মন আর ধর্মকে একসাথে সত্যকে উন্মোচিত করছে প্রত্যক্ষ করবো।"

সবাই হাততালিতে ফেটে পড়বে তার আগেই সে সবাইকে থামিয়ে সেলফোন হাতের সেই মেয়েটাকে উদ্দেশ্য করে বলে, "ম্যা'ম তোমার ধারণার সাথে আমি হয়ত একমত না কিন্তু তোমার প্যাশন একটা গুরুত্বপূর্ণ অনুঘটক এই অনাগত পরিবর্তনের জন্য। অন্ধকারাচ্ছন্নতা সমবেদনার উপরে ভর করে বৃদ্ধি পায়. .আর বিশ্বাস হচ্ছে তার সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতিষেধক। বাইবেল পাঠ অব্যাহত রাখবে।" সে হাসে। "বিশেষ করে শেষের পাতাগুলো।"

"মহাপ্রলয়?" মেয়েটা জানতে চায়।

BanglaBook.org

"ঠিক। বুক অব রিভিলেশন আমাদের এই একই সত্যের সবচেয়ে বড় উদাহরণ। বাইবেলের এই শেষ বইটা অন্য অসংখ্য প্রথার একই বিশ্বাসের গল্প বলেছে। তারা সবাই অনাগত জ্ঞানর আগমনের আসন্নতার কথা বলেছেন।"

"কিন্তু মহাপ্রলয় পৃথিবীর অন্তিম সময়ের কথা বলছে নাকি? মানে অ্যান্টিক্রাইস্ট, আর্মাগেডন, শুভ আর অশুভের লড়াই এসব কথা।"

সলোমন হাসে। "এখানে গ্রীক জানা আছে কার কার?"

কয়েকজন হাত তুলে।

"এ্যাপোক্যালিপস শব্দে আক্ষরিক মানে কি?"

"এর মানে," সে শুরু করে নিজেই চমকে উঠে। "এ্যাপোক্যালিপস মানে উন্মোচিত. . .'অবারিত'।"

সলোমন ছেলেটার দিকে তাকিয়ে প্রশংসাসূচক মাথা নাড়ে। "ঠিক তাই। এ্যাপোক্যালিপস মানে প্রকাশ পাওয়া। দি বুক অব রিভিল-এশন অনুমান করে মহান আর অচিন্তনীয় জ্ঞানণ উন্মোচনে। এ্যাপোক্যালিপস মানে পৃথিবী শেষ না, আমরা যেভাবে পৃথিবীকে চিনি তার সমাপ্তি। এ্যাপোক্যালিপসের ভবিষ্যদণী আরো অনেক কিছুর মতই বিকৃত হয়েছে।"

সে স্টেজের সামনে এগিয়ে যায়। "বিশ্বাস কর. . .পরিবর্তন আসছে. .আর সেটা আমরা যেমন ভেবেছি মোটেই সেরকম নয়।"

তার মাথার অনেক উপরে ঘন্টা বাজতে শুরু করে।

সারা ক্লাসের ছাত্ররা হাততালি আর হতবাক বিস্ময়ে মুখরিত হয়ে উঠে।

## ১১২
## অধ্যায়

ক্যাথরিন সলোমন জ্ঞান হারাবার দ্বার প্রান্তে টলমল করছে এমন সময়ে বিস্ফোরণের শব্দে সে কেঁপে উঠে।

কিছুক্ষণ পরে সে ধোঁয়ার গন্ধ পায়।

তার কান ভো ভো করছে।

চাপা কণ্ঠস্বর দূর থেকে ভেসে আসে। চিৎকার শোনা যায়। পায়ের শব্দ। সহসা সে পরিষ্কার করে শ্বাস নিতে থাকে। তার মুখ থেকে কাপড়টা টেনে বের করে নিয়েছে।

"তুমি এখন নিরাপদ," একটা কণ্ঠস্বর ফিসফিস করে তাকে বলে। "একটু ধৈর্য্য ধর।"

সে আশা করে লোকটা তার হাত থেকে নিডলটা বের করবে কিন্তু তার বদলে সে আদেশ দিতে থাকে। "মেডিকেল কিট নিয়ে আস. .নিডলের সাথে আইভি দাও. .ল্যাকটেটেড রিঙগার'স সলোউশনস মিশাও. .আমাকে ব্লাড

BanglaBook.org

প্রেশার পরিমাপক দাও।" লোকটা তার ভাইটাল সাইন পরীক্ষা শুরু করে সে জিজ্ঞেস করে, "মিস.সলোমন যে লোকটা তোমার সাথে এসব করেছে. .সে কোথায় গেছে?"

ক্যাথরিন কথা বলতে চেষ্টা করে কিন্তু পারে না।

"মিস.সলোমন?" কণ্ঠস্বরটা আবার প্রশ্নটা করে। "সে কোথায় গিয়েছে?"

সে চোখ খুলে রাখতে চেষ্টা করে কিন্তু টের পায় সে জ্ঞান হারাতে যাচ্ছে।

"আমাদের জন্য জানাটা জরুরী সে কোথায় গিয়েছে," লোকটা কণ্ঠে মিনতির সুর।

ক্যাথরিন কেবল তিনটা শব্দ ফিসফিস করে বলতে পারে, যদিও সে জানে সেগুলোর কোন অর্থ হয় না। "পবিত্র. . .পাহাড়ের. পাদদেশে।"

সাটো দুমড়ে যাওয়া দরজা অতিক্রম করে কাঠের র‍্যাম্প দিয়ে নিচে নেমে আসে। একজন এজেন্ট তাকে দেখে এগিয়ে যায়।

"ডিরেকটর আমার মনে হয় এটা আপনার দেখা উচিত।"

সংকীর্ণ হলওয়ে দিয়ে সে তাকে অনুসরণ করে একটা ঘরে প্রবেশ করে। ঘরটা উজ্জ্বলভাবে আলোকিত এবং খালি কেবল মেঝেতে কাপড়ের একটা স্তুপ পড়ে আছে। সাটো ল্যাংডনের লোফার আর ট্যুইডের কোট চিনতে পারে।

লোকটা এবার দূরের দেয়ালে রাখা একটা শবাঁধারের মত কিছুর দিকে ইঙ্গিত করে।

*এটা আবার কিসের আলামত?*

সাটো এবার সেদিকে এগিয়ে যেতে দেখে দেয়াল থেকে একটা স্বচ্ছ প্লাস্টিকের পাইপ এসে বাক্সটায় প্রবেশ করেছে। উদ্বিগ্নচিত্তে সে বাক্সটার দিকে এগিয়ে আসে। সে এবার বাক্সের উপরে একটা ছোট স্লাইড দেখতে পায়। সে ঝুঁকে সেটা একপাশে সরিয়ে দিলে একটা ছোট জানালার মত জায়গা উন্মুক্ত হয়।

সাটো আতঙ্কে গুটিয়ে যায়।

প্লেক্সিগ্লাসের নীচে. .প্রফেসর ল্যাংডনের ডুবন্ত, ভাবলেশহীন মুখ ভেসে আছে।

*আলো!*

যে অনন্ত শূন্যতায় ল্যাংডন মহানন্দে ভেসে বেড়াচ্ছিল সেখানে হঠাৎ এক চোখ ধাঁধান সূর্যের আবির্ভাব হয়। সাদা আলোর ঝলকানি অন্ধকার স্থান দখল করে তার মনকে জ্বালাতে শুরু করে।

আলোটা সব জায়গায় ছড়িয়ে পড়ে।

BanglaBook.org

সহসা উজ্জ্বল মেঘের আড়াল থেকে একটা সুন্দর মুখের আভাস দেখা যায়। একটা মুখ. .ঝাপসা আর অস্পষ্ট. . .শূন্যতার অন্যপ্রান্ত থেকে দুটো চোখ তার দিকে তাকিয়ে আছে। আলোর ধারা মুখটাকে ঘিরে রয়েছে, ল্যাংডন ভাবে এটাই কি তবে ঈশ্বরের মুখ।

সাটো ট্যাঙ্কের ভিতরে তাকায়, ভাবে প্রফেসরের কি বিন্দুমাত্র ধারণা আছে কি ঘটেছে। তার মনে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। বিশেষ করে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করা এই পুরো প্রক্রিয়াটার মূল উদ্দেশ্য।

পঞ্চাশের দশক থেকেই অনুভূতি বিবর্জিত ট্যাঙ্ক প্রচলিত আছে এবং আজও ধনাঢ্য ব্যক্তিদের নতুন যুগের গবেষণার জনপ্রিয় অনুষঙ্গ। "ভাসমান" বলে একে চিহ্নিত করা হয়, যা সর্বগ্রাসী মাতৃজঠরের অনুভূতি প্রদান করে. .একধরণের ধ্যান যা মস্তিষ্কের সবধরণের অনুভূতির উপযোগ–আলো, শব্দ, স্পর্শ, এমন কি মাধ্যাকর্ষণের টান নাকচ করে তাকে শান্ত করে। প্রচলিত ট্যাঙ্কে মানুষ প্রচণ্ড ভাসমান ক্ষমতার লবণাক্ত দ্রবণে পিঠ দিয়ে ভেসে থাকে যাতে সে শ্বাস নিতে পারে।

সম্প্রতি এসব ট্যাঙ্কের প্রযুক্তিতে বৈপ্লবিক পরিবর্তন এসেছে।

নতুন এই প্রযুক্তির নাম– টোটাল লিকুইড ভেন্টিলেশন–যা এতটাই বিস্ময়কর যে অনেক বিশ্বাস করে না এর অস্তিত্ব আছে।

*শ্বাসযোগ্য তরল।*

১৯৬৬ সাল থেকে শ্বাসযোগ্য তরল একটা বাস্তবতা, যখন লিল্যাণ্ড সি.ক্লার্ক সাফল্যের সাথে অক্সিজেনেটেড পারফ্লুরোকার্বনের দ্রবণে একটা ইদুর কয়েক ঘন্টা বাঁচিয়ে রাখতে সক্ষম হন। ১৯৮৯ সালে *দি এ্যাবিস* ছবিতে টিএলভি প্রযুক্তি নাটকীয় উপস্থিতি দেখা যায় যদিও খুব কম দর্শকই বুঝতে পেরেছিলেন যে তারা সত্যিকারের বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তি পর্দায় দেখেছেন।

টিএলভি প্রিম্যাচিউর বাচ্চাদের শ্বাসপ্রশ্বাসের জন্য আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের অবদান যেখানে তাদের তরল পূর্ণ মাতৃজঠরের একটা পরিবেশে ফিরিয়ে দেয়া হয়। গর্ভাশয়ে নয়মাস কাটাবার পরে মানুষের ফুসফুস তরল পূর্ণ অবস্থার সাথে মোটেই অপরিচিত না। পারফ্লুরোকার্বন একটা সময়ে শ্বাস নেবার জন্য যথেষ্ট আঠাল বলে বিবেচিত হত কিন্তু আধুনিক প্রযুক্তি তাকে প্রায় পানির মত শ্বাসযোগ্য তরলে রূপান্তরিত করেছে।

মার্কিন সামরিক বাহিনীর নেভীর ডুবুরিরা হেলিওক্স বা ট্রাইমিক্স ব্যবহার না করে এটা ব্যবহার করে যা তাদের চাপজনিত অসুস্থতার ঝুকি ছাড়াই অনেকক্ষণ নীচে কাজ করার সুবিধা দিয়েছে। নাসা বা বিমান বাহিনীও দেখেছে টিএলভি উচ্চতর জি ফোর্সে অক্সিজেনের চেয়ে অনেক সহজে বিভিন্ন অর্গানে ছড়িয়ে যেতে পারে। সাটো শুনেছিল অনেক "অনেক চরম অভিজ্ঞতার ল্যাব"র কথা শুনেছিল যেখানে মানুষ এই টিএলভি ট্যাঙ্কের অভিজ্ঞতা নিতে পারে– তারা

BanglaBook.org

অবশ্য একে বলে "মেডিটেশন মেশিন"। এই মেশিনটাও সম্ভবত মালিকের ব্যক্তিগত ব্যবহারে স্থাপন করা হয়েছিল কিন্তু বাইরে ছিটকিনির বাহুল্য দেখে সে বুঝতে পারে আরও অনেক ভীতিকর লক্ষ্যেও এটা ব্যবহৃত হয়ে থাকবে. .সিআইএ যেমন জেরার জন্য এটা ব্যবহার করে থাকে।

কুখ্যাত জল চিকিৎসা জেরার ক্ষেত্রে কাজে দেয় কারণ ভুক্তভোগী মনে করে সে আসলেই ডুবতে বসেছে। ভুক্তভোগী কখনও বুঝতে পারে না সে যা শ্বাস নিচ্ছে সেটা পানির চেয়ে আঠাল একটা দ্রবণ ফলে ফুসফুসে এটা প্রবেশ করলে সে প্রায়ই ভয়ে জ্ঞান হারায় এবং জ্ঞান ফিরে পেলে চরম একাকিত্বে নিজেকে আবিষ্কার করে।

রিনক্ষীয় অবশকারী দ্রব্য, প্যারালাইসিস ড্রাগস আর হ্যালুসিনজেনস উষ্ণ অক্সিজেনের সাথে ব্যবহার করে বন্দিকে ধারণা দেয়া হয় তার আত্মা দেহ থেকে মুক্তি পেয়েছে। তার মস্তিষ্ক অঙ্গপ্রতঙ্গ সঞ্চালনের আদেশ দিলে কিছুই ঘটে না। মৃত্যু অবস্থার এই পর্যায় ভয়ঙ্কর তার চেয়েও ভয়ঙ্কর পুনর্জন্মের প্রক্রিয়া যা তীব্র আলো, শব্দ আর ঠাণ্ডা বাতাসের সাহায্যে দেয়া হয় যা প্রচণ্ড যন্ত্রণাদায়ক আর বিপর্যস্তকারী বলে প্রতিয়মান হতে পারে। কয়েকবার মৃত্যু আর পুনর্জন্মের প্রক্রিয়ার ভিতর দিয়ে যাবার পরে জেরার সম্মুখীন হওয়া ব্যক্তির মনে থাকে না সে বেঁচে আছে না মারা গেছে ফলে সে জেরাকারীর সব প্রশ্নের উত্তর দেয়। সাটো ভাবে মেডিক্যাল টিমের জন্য সে অপেক্ষা করবে কিনা কিন্তু সে জানে তার হাতে সময় কম। *আমার জানতে হবে সে কি জানে।*

"আলো জ্বালো আর আমাকে কয়েকটা কম্বল এনে দাও।"

সূর্য উবে গেছে।

মুখটাও দেখা যায় না।

অন্ধকার ফিরে এসেছে আর ল্যাংডন আলোকবর্ষ দূরের শূন্যতার প্রান্ত থেকে আগত ফিসফিস গুঞ্জন শুনতে পায়। চাপা কণ্ঠস্বর. .দুর্বোধ্য শব্দ। এখন আবার ঝাকি শুরু হয়েছে. . যেন পৃথিবী ভেঙে খান খান হয়ে যাবে।

তারপরে সেটা ঘটে।

কোন জানান না দিয়ে বিশ্ব দ্বিখণ্ডিত হয়ে যায়। একটা অতিকায় ফাটল শূন্যস্থানে দেখা দেয়. . .যেন শূন্যস্থান জোড়া দেয়ার স্থান থেকে ছিঁড়ে এসেছে। একটা ধুসর ধোয়া ফাঁকা জায়গা দিয়ে প্রবেশ করে এবং ল্যাংডন একটা ভীতিকর দৃশ্য দেখতে পায়। দেহহীন একজোড়া হাত কোথা থেকে উদিত হয় তাকে ধরে এবং তার পৃথিবী থেকে তাকে বিচ্ছিন্ন করতে চায়।

*না!* সে তাদের বাঁধা দিতে চায় কিন্তু দেখে তার নিজের কোন হাত নেই. .পাঞ্জা নেই। *নাকি তার আছে?* সহসা সে তার শরীরকে নিজের চারপাশে যেন ভূমিষ্ট হতে দেখে। তার মাংস পেশী ফিরে আসে এবং সেটাকে একজোড়া শক্তিশালী হাত আঁকড়ে ধরে উপরের দিকে টানে। *না! দয়া কর!*

BanglaBook.org

কিন্তু দেরী হয়ে গেছে।

যন্ত্রণায় তার বুক বিদীর্ণ হয় হাত জোড়া তাকে ফাঁকা স্থান দিয়ে উপরে টেনে আনতে। তার ফুসফুসে বুঝি কেউ বালি ভরে দিয়েছে। *আমি শ্বাস নিতে পারছি না!* সে সহসা চিন্তার অতীত শক্ত শীতল একটা কিছুর উপরে নিজেকে আবিষ্কার করে। কেউ তার বুকে বারবার চাপ দিতে থাকে, জোরে এবং যন্ত্রণাদায়ক ভঙ্গিতে। সে উষ্ণতা বমি করে।

*আমি ফিরে যেতে চাই।*

তার মনে হয় সে সদ্য মাতৃজঠর থেকে জন্ম নেয়া শিশু।

সে কাশতে থাকে কাশির দমকে তরল উগড়ে দেয়। সে বুকে আর ঘাড়ে অসম্ভব ব্যথা অনুভব করে। তার গলায় যেন আগুন জ্বলছে। মানুষ তার চারপাশে কথা বলে ফিসফিস করে কিন্তু সবই কর্ণবিদারী। তার দৃষ্টি ঝাপসা আর সে কেবল শব্দহীন অবয়ব দেখতে পায়। তার ত্বক অবশ অনেকটা মৃত চামড়ার মত।

তার বুক আগের চেয়ে ভারী মনে হয়. চাপ। *আমি শ্বাস নিতে পারছি না!*

সে আরও তরল উগরে দেয়। একটা অচিন্তনীয় কণ্ঠরোধী প্রতিক্রিয়া তাকে আক্রমণ করে এবং সে ভেতরের দিকে খাবি খায়। শীতল বাতাস অবশেষে ফুসফুসে প্রবেশ করে এবং সে সদ্যজাত নবজাতকের মত পৃথিবীর বাতাসে প্রথম নিঃশ্বাস নেয়। এই পৃথিবীটা বড্ড যন্ত্রণাদায়ক।

ল্যাংডন আবার সেই মাতৃজঠরে ফিরে যেতে চায়।

রবার্ট ল্যাংডনের কোন ধারণা নেই কতক্ষণ সময় অতিক্রান্ত হয়েছে। সে কেবল বুঝতে পারে কম্বল আর তোয়ালে মোড়া অবস্থায় সে শক্ত মেঝের উপরে শুয়ে আছে। একটা পরিচিত মুখ তার দিকে তাকিয়ে আছে. .আলোর সেই উজ্জ্বল ধারা উধাও হয়েছে। দূরাগত শ্লোকের ধ্বনি তার মাথায় এখনও গুঞ্জরিত হয়।

*ভারবাম সিগনিফিকেটাম. .ভারবাম ওমনিফিকাম. .*

"প্রফেসর ল্যাংডন," কেউ ফিসফিস করে বলে। "তুমি বুঝতে পারছো কোথায় আছো?"

ল্যাংডন কাশতে কাশতে দূর্বলভাবে মাথা নাড়ে।

তারচেয়েও গুরুত্বপূর্ণ এইমাত্র তার মনে পড়েছে আজ রাতে কি ঘটছে।

BanglaBook.org

# ১১৩
# অধ্যায়

কম্বলে মোড়ান অবস্থায় দাঁড়িয়ে মুরগীর বাচ্চার মত টলমল পায়ে সে তরল পূর্ণ ট্যাঙ্কের দিকে তাকিয়ে থাকে। সে আবার তার শরীর ফিরে পেয়েছে অবশ্য ফিরে না পেলেই বোধহয় সে খুশী হত। তার গলা আর বুক জ্বলে যায়। এই পৃথিবী তার কাছে নিষ্ঠুর আর নির্মম মনে হয়।

সাটো তাকে অনুভূতি বিবর্জিত ট্যাঙ্কের বর্ণনা দিয়েছে. .এবং বলেছে সে তাকে টেনে বের না করলে সে অন্নের অভাবে মারা যেত বা ভয়ঙ্কর কিছু ঘটত। ল্যাংডনের সন্দেহ নেই পিটারও এই অত্যাচার সহ্য করেছে। *পিটার এখন দুইয়ের মাঝে অবস্থান করছে* উল্কি আঁকা লোকটা তাকে আজ রাত শুরুর সময়ে বলেছিল। পিটার যদি এমন জঘন্য অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়ে একাধিকবার অতিক্রম করে তবে অবাক হবার কিছু নেই যদি সে তাকে বন্দিকর্তা যা জানতে চেয়েছে সব বলে দেয়।

সাটো ইশারায় ল্যাংডনকে অনুসরণ করতে বলে এবং সে ধীরে হেচড়ে হেচড়ে একটা সরু হল দিয়ে এই আজব স্থানের গভীরে এগিয়ে যায় যা সে প্রথমবারের মত দেখছে। তারা পাথরের টেবিল রয়েছে এমন একটা ঘরে প্রবেশ করে যেখানে আতঙ্কজনক রহস্যময় আলো জ্বলছে। ক্যাথরিনকে সেখানে দেখে ল্যাংডন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে। যদিও দৃশ্যটা রীতিমত উদ্বেগজনক।

ক্যাথরিন পাথরের টেবিলের উপরে শুয়ে আছে রক্তে ভেজা তোয়ালে মেঝেতে পরে আছে। এক সিআইএ এজেন্ট তার বাহুর সাথে আটকানো টিউবে যুক্ত আইভি ব্যাগ ধরে পাশেই দাঁড়িয়ে আছে।

সে নিরবে কাঁদছে।

"ক্যাথরিন?" ল্যাংডন ফ্যাসফেসে কণ্ঠে বলে, কথা বলতে অসুবিধা হচ্ছে।

সে তার দিকে তাকায় তার দৃষ্টিতে বিভ্রান্তি আর অচেনার অভিব্যক্তি। "রবার্ট?"

তার চোখ অবিশ্বাস পরে আনন্দে বড় হয়ে উঠে। "কিন্তু আমি তোমাকে. . .পানিতে ডুবতে দেখেছি!"

সে পাথরের টেবিলের দিকে এগিয়ে আসে।

ক্যাথরিন আইভি টিউব বা মেডিক্যাল অফিসারের নিষেধের তোয়াক্কা না করে উঠে বসে। ল্যাংডন টেবিলের কাছে আসতেই সে তার কম্বলে মোড়ান দেহটা আঁকড়ে ধরে কাছে টেনে আনে। "ঈশ্বরকে ধন্যবাদ," সে ফিসফিস করে বলে তার গালে চুমো দেয়। তারপরে কি মনে হতে আবার চুমো দেয় এবার আবেগ নিয়ে ঠোঁটে এবং তাকে সজোরে আঁকড়ে ধরে যেন বিশ্বাস হচ্ছে না সে আসলেও সত্যি কেউ। "আমি বুঝতে পারছি না. .কিভাবে. "

BanglaBook.org

সাটো অনুভূতি বিবর্জিত ট্যাঙ্ক আর অক্সিজেনেটেড পারফ্লুরোকার্বণের ব্যাখ্যা করে কিন্তু ক্যাথরিনের কানে সেসব পৌঁছে না। সে কেবল ল্যাংডনকে আঁকড়ে ধরে থাকে।

"রবার্ট," সে বলে, "পিটার বেঁচে আছে।" পিটারের সাথে ভয়ঙ্কর সাক্ষাতের কথা মনে পড়তে সে এখনও কেঁপে উঠে। সে পিটারের শারিরীক অবস্থা বর্ণনা করে– হুইলচেয়ার, আজব চাকু, 'বলিদানের' পরোক্ষ উল্লেখ এবং কিভাবে তাকে মানবিক বালিঘড়িতে পরিণত করেছে পিটারকে সহযোগিতা করতে দ্রুত রাজি করাতে।

ল্যাংডন কথা খুঁজে পায় না। "তোমার কোন ধারণা. .আছে. .তারা কোথায় গিয়েছে?!"

"সে পিটারকে কোন পবিত্র পাহাড়ে নিয়ে যাবে বলে গেছে।"

ল্যাংডন তার আলিঙ্গন থেকে সরে এসে তার মুখের দিকে তাকায়।

ক্যাথরিনের চোখ অশ্রুসজল। "সে বলেছে পিরামিডের গ্রিড সে সমাধান করেছে আর সেটা তাকে পবিত্র পাহাড়ে যেতে বলেছে।"

"প্রফেসর," সাটো তাড়া দেয়, "আপনি কি এর মানে কিছু বুঝতে পারছেন?"

ল্যাংডন অপারগতায় মাথা নাড়ে। "একেবারেই না।" কিন্তু তারপরেও সে আশার আলো দেখে। "সে যদি পিরামিডের তলদেশে তথ্য পেয়ে থাকে তবে আমরাও পার।" *আমিই তাকে বলেছি কিভাবে সেটা সমাধান করতে হবে।*

সাটো মাথা নাড়ে। "পিরামিডটা নেই। আমরা খুঁজে দেখেছি। সে সাথে করে নিয়ে গেছে।"

ল্যাংডন এক মুহূর্ত চুপ করে থাকে, চোখ বন্ধ করে পিরামিডের পাদদেশে কি দেখেছিল মনে করতে চেষ্টা করে। ডুবে যাবার আগে প্রতীকের গ্রিডটা তার শেষ দেখা স্মৃতি আর ট্রমা স্মৃতিকে মনের গভীরে স্থায়ীত্ব দিয়ে থাকে। সে গ্রিডটা মনে করতে পারে পুরোটা হলেও অনেকটাই, যা হয়ত তাদের সহায়তা করবে।

সে সাটোর দিকে তাকিয়ে ব্যগ্র কণ্ঠে বলে কিন্তু ইন্টারনেটে আমাকে একটা জিনিস খুঁজে দেখতে হবে।

সাটো বিনা বাক্য ব্যয়ে ব্ল্যাকবেরী বের করে।

"'আট ফ্রাঙ্কলিন স্কোয়্যার' লিখে সার্চ দাও।"

সাটো বিস্মিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে টাইপ শুরু করে।

ল্যাংডনের দৃষ্টি এখনও ঝাপসা এবং এবারে সে তার চারপাশে বিচিত্র পরিবেশের দিকে তাকায়। সে দেখে যে টেবিলে তার ঝুকে আছে তাতে অনেক পুরানো রক্তের দাগ লেগে আছে তাদের ডান পাশের দেয়ালে অনেক টেক্সট, ছবি আর ড্রয়িং, ম্যাপ দিয়ে ভর্তি সেগুলো আবার পরস্পর সূতো দিয়ে সংযুক্ত।

*হায় ঈশ্বর।*

BanglaBook.org

ল্যাংডন অদ্ভুত কোলাজটার দিকে এগিয়ে আসে এখন সে কম্বল গায়ে দিয়ে আছে। দেয়ালে উদ্ভট তথ্যের একটা সংগ্রহ– প্রাচীন পাণ্ডুলিপি থেকে ছেড়া কাগজ যেখানে কালো জাদু থেকে বাইবেলের পাতা আছে, প্রতীক আর সিজিলসের ড্রয়িং পাতার পর পাতা ষড়যন্ত্র-তত্ত্বের ওয়েব সাইট, এবং ওয়াশিংটন ডি.সি'র স্যাটেলাইট ছবি নোট আর প্রশ্নবোধক চিহ্নে ভরা। একটা পাতায় বিভিন্ন ভাষার অনেক শব্দের একটা তালিকা। সে কিছু গোপন ম্যাসনিক শব্দ বলে চিনতে পারে বাকিগুলো প্রাচীন ডাকিনী বিদ্যর কিছু শব্দ যজ্ঞে ব্যবহৃত হয়।

*সে কি এটার সন্ধান করছে?*

*একটা শব্দ?*

*এটা কি আসলেও এত সহজ?*

ল্যাংডন ম্যাসনিক পিরামিড সম্পর্কে এতদিনে সংশয় একটা বিষয়ের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল যা হল– এর সম্পর্কে কথিত কিংবদন্তি যে এটা প্রাচীন রহস্যময়তার অবস্থান নির্দেশ করে। যার আবিষ্কারের সাথে ভল্ট জাতীয় কিছুর যোগাযোগ থাকতে হবে যেখানে যুগ যুগ ধরে পৃথিবীর বিভিন্ন গ্রন্থাগারে রক্ষিত পাণ্ডুলিপি সংরক্ষিত আছে যা এতদিন সময়ের গর্ভে হারিয়ে গেছে বলে ধারণা করা হয়েছিল। যা এক কথায় অসম্ভব। *এতবড় ভল্ট ডি.সির নীচে?*

এখন এইসব ম্যাজিক শব্দের সাথে ফিলিপ এক্সটারে পিটারের প্রদত্ত বক্তৃতা আরো একটা চমকপ্রদ সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচিত করেছে।

ল্যাংডন নিজে ডাকিনী শব্দের শক্তিতে বিশ্বাস করে না. . .কিন্তু বোঝাই যায় উল্কি আঁকা লোকটা তা করে। সে আবার দেয়ালে লেখা নোটগুলো খুটিয়ে দেখতে তার নাড়ীর গতি বৃদ্ধি পায়।

একটা ধারণাই সেখানে বারবার ঘুরে এসেছে।

*খোদা, সে ভারবাম সিগনিফিকেটিয়াম খুঁজছে.* *হারিয়ে যাওয়া শব্দ।* ল্যাংডন ভাবনাটা গুছিয়ে নেয়, পিটারের বক্তৃতা স্মরণ করে। সে *তাহলে সত্যিই হারিয়ে যাওয়া শব্দটা খুঁজছে! যা সে বিশ্বাস করে এখানে এই ওয়াশিংটন ডি.সিতে প্রোথিত আছে।*

সাটো তার পাশে এসে দাঁড়ায়। "তুমি কি এটা দেখতে চেয়েছো?" ব্ল্যাকবেরী তার হাতে দিয়ে সে বলে।

ল্যাংডন আট-বাই-আটের সংখ্যার গ্রিডটা দেখে। "ঠিক তাই," সে একটা কাগজ মেঝে থেকে তুলে নেয়। "একটা কলম।"

সাটো পকেট থেকে কলম বের করে বলে, "দ্রুত কর।"

BanglaBook.org

ডিরেক্টরের অফিসের বেসমেন্টে বসে নোলারিক পারিসের আনা সম্পাদিত ডকুমেন্টটা দেখে। *"সিআইএ ডিরেকটর প্রাচীন পিরামিড আর গোপন ভূগর্ভস্থ অবস্থানের ফাইল নিয়ে কি করতে চাইছে?"*

সে ফোন খুলে একটা নম্বর ডায়াল করে।

সাটো সাথে সাথে উত্তর দেয়, তার গলার স্বরে উৎকণ্ঠা। "নোলা, আমিই তোমাকে ফোন করতে যাচ্ছিলাম।"

"আমার কাছে নতুন তথ্য আছে," নোলা বলে। "আমি জানি না ব্যাপারটা প্রাসঙ্গিক কিনা কিন্তু একটা সম্পাদিত ফাইল-"

"জাহান্নামে যাক ফাইল," সাটো তাকে থামিয়ে দিয়ে বলে। "আমাদের হাতে সময় একেবারেই নেই। আমরা এখন টার্গেটকে গ্রেফতার করতে পারিনি এবং আমার বিশ্বাস সে যে হুমকি দিয়েছে সেটা সে ঠিকই পালন করবে।"

নোলার হাতপা ঠাণ্ডা হয়ে আসে।

"সুসংবাদ হল আমরা এখন জানি সে কোথায় যাচ্ছে।" সাটো একটা গভীর নিঃশ্বাস নেয়। "দুঃসংবাদ হল তার সাথে একটা ল্যাপটপ রয়েছে।"

## ১১৪
## অধ্যায়

দশ মাইলেরও কম দূরত্বে, মাল'আখ একটা বিশাল ভবনের ছায়ায় কম্বল দিয়ে জড়িয়ে পিটার সলোমনকে হুইলচেয়ারে করে চাঁদের আলোয় আলোকিত পার্কিং লট দিয়ে নিয়ে যায়। ভবনটার বাইরে ঠিক তেত্রিশটা কলাম রয়েছে. .প্রতিটা তেত্রিশ ফিট উঁচু। পর্বতপ্রমাণ ভবনটা রাতের এই মুহূর্তে জনশূন্য আর এখানে কারো দেখার প্রশ্নই উঠে না। দেখলেও কোন ব্যাপার না। দূর থেকে দয়ালু চেহারার লম্বা কালো কোট পরিহিত একজন লোককে ন্যাড়া মাথার পঙ্গু এক লোককে হুইলচেয়ারে সান্ধ্যভ্রমণে বেরোতে দেখে দ্বিতীয়বার কেউ ফিরে তাকাবে না।

তারা পেছনের প্রবেশ পথের কাছে পৌছালে মাল'আখ পিটারকে সিকিউরিটি কিপ্যাডের কাছে নিয়ে আসে। পিটার উদ্ধত দৃষ্টিতে সেদিকে তাকিয়ে থাকে বোঝা যায় কোড এন্টারের কোন অভিপ্রায় তার নেই।

মাল'আখ হাসে। "তোমার ধারণা তোমার দয়ায় আমাকে এখানে প্রবেশ করতে হবে? তুমি এত তাড়াতাড়ি ভুলে গেলে আমি তোমার একজন গুরুভাই?" তেত্রিশ ডিগ্রীতে তার দীক্ষার পরে তাকে দেয়া এ্যাকসেস কোড সে টাইপ করে।

ভারী দরজাটা মৃদু শব্দে খুলে যায়।

পিটার গুঙিয়ে উঠে ধ্বস্তাধ্বস্তি শুরু করে।

"পিটার, পিটার," মাল'আখ তাকে প্রবোধ দেয়। "ক্যাথরিনের কথা কল্পনা কর। সহযোগিতা কর তাহলে সে প্রাণে বাঁচবে। তুমি তাকে বাঁচাতে পারো। আমি তোমাকে কথা দিলাম।"

BanglaBook.org

মাল'আখ তাকে নিয়ে ভেতরে প্রবেশ করে দরজা আটকে দেয়, তার হৃৎপিণ্ড এবার উত্তেজনায় দ্রুত স্পন্দিত হয়। সে পিটারকে নিয়ে হলওয়ে অতিক্রম করে এলিভেটরে উঠার বোতাম চাপ দেয়। তারপরে সে কি করছে সেটা যেন পিটার দেখতে পায় সে জন্য সে একপাশে সরে এসে তাকে দেখিয়ে লিফটের সর্বোচ্চ বোতামে চাপ দেয়।

পিটারের নির্যাতিত মুখে গাঢ় ভয়ের একটা ছায়া খেলা করে।

"শশশ..." এলিভেটরের দরজা বন্ধ হতে সে পিটারের কামানো মাথায় আলতো চাপড় দিয়ে বলে। "তুমি ভাল করেই জানো. .রহস্যটা হল কিভাবে মারা যেতে হয়।"

*আমার সবগুলো প্রতীক মনে নেই!*

ল্যাংডন চোখ বন্ধ করে পিরামিডের তলদেশের প্রতীকগুলোর সঠিক অবস্থা মনে করার চেষ্টা করে কিন্তু তার শ্রুতিধর স্মৃতিও স্মরণ করতে ব্যর্থ হয়। সে যে কয়টা প্রতীক মনে পড়ে সে কয়টা ফ্রাঙ্কলিনের ম্যাজিক বর্গ অনুসারে সাজায়।

এখন পর্যন্ত সে অর্থবোধক কিছু দেখতে পায়নি।

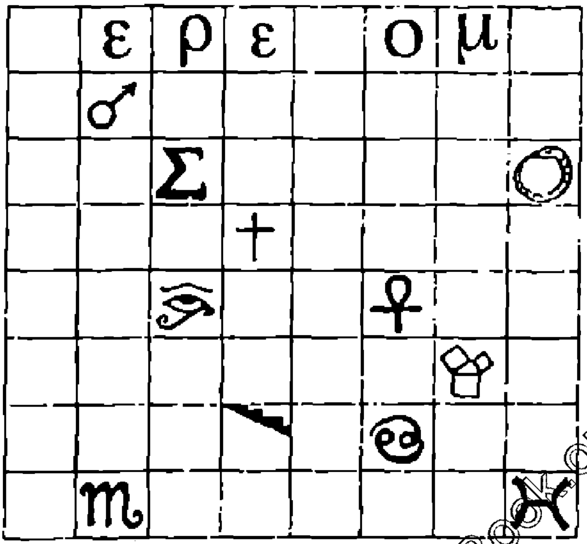

"দেখো!" ক্যাথরিন ব্যগ্র কণ্ঠে বলে। "তোমার স্মৃতি ঠিকই সাহায্য করছে। প্রথম সারিতে কেবল গ্রীক অক্ষর-একই ধরণের প্রতীক একসাথে বিন্যস্ত রয়েছে!"

ব্যাপারটা ল্যাংডনও খেয়াল করেছে কিন্তু এই বিন্যাস আর অক্ষরের সাথে খাপ খায় এমন গ্রীক শব্দ তার মনে পড়ছে না। *আমার প্রথম অক্ষরটা প্রয়োজন।* সে ম্যাজিক বর্গটার দিকে তাকিয়ে বামদিকের নীচের কোনের শব্দটা মনে করতে চেষ্টা করে। *ভাবো!* সে চোখ বন্ধ করে পিরামিডের তলদেশটা দেখতে চেষ্টা করে। *নীচের সারি. . .বাম দিকের প্রথম অক্ষর. . .কি অক্ষর সেটা?*

BanglaBook.org

মুহূর্তের জন্য ল্যাংডন ট্যাঙ্কে ফিরে যায়, আতঙ্কিত হয়ে প্লেক্সিগ্লাসের ভিতর দিয়ে পিরামিডের তলদেশের দিকে তাকিয়ে আছে।

সহসা সে দেখতে পায়। সে চোখ খুলে ভারী শব্দে শ্বাস নেয়। "প্রথম অক্ষরটা এইচ!"

ল্যাংডন গ্রিডের দিকে ফিরে প্রথম অক্ষরটা লিখে। শব্দটা এখনও অসম্পূর্ণ কিন্তু সে অনেকটাই দেখেছে। সে এবার বুঝতে পারে শব্দটা কি হতে পারে।

Hερδoμ

ধকধক করতে থাকা নাড়ীর স্পন্দন নিয়ে ল্যাংডন আরেকটা শব্দ ব্ল্যাকবেরীতে লিখে সার্চ দেয়। সে এই পরিচিত গ্রীক শব্দে ইংলিশ প্রতিশব্দ ব্যবহার করে। প্রথমটা একটা বিশ্বকোষ জাতীয় এন্ট্রি সে পুরোটা পড়ে বুঝতে পারে ঠিক আছে।

HEREDOM n. a significant word in "high degree" Freemasonry, from French Rose Croix rituals, where it refers to a mythical mountain in Scotland, the legendary site of the first such Chapter. From the Greek Hερδoμ originating from Hieros-domos, Greek for Holy House.

"পেয়েছি," অবিশ্বাসের কণ্ঠে ল্যাংডন বলে। "তারা এখানেই গেছে।"

সাটো তার কাঁধের উপর দিয়ে উঁকি দিয়ে ছিল সে বেকুবের মত তাকায়। "স্কটল্যাণ্ডের কোন পৌরাণিক পাহাড়ে?!"

ল্যাংডন মাথা নাড়ে। "না, একটা ওয়াশিংটনে অবস্থিত একটা ভবন যার সাঙ্কেতিক নাম *Heredom*."

# ১১৫
# অধ্যায়

দি হাউজ অব দি টেম্পল– গুরুভাইরা একে হেরেডোম বলে– আমেরিকার ম্যাসনিক স্কটিশ রাইটের মধ্যমণি হিসাবে বিরাজ করেছে।

পিরামিডের মত খাড়া, ঢালু ছাদের এই ভবনটার নামকরণ স্কটল্যাণ্ডের একটা কাল্পনিক পাহাড়ের নামে করা হয়েছে। মাল'আখ অবশ্য জানে এখানে লুকিয়ে রাখা গুপ্তধন মোটেই কাল্পনিক না।

*এটাই সেই স্থান*, সে জানে। *ম্যাসনিক পিরামিড পথ দেখিয়েছে।*

বুড়ো এলিভেটর তৃতীয় তলায় উঠে আসতে মাল'আখ একটা কাগজ বের করে যাতে সে ফ্রাঙ্কলিনের ম্যাজিক বর্গ ব্যবহার করে প্রতীকগুলো নতুন করে সাজিয়েছে। সব গ্রীক অক্ষর এখন প্রথম সারিতে স্থানান্তরিত হয়েছে. .সাথে একটা সাথে একটা মামুলি প্রতীক।

BanglaBook.org

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | ε | ρ | ε | δ | ο | μ | ↓ |

বাণীটা এর চেয়ে প্রাঞ্জল হওয়া সম্ভব না।

*হাউজ অব টেম্পলের নীচে।*

হেরেডোম↓

*হারিয়ে যাওয়া শব্দ এখানেই . . .কোথাও আছে।*

মাল'আখ যদিও সেটা নির্ণয়ের কোন উপায় জানে না, সে নিশ্চিত গ্রিডের বাকী প্রতীকের ভেতর সেটা জানা যাবে। সুবিধা হল, ম্যাসনিক পিরামিড আর এই ভবনের রহস্য সমাধানে পিটার সলোমনের চেয়ে যোগ্য আর কেউ নেই। *প্রধান পুরোহিত নিজে।*

পিটার হুইল চেয়ারে বসে মোচড়াতে আর অব্যক্ত আওয়াজ করা অব্যহত রাখে।

"আমি জানি তুমি ক্যাথরিনের জন্য দুশ্চিন্তা করছো," মাল'আখ বলে। "আমাদের কাজও এখানে প্রায় শেষ।"

মাল'আখের কাছে মনে হয় সমাপ্তিটা সহসা এসে হাজির হয়েছে। বহু বছরের পরিকল্পনা আর যন্ত্রণা, অপেক্ষা আর অনুসন্ধান শেষে. .এখন সময় এসেছে।

এলিভেটর থামতে শুরু করলে সহসা উত্তেজনার একটা রাশ এসে তাকে ঘিরে ফেলে।

খাঁচাটা একটা ঝাঁকি খেয়ে থেমে যায়।

ব্রোঞ্জের দরজা পিছলে দুপাশে খুলে যায় এবং মাল'আখ তাদের সামনের দ্যুতিময় চমকপ্রদ চেম্বারের দিকে অপলক তাকিয়ে রয়। বিশাল বর্গাকার কামরাটা প্রতীক দিয়ে সজ্জিত এবং চাদের আলোয় ভাসছে যা উঁচুতে অবস্থিত ছাদের শীর্ষে স্থাপিত গবাক্ষের ভিতর দিয়ে প্রবেশ করেছে।

*আমি পুরো বৃত্ত সম্পূর্ণ করেছি,* মাল'আখ ভাবে।

টেম্পল রুমেই পিটার সলোমন আর তার গুরুভাইয়েরা আহাম্মকের মত তাকে তাদের একজন হিসাবে অভিষিক্ত করেছিল। এখন ম্যাসনদের সবচেয়ে নাজুক রহস্য- অনেক গুরুভাই যার অস্তিত্ব আছে বলেই বিশ্বাস করে না- তার অবগুণ্ঠন খুলে প্রকাশিত হতে চলেছে।

সে কিছু খুঁজে পাবে না।" সাটোর পেছন পেছন কাঠের র‍্যাম্প দিয়ে উঠে আসবার সময়ে ল্যাংডন বলে। "আসলে তেমন কোন শব্দ নেই। পুরোটাই একটা রূপকল্প-প্রাচীন রহস্যময়তার একটা প্রতীক।"

লিভিং রুমে প্রবেশ করার অবসরে ল্যাংডন সাটোকে ব্যাখ্যা করে বোঝায় হারিয়ে যাওয়া শব্দ ফ্রিম্যাসনারীর সবচেয়ে পুরানো প্রতীক- একটা শব্দ প্রাচীন

BanglaBook.org

দুর্বোধ্য ভাষায় লিখিত যা আজ মানুষ চর্চার অভাবে ভুলে গেছে। শব্দটা হারিয়ে যাওয়া রহস্যময়তার মত যারা আলোকপ্রাপ্ত এর পাঠোদ্ধারে সক্ষম তাদের অমিত শক্তির অধিকারী হবার প্রতিশ্রুতি দেয়। "বলা হয়ে থাকে," ল্যাংডন সিদ্ধান্ত টেনে বলে, "তুমি যদি হারিয়ে যাওয়া শব্দ অধিকার আর এর মানে বুঝতে সক্ষম হও. .তাহলে প্রাচীন রহস্যময়তা তোমার কাছে পরিষ্কার হবে।"

সাটো তার দিকে তাকিয়ে বলে, "তোমার বিশ্বাস সে একটা হারিয়ে যাওয়া শব্দ খুঁজছে?"

ল্যাংডন স্বীকার করে ব্যাপারটা সামনাসামনি ভাবতে হাস্যকর মনে হচ্ছে কিন্তু তারপরেও অনেক প্রশ্নের উত্তর এতে রয়েছে। "দেখো আমি বলিদান বা পূজা সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ নই," সে বলে, "কিন্তু তার বেসমেন্টের দেয়ালের নথি দেখে. .আর ক্যাথরিনের বর্ণনা অনুযায়ী তার খুলির উল্কিহীন অংশের কথা বিবেচনা করে .আমি বলতে পারি সে হারিয়ে যাওয়া শব্দ খুঁজে বের করে সেটা মাথার ফাঁকা স্থানে উল্কি করবে।"

ল্যাংডন জোরে জোরে কথা বলতে থাকে। "লোকটা যদি সত্যিই বিশ্বাস করে সে প্রাচীন রহস্যময়তার শক্তি মুক্ত করতে পারবে তবে হারিয়ে যাওয়া শব্দের চেয়ে শক্তিশালী প্রতীক তার কাছে আর কিছু নেই। সে যদি শব্দটা খুঁজে পেয়ে সেটা তার মাথার চাদিতে– যা নিজেই একটা পবিত্র স্থান– আঁকতে পারে তবে সে নিজেকে পুরোপুরি জারিত আর পূজা অর্চনার দ্বারা প্রস্তুত বলে বিবেচনা করবে. " সে থেমে তাকিয়ে দেখে ক্যাথরিন পিটারের ভবিষ্যত নিরাপত্তা আশঙ্কা করে শঙ্কিত চোখে তার দিকে তাকিয়ে আছে।

"কিন্তু রবার্ট," হেলিকপ্টারের শব্দে তার কণ্ঠস্বর খুবই অস্পষ্ট শোনা যায়। "এটা একটা সুসংবাদ, তাই না? সে যদি পিটারকে বলি দেবার আগে মাথায় হারিয়ে যাওয়া শব্দ আঁকতে চায় তাহলে আমাদের হাতে সময় আছে। হারিয়ে যাওয়া শব্দ খুঁজে না পাওয়া পর্যন্ত সে পিটারকে হত্যা করবে না। আর যদি কোন শব্দ না থাকে. . "

ল্যাংডন তার মুখের অভিব্যক্তি আশাবাদী রাখতে চেষ্টা করে। ক্যাথরিনকে এজেন্টদের একজন বসতে চেয়ার এগিয়ে দেয়। "দুর্ভাগ্যজনক হল পিটার এখনও ভাবছে তুমি রক্তপাতের ফলে মারা যেতে বসেছো। সে ভাববে তোমাকে বাঁচাবার একমাত্র পথ পাগলটাকে সহযোগিতা করা. তাকে হারিয়ে যাওয়া শব্দ খুঁজতে সহায়তা করা।"

"তাকে কি?" ক্যাথরিন ব্যগ্র কণ্ঠে বলে। "শব্দ যদি না থাকে–"

"ক্যাথরিন," ল্যাংডন তার চোখের দিকে গভীর দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলে। "আমি যদি বিশ্বাস করি তুমি মারা যেতে বসেছো, আর কেউ আমাকে প্রতিশ্রুতি দেয় হারিয়ে যাওয়া শব্দ খুঁজে দিলে সে তোমাকে বাঁচাবে আমি তাকে শব্দটা খুঁজে দিতাম– যেকোন একটা শব্দ– আর তারপরে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করতাম সে যেন তার প্রতিশ্রুতি রাখে।"

BanglaBook.org

" ডিরেকটর সাটো," পাশের ঘর থেকে এক এজেন্ট চেঁচিয়ে বলে। "আপনি একবার এসে দেখলে ভাল হয়।"

সাটো খাবার ঘরে এসে দেখে এক এজেন্ট দোতলার শোবার ঘর থেকে বের হয়ে আসছে। তার হাতে একটা সোনালী পরচুল। *আবার কিসের আলামত?*

"লোকটা পরচুলা," সে তার হাতে সেটা দিয়ে বলে। "ড্রেসিং রুমে পেয়েছি। একটু ভাল করে দেখেন।"

সোনালী পরচুলাটা সাটো যেমন মনে করেছিল তার চেয়ে ভারী। ত্বকটা একধরণের জেলে তৈরী বলে মনে হয়। অবাক কাণ্ড নীচের দিকে একটা তার বের হয়ে আছে।

"জেল-প্যাক ব্যাটারী যা খুলির আঁকৃতিতে তৈরী," এজেন্ট বলে। "যা চুলের ভিতরে লুকান ফাইবার অপটিকের পিনপয়েন্ট ক্যামেরায় শক্তি সরবরাহ করে।"

"কি?" সাটো চারপাশে হাতড়ে দেখে শেষে চুলের ভিতরে একটা লেন্স দেখতে পায় সোনালী চুলের ভাজে লুকিয়ে আছে। "এর ভেতরে একটা লুকান ক্যামেরা রয়েছে?"

"ভিডিও ক্যামেরা," এজেন্ট শুধরে দেয়। "এই সলিড-স্টেট কার্ডে ফুটেজ ধারণ করে।" সে খুলিতে প্রোথিত একটা চারকোণা স্ট্যাম্পের আঁকৃতির ক্ষুদ্র সিলিকনের টুকরোর দিকে ইঙ্গিত করে। "সম্ভবত গতি-সংবেদনশীল।"

জেসাস, সাটো ভাবে। *এভাবে তাহলে হারামজাদা কাজটা করেছে।*

এই পরিপাটি দর্শন "কলারে-প্রস্ফুটিত-ফুল" সিক্রেট ক্যামেরা ওএস ডিরেকটর আজ রাতে যে বিপর্যয় মোকাবেলা করছে তাতে মূখ্য ভূমিকা পালন করেছে। সে এক মুহূর্ত তীব্র দৃষ্টিতে পরচুলাটার দিকে তাকিয়ে থেকে সেটা এজেন্টকে দিয়ে দেয়।

"বাসাটা তল্লাশি অব্যহত রাখো," সে বলে। "আমি এই লোকটার ব্যাপারে সম্ভাব্য সবকিছু জানতে চাই। আমরা জানি তার ল্যাপটপ পাওয়া যায়নি আর আমি জানতে চাই সে চলমান অবস্থায় কিভাবে সেটা বাইরের জগতের সাথে সংযুক্ত করতে পারে। তার স্টাডি খুঁজে দেখো কোন ম্যানুয়াল কোন কেবল পাওয়া যায় কিনা যা দিয়ে তার হার্ডওয়্যার সম্পর্কে জানা যাবে।"

সময় হয়েছে যেতে হবে, সাটো ভাবে, কানে হেলিকপ্টারের ব্লেডের পুরো আস্থার শব্দ ভেসে আসে। সে আবার ডাইনিং রুমে ফিরে আসে যেখানে সিমকিনস বেল্লামিকে হেলিকপ্টার থেকে নামিয়ে নিয়ে আসছে আর তার কাছে জানতে চেষ্টা করছে তাদের টার্গেট যে ভবনে গিয়েছে বলে তারা মনে করছে সেখানে প্রবেশের সম্ভাব্য উপায় সম্বন্ধে।

*দি হাউজ অব দি টেম্পল।*

BanglaBook.org

"সামনের দরজা ভেতর থেকে সীল করা," বেল্লামি বলে, ফ্রাঙ্কলিন পার্কে বেহুদা কাটান সময়ের প্রভাবে এখনও কম্বল গায়ে দিয়ে সে কাপছে। "ভবনের পেছনের দিক দিয়ে কেবল ভেতরে প্রবেশ করা সম্ভব। আমার কাছে একটা কিপ্যাড আছে সাথে এ্যাকসেস পিন যা কেবল গুরুভাইয়েরাই জানে।"

"পিনটা কত," নোট নেবার অবসরে সিমকিনস জানতে চায়।

বেল্লামি দাঁড়িয়ে থাকতে না পেরে বসে পড়ে। কাঁপতে থাকা দাঁতের ফাক দিয়ে সে এ্যাকসেস কোডটা বলে তারপরে যোগ করে, "ঠিকানা হল ১৭৩৩ সিক্সটিন্থ কিন্তু তোমাদের উচিত হবে চালাকি করে পেছন থেকে পার্কিং এলাকায় প্রবেশ করা। খুঁজে বের করা কঠিন কিন্তু–"

"আমি জানি সেটা কোথায় আছে," ল্যাংডন বলে। "সেখানে পৌঁছে আমি দেখিয়ে দেব।"

সিমকিনস মাথা নেড়ে বলে, "প্রফেসর আপনি যাচ্ছেন না এটা সামরিক–"

"তোমার মাথা আর মুণ্ড," ল্যাংডন ক্ষেপে উঠে। "পিটার সেখানে আছে! আর ভবনটা একটা গোলকধাঁধা। কেউ পথ দেখাবার না থাকলে উপরের টেম্পল রুমে পৌঁছাতে তোমাদের দশ মিনিট সময় লাগবে।"

"সে ঠিকই বলেছে," বেল্লামি সায় দেয়। "জায়গাটা একটা ভুলভুলাইয়া। একটা এলিভেটর আছে যেটা পুরানো আর শব্দ করে কিন্তু টেম্পল রুমের পুরো দৃশ্য দেখা যায় এমনভাবে সেটার দরজা খুলে। তোমরা নিরবে পৌঁছাতে চাইলে সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠতে হবে।"

"তোমরা পথ খুঁজে পাবে না," ল্যাংডন হুশিয়ারী উচ্চারন করে বলে। "পেছনের প্রবেশ পথ থেকে তোমাদের হল অব রিগেলিয়া, হল অব অনার, মাঝের ল্যাণ্ডিং, এ্যাট্রিয়াম, গ্রাণ্ড স্টেয়ার–"

"অনেক হয়েছে," সাটো বলে। "প্রফেসর আমাদের সাথে যাবে।"

## ১১৬
## অধ্যায়

শক্তি বৃদ্ধি পাচ্ছে।

মাল'আখ অনুভব করে তার শিরায় একটা নতুন টান জেগেছে, শরীরময় দৌড়ে বেড়াচ্ছে যখন সে পিটারকে হুইল চেয়ারে করে বেদীর দিকে এগিয়ে আসে। *আমি প্রবেশের চেয়ে বহুগুণ শক্তিশালী হয়ে এই ভবন ত্যাগ করবো।* এখন কেবল শেষ উপকরণটা খুঁজে বের করা বাকি।

"*ভারবাম সিগনিফিকেটিয়াম,*" সে নিজেই ফিসফিস করে বলে। "*ভারবাম ওমনিফিকাম।*"

BanglaBook.org

মাল'আখ বেদীর সামনে পিটারের হুইলচেয়ারটা থামায় তারপরে ঘুরে এসে পিটারের কোলে উপরে রাখা ল্যাংডনের ব্যাগের চেন খুলে। সে হাত বাড়িয়ে পাথরের পিরামিডটা চাঁদের আলোয় বের করে আনে এবং পিটারকে নীচে খোদাই করা প্রতীকগুলো দেখায়। "এতগুলো বছর," সে বিদ্রুপ করে, "এবং তুমি জানই না পিরামিড কিভাবে নিজের রহস্য গোপন রেখেছে।" মাল'আখ ডিরামিডটা বেদীর এককোণে সাবধানে রেখে আবার ব্যাগের কাছে আসে। "আর এই টালিসমান," সোনার শিরোশোভা বের করার ফাঁকে সে বলে, "আসলেই প্রতিশ্রুতি অনুসারে বিশৃঙ্খলার মাঝে শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করেছে।" সে শিরোশোভাটা পিরামিডের মাথায় স্থাপন করে সরে আসে পিটার যাতে ভাল করে দেখতে পারে। "সাবধান, তোমার সিম্বল সম্পূর্ণ হয়েছে।"

"পিটারের মুখ যন্ত্রণায় বিকৃত হয় সে কথা বলার বৃথা চেষ্টা করে।

"ঈশ্বর দেখেছো তুমি দেখছি আমাকে কিছু বলতে চাইছো," মাল'আখ তার মুখে গোঁজা কাপড়টা বের করে আনে।

পিটার সলোমন কাশে হাঁসফাঁস করে কথা বলার শক্তি ফিরে পাবার আগে। "ক্যাথরিন. . "

"ক্যাথরিনের হাতে সময় অল্প। তাকে বাঁচাতে চাইলে আমার কথা মত কাজ কর।" মাল'আখ ভাবে সে হয় এতক্ষণে মারা গেছে বা মৃত্যুর কাছাকাছি পৌছেছে। কিছু যায় আসে না তাতে। সে ভাগ্যবান ভাইকে বিদায় জানাতে পারা পর্যন্ত জীবিত থেকেছে বলে।

"দয়া কর," পিটার অনুনয়ের সুরে বলে, তার কণ্ঠস্বর কর্কশ শোনায়। "একটা এ্যাম্বুলেন্স পাঠাও. ."

"আমি তাই করবো। তার আগে আমাকে বল কিভাবে গোপন সিঁড়িটা খুঁজে পাব।"

পিটারের অভিব্যক্তিতে অবিশ্বাস ফুটে উঠে। "কি?"

"সিঁড়ি গো। তোমাদের ম্যাসনিক কিংবদন্তিতে বলা সেই সিঁড়ি যা গোপন অবস্থানের কয়েকশ ফিট নীচে নেমে গেছে যেখানে হারিয়ে যাওয়া শব্দ সমাধিস্থ রয়েছে।"

পিটারকে এখন আতঙ্কিত দেখায়।

"তুমি কিংবদন্তিটা জানো," মাল'আখ সুতো ছাড়ে। "একটা গোপন সিঁড়ি যা একটা পাথরের আড়ালে চাপা রয়েছে।" সে কেন্দ্রীয় বেদীটা দেখায়- যেখানে হিব্রু ভাষায় সোনালী অক্ষরে লেখা আছে: GOD SAID, "LET THERE BE LIGHT" AND THERE WAS LIGHT. অবশ্যই এটাই সঠিক স্থান। সিঁড়িতে

BanglaBook.org

প্রবেশের পথ আমাদের নীচের তলার কোথায় লুকান রয়েছে।

"এই ভবনে কোন লুকান সিঁড়ি নেই, আহাম্মক," পিটার মৃত্যুর মুখে দাঁড়িয়ে নির্ভীক হয়ে উঠে।

মাল'আখ ধৈর্য্যের সাথে মৃদু হাসি ফুটিয়ে তুলে এবং উপরের দিকে দেখায়। "এই ভবনটা পিরামিড আঁকৃতির।" সে চারদিক থেকে বেকে উঠে আসা ছাদের দিকে ইঙ্গিত করে যা শীর্ষের কেন্দ্রে একটা চারকোণা গবাক্ষের সৃষ্টি করেছে।

"হ্যাঁ, হাউজ অব টেম্পল একটা পিরামিড কিন্তু তার সাথে–"

"পিটার আমার হাতে পুরো রাত রয়েছে," মাল'আখ তার নিখুত শরীরের উপরে সাদা সিল্কের আলখাল্লার ভাজ ঠিক করতে করতে বলে। "ক্যাথরিনের হাতে তা নেই। তুমি যদি তাকে বাঁচাতে চাও তবে আমাকে বল গোপন সিঁড়িটা কোথায় আছে।"

"আমি ইতিমধ্যে তোমাকে বলেছি," সে ঘোষণা করে, "এই ভবনে কোন লুকান সিঁড়ি নেই।"

"না?" সে শান্ত ভঙ্গিতে একটা কাগজ বের করে যার উপরে সে পিরামিডের তলদেশের প্রতীক পুনরায় সাজিয়েছে। "এটা ম্যাসনিক পিরামিডের শেষ ধাপ। তোমার বন্ধু রবার্ট ল্যাংডন এটার পাঠোদ্ধারে আমাকে সাহায্য করেছে।"

মাল'আখ কাগজটা পিটারের সামনে এনে ধরে। প্রধান পুরোহিত সভয়ে নি:শ্বাস নেন সামনের কাগজটা দেখে। শুধু যে চৌষট্টিটা প্রতীক পরিষ্কার অর্থবোধক দলে সজ্জিত হয়েছে তাই না. .বিশৃঙ্খলার ভিতরে একটা সত্যিকারের ইমেজ প্রস্ফুটিত হয়ে উঠেছে।

সিঁড়ির একটা অবয়ব. . .পিরামিডের ঠিক নীচে।

পিটার সলোমন তার সামনে অবস্থিত প্রতীকের গ্রিডটার দিকে অবিশ্বাস নিয়ে তাকিয়ে থাকেন। বহু পুরুষ ধরে ম্যাসনিক পিরামিড এর গোপনীয়তা রক্ষা করে এসেছে। এখন সহসা এর অর্থ প্রকাশিত হতে সে তার পেটে আশঙ্কার একটা শীতল অনুভূতি অনুভব করেন।

*পিরামিডের শেষ সঙ্কেত।*

এক নজর দেখে পিটারের কাছে এই প্রতীকগুলো সবসময়ে রহস্যময় মনে হয়েছে এবং তারপরেও সে বুঝতে পারে উল্কি আঁকা লোকটা কেন যা বিশ্বাস করেছে সেটাকে সত্যি মনে করে।

*সে ভেবেছে হেরেডোম নামে অভিহিত পিরামিডের নীচে একটা গোপন সিঁড়ি আছে।*

*সে এই প্রতীকগুলোর ভুল অর্থ করেছে।*

BanglaBook.org

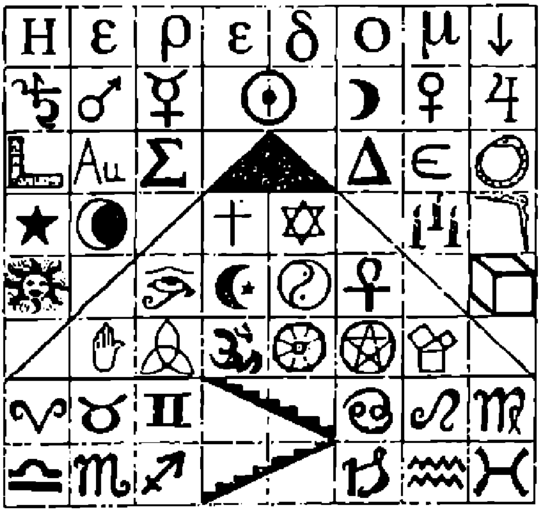


"কোথায় সেটা?" উল্কি আঁকা লোকটা জানতে চায়। "আমাকে বলো, কিভাবে সিঁড়িটা খুঁজে পেতে হবে আমি তাহলে ক্যাথরিনকে বাঁচাব।"

*আমি যদি পারতাম তাহলে করতাম,* পিটার ভাবে। *কিন্তু সিঁড়িটা বাস্তব না।* সিঁড়ির কিংবদন্তি পুরোপুরি প্রতীকি. . .ম্যাসনারী রূপকের একটা অংশ। প্যাচান সিঁড়ি, যেভাবে এটা পরিচিত, দ্বিতীয় ডিগ্রীর ট্রেসিং বোর্ডে আবির্ভূত হয়। এটা মানুষের দিব্য সত্যের অনুধাবনে মানুষের বুদ্ধিবৃত্তির উত্থান বোঝায়। অনেকটা জ্যাকব'স ল্যেডারের মত প্যাচান সিঁড়ি স্বর্গের সোপানের প্রতীক. .মানুষের ঈশ্বরের অনুসন্ধানে যাত্রা. .পার্থিব আর আধ্যাত্মিক জগতের সংযোগ সেতু। এর ধাপগুলো মানুষের মনের একেকটা সদগুণ।

*এসব তার জানার কথা,* পিটার ভাবে। *সে পুরো দীক্ষা নিয়েছে।*

সব ম্যাসনিক শিষ্য প্রতীকি সিঁড়ির অর্থ হিসাবে জানে যে সে নিজের উত্থান ঘটাতে পারে, "মানব শরীরের রহস্যের অংশ নিতে" নিজেকে প্রস্তুত করতে পারে। ফ্রিম্যাসনারী নিওটিক বিজ্ঞানের আর প্রাচীন রহস্যময়তার মত মানুষের মনের সুপ্ত সম্ভাবনাকে সম্মান করে এবং আর অনেক ম্যাসনারী প্রতীক মানুষের দেহের অঙ্গসৌষ্ঠবের সাথে জড়িত।

*মন ভৌত শরীরের শীর্ষে সোনার শিরোশোভার মত পাথর। পরশ পাথর। মেরুদণ্ডের সিঁড়ির ভেতর দিয়ে শক্তি উঠা নামা করে, পার্থিব দেহের সাথে দিব্য মনের সংযোগ সঞ্চালন ঘটায়।*

পিটার জানে মেরুদণ্ডের তেত্রিশটা কশেরুকা কোন কাকতালীয় ব্যাপার না। *তেত্রিশটা হল ম্যাসনারী ডিগ্রী বা ধাপ।* মেরুদণ্ডের পাদদেশ বা *সেক্রাম* এর আক্ষরিক মানে পবিত্র হাড়। *আমাদের শরীর বাস্তবিকই মন্দির।* ম্যাসনরা যে মানবিক বিজ্ঞানকে শ্রদ্ধা করে সেটাই সবচেয়ে প্রাচীন জ্ঞান কিভাবে এই মন্দিরকে সবচেয়ে কার্যকরী আর হিতকারী উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যায়।

BanglaBook.org

দুর্ভাগ্যবশত, এই বেআক্কেলকে এসব ব্যাখ্যা করলে ক্যাথরিনের কোন লাভ হবে না। পিটার প্রতীকের ছকটার দিকে তাকায় এবং হাল ছেড়ে দেয়ার ভাব করে। "তুমিই ঠিক," সে মিথ্যা বলে। "এই ভবনের নীচে আসলেও একটা গোপন সিঁড়ি আছে। তুমি যত দ্রুত ক্যাথরিনের জন্য সাহায্য পাঠাবে তত তাড়াতাড়ি আমি তোমাকে সেখানে নিয়ে যাব।"

উল্কি আঁকা লোকটা তার দিকে নির্নিমেষ তাকিয়ে থাকে।

সলোমনও অবজ্ঞার চোখে তার দিকে চেয়ে রয়। "তুমি আমার বোনকে বাঁচিয়ে সত্যটা জান . .বা আমাদের দুজনকেই হত্যা করে আজীবন অজ্ঞতার বোঝা বয়ে বেড়াও।"

লোকটা কাগজের টুকরোটা নামিয়ে আক্ষেপের সাথে মাথা নাড়ে। "পিটার আমি তোমার উপরে ভীষণ রাগ করেছি। তুমি তোমার পরীক্ষায় ফেল করেছো। তুমি এখনও আমাকে বোঁকা মনে করছো। তুমি কি সত্যিই মনে কর আমি বুঝি না আমি কি খুঁজছি? আমার সত্যিকারের সম্ভাবনা আমি এখনও বুঝিনি বলে তুমি মনে করেছো?"

কথাটা শেষ করে লোকটা ঘুরে দাঁড়িয়ে গা থেকে আলখাল্লাটা পিছলে নেমে যেতে দেয়, পিটার প্রথমবারের মত লোকটার মেরুদণ্ড দিয়ে উঠে যাওয়া লম্বা উল্কিটা দেখে।

*হায় ঈশ্বর. .*

লোকটার সাদা নেংটির উপর থেকে একটা সাবলীল প্যাচান সিঁড়ি তার পিঠের মধ্যভাগ দিয়ে উপরে উঠে এসেছে। সিঁড়িটার প্রতিটা ধাপ একেকটা কশেরুকায় অবস্থিত। নির্বাক তাকিয়ে থেকে পিটারের চোখ সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে লোকটার করোটির কাছে এসে পৌছে।

পিটার কেবল তাকিয়ে দেখে।

উল্কি আঁকা লোকটা এবার তার মাথা নীচু করলে তার ঠিক চাঁদিতে একটা বৃত্তাকার এলাকার ত্বক খালি রয়েছে দেখা যায়। কুমারী ত্বকটা কেবল একটা সাপ দিয়ে সীমানা চিহ্নিত, যে নিজেই নিজেকে ভক্ষণ করছে।

*এট-ওয়ান-মেন্ট।*

লোকটা এবার ধীরে ধীরে পিটারের দিকে ঘুরে তার মাথা নীচু করে। তার বুকের অতিকায় দুই মাথা বিশিষ্ট ফিনিক্স মৃত চোখে তার দিকে তাকিয়ে রয়েছে।

"আমি হারিয়ে যাওয়া শব্দটা খুঁজছি," লোকটা বলে। "তুমি কি আমাকে সাহায্য করবে. . .না তুমি আর তোমার বোন দুজনেই মারা যাবে?"

*তুমি জানো কিভাবে খুঁজে পেতে হবে,* মালআখ ভাবে। *তুমি কিছু একটা জানো যা আমাকে তুমি বলছো এখনও বলছো না।*

পিটার সলোমন জেরা করার সময়ে কি বলেছে সেসব সম্ভবত এখন তার মনেও নেই। অনুভূতিবর্জিত ট্যাঙ্কে পরপর ভেতর বাহির করার কারণে সে

BanglaBook.org

নমনীয় আর বিকারগ্রস্থ হয়ে পড়েছিল। আজব ব্যাপার হল সে যখন নিজের গোপন কথা প্রকাশ করে, যা কিছু মাল'আখকে বলেছে সবই হারিয়ে যাওয়া শব্দের কিংবদন্তির সাথে সঙ্গতিপূর্ণ।

*হারিয়ে যাওয়া শব্দ কোন রূপক না. .এটা বাস্তব। একটা প্রাচীন ভাষায় শব্দটা লেখা রয়েছে. .এবং বহুদিন ধরে গোপন আছে। শব্দটার আসল মানে যে বুঝতে পারবে শব্দটা তাকে অমিত শক্তির অধিকারী করার ক্ষমতা রাখে। আজ পর্যন্ত শব্দটা গোপন রাখা হয়েছে. .আর ম্যাসনিক পিরামিডের ক্ষমতা আছে সেটাকে অবগুণ্ঠিত করার।*

"পিটার," মাল'আখ এখন, তার বন্দির চোখের দিকে তাকিয়ে বলে, "তুমি যখন প্রতিকের এই ছকটার দিকে তাকিয়েছিলে. তখন তুমি কিছু একটা লক্ষ্য করেছো। তুমি কিছু অনুধাবন করেছো। এই ছকটার কোন মানে আছে তোমার কাছে। আমাকে সেটা বলো।"

"ক্যাথরিনকে সাহায্য না পাঠান পর্যন্ত আমি তোমাকে কিছুই বলবো না!"

মাল'আখ তার দিকে তাকিয়ে হাসে। "বিশ্বাস কর, তোমার বোনকে নিয়ে এখন তোমার দুশ্চিন্তা না করলেও চলবে।" আর একটা কথাও না বলে সে ল্যাংডনের ডেব্যাগের ভিতরে বেসমেন্টে থাকার সময়ে যে পোটলাটা রেখেছিল সেটা বের করে। তার পরে সে নিখুঁতভাবে উৎসর্গ বেদীর উপরে সেসব সাজিয়ে রাখতে থাকে।

একটা ভাঁজ করা সিল্কের কাপড়। ধবধবে সাদা।

একটা রূপার পিরীচ। মিশরীয় গন্ধরস।

পিটারের রক্ত ভর্তি শিশি। তাতে ছাই মিশ্রিত।

একটা কাকের কালো পালক। তার পবিত্র শলাকা।

ভীতিকর চাকুটা। কানানের মরুভূমিতে প্রাপ্ত উল্কাপিণ্ডের লোহা দিয়ে তৈরী এর ফলাটা।

"তুমি ভেবেছো আমি মরতে ভয় পাই?" পিটার চিৎকার করে জানতে চায়, মানসিক যন্ত্রণায় তার কণ্ঠস্বর চিরে যায়। "ক্যাথরিন মারা গেলে আমার আর কিছুই বাকি রইল না! তুমি আমার পুরো পরিবারকে হত্যা করেছো। আমার সবকিছু আমার কাছ থেকে তুমি ছিনিয়ে নিয়েছো!"

"*সবকিছু* না," মাল'আখ উত্তর দেয়। "*এখনই* না।" সে ডেব্যাগের ভেতর থেকে তার ল্যাপটপটা বের করে। সেটা চালু করে সে তার বন্দির দিকে তাকায়। "তুমি কি ধরণের ঝামেলায় পড়েছো সেটা প্রকৃতি তুমি এখনও বুঝতে পারনি।"

BanglaBook.org

# ১১৭
## অধ্যায়

ল্যাংডন সিআইএ'র হেলিকাপ্টারে উঠতে সেটা লন থেকে লাফিয়ে উঠে শূন্যে ভাসে, তীক্ষ্ণ বাঁক নেয় এবং এমন বেগে গতি বৃদ্ধি করে যেটা কোন হেলিকপ্টারের পক্ষে সম্ভব সে স্বপ্নেও কল্পনা করেনি, তার পেটে প্রজাপতির ডানা ঝাপটানি সে অনুভব করে। ক্যাথরিন বেল্লামির সাথে থেকে গেছে ধাক্কা কাটিয়ে উঠার জন্য আর তাদের সাথে একজন এজেন্ট আছে যে ম্যানসনটা তল্লাশি করবে আর ব্যাকআপ টিম আসবার জন্য অপেক্ষা করবে।

ল্যাংডন হেলিকপ্টারে উঠবার আগে সে তাকে জড়িয়ে ধরে গালে চুমু দিয়ে এবং ফিসফিস করে বলেছে, "রবার্ট, নিরাপদে আমার কাছে ফিরে এসো।"

ল্যাংডন এখন কোনমতে প্রাণ নিয়ে বসে আছে সামরিক হেলিকপ্টারটা অবশেষে সোজা হয়ে হাউজ অব টেম্পলের দিকে উড়ে চলে।

সাটো তার পাশে বসে পাইলটকে চেঁচিয়ে বলে, "ডুপন্ট সার্কেলের দিকে উড়ে চলো!" সে রোটরের শব্দ ছাপিয়ে বলে, "আমরা সেখানেই নামব!"

চমকে উঠে ল্যাংডন তার দিকে তাকায়। "ডুপন্ট?! সেটা হাউজ অব টেম্পল থেকে কয়েক ব্লক দূরে? আমরা টেম্পলের পার্কিং লটেই নামতে পারি!"

সাটো অসম্মতির মাথা নাড়ে। "আমরা ভবনটায় নিরবে প্রবেশ করতে চাই। আমাদের টার্গেট যদি আমাদের আসবার শব্দ শুনে–"

"আমাদের হাতে সময় অল্প!" ল্যাংডন প্রতিবাদ করে। "এই উন্মাদটা পিটারকে বলি দেবে! হেলিকপ্টারের শব্দ হয়ত তাকে ভীত করে তুলবে এবং সে নিরস্ত হবে!"

সাটো তার দিকে বরফ শীতল চোখে তাকায়। "আমি তোমাকে আগেও বলেছি পিটার সলোমনের জীবন বাঁচান আমার মূল লক্ষ্য না। আমি আশা করি আমার কথা তুমি বুঝেছো।"

দেশ ও জাতির নিরাপত্তা সংক্রান্ত আরেকটা বক্তৃতা শোনার মুডে ল্যাংডন নেই। "দেখো, আমি একমাত্র লোক এই চপারে যে ভবনটার ভিতরে পথ চিনে যেতে পারবে–"

"প্রফেসর, সাবধান," ডিরেক্টর কড়া কণ্ঠে এবার বলে। "তুমি এখানে এসেছো আমার দলের একজন হয়ে এবং আমার সাথে তুমি পূর্ণ সহযোগিতা করবে।" সে এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে কি যেন ভাবে আর তারপরে যোগ করে, "আমার মনে হয় সময় হয়েছে তোমাকে জানান আজ রাতে আমরা কি মাত্রার বিপর্যয় মোকাবেলা করছি।"

সে তার সীটের নীচে হাত দিয়ে একটা পাতলা টাইটেনিয়ামের ব্রিফকেস বের করে এবং সেটা খুলতে ভেতরে অস্বাভাবিক জটিল একটা কম্পিউটার রয়েছে দেখা যায়। সেটা চালু করলে সিআইএ লোগো সাথে লগ-ইন প্রম্পট ভেসে উঠে।

BanglaBook.org

সাটো লগ-ইন করার ফাঁকে জিজ্ঞেস করে, "প্রফেসর তোমার মনে আছে এই লোকটার বাসায় আমরা পরচুলা পেয়েছিলাম?"

"হ্যাঁ।"

"বেশ সেই পরচুলার ভেতরে একটা ক্ষুদে ফাইবার অপটিক ক্যামেরা বসান ছিল. . .চুলের আড়ালে ঢাকা।"

"একটা গোপন ক্যামেরা। আমি বুঝতে পারলাম না।"

সাটোকে গম্ভীর দেখায়। "শীঘ্রই বুঝতে পারবে।" সে একটা ফাইল লঞ্চ করে ল্যাপটপে।

একটা ভিডিও উইনডো পপ-আপ করে, পুরো স্ক্রিন নিয়ে। সাটো এবার ব্রিফকেসটা তুলে নিয়ে ল্যাংডনের উরুর উপরে বসিয়ে দিয়ে তাকে সিনেমা হলের সামনের সারির দর্শকে পরিণত করে।

একটা অপরিচিত দৃশ্য স্ক্রিনে ভেসে উঠে।

ল্যাংডন বিস্ময়ে গুটিয়ে যায়। "*এটা কি কিভাবে?!*"

ঘন আঁধারের ভিতরে চোখবাঁধা অবস্থায় একজন লোককে দেখা যায়। ফাঁসিকাষ্ঠের দিকে হেঁটে যাওয়া মধ্যযুগীয় খারেজী মতাবলম্বীর মত লেবাস তার পরণে– গলায় ফাঁসির দড়ি, প্যান্টের বাম পা হাঁটু পর্যন্ত গোটান, শার্টের ডান হাত কনুইয়ের কাছে তোলা, আর শার্টের সামনের খোলা অংশ দিয়ে তার নির্লোম বুক দেখা যায়।

চোখে অবিশ্বাস নিয়ে ল্যাংডন তাকিয়ে থাকে। ম্যাসনিক কৃত্যানুষ্ঠান সম্পর্কে সে এত বেশি পড়েছে যে সে দেখা মাত্র বুঝতে পারে কি দেখছে।

*ম্যাসনিক দীক্ষা. . .প্রথম ধাপে অভিষেকের প্রস্তুতি।*

লোকটার দেহ পেশীবহুল আর ভীষণ লম্বা, মাথায় সোনালী চুলের ছাট পরিচিত আর গাঢ় তামাটে ত্বক। ল্যাংডন দেহাবয়ব দেখে সাথে সাথে চিনতে পারে। লোকটার গায়ের উল্কি এখন নি:সন্দেহে তামাটে মেকআপের নিজে ঢাকা পড়ে আছে। সে একটা প্রমাণ আঁকৃতির আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজের প্রতিচ্ছবি পরচুলায় লুকিয়ে রাখা ক্যামেরা দিয়ে রেকর্ড করছে।

"*কিন্তু. . .কেন?*"

স্ক্রীন ঝাপসা হয়ে যায়।

নতুন ফুটেজ এবার দেখা যায়। একটা ছোট মৃদুভাবে আলোকিত আয়তাকার চেম্বার। মেঝেতে দাবার ছকের মত সাদা কালো টাইল। একটা নীচু কাঠের বেদী, তিনপাশে কাঠের বেদী দিয়ে ঘেরা, যার প্রতিটার উপরে মোমবাতি জ্বলছে।

ল্যাংডন সহসা অজানা আশঙ্কায় কেঁপে উঠে।

*সর্বনাশ।*

হোম ভিডিওর অপেশাদার ভঙ্গিতে তোলা, ক্যামেরা এবার ঘরের সীমানার ভিতরে দাঁড়িয়ে থাকা একদল লোককে দেখায় যারা দীক্ষা গ্রহণের অনুষ্ঠান

BanglaBook.org

পর্যবেক্ষণ করছে। লোকগুলোর পরণে পুরোদস্তুর ম্যাসনিক রিগ্যেলিয়া। আঁধারের কারণে ল্যাংডন তাদের মুখ দেখতে পায় না কিন্তু দীক্ষাটা কোথায় অনুষ্ঠিত হয়েছে ঠিকই বুঝতে পারে।

লজ রুমের এই সনাতন আঁকার দুনিয়ার যেকোন প্রান্তে অবস্থিত হতে পারে, কিন্তু প্রধান পুরোহিতের চেয়ারের উপরে পাউডার-ব্লু ত্রিকোণাকৃতি গঠন দেখে বোঝা যায় এটা ডি.সি'র সবচেয়ে পুরাতন ম্যাসনিক লজ–পোটোম্যাক লজ নং৫–জর্জ ওয়াশিংটনের বাসা এবং ম্যাসনিক পূর্বপুরুষ যিনি হোয়াইট হাউজ আর ক্যাপিটল ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছিলেন।

লজটা আজও সক্রিয়।

পিটার সলোমন হাউজ অব টেম্পলের তত্ত্বাবধায়ন করা ছাড়াও এই লোকাল লজের তিনি পুরোহিত। এবং এ ধরণের লজের মত জায়গাতেই ম্যাসনিক দীক্ষার যাত্রা শুরু হয়. . .যেখানে একজন দিক্ষিত ফ্রিম্যাসনারীর প্রথম তিন ধাপ অনুশীলন করে।

"ব্রেদরেন," পিটারের পরিচিত কণ্ঠস্বর ভেসে আসে, "বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের প্রধান স্থপতির নামে আমি এই লজ ম্যাসনারীর প্রথম ধাপ অনুশীলনের জন্য অবারিত ঘোষণা করছি!"

একটা হাতুড়ির জোরাল আঘাতে শব্দ শোনা যায়।

ল্যাংডন নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারে না সে দেখে ভিডিওটা দ্রুত প্রেক্ষাপট বদলে পিটারকে আরও কঠিন কৃত্যানুষ্ঠান পালনের মুহূর্তগুলো উপস্থাপন করে।

*দীক্ষিতের খোলা বুকে একটা চকচকে চাকু রাখা. . .দীক্ষিত "অযোগ্য ব্যক্তির কাছে ম্যাসনারীর রহস্য প্রকাশ করলে" বর্শাবিদ্ধ হবে. . .সাদা-কালো মেঝেকে "জীবিত আর মৃত" বলে বর্ণনা করা. . .শাস্তির মাত্রা বর্ণনা যার ভেতরে আছে "কানের একপাশ থেকে আরেকপাশ পর্যন্ত গলা কাটা, জিহ্বা মূল থেকে উপরে নেয়া আর সমুদ্রের বালিতে লাশ কবর দেয়া. . .*

ল্যাংডন তাকিয়ে থাকে। *আমি কি সত্যিই এসব দেখছি।* ম্যাসনদের দীক্ষার কৃত্যানুষ্ঠান বহু শতাব্দি গোপনীয়তার অবগুণ্ঠনে ঢাকা ছিল। কেবল স্বপক্ষত্যাগী গুরু ভাইদের বর্ণনা থেকে মানুষ যতটুকু জেনেছে। ল্যাংডন সেসব অবশ্যই পড়েছে কিন্তু নিজের চোখে দীক্ষা অনুষ্ঠান দেখা. . .অনেক গুরুতর একটা বিষয়।

*বিশেষ করে এভাবে সম্পাদিত।* ল্যাংডন এখনই বলতে পারে ভিডিওটা একটা অনৈতিক প্রোপাগাণ্ডা দীক্ষার মহৎ দিকগুলো বাদ দিয়ে কেবল বিব্রতকর দিকগুলো তুলে ধরা হয়েছে। এই ভিডিওটা রিলিজ হলে সাথে সাথে ইন্টারনেট সেনসেশনে পরিণত হবে। *অ্যান্টি ম্যাসনিক ষড়যন্ত্র তত্ত্বের সমর্থকরা হাঙরের মত এটা লুফে নেবে।* ম্যাসনিক প্রতিষ্ঠান আর বিশেষ করে পিটার সলোমন নিজেদের একটা বিতর্কের ঝড়ের ভিতরে আর ক্ষতি রোধের বেপরোয়া চেষ্টারত অবস্থায় আবিষ্কার করবেন. . .যদিও কৃত্যানুষ্ঠানের পুরোটাই প্রতীকি আর নির্বীষ।

BanglaBook.org

আতঙ্কিত করে তুলে ভিডিওটা বাইবেলে মানুষের আত্মোৎসর্গের একটা বাণী উদ্ধৃত করে শেষ হয়. *"মহান সত্তার কাছে অব্রাহামের সমর্পন তার সদ্যোজাত প্রথম শিশু ইসহাককে উৎসর্গ করে।"* ল্যাংডন পিটারের কথা ভাবে আর মনে মনে বলে হেলিকপ্টারটা আরেকটু দ্রুত যেতে পারে না।

ভিডিও ফুটেজ এবার বদলে যায়।

একই কামরা, আরেক রাতের কাহিনী। ম্যাসনদের একটা বিশাল দল তাকিয়ে রয়েছে। পুরোহিতের চেয়ারে বসে পিটার সলোমন দেখছেন। দ্বিতীয় ধাপে উত্তরণের যজ্ঞ। মাত্রা আরও তীব্র হয়েছে। *বেদির কাছে হাঁটু মুড়ে অবস্থান. "ফ্রিম্যাসনারীর রহস্য চিরকাল গোপন থাকবে" শপথ গ্রহণ. . ."বুক চিরে তাজা হৃৎপিণ্ড মাংসভুক প্রাণীকে উৎসর্গ করা হবে" এই শাস্তির প্রতি সম্মতি প্রদান. . .*

ল্যাংডনের নিজের হৃৎপিণ্ডের গতি দ্রুততর হয়ে উঠে ভিডিও আরেকবার প্রেক্ষাপট পরিবর্তন করে দেখে। আরো বিশাল দর্শক সমাগম। মেঝেতে কফিনের মত একটা ট্রেসিং বোর্ড।

*তৃতীয় ধাপ।*

এটা মৃত্যুযজ্ঞ- সব ধাপের ভিতরে এটাই শ্রমসাধ্য- যেখানে দীক্ষিতকে "আত্মবিনাশের চরম পরীক্ষার মুখোমুখি" জোর করে দাঁড় করান হয়। এই অবিশ্রান্ত জেরা থেকেই আমরা আজ যে বাগধারা ব্যবহার করি কাউকে থার্ড ডিগ্রী শাস্তি দেয়া, সেটার উদ্ভব হয়েছে। ল্যাংডন বইয়ে এটা সম্বন্ধে পড়েছে কিন্তু যা দেখে সেটা দেখার জন্য সে মোটেই প্রস্তুত ছিল না।

*হত্যাকাণ্ড।*

দ্রুত কাট করে ভিডিও এবার রক্তহিম করা দীক্ষিতের নির্মম মৃত্যুর ব্যাপারে ভিকটিমের পয়েন্ট-অব-ভিউ বর্ণনা দেখান হয়। মাথায় আঘাতের ভান করা হয়, কেই ম্যাসনদের ব্যবহৃত পাথরের গদা দিয়ে তাকে আঘাত করে। পুরোটা সময় উপপুরোহিত বিষণ্ন কণ্ঠে "বিধবার ছেলে'র গল্প বলে- হিরাম আবিফ–সলোমনের মন্দিরের প্রধান স্থপতি যে গোপন জ্ঞান প্রকাশ করার চেয়ে মৃত্যুকে বেছে নিয়েছিল।

আক্রমণটা অবশ্যই কেবল অভিব্যক্তির অভিনয়, কিন্তু ক্যামেরাতে দেখার সময়ে রক্ত হিম হয়ে আসে। মৃত্যুঘাতের পরে দীক্ষিত –এখন "যার পূর্বের সত্তা মৃত"–তার প্রতীকি কফিনে তাকে শোয়ান হয়, যেখানে তার চোখ বন্ধ, হাত বুকের উপর আড়াআড়ি করে রাখা যেমন কফিনে লাশ রাখা হয়। ম্যাসনিক গুরুভাইয়েরা উঠে দাঁড়িয়ে বিষণ্ন ভঙ্গিতে তার মৃত দেহ ঘিরে দাঁড়ায় যখন পাইপ অর্গানে মার্চ অব দি ডেডের সুর বাজান হয়।

ইঙ্গিতপূর্ণ দৃশ্যটা খুবই বিব্রতকর।

আর খারাপের এখনও অনেক বাকি আছে।

BanglaBook.org

মৃত ভাইয়ের চারপাশে দাঁড়ান লোকদের মুখ লুকান ক্যামেরায় স্পষ্ট দেখা যায়। ল্যাংডন বুঝতে পারে ঘরে কেবল সলোমনই একমাত্র বিখ্যাত ব্যক্তি উপস্থিত না। দীক্ষিতের দিকে তাকিয়ে থাকা একজনকে আজকাল প্রায় টিভির পর্দায় দেখা যায়।

এক প্রভাবশালী ইউ.এস সিনেটর।

*হায় হায়.*

দৃশ্যপট আবার বদলে যায়। *এবার বাইরে. .রাতের বেলা. .একই রকমের জাম্পি ফুটেজ. .লোকটা শহরের একটা রাস্তা দিয়ে হেঁটে চলেছে. .ক্যামেরার সামনে সোনালী চুলের গোছা উড়তে দেখা যায়. . বাক ঘুরে. . .ক্যামেরা এবার লোকটার হাতে রাখা কিছু একটার উপরে স্থির হয়. . .একটা ডলার বিল. . .গ্রেট সীলের ক্লোজআপ. .সর্বদর্শী চোখ. . .অসমাপ্ত পিরামিড. . .তারপরে সেখান থেকে দূরের এক অনুরূপ আঁকৃতি ক্যামেরায় ভেসে উঠে. . .একটা বিশাল পিরামিড আঁকৃতির ভবন. .শীর্ষের ঢালু ছাদ উপরের কাটা মাথায় মিলিত হয়েছে।*

*দি হাউজ অব টেম্পল।*

তার সর্বাঙ্গ আপ্লুত করে এক বিভীষিকা।

ভিডিও এখনও শেষ হয়নি. . *.লোকটা এবার ভবনটার দিকে দ্রুত এগিয়ে যায়. .কয়েকস্তর বিশিষ্ট একটা সিঁড়ি. .একটা বিশাল ব্রোঞ্জের দরজার দিকে এগিয়ে যায়. . দুপাশে দুটো সতের টনের স্ফিংসের মূর্তি অভিভাবক।*

*এক জ্ঞানান্বেষী দীক্ষার পিরামিডে প্রবেশ করছে।*

আবার অন্ধকার।

দূরে একটা শক্তিশালী পাইপ অর্গানের শব্দ. এবার নতুন দৃশ্য ফুটে উঠে।

দি টেম্পল রুম।

ল্যাংডন জোরে ঢোক গিলে।

বিশাল কামরাটা স্ক্রিনে আলোকিত দেখা যায়। গবাক্ষের নীচে কালো মার্বেলের বেদী চাঁদের আলোয় চমকায়। তার চারপাশে হাতে তৈরী শুকরের চামড়া দিয়ে মোড়া চেয়ারে তেত্রিশ ডিগ্রী ম্যাসনদের একটা গম্ভীর প্রতিনিধি দল সাক্ষী থাকার জন্য উপস্থিত। ভিডিও ক্যামেরা এবার তাদের মুখের উপরে ধীর আর ইচ্ছাকৃত মন্থরতায় আবর্তিত হয়।

আতঙ্কিত চোখে ল্যাংডন তাকিয়ে থাকে।

সে যদিও এটা আগে বুঝতে পারেনি কিন্তু সে যা দেখে সেটা ঠিক ঠিক মিলে যায়। পৃথিবীর সবচেয়ে শক্তিশালী শহরে ম্যাসনদের সবচেয়ে প্রতিষ্ঠিত আর সম্মানিত সদস্যদের সমাবেশে যুক্তিযুক্ত কারণেই অনেক পরিচিত আর প্রভাবশালী ব্যক্তি উপস্থিত থাকতেই পারে। কোন সন্দেহ নেই অল্টারের চারপাশে লম্বা সিল্কের দাস্তানা, ম্যাসনিক উর্দি আর চোখ ধাঁধান অলঙ্কারে সজ্জিত হয়ে রাষ্ট্রের সবচেয়ে ক্ষমতাশালী লোকদের কয়েকজন বসে আছে।

BanglaBook.org

*সুপ্রিম কোর্টের দু'জন বিচারপতি. . .*

*প্রতিরক্ষা মন্ত্রী. . .*

*সিনেটের স্পিকার. . .*

ক্যামেরা উপস্থিত সবার মুখের উপর দিয়ে ঘুরতে থাকলে ল্যাংডন অসুস্থবোধ করে।

*দুজন প্রভাবশালী সিনেটর. . .যার ভিতরে একজন সরকারী দলের নেতা.*

*হোমল্যাণ্ড সিকিউরিটির সেক্রেটারী. . .*

*এবং. . .*

*সিআইএ'র ডিরেকটর. . .*

ল্যাংডন চোখ ফিরিয়ে নিতে চায় কিন্তু পারে না। দৃশ্যটার ভিতরে যেন সম্মোহনী ক্ষমতা রয়েছে, এবং তার কাছেও আতঙ্কজনক বলে প্রতিয়মান হয়। এইবার সে বুঝতে পারে সাটোর উৎকণ্ঠা আর উদ্বেগের উৎস কি।

স্ক্রিনে এবার একটা মাথা নষ্ট করে দেবার মত ইমেজ ফুটে উঠে।

মানুষের করোটি. . .লাল রক্তের মত তরলে পূর্ণ। বিখ্যাত *ক্যাপুট মরটাম* পিটার সলোমনের সুগঠিত হাত দীক্ষিতের দিকে এগিয়ে দেয় তার হাতের ম্যাসনিক আংটি আলোয় ঝলসে যায়। লাল তরলটা ওয়াইন. . .কিন্তু রক্তর মত চকচকে। ভার্চুয়াল ইফেক্ট কাকে বলে।

*দি ফিফথ লিবেশন,* ল্যাংডন বুঝতে পারে জন কুইন্সী এ্যাডামসের লেটারস অন ম্যাসনিক ইন্সটিটিউশন-এ সে এই দীক্ষার উপস্থিত প্রত্যক্ষদর্শীর বর্ণনা পড়েছে। তারপরেও এটা চোখের সামনে ঘটতে দেখা. . .আমেরিকার সবচেয়ে শক্তিশালী লোকটা শান্তভঙ্গিতে বসে প্রত্যক্ষ করছে দেখাটা. . .ল্যাংডনের দেখা সবচেয়ে শকিং ইমেজ।

দীক্ষিত করোটিটা হাতে নেয়. . .ওয়াইনের নিথর উপরিভাগে তার চেহারা ভাসে। "*আমার পান করা এই ওয়াইন আমার ভেতরে এক মারাত্মক বিষে পরিণত হোক,*" সে ঘোষণা করে, "*আমার শপথ যদি আমি কখনও জেনে বা ইচ্ছাকৃতভাবে ভঙ্গ করি।*"

এটা স্পষ্ট এই নব্য দীক্ষিত সবার কল্পনাকে হার মানিয়ে সেটা ভাঙতে ইচ্ছুক।

ল্যাংডন কল্পনা করতে পারে না এই ভিডিও প্রকাশ হলে তার প্রতিক্রিয়া কি হবে। কেউ *বোঝা কোন চেষ্টাই করবে না।* সরকার একটা বিশৃঙ্খলার ভিতরে পতিত হবে। বাতাসের তরঙ্গ মাধ্যমে বিরোধীরা যাদের ভিতরে এ্যান্টি ম্যাসনিক দল, মৌলবাদী, ষড়যন্ত্র তাত্ত্বিক রয়েছে সবাই ঘৃণা আর ভয় উগড়ে দিতে শুরু করবে, পিউরিটান ডাইনী নিধন আরো একবার নতুন করে শুরু হবে।

*সত্যকে বিকৃত করা হবে,* ল্যাংডন জানে। *ম্যাসনদের সাথে যা বরাবর হয়ে এসেছে।*

BanglaBook.org

*সত্য* হল ভ্রাতৃসংঘের মৃত্যুর এই অধিশ্রয়ন আসলে *জীবনের* বলিষ্ঠ উদযাপন। ম্যাসনিক কৃত্যানুষ্ঠানের উদ্দেশ্য ভেতরে ঘুমিয়ে থাকা লোকটাকে জাগ্রত করা, অজ্ঞতার অন্ধকার শবাধার থেকে তাকে তুলে আনা, তাকে আলোতে অধিষ্ঠিত করা আর দেখার চোখ খুলে দেয়া। *মৃত্যুর* অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়ে কেবল একজন *জীবনের* অভিজ্ঞতা বুঝতে পারে। পৃথিবীর বুকে তার বসবাসের দিন নির্দিষ্ট এটা অনুধাবন করতে পারলেই কেবল একজন সেই দিনগুলো সম্মান, সততা এবং চারপাশের মানুষের সেবায় কাটাবার গুরুত্ব বুঝতে পারবে।

ম্যাসনিক কৃত্যানুষ্ঠানগুলো চমক সৃষ্টিকারী কারণ সেগুলোর উদ্দেশ্য রূপান্তর ঘটান। ম্যাসনিক শপথ ক্ষমাহীন কারণ তাদের উদ্দেশ্য হুশিয়ার করে দেয়া যে একজন মানুষ এই পৃথিবী থেকে নিজের সম্মান আর তার দেয়া "কথা" কেবল সঙ্গে নিয়ে যাবে। ম্যাসনিক শিক্ষা দুর্বোধ্য কারণ তার উদ্দেশ্য বিশ্বজনীন. .ধর্ম, সংস্কৃতি আর বর্ণ অতিক্রম করে প্রতীক আর রূপকের সাধারণ ভাষায় শিক্ষা দেয়া. . . ভ্রাতৃপ্রেমের একটা "বিশ্বব্যাপী সচেতনতাবোধ" সৃষ্টি করা।

ল্যাংডন হঠাৎ আশার আলো দেখতে পায়। সে নিজেকে প্রবোধ দিতে চেষ্টা করে যে এই ভিডিও যদি প্রকাশ পায় তবে জনগণ উদারমনস্ক আর সহনশীল হবে, বুঝতে পারবে আধ্যাত্মিক কৃত্যানুষ্ঠানের সবসময়েই এমন কিছু দিক থাকে যা তার উদ্দেশ্য থেকে আলাদা করে দেখলে ভীতিকর মনে হবে– ক্রুশবিদ্ধকরণ পুনপ্রবর্তিতকরণ, ইহুদিদের লিঙ্গাগ্রের ত্বকচ্ছেদ কৃত্য, ক্যাথলিকদের ভূত তাড়ান, ইসলামিক *নিকাব*, শামানিক মোহাচ্ছন্ন উপশম, এমনকি যীশুর দেহ আর রক্তের আলঙ্কারিক ভক্ষণ।

*আমি স্বপ্ন দেখছি*, ল্যাংডন জানে। *এই ভিডিও একটা বিশৃঙ্খলার জন্ম দেবে।* সে ভাবতে পারে না রাশিয়া বা মুসলিম বিশ্বের কেউ যদি, উন্মুক্ত বুকে চাকু ঠেকাতে, ভয়ঙ্কর শপথ নিতে, মিথ্যা মৃত্যুর অভিনয় করতে, প্রতীকি কফিনে শুতে করোটি থেকে ওয়াইন পান করতে দেখে তাহলে তার পরিণতি কি হতে পারে। বিশ্বব্যাপী মাত্রাতিরিক্ত আর তাৎক্ষণিক হট্টগোল শুরু হবে।

*ঈশ্বর আমাদের সহায় হোন. . .*

স্ক্রিনে এবার দীক্ষিতকে করোটি তার ঠোঁটের কাছে নিয়ে আসতে দেখা যায়। সে সেটা পেছনের দিকে হেলায়. . . রক্ত লাল ওয়াইন পান করে. . . তার শপথ পূর্ণ করে। সে তারপরে করোটি নামিয়ে রেখে তার চারপাশে বসে থাকা লোকদের দিকে তাকায়। আমেরিকার সবচেয়ে ক্ষমতাবান বিশ্বস্ত ব্যক্তিরা মাথা নেড়ে সম্মতি জানায়।

*"স্বাগতম, গুরু ভাই,"* পিটার সলোমন বলে।

স্ক্রিন ঝাপসা হয়ে আসতে ল্যাংডন বুঝতে পারে সে শ্বাস বন্ধ করেছিল।

কোন কথা না বলে সাটো ব্রিফকেসটা বন্ধ করে তার কোলের উপর থেকে তুলে নেয়। ল্যাংডন তার দিকে তাকিয়ে কিছু বলতে চায় কিন্তু কোন কথা খুঁজে পায় না। তাতে কিছু যায় আসে না। তার মুখেই সব কিছু পরিষ্কার ফুটে আছে। সাটোর কথাই ঠিক। আজ জাতীয়-নিরাপত্তা বিপর্যয়ের সম্মুখীন. .অকল্পনীয় মাত্রায়।

BanglaBook.org

# ১১৮
# অধ্যায়

নেংটি পরিহিত অবস্থায় মাল'আখ পিটার সলোমনের হুইলচেয়ারের সামনে হনহন করে পায়চারি করে। "পিটার," সে ফিসফিস করে বলে, বন্দির আতঙ্ক সে বেশ উপভোগ করছে, "তুমি ভুলে গিয়েছো তোমার দ্বিতীয় একটা পরিবার আছে. . .তোমার ম্যাসনিক ভাইরা। আর আমি তাদেরও ধ্বংস করে দেব. .তুমি যদি আমাকে সাহায্য না কর।"

উরুর উপরে রাখা ল্যাপটপের আভায় সলোমনকে প্রায় নিথর দেখায়। "এটা কোরো না," সে অবশেষে মুখ তুলে তাকিয়ে থেমে থেমে বলে। "এই ভিডিও যদি বাইরে প্রকাশ পায়. . ."

"যদি?" মাল'আখ হাসে। "যদি এটা প্রকাশ পায়?" সে ল্যাপটপের পাশে সন্নিবিষ্ট ছোট সেলুলার মডেমটা দেখায়। "আমি বিশ্বের সাথে সংযুক্ত।"

"তুমি এমন করতে পার না. . ."

*আমি পারি,* সলোমনের আতঙ্ক উপভোগ করে সে ভাবে। "তোমার ক্ষমতা আছে আমাকে থামাবার," সে বলে। "আর তোমার বোনকে বাঁচাবার। কিন্তু তোমাকে বলতে হবে আমি যা জানতে চাই। হারান শব্দ কোথাও লুকান রয়েছে, পিটার আমি জানি এই ছক বলছে ঠিক কোথায় খুঁজতে হবে।"

পিটার প্রতীকের ছকের দিকে তাকায় তার চোখে কোন ভাব প্রকাশ পায় না।

"এটা হয়ত তোমাকে অনুপ্রাণিত করতে পারে।" মাল'আখ ল্যাপটপের কয়েকটা কি হিট করে। একটা ই-মেইল প্রোগ্রাম লঞ্চ হতে দেখে পিটার আড়ষ্ট হয়ে যায়। মাল'আখ আগে কিউ করে রেখেছিল এমন একটা ই-মেইল স্ক্রিনে ডিসপ্লে হয়- একটা ভিডিও ফাইল প্রধান প্রধান মিডিয়া নেটওয়ার্কের একটা লম্বা তালিকার ঠিকানায়।

মাল'আখ হাসে। "আমার মনে হয় এখনই আমাদের শেয়ার করা উচিত, তাই না?"

"কোরো না!"

মাল'আখ নীচু হয়ে সেণ্ড বাটনে চাপ দেয়। পিটার বাধন সত্ত্বেও চেয়ার ঝাকাতে চায়, যাতে ল্যাপটপটা পড়ে যায়।

"শান্ত হও," মাল'আখ ফিসফিস করে বলে। "অনেক বড় ফাইল। কয়েক মিনিট সময় লাগবে যেতে।" সে প্রোগ্রাম বারের দিকে আঙ্গুল দিয়ে দেখায়:

SENDING MESSAGE:2% COMPLETE

BanglaBook.org

"আমি যা জানতে চাই যদি তুমি আমাকে বলো, আমি ই-মেইল বন্ধ করে দেবো আর কেউ এটা কখনও দেখবে না।"

টাস্ক বার একটু বড় হয়ে পিটারের চেহারা বিবর্ণ হয়ে যায়।

SENDING MESSAGE:4% COMPLETE

মাল'আখ ল্যাপটপটা পিটারের কোল থেকে নিয়ে সামনের শুকরের চামড়া মোড়ান একটা চেয়ারে রেখে সেটা পিটারের দিকে ঘুরিয়ে দেয় যাতে সে অগ্রগতি দেখতে পায়। তারপরে সে পিটারের কাছে ফিরে এসে প্রতীক আঁকা কাগজটা তার কোলে রাখে।"কিংবদন্তিতে বলা আছে ম্যাসনিক পিরামিড হারিয়ে যাওয়া শব্দ অবারিত করবে। এটা পিরামিডের শেষ সঙ্কেত। আমার বিশ্বাস তুমি জানো এটা কিভাবে পাঠোদ্ধার করতে হবে।"

মাল'আখ ল্যাপটপের দিকে তাকায়।

SENDING MESSAGE:8% COMPLETE

মাল'আখ আবার পিটারের দিকে তাকায়। সলোমন এখন তার দিকে তাকিয়ে আছে তার ধুসর চোখে থিকথিকে ঘৃণা।

*আমাকে ঘৃণা কর,* মাল'আখ ভাবে। *আবেগ যত বেশি হবে, কৃত্যানুষ্ঠান সম্পন্ন হবার পরে নির্গত ক্ষমতা তত শক্তিশালী হবে।*

ল্যাঙ্গলীতে, নোলা ফোন কানে দিয়ে আছে হেলিকপ্টারের কারণে সাটোর কথা ভাল করে শুনতে পায় না।

"তারা বলছে ফাইল ট্রান্সফার বন্ধ করা অসম্ভব!" নোলা চিৎকার করে বলে। "স্থানীয় আইএসপি বন্ধ করতে হলেও এক ঘন্টার আগে সম্ভব না এবং তার যদি ওয়্যারলেস প্রোভাইডার হয়, তাহলে গ্রাউণ্ড-বেসড প্রোভাইডার বন্ধ করে মেইল পাঠান বন্ধ করা যাবে না।"

আজকাল, ডিজিটাল ইনফরমেশন প্রবাহ রোধ করা এক কথায় প্রায় অসম্ভব একটা কাজ। ইন্টারনেটে এখন অসংখ্য অগণিত এ্যাকসেস রুট। হার্ড লাইন, উই-ফি হট স্পট, সেলুলার মোডেম, স্যাট ফোন, সুপারফোন, ই-মেইল দক্ষ পিডিএ'র ভিতরে সম্ভাব্য তথ্য পাচার বন্ধ করার একমাত্র উপায় সোর্স মেশিন ধ্বংস করে দেয়া।

"তোমার হেলিকপ্টারের স্পেক শিট আমার কাছে আছে," নোলা বলে, "এতে দেখছি চপারে ইএমপি আছে।"

ইএমপি বা ইলেকট্রো-ম্যাগনেটিক পালস গান আজকাল গাড়ির রেসের বিরুদ্ধে বেশ দক্ষতার সাথে নিরাপদ দূরত্ব থেকে ব্যবহৃত হয়। ইলেকট্রো-

BanglaBook.org

ম্যাগনেটিক বিকিরণের উচ্চমাত্রার পালস নিক্ষেপ করে এটা নিশানা করা যে কোন ইলেকট্রনিকস ডিভাইস ভাজি করে দিতে পারে– গাড়ি, সেল ফোন, কম্পিউটার। নোলার স্পেক শিট অনুযায়ী ইউএইচ-৬০ চেসিস-মাউন্টেড, লেজার সাইটেড, ছয় গিগা হার্টজের ম্যাগনেট্রন সাথে পঞ্চাশ ডিবি গেইন হর্ণ যা দশ গিগা ওয়াট পালস ছুড়তে সক্ষম। ল্যাপটপের উপরে সরাসরি বিকিরিত হলে মাদারবোর্ড সাথে সাথে ভাজি হবে আর হার্ডডিস্কের মেমরি উবে যাবে।

"ইএমপি কাজে আসবে না," সাটো বলে, "টার্গেট পাথরের ভবনের ভিতরে আছে। কোন দৃষ্টিপথ নেই আর মোটা ইএম ঢাল। তোমার কাছে কোন সূত্র আছে যে ভিডিওটা লিক হয়েছে কিনা?"

নোলা দ্বিতীয় মনিটরের দিকে তাকায় যেখানে চলমান সার্চ দেয়া আছে ম্যাসন সম্পর্কে ব্রেকিং নিউজের জন্য। "এখনও পর্যন্ত কোন খবর নেই। ফাঁস হলে আমরা কয়েক সেকেণ্ডের ভিতরে জানতে পারব।"

"আমাকে অবগত রাখতে থাকো," সাটো লাইন কেটে দেয়।

আঁকাশ থেকে এক ঝাকিতে ডুপন্ট সার্কেলের দিকে নেমে আসলে ল্যাংডনের পেটে সুড়সুড়ি লাগে। যে কয়েক জন পথচারী ছিল তারা সরে যায় আর চপারটা গাছপালার ভিতরে একটা ফাঁকা স্থানে নেমে আসে লনের দুই স্তর বিশিষ্ট ঝর্ণার ঠিক দক্ষিণে লিংকন মেমোরিয়াল যারা যে দুজন তৈরী করেছে এই ঝর্ণাও তাদের সৃষ্টি।

ত্রিস সেকেণ্ড পরে, লেক্সাস এসইউভিতে করে নিউ হ্যাঁম্পশায়ার এ্যাভিনিউ দিয়ে দি হাউজ অব টেম্পলের দিকে ছুটে চলে।

পিটার সলোমনের মনে ভাবনার ঝড় বয়ে যায় কি করা উচিত সে বিষয়ে। কিন্তু সে কেবল ক্যাথিরিনের ছবি দেখতে পায় অন্ধকার বেসমেন্টে রক্তপাতের কারণে আস্তে আস্তে নির্জীব হয়ে আসছে. .আর এইমাত্র প্রত্যক্ষ করা ভিডিওটা। সে আস্তে আস্তে কয়েকগজ দূরে শুকরের চামড়ায় মোড়া চেয়ারের উপরে রাখা ল্যাপটপটার দিকে তাকায়। প্রগেস বার প্রায় এক তৃতীয়াংশ পথ অতিক্রম করেছে।

SENDING MESSAGE:29% COMPLETE

BanglaBook.org

উল্কি আঁকা লোকটা এবার চারকোনা বেদীর চারপাশে ধীরে ধীরে হাটছে, জ্বলন্ত ধূপদানি আন্দোলিত করতে করতে আপন মনে মন্ত্রোচ্চারণ করছে। সাদা ধোয়ার একটা মেঘ আঁকাশের দিকে উড়ে যাচ্ছে। লোকটা চোখ বড় বড় হয়ে উঠেছে আর সে কোন অশুভ আবেশে মুগ্ধ। পিটার বেদীর উপরে সিল্কের কাপড়ে রাখা চাকুটার দিকে তাকায়।

পিটার সলোমনের মনে কোন সন্দেহ নেই আজ রাতে এই টেম্পলে সে মারা যাচ্ছে। প্রশ্নটা হল কিভাবে মারা যাবে। সে কি তার বোনকে বাচাবার জন্য কোন পথ খুঁজে বের করবে স্যথে তার গুরুভাইদের. .নাকি বৃথাই মারা যাবে?

সে প্রতীক আঁকা ছকটার দিকে তাকায়। সে প্রথমবার ছকটা দেখার সময়ে সেই মুহূর্তের শক তাকে অন্ধ করে ফেলেছিল. .তার বিশৃঙ্খলার অবগুণ্ঠন ভেদ করে দেখার শক্তি ব্যবহৃত করেছিল. . .ফলে সে সত্যের ঝলক দেখতে ব্যর্থ হয়। এখন এই প্রতীকগুলোর আসল অর্থ তার কাছে স্ফটিকের মত স্বচ্ছ হয়ে উঠে। ছকটা সে সম্পূর্ণ ভিন্ন দৃষ্টিকোনো থেকে অবলোকন করে।

একটা বড় শ্বাস নিয়ে সে উপরের গবাক্ষের ভিতর দিয়ে চাদের দিকে তাকায়। তারপরে কথা বলতে শুরু করে।

*সব মহান সত্যই আটপৌরে।*

মাল'আখ অনেক আগেই সেটা শুনেছে।

পিটার সলোমন এখন যে সমাধানের কথা বলছে তা এতটাই শুদ্ধ আর সাবলীল যে মাল'আখ নিশ্চিত সেটা সত্যি না হয়ে পারে না। অবাক করার মত ব্যাপার হল পিরামিডের শেষ সঙ্কেত সে যা ভেবেছিল তার চেয়েও সরল।

*হারিয়ে যাওয়া শব্দ ঠিক আমার চোখের সামনেই ছিল।*

মুহূর্তের ভিতরে তীব্র আলোর রশ্মি হারিয়ে যাওয়া শব্দ ঘিরে থাকা শতাব্দি ব্যাপী তমসা আর ইতিহাসের কিংবদন্তি ভেদ করে। প্রতিশ্রুতির মত হারিয়ে যাওয়া শব্দ প্রাচীন ভাষায় লেখা এবং মানুষের জানা বিজ্ঞান, দর্শন আর ধর্মের ক্ষেত্রে মরমী শক্তিবহন করে। *অ্যালকেমী, জ্যোবিবিদ্যা, কাবালআহ, খ্রিস্টান ধর্ম, বৌদ্ধ ধর্ম, নিওটিকস. . ..*

হেরেডমের শীর্ষে বিশাল পিরামিডের উপরে দীক্ষাদানের চেম্বারে দাঁড়িয়ে মাল'আখ এত বছর সে যে গুপ্তধন খুঁজেছে সেদিকে তাকায় এবং সে জানে নিজেকে এরচেয়ে নিখুঁতভাবে সে আর কখনও প্রস্তুত করতে পারবে না।

*শীঘ্রই আমি সম্পূর্ণ হব।*

*হারিয়ে যাওয়া শব্দ পাওয়া গেছে।*

ক্যালোরমা হাইটসে, সে সিআইএ এজেন্ট থেকে গিয়েছিল একরাশ আর্বজনার সামনে তাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যায় যা সে ময়লা ফেলার বিন থেকে ঢেলেছে।

"মিস.নোলা?" সে সাটোর এ্যানালিস্টের সাথে ফোনে কথা বলে। "কপাল ভাল তার ময়লা দেখার কথা আমার মনে হয়েছিল। আমার মনে হয় আমি কিছু একটা খুঁজে পেয়েছি।"

বাসার ভিতরে ক্যাথরিন সলোমন প্রতি মুহূর্তে নিজেকে আরও প্রাণবন্ত অনুভব করতে থাকে। রিঙগারস সলিউশনের ল্যাকটেটেড ইনফিউশন তার রক্তচাপ বৃদ্ধি করেছে এবং মাথাব্যথা কমিয়ে দিয়েছে। এখন সে খাবারঘরের

BanglaBook.org

চেয়ারে সে আছে আর তাকে একদমই নড়াচড়া করতে নিষেধ করা হয়েছে। তার স্নায়ু বিবশ হয়ে আছে এবং সে ক্রমশ তার ভাইয়ের জন্য উদ্বিগ্ন হয়ে উঠছে।

*সবাই কোন চুলায় গিয়েছে?* সিআইএ'র ফরেনসিক টিম এখনও এসে পৌঁছেনি। এখানে যে এজেন্ট রয়েছে সে এখনও তল্লাশি অব্যাহত রেখেছে। বেল্লামি তার সাথে বসার ঘরে রয়েছে, এখন কম্বলে জড়িয়ে আছে আর সেও পিটারকে সিআইএ রক্ষা করেছে এমন কোন সংবাদের জন্য উদগ্রীব হয়ে আছে।

চুপ করে বসে থাকতে থাকেতে বিরক্ত হয়ে ক্যাথরিন টলতে টলতে লিভিংরুমের দিকে এগিয়ে যায়। সে দেখে বেল্লামিও তার দেখাদেখি উঠে স্টাডির দিকে যাচ্ছে, সে অনুসরণ করে। স্থপতি একটা খোলা ড্রয়ারের সামনে দাঁড়িয়ে তার দিকে পিঠ করে আছে এবং এতটাই মনোযোগ দিয়ে তাকিয়ে আছে যে তার প্রবেশ সে টের পায়নি।

সে তার পেছনে এসে বলে, "ওয়ারেন?"

বুড়ো লোকটা চমকে ঘুরে তাকায়, দ্রুত কোমর দিয়ে ঠেলে ড্রয়ার বন্ধ করে দেয়। তার চেহারা বিপর্যয়, বিষাদ ফুটে আছে, চোখের কোণে অশ্রু।

"কি হয়েছে?!" সে ড্রয়ারের দিকে তাকিয়ে বলে। "কি ওটা?"

বেল্লামি কথা বলতে পারে না। তাকে সেই লোকের মত দেখায় যে দেখতে চায়নি এমন কিছু একটা দেখে ফেলেছে।

"ড্রয়ারে কি?" সে আবার জানতে চায়।

বেল্লামির অশ্রুপূর্ণ চোখ তার দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকে। অবশেষে সে কথা বলে। "তুমি আর আমি ভাবছিলাম *কেন*. কেন এই লোকটা তোমার পরিবারকে এত ঘৃণা করে।"

ক্যাথরিনের ভ্রু কুচকে উঠে। "হ্যাঁ।"

"বেশ. .," বেল্লামির কণ্ঠস্বর কেঁপে যায়। "উত্তরটা আমি জানতে পেরেছি।"

## ১১৯
## অধ্যায়

হাউজ অব দি টেম্পলের উপরের চেম্বারে যে লোকটা নিজেকে মাল'আখ বলে দাবী করে সে বিশাল বেদীর সামনে দাঁড়িয়ে এবং আস্তে আস্তে মাথার চাঁদির উল্কিহীন ত্বকটা ঘষছে। *ভারবাম সিগনিফিটেটিয়াম*, সে প্রস্তুতির মন্ত্রোচ্চারন করে। *ভারবাম ওমনিফিকাম।* শেষ উপাচার অবশেষে খুঁজে পাওয়া গেছে।

*মূল্যবাণ সম্পদ প্রায়শই নিতান্তই সাধারণ হয়ে থাকে।*

BanglaBook.org

বেদীর উপরে ধূপের ধোঁয়া এঁকেবেঁকে উপরে উঠে যায়। ধূপের সুগন্ধি ধোয়া চাদের আলোর ভিতর দিয়ে উপরে উঠে আঁকাশের দিকে একটা পথ পরিষ্কার করতে করতে যেখান দিয়ে মুক্ত আত্মা নির্বিঘ্নে চলাচল করতে পারবে।

সময় সমাগত।

সে পিটারের রক্তপূর্ণ শিশিটা বের করে মুখটা খুলে। সে তার বন্দির সামনেই কাকের পালকের শীর্ষদেশ রক্তিম মিশ্রণে ডোবায় এবং চাঁদির পবিত্র বৃত্তের কাছে নিয়ে আসে। সে এক মুহূর্ত বিরত থাকে. .ভাবে আজকের এই রাতটার জন্য সে কতদিন অপেক্ষা করছে। *হারিয়ে যাওয়া শব্দ যখন কোন লোকের মনে লেখা হবে সে তখন অকল্পনীয় ক্ষমতার জন্য পুরোপুরি প্রস্তুত।* রূপান্তরের এটাই প্রাচীন প্রতিশ্রুতি। মাল'আখ সেটাকে সেভাবেই রাখতে চেষ্টা করেছে।

স্থির নিষ্কম্প হাতে মাল'আখ শলাকার নিবটা চামড়ায় ঠেকায়। তার কোন সাহায্য বা আয়নার প্রয়োজন নেই কেবল স্পর্শের অনুভূতির আর মনের চোখের সাহায্য হলেই চলবে। সে ধীরে নিখুঁতভাবে বৃত্তাকার *ওরোবোরাসে* হারিয়ে যাওয়া শব্দ খুলির ত্বকে লিখতে শুরু করে।

আতঙ্কিত চোখে পিটার সলোমন তার দিকে তাকিয়ে থাকে।

লেখা শেষ হতে মাল'আখ চোখ বন্ধ করে এবং বুক থেকে সব বাতাস বের করে দেয়। জীবনে প্রথমবারের মত সে একটু আবেগ অনুভব করে যা আগে কখনও বোধ করেনি।

*আমি সম্পূর্ণ।*

*আমি এককে একা।*

মাল'আখ বহুবছর তার দেহকে শিল্পবস্তুর মমতায় তৈরী করেছে এবং আর এখন সে চূড়ান্ত রূপান্তরের মুহূর্ত নিকটে নিয়ে এসেছে। তার চামড়ায় অঙ্কিত প্রতিটা লাইন সে অনুভব করতে পারে। *আমি সত্যিকারের মাস্টারপিস। সম্পূর্ণ আর নিখুঁত।*

"তুমি যা চেয়েছো আমি তোমাকে দিয়েছি," পিটারের কণ্ঠ বার্তা দেয়। "ক্যাথরিনকে সাহায্য পাঠাও আর এই ফাইলটা পাঠান বন্ধ কর।"

মাল'আখ চোখ খুলে হাসে। "আমার আর তোমার কাজ এখনও শেষ হয়নি।" সে বেদির দিকে ঘুরে বলি দেবার জন্য সংরক্ষিত চাকুটা তুলে নিয়ে আঙ্গুল দিয়ে ফলার ধার পরীক্ষা করে। "এই প্রাচীন চাকুটা ঈশ্বর কর্তৃক আদিষ্ট," সে বলে, "মানুষ বলি দেবার জন্য। তুমি আগেই এটা চিনতে পেরেছিলে, তাই না।"

সলোমনের ধূসর চোখ যেন পাথরের তৈরী। "এটা অনন্য আর আমি কিংবদন্তিটা শুনেছি"

"কিংবদন্তি? বাইবেলে পর্যন্ত এর উল্লেখ আছে। আর তুমি বিশ্বাস কর না এটা সত্যি বলে?"

BanglaBook.org

পিটার কথা না বলে কেবল তাকিয়ে থাকে।

মাল'আখ সাত রাজারধন বিকিয়ে এটা সনাক্ত আর কুক্ষিগত করেছে। আকেডাহ্ চাকু বলে পরিচিত এই চাকুটা তিন হাজার বছরের পুরানো যা লোহার উল্কাপিণ্ড থেকে প্রস্তুত করা হয়েছে। *স্বর্গ থেকে পতিত লোহা, প্রাচীন মরমী সাধকরা একে এই নামেই অভিহিত করতেন।* বিশ্বাস করা হয়, আব্রাহাম আকেডাহ্য় ঠিক এই চাকুটাই ব্যবহার করেছিলেন– মরিয়াই পাহাড়ে তার ছেলে ইসহাকের নিকট বলিদানের ক্ষেত্রে– জেনেসিসে যেমন বলা হয়েছে। চাকুটার বর্ণাঢ্য ইতিহাসে এটা পোপ. থেকে শুরু করে জার্মান নাজি মরমীসাধক, ইউরোপীয় অ্যালকেমিস্ট আর ব্যক্তিগত সংগ্রাহকের কাছে এটা গচ্ছিত ছিল।

*তারা এটা সংরক্ষণ করেছে আর শ্রদ্ধা জানিয়েছে,* মাল'আখ ভাবে, *কিন্তু কারও সাহস হয়নি এটাকে সত্যিকারে উদ্দেশ্যে ব্যবহার করে এর সুপ্ত ক্ষমতা জাগ্রত করার।* আজ রাতে আকেডাহ্ চাকু তার নিয়তির যাত্রা সমাপ্ত করবে।

ম্যাসনিক কৃত্যানুষ্ঠানে আকেডাহ্কে সবসময়ে শ্রদ্ধার চোখে দেখা হয়েছে। প্রথম ধাপের দীক্ষার সময়ে, ম্যাসনরা উদযাপন করে, *"ঈশ্বরকে উৎসর্গ করা সবচেয়ে সুমহান বলিদান, ইসহাক আব্রাহামের প্রথম সন্তানকে সর্বোচ্চ সত্তার সংকল্পের কাছে সমর্পনের জন্য উৎসর্গ করা. . ."*

মাল'আখের হাতে ধরা চাকুর ভার তাকে উল্লসিত করে সে যখন নীচু হয়ে হুইলচেয়ারের সাথে পিটারের বাঁধন ছিন্ন করে। মেঝেকে বাঁধনের অবশিষ্টাংশ খসে পড়ে।

পিটার সলোমন তার আড়ষ্ট অঙ্গপ্রতঙ্গ সঞ্চালিত করার চেষ্টা করে ব্যথা মুখ কুচকে ফেলেন। "আমার সাথে তুমি এমন কেন করছো? এটা করে তুমি কি অর্জন করবে বলে ভেবেছো?"

"তোমার সেটা আগে বোঝার কথা," মাল'আখ উত্তর দেয়। "তুমি প্রাচীন ধারা পাঠ করেছো। তুমি জান মরমী মাথনার শক্তি *উৎসর্গের* মাঝে নিহিত. .মানুষের আত্মাকে দেহের খাঁচা থেকে মুক্তি দেয়া। শুরু থেকেই এই ধারা চলে আসছে।"

"তুমি উৎসর্গের ঘন্টা জানো," তার কণ্ঠস্বর ভর্ৎসনা আর যন্ত্রনায় উদ্বেল।

*চমৎকার,* মাল'আখ ভাবে। *তোমার ঘৃণাকে জাগ্রত কর। এটা আরও সহজ করে তুলবে বিষয়টা।*

বন্দির সামনে পায়চারি করার সময়ে তার খালি পেট আবারও মোচড় দিয়ে উঠে। "মানুষের রক্ত ঝরানর ভিতরে অসীম ক্ষমতা নিহিত আছে। আজটেক থেকে শুরু করে চিনারা, প্রাচীন মিশরীয়রা থেকে সেল্টিক ড্রুইডসরা সবাই এটার সম্পর্কে অবগত। মানুষ বলি দেয়ার ভিতরে একটা জাদু আছে কিন্তু আধুনিক মানুষ দুর্বল হয়ে পড়েছে, ভীরু হয়ে উঠেছে সত্যিকারের এই বলিদানের ক্ষেত্রে, আধ্যাত্মিক রূপান্তরের জন্য প্রয়োজনীয় জীবন উৎসর্গ করার জন্য সে যথেষ্ট কঠোর না। অবশ্য প্রাচীন পাণ্ডুলিপিতে এটা পরিষ্কার বলা হয়েছে। সবচেয়ে পবিত্র যা সেটা উৎসর্গ করে মানুষ অমিত ক্ষমতা লাভ করতে পারবে।"

BanglaBook.org

"তোমার ধারণা আমি একটা পবিত্র বলির পাঠা?"

মাল'আখ এবার উচ্চকণ্ঠে হেসে উঠে। "তুমি সত্যিই বুঝতে পারনি তাই না?"

পিটার অদ্ভুত দৃষ্টিতে তার দিকে তাকায়।

"তুমি জান আমি বাসায় কেন অনুভূতি বিবর্জিত ট্যাঙ্কটা রেখেছি?" মাল'আখ কোমরে হাত রেখে তার অলঙ্কৃত দেহের পেশী প্রসারিত করে, এখনও কেবল সেংটিটা তার পরণে। "আমি অনুশীলন করছিলাম. .প্রস্তুত হচ্ছিলাম. .যখন আমি কেবল আমার আত্মায় রূপান্তরিত হব তখন কেমন অনুভূতি হবে সেটা বোঝার জন্য. .যখন আমি নশ্বর দেহ থেকে মুক্তি পাব. .যখন আমি আমার এই নিখুঁত দেহ ঈশ্বরকে উৎসর্গ করবো। আমি সেই মূল্যবান একজন! আমিই সেই শ্বেতশুভ্র সাদা ভেড়ার বাচ্চা!"

পিটারের চোয়াল ঝুলে যায় কিন্তু সে কোন কথা বলে না।

"হ্যাঁ, পিটার মানুষ ঈশ্বরকে সেটাই উৎসর্গ করে যা তার কাছে সবচেয়ে প্রিয়। তার শ্বেতশুভ্র সাদা কপোত. .তার মূল্যবান আর উপযুক্ত সমর্পন। তুমি আমার কাছে মূল্যবান নও। তুমি উৎসর্গের উপযুক্ত না।" মাল'আখ তার দিকে তীব্র দৃষ্টিতে তাকায়। "তুমি কি দেখতে পাচ্ছ না? পিটার তোমাকে বলি দেয়া হবে না. .আমি সেই উপলক্ষ্য। আমার দেহ উৎসর্গের জন্য প্রণীত। আমিই সেই উপহার। আমার দিকে তাকাও। আমি প্রস্তুত হয়েছি, নিজেকে শেষ যাত্রার জন্য গড়ে তুলেছি। *আমি সেই উপহার!?*

পিটার বাক্যহারা হয়ে তাকিয়ে থাকে।

"রহস্যটা হল কিভাবে মৃত্যুকে বরণ করতে হবে," মাল'আখ এখন বলে। "ম্যাসনরা সেটা বোঝে।" সে বেদীর দিকে দেখায়। "তুমি প্রাচীন সত্যিকে শ্রদ্ধা কর আর তুমি মোটেই কাপুরুষ নও। উৎসর্গের ক্ষমতা সম্পর্কে তোমার ধারণা আছে। এবং তারপরেও তোমরা নিরাপদ দূরত্বে অবস্থান করে কেবল মারা যাবার অভিনয় কর রক্তপাতহীন মৃত্যুর কৃত্যানুষ্ঠান পালন কর। আজরাতে, তোমাদের প্রতীকি বেদী সত্যিকারের ক্ষমতার সাক্ষী হবে. .আর এর সত্যিকারের উদ্দেশ্যেরও বটে।'

মাল'আখ নীচু হয়ে পিটারের বাম হাত আঁকড়ে ধরে তার হাতে আকেডাহ্ চাকুর বাট গুঁজে দেয়। *বাম হাত অন্ধকারের প্রতিভূ।* এটাও পরিকল্পিত। এ বিষয়ে পিটারের পছন্দের কোন সুযোগ নেই। এই চাকু দিয়ে এই লোকটা এই বেদীতে আজ যে বলি দেবে মাল'আখ এর চেয়ে শক্তিশালী প্রতীকি কোন বলিদানের কথা ভাবতে পারে না, যার মরণশীল প্রতীকে আবৃত দেহ একটা উপহারের মত তার নশ্বর দেহের হৃৎপিণ্ডে চাকুটা আমূল গেঁথে দিয়ে।

নিজেকে উৎসর্গ করে মাল'আখ শয়তানের কাতারে নিজেকে সামিল করবে। অন্ধকার আর রক্তের মাঝেই আসল ক্ষমতা নিহিত। প্রাচীনরা সেটা জানতো, দীক্ষিতেরা তাদের প্রবৃত্তির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ দিক বেছে নিত। মাল'আখ অনেক

BanglaBook.org

বিবেচনা করে বেছে নিয়েছে। বিশ্বের প্রাকৃতিক নিয়মই হল বিশৃঙ্খলা। বিতৃষ্ণা বিদ্রোহের সামিল। মানুষের করুণা সবচেয়ে উর্বর ক্ষেত্র যেখানে অশুভ আত্মা তার বীজ বপন করে।

*আমি তাদের পূজা করেছি তারা আমাকে দেবতা হিসাবে বরণ করে নেবে।*

পিটার স্থাণুর মত বসে রয়। সে তার হাতের প্রাচীন চাকুটার দিকে অপলক তাকিয়ে থাকে।

"আমি তোমাকে বলছি," মাল'আখ বলে। "আমি স্বেচ্ছায় আত্মোৎসর্গ করছি। তোমার চূড়ান্ত ভূমিকা স্থির হয়ে আছে। তুমি আমাকে আমার দেহ থেকে মুক্তি দেবে। তুমি এটা করবে নয়তো তুমি তোমার বোন তোমার গুরুভাই সবাইকে হারাবে। তুমি তখন সত্যিই নিঃসঙ্গ হয়ে পড়বে।" সে হেসে তার বন্দির দিকে তাকায়। "এটাকে তোমার শেষ শাস্তি হিসাবে বিবেচনা কর।"

পিটার চোখে তুলে মাল'আখের দিকে তাকায়। "তোমাকে হত্যা করবো? একটা শাস্তি? তোমার কি মনে হয় আমি ইতস্তত করবো? তুমি আমার ছেলেকে খুন করেছো। আমারে মাকে হত্যা করেছো। আমার পুরো পরিবার।"

"না!" মাল'আখ এমনভাবে ক্ষেপে উঠে যা তাকেও বিস্মিত করে। "তোমার ধারণা ভুল! আমি তোমার পরিবারের হত্যাকারী নই। সেটা তুমি নিজে। তুমিই জ্যাকারিয়াকে কারাগারে পরিত্যাগের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলে। আর সেখান থেকেই নিয়তির চাকা ঘুরতে শুরু করে। পিটার তুমি তোমার পরিবারের হত্যাকারী আমি নই।"

পিটারের আঙ্গুলের গাট সাদা হয়ে যায় সে চাকুটা প্রচণ্ড শক্তি আঁকড়ে ধরলে। "তুমি কিছুই জানো না আমি কেন জ্যাকারিয়াকে জেলখানায় রেখে এসেছিলাম।"

"আমি সব জানি!" মাল'আখ পাল্টা চিৎকার করে। "আমি সেখানে ছিলাম। তুমি বলেছিলে তুমি তাকে সাহায্য করতে চাও। তুমি কি তাকে সাহায্য করেছিলে যখন তুমি তাকে জ্ঞান না সম্পদ বেছে নিতে বলেছিলে। তাকে ম্যাসন সঙ্ঘে যোগ দেবার সময়সীমা বেধে দেয়ার সময়ে কি তুমি তাকে সাহায্য করেছিলে। কোন বাবা তার ছেলেকে জ্ঞান আর সম্পদের ভিতরে বেছে নিতে বলতে পারে। কোন বাবা তাকে বাসায় নিরাপদে ফিরিয়ে নেবার বদলে জেলখানায় রেখে যায়।" মাল'আখ এবার পিটারের সামনে এসে নীচু হয় তার উল্কি আঁকা মুখটা তার মুখ থেকে কয়েক ইঞ্চি দূরে অবস্থান করে। "কিন্তু সবচেয়ে যেটা গুরুত্বপূর্ণ. .কোন বাবা তার নিজের ছেলের চোখের দিকে তাকিয়ে. . . হোক এত বছর পরে. . .এবং তাকে চিনতে ব্যর্থ হয়!"

মাল'আখের শব্দ পাথরের চেম্বারে কয়েক সেকেণ্ড প্রতিধ্বনিত হতে থাকে।

তারপরে নিরবতা নেমে আসে।

সেই সহসা নিরবতায়, পিটার যেন তার আবিষ্টতা থেকে ভূলুণ্ঠিত হন। তার মুখে পরিপূর্ণ অবিশ্বাসের ছায়া খেলা করতে থাকে।

BanglaBook.org

*হ্যাঁ বাবা। আমিই।* মাল'আখ এই মুহূর্তটার জন্য এতদিন অপেক্ষা করেছে. . . যে লোকটা তাকে পরিত্যাগ করেছিল তার উপরে প্রতিশোধ নেবার জন্য. তার ধুসর চোখের দিকে তাকিয়ে এতগুলো বছর চেপে রাখা সত্যি কথাটা তাকে বলবে বলে।এখন সময় হয়েছে এবং সে ধীরে ধীরে কথা বলে যাতে তার শব্দের ভারে পিটার সলোমনের আত্মা ধীরে ধীরে ধ্বংস হয়। "বাবা তোমার খুশী হওয়া উচিত। তোমার অমিতব্যায়ী ছেলে ফিরে এসেছে।"

পিটারের মুখ মৃতের মত বিবর্ণ দেখায়।

প্রতিটা মুহূর্ত মাল'আখ উপভোগ করে। "আমার বাবা আমাকে জেলখানায় ফেলে আসার সিদ্ধান্ত নেয়. . .আর সেই মুহূর্তে আমি শপথ নেই সে আমাকে শেষবারের মত পরিত্যাগ করেছে। আমি আর তার সন্তান নই। জ্যাকারিয়া সলোমনের সেখানেই মৃত্যু ঘটে।"

তার বাবার সহসা কষ্টের দুটো অশ্রুবিন্দুর সৃষ্টি হয় এবং মাল'আখ ভাবে এর চেয়ে সুন্দর দৃশ্য সে আর তার জীবনে দেখেনি।

পিটার অশ্রু দমন করে মাল'আখের দিকে তাকায় যেন সে এই প্রথম তাকে দেখছে।

"ওয়ার্ডেন কেবল টাকা চেয়েছিল," মাল'আখ বলে, "কিন্তু তুমি দিতে অস্বীকার কর। কিন্তু তোমার কাছে মনে হয়নি আমার টাকাও সবুজ রঙের। ওয়ার্ডেন টাকা কে দিল সেটার পরোয়া করে না সে কেবল টাকা চেনে। আমি যখন তাকে টাকা দেব বলি সে আমার আঁকৃতির এক কয়েদি খুঁজে বের করে তাকে বেধড়ক পিটিয়ে চেনার অযোগ্য করে হত্যা করে। যে ছবি তুমি দেখেছিলে. . .যে বন্ধ শবাঁধার সমাধিস্থ করেছিলে. . .সেটা আমার ছিল না। এক অচেনা আগন্তুকের ছিল।"

পিটারের কান্না গড়িয়ে পড়া মুখ অবিশ্বাস আর যন্ত্রণায় বিকৃত দেখায়। "হা খোদা. . .জাকারিয়া।"

"এখন আর নই। জ্যাকারিয়া জেল থেকে রূপান্তরিত হয়ে বেরিয়ে এসেছিল।"

তার অপরিপক্ক শরীর আর শিশুসুলভ মুখমণ্ডল নাটকীয়ভাবে বদলে যায় পরীক্ষামূলক গ্রোথ হরমোন আর স্টেরয়েডের প্রয়োগে। এমনকি তার কণ্ঠস্বর এর সংক্রমণ থেকে রেহাই পায় না, তারা কচি কণ্ঠস্বর নাকি ফিসফিস পরিণত করে।

*জাকারিয়া পরিণত হয় এ্যানড্রোসে।*

*এ্যানড্রোস পরিণত হয় মাল'আখে।*

*আর আজরাতে. . .মাল'আখ তার সবচেয়ে মহান অবতারে অধিষ্ঠিত হবে।*

সেই মুহূর্তে ক্যালোরমা হাইটসে ক্যাথরিন সলোমন খোলা ড্রয়ারের সামনে দাঁড়িয়ে ভেতরে তাকিয়ে দেখে পুরাতন সংবাদ পত্র আর আর্টিকেলের একটা সংগ্রহ যাকে কেবল কোন বদ্ধ সংস্কারকের সংগ্রহ বলে তার মনে হয়।

BanglaBook.org

"আমি বুঝতে পারি নি," সে বেল্লামির দিকে তাকিয়ে বলে। "এই পাগলটা নি:সন্দেহে আমার পরিবারের বিষয়ে আগ্রহী কিন্তু–"

"বলতে থাকো. . ." বেল্লামি একটা চেয়ারে বসে বলে এখনও তাকে বিপর্যস্ত দেখাচ্ছে।

ক্যাথরিন খবরের কাগজের আর্টিকেলগুলো ঘাটতে থাকে প্রতিটাই তাদের পরিবারের সাথে সম্পর্কিত– পিটারের সাফল্য গাথার সংবাদ, ক্যাথরিনের গবেষণা, তাদের মায়ের নির্মম মৃত্যু, জ্যাকারিয়া সলোমনের বহুল আলোচিত মাদক ব্যবহার, টার্কিশ প্রিজনে তার কারাবাস আর মৃত্যু।

সলোমন পরিবারের প্রতি এই লোকের আগ্রহ উগ্রতাকেও হার মানায় কিন্তু ক্যাথরিন এখনও বুঝতে পারে না কেন।

ছবিগুলো ঠিক তখনই তার চোখে পড়ে। জ্যাকারিয়া গ্রীসের নীল পানির সমুদ্র সৈকতে হাঁটু পানিতে দাঁড়িয়ে আছে। *গ্রীস?* ইউরোপে মচ্ছব করার সময়ে তোলা ছবি হবে এটা সে ভাবে। কিন্তু পাপারাজ্জিদের তোলা ছবির চেয়ে তাকে এখানে অনেক স্বাস্থ্যবান দেখাচ্ছে। তাকে অনেক পরিণত, শক্তিশালী আর ফিট দেখায়। ক্যাথরিন তাকে এতটা স্বাস্থ্যবান কখনও দেখেনি।

বিভ্রান্ত হয়ে সে ছবিব ডেটটা দেখে।

*কিন্তু এটা কিভাবে সম্ভব. . .অসম্ভব।*

জেলখানায় মারা যাবার প্রায় একবছর পরে তোলা ছবি এটা।

ক্যাথরিন সহসা বেপরোয়াভাবে ছবির তোড়াটা উল্টাতে শুরু করে। সবগুলোই জ্যাকারিয়া সলোমনের. . . ক্রমশ পরিণত হয়ে উঠছে। ছবিগুলো অনেকটা চিত্রিত জীবন গাথা, ক্রমিক রূপান্তরের একটা স্মারক। ক্যাথরিন আতঙ্কিত চোখে তাকিয়ে থাকে ছবিতে যখন জ্যাকারিয়ার শরীরে ভাঙাগড়ার খেলা শুরু হয়, তার পেশী ফুলতে শুরু করে, স্টেরয়েডের প্রভাবে মুখের গড়ন বদলে যেতে থাকে। তার দেহকাঠামো যেন দ্বিগুণ হয়ে উঠে আর চোখে জন্ম নেয় একটা ভীতিকর হিংস্রতা।

*এই লোককে আমি চিনি না!*

ক্যাথরিনের কিশোর ভাস্তের সাথে এই লোকের কোনই মিল নেই।

সে যখন তার কামানো মাথার একটা ছবি দেখতে পায়, সে টের পায় তার হাঁটু ভেঙে আসতে চাইছে। সে তার নগ্ন দেহের একটা ছবি দেখে. . .প্রথম আঁকা উল্কির ছোঁয়ায় মগ্ন।

তার হৃৎপিণ্ড যেন ভার বইতে পারে না। "ওহ্ ঈশ্বর. . ."

BanglaBook.org

# ১২০
# অধ্যায়

"ডান দিকে!" লেক্সাসের পেছনের সীট থেকে ল্যাংডন বলে।

সিমকিনস ছেচড়ে এস স্ট্রীটে প্রবেশ করে এবং গাছপালা ঘেরা আবাসিক এলাকার ভিতর দিয়ে ছুটে চলে। সিক্সটিন্থ স্ট্রীটের বাঁকে আসলে ডান দিকে হাউজ অব দি টেম্পল একটা পাহাড়ের মত দৃশ্যমান হয়।

সিমকিনস বিশাল কাঠামোটার দিকে তাকায়। তার মনে হয় রোমের প্যান্থেয়নের উপরে কেউ একটা পিরামিড বসিয়ে দিয়েছে। সে ষোলতে বাক নিয়ে ভবনের সামনে পৌঁছাবার জন্য প্রস্তুত হয়।

"বাক নিয়ো না!" ল্যাংডন চেঁচিয়ে উঠে। "সোজা যেতে থাকো! এসেই থাকো!"

সিমকিনস কথা মত কাজ করে, ভবনের পূর্বপাশ দিয়ে বেরিয়ে যায়।

"পনেরতে মোড় ঘুরবে," ল্যাংডন বলে। "ডান দিকে!"

সিমকিনস তার পথ নির্দেশকের কথা চালায় এবং মুহূর্ত পরে ল্যাংডন হাউজ অব টেম্পলের পেছনের বাগানে প্রায় অদৃশ্য একটা ফুটপাথ বিহীন রাস্তা দেখায়। সিমকিনস রাস্তায় উঠে আসে এবং ভবনের পেছনে এসে পৌঁছে।

"দেখো!" ল্যাংডন পেছনের প্রবেশ পথের কাছে পার্ক করা একমাত্র গাড়ির দিকে ইঙ্গিত করে। একটা বিশাল ভ্যান। "তারা এখানেই আছে।"

সিমকিনস গাড়ি পার্ক করে ইঞ্জিন বন্ধ করে। নিরবে সবাই গাড়ি থেকে নেমে আসে এবং অভিযানের জন্য প্রস্তুতি নেয়। সিমকিনস একশিলা কাঠামোর দিকে তাকায়। "তুমি বললে টেম্পল রুম সবচেয়ে উপরের তলায় অবস্থিত?"

ল্যাংডন মাথা নেড়ে ভবনের শীর্ষের দিকে আঙ্গুল তুলে দেখায়। "পিরামিডের কাটা মাথাটা আসলে একটা আলো প্রবেশের গবাক্ষ।"

সিমকিনস চমকে উঠে ল্যাংডনের দিকে তাকায়। "টেম্পল রুমে গবাক্ষ আছে?"

ল্যাংডন গাড়লের দিকে তাকিয়ে আছে এমন ভঙ্গিতে তাকায়। "অবশ্যই আছে। একটা গোলাকার গবাক্ষ স্বর্গের দিকে উৎসর্গিত. .ঠিক একেবারে বেদীর উপরে অবস্থিত।"

ইউএইচ-৬০ অলস ভঙ্গিতে ডুপন্ট সার্কেলে বসে আছে।

ডিরেকটর সাটো প্যাসেঞ্জার সিটে বসে নখ কামড়ায়, তার দলের কাছ থেকে সংবাদের প্রতিক্ষা করছে।

BanglaBook.org

অবেশেষে রেডিওতে সিমকিনসের গলা পাওয়া যায়। "ডিরেকটর?"

"সাটো বলছি," সে ধমকে উঠে।

"আমরা ভবনে প্রবেশ করতে যাচ্ছি, কিন্তু আমি আপনাকে একটা নতুন রিকন দিতে চাই।"

"বকতে থাকো।"

"মি.ল্যাংডন এইমাত্র জানিয়েছেন টেম্পল রুমে যেখানে আমাদের টার্গেটের অবস্থানের প্রচুর সম্ভাবনা সেখানে একটা বড় গবাক্ষ রয়েছে।"

সাটো তথ্যটা কিছুক্ষণ বিবেচনা করে। "বুঝেছি, ধন্যবাদ তোমাকে।"

সিমকিনস সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেয়।

সাটো মুখ থেকে নখের টুকরো ফেলে পাইলটের দিকে তাকায়। "বেটিকে আঁকাশে তোল।"

# ১২১
## অধ্যায়

এক সন্তান হারানো পিতামাতার মতো পিটার সলোমন প্রায়ই কল্পনা করেন এখন তার ছেলে কত বড় হলো- সে দেখতে কেমন হতো- সে কি কাজ করতো।

পিটার সলোমন এখন তার উত্তর পেল।

তার সামনের প্রকান্ড উল্কি আঁকা প্রাণী জীবন শুরু করেছিল একটা ক্ষুদ্র, মূল্যবান শৈশব শিশু জ্যাকের জীবনও শুরু হয়েছিল এমনই ভাবে- পিটারের লেখা পড়া প্রথম শব্দ শিক্ষা করেছিল। প্রকৃত ঘটনা যে পাপকার্য ভালবাসায় পরিপূর্ণ একটা নিস্পাপ শিশুকে কেন্দ্র করে শুরু হয়েছিল। তার পুত্রের শরীরে তার নিজের রক্ত প্রভাবিত হচ্ছিল।

*আমার পুত্র- আমার মাতা আমার বন্ধু রবার্ট ল্যাংডন এবং সম্ভবত আমার বোনকে সে হত্যা করেছিল।*

পিটারের মনে বিষাদের বরফ শীতলতা বয়ে গেল। তিনি তার পুত্রের চোখ দুটোকে খুঁজছিলেন তার সাথে সংযোগ স্থাপনের জন্য- কোন কিছু পরিচিত। লোকটার চোখ দুটো, যা হোক যদিও পিটারের চোখের মতো, যা সম্পূর্ণরূপে অদ্ভুত ব্যাপার।

"আপনি কি খুব শক্তিশালী?" তার পুত্র একেডাহ চাকুর দিকে এক নজর তাকিয়ে পিটারের হাত আঁকড়ে ধরে বললো। "ওই সমস্ত বছরগুলো আগে আপনি যা শুরু করেছিলেন তা কি সমাপ্ত করতে পেরেছিলেন?"

"পুত্র-" সলোমন তার নিজের কণ্ঠস্বর চিনতে পারলেন।" আমি- আমি ভালবাসতাম- তোমাকে।"

BanglaBook.org

"দু'বার আপনি আমাকে হত্যা করার চেষ্টা করেছিলেন। আপনি আমাকে জেলে ফেলে রেখেছিলেন। আপনি জ্যাক'স ব্রিজের উপর আমাকে গুলি করেন। *এখন এটা শেষ হয়েছে!"*

মুহূর্তের মধ্যে, সলোমন অনুভব করলেন বাইরে তার নিজের শরীরটা ভাসছে। তিনি কোন ক্রমেই নিজেকে চিনতে পারলেন না। তিনি তার একটা হাত হারালেন, তিনি হুইলচেয়ারে বসে আছেন এবং আর পুরনো একটা চাকু।

"এটা শেষ করো!" লোকটা পুনরায় চিৎকার করে উঠলো, উল্কি আঁকা তার গলা থেকে বুক পর্যন্ত "আমাকে হত্যা করো একই উপায়ে যে ভাবে তুমি ক্যাথরিনকে রক্ষা করেছেন– এটাই তোমার ভ্রাতৃত্বকে রক্ষা করার একমাত্র উপায়!"

সলোমন পিগস্কিন চেয়ারে রাখা ল্যাপটপ এবং সেলুলার মোডেমের দিকে ঘুরে তার তাকানটা অনুভব করলেন।

**ম্যাসেজ প্রেরণ : ৯২ % সম্পূর্ণ**

তার মনে নাড়া দেয়নি ক্যাথেরিনের রক্তাক্ত মৃত্যুর ছবি দেখে--- কিংবা তার ম্যাসনিক ভাইদেরকে।

"এখনো সময় আছে," লোকটা ফিসফিস করে বললো, "তুমি জান এটাই একমাত্র পছন্দনীয় কাজ আমাকে আমার মর্টাল সেল থেকে মুক্তি দেওয়া।"

"অনুগ্রহ করে,"সলোমন বললো, "এটা করো না---"

"তুমি এটাই করেছিলে!" লোকটা ফিস ফিস করে বললো। "তুমি তোমার সন্তানকে অসম্ভব একটা পছন্দকে বেছে নিতে বাধ্য করেছিলে। তোমার কি সেই রাতের কথা মনে আছে?

সম্পদ কিংবা জ্ঞান? ওই রাতে তুমি আমাকে ধাক্কা দিয়ে চিরতরে শেষ করে দিতে চেয়েছিলে। কিন্তু আমি ফিরেছিলাম। পিতা--- আজ রাতে তোমার পছন্দ জাকারিয়া কিংবা ক্যাথেরিন? কোনটা হবে? তুমি কি তোমার বোনকে রক্ষা করে পুত্রকে হত্যা করবে? তুমি তোমার পুত্রকে হত্যা করে তোমার ভ্রাতৃবোধকে রক্ষা করবে? নাকি তোমার দেশকে? কিংবা তুমি অপেক্ষা করবে যে পর্যন্ত না ক্যাথরিন মারা যায়--- যে পর্যন্ত ভিডিও পাবলিকের মধ্যে প্রচারিত হয়--- তুমি আর যতদিন পর্যন্ত বেঁচে থাকবে ততদিন এ সমস্ত মর্মান্তিক কাজকর্ম থেকে বিরত হও। সময় শেষ হয়ে যাচ্ছে। তুমি জান কী করা হবে।"

পিটারের মনটা ব্যথায় ভরে উঠলো। *তুমি ম্যাকারি নও, তিনি নিজে নিজে বললেন। জ্যাকারি অনেক অনেক দিন আগে মারা গেছে। তুমি যেই হও– আর যেখান থেকেই আস– তুমি আমার কেউ নও।* যদিও পিটার সলোমন তার নিজের কথা বিশ্বাস করতো না, তিনি জানতেন তার একটা পছন্দ ছিল।

BanglaBook.org

তিনি ছিলেন সময়ের বাইরে।

*দেখ গ্রান্ড স্টেয়ার কেস!*

রবার্ট ল্যাংডন অন্ধকারে ঘেরা হলওয়েতে পড়ে গেলেন, তিনি বিল্ডিং এর কেন্দ্রের দিকে যাচ্ছিলেন। সিমকিনস তার পায়ের কাছেই ছিলেন। ল্যাংডন আশা করলেন, তিনি বিল্ডিংএর মেইন অট্রিয়ামে চিৎকার করে উঠবেন।

সবুজ গ্রানাইটের আটটা ডোরিক কলাম, অট্রিয়াম দেখা যাচ্ছিল একটা হাইব্রিড সেপুলচারের মতো– গ্রেকো-রোমান-ইজিপশিয়ান– কালো মার্বেলের মূর্তি, চান্ডেলিয়ার ফায়ার বাওয়েলস, টেউটোনিক ক্রসেস, দ্বি মাথা ওয়ালা ফিনিক্স মেডালিওনস এবং হারমেসের স্কোনসেজের মাথা।

ল্যাংডন ঘুরলো এবং দৌড় লাগালো মার্বেল সোপান শ্রেণীর দিকে যা ছিল অট্রিয়াম থেকে বেশ দূরে।

"*এটা সোজা টেম্পল রুমে প্রবেশ করেছে*" তিনি ফিসফিস করে বললেন।

ল্যাংডন মুখোমুখি হলেন একটা ব্রোঞ্জ মূর্তির সামনে। সেখানে খোদাই করা আছে বিখ্যাত উক্তি–

WHAT WE HAVE DONE FOR OTHERS AND THE WORLD REMAINS AND IS IMMORTAL.

মাল'আখ টেম্পলরুমের পরিবেশে জ্ঞান ফিরে পেল। পিটার সলোমন একটা বেসজার মাল'আখের উপর ফেললেন।

*হ্যাঁ -- এটাই সময়*

পিটার সলোমন তার হুইলচেয়ার থেকে উঠে দাঁড়িয়ে পড়লেন, বেদীর দিকে তাকিয়ে চাকুটা আঁকড়ে ধরলেন।

"ক্যাথরিনকে রক্ষা কর।" মাল'আক চিৎকার করে বলে উঠলো। এবং পরিশেষে নিজেই শুয়ে পড়লো।" তোমার যা করার তাই কর।"

যেন দু:স্বপ্নের মাঝ দিয়ে কাটছিল, পিটার কয়েক ইঞ্চি এগিয়ে এলেন। মাল'আখ চিৎ হয়ে শুয়ে আছে, তার চোখ চাঁদের দিকে নিবদ্ধ। কেমন করে মরতে হয় এটা গোপন বিষয়। এই মুহূর্ত কখনো সঠিক হতে পারে না

*Adorned with the Lost Word of the ages, I offer myself by the left hand of my father.*

মাল'আখ দীর্ঘনি:শ্বাস ফেললো।

*আমাকে তুলে নাও, দানবরা, আমার শরীর তোমাদের জন্য উৎসর্গ করছি।*

মাল'আখের উপর দাঁড়িয়ে পিটার কাঁপতে ছিলেন। তার চোখ ভেজা, হতাশা, সিদ্ধান্তহীনতা, উদ্বেগ তার চোখে মুখে। তিনি শেষবারের মতো মোডেম এবং ল্যাপটপের দিকে গেলেন।

BanglaBook.org

"পছন্দ কর," মাল'আখ ফিসফিস করে বললো। "আমাকে মুক্তি দাও আমার শরীর থেকে ঈশ্বর এটাই চান। তুমি চাও এটা।"

সে তার হাত দুটো দু'পাশে ছড়িয়ে দিল। তার বুক সামনের দিকে তার চমৎকার দু'মাথাওয়ালা ফিনিক্স দৃষ্ট হচ্ছে। *আমাকে সাহায্য কর আমার দেহটা ঢাকতে যা আমার আত্মাটাকে ঢেকে দেবে।*

পিটারের অশ্রুসিক্ত চোখদুটোকে মনে হলো মাল'আখের দিকে এখন তাকিয়ে আছে, এমনকী নিজের দিকে না তাকিয়ে। "আমি তোমার মাকে হত্যা করেছি!" মাল'আখ ফিসফিস করে বললো।" আমি ল্যাংডনকে হত্যা করেছি! আমি তোমার বোনকে হত্যা করেছি। আমি তোমার ভ্রাতৃবোধকে হত্যা করেছি। এখন তুমি কী করতে চাও?"

পিটার সলোমন এখন দুঃখ আর অনুশোচনায় ভুগছেন। তিনি তার মাথাটা পিছনে ফেরালেন এবং উদ্বেগের সাথে তিনি চাকুখানা তুলে নিলেন।

রবার্ট ল্যাংডন এবং এজেন্ট সিমকিনস নিঃশব্দে টেম্পল রুমের দরজাগুলোর বাইরে হাজির হলেন। পিটারের কণ্ঠস্বর শোনা গেল। ল্যাংডন নিশ্চিত হলেন। পিটারের চিৎকারটা পুরোমাত্রায় চিন্তার বিষয়।

*আমার খুব দেরি হয়ে গেছে!*

সিমকিনস এর কথায় কান না দিয়ে ল্যাংডন দরজাগুলো টেনে খুলে ফেললেন। তবে সামনে ভয়ঙ্কর দৃশ্য দেখে তিনি ভয় পেয়ে গেলেন। নিষ্প্রভ আলোর চেম্বার কেন্দ্রস্থলে বেদীর উপর একটা ছায়ামূর্তি। লোকের ছায়ামূর্তি দাঁড়িয়ে। কালো ঢিলা পোশাক গায়ে এবং হাতে একটা ধারালো চাকু।

ল্যাংডন নড়াচড়া করার আগে লোকটা চাকুটা নামালো এবং বেদীটায় শুয়ে পড়লো।

*মাল'আখ তার চোখ দুটো বন্ধ করলেন।*

*খুবই সুন্দর। খুব সঠিক*

একেডাহ নাইফের পুরনো ব্লেডটা চাঁদের আলোয় চকচক করতে লাগলো। চাকুটা নামান মাত্র তার হত্যাকারীর চিৎকার ধ্বনিত হলো।

*আমি রক্তের প্রবাহ সৃষ্টি এবং পিতামাতার চোখের জল ঝরাতে অভ্যস্ত ছিলাম*

আর মাল'আখ তার মহৎ কাজের কথা সগর্বে উচ্চারণ করলো। তার বিদায়ের মুহূর্ত সমাগত হলো।

সত্যি কথা বলতে তার মাঝে কোন ব্যথার অভিব্যক্তি নেই।

তার শরীরে বজ্রপাতের মতো কম্পন দেখা দিল। রুমটা নড়ছে, উপর থেকে একটা সাদা উজ্জ্বল আলো এসে পড়লো। স্বর্গলোকে গর্জন হতে থাকলো।

মাল'আখ জানতো এটা ঘটবে।

BanglaBook.org

ল্যাংডনের স্মরণ ছিল না বেদীর দিকে দৃষ্টি দেবার কারণ হেলিকপ্টার উপরে উপস্থিত হয়েছিল। তিনি তার হাত দুটো মেলে দেবার কথাও মনে করতে পারেন নি। কালো ডিলা কাপড় পরা লোকটার দিকে পুনরায় নাইফটা নিচু করলো।

তাদের শরীরে শরীর গুঁতো লাগলো। ল্যাংডন বেদীর উপর আলোর রেখা দেখতে পেল। তিনি মনে করলেন বেদীর উপর পিটার সলোমনের দেহটা পরে আছে। কিন্তু আলোতে তিনি খোলা বুক দেখতে পেলেন, কোথাও রক্ত নেই। শুধুমাত্র উল্কি আঁকা কাপড়চোপড়। তার পাশে ভাঙ্গা চাকুটা পড়ে আছে।

তিনি এবং লোকটা শক্ত পাথরের উপরে, ল্যাংডন দেখলেন লোকটার ডান হাতে একটা ব্যান্ডেজ। তিনি এটা বুঝতে পেরে খুশি হলেন যে তিনি পিটার সলোমনকে রক্ষা করতে পেরেছেন।

হেলিকপ্টারের সার্চলাইট উপর থেকে বেদীর উপর পড়লো। হেলিকপ্টারের গ্লাসের ভিতর থেকে দেখা গেল অদ্ভুত ধরণের গান সংযুক্ত রয়েছে তাতে। আলো এসে পড়লো ল্যাংডন ও সলোমনের উপর।

না!

উপর থেকে গান ফায়ার হলো না- শুধুমাত্র হেলিকপ্টারের শব্দ শোনা গেল।

ল্যাংডন এখন কিছুই অনুভব করছিল না। তার পিছনে পিগস্কিনের চেয়ার; ল্যাপটপ থেকে অদ্ভুত শব্দ আসছিল। হঠাৎ করে স্ক্রিন কালো হয়ে গেল। সৌভাগ্যক্রমে শেষ ম্যাসেজটা পরিষ্কার দেখা গিয়েছিল।

দ্বিতীয় ম্যাসেজ ১০০% সম্পূর্ণ

*টেনে তোল! গোল্লাই গেছে! তোল!*

দ্য UH-60 পাইলট তার রোটোরগুলোকে ওভার ড্রাইভ করালেন। তিনি জানতেন যে ছয় হাজার পাউন্ড ডিফট ফোর্স কাজ করছিল। *তোল! এখন!* আলো ছিটকে পড়ছিল হেলিকপ্টার থেকে।

স্বর্গ থেকে তারা যমে পড়ছিল।

মাল'আখ সাদা উজ্জ্বল আলোর দিকে তাকিয়ে থাকলো আর দেখলো একটা আলো তার দিকে ধেয়ে আসছে।

হঠাৎ করে ব্যথা দেখা দিল

সর্বত্র

নরম মাংসে খুরের ধারের মতো চাকুগুলো বিদ্ধ হয়েছিল। তার শরীরটা তৎক্ষণাৎ শক্ত করে বেঁধে ফেলা হলো। তারপর গাড়ীতে উঠালো।

BanglaBook.org

রক্তে মুখটা ভরে গেলে চিৎকার করে উঠলো। তার শরীরটা ব্যথায় কুকড়ে গেল। উপর থেকে সাদা আলো এসে পড়লো। যেন ম্যাজিকের মতো। সন্দেহ হলো তার মাথার উপর একটা হেলিকপ্টার। টেম্পল রুমের মধ্যে শীতলতা নেমে এলো। মাল'আখ ঠান্ডায় জমে যাবার অবস্থা হলো। রুমের মধ্যে ধূপের গন্ধ ছড়িয়ে গেল।

মাল'আখ তার মাথা ঘুরালো এবং দেখতে পেল তার পাশে চাকুটা ভাঙ্গা অবস্থায় পড়ে আছে। বেদীটার উপরে একটা কম্বল। এর পরও আমি সবকিছু করতে পারি। পিটার সলোমন চাকুটাকে এ অবস্থা করেছে। সে রক্তপাত করতে ব্যর্থ হয়েছে।

আতঙ্কের মধ্যেও মাল'আখ এর মাথাটা উঁচু করলো। তার নিজের শরীরটাকে মেলে দিল। এবার তার দেহ ব্যথায় কুকড়ে উঠলো। তার দেহ থেকে এবার রক্তপাত হতে লাগলো।

মাল'আখ তার মাথাটা গ্রানাইট বেদীর উপর রাখলো এবং ছাদের খোলা জায়গার দিকে তাকালো। আলোকিত চন্দ্রালোকে হেলিকপ্টারটি চলে গেল। এখন জায়গাটা নীরব।

মাল'আখ হা করে নিঃশ্বাস নিতে লাগলো- একমাত্র বড় বেদীটার মূল্য।

# ১২২
# অধ্যায়

কোনভাবে গোপনে মরতে হয়

মাল'আখ জানতো সব ভুল। কোন উজ্জ্বল আলো ছিল না। কোন অবাক করা অভ্যর্থনা। শুধু আঁধার এবং অসম্ভব ব্যথা। তার চোখ দুটোতেও ব্যথা, সে কিছুই দেখতে পারছিল না- তার বোধশক্তি অটুট ছিল। সেখানে কণ্ঠস্বর শোনা গেল- মানুষের- ল্যাংডনের- কণ্ঠস্বর। এটা কেমন হতে পারে?

"সে ভাল আছে," ল্যাংডন বললেন, "ক্যাথরিন ভাল আছে। পিটার, তোমার বোন ভাল আছে।"

না, মাল'আখ ভাবলেন *ক্যাথরিন মারা গেছে। অবশ্যই মারা গেছে।* মাল'আখ চোখে দেখতে পারছিল না, সে আর দেখতে পারে ভাল বলা যায় না। কিন্তু সে দূরে হেলিকপ্টারের শব্দ শুনতে পাচ্ছিল।

টেম্পল রুমে নীরবতা নেমে এলো। মাল'আখ নির্জনতার মাঝেও উপলব্ধি করতে লাগলো পৃথীতে চিরদিন ছন্দময়তা বিরাজ করে না।--- সমুদ্রের স্বাভাবিক ঢেউ ছন্দময়তা হারায় ঝড় উঠলে।

*চাও অ্যাব অরডো*

BanglaBook.org

অপবিত্রিত স্বর এখন চারদিকে, জরুরী ভাবে ল্যাংডনের সাথে ল্যাপটপ ও ভিডিও ফাইলের কথা বলছে। এটা খুবই দেরি হয়ে গেছে মাল'আখ জানতো। *ক্ষতি যা হবার হয়ে গেছে।* এখন ভিডিও বিস্তার ঘটছিল দুনিয়ার প্রত্যেক কোণায় বনের আগুনের মতো। ভবিষ্যতের ভ্রাতৃত্ববোধ ধ্বংস করে ফেলেছি। *জ্ঞানের বিস্তারও বাধাগ্রস্থ হয়েছে সবচেয়ে বেশি।* মানবজাতির অজ্ঞতা কলহ আর গন্ডগোলের সূত্রপাত। দুনিয়ার আলোর অনুপস্থিত, চারদিকে শুধুই আঁধার আর আঁধার। যার জন্য মাল'আখ অপেক্ষায় ছিল।

*আমি বড় কাজ করেছি, আর আমি শীঘ্রই রাজা হিসাবে অভিসিক্ত হবোই।*

মাল'আখের জ্ঞান ফিরলো সে বুঝতে পারলো নির্জনতার মাঝে সে একা অবস্থান করছে। সে সবকিছু বুঝতে পারলো। সে পবিত্র তেলের গন্ধ পেল। সে তার বাবাকে এই তেল মাখাতো।

"আমি জানি না তুমি আমার কথা শুনতে পাচ্ছ কিনা," পিটার সলোমন তার কানে ফিস ফিস করে বললেন। "আমি কিন্তু তোমাকে কিছু জানাতে চাই।" সে একটা আঙুল দিয়ে মাল'আখের খুলিতে টোকা মারলেন। "তুমি এখানে কী লিখছিলে--" তিনি থামলেন। "এটাই শেষ শব্দ নয়।"

অবশ্যই *'এটা লস্ট ওয়ার্ড নয়,* মাল'আখ ভাবলেন। *তুমি আমাকে সন্দেহ প্রবণ করে তুলছ।*

লেজেন্ড অনুসারে, লস্ট ওয়ার্ড লিখিত হয়েছিল অতি প্রাচীন আরকেন ভাষায় যে মানবজাতিই সব কিন্তু মানুষ তা পড়তে ভুলে গেল। এই রহস্যজনক ভাষাই ছিল প্রাচীনতম ভাষা এই পৃথিবীতে।

*সিম্বোলের ভাষা*

সিম্বোলোজি শব্দে একটি সিম্বোল ছিল যা সর্বপরি অন্যান্যদেরকে একাধিপতিত্ব করেছিল। সবচেয়ে প্রাচীন এবং সবচেয়ে চিরন্তন, এই সিম্বোল একটা সহজ সরল ইমেজে সমস্ত প্রাচীন ঐতিহ্যকে সংরক্ষণ করতো। যা মিশরীয় সূর্যদেবতা, আলকেমিক্যাল স্বর্ণের সৃষ্টি, ফিলসোফার'স স্টোন, রোসিক্রুসিয়ান রোজ এর বিশুদ্ধতা, সৃষ্টির মুহূর্ত, সমস্ত কিছু অ্যাসট্রোলজিক্যাল সূর্যের দ্বারা, নিয়ন্ত্রিত হয়।

দ্য সারকাম পাংকট, দ্য সিম্বোল অব দি সোর্স, দ্য অরিজিন।

কয়েক মুহূর্ত আগে পিটার এসব কথাগুলো বললেন। মাল'আখ প্রথম দিকে সন্দেহ প্রবণ ছিল, কিন্তু সে আবার গ্রিডের দিকে তাকিয়ে বুঝতে পারলো যে পিরামিডের ইমেজ সরাসরি সারকা পাংকটের সিম্বোলের প্রতি শুধুমাত্র নির্দেশ করছে- একটা বৃত্ত, আর তার কেন্দ্রে একটা বিন্দু। ম্যাসোনিক পিরামিড হচ্ছে একটা ম্যাপ, সে ভাবলো, উপকথার কাহিনী স্মরণ করলো, যা লস্ট ওয়ার্ডকে নির্দেশ করে। মনে হলো তার পিতা মোটের উপর সত্যি কথাই বলেছিল।

*সমস্ত বড় সত্যগুলো সহজ*

দ্য লস্ট ওয়ার্ড একটা শব্দ নয়- এটা হচ্ছে একটা সিম্বোল।

BanglaBook.org

আগ্রহ ভরেই মাল'আখ তার মাথায় খুলিতে সারকামপুরকটের সিম্বোল এঁকেছিল। এটা করতে গিয়ে, সে একটা ক্ষমতা ও সন্তুষ্টি লাভ করেছিল। আমার মাস্টার পিস এবং আমার কর্ম সম্পূর্ণ। আঁধারের শক্তি এখন তার জন্য অপেক্ষা করছিল। সে এ কাজের জন্য পুরস্কৃত হবার কথা ছিল। তাঁর এই মুহূর্তটা গৌরবময় হবার কথাও ছিল।

শেষত, প্রত্যেকটা জিনিস ভয়ঙ্করভাবে ভুল বলে প্রতিপন্ন হয়েছিল।

তখন পর্যন্ত পিটার পিছনে লেগে ছিল; তার শব্দগুলো বলায় মাল'আখ অতলে তলিয়ে যাচ্ছিল। "আমি তোমাকে মিথ্যা বলেছিলাম" সে বলেছিল। "তুমি আমাকে পছন্দ করনি। যদি আমি সত্যি করে লস্ট ওয়ার্ড প্রকাশ করতাম, তা হলেও তুমি আমাকে বিশ্বাস করতে না, কিংবা বুঝতেও পারতে না।

দ্য লস্ট ওয়ার্ড হচ্ছে– সারকামপাংট কি?"

"সত্যিটা হচ্ছে," পিটার বললেন, "দ্য লস্ট ওয়ার্ড সবারই জানা-- কিন্তু কমজনই বুঝতে পারে।"

শব্দগুলো মাল'আখের মনে প্রতিধ্বনিত হলো।

"তুমি অসম্পূর্ণ আছ," পিটার বললেন, নম্রভাবে তার হাতের তালু মাল'আখের মাথায় রাখলেন। "তোমার কাজ এখনো শেষ হয়নি। তুমি যেখানেই যাও না কেন অনুগ্রহ করে এটা– তুমি ভালবাসা পেয়েছিলে।"

কয়েকটা কারণের জন্য তার পিতার হাতের কোমল স্পর্শ সে অনুভব করলো। মাল'আখের শরীরের মধ্যে রাসায়নিক বিশক্রিয়া শুরু হলো। তার শরীরে কোষ তরঙ্গ প্রবাহিত হতে থাকলো। তার শরীরের প্রত্যেকটা সেল যেন মিলিয়ে যাবার উপক্রম হলো।

একটা উদাহরণ, তার সব রকমের পার্থিব ব্যথা দূর হয়ে গেল।

পরিবর্তন। এটা ঘটছিল।

*আমি আমার নিজের দিকে তাকিয়ে আছি। পবিত্র গ্রানাইটের গ্লাসের উপর রক্তাক্ত মাংসের ছড়াছড়ি। আমার বাবা আমার হাটুগেড়ে বসে, তার একহাত দিয়ে আমার প্রাণহীন মাথাটা ধরলো।*

*আমি অনুভব করি চরম ক্রোধ ---- এবং বিভ্রান্তির মাঝে ছিলাম। -- এবং তবুও যে পর্যন্ত আমার পিতা নত হতে অস্বীকার করবে, তার ভূমিকা পালন করতে রাজি না হয়, তার ব্যথা এবং ক্রোধ বয়ে যায় নাটকের ব্লেড এবং আমার হৃদয়ের ভিতর দিয়ে।*

BanglaBook.org

*আমি এখানে ফাঁদে আটকা পড়ে আছি– আমার পার্থিব খোলস ক্ষত বিক্ষত।*

*আমার পিতা তার হাতের নরম তালু আমার মুখে বুলিয়ে দিল আমার ফ্যাকাসে চোখে মুখে। আমি স্বস্তি বোধ করছি।*

*আমার চারপাশে পর্দা, নিস্প্রভ আলো আমার দৃষ্টি থেকে আড়াল করে রেখেছে। হঠাৎ করে সময় অতিক্রান্ত হচ্ছে এবং আমি আমার কল্পনার বাইরে অন্ধকারে ডুবে যাচ্ছি। এখানে মহাশূন্যের মাঝে, আমি ফিসফিসানি শুনছি– আমার মাঝে সংরক্ষিত শক্তির বোধের জন্য হচ্ছে। এটা শক্তিশালী হচ্ছে, আমাকে ঘিরে একটা গতিশীলতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। গভির আঁধার জেটে যাচ্ছে।*

*এখানে একা নেই*

*এটা আমার বিজয়, আমার জাকজমকপূর্ণ অভ্যর্থনা। তবুও কয়েকটি কারণে আমি পরিপূর্ণ না, সীমাহীন ভয়ের মাঝে আছি।*

*এটা আমার প্রত্যাশা নয়।*

*আমি সমস্ত তমসাচ্ছন্ন আত্মাগুলোকে মোকাবিলা করছি সেই সব আত্মা যা আগে গত হয়েছে।*

আমি আতঙ্কে চিৎকার করছি– অন্ধকার আমাকে গিলে খেতে যাচ্ছে।

# ১২৩
# অধ্যায়

ন্যাশনাল ক্যাথেড্রালের ভিতরে, ডিন গ্যালোওয়ে শূন্যে এক অদ্ভুত পরিবর্তনের আভাস পেলেন। তিনি নিশ্চিত ছিলেন না কেন, কিন্তু তিনি অনুভব করলেন যেন একটা ভৌতিক ছায়া অদৃশ্য হয়ে গেল। যেন এক ভার নেমে গেল– বেশ দূরে।

একা তার ডেস্কে, তিনি গভীর চিন্তায় মগ্ন। তিনি নিশ্চিত ছিলেন না কত মিনিট অতিক্রম করেছেন তার ফোন বাজার পর। তিনি ছিলেন ওয়ারেন বেল্লামী।

'পিটার জীবিত,' তার ম্যাসোনিক ভাই বললো, "আমি খবর জানতে পেরেছি। আমি জানতাম আপনি এটা এখনই জানতে চাইবেন। তিনি ভাল হয়ে উঠছেন।"

"ঈশ্বরকে ধন্যবাদ।" গ্যালোওয়ে বললেন "তিনি এখন কোথায়?"

গ্যালোওয়ে শুনলেন বেল্লামী সম্বন্ধে অন্য ধরনের গল্প তারা ক্যাথেড্রাল কলেজ ত্যাগ করার পর।

"কিন্তু আপনারা সবাই ভাল আছেন।"

BanglaBook.org

"হ্যাঁ, বেল্লামী বললেন। "একটা ব্যাপার আছে, ভেবে দেখলাম" তিনি এ কথা বলে থামলেন।

"হ্যাঁ?"

"ম্যাসোনিক পিরামিড--- আমি মনে করি ল্যাংডন এর সমাধান করে ফেলেছেন।"

গ্যালোওয়ে মুচকি হাসলো। তার মাঝে কোন প্রকার বিস্মিয়কর চিহ্ন দেখা গেল না।" আমাকে বলুন ল্যাংডন কি আবিষ্কার করেছেন নাকি তার প্রতিজ্ঞা রক্ষা করতে পারেন নি?

না পারলে ল্যাংডন কি দাবী করেন যে তিনি এটা করতে পারবেন?"

"আমি তা এখনো জানিনা।"

"গ্যালোওয়ে বললো। "আপনার বিশ্রাম নেওয়া দরকার।

"তোমারও।" "না, *আমার প্রয়োজন প্রার্থনা করা*।"

# ১২৪
# অধ্যায়

যখন এলিভেটরের দরজা খুললো, টেম্পল রুমের আলোগুলো সবই জ্বলছিল।

ক্যাথরিন সলোমনের পা দু'খানায় তখনো অনুভূত হচ্ছিল রবারের অস্তিত্ব। তিনি তার ভাইকে খুঁজতে লাগলেন। প্রকান্ড চেম্বারের বাতাস ঠান্ডা এবং ধূপের গন্ধে ভরা ছিল। দৃশ্যটা তাকে স্বস্তি দিল তিনি তার চলার পথে থামলেন।

চমৎকার রুমটার কেন্দ্রস্থলে একটা নিচু পাথরের বেদীর উপর একটা রক্তাক্ত উল্কি আঁকা মৃতদেহ শায়িত রয়েছে। ভাঙ্গা কাঁচের টুকরোগুলো দ্বারা ছিদ্র ছিদ্র করা একটা দেহ। উপরের দিকে সিলিংএ একটা খোলা ছিদ্র স্বর্গের পানে।

হায় ঈশ্বর। ক্যাথরিন তৎক্ষণাৎ দূরে তাকালেন। তার চোখ দুটো পিটার খুঁজছিল। তিনি দেখতে পেলেন তার ভাই রুমটার অন্যদিকে বসে ল্যাংডন এবং ডিরেকটর সাটোর সাথে কথা বলছিলেন।

"পিটার" ক্যাথরিন দৌড়ে গিয়ে পিটার বলে ডাক দিলেন।

তার ভাই উপরের দিকে তাকালেন, তার অভিব্যক্তির মাঝে স্বস্তির অনুষঙ্গ। তৎক্ষণাৎ তিনি দাঁড়িয়ে পড়ে তার দিকে এগিয়ে গেলেন। তার গায়ে একটা সাধারণ সার্ট আর পরনে কালো ঢিলা পাজামা, সম্ভবত নিচের তলায় তার অফিস থেকে তার জন্য কেউ হয়ত ওইগুলো এনে দিয়েছিল। তার ডান হাতটাতে একটা পট্টি বাধা। তার আলতো আলিঙ্গন ছিল বিব্রতকর। ক্যাথরিন কিন্তু সামান্যই লক্ষ করলেন। তার চারপাশের একটা অতিপরিচিত স্বস্তিকর অনুষঙ্গ, তার মাঝে রেশমগুটির মতো একটা গুটানো ভাব, যা তার শৈশবকালে তার মাঝে বিরাজ করতো। তার বড় ভাই তাকে আলিঙ্গন করলেন।

BanglaBook.org

তারা পরস্পর নীরব থাকলেন।

পরিশেষে ক্যাথরিন ফিস ফিস করে বললেন, "আপনি কি ভাল আছেন? আমি বুঝাতে চাচ্ছি- সত্যি সত্যি?" সে তাকে মুক্তি দিলেন। নিচের দিকে চোখ পড়তেই তার হাতে পট্টি ও ব্যান্ডেজটা দৃষ্টি গোচর হলো।

তার চোখ দুটো অশ্রুসিক্ত হয়ে উঠলো। "আমি খুবই দু:খিত।"

পিটার গাঢ় উঁচু করলেন যেন কিছুই ঘটেনি এমন একটা ভাব দেখিয়ে "*নশ্বর রক্ত মাংসের শরীর। অস্তিত্ব চিরকাল থাকে না গুরুত্বপূর্ণ জিনিস হচ্ছে তুমি ভাল আছ।*"

পিটারের সহৃদয় উত্তরে তার আবেগ অনুভূতি ছিন্ন ভিন্ন হয়ে গেল, এসব কারণেই তিনি তার ভাইকে ভালবাসতেন। ক্যাথরিন তার ভাইয়ের মাথায় একটা টোকা দিলেন আর অনুভব করলেন পরিবারের অবিচ্ছিন্ন আবেগ অনুভূতিকে---- তাদের ধমনীতে একই রক্ত প্রবাহিত হচ্ছিল।

মর্মান্তিকভাবে, ক্যাথরিন জানতেন আজ রাতে সেখানে একজন তৃতীয় সলোমন উপস্থিত ছিলেন।

বেদীর উপরের মৃতদেহের দিকে ক্যাথরিনের চোখ পড়লো এবং তিনি প্রগারভাবে চেষ্টা করলেন যে ছবিগুলো দেখেছিলেন তা তার মনের পর্দা থেকে মুছে ফেলতে।

ক্যাথরিন দূরে তাকালেন, তার চোখদুটো তখন রবার্ট ল্যাংডনকে খুঁজতে থাকলো। সেখানটাতে প্রগাঢ় উপলব্ধিবোধ বিরাজ করছিল ল্যাংডন যে কোন উপায়ে জানতেন প্রকৃতপক্ষে ক্যাথরিন কী ভাবছিলেন। পিটার জানেন। হালকা আবেগ ক্যাথরিনকে আঁকড়ে ধরেছে- স্বস্তি, সহানুভূতি, হতাশা। সে অনুভব করলো তার ভাইয়ের শরীরটা একটা শিশুর শরীরের মতো কাঁপতে শুরু করেছে। ক্যাথরিন সারা জীবনে কখনো সাক্ষী ছিলেন না এ ধরনের ঘটনার।

"এ সব কথা ছেড়ে দিন" ক্যাথরিন ফিসফিস করে বললেন, সব ভালই আছে, ওইসব কথা বাদ দিন।"

পিটার আরো বেশি মাত্রায় কাঁপতে লাগলেন।

ক্যাথেরিন তাকে ধরলেন এবং তার মাথার পিছন দিকে টোকা দিলেন।

"পিটার, আপনি *সব সময়* মনবল শক্ত রাখবেন --- আপনি *সদাসর্বদা* আমার জন্য সেখানে থাকবেন। আমি এখানে আপনার জন্যই আছি। সব ঠিক আছে। আমি এখানে ভাল আছি।"

ক্যাথরিন তার ভাইয়ের মাথাটা তার নিজের কাঁধের উপর রাখলেন--- দ্য গ্রেট পিটার সলোমন অসাঢ় হয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকলেন।

BanglaBook.org

ডিরেকটর সাটো একটা ফোনের কল ধরতে এগিয়ে গেলেন।

নোলা কায়ে। তার খবর ভাল।

"এখন পর্যন্ত বিতরণের কোন চিহ্ন নেই," তিনি আশান্বিতভাবে বললেন, "আমার বিশ্বাস আছে আমরা এখনই কিছু একটা দেখতে পাব। আপনি যেটা ধারণ করেছিলেন এটা তারই মত।"

*আপনাকে ধন্যবাদ নোলা,* ল্যাপটপের দিকে একনজর তাকিয়ে গ্যাটো ভাবলেন ল্যাংডন ল্যাপটপে চোখ রেখেছিলেন। *একটা অতি ঘনিষ্ঠ কল*

নোলার প্রস্তাবে, এজেন্টটি ম্যানসনে তল্লাশি চালাচ্ছিলেন, চেক করলেন আবর্জনার স্তূপগুলো, আর নতুন কেনা সেলুলার মডেম। সঠিক মডেল নম্বরের সাহায্যে নোলা মন্দির থেকে তিনটি ব্লকে ক্রস রেফারেন্স করতে সমর্থ হলেন।

নোলা তাড়াতাড়ি স্যাটোকে তথ্য জানালেন হেলিকপ্টারে গিয়ে। হাউস অব টেম্পলের দিকে নিকটবর্তী হয়ে পাইলট হেলিকপ্টারটিকে নিচু দিয়ে উড়ে গেল এবং ব্লাস্ট অব দি ইলেকট্রোম্যাগনেটিক র‍্যাডিয়েশনের মাধ্যমে কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে এটা ধাক্কা দিল অব লাইনে ল্যাপটপ তার কাজ শেষ করার আগেই।

"আজরাতে বড় কাজ" সাটো বললেন, "এখন একটা ঘুম দিয়ে নেওয়া যেতে পারে। আপনি সফল হয়েছেন।"

"আপনাকে ধন্যবাদ, ম্যাডাম' নোলা ইতস্তত করে বললেন।

"সেখানে আর কিছু আছে নাকি?"

নোলা দীর্ঘ সময় নীরব থাকলেন, কথা বলবে কী বলবে না ভেবে শেষ তিনি বললেন, "সকাল পর্যন্ত এমন কিছু তথ্য নেই, ম্যাডাম। শুভ রাত।"

BanglaBook.org

## ১২৫
## অধ্যায়

হাউস অব দ্য টেম্পলের গ্রাউন্ড ফ্লোরের সুন্দর বাথরুমে নীরবতা বিরাজ করছিল। রবার্ট ল্যাংডন একটা টাইল ওয়ালা পাত্রের গরম পাত্রের মাঝে হাটতে দেখা গেল, তার চোখ আয়নার দিকে নিবদ্ধ। এমনকী আলোও ছিল নিস্প্রভ। তাকে দেখাচ্ছিল–

তার ডেব্যাগ তিনি আবার কাঁধে নিলেন। এখন প্রচুর আলো– তার ডেব্যাগটা শূন্য তার ব্যক্তিগত কয়েকটা জিনিসপত্র এবং ভাজ করা লেকচার নোটসমূহ। তাকে চাপা হাসি হাসতে হলো। তার মকর ডি.সিতে আজ রাতে তাকে একটা লেকচার দিতে হবে যাতে অংশ নেবার জন্য তাকে পূর্ব প্রস্তুতি নেবার জন্য কঠিন পরিশ্রম করতে হয়েছে।

যদিও ঘটনাটা এমন তবুও ল্যাংডন অনেক অনেক কৃতজ্ঞ ছিলেন।

*পিটার জীবিত আছেন।*

*আর ভিডিওটা ধারণকৃত ছিল।*

ল্যাংডন তার মুখে গরম পানির ঝাপটা দিলেন, তিনি ধীরে ধীরে অনুভব করলেন তিনি জীবন ফিরে পাচ্ছেন। প্রত্যেক জিনিস তখনো ঝাপসা ছিল, তার শরীরের আড্রেলিন পরিশেষে অপচয় হয়েছিল– আর তিনি আবার ভাল অনুভব করছেন। তার হাত শুকানোর পর, তিনি তার মিকি মাউস ওয়াচ চেক করলেন। হায় ঈশ্বর, দেরি হয়ে যাচ্ছে।

ল্যাংডন বাথরুম থেকে বের হলেন এবং দ্য হল অব অনারের বাঁকানো পথ ধরে এগিয়ে গেলেন– দ্য হল অব অনারে ইউ এস প্রেসিডেন্ট, ফিলান্থ্রোপিস্ট, লুমিনারিস এবং প্রভাবশালী আমেরিকানদের প্রতিকৃতি শোভা পাচ্ছে। তিনি হ্যারি ট্রুম্যানের ওয়েল পেন্টিং সামনে থামলেন।

*আমরা সবাই একজনকে দেখি তার পিছনে একটা গোপন দুনিয়া আছে। আমাদের সবার জন্য*

"আপনি পিছলিয়ে পড়লেন," একটা কণ্ঠস্বর হলের নিচে থেকে ভেসে এলো।

ল্যাংডন ঘুরলেন।

তিনি হলেন ক্যাথরিন। তিনি আজ রাতে নরকের ভিতরে ছিলেন, তবুও তাকে দীপ্তিময়ী মনে হলো।– যে কোন ভাবে নবযৌবনা হলেন।

ল্যাংডন কষ্টকর হাসি হাসলেন। "তিনি কি কেমন করছিলেন?"

ক্যাথরিন হেঁটে এগিয়ে এলেন এবং তাকে উষ্ণ আলিঙ্গনে সিক্ত করলেন। "কেমন ভাবে আমি আপনাকে ধন্যবাদ জানাতে পারি?"

ল্যাংডন হেসে উঠলেন। "তুমি জান আমি কোন কিছু করি নাই, ঠিক তো?"

ক্যাথরিন তাকে অনেকক্ষণ যাবত আলিঙ্গনাবদ্ধ হয়ে থাকলেন।

"পিটার ভাল হয়ে উঠছে--?" ক্যাথরিন সরে গিয়ে ল্যাংডনের চোখ দুটোর দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকলেন।

"আর সে আমাকে অবিশ্বাস্য কিছু বলেছিলেন– কিন্তু বিস্ময়কর ব্যাপার।" ক্যাথরিনের গলার স্বর কাঁপছিল।

"আমার নিজেরই যাওয়া প্রয়োজন। আমি এক মুহূর্তের মধ্যে ফিরে আসবই।"

BanglaBook.org

"কী? তুমি কোথায় যাচ্ছ?"

"আমি বেশি সময়ের জন্য যাচ্ছি না। পিটার আপনার সাথে কথা বলতে চায়। সে লাইব্রেরিতে অপেক্ষা করছে।"

"সে কি বলেছে কেন?"

ক্যাথরিন চাপা হাসি হাসলো এবং তার মাথা নাড়ালো। "আপনি জানেন পিটার এবং তার গোপন বিষয় সমূহের কথা।"

"কিন্তু-"

"আমি একটু পরে আপনার সাথে মিলিত হবো।"

তারপর ক্যাথরিন চলে গেল।

ল্যাংডন দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললেন। তিনি অনুভব করলেন এক রাতের জন্য তার প্রচুর গোপন বিষয় ছিল। উত্তর না পাবার মতো প্রশ্নাবলী ছিল, অবশ্য- তাদের মধ্যে ম্যাসোনিক পিরামিড এবং লস্ট ওয়ার্ড- কিন্তু উত্তরগুলো সম্বন্ধে তার জ্ঞান লাভ করলেন, যদি এমনকী তারা টিকে থাকে তবে তার জন্য নয়। একজন নন ম্যাসোন হিসাবে নয়।

ল্যাংডন ম্যাসোনিক লাইব্রেরির দিকে হাঁটা দিলেন। যখন তিনি সেখানে পৌছালেন, পিটার সারাক্ষণ স্টোন পিরামিড সামনে করে একটা টেবিলের সামনে বসেছিল।

"রবার্ট?" পিটার মুচকি হেসে তাকে ভিতরে যাবার জন্য ইশারা করে বললেন, "আমি একটা ওয়ার্ড পছন্দ করতাম।"

ল্যাংডন দাঁত বের করে হেসে বললেন, "হ্যাঁ, আমি শুনেছি তুমি একটা হারিয়েছ।"

# ১২৬
# অধ্যায়

দ্য হাউস অব দি টেম্পলের লাইব্রেরিটি ছিল ডি.সি এর প্রাচীনতম পাবলিক রিডিং রুম। এখানে দুষ্প্রাপ্য কপি এহিমান রিজন, দ্য সিক্রেটস অব এ প্রিপেয়ার্ড ব্রাদার সহ আড়াই লক্ষ বই আছে। এছাড়া, লাইব্রেরিটিতে মূল্যবান ম্যাসোনিক জুয়েলাস, ধর্মীয় অনুষ্ঠানের এবং এমনকী একটা দুষ্প্রাপ্য ভলুম আছে যা বেনজামিন ফ্রাঙ্কলিনের হাতে ছাপা।

ল্যাংডনের প্রিয় লাইব্রেরি সংগ্রহশালা, যা কম লোকেরই নজরে পড়েছিল।

BanglaBook.org

*বিভ্রম*

সলোমন অনেক কাল আগে তাকে প্রদর্শন করেছিলেন সঠিক সুবিধে জনক অবস্থান থেকে। লাইব্রেরির রিডিং ডেক্স এবং একটা নির্ভুল দৃষ্টি বিভ্রম সৃষ্ট সোনালী টেবিল ল্যাম্প-- যা ছিল একটা পিরামিড এবং সোনালী আলো বিচ্ছুরিত ক্যাপস্টোনের। সলোমন বললেন তিনি সদাসর্বদা বিভ্রমকে বিবেচনা করেন একটা নীরব স্মারক হিসাবে যাতে ফ্রিম্যাসোনরিয় রহস্যসমূহ সঠিকভাবে যে কেউ ও প্রত্যেকের কাছে দৃশ্যমান যদি তাদেরকে দেখা হয় সঠিক দৃষ্টিতে।

যা হোক আজ রাতে, ফ্রিম্যাসোনরির রহস্যসমূহ সামনে এবং কেন্দ্রে বাস্তবে পরিণত হয়েছিল। ল্যাংডন শ্রদ্ধেয় প্রভু পিটার সলোমন এবং ম্যাসোনিক পিরামিডের পিছন দিকে বসে ছিল।

পিটার হাসছিলেন। "রবার্ট আপনি 'ওয়ার্ডটি' সম্বন্ধে বলেন তা একটা লেজেন্ড নয়, এটা একটা বাস্তবতা।"

ল্যাংডন টেবিলের দিকে তাকিয়ে থাকলেন এবং পরিশেষে বললেন, "কিন্তু আমি বুঝতে পারি না। ওইটা কেমন করে সম্ভব?"

"গ্রহণ করা কি খুবই কষ্টকর?"

এটাই সব কিছু! ল্যাংডন বলতে চাইলেন, পুরনো বন্ধুর চোখ দুটোকে লক্ষ করে দেখলেন সাধারণ বোধের কোন ঈঙ্গিত আছে কিনা। "তুমি বলছ তুমি বিশ্বাস কর লস্ট ওয়ার্ড হচ্ছে বাস্তব-- এটাই কি প্রকৃত শক্তি?"

"প্রচন্ড শক্তি" পিটার বললেন। "প্রাচীন রহস্য সমূহকে উন্মুক্ত করণের দ্বারা মানবজাতির পরিবর্তনের ক্ষমতা এর মাঝে আছে।"

"একটা ওয়ার্ড?" ল্যাংডন চেলেঞ্জসূচক প্রশ্ন করলেন।

"পিটার, আমি একটা ওয়ার্ডের কথা বিশ্বাস করতে পারি না-"

"তুমি বিশ্বাস করবে," পিটার শান্তভাবে বললেন। ল্যাংডন নিশ্চুপ হয়ে গেল।

"তুমি যেমন জান," সলোমন দাড়িয়ে পড়ে টেবিলের চারদিকে ঘুরে বলতে শুরু করলেন, "অনেক আগেই ভবিষ্যত বাণী করা হয়েছে যে এমন একটা দিন আসবে যখন লস্ট ওয়ার্ড পুন আবিস্কৃত হবে--

একটা দিন যখন এটা উদঘাটিত হবে-

মানবজাতি আর একবার উদ্দার করবে ভুলে যাওয়া শক্তিকে।"

ল্যাংডন আলোকপাত করলেন পিটারের মহাপ্রলয়ের সম্বন্ধে বক্তৃতার উপর। যদিও অনেক লোক ভ্রান্তভাবে ব্যাখ্যা করেছিলেন এ মহাপ্রলয় পৃথিবীর আকস্মিক পরিসমাপ্তি ঘটাবে, "উদঘাটন" শব্দটি আভিধানিক অর্থে সত্য বলে ঘোষিত হয়েছিল প্রাচীনদের দ্বারা *The Coming age of enlightenment* এ। এমনটা সত্ত্বেও ল্যাংডন কল্পনা করতে পারলেন না এ ধরনের বিশাল পরিবর্তনের কথা- একটা শব্দে।

BanglaBook.org

পিটার স্টোন পিরামিডের দিকে গেলেন, যা বসানো ছিল টেবিলের উপর পাশে একটা গোল্ডেন ক্যাপস্টোন। "দ্য ম্যাসোনিক পিরামিড," তিনি বললেন। "দ্য লেজেন্ডারী সিম্বোল। আজ রাতে এক করা --- এবং সম্পূর্ণ করা হবে।" তিনি ভক্তি সহকারে গোল্ডেন ক্যাপস্টোন উত্তোলন করলেন এবং তা পিরামিডের শীর্ষদেশে স্থাপন করলেন। ভারী সোনার টুকরো আস্তে শব্দ করে যথাস্থানে স্থাপিত হলো।

"আজরাতে, বন্ধু, তোমাকে এমন কাজ করতে হবে যা আগে কখনো করোনি। তোমাকে ম্যাসোনিক পিরামিডকে একত্রিত করতে হবে, তাহলে কোডগুলোর সমস্ত গুপ্ত সংকেত উদ্ধার করা যাবে, এবং পরিশেষে, উন্মোচিত হবে-- এই।"

সলোমন এক খানা কাগজ বের করে তা টেবিলের উপর রাখলেন। ল্যাংডন চিনতে পারলেন সিম্বোলগুলো বর্গজালি যা তিনি আগেই চিনেছিলেন আট ফ্রাঙ্কলিন বর্গের ক্রমকে।

তিনি টেম্পল রুমে এ সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আকারে পড়াশুনা করেছিলেন।

পিটার বললেন, "আমি জানতে কৌতূহলী তুমি সিম্বোলের এই শ্রেণীগুচ্ছকে পড়তে পার কিনা। মোটের উপর, তুমি একজন বিশেষজ্ঞ।"

ল্যাংডন গ্রিড বা বর্গজালির উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করলেন।

*হেরেডম, সারকামপাংকট, পিরামিড, স্টিয়ারকেস*

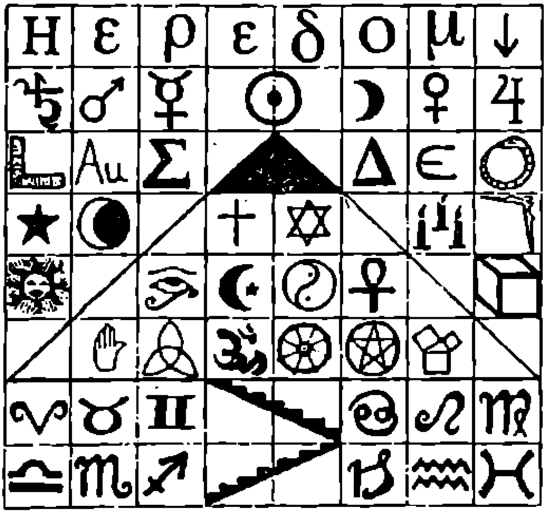


ল্যাংডন দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। "ভাল কথা, পিটার, সম্ভবত তুমি নির্ভর করতে পার, এটা হচ্ছে একটা এলেগোরিক্যাল পিক্টোগ্রাম। পরিষ্কার ভাবে বলতে হয় এর ভাষা মেটাফোরিক্যাল এবং সিম্বোলিক আক্ষরিকের চেয়ে।"

সলোমন চাপা হাসি হেসে বললেন, "একজন সিম্বোলিস্টের কাছে একটা সহজ প্রশ্ন জিজ্ঞেস করি--- ভালকথা, আমাকে বলো তুমি কী দেখছ।"

*পিটার আসলে কি এটাই শুনতে চাচ্ছিলেন?* ল্যাংডন তার দিকে কাগজটা টেনে নিলেন। "ভালকথা, আমি আগে ভাগেই এটা দেখেছিলাম, আর এটার সহজ অর্থগুলো আমি দেখছি যে এই গ্রিড হচ্ছে *একটা ছবি*- বর্ণনা করা হয়েছে স্বর্গ এবং নরক সম্বন্ধে।"

পিটার তার ভ্রুযুগোল সংকুচিত করে বিস্ময় প্রকাশ করে বললেন "ওহ?"

"নিশ্চিত, মূর্তিটার শীর্ষদেশে আমরা *হেরেডম* ওয়ার্ডটা পাব- দি 'হোলি হাউস'- যাকে আমি অর্থ করি হাউস অব গড বলে- কিংবা *স্বর্গ* বলে।"

"বেশ ভাল।"

"হেরেডম উপর নিচের দিকে মুখ করা একটা তীর চিহ্ন যার অর্থ দাঁড়ায় পিক্টোগ্রামের অবশিষ্ট স্পষ্টভাবে অবস্থিত স্বর্গের নিচের রাজ্য - যা হচ্ছে পৃথিবী।"

ল্যাংডনের চোখ দুটো গ্রিডের তলার দিকে নিবদ্ধ ছিল। সবচেয়ে নিচের দু'সারিতে, ওইগুলো পিরামিডের নিচে, যা পৃথিবীটার প্রতিনিধিত্ব করে- টেরাকার্মা- সমস্ত রাজ্য সবচেয়ে নিচে। এই সমস্ত কল্পলোক ধারণ করে আছে বারটি প্রাচীন অ্যাস্ট্রোলজিক্যাল চিহ্ন, যা প্রতিনিধিত্ব করে ওই সমস্ত মানুষের আত্মা সমূহের প্রিমোডিয়াল ধর্মকে যা তাকিয়েছিল স্বর্গাদির পানে এবং দেখেছিল তারকা রাজি ও গ্রহগুলোর গতির মাঝে ঈশ্বরের হাত আছে।"

সলোমন তার চেয়ার কাছে টেনে নিলেন এবং গ্রীড পর্যবেক্ষণ করতে লাগলেন। "ভাল কথা, আর কিছু কী?"

অ্যাস্ট্রোলজির একটা ভিত্তির উপর দ্য গ্রেট পিরামিড জমিন থেকে উঠেছে--- স্বর্গের দিকে প্রসারিত হয়ে--- হারানো জ্ঞানের স্থায়ী সিম্বোল। ইতিহাসের ফিলোসোফিস এবং ধর্মসমূহ- ইজিপসিয়ান, পিথাগোরিয়ান, বুদ্ধিস্ট, হিন্দু, ইসলামিক, জুডিও ক্রিশ্চিয়ান সবই উপরের দিকে বইছে, একত্রিত হচ্ছে, চোঙার মধ্য দিয়ে তাদেরকে চালাচ্ছে পিরামিডের রূপান্তরিত সদর দরজার ভিতর দিয়ে- যেখানে পরিশেষে জোড়া লেগে একত্রিত হয়ে একটা একে পরিণত হয়।" তিনি থামলেন। "একটা মাত্র চিরন্তন চেতনা-- ঈশ্বরের এক আংশিক গ্লোবাল ভিশন-

প্রাচীন সিম্বোলের দ্বারা প্রদর্শিত হয়েছিল যা ঘোরাফেরা করে ক্যাপস্টোনের উপর।"

"সারকামপাংকট," পিটার বললেন। "ঈশ্বরের জন্য একটা বিশ্বজনীন সিম্বোল।"

"ঠিক, ইতিহাসে, দ্য সারকামপাংকট হচ্ছে সমস্ত লোকজনের উদ্দেশ্যে সমস্ত জিনিসপত্র- তা হচ্ছে সূর্য দেবতা রা, আলকেমিক্যাল গোল্ড, সবকিছু দেখে যে চক্ষু, বিগ ব্যাংগের পূর্বে একটা মাত্র বিন্দু, দ্য-"

BanglaBook.org

"বিশ্বজগতের মহান স্থপতি"

ল্যাংডন মাথা নোয়ালেন, এবং বোধ করলেন সম্ভবত একই যুক্তিতর্ক পিটার টেম্পল রুমে দেখিয়েছিলেন সারকামপাংকটের আইডিয়ায় দ্য লস্ট ওয়ার্ড বুঝাতে।

"আরবি চূড়ান্ত ভাবে?" পিটার জিজ্ঞেস করলেন, "সোপান শ্রেণী সম্বন্ধে কী ভাবছ?"

ল্যাংডন পিরামিডের নিচের সোপানগুলোতে রাখা মূর্তিটির দিকে এক নজর তাকালেন।

"পিটার, আমি নিশ্চিত যে কোন লোকের মত তুমিও জান ফ্রিম্যাসোনরির এই শ্রেণী সোপানগুলো প্রতীক হিসাবে পরিচিত– পার্থিব আঁধার আলোর মাঝে নিপাতিত– জ্যাকোবের মই বেয়ে স্বর্গে পৌছানোর মতো– কিংবা মানুষের মেরুদণ্ড যা মানুষের নশ্বর দেহ থেকে মনের ভিতর পর্যন্ত বিস্তৃত।"

তিনি থামলেন। "উদাহরণ হিসাবে বলা যায় সিম্বোলগুলোর অবশিষ্ট অংশটা সম্বন্ধে, তারা স্বর্গীয়, ম্যাসোনিক এবং সাইন্টিফিক এর একটা মিশ্র পদার্থ, হিসাবে হাজির হয়, সবকিছুই প্রাচীন রহস্যাবলীর অন্তর্ভুক্ত।"

সলোমন তার চিবুকে টোকা মারলেন। "একটা সুন্দর ব্যাখ্যা, প্রফেসর। আমি একমত, অবশ্যই, ওই গ্রিড পাঠ করা যেতে পারে এ্যালেগোরি হিসাবে, তবুও---"

তার চোখদুটো প্রসার রহস্যে ভরে উঠলো।

'সিম্বোলগুলোর এই সংগ্রহ অন্য গল্পও বলে। একটা গল্প যা বেশ দূর পর্যন্ত ব্যপ্ত।"

"ওহ?"

সলোমন আবার টেবিলের চারদিকে ঘুরলেন। "আজ রাতের প্রথমদিকে, মন্দিরের ভিতরে আমার মনে হলো, আমি মারা যাচ্ছি, এই গ্রিডের সাথে আমাকে তালাবদ্ধ করা এবং যে কোন ভাবে আমি দেখলাম অতীতের মেটা ফোর, অতীতের এ্যালেগোরি বা রূপক এই সমস্ত সিম্বোলগুলোর অতি গভীরে আমাদেরকে বলছিল।" তিনি থামলেন, ল্যাংডনের দিকে ঘুরে হঠাৎ করে ল্যাংডনের দিকে তাকায়ে বললেন। "এই গ্রিড প্রকৃত অবস্থান সম্বন্ধে কোথায় লস্ট ওয়ার্ড সমাধিস্থ হয়েছিল তা প্রকাশ করছে।"

"আবার এসো?" ল্যাংডন কষ্টে তার চেয়ার স্থানান্তর করলেন, হঠাৎ করে ভয় ধরে গেল সন্ধ্যায় খারাপ ও বিভ্রান্তিকর অবস্থায় পিটার ওখান থেকে চলে আসায়। "রবার্ট, লেজেন্ডে *সদাসর্বদাই* বর্ণিত হয়েছিল যে ম্যাসোনিক পিরামিড একটা ম্যাপ রূপে– একটা খুবই সুনির্দিষ্ট ম্যাপ– একটা ম্যাপ যা লস্ট ওয়ার্ডের গোপন অবস্থানের পথ নির্দেশক হতে পারে।"

BanglaBook.org

সলোমন ল্যাংডনের সামনে সিম্বোলগুলোর গ্রিডে মৃদু আঘাত করলেন।" আমি তোমাকে গ্যারান্টি দিচ্ছি, এই সিম্বোলগুলো লেজেন্ডে যা বলা হয়েছিল তার মত।

ল্যাংডন কষ্টকর একটা হাসি দিলেন, সচেতনতার সাথে বললেন, "যদি আমি ম্যাসোনিক পিরামিডের লেজেন্ড বিশ্বাস করতাম, তবে এই গ্রিড অব সিম্বোলের একটা ম্যাপ তৈরি করা সম্ভব হত না। এটা দেখ, এটাতে একটা ম্যাপের মত কিছুই দেখাচ্ছে না।"

সলোমন মুচকি হাসি হাসলেন, "মাঝেমধ্যে সবকিছুরই একটা ছোট আকার দেওয়া হয় কোন কিছুকে নতুনভাবে প্রচারের মাধ্যমে জনপ্রিয় করার উদ্দেশ্যে।"

ল্যাঙংডন আবার তাকালেন কিন্তু নতুন কিছু দেখলেন না।

"তোমাকে একটা প্রশ্ন করতে পারি" পিটার বললেন।

ম্যাসোনরা কোণার পাথরগুলো স্থাপন করেছিলেন, তুমি কি জান কেন আমরা ওইগুলোকে একটা অট্টালিকার উত্তর পূর্ব কোণায় স্থাপন করলাম?"

"নিশ্চয়ই, কারণ উত্তরপূর্ব কোণে প্রথম প্রভাতে আলো এসে পড়ে এটা স্থাপত্যের সিম্বোলিক গুণ যাতে আলোকিত হয় আগে ভাগে।"

"ঠিক আছে।" পিটার বললেন। "সুতরাং তুমি সেখানে প্রথম আলোর রশ্মির কথা বলছো।" তিনি গ্রিডের কাছে গেলেন।

"উত্তর পূর্ব কোণার দিকে।"

ল্যাংডন তার চোখ দুটো আবার কাগজের পাতায় নিবিষ্ট করলেন, তিনি চোখ রাখলেন উপরের ডান দিকে অথবা উত্তর পূর্ব কোণায়। ওই কোণায় সিম্বোল ছিল

"নিচের দিকে একটা তীর চিহ্ন," ল্যাংডন সলোমনের দিকে তাকিয়ে বললেন। "কোন অর্থ–– হেরেডমের *নিচেয়*'

"না, রবার্ট, নিচেয় নয়।" সলোমন প্রত্যুত্তরে বললেন।

"ভেবে দেখ। এই গ্রিড একটা মেটাফোরিক্যাল গোলক ধাঁধা নয়। এটা একটা ম্যাপ। আর একটা ম্যাপে, একটা নির্দেশক তীর চিহ্ন যা নিচের দিকে দেখাচ্ছে, তার অর্থ–"

"দক্ষিণ" ল্যাংডন তাৎক্ষণিক ভাবে ব্যাখ্যা করলেন।

"সঠিক!" সলোমন প্রত্যুত্তরে বললেন, তিনি উত্তেজিত কণ্ঠে আরো বললেন, "দক্ষিণেই হওয়া উচিত! একটা ম্যাপ নিচের বলতে দক্ষিণই বুঝায়। যাহোক, একটা ম্যাপে *হেরেডম* শব্দটা স্বর্গের জন্য প্রযোজ্য নয়, এটা ছিল একটা ভৌগলিক অবস্থান।"

BanglaBook.org

"হাউস অব দি টেম্পোল? তুমি বলছ এই ম্যাপ নির্দেশ করছে- এই অট্টালিকার দক্ষিণ দিক হওয়াই বাঞ্ছনীয়?"

"ঈশ্বরকে ধণ্যবাদ!" সলোমন হেসে বললেন, "শেষ পর্যন্ত আলো নিচের দিকে যায়।"

ল্যাংডন গ্রিডটা পর্যবেক্ষণ করলেন। "কিন্তু, পিটার----- যদি তুমি সঠিক হও, এই অট্টালিকার দক্ষিণ বুঝাতে দ্রাঘিমার যে কোন স্থান হতে পারত যা চব্বিশ হাজার মাইল লম্বা।"

"না, রবার্ট। তুমি লেজেন্ডকে অবজ্ঞা করছ, যাতে দাবী করা হয় লস্ট ওয়ার্ড প্রথিত করা হয়েছিল ডি সি তে। লেজেন্ডে আরো দাবী করা হয়েছে যে একটা বড় স্টোন শীর্ষদেশে বসানো হয়-- সে স্টোনে খোদাই করা ছিল ম্যাসেজ ছিল, যা একটা প্রাচীন ভাষায় লেখা।- এক ধরনের মার্কার, যাতে এর মূল্য যথাযোগ্য ভাবে দেখা যেতে পারে।"

ল্যাংডন এই বিষয়ে সমস্যায় পড়লেন। তিনি যখন ডি.সি.কে ভালভাবে চিনতেন না তখন এটাই যথেষ্ট ভাল হয় বর্তমান অবস্থানের দক্ষিণ বলতে কী বুঝায়?

"স্টোনে ম্যাসেজটি খোদাই কৃত," পিটার বললেন, "আমাদের চোখের সামনে ডান দিকে এখানে আছে না? তিনি ল্যাংডনের সামনে রাখা গ্রিডের তৃতীয় সারি স্পর্শ করলেন।

"এটাই তো খোদাইকৃত, রবার্ট! তুমি ধাঁধাটার সমাধান দাও!"

মুখে কথা নেই, ল্যাংডন সাতটা সিম্বোল পর্যবেক্ষণ করতে লাগলেন।

সমাধান? ল্যাংডনের কোনই ধারণা নেই এই সাতটা সিম্বোল সম্বন্ধে। তিনি নিশ্চিত এগুলো জাতীয় রাজধানীর কোথায়ও খোদাই করা নেই- বিশেষ ধরণের সোপান শ্রেণীর প্রকান্ড কোন পাথরে।

"পিটার" তিনি বললেন, "আমি দেখছি না কেমন হতে পারে এই চিহ্নগুলোর অর্থ। আমি জানি ডি.সি.তে কোন স্টোনে এই ধরনের চিহ্ন খোদাইকৃত আছে- ম্যাসেজ।"

সলোমন ল্যাংডনের কাঁধে থাপ্পর মেরে বললেন, "তুমি এটা নিয়ে অতীতে হাঁটছ আর তাই এর অর্থ পাচ্ছ না। আমাদের সব কিছু আছে। তারা রহস্যে ঘেরা একটা সহজ দৃশ্য। আজ রাতে আমি যখন এই সাতটা সিম্বোল দেখলাম আমি বুঝতে পারলাম এক সময় লেজেন্ডটা সত্যি ছিল, লস্ট ওয়ার্ড ডি.সিতে সমাধিস্থ করা হয়েছিল- আর তা সোপান শ্রেণীর তলায় প্রকাণ্ড খোদাইকৃত পাথরে আছে।"

ল্যাংডন নীরব থাকলেন।

"রবার্ট, আজরাতে তুমি সত্যি জানার অধিকার অর্জন করেছ।"

ল্যাংডন পিটারের দিকে বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকলেন, তিনি কী সব শুনছেন। "তুমি কি আমাকে বলতে চাচ্ছ কোথায় লস্ট ওয়ার্ড সমাহিত আছে?"

BanglaBook.org

"না," সলোমন বললেন, তিনি দাঁড়িয়ে মুচকি হেসে আরো বললেন, "আমি তোমাকে প্রদর্শন করছি"

পাঁচ মিনিট পরে ল্যাংডন পিটারের পাশে বসলেন। সিমকিনস গাড়ি চালাচ্ছিলেন, ফলে সাটো পার্কিং লট পেরিয়ে সেখানে পৌঁছলেন।

"মি. সলোমন?" ডিরেকটর পৌঁছেই একটা সিগারেট ধরিয়ে বললেন, "আমি আপনাকে অনুরোধ করার জন্য কল করেছি।"

"আর" পিটার তার খোলা জানালায় চোখ রেখে বললেন।

"আমি তাদেরকে অর্ডার করলাম আপনাকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করতে সংক্ষেপে।

"আপনাকে ধন্যবাদ।"

সাটো তাকে পর্যবেক্ষণ করলেন, আগ্রহভরে।" আমি অবশ্য বলছি, এটা একটা খুবই অস্বাভাবিক অনুরোধ-"

সলোমনের চেহারাটাকে দুর্বোধ্য লাগলো।

সাটো সেদিকে লক্ষ্য না করে চার পাশ ঘুরে ল্যাংডনের জানালার কাছে গেলেন।

ল্যাংডন জানালাটা নিচু করলেন।

"প্রফেসর," তিনি বললেন, "আজ রাতে আপনার সহযোগিতা চমৎকার, আমাদের সাফল্য সংকটাপন্ন হয়ে পড়েছিল- আর এ জন্য আমি আপনাকে ধণ্যবাদ জানাচ্ছি।"

সাটো তার সিগারেটে একটা টান দিয়ে বাকীটা পাশে ফেলে দিলেন।" যাহোক, শেষ উপদেশ পরবর্তী সময়ে একজন সি আই এ এর সিনিয়র এ্যাডমিনিস্ট্রেটর আপনাদেরকে বলবেন, তার একটা জাতীয় নিরাপত্তা সংক্রান্ত সমস্যা আছে--" তার চোখদুটো তমসাচ্ছন্ন হলো।

ল্যাংডন তাকে কিছু বলতে চাচ্ছিলেন, কিন্তু ডিরেকটর ইনোউ সাটো ইতিমধ্যেই রওনা দিয়েছেন পার্কিংলটের উদ্দেশ্যে, ওখানে অপেক্ষা করবেন হেলিকপ্টারের জন্য।

সিমকিনস তার কাঁধের দিকে তাকালেন, পাথরের মত মুখ করে তিনি বললেন, "ভদ্রমহোদয়গণ আপনারা কি প্রস্তুত?"

"প্রকৃতপক্ষে প্রস্তুত তবে শুধুমাত্র এক মুহূর্ত অপেক্ষা করতে হবে।" সলোমন বললেন, তিনি একটা ভাজ করা কালো কাপড় ল্যাংডনের হাতে দিলেন। "রবার্ট, আমি পছন্দ করি তুমি এটা পরলে আমরা যখন বাইরে যাবে।"

হতবাক হয়ে ল্যাংডন কাপড়টা পরীক্ষা করলেন। এটা কালো ভেলভেট। তিনি এটার ভাজ খুলে ফেললেন, তিনি বুঝতে পারলেন তিনি হাতে ধরে আছেন একটা ম্যাসোনিক আচ্ছাদন- ঐতিহ্যবাহী কালো পোশাক।

***নরক আর কাকে বলে?***

BanglaBook.org

পিটার বললেন, "আমি পছন্দ করি তোমাকে এ পোশাক ছাড়া যেন না দেখি যখন আমরা বাইরে যাব।"

ল্যাংডন পিটারের দিকে তাকালেন, "তুমি আমাকে জার্নিতে যাবার সময় কালো কাপড়ে মুড়তে চাও।"

সলোমন বললেন, "আমার গোপন ব্যাপার, আমার নিয়মাবলী।"

# ১২৭
# অধ্যায়

ল্যাঙলের সি আই এ হেডকোয়ার্টারের বাইরে ঠান্ডা বাতাস বইছিল। নোলা কায়ে এজেন্সির চন্দ্রালোকিত কেন্দ্রীয় চত্বরে রিক পারিশকে অনুসরণ করছিলেন।

রিক আমাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছেন?

ম্যাসোনিক ভিডিও এর সংকট দূরীভূত হয়েছে, ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, কিন্তু নোলা তখনো অস্বস্তি বোধ করছিলেন। সি আই এ ডিরেকটরের সম্পাদিত ফাইল এখনো তার কাছে রহস্যাবৃত। এটা তাকে বিরক্তির উদ্রেক করছিল। তিনি এবং সাটো সকালের আলোচনায় নোলা পর্যন্ত ঘটনা জানতে চেয়েছিলেন। পরিশেষে তিনি রিক পারিশের কথা বলে তার সাহায্য নেবার আদেশ করেছিলেন।

এ কারণে তিনি রিককে অনুসরণ করছে অজানা গন্তব্যের উদ্দেশ্যে নোলা তাঁর মন থেকে এই কথাগুলোকে তাড়াতে পারছিলেন না।

> *আন্ডার গ্রাউন্ডে গোপন স্থান যেখানে --- ওয়াশিংটন ডি.সি. কোন একটা জায়গা, সহযোগিতা --- একটা প্রাচীন প্রবেশপত্র যা চলেছিল--- সতর্ককরণ দ্য পিরামিড বিপদসংকুল--- পাঠোদ্ধার এই খোদাইকৃত সিম্বোলোন উন্মোচন---*

"আপনি এবং আমি রাজি" পারিশ বললেন হাঁটতে হাঁটতে, ওই হ্যাকার ওই সমস্ত কিওয়ার্ডগুলোকে অবশ্য সার্চিং করছে ম্যাসোনিক পিরামিড সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহের উদ্দেশ্যে।"

*বাস্তবিকই* নোলা ভাবলেন

"ভাববারই বিষয়, হ্যাকার হোঁচট খেতে পারে ম্যাসোনিক রহস্যের আমি তেমনটা মনে করি না।"

"আপনি কী মনে করেন?"

"নোলা, তুমি কি জান সি আই এ ডিরেকটর কেমন ভাবে ইন্টারনাল ফোরামে এজেন্সির কর্মীদের উদ্দেশ্যে ধারণা দিয়েছেন?"

"অবশ্যই" ফোরাম এজেন্সির কর্মীদেরকে অন লাইনে একটা নিরাপদ স্থান থেকে বিভিন্ন বিষয়ের উপর কথোপকথন হয়েছে এবং ডিরেকটর তার স্টাফকে যথাযথ নির্দেশ ও পরামর্শ করেছেন।

BanglaBook.org

তারা এজেন্সির ক্যাফেটেরিয়ার কাছাকাছি স্থানটা পেরোনোর পর নোলা জানতে চাইলেন, "আপনাকে কী জানতে হবে?"

"একটা শব্দ---" পারিশ অন্ধকারের মধ্যে নির্দেশ করে বললেন, "ওইটা"।

নোলা উপরের দিকে একনজর তাকালেন। তাদের সামনে প্রাজা পার হবার পর প্রকান্ড একটা মেটাল ভাস্কর্য চাঁদের আলোয় জ্বলজ্বল করছিল।

একটা এজেন্সি পাঁচ শ অরিজিনাল শিল্প নিদর্শন সংরক্ষণ করছিল, এই ভাস্কর্য তার মধ্যে একটি। এটার নাম Kryptos। এটা গ্রীক ভাষা অর্থ গোপনীয় Kryptos। ভাস্কর্যটি তৈরি করেছেন আমেরিকান আর্টিস্ট জেমস সানবর্ণ এবং আই এ তে এটার একটা লেজেন্ড এখানে গড়ে উঠেছে।

একটা প্রকাণ্ড এস আকৃতির কপার প্যানেলের উপর এটা স্থাপিত। এর পাশগুলো ঢেউ খেলানো ধাতব দেওয়াল বেষ্টিত। দেওয়ালের উপরটা প্রায় হাজার বর্ণ খোদাই করা--- সাজানো আছে কিছু দুর্বোধ্য কোড দ্বারা।

এটা ভাস্কর্যের অনন্য সাধারণ নিদর্শন। এস ওয়ালে অসংখ্য ভাস্কর্যের উপাদান- গ্রানাইট গ্লাবস অতিরিক্ত এঙ্গেলগুলোতে, একটা কমপাস রোজ, একটা ম্যাগনেটিক লোডস্টোন, এমনকী মোর্স কোডের একটা ম্যাসেজ। এই ভাস্কর্যের অনুরাগী দর্শকেরা একে শিল্প সৌন্দর্যের অপূর্ব নিদর্শন হিসাবে জ্ঞান করে থাকে।

Kryptos ছিল শিল্প--- কিন্তু এটা ছিল একটা প্রহেলিকাও।

এর খোদাইকৃত কোডগুলোর পাঠোদ্ধারের চেষ্টা সি.আই.এ এর অভ্যন্তরে এবং বাইরের ক্রাইপ্টোলোজিস্টদের জন্য একটা মাথা ব্যথার কারণ হিসাবে দেখা দেয়। পরিশেষে কয়েক বছর আগে কোড এর একটা ভাগ ভেঙ্গে ফেলা হয়েছিল এবং তা জাতীয় সংবাদ হয়েছিল। যদিও Kryptos এর অবশিষ্ট কোড এর পাঠোদ্ধার হয়েছে তা রহস্যাবৃত। এতে সন্নিবেশিত হয়েছে আন্ডারগ্রাউন্ড লোকেশন, পোর্টাল যাতে প্রাচীন সমাধি সৌধ, দ্রাঘিমা এবং অক্ষাংশগুলো।

নোলা এখনো পাঠোদ্ধারকৃত সেকশানের কোডগুলো কিছু কিছু সামান্য সামান্য এবং আংশিকভাবে স্মরণ করতে পারেন। *তথ্য সংগ্রহীত হলো এবং আন্ডার গ্রাউন্ডের অজানা লোকেশনে প্রেরিত হলো--- এটা ছিল সম্পূর্ণরূপে অদৃশ্য--- ওইটা কেমন করে সম্ভব--- তারা ব্যবহার করতো ম্যাগনেটিক ফিল্ডের মাটি---*

নোলা কখনোই ভাস্কর্যের উপর মনোযোগ দেননি কিংবা যত্নশীলও ছিলেন না।

এটা সম্পূর্ণরূপে কখনো পাঠোদ্ধার যোগ্য ছিল কিনা। যা হোক মুহূর্তের মধ্যে তিনি চেয়েছিলেন উত্তরগুলো। "কেন আপনি আমাকে Kryptos প্রদর্শন করেছেন?"

পারিশ তার প্রতি মুচকি হাসি হাসলেন এবং নাটকীয় ভাবে তার পকেট থেকে একটা ভাঁজ করা কাগজ বের করলেন।

"তোইলা, রহস্যজনক সম্পাদিত ডকুমেন্ট আপনি খুবই এ বিষয়ে সম্পৃক্ত আমি উদ্ধার করেছি পুরো টেক্সট।"

BanglaBook.org

নোলা লাফিয়ে উঠলেন। "আপনি কি নাক গলিয়েছিলেন ডিরেকটরের শ্রেণীবদ্ধ পার্টিশন সম্বন্ধে?

"না, ওটা আমি পেয়েছিলাম প্রথম দিকে। এক নজর দেখুন।"

তিনি তার হাতে ফাইলটা দিলেন।

নোলা পাতাটা নিয়ে ভাঁজ খুললেন। যখন তিনি পৃষ্ঠাটার শীর্ষদেশে স্ট্যান্ডার্ড এজেন্সি নাম দেখতে পেলেন, তিনি বিস্ময়ে তার মাথাটা উঁচু করলেন।

এই ডকুমেন্ট শ্রেণীবদ্ধ নয়।

EMPLOYEE DISCUSSION BOARD : KRYPTOS

COMPRESSED STORAGE THREAD # 2456282.5

নোলা নিজেকে দেখলেন তাকিয়ে এক সিরিজস অব পোস্টিংস এর দিকে তাকিয়ে থাকতে।

"আপনার কি ওয়ার্ড ডকুমেন্টে, Kryptos সম্বন্ধে কিছু তথ্য আছে।" রিক বললেন।

নোলা ডকুমেন্টটা স্ক্যান করলেন যে পর্যন্ত না তিনি একটা বাক্যে দাগ দিলেন একটা এক সেট পরিচিত কি ওয়ার্ডস এ

Jim, the csulpture says it was transmitted to a <u>secvet</u>

<u>**location UNDERGROUND Where the**</u> infro was hiddes

"এই টেক্সট ডিরেকটরের অন লাইন **Kryptos** forum এ আছে"

রিক ব্যাখ্যা করলেন। "ফোরামের কাজকর্ম বছরের পর বছর চলছে। আক্ষরিক অর্থে *হাজার হাজার* পোস্টিংস। আমি বিস্মিত নই তাদের একটায় ধারণ করেছিল সমস্ত *কি ওয়ার্ডস!*"

নোলা স্কানিং ডাউন করে রাখলেন যে পর্যন্ত না তিনি দাগ দিলেন অন্য আর একটি পোস্টিংকৃত কি ওয়ার্ডসএ।

Even though mark said the code's lat/long headings

point somewhere in WASHINGTON D.C. the

coordinates he used were off by the degree—Kryptos

basically points back to itself.

পারিশ হেঁটে স্ট্যাচুর কাছে গেলেন এবং তার তালু The Cryptic sia of letters উপর রাখলেন। "এই কোডের অনেকগুলোর পাঠোদ্ধার করতে হবে, এবং সেখানে প্রচুর লোক আছে যারা চিন্তা করেন ম্যাসেজ প্রকৃতপক্ষে অবশ্যই সম্পৃক্ত প্রাচীন ম্যাসোনিক গোপন বিষয়সমূহে।"

নোলা এখন পুনরায় স্মরণ করলেন একটা ম্যাসোনিক/ক্রিপটোস এর অস্ফুট শব্দ, কিন্তু তিনি পাগলাটে অনুষঙ্গকে অবজ্ঞা করার প্রবণতা দেখালেন। তারপর আবার প্লাজাকে ঘিরে গড়ে তোলা বিভিন্ন ভাস্কর্যগুলোর দিকে তাকালেন, তিনি উপলব্ধি করলেন যে এটা ছিল ভাস্কর্যগুলোর একটা কোড– একটা সিম্বোলন– ম্যাসোনিক পিরামিডের মতো।

BanglaBook.org

*বিজোড়*

এক মুহূর্তের জন্য, নোলা *ক্রিপটোসকে* প্রায়ই দেখে ফেলতেন একে একটা আধুনিক ম্যাসোনিক পিরামিড হিসাবে। বহু খন্ডের একটা কোড, বিভিন্ন জিনিস দ্বারা তৈরি, প্রত্যেকটা একটা ভূমিকা রাখে। "আপনি কি মনে করেন ক্রিপটোস এবং ম্যাসোনিক পিরামিডের মধ্যে একই ধরনের গোপন বিষয় লুকানো আছে?"

"কে জানে?" পারিশ ক্রিপটোসের দিকে হতাশা ব্যাঞ্জকদৃষ্টিতে তাকালেন।" আমার সন্দেহ হয় আমরা কখন জানবো সম্পূর্ণ মেসেজ। বিষয়টা হচ্ছে, কেউ ডিরেকটরকে বুঝাতে পারে সমাধান সূত্রের জন্য।"

নোলা মাথা নুয়ালেন। এখন সবকিছু তার মনে পড়ছে। যখন ক্রিপটোস স্থাপন করা হয়েছিল, তখন ভাস্কর্যের কোডগুলো সম্বলিত একটা সিল করা খাম এসেছিল। সিলকৃত খামে সমাধান তখনকার সি আই এ ডিরেকটর উইলিয়াম ওয়েবসটার তার অফিসে নিরাপদে তালাবদ্ধ করে রাখেন। ডকুমেন্টটা সেই থেকে সেখানেই থেকে যায়, বছরের পর বছর গিয়ে এক একজন ডিরেকটর আসেন আর যান।

অদ্ভুত ভাবে, উইলিয়াম ওয়েবসটারের ভাবনাগুলো নোলার মনে পড়ে এবং *ক্রিপটোসের অপর অংশের একটা টেক্সটের* পাঠোদ্ধারও মনের কোণে ভেসে উঠে।

IT'S BURIED OUT THERE SOME WHERE
WHO KNOWS THE EXACT LOCATION?
ONLY WW

যদিও কেউই সঠিকভাবে জানতো না সেখানে কী প্রথিত করা হয়েছিল, অধিকাংশ লোকজন বিশ্বাস করতেন WW ছিল William Webster এর সংক্ষেপ। নোলা একবার ফিস ফিসানি শুনেছিলেন আর একটা মানুষের নাম সম্বন্ধে যার নাম, William Wheslon– তিনি ছিলেন সোসাইটির থিওলেজিয়ান– যদিও নোলা বিরক্ত হয়েছিলেন এতে, এ নিয়ে চিন্তা ভাবনাও করেন নি।

রিক আবার কথা বলতেছিলেন। "আমি প্রকৃত পক্ষে আর্টিস্ট নই, কিন্তু আমি মনে এই সানবোর্ণ'স প্রতিভাবান।

আমি কি শুধুমাত্র অন লাইনে দেখেছিলাম তার Cyrillic Projector Project দেখেছিলাম? কেজিবি ডকুমেন্ট থেকে প্রকান্ড একটা রাসিয়ান লেটারের কথা এখনো মনে পড়ে।"

নোলা আর শুনছিলেন না। তিনি কাগজ পরীক্ষা করছিলেন, সেখানে তিনি দেখলেন থার্ডকি ফ্রেজ আর একটা পঙক্তিতে :

Right, that whole section is verbatim from some
famous archaeologist's diary, telling about the moment
he dug down and <u>uncovered an ANCIENT PORTAL that</u>
<u>led</u> to the tomb of Tutankhamen.

BanglaBook.org

একজন প্রত্নতত্ত্ববিদ ক্রিপটোস থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছিলেন, নোলা তা জানতেন, প্রকৃতপক্ষে হাওয়ার্ড কার্টার খ্যাতি লাভ করেছিলেন মিশরতত্ত্ববিদ হিসাবে। পরবর্তী উদ্ধৃতিটা ছিল এমন।

> I just skimmed the rest of Carter's field notes online,
> and it sounds like he found a caly tablet warning the
> PYRAMID holds dangerous consequences for anyone
> who disturbs the peace of the pharaoh. A curse!
> Sould we be worried?

নোলা বললেন, "রিক, ঈশ্বরের দোহাই, এই নির্বোধের পিরামিড সম্বন্ধে সঠিক তথ্য পরিবেশিত হয় নি। তুতানখামেন *পিরামিড* সমাধিস্থ করা হয়েছিল না। তাকে কিংস ভ্যালিতে সমাধিস্থ করা হয়েছিল। ক্রিপটোলোজিস্ট ডিসকভারী চ্যানেল দেখেনি?"

পারিশ ঘাড় উঁচু করে বললেন, "টেকিস"

নোলা এবার ফাইনাল কি ফ্রেজ দেখলেন।

> Guys, you know I'm not a conspiracy theorist, but Jim
> and Dave had better decipher this ENGRAVED
> SYMBOLON to unveil its final secret before the world
> ends in 2012 Ciao.

"যে কোন বাবে" পারিশ বললেন, "আমি অবয়ব ছিলাম তুমি ফোরাম সম্বন্ধে জানতে চাও তুমি সি আই এ ডিরেকটরের শ্রেণীবদ্ধকৃত ডকুমেন্টেশনের বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপনের আগে। যাহোক, আমি একটা লোককে সন্দেহ করি সি আই এ ডিরেকটরের মতো ক্ষমতাসম্পন্ন।"

নোলা ছবি নিলেন ম্যাসোনিক ভিডিওর এবং এতে প্রাচীন ধর্মীয় অনুষ্ঠানের উপস্থিত প্রভাবশালী ব্যক্তিদের মূর্তিগুলো ভেসে উঠলো। যদিও রিকের ছিল অন্য একটা আইডিয়া।

শেষে, তিনি জানতে পারলেন, ক্রিপটোস স্বভাবত কী প্রকাশ করতে চেয়েছিল। ম্যাসেজ সুনির্দিষ্টভাবে প্রতিভাত হয়েছিল অতীন্দ্রিয় অনুষঙ্গের। তিনি একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকলেন শিল্পকলার উজ্জ্বল টুকরোগুলোর দিকে।– একটা ত্রিমাত্রিক কোড নীরবে দাঁড়িয়েছিল একটা জাতির প্রধান ইনটেলিজেন্স এজেন্সির সামনে– তিনি বিস্মিত হলেন এরা এদের ফাইনাল সিক্রেট পরিত্যাগ করেন কিনা ভেবে।

তিনি এবং রিকি ভিতরে প্রবেশ করলেন। নোলার মুখে হাসি নেই।

***একে কোথাও সমাধিস্থ করা হয়েছিল।***

BanglaBook.org

# ১২৮
# অধ্যায়

মরুভূমির পথ ধরে এসক্রেড দক্ষিন দিকে দ্রুতগতিতে এগিয়ে যেতে লাগল। ব্লাইন্ডকোল্ডেড, রবার্ট ল্যাংডন কিছুই দেখতে পাচ্ছিলেন না। তাদের পাসে বসা ছিলেন পিটার সলোমন, তিনি ছিলেন নিশ্চুপ।

সে আমাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে?

ল্যাংডনের মধ্যে বিশেষ কৌতুহল কাজ করছিল। সংগ্রীহিত বস্তুগুলো একসঙ্গে জোড়া দিলে কি দাড়ায় সেটা জানার জন্য তিনি ছিলেন উদগ্রীব। পিটার অবশ্য তার দাবি থেকে সড়ে আসলেন। সেটা হল হারানো পৃথিবী। যেটা চাপা পড়ে আছে সর্পিল সিড়ির নিচে। এটা আর চাপা পড়ে আছে পাথরের নিচে যেগুলোর খোদাই করা। তবে সব কিছুই তার কাছে অসম্ভব মনে হচ্ছিল। পাথরের সাদা খোদাই করা প্রতিক ও চিত্রকর্মগুলো এখনো ল্যাংডনের স্মৃতিতে উজ্জল হয়ে আছে। এখনো সাতটি প্রতীকের কথা স্পষ্ট মনে আছে। এগুলো একসঙ্গে করলে কি দাঁড়ায় সেটা এখনও তার মাথায় খেলছে না।

- সততা ও সত্যের প্রতীক
- স্বর্নজাতীয় পদার্থের সাংকেতিক চিহ্ন।
- গ্রীক এস বর্ণ। গাণিতিক কাজে এ প্রতীক ব্যবহৃত হয়।
- পিরামিড। মিশরীয়দের কাছে এটা পবিত্র অবকাঠামো। বলতে গেলে স্বর্গতুল্য।
- ডেলটা। গ্রীক শব্দ ডি। গাণিতিক প্রতীক পরিবর্তন বোঝাতে এটি ব্যবহার করা হয়।
- মারকারি রাসায়নিক পদার্থের প্রতীক।
- সামগ্রীকতার প্রতীক।

সলোমন এখনও নিশ্চিত যে এই সাতটি প্রতীক দিয়ে কোন না কোন বার্তা বোঝানো হয়েছে। আর এটা যদি সত্যি সত্যিই কোন বার্তা হয়ে থাকে তাহলে ল্যাংডন বিপদে পড়বেন। কারণ এগুলো পড়ার দক্ষতা তার নেই।

এসক্রেডের গতি কিছুটা কমল। এটা ডানদিকে মোড় নিল। সড়ক বরাবর চলতে লাগল। একটু পড় ল্যাংডন গাড়ি থামালেন। গাড়ি কোথায় যাচ্ছে সেটা

BanglaBook.org

বোঝার চেষ্টা করলেন তারা ১০ মিনিট ধরে গাড়ি চালাচ্ছেন। অথচ পথের কূল কিনারা করতে পারছেন না। ল্যাংডন আর পথ দেখতে পারছেন না। তবে সবাই মনে করছেন, তারা মন্দিরের দিকে ফিরে যাচ্ছেন।

কিছুক্ষনের মধ্যে এসক্লেড থামল। ল্যাংডন জানালা খোলার শব্দ পেলেন। সিআইএর ড্রাইভার এজেন্ট সিমকিনস চিৎকার করে বললেন, মনে হচ্ছে আপনারা আমাদের জন্যই অপেক্ষা করছেন। হ্যাঁ জনাব, একটি পরিষ্কার সামরিক জবাব ভেসে এল। ডিরেকটর সাটো ফোন করেছেন। আমাদের এগুতে বলেছেন, আমি এক মিনিটের মধ্যে রওয়ানা হচ্ছি।

ল্যাংডনের সন্দেহ ঘনীভূত হল। মনে হল তারা কোন সামরিক স্থাপনায় প্রবেশ করেছেন। তাৎক্ষণিকভাবে ড্রাইভারকে গাড়ি ঘুরিয়ে অন্যদিকে যেতে বললেন, সলোমনকে লক্ষ করে বললেন, পিটার আমরা এখন কোথায়?

পিটার বললেন, যাই হোক গাড়ির পতাকা নামিও না।

গাড়িটা কিছুদুর যাওয়ার পরই থামার সংকেত এল।

সিমকিনস গাড়ি বন্ধ করলেন। আরো শব্দ ভেসে এল। সেনা সদস্যদের শব্দ। কয়েকজন সিমকিনের পরিচয় জিজ্ঞেস করলেন। একজন অফিসার এসে কর্কশভাষায় তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করলেন। ল্যাংডনের পাশের দরজা হঠাৎ খুলে গেল। একটি শক্তিশালী হাত তাকে একটান দিয়ে গাড়ি থেকে বের করে ফেলল। বাইরে তখন প্রচন্ড ঠান্ডা। জোরে বাতাস বইছিল।

ল্যাংডন তালা খোলার শব্দ শুনতে বিশাল দরজাটি খুলে গেল। শব্দ হল প্রচণ্ড। মনে হল কোন জাহাজ ভিড়ছে। ল্যাংডন বললেন, তোমরা আমাকে কোন নরকে নিয়ে যাচ্ছ? সিমকিনসকে সাথে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। তাকেও লোহার ওই বিশাল দরজার ভেতর নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। কে যেন বলতে লাগল, প্রফেসর সোজা সামনের দিকে যান।

হঠাৎ সবকিছু নিরব হয়ে গেল। গোটা মরুভূমিকে মৃতপুরী মনে হল। সিমকিনস, সলোমন ও ল্যাংডনকে চোখ বেধে ওই কামরার নিচের কোন কক্ষের দিকে নিয়ে যাওয়া হল। মনে হল পুরো ঘরটাই লোহার তৈরি। ঘরের ফ্লোরটা পর্যন্ত ছিল লোহার। তাদেরকে মাথা নিচু করে ঘরে ঢোকানো হল। ল্যাংডন ঘামছিলেন। এবার তাদের থামতে বলা হল।

সিমকিনসকে ল্যাংডনের সামনে যেতে দেয়া হল। এমন সময় একটি ইলেকট্রনিক্স শব্দ হল। মনে হল তাদের কথাবার্তা রেকর্ড করা হবে।

সিমকিন বললেন মি. সলোমন, তুমি এবং ল্যাংডন আলাদা থাকবে। আমি ফ্লাস লাইটটা নিয়ে যাচ্ছি।

সলোমন বললেন, ধন্যবাদ।

ফ্লাশ লাইটের কথা শুনে ল্যাংডনের হৃদকম্পন বেড়ে গেল।

পিটার ল্যাংডনের হাতের দিকে তাকালেন, বললেন, রবার্ট আমার সঙ্গে আস। তারা আস্তে আস্তে হাটতে লাগল। তবে নিরাপত্তা গেট তখনও বন্ধ ছিল।

BanglaBook.org

পিটার অল্প সময়ের জন্য দাড়িয়ে গেলেন। বললেন, কোন ভুল হচ্ছে?

ল্যাংডনেরও শরীর খারাপ লাগতে শুরু করল। বমি বমি ভাব হল। বললেন, আমাদের এখনই মুখের কাপড় সরিয়ে ফেলা উচিত। পিটার বললেন, এখন নয়। আমরা এখনো এখানে আছি। এখানে মানে? ল্যাংডন পাক ়তে প্রচন্ড ব্যথা নিয়েই এ প্রশ্ন করলেন।

আমি তোমাকে বলছি, তোমাকে আমি হারানো পৃথিবীর সেই সর্পিল আকৃতির সিড়ির দিকে নিয়ে যাচ্ছি, যেটা মাটির নিচে অবস্থিত।

এ কথা শুনে ল্যাংডন আনন্দে আত্মহারা হয়ে গেলেন, বললেন, পিটার কি মজা।

পিটার বললেন, রবার্ট তোমার মনের দরজা এবার খোল। তোমাকে মনে রাখতে হবে পৃথিবীতে এখনও রহস্যময় অনেক কিছু আছে, ওই রহস্যময় জায়গায় নিয়ে যাওয়ার আগে তোমাকে কিছু কাজ করতে হবে। সেটা হল বিশ্বাস। তোমাকে এখন বিশ্বাস করতে হবে যে, আমরা মানব জাতির হারানো মহামূল্যবান এক সম্পদের খোঁজে যাচ্ছি।

ল্যাংডনের আর সহ্য হচ্ছিল না। উত্তেজনায় অস্থির হয়ে পড়লেন তিনি। রীতিমত ঘামতে লাগলেন ল্যাংডন। জিজ্ঞেস করলেন ওই কাঙ্খিত স্থান থেকে আমরা আর কতদূরে আছি।

আমরা এসে গেছি। আর কয়েক কদম দূরে ওই জিনিস, এটাই শেষ দরজা, এখন আমি এটি খুলবো।

ল্যাংডনের মত সলোমনও অস্থির হয়ে পড়লেন। ল্যাংডন আলোর মত কি যেন একটা অনুভব করলেন দরজায় কি যেন নড়াচড়া করে পিটার দ্রুত ল্যাংডনের পিছনে এসে দাড়ালেন। প্রচন্ড শব্দে দরজাটি আপনা আপনি খুলতে শুরু করল।

পিটার শক্তভাবে ল্যাংডনের হাত ধরলেন, বললেন, এ পথেই এগুতে হবে। আমাদের কাঙ্খিত গন্তব্য এটাই।

তারা প্রবেশ করলেন। দরজাটা কিছুটা নিচে নেমে এল।

প্রচন্ড নীরবতা, খুব ঠান্ডা।

হঠাৎ ল্যাংডনের হুশ হল। মনে হল, এটা নিরাপত্তা দরজার অপরপ্রান্ত ছাড়া আর কিছুই না। হারানো পৃথিবী এটা নয়।

সলোমন তাকে আরো কয়েক কদম নিয়ে যাওয়ার পর বললেন, চোখের বাধন খুলে ফেল।

ল্যাংডন চোখের বাধন খুলে চারদিকে তাকালেন। কিন্তু ঘুট ঘুটে অন্ধকার ছাড়া কিছুই মনে হচ্ছিল না।

ল্যাংডন চেচিয়ে উঠলেন। বললেন, পিটার কোথায় নিয়ে এলেন। এখানে তো ঘুটঘুটে অন্ধকার।

হ্যাঁ ঠিক বলেছ তবে। আস্তে আস্তে ঠিক হয়ে যাবে। ভালো করে সামনের দিকে তাকাও। ল্যাংডন অন্ধকার ভেদ করে দেখার চেষ্টা করলেন। লোহার

BanglaBook.org

রেলিং দেখতে পেলেন। পিটার বললেন, এবার ভাল করে দেখ। হঠাৎ ফ্লাশ লাইট জ্বলে উঠল। ল্যাংডন চমকে উঠলেন, দেখলেন, সর্পিল আকৃতির অনেক লম্বা একটা সিড়ি মাটির নিচের দিকে চলে গেছে। হায় ঈশ্বর বলে চিৎকার দিলেন। উত্তেজনায় তার ঠোঁট কাঁপতে লাগল। সিড়িটি ছিল সর্পিল আকৃতির। নিচে চলে যাওয়া ত্রিশটি ধাঁপ দেখা যাচ্ছিল। ল্যাংডন বললেন, নিচের দিকটা আমি এখনও দেখতে পারিনি। পিটার বলোতো আসলে এটা কোন জায়গা।

পিটার বললেন, তোমাকে আমি এক্ষনি সিড়ির নিচে নিয়ে যাব। এর আগে তোমাকে কিছু দেখাব।

ল্যাংডনের প্রচন্ড আগ্রহ আর চেচামেচির কারণে পিটার ফ্লাশলাইট নিয়ে নিচে নামতে লাগলেন।

প্রথমে তারা গেলেন পাথরের ছোট একটি খুপরিতে। এখানে চারদিক কাঁচ দিয়ে ঘেরা ছিল। সম্ভবত এটা পাথরের ওই কক্ষের জানালা পিটার বললেন, আরো সামনে যাও। দেখ কি আছে ল্যাংডন বললেন, ওখানে কি আছে।

ল্যাংডন কাঁচে ঘেরা ওই কক্ষের দিকে ভালো করে এক নজর তাকাতেই দেখলেন তার নিচে ক্যাপিটল বিল্ডিংয়ের প্রতিচ্ছবি ভেসে রয়েছে। তিনি চমকে উঠলেন। দেখলেন নিচে গুহা আছে। আর সেটা ওখানকার প্রবেশ দ্বার।

রবার্ট বললেন, দেখে যাও।

সলোমন ওই দিকে এগিয়ে গেলেন। রবার্ট বললেন, এখানকার সবকিছুই তোমাকে চমকে দিবে।

ল্যাংডনের জন্য কি অপেক্ষা করছে সে সম্পর্কে তার কোন ধারণাই নেই। তিনি কাচের কক্ষের দিকে এগিয়ে গেলেন। তিনি গুহার দিকেও পা বাড়ালেন। পিটার ফ্লাশ লাইটটি সরিয়ে ফেললেন।

ওই জায়গা তখন ঘুটঘুটে অন্ধকারে পরিণত হল। তবে এর আগেই ল্যাংডনের চোখ ওই অন্ধকার পরিবেশ মানিয়ে নিয়েছিল। তাই তিনি সামনে এগিয়ে যেতে থাকলেন। তিনি হাত দিয়ে দেয়াল তালাস করতে লাগলেন। তবে তখনও গাঢ় অন্ধকার বিরাজ করছিল সেখানে। ল্যাংডন এগিয়ে যেতে থাকল। ওই কাচের ঘরের কাছে গিয়ে পৌছলেন। এরপর যা দেখলেন তা পীড়াদায়ক। ল্যাংডন আরেকটু নিচে নামলেন। তার সাথে থাকা কম্পাসটা বের করলেন। কাচের রুমে প্রবেশ করলেন। গ্লাসের অপর প্রান্তে কি অপেক্ষা করছিল তা ল্যাংডনের কল্পনাতীত। ওই প্রান্তে ছিল আলোর রশ্মি।

এতক্ষনে ল্যাংডনের হুশ হল। সবকিছু বুঝতে পারলেন। সড়ক দিয়ে প্রবেশের সময় তাদের বাধা দেয়া হয়েছিল। ওটা ছিল মূল প্রবেশ দ্বার। যেটা নিরাপত্তা কর্মী দিয়ে ঘেরা ছিল। বিশাল লোহার দরজাটি ছিল বাইরে। ওখানে একটা অটোমেটিক দরজা ছিল যেটা তাদের দেখে খুলে গিয়েছিল।

BanglaBook.org

এতক্ষণ তিনি যে গোলক ধাধায় চক্কর খেয়েছেন সেটা ছিল আসলে ক্যাপিটল বিল্ডিংয়ের আন্ডারগ্রাউন্ড। রবার্ট ও পিটার তার পেছনে দাঁড়িয়ে ফিস ফিস করছিলেন। ল্যাংডন কিছু বললেন। অন্ধকার ভেদ করেই তিনি ওই স্থান থেকে রওনা দিলেন, উপরের দিকে উঠতে থাকলেন।

ক্যাপিটল বিল্ডিংয়ের নিচে যে এত রহস্য লুকিয়ে আছে তা তিনি কক্ষনও ভাবতে পারেননি। এটাকে তার কাছে মিশরের পিরামিডের মত মনে হল। কারণ মাটির নিচে ৫৫৫ ফুট পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল ওই ভবনের নানা অংশ।

# ১২৯
# অধ্যায়

রবার্ট ল্যাংডন কাচের বিশাল ওই দরজার সামনে অবাক হয়ে দাড়িয়ে রইলেন। তার নিচে যেসব প্রাকৃতিক দৃশ্য আছে সেগুলোকে ক্ষমতা চিন্তা করলেন। মাটির কয়েকশ ফুট নিচে তিনি এতক্ষণ যেসব দৃশ্য দেখলেন সেগুলোর কথা ভাবতে লাগলেন।

মার্কিন ক্যাপিটল ভবনের বিশাল গম্বুজটি ন্যাশনাল মলের পূর্ব প্রান্ত থেকে খুব সুন্দর দেখাচ্ছিল। মনে হচ্ছিল চাকচিক্যময় পর্বত। ভবনের অন্য প্রান্ত থেকে দুটি আলোর ধারা এর ওপর এসে পড়ছিল। সে আলোয় উদ্ভাসিত হচ্ছিলেন ল্যাংডন নিজেও। শিল্প, সাহিত্য, ইতিহাস বিজ্ঞান ও সংস্কৃতির যাদুঘর মনে হচ্ছিল ওই ভবনকে।

ল্যাংডন এখন তার উপলব্ধি নিয়ে ভাবতে লাগলেন। তার ওই সব উপলব্ধি আগে কাল্পনিক মনে হলেও এখন বাস্তব মনে হচ্ছে। অথচ পিটার আগেই ওইসব অদ্ভুত বিষয়গুলোকে বাস্তব বলে ঘোষণা দিয়েছিলেন। এখন তার সেই ঘোষণাকে বাস্তব বলে মেনে নিতে হবে। সর্পিল আকৃতির রহস্যময় সিঁড়ি মাটির কয়েকশ ফুট গভীরে অবস্থিত বিশাল প্রস্তর খণ্ড সবটুকুই বাস্তব বলে মেনে নিতে হবে।

চতুষ্কোন পিলারে বিশাল প্রস্তর খণ্ডটি তখন ছিল ঠিক তার মাথার ওপর। ওয়াশিংটন মনুমেন্ট নামের এ প্রস্তর খণ্ডটির ওজন ছিল ৩৩০০ পাউন্ড।

আবার আলোচনায় চলে সংখ্যা ৩৩

BanglaBook.org

ওয়াশিংটন মনুমেন্টের ওপর বা শীর্ষবিন্দুতে ফুটবল আকৃতির উজ্জ্বল একটি বস্তু আছে। এটা স্বর্ণের মত দামী পদার্থ দিয়ে গড়া। ম্যাসোনিক পিরামিডে ওই বস্তুটি যে আকৃতির ছিল মনুমেন্টের ওপর সেই একই আদলে এটি তৈরি করা

হয়। ম্যাসোনিক পিরামিডে দুটি শব্দ খোদাই করা ছিল। শব্দ দুটি হল লাস দিও। ল্যাংডন হঠাৎ এর মানে অনুধাবন করতে পারলেন। ওটা ছিল আসলে একটি বিশেষ বার্তা। যেটা কতগুলো প্রতীক বা বর্ণের সমন্বয়ে গঠিত ছিল।

বর্ণগুলি দিয়ে বোঝানো হয়েছে–

L– বর্গাকৃতির পাথর

AU –স্বর্ণের উপাদান

S – গ্রীক সিগমা

D –গ্রীক ডেল্টা

E – মার্কারি বা পারদ জাতীয় কিছু

O – আমাদের ধাচের কিছু

লাংডন ফিস ফিস করে বললেন, লাস দিও। এটা বহুল প্রচলিত ল্যাটিন বাকধারা। এর অর্থ ঈশ্বরের প্রশংসা।

ওয়াশিংটন মনুমেন্টে এটাই খোদাই করা ছিল।

লাস দিও

খোদার প্রশংসা। পিটার বললেন, ওই কথাটি ছিল ম্যাসোনিক পিরামিডের গোপন কোড বা সাংকেতিক চিহ্ন। ল্যাংডনও পিটারের এই কথাটি নিয়ে চিন্তা ভাবনা করতে লাগলেন। প্রাচীন ম্যাসোনিক লাইব্রেরীতেও এ উক্তিটি ছিল। কিন্তু তিনি তখনও এটা খুজে পাননি। দু:খ ছিল এটাই।

ল্যাংডন ভাবলেন, খুব ভাবনা চিন্তা করেই প্রাচীন ম্যাসোনিক পিরামিডে ওই কথাটি খোদাই করা হয়েছিল। এতে মানুষের মনের কথা মাথায় রেখে ওই কথা পিরামিডে খোদাই করে তখন লোকেরা বিজ্ঞতার পরিচয় দিয়েছেন। এখানেও মার্কিনীদের মনের কথা এটি অর্থাৎ ঈশ্বরের প্রশংসা।

উত্তর

উত্তরের জানালা দিয়ে ল্যাংডন তাকালেন। হোয়াইট হাউজটা তার চোখে পড়ল। ল্যাংডন চোখটা একটু ঘোরালেন। সিক্সটিনথ স্ট্রিট বরাবর চোখ পড়ল। ওখানে আছে হাউস অব টেম্পল। এরপর ল্যাংডন আশেপাশে আরেকটু চোখ বুলালেন। তার মনে হতে লাগল গ্রীক সভ্যতার অনেক স্থাপত্য দাঁড়িয়ে আছে তার আশ পাশে।

ল্যাংডন চারদিকে তাকালেন। ন্যাশনাল মলে তিনি যেসব ছবি দেখেছিলেন সেগুলোর কথা ভাবতে লাগলেন, ওয়াশিংটন মনুমেন্ট হচ্ছে কম্পাসের একেবারে শেষে অবস্থিত। ল্যাংডন বলতে লাগলেন আমি এখন আমেরিকার মাঝ বরাবর দাঁড়িয়ে আছি।

BanglaBook.org

পিটার যেখানে দাঁড়ানো ছিল ল্যাংডন ক্রমান্বয়ে সেখান থেকে সড়তে লাগলেন। তার বিজ্ঞান পরামর্শক বললেন, রবার্ট এটাই হারানো পৃথিবী। এটাই সে জায়গা যেখানে হারানো পৃথিবী মাটির নিচে আছে। ম্যাসোনিক পিরামিডের অস্তিত্বও এখানেই আছে।

ল্যাংডন নির্বাক হয়ে গেলেন, সবকিছু পাওয়ার পর তার মনে হতে লাগল, হারানো পৃথিবীর কথা তাকে ভুলে যেতে হবে।

ল্যাংডন নিচে নামতে শুরু করলেন। কিন্তু তাকে বিস্মিত হতে হল। পিটার তার কাছে দৌড়ে এলেন এবং পকেট থেকে ছোট একটি জিনিস বের করলেন। জিজ্ঞেস করলেন– তুমি কি এ জিনিসটির কথা মনে করতে পার?

ল্যাংডন ঘন আকৃতির ছোট বস্তুটি হাতে নিলেন। এটি পিটার অনেক আগে তাকে দিয়েছে।

হ্যাঁ চিনতে পারছি। কিন্তু এটি রক্ষার জন্য যা করা উচিত ছিল সেটি আমি করতে পারিনি। সলোমন এগিয়ে এলেন, বললেন স্বপ্ন বাস্তবতার দিন সম্ভবত এসে গেছে।

ল্যাংডনের চোখ ওই ঘন আকৃতির পাথরটির দিকে। তিনি অবাক হয়ে এটি দেখতে লাগলেন আর মনে মনে বলতে লাগলেন, পিটার এ সময় কেন এটি তাকে হস্তান্তর করছেন?

পিটার জানতে চাইলেন, এভাবে এটা দেখছ কেন?

ল্যাংডনের দৃষ্টি ছিল ঘনবস্তুর ১৫১৪ $\overline{A}_{D}$ প্রতীকের ওপর। ক্যাথরিন যখন এই পাথরটি প্রথম অবমুক্ত করেছিলেন সে সময়ের কথা তার মনে পড়ে গেল।

পিটার বললেন, এই মূল্যবান পাথর সম্পর্কে বেশ কিছু কথা আছে যা তুমি জান না, প্রথমত এটা গুরুত্বপূর্ণ পাথর কোন স্থাপনায় রাখার রীতি এসেছে ওল্ড টেস্টামেন্ট থেকে।

ল্যাংডনের কৌতুহল বেড়ে গেল। বললেন, দ্য বুক অব পালমস।

হ্যাঁ। এ ধরনের প্রস্তর যে কোন বড় ভবনের নিচে বসানো হয় ভিত্তিপ্রস্তর হিসেবে। ল্যাংডন মনে মনে বললেন, ক্যাপিটল ভবনের ভিত্তি প্রস্তর ফলক মাটির অনেক গভীরে অবস্থিত। এটা আজকের দিনে বের করে আনা অসম্ভব।

সলোমন বললেন, তোমার হাতে যে পাথর আছে সে ধরনের পাথর অনেকের কাছেই আছে, তবে সেগুলোর গুরুত্ব বা মূল্য কম।

ল্যাংডন ভিত্তিপ্রস্তর সংস্কৃতি সম্পর্কে খুব ভালো করে জানতেন। ভিত্তিপ্রস্তরের সঙ্গে অনেক কিছু দেয়ার রেওয়াজও আছে। টাইম ক্যাপসুল, ছবি, ঘোষণাপত্র এমনকি গুরুত্বপূর্ণ অনেক পোড়ানো মানুষের ছবি পর্যন্ত দেয়া হয়।

সোলেমান বললেন, ভূগর্ভ বিষয়াদি সম্পর্কে তোমার ধারণা স্পষ্ট করার জন্যই তোমাকে এসব কথা বলছি। এ বিষয়টি তোমার পরিষ্কার হওয়া উচিত।

তুমি মনে করছ ওয়াশিংটন মনুমেন্টের ভূগর্ভস্থ ওই ভিত্তিপ্রস্তর ফলকটাই সেই হারানো পৃথিবী। কিন্তু রবার্ট আমি তা মনে করি না, এই ভবনের হারানো পৃথিবীর ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করা হয় ১৮৮৪ সালের ৪ জুলাই। আর ওই অনুষ্ঠান করা হয় মোসেনিক বা পাথরকাটা সম্প্রদায়ের রীতি অনুযায়ী।

BanglaBook.org

তাহলে আমাদের পূর্বপুরুষরাই এই সম্প্রদায়ের ছিল? পিটার বললেন, হ্যাঁ। তারা জানতেন, মাটির নিচে যা রাখছেন তার শক্তি কতটুকু। রাতে ল্যাংডনের ঘুম হল না। সারা রাত তিনি বিষয়টি নিয়ে ভাবলেন। প্রাচীন রহস্য, প্রাচীন ইতিহাস, হারানো পৃথিবী, সে সময়ের গোপন ঘটনাবলী ইত্যাদি তার মনে উকি ঝুকি দিতে শুরু করল।

তিনি স্থীর একটা সিদ্ধান্তে আসতে চাইলেন। মাটির ৫৫৫ ফুট নিচে পাথরের ভিত্তিপ্রস্তর ফলকটি চাপা পড়ে আছে বলে পিটার যে দাবি করেছেন সেটাকেও তিনি মেনে নিলেন। মনে মনে ভাবলেন, মানুষ সারা জীবন কত অজানা রহস্য নিয়ে গবেষণা করে অথচ এখনও মাটির নিচে যে রহস্য লুকিয়ে আছে সেটা নিয়ে গবেষণা করে না।

ল্যাংডন আরো ভাবলেন, ওই ভবনের মাটির নিচে যদি রহস্য লুকিয়ে থাকবে তাহলে সেটা শুধু ওই জায়গায় থাকবে কেন? অন্য জায়গাতেও লুকিয়ে থাকবে।

ল্যাংডন সব সময়ই বিশ্বাস করতেন যে, পৃথিবী জুড়ে নানা মানুষের নানা রকম রহস্যময় কীর্তি লুকিয়ে রয়েছে। সেটা পিথাগোরাস, হার্মেস, হারকিউলিস, পেরাসেলাসের হতে পারে।

এটা রসায়ন শাস্ত্র, আধ্যাত্মিক অর্ন্তজ্ঞান, যাদু শাস্ত্র বা দর্শনের ভিতরও লুকিয়ে থাকতে পারে। যেসব গোপন রহস্যের কথা বলা হচ্ছে সেগুলোর সমাধান আলেকজান্দ্রিয়ার প্রাচীন লাইব্রেরীতে পাওয়া যেতে পারে যেটা মিসরে অবস্থিত। সুমার নকশা ও হায়ারোগ্লিপস বর্ণেও এর কিছু পাওয়া যেতে পারে।

এসব সাত পাঁচ ভেবে ল্যাংডন তাৎক্ষণিকভাবে পিটারের সাথে হ্যান্ডসেক করলেন। বললেন, আমি দুঃখিত। প্রাচীন রহস্য নিয়ে গবেষণা করা একটি জীবন ব্যাপি প্রক্রিয়া। অজানা অনেক পৃথিবীর মধ্যে শুধু একটিতে কি আর লুকিয়ে থাকতে পারে?

পিটার ল্যাংডনের বাহুতে একটি হাত রাখলেন। বললেন, রবার্ট হারানো পৃথিবী বলতে আসলে কোন শব্দ নেই।

এর পর জ্ঞানী লোকের মত একটু হাসলেন। ফের বললেন, আমরা ওই শব্দটি বলি কারণ প্রাচীন কালের লোকের ওই শব্দটা ব্যাবহার করতেন। তখন থেকে সেটার ব্যবহার শুরু হয়।

BanglaBook.org

## ১৩০
## অধ্যায়

**শব্দের শুরুটা যেভাবে হয়।**

ন্যাশনাল ক্যাথোড্রেলের সুপরিশর স্থানে হাঁটু গেড়ে বসে আমেরিকার জন্য প্রার্থনা করছিলেন ডেন গ্যালোওয়ে। তিনি প্রার্থনা করছিলেন যে, তার প্রিয় স্বদেশ পৃথিবীর সব শক্তি যেন গ্রাস করতে পারে। লিখিত ও চিত্রিত জ্ঞান বিজ্ঞানের সব তথ্য যেন সংগ্রহ করতে পারে। মহানযুগের অর্ন্তজ্ঞানের সত্য যেন উদঘাটন করতে পারে।

মানবজাতির মহান শিক্ষকের দ্বারা ইতিহাস সমৃদ্ধ হয়েছে। বিশেষ করে আত্মার বিকাশ হয়েছে। বোঝা পড়ার ক্ষেত্র বিস্তৃত হয়েছে। মূল্যবান সব কথাবার্তা বেরিয়ে এসেছে বুদ্ধ, যিশু মোহাম্মদ (সাঃ) এর মুখ থেকে। এছাড়া পুরনো হাজার হাজার গ্রন্থ রয়েছে যেগুলো ইতিহাসকে সমৃদ্ধ করেছে।

বিশ্বের সব সংস্কৃতিরই নিজস্ব পবিত্র গ্রন্থ আছে। এসব গ্রন্থের শব্দ-ভাষা আলাদা হলেও বিষয়বস্তুর দিক থেকে এগুলো একই রকমের। খ্রিষ্টানদের বাইবেল, মুসলমানদের কোরান, ইহুদিদের তৌরাত, হিন্দুদের বেদ এ জাতীয় গ্রন্থ।

এসব গ্রন্থের শব্দ কথা আলোর মত। মানুষকে পথ দেখায়।

আমেরিকার মোসোনিক বা পাথরকর্তনকারী সম্প্রদায়ের পূর্ব পুরুষরা বাইবেল অনুসরণ করতেন। এখনও উল্লেখযোগ্য সংখ্যক মার্কিনী এটা অনুসরণ করেন। তাদের দৃঢ় বিশ্বাস এখানে সত্য বার্তা আছে।

আজ রাতে গোলাওয়ে গীর্জায় হাত উপরে তুলে তার ম্যাসোনিক বাইবেল থেকে শব্দ আওরাচ্ছেন। প্রার্থনা করছেন।

ওল্ড টেস্টামেন্ট, নিউ টেস্টামেন্ট থেকেও বাণী আওরাচ্ছেন। এগুলো অবশ্য ম্যাসনিক বা পাথর কর্তনকারী সম্প্রদায়ের দর্শনগত বাণী।

গেলোওয়ে দেখে দেখে ওসব বাণী পড়ছিলেন না। ওগুলো তার মুখস্থ। তাই না দেখেই সেগুলো পাঠ করছেন। এ বাণীগুলো তার মত বিশ্বের কোটি কোটি লোক প্রতিদিন পাঠ করে থাকেন। বিভিন্ন ভাষায় এগুলো পড়া হয়। উনি যে বাণী পড়ছিলেন তার মর্মার্থ অনেকটা এ রকম।

সময় হচ্ছে নদী। বই হচ্ছে তার নৌকা। এ নদীর শাখা প্রশাখা বহু দূর পর্যন্ত বিস্তৃত। নদীর তীরবর্তী বালুকনা ধ্বংসের সাক্ষীমাত্র।

জ্ঞানী লোক হিসেবে গেলোওয়ে বিশ্বাস করেন বিশ্বে ধর্মগ্রন্থ হিসেবে যেগুলো পড়া হয় তার অধিকাংশই সত্য।

শিঘ্রই আলো আসবে। মানবজাতি এই ধর্মগ্রন্থগুলোকে আকড়ে ধরবে। প্রাচীন কালের সত্যকে বের করে আনবে।

## ১৩১
## অধ্যায়

ওয়াশিংটন মনুমেন্টর মধ্যে দিয়ে যে প্যাচান সিঁড়ি নীচে নেমে গেছে তাতে ৮৯৬ টি পাথরের ধাপ রয়েছে। এটি একটা উন্মুক্ত এলিভেটর শ্যাফটের চারপাশে ঘুরতে ঘুরতে নেমেছে। ল্যাংডন আর সলোমন নীচে নামেন। কয়েক মুহূর্ত আগে পিটার তাকে যে চমকপ্রদ তথ্য জানিয়েছে সেটার সাথে সে ধাতস্থ হতে চেষ্টা করে: *রবার্ট এই মনুমেন্টের ফাঁপা ভিত্তিপাথরের ভিতরে আমাদের পূর্বপুরুষেরা দি ওয়ার্ড–বাইবেলের– একটা সংস্করণ রেখেছিলেন, যা অন্ধকারে এই সিঁড়ির শেষে অপেক্ষা করছে।*

BanglaBook.org

নীচে নামবার সময়ে রবার্ট হঠাৎ একটা জায়গায় থমকে দাঁড়াল। ফ্ল্যাশলাইটের আলোর মুখ ঘুরালে দেয়ালে প্রোথিত একটা বিশাল পাথরের মেডালিয়ন বা মূর্তি ধাচের কিছু একটা জিনিস আলোকিত হয়ে উঠে।

*এটা আবার কি?* ল্যাংডন খোদাই করাটা দেখে চমকে উঠে।

মেডালিয়নে আলখাল্লা পরিহিত একটা ভীতিকর প্রতিকৃতি হাতে কাস্তে ধরে একটা বালিঘড়ির পাশে হাটু ভেঙে বসে আছে। প্রতিকৃতিটার হাত উপরের দিকে তোলা আর তর্জনী সোজা উপরের দিকে একটা বিশাল খোলা বাইবেল ইঙ্গিত করছে যেন বলতে চায়: "উত্তর এখানে আছে! জেনে নাও।"

খোদাই করা প্রতিকৃতিটা দেখে পিটারের দিকে তাকয় ল্যাংডন।

তার গুরুর চোখে এখন রহস্য উঁকি দেয়। "আমি তোমাকে একটা বিষয় বিবেচনা করে দেখতে বলবো রবার্ট।" তার কণ্ঠস্বর খালি সিঁড়ির মাঝে প্রতিধ্বনি তোলে। "তোমার কি মনে হয় হাজার বছরের ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ পরিবেশে সংগ্রাম করে বাইবেল আজও টিকে আছে? এখনও কেন সে তার অস্তিত্ব বজায় রেখেছে? তার কারণ কি এর গল্পগুলো আমরা পড়তে বাধ্য বলে? অবশ্যই না. কিন্তু অন্য একটা কারণ আছে। একটা কারণ নিশ্চয়ই আছে যে কারণে খৃস্টান পাদ্রীরা আজীবন বাইবেলের পাঠোদ্ধারে সময় কাটিয়ে দেয়। কারণ নিশ্চয়ই আছে যে জন্য কাবালিস্ট আর ইহুদি মরমীবাদীরা ওল্ড টেস্টামেন্টে মুখ গুঁজে পড়ে থাকে। আর সেই কারণটা হল রবার্ট এই প্রাচীন বইয়ের পাতায় শক্তিশালী রহস্য লুকান রয়েছে. . .অর্জিত জ্ঞানের একটা বিশাল সমাবেশ যা প্রকাশের জন্য অপেক্ষা করছে।"

বাইবেলের একটা আলাদা লুকানো অর্থ আছে। ল্যাংডন এই ধারণার সাথে পরিচিত। সেগুলো রূপক, প্রতীক আর নীতিগর্ভ কাহিনীর আড়ালে চাপা পড়ে থাকা বার্তা।

"নবীরা আমাদের সতর্ক করে দিয়েছেন," পিটার বলে চললেন, "যে ভাষায় তারা গোপন রহস্যের কথা বলেছেন সেটা সাঙ্কেতিক। মার্কের গসপেলে বলা হয়েছে, 'রহস্য জানবার অধিকার তোমারও আছে. .কিন্তু সেটা বলা হবে রূপকের আশ্রয়ে।' আমরা শ্লোকে পাই জ্ঞানী মানুষের কথা হল 'ধাঁধা' যেখানে করিন্থিয়ানরা 'লুকান জ্ঞান' নিয়ে কথা বলে। জনের গসপেলে সাবধান করে দেয়া হয়েছে: 'আমি তোমার সাথে রূপকের আঙ্গিতে কথা বলবো. এবং আমার অন্ধকারের বাণী ব্যবহার করবো।"

*অন্ধকারের বাণী বা ডার্ক সেয়িং।* ল্যাংডন মজা পায়। সে জানে এই বিচিত্র বাগধারাটা পুস্তকে বেখাপ্পাভাবে উপস্থিত আছে সেই সাথে আরো আছে ৭৮নং স্তুতিগানে। *আমি আমার মুখ খুলে রূপক ছড়িয়ে দেব আর প্রাচীনদের অন্ধকারের বাণী উচ্চারিত হবে।* ল্যাংডন জেনেছে, অন্ধকারের বাণীর ধারণার ভিতরে অশুভ কিছু নেই বরং এটা দিয়ে বোঝান হয় অবগুণ্ঠিত বা আলো থেকে দূরের কোন কিছু।

"আর তোমার মনে যদি কোন সন্দেহ থাকে," পিটার বলে, "কোরিন্থিয়ানসরা আমাদের স্পষ্টতই বলে গেছে যে রূপকের দুটো মানে আছে:

BanglaBook.org

'বাচ্চাদের জন্য দুধ আর পুরুষদের জন্য মাংস'– এখানে দুধের অর্থ অজ্ঞ লোকের জন্য পানির মত পড়ে যাওয়া আর মাংসটা হল আসল বার্তা। পরিণত মস্তিষ্কই কেবল সেটা অনুধাবন করতে পারবে।"

পিটার আবার আলোটা উঁচু করে আলখাল্লা পরা প্রতিকৃতি দেখে নেন। "রবার্ট আমি জানি তুমি সংশয়বাদী, কিন্তু একটা বিষয় ভেবে দেখো। বাইবেলে যদি কোন গোপনবাণী না থাকবে তাহলে ইতিহাসের এত পণ্ডিত ব্যক্তিরা কেন– যার ভিতরে রয়্যাল সোসাইটির চৌকষ বিজ্ঞানীও আছেন– এটা এত মনোযোগ দিয়ে পাঠ করেছে। বাইবেলের আসল মানে উদ্ধার করতে গিয়ে আইজাক নিউটন দশ লক্ষের বেশি শব্দ লিখেছেন। যার ভিতরে ১৭০৪ পাণ্ডুলিপি রয়েছে। বলা হয়ে থাকে এখানে তিনি বাইবেলের গোপন বৈজ্ঞানিক তথ্য নিয়ে আলোচনা করেছেন।!"

ল্যাংডন জানে এটা সত্যি।

"আবার ফ্রান্সিস বেকন," পিটার বলতে থাকে, "আক্ষরিক অর্থে কিং জেমস বাইবেল *সৃষ্টি* করার জন্য কিং জেমস এই প্রতিভাবানকে দায়িত্ব দিয়েছিলেন, বাইবেলের লুকান অর্থের অবস্থান সম্পর্কে তার মনে এতটাই প্রত্যয় জন্মায় যে তিনি সেটা নিজের মত করে সংকেতে প্রকাশ করে গেছেন, যা আজও পাঠ করা হয়। তুমি জান যে বেকন ছিলেন রোজিক্রুসিয়ান আর *দি উইজডম অব দি এ্যানশিয়েন্টস* এর লেখক।" পিটার হাসে। "এমনকি মূর্তিপূজারী কবি উইলিয়াম ব্লেক আভাস দিয়েছেন যে আমাদের উচিত অর্ন্তনিহিত মানে সম্পর্কে সচেতন থাকা।"

ল্যাংডন কবিতাটার সাথে পরিচিত।

BOTH READ THE BIBLE DAY AND NIGHT,
BUT THOU READ BLACK WHERE I READ WHITE.

"আর ইউরোপের প্রতিভাবানরাই কেবল না," পিটার দ্রুত নামতে নামতে বলে। "রবার্ট, এখানে এই তরুণ আমেরিকান জাতির একেবারে মর্মমূলে এখানেও ছিল, আমাদের উজ্জ্বলতম প্রতিভাবান পূর্বপুরুষেরা – জন এ্যাডামস, বেন ফ্রাঙ্কলিন, টমাস পেইন– সবাই আক্ষরিক অর্থে বাইবেল পাঠের বিপদ সম্পর্কে সতর্ক করে গিয়েছেন। বস্তুত পক্ষে টমাস জেফারসন বাইবেলের আসল বাণী *গোপন* রয়েছে এটা সম্পর্কে এতটাই নিশ্চিত ছিলেন যে তিনি আক্ষরিক অর্থে পাতা কেটে বইটা সম্পাদনা করেছিলেন, 'কৃত্রিম জঞ্জাল সরিয়ে আসল মতবাদ প্রতিষ্ঠার চেষ্টায় তিনি একাজটা করেছিলেন।"

ল্যাংডন এই আজব ব্যাপারটা সম্পর্কেও অবগত রয়েছেন। জেফারসনের বাইবেল আজও ছাপা হয় এবং সেখানে নানা বিতর্কিত সংশোধন রয়েছে যার ভিতরে কুমারী জন্ম আর পূর্নজন্মটা বাদ দেয়া হয়েছে। আশ্চর্যজনক ব্যাপার হল জেফারসনের বাইবেল উনিশ শতকের প্রথম অর্ধেও নতুন সিনেটরদের উপহার দেয়া হত।

BanglaBook.org

"পিটার আমি জানি বিষয়টা আঁকর্ষণীয় এবং এটাও বুঝতে পারি যে প্রতিভাবানদের এটা প্ররোচিত করে বাইবেলের গোপন অর্থ রয়েছে বিবেচনা করতে, কিন্তু আমি এর ভিতরে কোন যুক্তি খুঁজে পাই না। যেকোন দক্ষ প্রফেসর তোমাকে একটা কথা বলবে শিক্ষা কখনও সাঙ্কেতিক উপায়ে দান করা যায় না।"

'আমি দু:খিত?"

"শিক্ষকেরা শিক্ষা দেন, পিটার। আমরা খোলা খুলি কথা বলি। নবীরা কেন দুর্বোধ্য ভাষা ব্যবহার করবেন। সবাই যাতে বুঝতে পারে এমনভাবে বললে ক্ষতি কি?"

পিটার নীচে নামতে নামতে কাঁধের উপর দিয়ে ঘুরে তাকায়। প্রশ্নটা তাকে বিস্মিত করেছে। "রবার্ট, প্রাচীন রহস্য সম্ভ যে কারণে গোপন রাখা হয়েছিল ঠিক সেই কারণেই বাইবেলে খোলাখুলি সব বলা হয়নি. .যে কারণে নিওফাইটসদের দীক্ষা নিতে হত পুরুষাণুক্রমিক গোপন শিক্ষা গ্রহণের আগে. . . যে কারণে ইনভিজিবল কলেজের বিজ্ঞানীরা তাদের জ্ঞান অন্যদের মাঝে বিতরণ করতে গররাজি ছিলেন। রবার্ট এই জ্ঞান খুবই শক্তিশালী। ছাদের উপর থেকে চেঁচিয়ে প্রাচীন রহস্যময়তা সম্বন্ধে বলা যায় না। রহস্য একটা জলন্ত মশাল, যা ওস্তাদের হাতে আলো হয়ে পথ দেখাবে। ওটা পাগলের হাতে পড়লে সব পুড়ে ছারখার হয়ে যাবে।

লাঙ্গডন দাঁড়িয়ে পড়ে। *সে কি বলছে?* "পিটার আমি বাইবেলের কথা বলছি। তুমি কেন প্রাচীন রহস্যময়তা সম্পর্কে কথা বলছো?"

পিটার ঘুরে দাঁড়ায়। "রবার্ট এখনও বুঝতে পারোনি? প্রাচীন রহস্যময়তা আর বাইবেল একই জিনিস।"

ল্যাংডন হতবাক হয়ে যায়।

পিটার কিছুক্ষণ চুপ করে থাকে, ধারণাটা আত্মস্থ হবার সময় দেয়। "বাইবেলের সাহায্যে ইতিহাসের বাঁকে বাঁকে রহস্যময়তার ধারা বয়ে এসেছে। এর পাতাগুলো আমাদের বেপরোয়াভাবে রহস্যের কথা বলতে চায়। তুমি কি বোঝ না? বাইবেলের অন্ধকারের বাণী হল প্রাচীন মুনিদের গুঞ্জন, নিরবে তাদের জ্ঞান আমাদের সাথে ভাগ করে নিতে চাইছে।"

ল্যাংডন কোন কথা বলে না। প্রাচীন রহস্যময়তা সে যতদূর বোঝে কিছু লিখিত নির্দেশ যা মানুষের মনের সুপ্ত ক্ষমতাকে জাগ্রত করতে সহায়তা করবে. .ব্যক্তিগত রূপান্তরের একটা ফর্দ। সে কখনও সুফীবাদের ক্ষমতা বুঝতে পারেনি, এবং বাইবেলে এইসব রহস্যের সমাধানের চাবি রয়েছে এই ধারণাটা মেনে নেয়া অসম্ভব।

"পিটার বাইবেল আর প্রাচীন রহস্যময়তা একেবারে পুরোপুরি বিপরীত। রহস্যময়তার বিষয় হল আমাদের ভেতরের দেবরূপ. . মানুষের দেবতায়ন। বাইবেলে বিষয় আমার উপরে ঈশ্বর. . মানুষ ক্ষমতাহীন পাপী।"

'হ্যাঁ! তাইতো! তুমি একেবারে আসল সমস্যাটায় হাত দিয়েছো! যে মুহূর্তে মানুষ নিজেকে ঈশ্বরের থেকে পৃথক করে ফেললো সেই মুহূর্তে শব্দের আসল

BanglaBook.org

অর্থ হারিয়ে গেল। প্রাচীন গুরুদের বাণী তলিয়ে গেল আত্মস্বীকৃত অনুশীলনকারীদের হট্টগোলের ভিতরে যারা দাবী করে কেবল তারাই শব্দের অর্থ বোঝে. . .যে শব্দ তাদের ভাষায় লেখা হয়েছে অন্য কারো ভাষায় না।"

পিটার এখনও নীচে নামছে।

"রবার্ট তুমি আমি আমরা দুজনেই জানি প্রাচীন মুনি ঋষিরা আঁতকে উঠতেন যদি দেখতেন কিভাবে তাদের শিক্ষাকে কলঙ্কিত করা হয়েছে. . . ধর্ম কিভাবে স্বর্গে যাবার টিকিট কাউন্টারে পরিণত হয়েছে. . .কিভাবে যোদ্ধারা স্রষ্টা তাদের সাথে আছে মনে করে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ছে। আমরা শব্দ হারিয়ে ফেলেছি কিন্তু এর সত্যিকারের মানে এখনও আমাদের নাগালের ভেতরে রয়েছে, ঠিক আমাদের চোখের সামনে। বাইবেল থেকে ভগবত গীতা থেকে কোরান শরীফ সব টিকে থাকা পুস্তকে এটা বিদ্যমান। ফ্রিম্যাসনারীর প্রার্থনার বেদীতে এসবগুলো পুস্তককে শ্রদ্ধার সাথে রাখা হয় কারণ ম্যাসনরা বোঝে যা পৃথিবীর মানুষ ভুলে গেছে. . . যে এইসব পুস্তক নিজের মত করে নিরবে একটা বাণীই আউড়ে গেছে।" পিটারের কণ্ঠে আবেগ উথলে উঠে। "নিজেকে জান তবেই স্রষ্টাকে জানতে পারবে?"

এই বিখ্যাত প্রাচীন বাণীটা কিভাবে বারবার আজ রাতে আলোচিত হচ্ছে ল্যাংডন ভাবে। গ্যালোওয়ের সাথে কথা বলার সময়ে সে এটার উদ্ধৃতি দিয়েছে এবং ক্যাপিটল ভবনে *অ্যাপোস্থেসিস* ব্যাখ্যা করার সময়ে।

পিটার তার কণ্ঠস্বর নীচু করে প্রায় ফিসফিসের পর্যায়ে নিয়ে আসে। "বুদ্ধ বলেছেন, 'তুমি নিজেই ভগবান।' যীশু বলে 'ঈশ্বরের রাজত্ব তোমার ভিতরেই নিহিত' এবং প্রতিশ্রুতিও দিয়েছেন 'আমি যা করি তুমিও সেটা করতে সক্ষম. .আরো বেশি মাত্রায়।' এমনকি প্রথম এ্যান্টিপোপ-হিপ্পোলিটাস অব রোম- এই একই বাণী উদ্ধৃত করেছেন, মোনোইমাস নামে গ্নস্টিক গুরু যা প্রথম উচ্চারণ করেছিল: 'ঈশ্বরের সন্ধান করা বন্ধ কর. .তার বদলে নিজের ভেতর থেকে আরম্ভ কর'।"

ল্যাংডনের হাউজ অব টেম্পলের কথা মনে পড়ে, সেখানে ম্যাসনিক টাইলারের চেয়ারের পেছনে দুটো পথ প্রদর্শক শব্দ খোদাই করা আছে: নিজেকে জানো।

"এক জ্ঞানী লোক একবার আমাকে বলেছিল," পিটার বলে তার গলার স্বর মৃদু শোনা যায়, "তোমার আর ঈশ্বরের ভিতরে একটাই পার্থক্য তুমি ভুলে গেছো যে তুমি অনিন্দ্য।"

"পিটার তোমার কথা আমি শুনেছি- আমি মানি। আমি এটাও সানন্দে মানতে রাজি যে আমরা ঈশ্বর, কিন্তু পৃথিবীতে আমি কোন ঈশ্বরকে হাঁটতে দেখছি না। আমি কোন অতিমানব কোথাও দেখছি না। তুমি বাইবেলের তথাকথিত অলৌকিক কাহিনীর প্রতি ইঙ্গিত করতে পার বা অন্য কোন ধর্মীয় গ্রন্থের কথা বলতে পার কিন্তু সেসব গল্প মানুষের উদ্ভাবন আর সময়ের সাথে সাথে যা অতিশয়োক্তিতে পরিণত হয়েছে।"

BanglaBook.org

"হয়তো," পিটার বলে। "বা সম্ভবত আমাদের বিজ্ঞান প্রাচীন জ্ঞানর সমকক্ষ হয়ে উঠা পর্যন্ত আমরা অপেক্ষা করতে পারি।" সে থামে। "মজার ব্যাপার হল. . .আমার বিশ্বাস ক্যাথরিনের গবেষণা বোধহয় ঠিক সেই কাজটাই করতে চলেছে।"

ল্যাংডনের এখন মনে পড়ে হাউজ অব টেম্পলার থেকে ক্যাথরিন দৌড়ে বের হয়ে গিয়েছিল। "আচ্ছা, সে কোথায় গেল, বলতো?"

"সে শীঘ্রই এখানে আসবে," পিটার মুচকি হেসে বলে। "সে একটা সৌভাগ্য সম্বন্ধে নিশ্চিত হয়ে আসতে গিয়েছে।"

বাইরে, মনুমেন্টের পাদদেশে, পিটার সলোমন রাতের শীতল বাতাসে বের হয়ে আসলে তার নিজেকে বেশ প্রাণবন্ত মনে হয়। সে আমোদিত হয়ে দেখে রবার্ট ল্যাংডন গভীর মনোযোগ দিয়ে মাটির দিকে তাকিয়ে আছে মাথা চুলকাতে চুলকাতে এবং ওবেলিস্কের পাদদেশে চারপাশে ঘুরে দেখছে।

"প্রফেসর," পিটার ঠাট্টা করে বলে, "যে ভিত্তিপ্রস্তরের ভিতরে বাইবেলটা আছে সেটা মাটির নীচে রয়েছে। তুমি আসলে বইটা দেখতে পাবে না কিন্তু আমি নিশ্চিত করতে পারি তোমাকে আছে।"

"আমি বিশ্বাস করি তোমার কথা," ভাবনার রাজ্যে হারিয়ে যেতে যেতে ল্যাংডন বলে। "আমি কেবল. . .আমি একটা জিনিস লক্ষ্য করেছি।"

ল্যাংডন পিছিয়ে এসে ওয়াশিংটন মনুমেন্ট যে বিশাল চত্বরে অবস্থিত সেটা পর্যবেক্ষণ করে। বৃত্তাকার চাতালের পুরোটা সাদা মার্বেলের. . .কেবল কালো পাথরের দুটো সৌন্দর্য্যবর্ধক গতিপথ যা মনুমেন্টের চারপাশে দুটো এককেন্দ্রিক বৃত্তের জন্ম দিয়েছে।

"বৃত্তের ভিতরে বৃত্ত," ল্যাংডন বলে। "আমি কখনও উপলব্ধি করিনি ওয়াশিংটন মনুমেন্ট বৃত্তের ভেতরে বৃত্তের কেন্দ্রে দাঁড়িয়ে রয়েছে।"

পিটার হেসে উঠে। *ব্যাটার চোখে কিছুই এড়িয়ে যায় না।* "হ্যাঁ, মহান সারকামপাঙ্কট. .স্রষ্টার বিশ্বজনীন প্রতিক. .আমেরিকার ক্রসরোডের উপরে অবস্থিত।" সে একটা সবজান্তার মত কাঁধ ঝাঁকানি দেয়। "এটা বোধহয় কাকতালীয় হবে।"

ল্যাংডনকে অন্যজগতের বাসিন্দা মনে হয়, শীতের কালো রাতে ধবধবে সাদা আলোকিত চূড়ার দিকে তার চোখ ধীরে ধীরে উঠে যায়।

পিটার বুঝতে পারে এই মনুমেন্টটা আসলে কেন বানান হয়েছিল সেটা বোধ হয় ল্যাংডন উপলব্ধি করতে পেরেছে. .প্রাচীন জ্ঞানর নীরব সতর্কবাণী. .একটা মহান জাতির হৃদয়ে আলোকপ্রাপ্ত মানুষের প্রতীক। পিটার যদিও এ্যালুমিনিয়ামের শীর্ষদেশ এখান থেকে দেখতে পায় না কিন্তু জানে সেটা সেখানে আছে মানুষের আলোকিত মনের স্বর্গের উদ্দেশ্যে আঁকুতি।

*লাস ডিও।*

"পিটার?" ল্যাংডন এগিয়ে এসে বলে, তাকে দেখে মনে হবে এইমাত্র সে কোন মরমী দীক্ষা লাভ করেছে। "আমি ভুলে গিয়েছিলাম," পকেটে হাত দিয়ে সে পিটারের সোনার ম্যাসনিক আংটি বের করে দেয়। আজ সারারাত এটা তোমাকে ফেরত দেবো বলে নিয়ে ঘুরছি।"

BanglaBoi.org

"ধন্যবাদ রবার্ট,' পিটার বাম হাত বাড়িয়ে আংটিটা নিয়ে, প্রশংসার চোখে সেদিকে তাকিয়ে থাকে। "তুমি জান, এই আংটিটা ঘিরে যত গোপনীয়তা রহস্য ছিল এবং ম্যাসনিক পিরামিড. . . আমার জীবনকে ভীষণভাবে প্রভাবিত করেছে। আমি যখন তরুণ পিরামিডটা আমাকে দেয়া হয়েছিল একটা প্রতিশ্রুতির সাথে যে এর ভেতরে একটা মরমী রহস্য লুকান রয়েছে। এর উপস্থিতিই আমায় স্মরণ করিয়ে দিত পৃথিবীতে অনেক রহস্যময়তা রয়েছে। এটা আমার কৌতূহলকে খোচা দিয়েছে, আমার বিস্ময়ের অনুভূতি বাড়িয়ে তুলেছে এবং প্রাচীন রহস্যময়তার প্রতি নিজের মনকে অবারিত করতে অনুপ্রাণিত করেছে। " সে হেসে নিরবে আংটিটা পকেটে রেখে দেয়। "আমি এখন বুঝতে পারছি ম্যাসনিক পিরামিডের আসল তাৎপর্য উত্তর দেয়া না বরং প্রশ্নের প্রতি আগ্রহ জাগ্রত করা।"

মনুমেন্টের পাদদেশে দুজন অনেকক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে।

ল্যাংডন আগে কথা বলে এবং তার কণ্ঠস্বরে একটা গুরুতর ভাব। "পিটার আমি তোমার কাছে একটা সুবিধা চাইছি. . .বন্ধু হিসাবে।"

"অবশ্যই, যেকোন কিছু।"

ল্যাংডন তার অনুরোধ. . . জোরালভাবে পেশ করে।

সলোমন মাথা নাড়ে, জানে তার কথাই ঠিক। "আমি করব।"

"এখনই," দাঁড়িয়ে থাকা এসকালেড দেখিয়ে ল্যাংডন বলে।

"ঠিক আছে. . .কিন্তু একটা শর্ত।"

ল্যাংডন চোখ মটকে হাসে। "কিভাবে যেন তুমি সবসময়ে শেষ কথাটা বল।"

"হ্যাঁ, আর আমি চাই তুমি আর ক্যাথরিন শেষ একটা জিনিস দেখো।"

"এই সময়ে?" ল্যাংডন ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বলে।

সলোমন তার বন্ধুর দিকে তাকিয়ে উষ্ণ হাসি দেয়। "এটা ওয়াশিংটনের সবচেয়ে দর্শনীয় সম্পদ. .এবং এমন একটা জিনিস যা খুব খুব খুবই কম লোক প্রত্যক্ষ করেছে।"

# ১৩২
## অধ্যায়

BanglaBook.org

ওয়াশিংটন মনুমেন্টের দিকে দৌড়ে আসবার সময়ে ক্যাথরিন নিজেকে হাল্কা অনুভব করেন। আজ রাতে সে অনেক বিপর্যয় আর ধাক্কা সামলেছে এবং তার ভাবনা এখন আবার সে রিফোকাস করতে পারছে, হোক সেটা কেবল সাময়িকভাবে। পিটার একটু আগে যে চমকপ্রদ সংবাদ তাকে জনিয়েছে . খবরের সত্যতা এইমাত্র নিজেরে চোখে দেখে নিশ্চিত হয়েছে ক্যাথরিন।

*আমার গবেষণা নিরাপদ আছে। পুরোটাই।*

আজ রাতে তার গবেষণাগারের হলোগ্রাফিক ডাটা ডিভাইস সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু একটু আগে দি হাউস অব টেম্পলে পিটার তাকে জানিয়েছে যে সে গোপনে তার নিওটিক গবেষণার আরেকটা ব্যাকআপ এসএমএসসির এক্সিকিউটিভ অফিসে সংরক্ষণ করেছে। *তুমি জানো তোমার গবেষণা নিয়ে আমি দারুণভাবে অভিভূত,* সে তাকে ব্যাখ্যা করে বলে, *আমি তোমাকে বিরক্ত না করে তোমার অগ্রগতি দেখতে চেয়েছিলাম।*

"ক্যাথরিন?" একটা ভারী কণ্ঠ তার নাম ধরে ডাকে।

সে মুখ তুলে তাকায়।

আলোকিত মনুমেন্টের পাদদেশে একটা আবছা অবয়বকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যায়।

"রবার্ট!" সে দ্রুত এগিয়ে এসে তাকে আলিঙ্গন করে।

"সুসংবাদটা আমি শুনেছি," ল্যাংডন ফিসফিস করে বলে। "তুমি নিশ্চয়ই হাফ ছেড়ে বেঁচেছো।"

তার কণ্ঠস্বর আবেগে কেঁপে যায়। "অবিশ্বাস্যভাবে।" পিটার যে গবেষণা রক্ষা করেছে সেটা একটা বৈজ্ঞানিক ট্যুর ডি ফোর্স– মানুষের ভাবনা যে একটা সত্যিকারের আর পরিমাপযোগ্য শক্তি সেটা প্রমাণিত করতে যথেষ্ট গবেষণা পত্র। ক্যাথরিনের গবেষণায় দেখান হয়েছে মানুষের ভাবনার প্রভাব পানির বরফের স্ফটিকে পরিণত হওয়া থেকে র‍্যানডম ইভেন্ট জেনারেটর এমনকি অতিআণবিক বস্তুকণার চলাচলে পড়ে। ফলাফল সিদ্ধান্তমূলক আর নাকচ করার কোন উপায় নেই, আর সংশয়বাদীদের বিশ্বাসীতে পরিণত করতে সক্ষম আর বিশ্বব্যাপী সচেতনতাবোধকে প্রভাবিত করতে সক্ষম। "রবার্ট সবকিছু বদলে যাবে। *সবকিছু।*"

"পিটারেরও তাই ধারণা।"

ক্যাথরিন তার ভাইকে খুঁজতে চারপাশে তাকায়।

"হাসপাতালে," ল্যাংডন বলে। "আমি তাকে বলেছি আমার খাতিরে যেন সে যায়।"

ক্যাথরিন স্বস্তির শ্বাস ফেলে। "ধন্যবাদ।"

"সে আমাকে বলেছে এখানে তোমার জন্য অপেক্ষা করতে।"

ক্যাথরিন মাথা নাড়ে সে বিশাল সাদা ওবেলিস্কটার দিকে তাকায়। "সে আমাকে বলেছে যে সে তোমাকে এখানে আনছে। *লাউস ডিও'র'* ব্যাপারে কিছু একটা। সে খুলে বলেনি।"

ল্যাংডন একটা ক্লান্ত হাসি হাসে। "আমি নিশ্চিত না সে ঠিক কি বলেছে।" সে মনুমেন্টের উপরের দিকে দেখে। "তোমার ভাই আজ রাতে এমন নতুন কিছু আমাকে বলেছে যা আমি ঠিক মেনে নিতে পারছি না।"

BanglaBook.org

"আমাকে অনুমান করতে দাও," ক্যাথরিন বলে। "প্রাচীন রহস্যময়তা, বিজ্ঞান আর হোলি স্ক্রিপটার।"

"বিনগো।"

"আমার ভূবনে স্বাগতম।" সে চোখ মটকে বলে। "পিটার আমাকে এই জগতের সাথে অনেক আগে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিল। আমার গবেষণায় অনেক সাহায্য করেছো।"

"সহজ জ্ঞানে, সে যা বলেছে তারইকিছু একটা অর্থ করা সম্ভব।" ল্যাংডন মাথা নাড়ে। "কিন্তু বুদ্ধিবৃত্তিকভাবে. . ."

ক্যাথরিন হেসে তার কাঁধ জড়িয়ে ধরে। "রবার্ট তুমি জানো আমি হয়ত তোমাকে সাহায্য করতে পারি।"

ক্যাপিটল ভবনের অনেক ভেতরে স্থপতি ওয়ারেন বেল্লামি একটা জনশূন্য হলওয়ে দিয়ে হেঁটে যায়।

*আজ রাতে আর একটা কাজ বাকি আছে,* সে ভাবে।

নিজের অফিসে পৌঁছে সে তার ড্রয়ার থেকে একটা লোহার খুব পুরাতন চাবি বের করে। লোহাটা কালো হয়ে গেছে, লম্বা আর চিকন উপরে হাল্কা কিছু খোদাই করা রয়েছে। চাবিটা পকেটে ভরে সে তার অতিথিদের স্বাগত জানাবার জন্য প্রস্তুত হয়।

রবার্ট ল্যাংডন এবং ক্যাথরিন সলোমন ক্যাপিটলে আসছে। পিটারের অনুরোধে বেল্লামি তাদের খুব বিরল একটা সুযোগ দিতে যাচ্ছে– এই ভবনের সবচেয়ে চিত্তাকর্ষক রহস্য নিজের চোখে দেখার সুযোগ. . .যা কেবল স্থপতির পক্ষে উন্মোচন করা সম্ভব। অন্য কারো পক্ষে এ রহস্য ভেদ করা অসম্ভব।

# ১৩৩

## অধ্যায়

ক্যাপিটল রোটানডার মেঝে থেকে অনেক উপরে, অবস্থিত রবার্ট ল্যাংডন অনেক ভয়ে ভয়ে বৃত্তাকার ক্যাটওয়াকে যা গম্বুজের ছাদের ঠিক নীচে ঝুলে রয়েছে সেটার উপরে ধীর পায়ে হাঁটে। সে রেলিংএর উপরে বিক্ষিপ্তভাবে ঘোরাঘুরি করতে করতে একবার উঁকি দিয়ে দেখে, উচ্চতার কারণে তার মাথা ঝিমঝিম করে, তার বিশ্বাস করতে কষ্ট হয় নীচের মেঝেতে পিটারের কাটা কব্জি দেখার পরে দশ ঘন্টা সময়ও অতিবাহিত হয়নি।

সেই একই মেঝের উপরে ভবনের স্থপতিকে একটা ক্ষুদে বিন্দুর মত দেখায়, একশ আশি ফিট নীচে রোটানডার উপর দিয়ে ধীরপায়ে হেঁটে হারিয়ে যান। বেল্লামি, ক্যাথরিন আর ল্যাংডনকে এখানে পৌঁছে দিয়ে ঠিকমত পালনীয় নির্দেশ বুঝিয়ে দিয়েছেন।

BanglaBook.org

*পিটারের নির্দেশ।*

ল্যাংডন তার হাতে ধরা লোহার চাবির দিকে তাকায় যা বেল্লামি তাকে দিয়েছে। তারপরে সে এই স্তর থেকে উপরে উঠে যাওয়া আটসাট সিঁড়িটার দিকে তাকায়. . .আরো উপরে উঠে কোথায় হারিয়ে গেছে। *খোদা বাঁচাও।* স্থপতির ভাষ্য অনুযায়ী এই সরু সিঁড়িগুলো একটা লোহার দরজা পর্যন্ত উঠে গেছে যা ল্যাংডনের হাতের চাবিটা দিয়ে খোলা যায়।

দরজার পেছনে এমন কিছু আছে যা ল্যাংডন আর ক্যাথরিনকে দেখতে সানুনয় অনুরোধ করেছে পিটার। পিটার বাকিটা খুলে বলেনি কিন্তু কঠোর নির্দেশ দিয়েছে দরজাটা ঠিক *কখন* খুলতে হবে সে বিষয়ে। *দরজাটা খুলতে হলে আমাদের অপেক্ষা করতে হবে? কেন?*

ল্যাংডন আবার হাতের ঘড়ির দিকে তাকায় এবং আঁতকে উঠে।

চাবিটা পকেটে ফেলে সে ব্যালকনির শেষ প্রান্তের বিশাল শূন্যস্থানের দিকে তাকিয়ে থাকে। ক্যাথরিন নির্ভয়ে সামনে এগিয়ে গেছে, উচ্চতা সম্পর্কে একেবারে বেখেয়াল হয়ে। সে ইতিমধ্যে বৃত্তাকার পথের অর্ধেকটা অতিক্রম করেছে, তাদের মাথার উপরে আবছাভাবে দৃশ্যমান ব্রুমিডির *দি এ্যাপোথ্থেসিস অব ওয়াশিংটনের* প্রতি ইঞ্চি সে তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করে। এই বিরল দৃশ্যবিন্দু থেকে প্রায় পনের ফিট লম্বা প্রতিকৃতি যা ক্যাপিটল ভবনের গম্বুজের প্রায় পাঁচ হাজার ফিটের পুরোটা জুড়ে রয়েছে অবাক করা খুটিনাটিসহ দৃশ্যমান।

ল্যাংডন ক্যাথরিনের দিকে পিঠ করে বাইরের দেয়ালের দিকে মুখ করে দাঁড়ায় এবং মৃদু কণ্ঠে ফিসফিস করে বলে, "ক্যাথরিন এটা তোমার বিবেকের কণ্ঠস্বর। তুমি কেন রবার্টকে পরিত্যাগ করলে?"

ক্যাথরিন আপাতভাবে গম্বুজের শ্রুতির বৈজ্ঞানিক পর্যেষণা সম্পর্কে অবগত. . .কারণ দেয়ালে প্রতিধ্বনি হয়। "কারণ রবার্ট একটা চিকেন হার্ট। তার উচিত ছিল আমার সাথে এখানে আসা। কারণ দরজা খোলার আগে এখনও অনেক সময় আমাদের একসাথে কাটাতে হবে।"

ল্যাংডন জানে তার কথাই ঠিক, কি আর করা দেয়াল হাতড়ে হাতড়ে অনিচ্ছা সত্ত্বেও সে ব্যালকনি দিয়ে এগিয়ে আসে।

"এই ছাদটা দারুণ বিস্ময়কর," ক্যাথরিন অভিভূত কণ্ঠে বলে, মাথার উপরের *এ্যাপোথ্থেসিসের* চমৎকারিত্ব পুরোপুরি উপভোগ করতে সে ঘাড় বাঁকিয়ে দেখে। "বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারক আর তাদের আবিষ্কারের সাথে পৌরাণিক দেবতারা মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে? আর ভেবে দেখো আমাদের ক্যাপিটলের ঠিক কেন্দ্রে *এই* ইমেজটা রয়েছে।"

ল্যাংডন ফ্র্যাঙ্কলিন, ফুলটন, আর মোর্স তাদের প্রযুক্তিগত উদ্ভাবন নিয়ে

ছড়িয়ে রয়েছে, উপরের দিকে চোখ তুলে দেখে। একটা ঝকঝকে রঙধনু এইসব প্রতিকৃতি বেঁকে বেরিয়ে এসেছে, সেখান থেকে চোখ দিয়ে অনুসরণ করে সে দেখে জর্জ ওয়াশিংটন মেঘে করে স্বর্গের দিকে উঠে যাচ্ছে। *মানুষের দেবতায় পরিণত হবার দারুণ প্রতিশ্রুতি।*

ক্যাথরিন বলে, "দেখে মনে হয় না প্রাচীন রহস্যময়তার পুরো নির্যাস এখানে রোটানডার উপরে ভাসছে।"

ল্যাংডন মনে মনে স্বীকার করে পৃথিবীতে খুব বেশি একটা ফ্রেসকো আঁকা হয়নি যেখানে মানুষের রূপান্তর এবং পৌরাণিক দেবতাদের সাথে বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারকে মিশিয়ে দেয়া হয়েছে। ছাদের প্রতিকৃতিগুলোর দর্শনীয় সংগ্রহ *আসলেই* প্রাচীন রহস্যময়তার একটা বার্তা পৌঁছে দিতে চাইছে এবং এখানে এটা আঁকার একটা কারণ আছে। আমেরিকার ভিত্তিস্থাপনকারী পূর্বপুরুষেরা দেশটাকে একটা খালি ক্যানভাস হিসাবে বিবেচনা করেছিল, একটা উর্বর ভূমি যেখানে রহস্যময়তার বীজের অঙ্কুরোদগম সম্ভব। আজ, অনেক উঁচুতে ভেসে থাকা এই আইকন– জাতির পিতার স্বর্গে আরোহন–নিরবে আমাদের নেতা, প্রেসিডেন্ট আর সাংসদদের মাথার উপরে নিরবে বিরাজ করছে. একটা জোরাল সতর্কবাণী, ভবিষ্যতের মানচিত্র, একটা সময়ের প্রতিশ্রুতি যখন মানুষ তাদের আধ্যাত্মিক পরিপূর্ণতা অর্জন সমাপ্ত করবে।

"রবার্ট," মিনার্ভার সান্নিধ্যে আমেরিকার মহান আবিষ্কারকদের অতিকায় প্রতিকৃতির দিকে তখন মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে সে ফিসফিস করে বলে। "এটা আসলেও ভাবীকালসূচক। আজ, মানুষের সবচেয়ে অগ্রসর উদ্ভাবকের দল মানুষের সবচেয়ে প্রাচীণ ধারণা নিয়ে গবেষণা করছে। নিওটিক বিজ্ঞানের ধারা হয়ত আমাদের কাছে নতুন কিন্তু এটা আসলে পৃথিবীর সবচেয়ে প্রাচীনতম বিজ্ঞান– মানুষের ভাবনার বিশ্লেষণ।" সে চোখে বিস্ময় নিয়ে ল্যাংডনের দিকে তাকায়। "আর আমরা ক্রমশ জানতে পারছি প্রাচীন মানুষেরা, আজ আমরা *ভাবনা* যত ভাল করে বুঝতে পারি তারা আসলে এরচেয়েও ভাল বুঝতেন।"

"কথায় যুক্তি আছে," ল্যাংডন উত্তর দেয়। "মানুষের মন আমাদের প্রাচীন পূর্বপুরুষদের একমাত্র লভ্য প্রযুক্তি ছিল। প্রাচীন দার্শনিকেরা এর নিরন্তর সাধনা করে গেছেন।"

"হ্যাঁ! প্রাচীন পাণ্ডুলিপি মানুষের মনের ক্ষমতার বিষয়ে একেবারে আবিষ্ট হয়ে রয়েছে। মানসিক শক্তির প্রবাহ বেদে বর্ণনা করা হয়েছে। *পিসটিস সোফিয়াতে* বিশ্ববোধের বর্ণনা রয়েছে। মানবিক আত্মার প্রকৃতি অনুসন্ধান করেছে *জোহর।* শামানিক পাণ্ডুলিপিতে আইনস্টাইনের 'দূরবর্তী প্রভাব'এর ধারণা দূর থেকে নিরাময়ের আঙ্গিকে কল্পনা করা হয়েছে। সবকিছুই সেখানে রয়েছে! আর বাইবেলের কথা না হয় বাদই দিলাম।"

BanglaBook.org

"তুমিও শুরু করলে," ল্যাংডন মুচকি হেসে বলে। "বাইবেলের ভিতরে বৈজ্ঞানিক তথ্য সাঙ্কেতিক আঁকারে রয়েছে এটা মেনে নিতে তোমার ভাই পাগল করে ছেড়েছে।"

"আসলেই তাই আছে," ক্যাথরিন বলে। "পিটারের কথা তোমার বিশ্বাস না হলে, তাহলে নিউটনের বাইবেল সম্বন্ধে লেখা দুর্বোধ্য পাণ্ডুলিপিগুলো পড়ে দেখতে পার। বাইবেলের সাঙ্কেতিক রূপক একবার বুঝতে পারলে, রবার্ট তুমি বুঝতে পারবে এটা আসলে মানব মনের একটা বিশ্লেষণ।"

ল্যাংডন কাঁধ ঝাকায়। "আমার মনে হয় ফিরে গিয়ে আরেকবার ভাল করে পড়ে দেখতে হবে।"

"আচ্ছা আমার একটা প্রশ্নের উত্তর দাও," বোঝাই যায় ল্যাংডনের সংশয়বাদী মনোভাব তার পছন্দ হয়নি। "বাইবেলে আমাদের যখন বলা হয় 'যাও আমাদের মন্দির তৈরী কর'. .একটা মন্দির যা আমরা অবশ্যই 'কোন অনুষঙ্গ ছাড়া এবং কোন ধরণের শব্দ না করে তৈরী করব,' তোমার কি মনে হয় কোন *মন্দিরের* কথা এখানে বোঝাতে চাইছে?"

"বেশ, ভাষ্যে বলা হয়েছে তোমার দেহ একটা মন্দির।"

"হ্যাঁ, কোরিন্থিয়ানস ৩:১৬। *তুমি* ঈশ্বরের মন্দির।" সে তার দিকে তাকিয়ে হাসে। "আর গসপেল অব জনেও ঠিক একই কথা বলা হয়েছে। রবার্ট, স্ক্রিপচার খুব ভাল করেই আমাদের মাঝে নিহিত শক্তির বিষয়ে অবগত ছিল এবং সেই শক্তির সাধনা করতে তারা আমাদের বলেছে. .আমাদের *মনের* মন্দির তৈরী করতে অনুরোধ করেছে।"

"দুর্ভাগ্যবশত, আমি মনে করি একটা *আসল* মন্দির পূর্ণনির্মাণের জন্য ধর্মীয় পৃথিবী অপেক্ষা করছে। এটা মেসিয়্যানিক ভবিষ্যবাণীর অংশ।"

"হ্যাঁ, কিন্তু এখানে একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে। দ্বিতীয় আবির্ভাব আসলে *মানুষের* আবির্ভাব– যে মুহূর্তে মানবজাতি তার মনের মন্দির তৈরী করতে সমর্থ হবে।"

"আমি জানি না," ল্যাংডন চিবুক ঘষতে ঘষতে বলে। "আমি বাইবেল পণ্ডিত নই, কিন্তু আমি নিশ্চিত জানি বাইবেলে একটা *বাস্তব* মন্দির যা নির্মাণ করা প্রয়োজন সেটার বিস্তারিত বর্ণনা রয়েছে। কাঠামোটাকে দুটো অংশে বর্ণনা করা হয়েছে– একটা বাইরের মন্দির যাকে বলা হয়েছে হোলি প্লেস আর একটা ভিতরের নিরাপদ শরণ যাকে বলা হয়েছে হোলি অব হোলিস। দুটো অংশের ভেতরে কেবল একটা পাতলা পর্দা দিয়ে পৃথক করা রয়েছে।"

ক্যাথরিন মুচকি হাসে। "বাইবেল সংশয়ীর পক্ষে ভালই বর্ণনা বলতে হবে। যাই হোক, তুমি কখনও মানুষের মস্তিষ্ক সামনা সামনি দেখেছো? এটা দুটো

BanglaBook.org

অংশে বিভক্ত– বাইরের অংশকে বলা হয় ডুরা ম্যাটার আর ভিতরের অংশকে বলা হয় পিয়া ম্যাটার। এই দুটো অংশকে পৃথক করে রেখেছে এ্যারাকনয়িড–জালের মত টিস্যুর একটা *পর্দা।*"

ল্যাংডন চমকে তাকায়।

ক্যাথরিন আলতো করে ল্যাংডনের কপালের পাশে স্পর্শ করে। "রবার্ট, একটা কারণ আছে তাইতো এটাকে তোমার *টেম্পল* বলা হয়।"

ক্যাথরিনের কথা হৃদয়ঙ্গম করতে করতে হঠাৎ গ্নস্টিক গসপেল অব মেরী অপ্রত্যাশিতভাবে তার মনে পড়ে: *যেখানে মন রয়েছে সেখানেই আছে সম্পদ।*

"তুমি হয়ত শুনে থাকবে," ক্যাথরিন সমঝোতার সুরে বলে, "ধ্যানস্থ ঋষিদের ব্রেন স্ক্যানের কথা? মানুষের মস্তিষ্ক, অধিশ্রয়নের উচ্চকোটিতে, পিনিয়াল গ্ল্যাণ্ড থেকে মোমের মত পদার্থ *বাস্তবিক* তৈরী হয়। মানুষের দেহে মস্তিষ্কের এই ক্ষরণের মত কিছু নি:সৃত হয় না। এই মোমের মত পদার্থের একটা আজব নিরাময় ক্ষমতা রয়েছে, আক্ষরিক অর্থে কোষ সৃষ্টি করতে পারে আর হয়ত এজন্যই ঋষিরা দীর্ঘজীবি হয়। এটাই *সত্যিকারের* বিজ্ঞান, রবার্ট। এই উপাদানের গুণাগুণ অচিন্তনীয় এবং কেবল গভীর অধিশ্রয়ণের উচ্চতর মার্গে *কেবল* মনেই এর সৃষ্টি হয়।"

"কয়েক বছর আগে এ সম্বন্ধে একটা আর্টিকেল পড়েছিলাম।"

"হ্যাঁ, আর এই বিষয়ে তুমি বাইবেলের ভাষ্য 'ম্যান্না ফ্রম হেভেন'র সাথে পরিচিত?"

ল্যাংডন দুটোর ভিতরে কোন যোগসূত্র খুঁজে পায় না। "তুমি বলতে চাইছো স্বর্গ থেকে চ্যুত জাদুকরী পদার্থ যা ক্ষুধা নিবৃত্ত করে।"

"ঠিক তাই। এই উপাদান বলা হয়ে থাকে অসুস্থকে নিরাময় করে অনন্ত জীবন দান করে এবং আজব ব্যাপার হল যে এটা হজম হবার পরে কোন বর্জ্য তৈরী হয় না।" ক্যাথরিন চুপ করে যেন তাকে সময় দেয় ব্যাপারটা আত্মস্থ করতে। "রবার্ট?" সে উৎসাহী কণ্ঠে বলে। "*স্বর্গ* থেকে চ্যুত একধরণের পুষ্টিবর্ধক" সে নিজের কপালের পাশে টোকা দেয়। "রহস্যময়ভাবে দেহকে উপশম দেয়? কোন বর্জ্য তৈরী করে না। এখনও বুঝতে পারছো না? এগুলো সব *সাঙ্কেতিক শব্দ,* রবার্ট! *টেম্পল* হল 'দেহ'। *স্বর্গ* হল 'মন'। *জ্যাকবস ল্যাডার* হল 'মেরুদণ্ড'। আর *ম্যান্না* হল মস্তিষ্কের এই বিরল নি:সরণ। বাইবেলে এসব সাঙ্কেতিক শব্দ দেখলে মনোযোগ দিও। তারা প্রায়ই আপাতভাবে যা মনে হয় তারচেয়েও গভীর কোন কিছু বোঝায়।"

ক্যাথরিন এখন দ্রুত কথা বলতে শুরু করেছে, সে ব্যাখ্যা করতে শুরু করেছে কিভাবে এই একই রহস্যময় উপাদান প্রাচীন রহস্যময়তায় ফিরে ফিরে

BanglaBook.org

এসেছে: নেকটার অব গড, এলিক্সির অব লাইফ, ফাউন্টেন অব ইয়ুথ, পরশ পাথর, এ্যামব্রোসিয়া, ডিউ, *ওজাস*, সোম। তারপরে সে মস্তিষ্কের পিনিয়াল গ্ল্যাণ্ড ব্যাখ্যা করে, যা ঈশ্বরের সর্বদর্শী চোখের উপস্থাপক। "মথি ৬:২২ অনুসারে," সে উত্তেজিত কণ্ঠে বলে, "'তোমার চোখ যখন *একা*, তোমার দেহ আলোয় ভরে উঠে।' এই একই ধারণা আজনা চক্র উপস্থাপন করে এবং হিন্দুদের কপালের তিলক, যা–"

ক্যাথরিন হঠাৎ থেমে যায় তাকে অপ্রস্তুত দেখায়। "দু:খিত. . .আমি জানি আমি আবোলতাবোল বকছিলাম। আমি আসলে খুবই উত্তেজিত। বহু বছর আমি মানুষের মনের অমিত শক্তি সম্বন্ধে প্রাচীন মুনিঋষিদের দাবী অধ্যয়ন করেছি আর এখন *বিজ্ঞান* আমাদের বলছে যে সেই শক্তি অর্জন আসলে একটা *শারিরীক* প্রক্রিয়া। আমাদের মস্তিষ্ক যদি সঠিকভাবে ব্যবহৃত হয় তবে আক্ষরিক অর্থেই অতিমানবিক শক্তিতে বলীয়ান হতে পারে। অনেক প্রাচীন পাণ্ডুলিপির মত বাইবেল, এ পর্যন্ত প্রস্তুত সবচেয়ে জটিল যন্ত্রের বিস্তারিত ব্যাখ্যা. . .*মানবদেহ।*" সে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে। "অবিশ্বাস্য ব্যাপার হল বিজ্ঞান এখনও মানব মনের পুরো প্রতিশ্রুতির কেবল বহিরাঙ্গ নিয়েই সামান্য নাড়াচাড়া করেছে।"

"মনে হচ্ছে তোমার নিওটিক গবেষণা সামনের দিকে একটা বিশাল অগ্রগতির সূচনা করবে।"

"অথবা *পেছনের দিকে,*" সে বলে। "আমরা এখন আবিষ্কার করছি এমন অনেক বৈজ্ঞানিক বাস্তবতা প্রাচীন মুনি ঋষিরা জানতেন। কয়েক বছরের ভিতরে আধুনিক মানুষ এখন পর্যন্ত অচিন্তনীয়কে মেনে নিতে বাধ্য হবে: আমাদের মন ভৌত পদার্থ *রূপান্তরে* সক্ষম শক্তি বিকিরিত করতে পারে।" সে একটু চুপ করে। "আমাদের ভাবনার প্রতি বস্তুকণা *সাড়া* দেয়. . .যার মানে আমাদের ভাবনার ক্ষমতা রয়েছে পৃথিবী বদলে দেবার।"

ল্যাংডন কোমলভাবে হাসে।

"আমার গবেষণা আমাকে *এটা* বিশ্বাস করতে বাধ্য করেছে," ক্যাথরিন বলে। "ঈশ্বর খুবই বাস্তব– একটা মানসিক শক্তি যা সবকিছুতে বিদ্যমান। আর আমরা মানুষেরা *সেই* আদলে তৈরী হয়েছি–"

"বুঝতে পারলাম না?" ল্যাংডন তাকে থামিয়ে দিয়ে বলে। "সেই আদলে তৈরী. . .মানসিক শক্তি?"

"ঠিক তাই। আমাদের পার্থিব দেহ সময়ের সাথে বদলায় কিন্তু আমাদের মন ঈশ্বরের আদলে সৃষ্ট। আমরা বাইবেল বড্ড বেশি হাল্কাভাবে পাঠ করি। আমরা শিখেছি ঈশ্বর আমাদের তার আদলে তৈরী করেছেন কিন্তু ঈশ্বরের সাথে আমাদের শরীরের না আমাদের মনের, আত্মার মিল আছে।"

ল্যাংডন চুপ করে থাকে ভাবনার রাজ্যে পুরোপুরি হারিয়ে গেছে।

BanglaBook.org

"এটাই আসলে সবচেয়ে বড় উপহার, রবার্ট আর ঈশ্বর অপেক্ষা করছেন সেটা কবে আমরা বুঝতে পারব। সারা পৃথিবীব্যাপী, আমরা আঁকাশের দিকে তাকিয়ে ঈশ্বরের প্রতীক্ষা করি. . .কখনও উপলব্ধি করি না যে ঈশ্বর আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে।" ক্যাথরিন একটু থেমে তার শব্দগুলোকে জারিত হতে দেয়। "আমরা *স্রষ্টা* অথচ কি অবুঝের মত আমরা *'সৃষ্টির ভূমিকা'* পালন করছি। আমরা নিজেদের অসহায় ভেড়া মনে করি, ঈশ্বর যিনি আমাদের সৃষ্টি করেছেন তার দ্বারা নিয়তির বিড়ম্বনার শিকার। ভীতচকিত শিশুর মত আমরা হাটু ভেঙে বসে সাহায্য ভিক্ষা চাই, অনুকম্পা আর সৌভাগ্য কামনা করি। কিন্তু আমরা যদি একবার বুঝতে পারি আমরা আসলে স্রষ্টার আদলে সৃষ্ট হয়েছি, তখন আমরা বুঝতে পারব যে আমরাও অবশ্যই স্রষ্টা। যখন এটা আমরা অনুধাবন করব তখনই মানুষের অপার সম্ভাবনার দ্বার খুলে যাবে।"

দার্শনিক ম্যানলী পি.হলের একটা লেখা একটা অনুচ্ছেদ ল্যাংডনের মনে পড়ে যা সবসময়ে তাকে বিব্রত করেছেঃ *এটা যদি অনন্তের অভিপ্রায় হত যে মানুষ বিজ্ঞ হবে না তাহলে সে কখনও জানার ক্ষমতায় তাকে বলীয়ান করত না।* ল্যাংডন আবার উপরে *এ্যাপোথ্বেসিস অব ওয়াশিংটনের* দিকে তাকায়– মানুষের দেবত্ব অর্জনের প্রতীকি প্রকাশ। *সৃষ্টির. . .স্রষ্টায় পরিণত হওয়া।*

"সবচেয়ে চমকপ্রদ অংশ," ক্যাথরিন বলে, "মানুষ যত তাড়াতাড়ি তার আসল ক্ষমতার চর্চা শুরু করবে, আমাদের পৃথিবীর উপরে আমাদের অমিত নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হবে। আমরা বাস্তবতার প্রতি প্রতিক্রিয়া প্রকাশের পরিবর্তে বাস্তবতার বিন্যাস করতে সক্ষম হব।"

ল্যাংডন দৃষ্টি নামিয়ে আনে। "বিপজ্জনক. . .শোনাচ্ছে।"

ক্যাথরিন চমকে উঠে তাকায়. . .দৃষ্টিতে মুগ্ধতা। "হ্যাঁ, ঠিক তাই! যদি চিন্তা আমাদের পৃথিবীকে প্রভাবিত করে তবে আমাদের অবশ্যই কিভাবে চিন্তা করছি সে বিষয়ে সতর্ক থাকতে হবে। ধ্বংসাত্মক ভাবনারও প্রভাবিত করার ক্ষমতা আছে আর আমরা ভাল করেই জানি সৃষ্টির চেয়ে ধ্বংস করাটা সহজ।"

প্রাচীন জ্ঞানকে ইতরজনের হাত থেকে রক্ষা করে এবং কেবল আলোকপ্রাপ্তের সাথে এটা ভাগ করে নেবার প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা করে যত গল্পগাথার সৃষ্টি হয়েছে সেসবের কথা ল্যাংডন চিন্তা করে। অদৃশ্য কলেজের কথা সে ভাবে এবং মহান বিজ্ঞানী আইজ্যাক নিউটন রবার্ট বয়েলকে অনুরোধ করেছিলেন তাদের গোপন গবেষণা সম্পর্কে "চরম নিরবতা" বজায় রাখতে। *এটা বোঝান সম্ভব না,* ১৬৭৬ সালে নিউটন লিখেছিলেন, *পৃথিবীর মারাত্মক ক্ষতি সাধন না করে।*

BanglaBook.org

"এখানে একটা চিত্তাকর্ষক প্যাচ আছে," ক্যাথরিন বলে। "সবচেয়ে বড় বিড়ম্বনা হল পৃথিবীর সব ধর্ম শতাব্দি পর শতাব্দি ধরে তাদের অনুসারীদের *আস্থা* আর *বিশ্বাস* এর ধারণা গ্রহণ করতে বলেছে । এখন বিজ্ঞান, বহু শতাব্দি ধরে যা ধর্মকে কুসংস্কার বলে হেয় করে এসেছে, এখন তাকে স্বীকার করতেই হবে যে আক্ষরিক অর্থেই বিজ্ঞানের পরবর্তী চর্চার ক্ষেত্র *আস্থা* আর *বিশ্বাস* উদ্দেশ্য আর প্রত্যয়ের অধিশ্রয়ন ক্ষমতা। অলৌকিকের প্রতি আমাদের বিশ্বাসকে যে বিজ্ঞান এক সময়ে বিনাশ করেছিল এখন নিজের সৃষ্ট গভীর ফাটলের উপরে সেতু নির্মাণ করছে ফিরে যাবার অভিপ্রায়ে।"

ল্যাংডন তার কথাগুলো অনেকক্ষণ ভাবে। তারপরে সে আবার *এ্যাপোস্থেসিসের* দিকে তাকায়। "আমার একটা প্রশ্ন আছে," ক্যাথরিনের দিকে তাকিয়ে সে বলে, "আমি যদি গ্রহণও করি, এক মুহূর্তের জন্য হলেও, যে আমার মনের দ্বারা ভৌত পদার্থ বদলে দেবার ক্ষমতা আমার আছে এবং আক্ষরিকভাবে আমি যা আশা করি সেটাই প্রতিভাত হয়. .আমি দু:খিত আমি আমার জীবনে এমন কিছু দেখছি না যা আমাকে বিশ্বাস করাতে পারে যে আমার সে শক্তি রয়েছে।"

ক্যাথরিন কাঁধ ঝাকায়। "তাহলে বলবো তুমি ভাল করে দেখছো না।"

"না আসলেই, আমি একটা সত্যি উত্তর চাই। তোমার উত্তরটা ছিল *প্রিস্টের মত।* আমি একজন *বৈজ্ঞানিকের* উত্তর শুনতে আগ্রহী।"

"তুমি সত্যি উত্তর চাও? তাহলে শোন। যদি আমি তোমার হাতে একটা বেহালা দিয়ে বলি তুমি এটার সাহায্যে অসাধারণ সুর সৃষ্টি করতে সক্ষম তাহলে আমি তখন মিথ্যা বলছি না। তোমার অবশ্যই সেই ক্ষমতা আছে কিন্তু সেজন্য তোমাকে প্রচুর অনুশীলন করতে হবে। রবার্ট, তোমার মনকে ব্যবহার করা শিখতে হলেও সেরকম প্রচুর অনুশীলনের দরকার। সুনির্দিষ্ট ভাবনা একটা অর্জিত দক্ষতা। একটা প্রত্যয়ের প্রকাশ ঘটাতে প্রয়োজন লেজারের মত অধিশ্রয়ন, পূর্ণ ঐন্দ্রিয়ক প্রত্যক্ষীকরণ আর প্রগাঢ় বিশ্বাস। গবেষণাগারে এটা আমরা প্রমাণ করেছি। আর ঠিক বেহালা বাজাবার মত অনেক মানুষ অন্যদের চেয়ে বেশি প্রকৃতি প্রদত্ত ক্ষমতা প্রদর্শন করে। ইতিহাসের দিকে দেখো। সেইসব আলোকিত মনের মানুষদের গল্পগুলো আরো একবার বিবেচনা কর যারা অলৌকিক ঘটনা ঘটাতে পারতেন।"

"ক্যাথরিন দোহাই লাগে এখন আবার বলো না যে তুমি অলৌকিক বিশ্বাস কর। আমি বলছি, সিরিয়াসলি. .পানিকে মদে পরিণত করা, হাতের স্পর্শে অসুস্থকে নিরাময় করা?"

BanglaBook.org

ক্যাথরিন একটা বড় করে শ্বাস নিয়ে আস্তে আস্তে নি:শ্বাস ত্যাগ করে। "আমি মানুষকে ক্যানসার আক্রান্ত কোষকে কেবল তাদের সম্পর্কে চিন্তা করে সুস্থ কোষে রূপান্তরিত করতে দেখেছি। মানুষের মন পার্থিব জগতকে বিপুলভাবে প্রভাবিত করছে আমি তার প্রত্যক্ষদর্শী। আর রবার্ট তুমি একবার সেটা ঘটতে দেখলে তখন সেটা তোমার বাস্তবতার একটা অংশে পরিণত হবে এবং বাকিটা তখন কেবল মাত্রার পার্থক্য।"

ল্যাংডনকে বিষণ্ণ দেখায়। "ক্যাথরিন পৃথিবীকে দেখার এটা একটা আশাব্যঞ্জক উপায় কিন্তু আমার জন্য এটা কেবল বিশ্বাসের একটা অসম্ভব অগ্রগতি। আর তুমি জানই বিশ্বাস কখনও আমার কাছে সহজে ধরা দেয়নি।"

"বেশ এটাকে তাহলে *বিশ্বাস* হিসাবে বিবেচনা কোরো না। এটাকে কেবল তোমার ধারণার পরিবর্তন হিসাবে বিবেচনা কর, মেনে নাও যে তুমি যেমন কল্পনা করেছিলে পৃথিবী ঠিক অবিকল সেরকম নয়। ঐতিহাসিকভাবে প্রতিটা বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার শুরু হয়েছে একটা সাধারণ ধারণা থেকে যা আমাদের বিশ্বাসকে বদলে দেবার হুমকি দিয়েছে। 'পৃথিবী বৃত্তাকার' এই সাধারণ বক্তব্যটাকে একেবারে অসম্ভব বলে উড়িয়ে দেয়া হয়েছিল কারণ কিছু লোক বিশ্বাস করতো এর ফলে সমুদ্রের পানি পৃথিবী থেকে গড়িয়ে যাবে। পৃথিবী সূর্যের চারপাশে ঘোরে এই মতবাদ খারেজী করে দেয়া হয়েছিল। অজ্ঞ মানব মন সে যা বোঝে না তাকে হিংস্রভাবে আক্রমণ করে। কিছু লোক আছে যারা সৃষ্টি করে. .কিছু লোক আছে যারা ধ্বংস করে। এই দ্বন্দ্ব চলে আসছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত স্রষ্টারা বিশ্বাসীদের খুঁজে পায়, এবং বিশ্বাসীদের সংখ্যা একটা নিরূপণকারী মাত্রায় পৌঁছে এবং সহসা পৃথিবী গোলকে পরিণত হয় এবং সৌরজগত সূর্যকেন্দ্রিক হয়ে উঠে। ধারণা রূপান্তরিত হয়, আর একটা নতুন বাস্তবতা জন্ম নেয়।"

ল্যাংডন মাথা নাড়ে, তার চিন্তার রাজ্যে ঝড় উঠেছে।

"তোমার চেহারা এমন দেখাচ্ছে কেন?" ক্যাথরিন জিজ্ঞেস করে।

"ওহ, জানি না। কেন জানি না কিভাবে গভীর রাতে লেকের মধ্যেখানে নৌকা নিয়ে গিয়ে শুয়ে শুয়ে তারা দেখার ফাঁকে এসব আবোলতাবোল কথা ভাবতাম সে কথা আমার মনে হচ্ছিল।"

সবজান্তার ভঙ্গিতে ক্যাথরিন মাথা নাড়ে। "আমার মনে হয় আমাদের সবারই একই স্মৃতি রয়েছে। মাঠে অন্ধকারে চিত হয়ে শুয়ে আঁকাশের দিকে তাকিয়ে. .মনে দ্বার খুলে দেয়া।" সে ছাদের দিকে তাকিয়ে বলে, "তোমার জ্যাকেটটা আমাকে দাও।"

BanglaBook.org

"কি?" জ্যাকেটটা খুলে সেটা সে তার দিকে এগিয়ে দেয়।

সেটা দুভাঁজ করে একটা বালিশ বানিয়ে মাটিতে বিছিয়ে দেয়। "শুয়ে পড়।"

ল্যাংডন তার কথামত পিঠ দিয়ে শোয়, এবং ক্যাথরিন তার মাথার নীচে জ্যাকেটটা অর্ধেক দেয় এবং তারপরে সে বাকি অর্ধেকে মাথা রেখে নিজেও তার পাশে শুয়ে পড়ে- দুটো শিশু, কাঁধে কাঁধ *ঠেকিয়ে* সংকীর্ণ ক্যাটওয়াকে শুয়ে উপরে ব্রুমিডির আঁকা ফ্রেসকো দেখতে বিভোর।

"ঠিক আছে," সে ফিসফিস করে বলে। "তোমার মনকে সেই একই ভাবনায় আবিষ্ট কর. . .একটা ছেলে নৌকায় শুয়ে. . .তারা দেখছে. . .তার মন অবারিত আর বিস্ময়ে ভরা।"

ল্যাংডন চেষ্টা করে কিন্তু সেই মুহূর্তে; একটু আরাম পেতে, ক্লান্তির ঢেউ তাকে আপ্লুত করে। তার দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে আসছে, সে তার মাথার উপরে একটা নির্বাক আঁকৃতি উপলব্ধি করে যা সাথে সাথে তাকে সজাগ করে তোলে। *এটা কি সম্ভব?* তা বিশ্বাস হতে চায় না সে আগে ব্যাপারটা লক্ষ্য করেনি, কিন্তু *দি এ্যাপোথ্বেসিস অব জর্জ ওয়াশিংটন* এর চরিত্রগুলো পরিষ্কারভাবে দুটো এককেন্দ্রিক রিঙে বিন্যস্ত- বৃত্তের ভিতরে বৃত্ত। *দি* এ্যাপোথ্বেসিস আবার *সারকামপাঙ্কট।* সে ভাবে আজ রাতে আর কি তার চোখ এড়িয়ে গেছে।

"রবার্ট একটা গুরুত্বপূর্ণ কথা আমি তোমাকে বলতে চাই। আমার গবেষণার আরো একটা অংশ আছে. . .এই অংশটা আমার বিশ্বাস আমার সমগ্র গবেষণার সবচেয়ে চিত্তাকর্ষক দিক।"

*"আরো বাকি আছে?"*

ক্যাথরিন কনুইয়ে ভর দিয়ে আধশোয়া হয়ে উঠে বসে। "এবং আমি প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি. . .মানুষ হিসাবে যদি আমরা এই একটা সহজ সত্য সত্যিকার অর্থে বুঝতে পারি. . .পুরো পৃথিবী একরাতের ভিতরে বদলে যেতে পারে।"

ল্যাংডনের পুরো *মনোযোগ এখন ক্যাথরিনের* কব্জায়।

"আমার অবশ্য আগে বলে নেয়া উচিত," সে বলে, "তোমাকে ম্যাসনিক মন্ত্র মনে করিয়ে দেয়া 'যা ছড়িয়ে আছে তাকে সংগ্রহ করতে. . .'বিশৃঙ্খলার ভিতরে শৃঙ্খলা' আনতে. . .'এ্যাট-ওয়ান-মেন্ট' খুঁজে পেতে'।"

"বলে যাও," ল্যাংডন কৌতূহলী হয়ে উঠেছে।

ক্যাথরিন মাথা নীচু করে তার দিকে তাকিয়ে হাসে। "আমরা বৈজ্ঞানিকভাবে প্রমাণ করতে পেরেছি মানুষের ভাবনার ক্ষমতা বীজগণিতের সূচকের হারে বাড়তে থাকে সেই ভাবনা ভাগ করে নেয়া মনের সংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে।"

BanglaBook.org

ল্যাংডন চুপ করে থেকে ভাবে এখান থেকে মেয়েটা কোথায় যেতে পারে।

"আমি যা বলতে চাইছি সেটা হল. একটা মাথার চেয়ে দুটো মাথা ভাল. .আর দুটো মাথা দ্বিগুণ ভালো না তারা অনেক অনেক বেশী বার ভালো। একাধিক মন একসাথে কাজ করে ভাবনার প্রভাবকে বাড়িয়ে দিতে পারে. .গাণিতিক হারে। এটাই প্রার্থনা সঙ্ঘ, উপশম চক্র, দলগত সঙ্গীত আর একত্রে উপাসনার অন্তর্গত ক্ষমতা। *বিশ্বজনীন সচেতনতা* কোন বায়বীয় নিউ এজ ধারণা নয়। এটা একটা নিরেট বৈজ্ঞানিক বাস্তবতা. . .আর এর চর্চা বিশ্বকে বদলে দেবার ক্ষমতা রাখে। নিওটিক বিজ্ঞানের এটাই মূল কথা। তারচেয়েও বড় বিষয়, এই মুহূর্তে সেটা সংঘটিত হচ্ছে। তুমি তোমার চারপাশে সেটা অনুভব করতে পারবে। প্রযুক্তি আমাদের এমনভাবে সম্পর্কিত করছে যেটা আমরা আগে কখনও কল্পনা করতে পারিনি: টুইটার, গুগল, উইকিপেডিয়া আরো অনেক কিছু – সব কিছু মিলে এক আন্তসম্পর্কিত মনের জাল তৈরী করেছে।" সে হাসে। "আর আমি তোমাকে নিশ্চয়তা দিচ্ছি আমার লেখা প্রকাশিত হবার সাথে সাথে টুইটেরাটি টুইট পাঠাতে শুরু করবে যা বলবে '*নিওটিক সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ*' এবং বিজ্ঞানের এই ধারার প্রতি আগ্রহ গাণিতিক হারে বৃদ্ধি পাবে।"

ল্যাংডনের চোখের পাতা অসম্ভব ভারী হয়ে আসে। "তুমি জানো, আমি এখনও জানি না কিভাবে একটা টুইটার পাঠাতে হয়।"

"*টুইট,*" সে শুধরে দিয়ে হাসে।

"দু:খিত?"

"ব্যাপার না। চোখ বন্ধ কর, সময় হলে আমি তোমাকে উঠিয়ে দেব।"

ল্যাংডনের মনে পড়ে স্থপতির দেয়া চাবিটার কথা এতক্ষণ তার মনে পড়েনি. . .এবং কেন তারা এখানে এসেছে। ক্লান্তির নতুন ঢেউ আছড়ে পড়তে সে চোখ বন্ধ করে। নিজের মনে অন্ধকারে সে দেখে *বিশ্বজনীন সচেতনতাবোধ* সম্পর্কে সে ভাবছে. . .প্লেটোর লেখা "দি মাইণ্ড অব দি ওয়ার্ল্ড" এবং "গ্যাদারিং গড". . .জুঙ্গের "সমষ্টিগত অসচেতনতা।" ধারণাটা একাধারে সরল এবং চমকপ্রদ।

*অনেকের সমষ্টির ভিতরে ঈশ্বরকে খুঁজে পাওয়া যায়. . . একের ভিতরে পাবার চেয়ে।*

"এলোহিম," ল্যাংডন সহসা বলে উঠে, একটা অপ্রত্যাশিত যোগসূত্র দেখতে পেয়ে তার চোখ আবার বড় বড় হয়ে উঠেছে।

"কি হল?" ক্যাথরিন এখনও তার দিকে তাকিয়ে আছে।

"*এলোহিম,*" সে আবার বলে। "*ওল্ড টেস্টামেন্টে* ঈশ্বরের হিব্রু শব্দ। আমার সবসময়ে এটা নিয়ে কৌতূহল ছিল।"

BanglaBook.org

ক্যাথরিন আবার একটা সবজান্তার হাসি দেয়। "হ্যাঁ। শব্দটা বহুবচন।"

ঠিক তাই! ল্যাংডন কখনও বুঝতে পারেনি বাইবেলের প্রথম অনুচ্ছেদেই কেন ঈশ্বরকে বহুবচনে অভিহিত করা হয়েছে। *এলোহিম।* জেনেসিসে মহান ঈশ্বরকে একক হিসাবে বর্ণনা করা হয়নি. . . অনেক হিসাবে বোঝান হয়েছে।

"ঈশ্বর বহুবচন," ক্যাথরিন বলে, "কারণ মানুষের মন অনেক।"

ল্যাংডনের ভাবনা এখন জট পাকিয়ে যেতে শুরু করে. . .স্বপ্ন, স্মৃতি, আশা, ভয়, প্রকাশ. . .সব তার মাথার উপরে রোটানডার গম্বুজের নীচে ঘুরপাক খায়। তার চোখ আবার বুঁজে আসতে থাকলে সে *এ্যাপোত্থেসিসে* আঁকা তিনটা ল্যাটিন শব্দের দিকে তাকিয়ে আছে বুঝতে পারে।

E PLURIBUS UNUM:

"*অনেকের ভিতরে, এক,*" ঘুমে তলিয়ে যাবার আগে, সে ভাবে।

BanglaBook.org

# পরিশিষ্ট

আস্তে আস্তে জেগে উঠে রবার্ট ল্যাংডন।

তার দিকে অনেকগুলি মুখ তাকিয়ে ছিল। *আমি কোথায়?*

পরক্ষণেই তার মনে পড়ে সে কোথায়। *এ্যাপোথেসিসের* নীচে সে ধীরে ধীরে উঠে বসে। ক্যাটওয়াকে দীর্ঘক্ষণ শুয়ে থাকার জন্য পিঠ ব্যথা হয়ে গেছে।

*ক্যাথরিন কোথায়?*

ল্যাংডন তার হাতের মিকি মাউস ঘড়ির দিকে তাকায়। সে উঠে দাঁড়িয়ে রেলিং এর উপর দিয়ে নীচের বিশাল ফাঁকা স্থানটার দিকে উঁকি দেয়।

"ক্যাথরিন?" সে চিৎকার করে ডাকে।

জনমানবহীন রোটানডার নিরবতায় শব্দগুলো প্রতিধ্বনি তুলে হারিয়ে যায়।

মেঝে থেকে তার ট্যুইডের জ্যাকেটটা তুলে নিয়ে ধূলো ঝেড়ে সেটা সে আবার গায়ে দেয়। জ্যাকেটের পকেটে হাত দিয়ে দেখে প্রকৌশলীর দেয়া লোহার চাবিটা উধাও হয়ে গেছে।

ওয়াকওয়ের পেছন দিয়ে ঘুরে এসে, ল্যাংডন স্থপতির দেখিয়ে দেয়া খোলা স্থানটার দিকে রওয়ানা দেয়. .লোহার খাড়া সিঁড়ি উপরে জমাট অন্ধকারের দিকে উঠে গেছে। সে সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠতে আরম্ভ করে। সে উপরে উঠতে থাকে আর উঠতেই থাকে। সিঁড়ি ক্রমশ সরু আর ঢালু হয়ে আসে। ল্যাংডন এখনও উপরে উঠছে তো উঠছেই।

*আর একটু বাকি আছে।*

সিঁড়ির ধাপগুলো এখন মইয়ের মত হয়ে উঠেছে এবং ল্যাংডন অবশেষে সিঁড়ি শেষ হয় এবং ল্যাংডন একটা ছোট ল্যান্ডিংএ এসে পৌঁছে। তার সামনে একটা বিশাল আকৃতির লোহার দরজা। চাবিটা দরজার তালায় প্রবেশ করিয়ে সে দেখতে পায় আর দরজাটা খুলে গেছে। সে এগিয়ে এসে ধাক্কা দিতেই সেটা ভেতরের দিকে খুলে যায়। দরজার পেছনের বাতাস বেশ শীতল। ল্যাংডন চৌকাঠ অতিক্রম করে গাঢ় অন্ধকারে এসে দাঁড়ালে সে বুঝতে পারে সে এখন ভবনের বাইরে।

"আমিই তোমার কাছে এখনই আসছিলাম," ক্যাথরিন তার কাছে এসে হেসে বলে। "সময় প্রায় হয়ে এসেছে।"

BanglaBook.org

ল্যাংডন যখন তার চারপাশের পরিবেশটা চিনতে পারে, সে চমকে উঠে। সে ইউ.এস ক্যাপিটলের চূড়ার চারপাশে বৃত্তাকার একটা সংকীর্ণ স্কাইওয়াকে দাঁড়িয়ে আছে। ঠিক তার মাথার উপরে ব্রোঞ্জের স্বাধীনতার মূর্তি ঘুমন্ত রাজধানী শহরের দিকে তাকিয়ে রয়েছে। মূর্তিটা পূর্ব দিকে তাকিয়ে আছে, যেখানে ভোরের প্রথম লালচে আভা দিগন্তকে রাঙিয়ে দিতে শুরু করেছে।

ক্যাথরিন ল্যাংডনকে পথ দেখিয়ে পেছনে নিয়ে আসে যতক্ষণ না তারা পশ্চিমে মুখ করে, ন্যাশনাল মলের সাথে নিখুঁত রেখায় এসে দাঁড়ায়। দূরে ওয়াশিংটন মনুমেন্টকে ভোরের আলোয় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যায়। তাদের সুউচ্চ ওবেলিস্কটাকে আগের চেয়েও চিত্তাকর্ষক দেখায়।

"ওটা যখন নির্মিত হয়েছিল," ক্যাথরিন ফিসফিস করে বলে, "পৃথিবীর সবচেয়ে উঁচু নির্মাণ কাঠামো ছিল সেটা।"

ল্যাংডন পুরাতন সেপিয়া ফটোগ্রাফে ভাড়ার উপরে স্টোনম্যাসনদের দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে, মাটি থেকে পাঁচশ ফিট উপরে, প্রতিটা বক্ষ হাতে গেথে তুলছে, একটার পরে একটা।

*আমরা নির্মাতা, সে ভাবে। আমরা স্রষ্টা।*

সময়ের শুরু থেকে, মানুষ অনুভব করেছে তার ভিতরে বিশেষ কিছু একটা রয়েছে. . .বেশি কিছু একটা। সে তার যে ক্ষমতা নেই তা অর্জন করতে ব্যাগ্র হয়ে উঠেছে। সে আঁকাশে উড়বার স্বপ্ন দেখেছে, নিরাময়ের আর পৃথিবীকে সম্ভাব্য সব উপায়ে রূপান্তরের স্বপ্ন দেখেছে।

এবং সে ঠিক সেটাই করেছে।

আজ, মানুষের সাফল্যের সৌধ ন্যাশনাল মলে ছড়িয়ে রয়েছে। স্মিথসোনিয়ান জাদুঘরে উপচে পড়ছে আমাদের মহান চিন্তাবিদদের ধারণা, আমাদের বিজ্ঞান, চিত্রকলা আর আমাদের আবিষ্কারের উপাচারে। স্রষ্টা হিসাবে মানুষের সাফল্যের গল্প তারা শোনায়—নেটিভ আমেরিকান হিস্ট্রি মিউজিয়ামে পাথরের অনুষঙ্গ থেকে ন্যাশনাল এয়ার আর স্পেস মিউজিয়ামে রক্ষিত রকেট আর জেট ইঞ্জিন।

*আমাদের পূর্বপুরুষরা আজ আমাদের দেখলে আসলেই দেবতা মনে করতো।*

সামনে ছড়িয়ে থাকা অতিকায় সৌধ আর জাদুঘরের দিকে ভোরের আগের কুয়াশার ভিতরে তাকিয়ে থেকে তার চোখ আবার ওয়াশিংটন মনুমেন্টের উপরে ফিরে আসে। ভিত্তিপ্রস্তরের নীচে চাপা থাকা বাইবেলটা তার চোখে ভাসে এবং ভাবে কিভাবে স্রষ্টার কথা কিভাবে আসলে মানুষের কথাতেই পরিণত হয়েছে।

BanglaBook.org

আমেরিকার ক্রসরোডে স্থাপিত মনুমেন্টের নীচে বৃত্তাকার প্লাজার ভিতরে লুকিয়ে রাখা গ্রেট সারকামপাঙ্কটের কথা সে ভাবে। সহসা পিটারের দেয়া পাথরের বাক্সটার কথা তার মনে পড়ে। ঘনকটা, সে এখন বুঝতে পারে কজা থেকে খুলে গিয়ে একই জ্যামিতিক আঁকৃতি তৈরী করে– একটা ক্রস যার কেন্দ্রে রয়েছে একটা সারকামপাঙ্কট। ল্যাংডন হেসে ফেলে। *ক্ষুদে বাক্সটাও এই ক্রসরোডের ইঙ্গিত দিচ্ছে।*

"রবার্ট, দেখো," ক্যাথরিন মনুমেন্টের শীর্ষের দিকে ইঙ্গিত করে।

ল্যাংডন চোখ তুলে তাকায় কিন্তু কিছুই দেখতে পায় না।

তারপরে, ভাল করে তাকালে তার নজরে পড়ে।

মলের অন্যপ্রান্তে সুউচ্চ টাওয়ারের সর্বোচ্চ বিন্দুতে সোনালী সূর্যরশ্মির একটা ক্ষুদ্র কণা চকচক করছে। চমকাতে থাকা সূচীবিন্দুটা দ্রুত উজ্জ্বল, আরো দীপ্তিমান হয়ে উঠে ক্যাস্টোনের এ্যালুমিনিয়ামের চূড়ায় চমকাতে থাকে। ল্যাংডন অবাক হয়ে দেখে সূর্যের রশ্মি একটা আলোক সঙ্কেতে পরিণত হয়ে ছায়াময় শহরের উপরে ভাসছে। এ্যালুমিনিয়ামের শীর্ষদেশের পূর্বপাশে ক্ষুদ্র খোদাইটার কথা ভাবে এবং অবাক হয়ে উপলব্ধি করে যে সূর্যের প্রথম রশ্মি জাতির রাজধানীতে প্রতিদিন সকালে দুটো শব্দ আলোকিত করে:

*Laus Deo*

"রবার্ট," ক্যাথরিন ফিসফিস করে বলে। "সূর্যোদয়ের সময়ে কেউ এখানে আসতে পারে না। পিটার চেয়েছিল এটাই আমরা প্রত্যক্ষ করি।"

ল্যাংডন অনুভব করে তার নাড়ীর স্পন্দন মনুমেন্টের উপরের উজ্জ্বলতা বৃদ্ধির সাথে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে।

"সে বলেছিল, এই কারণেই আমাদের পূর্বপুরুষরা মনুমেন্টটাকে এত উঁচু করে নির্মাণ করেছিল। আমি জানি না এটা সত্যি কিনা, কিন্তু আমি এটা জানি– একটা খুব পুরানো আইন আছে যেখানে জারী করা হয়েছে আমাদের রাজধানী শহরে এই মনুমেন্টের চেয়ে উঁচু কোন নির্মাণ নিষিদ্ধ।

সূর্য তাদের পেছনে দিগন্তের উপরে গুড়ি দিয়ে উঠে আসলে ক্যাপস্টোন থেকে আলো আরেকটু নীচে নেমে আসে। ল্যাংডন তাকিয়ে থেকে সে প্রায় অনুভব করতে পারে তার চারপাশে শূন্য স্থানের ভিতর দিয়ে স্বর্গীয় গোলকসমূহ তাদের চিরন্তন কক্ষপথ স্পর্শ করছে। সে বিশ্বস্রষ্টার কথা ভাবে এবং পিটার কিভাবে জোর দিয়ে বলেছিল সে যে গুপ্তধন রবার্টকে দেখাতে চায় সেটা কেবল স্রষ্টাই তার সামনে অবারিত করতে সক্ষম। ল্যাংডন মূর্খ ভেবেছিল সেই স্রষ্টা ওয়ারেন বেল্লামি। *ভুল স্রষ্টা।*

সূর্যের রশ্মি জোরাল হতে সোনালী আভা তেত্রিশ-শো-পাউণ্ডের ক্যাপস্টোন পুরোপুরি আপ্লুত করে ফেলে। *মানুষের মন. .আলোক শুদ্ধি গ্রহণ করছে।*

BanglaBook.org

আলো মনুমেন্টের পৃষ্ঠদেশ বেয়ে নামতে শুরু করে, প্রতিদিন সকালে সে একই ভাবে নীচে নেমে আসে। *স্বর্গ ধরণীর বুকে নেমে আসছে. . .ঈশ্বর সংযুক্ত হচ্ছেন মানুষের সাথে।* ল্যাংডন বুঝতে পারে আসছে সন্ধ্যার এই একই প্রক্রিয়া উল্টোভাবে ঘটবে। সূর্য পশ্চিমে ডুব দেবে আলো পৃথিবী থেকে স্বর্গে ফিরে যাবে. . .নতুন দিনের প্রস্তুতির প্রত্যাশায়।

পাশে দাঁড়িয়ে থাকা ক্যাথরিন শীতে কেঁপে উঠে তার দিকে এগিয়ে আসে। ল্যাংডন তার কাঁধ জড়িয়ে ধরে। তারা দু'জন নিরবে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে থাকার সময়ে, ল্যাংডন গত রাতে সে যা কিছু শিখেছে সেগুলোর কথা ভাবে। ক্যাথরিনের বিশ্বাস যে সবকিছু শীঘ্রই বদলে যাবে সেটা ভাবে, আরো ভাবে পিটারের বিশ্বাস যে আলোকময়তা আসন্ন। এবং সে মহান প্রফেটের কথা ভাবে যিনি উদাত্ত কণ্ঠে বলে গিয়েছেন: *গোপন কোন কিছুই গোপন থাকবে না; রহস্যময় সবকিছুই আলোয় প্রকাশিত হবে।*

সূর্য ওয়াশিংটনের আঁকাশে উঠে আসতে ল্যাংডন আঁকাশের দিকে তাকায় যেখানে রাতের শেষ তারাগুলো দ্রুত ম্লান হয়ে আসছে। মানুষ, বিজ্ঞান আর বিশ্বাসের কথা সে ভাবে। সে ভাবে কিভাবে প্রতিটা সংস্কৃতি, প্রতিটা দেশে, প্রতিটা সময়ে কিভাবে একটা সাধারণ জিনিস ভাগ করে নিয়েছে। আমাদের সবারই স্রষ্টা রয়েছে। আমরা ভিন্ন ভিন্ন নাম ব্যবহার করি, ভিন্ন রূপ, ভিন্ন প্রার্থনা ব্যবহার করলেও মানুষের কাছে ঈশ্বর বিশ্বব্যাপী একটা ধ্রুব সত্ত্বা। ঈশ্বরের প্রতীক আমরা সবাই ভাগ করে নিয়েছি. . .জীবনের সেইসব রহস্যের প্রতীক যা আমরা বুঝতে অপারগ। প্রাচীনরা ঈশ্বরের প্রশংসা করেছে মানুষের সীমাহীন সম্ভাবনার প্রতীক হিসাবে কিন্তু প্রাচীন প্রতীক সময়ের গর্ভে হারিয়ে গিয়েছিল। এতদিন পর্যন্ত।

বহু কাঙ্খিত সেই মাহেন্দ্রক্ষণে, ক্যাপিটলের শীর্ষে দাঁড়িয়ে ঝর্ণার মত নেমে আসা সূর্যরশ্মির উষ্ণতায়, রবার্ট ল্যাংডন নিজের মাঝে একটা শক্তিশালী আবেগের স্ফূরণ অনুভব করে। তার সারা জীবনে এমন কোন অনুভূতি এত গভীরভাবে তাকে তাড়িত করেনি।

*আশা।*

---

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG